শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

উপহার-পত্র।

ভগবৎপ্রেমভক্তিপিপাসু জ্ঞানান্বেষী

পরম ———— ভাজন

শ্রী ———————————— র করকমলে

[illegible]করত্নসার

এই চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি

প্রীত্যুপহাররূপে
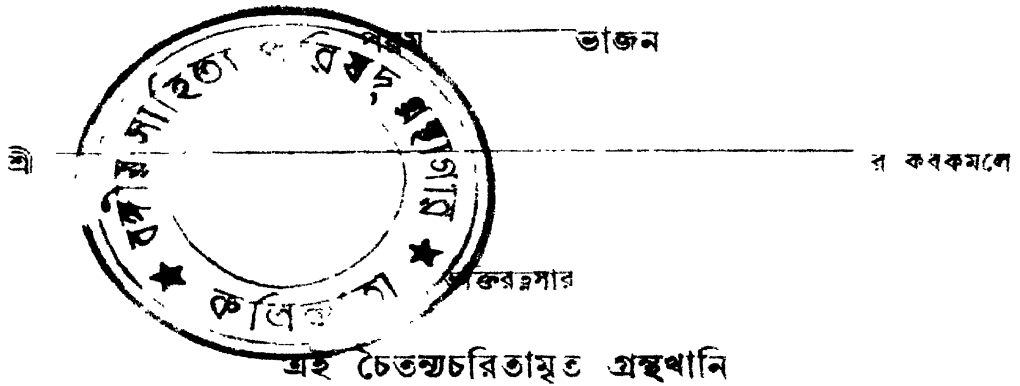
প্রদত্ত হইল।

(স্থানের নাম)

(বঙ্গাব্দ)

(তারিখ) শ্রী

৺ বরদাপ্রসাদ মজুমদার
১১৩ বাগা পুকুর লেন কলিকাতা

৺ বিষ্ণুচন্দ্র মজুমদার

শ্রীহরিশঙ্কর মজুমদার

উৎসর্গ-পত্র।

পিতঃ!

তব স্নেহ করিয়াছে এ-দেহ পোষণ,
তব যত্নে করিয়াছি জ্ঞান উপার্জ্জন;
কিন্তু কি অভাগ্য মোরা তোমার সন্তান,
পারি নাই করিতে গো কোন প্রতিদান!
তব স্মৃতি যাই হৃদি উঠে গো জাগিয়া,
তখনি আনন্দ-দীপ যায় যে নিবিয়া!
কিন্তু এবে পরিতাপে নাহি ফলোদয়,
ভবে যেই জন্ম লভে, সেই পায় লয়।
দেহের যদিও নাশ, আত্মা অনশ্বর,
স্বীয় পুণ্যে তুমি আজ হয়েছ অমর।
ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের করিলা মনন,
দৈববশে হয় নাই তাহার পূরণ;
পূরাইতে তব সেই চির অভিলাষ,
'চৈতন্যচরিতামৃত' করিনু প্রকাশ।
তৃপ্তি লভ ইথে আজি থাকি দেব-দেশে,
উৎসর্গ করিনু ইহা ভবৎ-উদ্দেশে।
আশীষ', ঈদৃশ গ্রন্থ যেন গো আবার,
আমরা সক্ষম হই করিতে প্রচার।

ভবচ্চরণাশীর্ব্বাদপ্রার্থী
সেবক শ্রীহরিশচন্দ্র

অবতরণিকা।

গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, "যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে ও সাধুদের দুঃখ দুর্গতি ঘটিবে, তখন তখনই আমি সাধুদের পরিত্রাণ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত দেহধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিব।" শ্রীভগবানের এই অঙ্গীকার রক্ষার জন্যই মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যরূপে তাঁহার আবির্ভাব। তিনি যে সময়ে অবতীর্ণ হন, তখন ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্রে বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের সংঘর্ষে নানা ব্যভিচার ও বিষম অধঃপতন ঘটিয়া জনসাধারণের চিত্তকে প্রকৃত ধর্ম্মভাবে বর্জ্জিত ও অধর্ম্মভাবে পরিপূরিত করিয়াছিল। এই কলুষভাবাপন্ন নরনারীদিগের হৃদয়ে পুনরায় সাত্ত্বিক ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি সঞ্চারিত করিবার জন্য ১৪০৭ শকে শ্রীভগবান্ পূজ্যপাদ জগন্নাথমিশ্রের ঔরসে জগন্মাননীয়া শচীদেবীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেন। ইঁহার বাল্যকালীন নাম 'নিমাই'। মাতাপিতার কতিপয় সন্তান নষ্ট হইবার পরে ইনি ভূমিষ্ঠ হন বলিয়া মাতা ইঁহার ঐ নাম রাখেন; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, তাহা নহে: বাল্যে ইনি অন্তর্নিহিত অলৌকিক শক্তির বলে সদা চাপল্য প্রদর্শন করিতেন বলিয়া ইঁহার ঐ নাম হয়, তাঁহাদের মতে 'নিমাই' অর্থে নিম্ব বা নিমের ন্যায় তিক্ত অর্থাৎ বিরক্তিকর প্রকৃতিসম্পন্ন। যাহা হউক, নামকরণসময়ে ইঁহার বিশ্বম্ভর নাম রক্ষা করা হয়; এবং অনেকে ইঁহার দেহের গৌরবর্ণত্ব হেতু ইঁহাকে গৌরাঙ্গ নামও দিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইনি ক্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। অনন্তর পিতৃবিয়োগের পর মাতৃদেবীর প্রযত্নে ইনি লক্ষ্মীনাম্নী এক সুশীলা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এবং তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিলে তৎপরে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে অপর এক রূপগুণবতী কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ ঘটে। কিন্তু সংসারবন্ধনের রজ্জুস্বরূপ এই বিবাহ ইঁহাকে গার্হস্থ্যাশ্রমে সংবদ্ধ রাখিতে পারিল না, ইঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যবীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া ফলবান্ তরুতে পরিণত হইতে চলিল। এই সময়ে গয়াধামে ঈশ্বরপুরীনামক জনৈক বৈষ্ণব মহাত্মার সহিত আলাপে ইঁহার হৃদয়-প্রসুপ্ত হরিভক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং ইনি হরিনামপ্রচারে তন্ময়চিত্ত হইয়া উঠিলেন; আর ক্রমে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, মাধব, হরিদাস, রূপ, সনাতন ও অন্য বহু ভগবদ্ভক্ত আসিয়া ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ভগবচ্ছক্তি স্ফুরিত হইয়া উঠিলে, ইনি পঞ্চবিংশবর্ষবয়ঃক্রমকালে সংসার ত্যাগ করিয়া কেশবভারতী নামে অবধূতের নিকট সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। এই হইতে দেশের জীর্ণ ও শুষ্কপ্রায় ধর্ম্মতরু পুনরায় সতেজ ও নবীন পত্রপুষ্পশোভায় প্রাণমনোমুগ্ধকর হইয়া উঠিতে লাগিল,—ভগবল্লীলাপ্রকটনের সূত্রপাত হইল।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ এই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জীবনের লীলাবিবরণ ও অন্য নানা ভক্তিতত্ত্বোপদেশে পূর্ণ। তাঁহার অলৌকিকী লীলাকথা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম ভাগ 'আদিলীলা' সপ্তদশপরিচ্ছেদময়; ইহাতে তাঁহার জন্ম হইতে গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিবার কাল চতুর্ব্বিংশতি বৎসরের লীলা বর্ণিত আছে; দ্বিতীয় ভাগ 'মধ্যলীলা' পঞ্চবিংশপরিচ্ছেদময়; ইহাতে তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে নানাদেশে পর্য্যটন ও তৎপরে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত ছয় বৎসরকালের লীলা বিবৃত আছে; তৃতীয় ভাগ 'অন্ত্যলীলা' বিংশতিপরিচ্ছেদময়; ইহাতে তাঁহার জীবনের অষ্টাদশ বৎসরকাল নীলাচলে অবস্থিতি ও তৎকালীন লীলাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই সমগ্র গ্রন্থের শ্লোকসমূহ একপঞ্চাশদধিক দ্বাদশসহস্র।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাবলী এই গ্রন্থরচনার পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক গ্রন্থকার কর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎসমুদয়ের সকল বিবৃতি যথাযথ হয় নাই, বিশেষতঃ তাঁহার অন্ত্যলীলার সবিস্তার বর্ণনা কোন গ্রন্থেই ছিল না; এই অভাবপরিপূরণের নিমিত্ত তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী ভক্তাগ্রগণ্য বৈষ্ণবমণ্ডলী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয়কে অনুরোধ করিলে, তিনি অন্যূন চারিখানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া, এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরমভক্ত ও সেবক স্বীয় দীক্ষাগুরু রঘুনাথদাস গোস্বামী মহাশয়ের প্রমুখাৎ তাঁহার লীলাদি আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ ও সংগ্রহ করতঃ, নয়বৎসর কাল প্রভৃত পরিশ্রমের পর ১৫৩৭ শকে জ্যৈষ্ঠমাসে এই অমূল্য গ্রন্থের রচনা শেষ করেন।

এই গ্রন্থের রচনাপাণ্ডিত্য, ভক্তিময় কবিত্ব ও বিচিত্র ঘটনাবহুলত্ব প্রকৃতই মনোবিমোহন। পণ্ডিত-শিরোমণি ৺জগদীশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"আধ্যাত্মিকরূপে চৈতন্যের ধর্ম্মমতসমর্থন, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ও ঘটনার বিচিত্রতাপ্রদর্শন এবং রচনার ওজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ধরিলে ইহা বৈষ্ণবীয় সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে একটি অমূল্য রত্ন ও প্রেমভক্তির অমৃতপ্রস্রবণ।" 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে সমালোচক পণ্ডিতবর লিখিয়াছেন,—"চৈতন্য-প্রভুর জীবনসম্বন্ধে গোবিন্দদাসের কড়চার পর চৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রবীণতা গুণেই এই পুস্তক পূর্ব্ববর্ত্তী সকল পুস্তক হইতে শ্রেষ্ঠ। চৈতন্যভাগবতের ন্যায় ইহাতে ঘটনার তত ঘনসন্নিবেশ নাই বটে, কিন্তু বর্ণিত কথাগুলির মধ্যে অবকাশ আছে; সেই অবকাশ, ছবির অধিষ্ঠানক্ষেত্রের ন্যায় মূল ঘটনার সৌন্দর্য্য গাঢ়ভাবে স্পষ্ট করে। বৈষ্ণবোচিত সুন্দর বিনয়, ভক্তির ব্যাখ্যা, স্বচ্ছন্দ-সংযত লেখনী দ্বারা বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোড়ন ও প্রেমকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসম্বদ্ধ করার নৈপুণ্য—এই বহুগুণসমন্বিত হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত এক উন্নত প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে ক্ষুদ্র লতা গুল্ম পুষ্প প্রভৃতি হইতে বৃহৎ বনস্পতির বিচিত্র সমাবেশযুক্ত বৈভব প্রকটিত করিতেছে।" এই গ্রন্থখানি এতই উৎকৃষ্ট ও মধুর যে, খ্যাতনামা পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় ইহার একটি টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থরচনায় সংস্কৃত, বৃন্দাবনী, প্রাচীন বাঙ্গালা ও পার্শী এই কয় ভাষারই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও গ্রন্থকারের লিপিবিন্যাসকৌশলে ইহা সাধারণ পাঠকমাত্রেরই সুবোধ্য।

গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় ইহার প্রণয়নসমাধানে তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবকুলের অগ্রণী জীবগোস্বামীর নিকট সাধারণ্যে ইহার প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করিলে, ইহার উৎকৃষ্টতা ও ভাষাভাবাদির প্রাঞ্জলতা দর্শনে তাঁহার মনে আশঙ্কা জন্মে, এরূপ অত্যুত্তম গ্রন্থের প্রচার হইলে, এতৎপূর্ব্বপ্রকাশিত বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহের আদর কমিয়া যাইবে; এই কারণে তিনি ইহা নষ্ট করিবার প্রয়াস পান; যাহাহউক, তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই, অধিকন্তু তিনি শেষে শিবানন্দ-সেনের পুত্র বৈষ্ণবপ্রধান কবিকর্ণপুরের অনুরোধে ইহাতে অনুমোদনস্বাক্ষর করিয়া, প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে স্বহস্তে 'কহে কৃষ্ণদাস ইত্যাদি' বাণী সংযোজন করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর গ্রন্থখানি গৌড়ে প্রেরিত হইবার কালে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রাজা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়, কিন্তু শেষে উদ্ধৃত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-ধামে শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে অদ্যাপি সুরক্ষিত রহিয়াছে। আর গ্রন্থকারের প্রিয়শিষ্য মুকুন্দ দত্ত গ্রন্থখানির একখানি অনুলিপি রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জন্মস্থান ঝামটপুর গ্রামে সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

এই দুইখানিই মূল গ্রন্থ; কিন্তু অধুনাতন কালে এই গ্রন্থ নানা স্থান হইতে অনেকস্থলে বিকৃত ও বিকলাঙ্গ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভাবগ্রাহী প্রেমরসপিপাসু প্রকৃত ভক্তমণ্ডলীর যথার্থ তৃপ্তি ঘটিতেছে না। ইহা দেখিয়া অস্মদীয় আরাধ্যতম পূজ্যপাদ পিতৃদেব ইহার একখানি বিশুদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সংস্করণ সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার বাসনা করেন, কিন্তু তাঁহার সেই সদিচ্ছা কার্য্যতঃ পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গধামে শ্রীভগবানের চরণপ্রান্তে আহূত হইয়াছেন। তদবধি তাঁহার সেই অভীপ্সিত কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আমরা তাঁহার অকৃতী অধম পুত্রগণ কতিপয় বর্ষ ধরিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলাম; অদ্য আরব্ধমুদ্রণ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া ভক্ত পাঠকমণ্ডলীর করকমলে উপস্থাপিত করিতে পারায় আমাদের সেই ঐকান্তিক পুণ্যব্রত উদ্‌যাপিত হইল।

এক্ষণে শ্রীভগবানের প্রসাদে, স্বর্গীয় পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদে ও ভক্তপ্রেমিক সজ্জন মহাত্মগণের কৃপাবলোকনে ইহার প্রচার আশানুরূপ বহুল হইলেই কৃতার্থম্মন্য হইব, অলমতিবিস্তরেণ ইতি।

শক—১৮৩৯
তারিখ—৯ই ভাদ্র। } বিনীত সম্পাদকস্য

ভক্তপ্রবর ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর
সংক্ষিপ্ত জীবনী।

যে ভগবদ্ভক্তপুঙ্গব পুরুষপ্রধান, পাপপঙ্কনিমগ্ন অধম মানবকুলের পরিত্রাণসাধনার্থ তাহাদের মধ্যে হরিনামমাহাত্ম্য প্রচারকল্পে নরদেহে অবতীর্ণ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের লীলাবর্ণনাদি ও ভগবদ্ভক্তির পূতানুষ্ঠান দ্বারা এ মর জগতে চির অমর হইয়া রহিয়াছেন, এবং যাঁহার অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী সেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ গ্রন্থবদ্ধ করিয়া গিয়া ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়সুরধামে ভক্তিমন্দাকিনীর অবিরাম বিমল প্রবাহ চিরপ্রবাহিত রাখিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যময় জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় জ্ঞাত হইবার বাসনা সুধী ভক্ত পাঠকবর্গের পক্ষে স্বাভাবিকই, এই কারণে এই মহাগ্রন্থে অবতরণিকাপ্রারম্ভে তাহা সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইল।

ইঁহার আবির্ভাবকালসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণের অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু পঞ্চাশীতিতম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি এই চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রণয়ন সমাধা করেন, ইহা যখন একরূপ অবিসংবাদিত, এবং ঐ পঞ্চাশীতিতম বর্ষে "শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ" (শাকে—শক ; সিন্ধু—সাত ; অগ্নি= তিন ; বাণ—পাঁচ ; ইন্দু—এক।—বিপরীতক্রমে ইহাতে ১৫৩৭ শক হয়) অর্থাৎ ১৫৩৭ শকে বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে এই গ্রন্থ সমাপনের পর আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া যখন নির্ণীত হইয়াছে, তখন "শাকেহগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ" এইরূপ অপপাঠ ধৃত করিয়া ১৫০৩ শক বা ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যুকাল অনুমান করতঃ ইঁহার জন্মকাল নির্দ্ধারণে সন্দেহ উৎপাদন করা সমীচীন নহে। যাহাহউক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত যখন কতকটা অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়, তখন অনুমান ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ ইঁহার আবির্ভাবকাল। ইনি বৈদ্যকুলসম্ভূত এবং বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ কবিরাজ, মাতার নাম সুনন্দাদেবী। ইঁহার দুই বৎসরের ছোট একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম শ্যামদাস। ইঁহার পিতা বৈদ্যব্যবসায়ে সামান্য উপার্জ্জনে ইঁহাদিগকে কষ্টে সৃষ্টে প্রতিপালন করিতেন। ইঁহার বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন, এবং তাহার অনতিকাল পরে ইঁহার মাতৃদেবীও স্বর্গগতা হন। এইরূপে বাল্যে মাতৃপিতৃহীন হইয়া ইঁহাদের উভয় ভ্রাতাকে শেষে পিতৃস্বসা ঠাকুরাণীর গৃহে আশ্রয় লইতে হয়। এই স্থানে আসিবার পরে ইনি তত্রত্য গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপনান্তে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও যৎসামান্য পার্শীভাষা শিক্ষা করেন। বাল্যাবধি ইঁহার সঙ্কল্প ছিল, সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তিলাভ ঘটিলেই স্বীয় জাতীয় ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া তাহাতেই প্রবৃত্ত হইবেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সেই সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তিনি অর্থার্জ্জনের পরিবর্ত্তে সাধুসঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্বানুশীলনে একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন ও তাহাতেই রত হইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ষড়্বিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইঁহার ঐ পিতৃস্বসার পরলোকগমন ঘটিলে, ইনি তাঁহার ত্যক্ত বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধানভার কনিষ্ঠ শ্যামদাসের হস্তে ন্যস্ত করিয়া স্বীয় স্বভাবলব্ধ ধর্ম্মানুশীলনস্পৃহা চরিতার্থ করিতে অনন্যচিত্তে প্রবৃত্ত হন, ইহাতে প্রায় বিংশতি বৎসর অতীত হইয়া যায়। এই সময়মধ্যে

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক লীলাদির বর্ণনাশ্রবণে তিনি ও তৎসঙ্গী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু যে ভগবদবতার তদ্বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয়যুক্ত হন ও তাঁহাদের ন্যায় সংসারত্যাগ করিয়া তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মপথে বিচরণমানসে দারপরিগ্রহবাসনা বিসর্জ্জন করেন। ইঁহাদের গৃহস্থিত কুলদেবতার পূজক গুণার্ণব মিশ্র ও ইঁহার কনিষ্ঠ শ্যামদাস কিন্তু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়কে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন না, ইহাতে তাঁহাদের সহিত ইঁহার প্রায়ই ঘোর বাদানুবাদ চলিত। যাহাহউক, অতঃপর একদিন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জনৈক প্রিয় শিষ্য মীনকেতন রামদাস সহসা ইঁহাদের আবাসে উপস্থিত হইলে, ক্রমে তাঁহারও সহিত গুণার্ণব ও শ্যামদাসের ঐ প্রভুদ্বয়ের ঈশ্বরত্ব লইয়া বিষম বাগবিতণ্ডা ও শেষে, এমন কি, বিবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়; তখন ইনি বহুকষ্টে প্রভুদের অলৌকিক গুণাদির বর্ণনদ্বারা তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনদ্বারা সেই বিরোধের মীমাংসা করিয়া দেন। কথিত আছে, ইনি সেইদিন রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরদিন প্রত্যূষেই সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন এবং ক্রমে নানা তীর্থ ও নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে শ্রীবৃন্দাবনধামে গিয়া উপনীত হন। এই স্থানে ইঁহার ভক্তচূড়ামণি রূপ, সনাতন, রঘুনাথদাস, জীবগোস্বামী, কবিকর্ণপুর, গোপালভট্ট ও অন্যান্য বৈষ্ণবপ্রধানগণের সঙ্গলাভ ঘটে, এবং ইনি গোস্বামিপ্রবর রঘুনাথদাসের নিকটে দীক্ষিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্য সমুদয় ভক্তিশাস্ত্রের পাঠে ব্যাপৃত ও ক্রমে তত্তৎ শাস্ত্রে সুব্যুৎপন্ন হন।

এতদনন্তর ইনি বৃন্দাবনবাসী ভক্ত গোস্বামিমণ্ডলীর আদেশক্রমে গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, ভাগবতশাস্ত্র গূঢ়রহস্য, অদ্বৈতসূত্রের কড়চা, স্বরূপবর্ণন, বৃন্দাবনধ্যান, ছয় গোস্বামীর সংস্কৃত সূচক, চৌষট্টিদণ্ডনির্ণয়, প্রেমরত্নাবলী, বৈষ্ণবাষ্টক, রাগমালা, শ্রীরূপগোস্বামীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার, রাগময়করণ, পাষণ্ডদলন, বৃন্দাবনপরিক্রম, রাগ রত্নাবলী, শ্যামানন্দপ্রকাশ, সারসংগ্রহ, ও সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল গ্রন্থ ভিন্ন বহু সুললিত ভাবপূর্ণ সুমধুর পদাবলীও ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত এই মহাগ্রন্থ রচনা করিতে ইঁহার সুদীর্ঘ নয় বৎসরকাল অতীত হইয়াছিল। এই সময়ে ইঁহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থাসম্বন্ধে ইনি নিজেই লিখিয়াছেন,—

"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে, মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানারোগগ্রস্ত, চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ পীড়ায় ব্যাকুল, রাত্রি দিনে মরি॥"

কিন্তু তথাপি রচিত গ্রন্থের বিষয়সংগ্রহ, তাহাদের শৃঙ্খলা, পারিপাট্য ও প্রাণমনঃস্পর্শি ভাবমাধুর্য্য ইত্যাদি দর্শনে, তাঁহার ঐ দৈহিক ও মানসিক পীড়িত অবস্থা যে তাঁহার আরব্ধ পুণ্যকার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিয়াছিল তাহা মনে হয় না। যাহাহউক, এই গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইলে, রচনাপারিপাট্যে, ভাবমাধুর্য্যে ও প্রেমভক্তির উদ্দীপনবিষয়ে ইহা যাবতীয় বৈষ্ণবগ্রন্থাবলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে দেখিয়া, পাছে ভক্ত বৈষ্ণবেরা এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় জীবগোস্বামী ইহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে প্রয়াস পান; তাহাতে ইঁহার চিত্ত বড়ই উদ্বেগাকুল হইয়া পড়ে, কিন্তু শেষে ইঁহার জনৈক শিষ্যের নিকটে ইহার অনুলিপি সুরক্ষিত আছে জানিয়া নিরুদ্বেগ হন। এই সময়ে ভক্তপ্রবর বৈষ্ণবচূড়ামণি কবিকর্ণপূর বৃন্দাবনধামে আসিয়া জীবগোস্বামীর নিকটে তাঁহার এই বিসদৃশ আচরণের প্রতিকার প্রার্থনা করিলে, তিনি স্বীয় পূর্ব্বকৃত অসৎ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া গ্রন্থখানির

প্রচারের অনুমোদন ও প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে "কহে কৃষ্ণদাস ইত্যাদি" ভণিতা স্বহস্তে যোজ করিয়া দেন। কিন্তু দুর্ব্বোধ্য বিধিলিপি কে বুঝিতে পারে? গ্রন্থখানি ইহার পরে গৌড়ে প্রেরি হইবার সময়ে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃত হয়; সেই সংবাদ শ্রবণে ই ১৫৩৭ শকের চান্দ্র আশ্বিনের শুক্লদ্বাদশীতে (১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে) রাধাকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন করেন যে প্রাণপ্রিয় গ্রন্থখানির শোচনায় পরিণাম অনুমান করিয়া তচ্ছোকে ইনি তুচ্ছ জীবনে জলাঞ্জলি দে ইহার সেই পরমাদরের ধন উত্তরকালে ভক্তিধন বৈষ্ণবকুলরত্নদিগের নিকটে অতুলরত্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠা অকৃত্রিম অনুরাগ আকর্ষণে সমর্থ হইবে এ কথা ঘুণাক্ষরে বোধগত হইলে, শোকের প্রবলবহ্নিতে আত্মাহুতি না দিয়া, ইনি পরমানন্দে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেন, কিন্তু নিয়তি আসি জীবন্ত বাধার ন্যায় তাহা করিতে দেয় নাই, ইহা অবশ্যই সহৃদয় ভক্তমণ্ডলীর অতীব পরিতাপের বিষয় ইনি যেরূপ জ্ঞানী, পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন, সেইরূপ আচার, নিষ্ঠা, প্রেম ও ভগবদ্‌ভক্তিতে তৎকা বৈষ্ণবাগ্রণীদিগের মধ্যে ইহার সমকক্ষ ব্যক্তির সংখ্যাও বিরল ছিল। এ ভিন্ন, বিনয় ইহার দেহে সর্ব্ব-গুণশিরোমণি ছিল। যে কোন পাঠক ইহার লিখিত—

> "সব শ্রোতাগণের করি চরণ-বন্দন।
> যাঁ সবার চরণকৃপা শুভের কারণ॥
> চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
> তাঁহার চরণ ধুঞা মুঞি করি পানে॥
> শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ।
> তোমরা এ অমৃত পিলে, সফল হৈল শ্রম॥" ইত্যাদি

শ্লোকসকল পাঠ করিলে, এই গুণের কথা স্বয়ং প্রকাশিত প্রভাকরের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃ প্রতিভাত হইবে, এ সম্বন্ধে অধিকোক্তি নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ ও গুণগ্রাহী সাহিত্যিকগণ ইহার প্রতি অদ্যাপি যথোপযুক্ত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া ইহার নাম চিরস্মরণীয় রাখিয়াছেন। ইহার জন্মভূমি ঝামটপুর তাঁহাদের নিকট পবিত্র তীর্থস্বরূপ। তথায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মূর্ত্তি, ইহার কাষ্ঠপাদুকা ও ভজনস্থান আছে, এবং এ সকলে নিত্য পূজা হইয়া থাকে। ইহার শিষ্যপ্রধান মুকুন্দ কবিরাজ ইহার এই গ্রন্থের যে অনুলিপি প্রস্তুত করেন, তাহা এই স্থানে সুরক্ষিত আছে, কিন্তু ইহার স্বহস্তলিখিত মূল গ্রন্থখানি শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরেই বিরাজ করিতেছে।

নির্ঘণ্ট।

আদিলীলার সূচীপত্র।

মধ্যলীলার সূচীপত্র।

অন্ত্যলীলার সূচীপত্র।

নির্ঘণ্ট।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

চিত্রের সূচীপত্র।

মুখবন্ধের চিত্র ও ২৫৮ পৃষ্ঠার চিত্র এই চিত্র দুইখানি বিখ্যাত অয়েল-পেণ্টার শ্যামবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীধন চন্দ্র মহোদয়ের কৃপায় প্রাপ্ত হইয়াছি। নীলাচলে (পুরীতে) কাশীমিশ্রের ভবনস্থিত (এই ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যতদিন পুরীতে ছিলেন ততদিন বাস করিয়াছিলেন) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্থিব শ্রীপদের খড়ম, শ্রীঅঙ্গের জীর্ণকন্থা, কাষ্ঠ কমণ্ডলুর চিত্র; সিদ্ধবকুলের চিত্র (ইহার তলে বসিয়া হরিদাস নাম লইতেন), শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দির; টোটা শ্রীগোপীনাথ-দেবের মন্দির ও চটক পর্ব্বত (এই গোপীনাথের অঙ্গে গৌরাঙ্গের মিলন চিহ্ন আজিও সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে)। ইহাদের চিত্র শ্রীশ্রীহরিদাস মঠের অধিকারী ও শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঠাধিকারীর কৃপায় ও শ্রীগিরিজানাথ চৌধুরীর সহায়তায় প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ইঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ২৫৫ পৃষ্ঠার চিত্রখানি শ্রীগগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত মূল চিত্র হইতে অঙ্কিত। অন্যান্য চিত্রগুলি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

সম্পাদকের নিবেদন।

আমরা সংসারী জীবমাত্রেই মহামোহের গাঢ় আবরণে আবৃতজ্ঞানচক্ষু ও বিপথাশ্রয়ী হইয়া অনিত্য দেহ ও মনের সুখস্বচ্ছন্দবিধানকর দ্রব্যের অন্বেষণে অহরহঃ ব্যাকুলিত-হৃদয়ে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছি, এবং সর্ব্বসুখশান্তির নিদান, আমাদের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশের মূলীভূত কারণ ও আমাদের ভাগ্যচক্রের পরিচালয়িতা পরমপিতা পরমেশ্বর যে সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে সুখ, আনন্দ, ভক্তি, মুক্তি যে কিছু বাঞ্ছিত প্রদান করিবার জন্য উদ্যতহস্ত রহিয়াছেন তাহা অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানপ্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতেছি না, ও তৎকারণে অকারণ নানা দুঃখদুর্গতির কঠোর অঙ্কুশনিগ্রহ ভোগ করিতেছি। কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বদুঃখহর অনন্তকরুণাপারাবার জগন্নাথ জগন্মঙ্গলের নিমিত্ত অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করিতে ভক্তির আলোক বিকিরণে ক্ষান্ত নাই। তাঁহার ভক্ত এই আলোক-সহায়তায় ক্রমে বিপথ হইতে সুপথে আসিতে ও আপন দুঃখদুর্গতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে সক্ষম হইয়া থাকে। এই ভক্তির আলোক বিশেষভাবে উদ্দীপিত করিবারই জন্য সেই দয়াময় মধ্যে মধ্যে নরদেহী হইয়া আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীরাসলীলার প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে--

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥"

অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থই নরদেহী হইয়া তদ্রূপ লীলাভিনয়ই করিয়া থাকেন, যচ্ছ্রবণে লোকে তৎপর অর্থাৎ তাঁহার শ্রীচরণচিন্তায় একাগ্রহৃদয়ে ব্যাপৃত হয়।

মহাভারতে শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী যথার্থই বলিয়াছেন,—

"শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ।
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ ॥
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং।
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি তোমার লীলাদি শ্রবণ, গান বা পুনঃপুন উচ্চারণ করে, অথবা এতৎসমুদয় অন্য কর্ত্তৃক কৃত হইলে, আনন্দিত হয়, তাহারা অচিরে ভবক্লেশশান্তিকর তোমার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া থাকে।

এই জন্য ভগবদ্‌ভক্তির উন্মেষকল্পে ভক্তসাধক মহাত্মগণ যুগে যুগে তৎকালোচিত ভগবল্লীলাবর্ণনাদি গ্রন্থনিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের এই বিশ্বহিতৈষণা-সত্ত্বেও বহুলপ্রচারাভাবে ঐ সকল অমৃতোপম গ্রন্থের সুধাস্বাদ এতকাল সর্ব্বসাধারণের একপ্রকার অনমুভবনীয়ই ছিল; যদিও কোন কোন সাধুসঙ্কল্প ব্যক্তি ইতঃপূর্ব্বে ঐ সকল দুর্ল্লভ রত্ন মুদ্রাযন্ত্রসাহায্যে সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছেন, তথাপি তৎসমুদয় তাহাদের সংগ্রহপক্ষে অধিকব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়ায় তাঁহাদের সে সাধুপ্রয়াস সম্যক্ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। এতদ্দর্শনে আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয় স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণতাহেতু স্বল্পবিত্ত সাধারণ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যথাসম্ভব সুলভমূল্যে ভক্তিগ্রন্থসমূহের বহুলপ্রচারের বড়ই অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু সঙ্কল্প কার্য্যতঃ পরিণত করিতে পারিবার পূর্ব্বেই স্বর্গারূঢ় হওয়ায় তাঁহার চিরপোষিত বাসনা ফলবতী দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আমরা তাঁহার সেই সাধুসঙ্কল্পের অনুসরণে এই গ্রন্থরত্নের মুদ্রণে প্রবৃত্ত হই। ইদানীন্তন কালে এই গ্রন্থের কতিপয় সংস্করণ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু পাঠ প্রভৃতি বিষয়ে তৎসমুদয়ের অনেক স্থলে পরস্পর সামঞ্জস্য নাই, অধিকন্তু সর্ব্বত্র অপ্রচলিত ও অজ্ঞাতার্থ অনেক শব্দের টীকা এবং উদ্ধৃত দুরূহ ও গূঢ়ার্থ সংস্কৃত শ্লোকাবলীর সুবোধিনী ব্যাখ্যা ও সরল অনুবাদ না থাকায় অনেক অংশ অনেকের বোধগম্য হয় না; ইহা দেখিয়া আমরা আনন্দ-চন্দ্রিকানাম্নী টীকা ও অন্য বহু টীকার সাহায্য লইয়া, বহু পরিশ্রমে প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করতঃ আবশ্যকতানুরূপ প্রাঞ্জল টীকা টিপ্পনী সহ গ্রন্থখানি আজ সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম। নিরপেক্ষ সহৃদয় ভক্ত পাঠকবর্গ অন্য কর্ত্তৃক ইতঃপূর্ব্বপ্রকাশিত এই গ্রন্থের অন্য সংস্করণগুলির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, এখানি যে সর্ব্বোত্তম-রূপে বিশুদ্ধ অথচ সুখবোধ্য হইয়াছে তাহা বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। আর গ্রন্থখানির মধ্যে স্থানবিশেষে ভক্তজনহৃদয়ে প্রেম ও ভক্তিভাবের উদ্দীপনকল্পে কতিপয় অনুরূপ চিত্র সন্নিবেশ করিতেও ব্যয়কুণ্ঠা করি নাই। এক্ষণে নিরপেক্ষ গুণগ্রাহী সজ্জনমণ্ডলীর নিকটে ইহা যথাযোগ্য আদরলাভ করিয়াছে দেখিলে সুখী হইব এবং তাবৎ পরিশ্রম ও ব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব। নিবেদন ইতি ১৩২৪ সাল, ২৫শে ভাদ্র।

বিনীত সম্পাদকস্য।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"শুভস্য শীঘ্রম্, অশুভস্য কালহরণম্" এই যে ঋষি-বাক্য বহু-প্রাচীন কাল হইতে আমাদের মধ্যে লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে, ইহা অতি মূল্যবান্ উপদেশ ও প্রকৃত কথা, কারণ প্রায় সমস্ত শুভকার্য্যই বিঘ্নবহুল। এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ,—আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব বরদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় বাঙ্গালা ১৩১৯ অব্দে এই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থের একটি অত্যুত্তম সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করিতে বাসনা করেন, কিন্তু ঐ বৎসর আশ্বিন মাসে তিনি স্বর্গগত হন, তাঁহার হৃদয় পোষিত শুভ সংকল্পও অপূর্ণ রহিয়া যায়; আমরাও আ-বাল্য যে পিতৃ-স্নেহের বিপুল স্নিগ্ধচ্ছায়ে পরম শান্তি ও আনন্দে ছিলাম, সহসা তদ্বিরহিত হইয়া সাংসারিক নানা কার্য্যের অঙ্কুশ-তাড়নে এরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম যে, তাঁহার ঐ সংকল্প সংসিদ্ধ করিবার প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইতে পরিলাম না।

তৎপরে ১৩২২ অব্দে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত পিতৃদেবের ঐ শুভ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু যেন উক্ত ঋষিবাক্যের সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্যই উপর্য্যুপরি আবার কতিপয় বিপৎ আসিয়া কার্য্যক্ষেত্রে দর্শন দিল, এবং মসীময়ী ভীষণা দুর্য্যোগ-রজনীতে বিঘ্ন-সঙ্কুল পথে অসহায় পথিক যেরূপ অতি সাবধানে নিরাপদে গমন করে, এই গ্রন্থখানিও বিপদ্রাশির সেই ঘনান্ধকারে মুদ্রণমার্গে সেইরূপ অতি ধীরগতিতেই অগ্রসর হইতে থাকে; কিন্তু ইহার উপর আবার এক নিদারুণ ঝঞ্ঝা আসিয়া উপস্থিত!—আমার একমাত্র পুত্র ১৩২৩ অব্দের ভাদ্র মাসে, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল, গ্রন্থখানির মুদ্রণকার্য্যও কিছুদিনের জন্য স্থগিত হইয়া গেল।

যাহাহউক, ১৩২৪ অব্দের শ্রাবণ মাসে আমাদের অদম্য উৎসাহ ও বিপুল চেষ্টায় গ্রন্থখানির মুদ্রণ অতি কষ্টে সমাহিত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আমাদের প্রকাশিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ, নিজগুণে, প্রকৃত গুণের মর্য্যাদারক্ষক ও সমাদরকারী ভক্ত সুধী পাঠকবর্গের কৃপাদৃষ্টিলাভে সমর্থ হওয়ায়, ইহার প্রথমসংস্করণমুদ্রিত তাবৎ খণ্ডই নিঃশেষিত হইয়াছে দেখিয়া, আমরা ইহার আদ্যন্ত ভ্রমপ্রমাদাদিপরিশোধিত ও আবশ্যক স্থলে নূতন অর্থ-টীকাদিসংবলিত করিয়া, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ সর্ব্বসাধারণ সমীপে উপস্থাপিত করিলাম। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকবর্গ ইহাকে প্রথমবারের ন্যায় অনুকম্পার চক্ষে দর্শন করিলেই পরমানুগৃহীত ও কৃতার্থম্মন্য হইব। নিবেদন ইতি ১৩২৯ সাল।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

গুর্ব্বাদিবন্দন ও মঙ্গলাচরণ।

১ শ্লোক।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-
সংজ্ঞকম্॥

টীকা।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। গুরূন্ বন্দে, ঈশভক্তান্ বন্দে, ঈশং বন্দে, ঈশাবতারকান্ বন্দে, তস্য ঈশস্য প্রকাশান্ বন্দে, তস্য ঈশস্য শক্তীশ্চ বন্দে। ঈশং কিম্ভূতং?—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্। দীক্ষাশিক্ষাগুরবস্তান্। ঈশভক্তাঃ শ্রীবাসাদয়স্তান্, তৎপ্রকাশা নিত্যানন্দাদয়স্তান্, তস্য শক্তয়ঃ গদাধরাদয়স্তান্ বহুত্বং পরিবারাভিপ্রায়েণ।

ব্যাখ্যা।—[অহং] (আমি) গুরূন্ (গুরুসকলকে), ঈশ-ভক্তান্ (ঈশ্বরভক্তগণকে), ঈশং (ঈশ্বরকে, পরব্রহ্মকে), ঈশাবতারকান্ (ভগবানের অবতার-বতারসকলকে), তৎপ্রকাশান্ (মানবাদি আকারে প্রকাশমান ভগবানের অংশা-বতারসকলকে), তচ্ছক্তীঃ (যাঁহারা সেই ভগবানের শক্তিস্বরূপরূপে অবতীর্ণ তাঁহাদিগকে), চ (এবং) কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং (শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই আখ্যাধারী স্বয়ং পূর্ণ ভগবান্‌কে) বন্দে (বন্দনা করি, ভক্তিভরে নমস্কার করি)।

অনুবাদ।—আমি আমার মন্ত্রদাতা গুরু ও শিক্ষাদাতা আচার্য্য শ্রীরূপ শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী প্রভুসকলকে, (শ্রীবাসাদি ও শ্রীলীলাশুকাদি) ঈশ্বরভক্তগণকে, (মৎস্য-কূর্ম্মাদি লীলাবতার, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি গুণাবতার, সনক-পৃথুব্যাসাদি শক্ত্যাবেশাবতার, পঞ্চবিংশতি কল্পাবতার, চতুর্দ্দশমন্বন্তরাবতার, চতুঃসংখ্যক যুগাবতার, এবং দশাবতার মধ্যে) অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ভগবানের অংশাবতারসকলকে, ভগবানের প্রকাশমানরূপ নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে, ভগবানের শক্তিপ্রকটনকারী গদাধরাদিকে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে জগদ্‌বিদিত পরমতত্ত্বকে বন্দনা অর্থাৎ ভক্তিভরে প্রণাম করি

২ শ্লোক।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

টীকা।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ অহং বন্দে। তৌ কিম্ভূতৌ ?—পুষ্পবন্তৌ, রবিচন্দ্রৌ, কিম্ভূতৌ ?—সহোদিতৌ সহ এককালেন উদিতৌ। কুত্র উদিতৌ ?—গৌড়োদয়ে, গৌড় এব পূর্ব্বপর্ব্বতঃ উদয়াচলস্তত্র। কিম্ভূতৌ তৌ ?—চিত্রৌ চিত্ররূপৌ ; শন্দৌ মঙ্গলদৌ ; পুনস্তমোনুদৌ অজ্ঞানান্ধকারনাশকৌ।

ব্যাখ্যা।—[অহং] (আমি) গৌড়োদয়ে (গৌড়দেশরূপ উদয়াচলে) সহোদিতৌ (একসঙ্গে প্রকাশিত) পুষ্পবন্তৌ (চন্দ্রসূর্য্যরূপ) চিত্রৌ (আশ্চর্য্যজনক) শন্দৌ (কল্যাণদায়ক) তমোনুদৌ (অজ্ঞানান্ধকারনাশক) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে) বন্দে (বন্দনা করি, ভক্তিভরে প্রণাম করি)। (দ্বিবচনে পুষ্পবৎ শব্দের অর্থ

অনুবাদ।—(চন্দ্রসূর্য্য যেমন উদয়াচলে উদিত হন সেইরূপ) যাঁহারা গৌড়দেশরূপ উদয়পর্ব্বতে এককালে চন্দ্রসূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন [অজ্ঞানতমঃ তাপের নাশকত্ব হেতু চন্দ্রসূর্য্য সহ সাদৃশ্য], যাঁহারা (অর্থাৎ যাঁহাদের আবির্ভাব) আশ্চর্য্যজনক ও কল্যাণপ্রদ, সেই অজ্ঞানান্ধকারহারি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দকে বন্দনা করি অর্থাৎ ভক্তিভরে প্রণাম করি।

৩ শ্লো

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ম্,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

টীকা।—উপনিষদি বেদশিরোভাগে জ্ঞানমার্গে অদ্বৈতং ব্রহ্ম ইতি তত্ত্বং, তদপি অস্য গোবিন্দস্য তনুভা কান্তিঃ। য আত্মা অন্তর্যামী যোগশাস্ত্রে তত্ত্বং সোঽপি অস্য অংশবিভবঃ, ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো যঃ স ভগবান্ ইতি চৈতন্যঃ স্বয়ং, অতো ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি মধ্যে পরতত্ত্বম্

ব্যা।—উপনিষদি (উপনিষৎশাস্ত্রে, বেদাদি শাস্ত্রে) যৎ (যিনি) অদ্বৈতং (দ্বৈতহীন) ব্রহ্ম (ভগবান্), তৎ অপি (তিনি) অস্য (ইঁহার, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) তনুভা (তনু অর্থাৎ দেহের ভা অর্থাৎ কান্তি, অর্থাৎ দেহকান্তি), যঃ (যিনি) আত্মান্তর্যামী (আত্মা ও মনের মধ্যে বিরাজকারী) পুরুষঃ (পুরুষ, ব্যক্তিপ্রধান), সঃ (তিনি) অস্য (ইঁহার, এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অংশবিভবঃ (ষড়ৈশ্বর্য্যের অংশৈশ্বর্য্য) ইতি যঃ (যে) ভগবান্ ("উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি"—অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়, প্রাণীদিগের অগতি ও গতি, এবং জ্ঞানগম্য ও জ্ঞানাতীত সমস্ত বিষয়ে সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষপ্রধান) ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ ("ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্,"—অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য,

বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি দ্বারা) পূর্ণঃ (পূর্ণ), সঃ (সেই ভগবান্) ইহ (অস্মিন্ সংসারে; এই জগতে) অয়ং স্বয়ং (ইনি আপনিই)। ইহ (এই) জগতি (জগতে) চৈতন্যাৎ (চৈতন্যস্বরূপ) কৃষ্ণাৎ (শ্রীকৃষ্ণ হইতে) পরঃ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) পরতত্ত্বং (পরমতত্ত্ব, পরমবস্তু) ন (নাই)।

অনুবাদ।—যিনি উপনিষৎ অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রে অদ্বৈত ব্রহ্ম নামে আখ্যাত, তিনিও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দেহকান্তি ভিন্ন কিছুই নহেন। যোগিগণ যাহাকে সর্ব্বভূতের আত্মা ও অন্তরের মধ্যে চিরবিরাজমান পুরুষপ্রধান বলিয়া থাকেন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যের অংশৈশ্বর্য্য মাত্র তত্ত্বদর্শিগণ কর্ত্তৃক যিনি ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টি পরমৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ বলিয়া ব্যাখ্যাত, এ সংসারে তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জগতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমবস্তু আর কিছুই নাই।

৪ শ্লোক।

বিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

টীকা।—সঃ শচীনন্দনো হরিঃ বো যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরে সদা স্ফুরতু। সঃ কিম্ভূতঃ?—পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ; স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুং অবতীর্ণঃ। স্বভক্তিশ্রিয়ং কিম্ভূতাম্?—উন্নতোজ্জ্বলরসাম্। পুনঃ কিম্ভূতাম্?—চিরাৎ অনর্পিতচরীং চিরকালং ব্যাপ্য অদত্তপূর্ব্বাম্। স হরিরিব সিংহস্য বীরত্বাদিগুণেন সাদৃশ্যং, সিংহসাদৃশ্যে বীররসস্য মহত্ত্বমায়াতম্। মহাবীররসেনাবতীর্ণঃ। বীররসশ্চতুর্থো ভবতি। দয়াবীরো দানবীরো যুদ্ধবীরো ধর্ম্মবীরশ্চ। তত্র প্রথমতঃ করুণয়াবতীর্ণঃ দয়াবীরঃ; কলৌ কলিযুগে যুদ্ধে চ ধর্ম্মাদিবিরোধেহত্র যুদ্ধবীরঃ। চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য অনর্পিতচরীমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুং সংপূর্ণাং দাতু অবতীর্ণস্তত্র দানবীরঃ, অধর্ম্মাক্রান্ততাৎ ধর্ম্মস্য স্থাপনাৎ ধর্ম্মবীরঃ। পুরটৈস্ত সুবর্ণেভ্যঃ সুন্দরদ্যুতিকদম্বৈঃ সুপ্রভাসমূহৈঃ সন্দীপিতোহত্রাকৃতিসাদৃশ্যং সিংহোপি যত্রাবতরতি তত্র স্বভক্তিশ্রিয়ং স্বলগ্নশ্রিয়ঃ উন্নতোজ্জ্বলরসাং দীপ্তরসাং তত্রার্পয়তি।

ব্যাখ্যা।—[যঃ] (যিনি) চিরাৎ (চিরকাল ব্যাপিয়া) অনর্পিতচরীং (পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারগণ কর্ত্তৃক অপ্রদত্ত) উন্নতোজ্জ্বলরসাং (দ্বাদশ রসমধ্যে সর্ব্বোত্তম ও মনোবিমোহন শৃঙ্গাররসপ্রধান) স্বভক্তিশ্রিয়ং (আপন ভক্তিরূপবিভব) সমর্পয়িতুং (সকলকে প্রদান করিবার নিমিত্ত) করুণয়া (করুণাবশে) কলৌ (বর্ত্তমান কলিতে) অবতীর্ণঃ (অবতীর্ণ হইয়াছেন), [সঃ] (সেই) শচীনন্দনঃ (শচীপুত্র) হরিঃ (কৃষ্ণ;—অন্য অর্থে সিংহ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ সিংহ) পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ [সন্] (গলিত সুবর্ণের ন্যায় শোভারাশিতে দেদীপ্যমান হইয়া) বঃ (তোমাদিগের) হৃদয়কন্দরে (মনোরূপ গুহায়) সদা (নিয়তই) স্ফুরতু (প্রকটিত হউন)।

[অর্থাৎ সিংহ যেমন পর্ব্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় ভীমগর্জ্জনে তন্মধ্য পূর্ণ করতঃ তত্রস্থ করী প্রভৃতির বিনাশসাধনপূর্ব্বক বিরাজ করে, সেইরূপ শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তোমাদের সকলের চিত্তরূপ গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপন কনকোজ্জ্বলকান্তিতে তৎপ্রদেশ পূর্ণ করতঃ তত্রত্য কলুষরূপ করী প্রভৃতির উচ্ছেদসাধনপূর্ব্বক চির-বিরাজিত থাকুন]।

অনুবাদ।—যিনি অন্যান্য অবতারগণ কর্তৃক অপ্রদত্ত দ্বাদশরসমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোবিমোহক শৃঙ্গাররসপ্রধান আপন ভজনরূপ বিভব সকলকে প্রদান করিবার নিমিত্ত করুণাবশে বর্ত্তমান কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শচীনন্দন হরিরূপ কেশরী তোমাদিগের হৃদয়রূপ পর্ব্বতকন্দরে স্বর্ণ অপেক্ষাও অধিকতর কান্তিমান্ হইয়া প্রকটিত হউন্। অর্থাৎ সিংহ যেমন পর্ব্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য করী প্রভৃতির বিনিপাতসাধন করে, শচীনন্দনরূপ সিংহও সেইরূপ তোমাদিগের হৃদয়গুহায় উজ্জ্বল-মধুররূপে চিরবিরাজিত হইয়া তত্রত্য কামাদি রিপুকুলরূপ ও অন্য সর্ব্বকলুষরূপ করিবৃন্দের সংহারসাধন করুন।

৫ শ্লোক।

শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং
গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং,
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

টীকা।—রাধা কৃষ্ণস্য প্রণয়বিকৃতিঃ প্রণয়স্য বিকারঃ সা এবাহ্লাদিনীশক্তিরস্মাদ্ধেতোঃ পুরা একাত্মানৌ তৌ দেহভেদং গতৌ, অধুনা সাম্প্রতং তদ্দ্বয়ং রাধাকৃষ্ণদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং সৎ প্রকটম্। কিম্ভূতং চৈতন্যাখ্যং?—রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং যৎ কৃষ্ণস্বরূপং তং নৌমি।

ব্যাখ্যা।—রাধা (শ্রীমতী রাধিকা) কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ (কৃষ্ণপ্রেমমূর্ত্তিধারিণী) হ্লাদিনী (কৃষ্ণানন্দজননশীলা) শক্তিঃ (প্রধানা প্রকৃতি), অস্মাৎ (এই হেতু) তৌ (তাঁহারা উভয়ে) একাত্মানৌ (অভেদাত্মা) অপি ([হইলে] ও) পুরা (পূর্ব্বকালে, অর্থাৎ বৈবস্বতীয় সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরযুগশেষে) ভুবি (ধরণীতে, অর্থাৎ বৃন্দাবনধামে) দেহভেদং (পৃথক্ পৃথক্ শরীর) গতৌ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ধারণ করিয়াছিলেন)। অধুনা (ইদানীং, বর্ত্তমান কলিযুগে) তৎ (সেই) দ্বয়ং (দুইজনে) প্রকটং (সুস্পষ্ট, সুব্যক্ত) চৈতন্যাখ্যং (চৈতন্যনামধেয়, চৈতন্য এই নামে) ঐক্যং (একদেহত্ব; একদেহে সম্মিলন) আপ্তম্ (প্রাপ্ত হইয়াছেন)। [আমি সেই] রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং (রাধার মহাপ্রেমভাব ও অতুল দেহকান্তি এতদুভয়বিশিষ্ট) কৃষ্ণস্বরূপং (শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে) নৌমি (নমস্কার করিতেছি, প্রণাম করিতেছি)।

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধিকাই কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত্তিরূপিণী কৃষ্ণানন্দদায়িনী প্রধানা প্রকৃতি, সুতরাং রাধাকৃষ্ণ অভেদাত্মা হইয়াও পূর্ব্বকালে (অর্থাৎ বৈবস্বতীয় সপ্তম মন্ব-

মানভঞ্জন। (৪ পৃষ্ঠা।

Milan Printing Works, Calcutta

ন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরযুগান্তে প্রেমবিলাস বাসনায়) জগতীতলে বৃন্দাবনে পৃথক্ পৃথক্ দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা উভয়ে চৈতন্যরূপ দেহে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। (অর্থাৎ উভয়ে একীভূত হইয়া চৈতন্য-মূর্ত্তিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন)। আমি সেই রাধাপ্রেমভাবযুক্ত ও রাধাকান্তি-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করিতেছি।

৬ শ্লোক।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

টীকা।—শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা ময়াপি ন জ্ঞায়তে, মদীয়াদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা চ, যেন প্রণয়েন অনয়া শ্রীরাধয়া আস্বাদ্যঃ, অস্যা রাধায়া মদনুভবতঃ সৌখ্যঞ্চ কীদৃশং বা ইতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ শ্রীরাধায়া ভাবাঢ্যঃ সন্ সঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো হরীন্দুর্গৌরচন্দ্রঃ শচীগর্ভ-সিন্ধৌ সমজনি প্রাদুর্ভূতঃ।

ব্যাখ্যা।—শ্রীরাধায়াঃ (শ্রীমতী রাধার) প্রণয়মহিমা (মৎসম্বন্ধিপ্রণয়পরিমাণাধিক্য) কীদৃশঃ বা (কিরূপ), যেন এব (যে হেতু) মদীয়ঃ (মৎসংক্রান্ত) কীদৃশঃ (কিরূপ) অদ্ভুতমধুরিমা (চমৎকার মাধুর্য্য) অনয়া (তাঁহা কর্ত্তৃক) আস্বাদ্যঃ বা (আস্বাদিত হয়, উপলব্ধ হয়), চ (এবং) মদনুভবতঃ (আমার অনুভব অর্থাৎ অনুগ্রহ হেতু) অস্যাঃ (তাঁহাতে, অর্থাৎ সেই শ্রীরাধার চিত্তে) কীদৃশং (কিরূপ) সৌখ্যং বা (আনন্দই বা) [অনুভূত হয়] ইতি (এই, এই ত্রিবিধ) লোভাৎ (লোভ হেতু, কৌতূহলবশতঃ) হরীন্দুঃ (কৃষ্ণরূপ চন্দ্র) তদ্ভাবাঢ্যঃ [সন্] (সেই রাধার মহাপ্রেমভাবে যুক্ত হইয়া) [সমুদ্র-মন্থনকালে চন্দ্র যেরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপ] শচীগর্ভ-সিন্ধৌ (শ্রীমতী শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে, অর্থাৎ শচীগর্ভে) সমজনি (সঞ্জাত হইয়াছেন, জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন)।

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধিকার প্রণয়-পরিমাণাধিক্য কিরূপ, আর সেই প্রণয়াধিক্য হেতু তিনি মদীয় বিচিত্র মাধুর্য্যই বা কিরূপ অনুভব করেন, এবং মদীয় অনুগ্রহবশতঃ তিনি কিরূপ আনন্দই বা উপভোগ করেন, এই ত্রিবিধ কৌতূহলের বশবর্ত্তিতা হেতু কৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভরূপ সমুদ্রে রাধাভাবসমন্বিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। *

৭ শ্লোক।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী,
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥ †

টীকা।—স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু। সঙ্কর্ষণাদয়ো যস্যাংশকলা ভবন্তি,

* এই শ্লোকদ্বারা চৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন সুব্যক্ত হইল।

† এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটী শ্লোকদ্বারা নিত্যানন্দতত্ত্ব বর্ণিত হইল।

পরব্যোমনাথস্য সঙ্কর্ষণস্তৃতীয়ব্যূহো ভবতি, কারণতোয়শায়ী মহাবিষ্ণুঃ, গর্ভোদশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ, পয়োব্ধিশায়ী ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণুঃ, শেষঃ অনন্তঃ, এতে কেচিৎ অংশাঃ কেচিৎ কলা ভবন্তি।

ব্যাখ্যা।—কারণতোয়শায়ী (কারণ-বারিমধ্যে মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতাররূপে অবস্থিত) সঙ্কর্ষণঃ (প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু), গর্ভোদশায়ী (হিরণ্যগর্ভকে নাভিসরোরুহ হইতে উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত গর্ভোদকে অবস্থিত দ্বিতীয় পুরুষ প্রদ্যুম্ন) চ (এবং) পয়োব্ধিশায়ী (ক্ষীরোদসলিলে অবস্থিত তৃতীয় পুরুষ অনিরুদ্ধ), চ (এবং) শেষঃ (অনন্তনাগ,অনন্তদেব)[এতে] (ইঁহারা) যস্য (যাঁহার) অংশকলা (অংশাংশ মাত্র) সঃ (সেই) নিত্যানন্দাখ্যরামঃ (নিত্যানন্দ-নামধেয় রাম অর্থাৎ পরম পুরুষ) মম (আমার) শরণং (একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু) অস্তু (হউন)।

অনুবাদ।—পরব্যোমবিরাজিত কারণ জলশায়ী প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্নরূপে অবস্থিত সহস্র-শিরাঃ দ্বিতীয় পুরুষ, ক্ষীরোদসলিলে শয়ান অনিরুদ্ধরূপী তৃতীয় পুরুষ এবং অনন্তদেব, ইঁহারা যাঁহার অংশাংশ বলিয়া পরিগণিত, সেই নিত্যানন্দনামধেয় মূলসঙ্কর্ষণ রাম আমার একমাত্র গতি হউন।

৮ শ্লোক।

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে,
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং,
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

টীকা।—তং নিত্যানন্দরামং অহং প্রপদ্যে আশ্রয়ামি। যস্য নিত্যানন্দরামস্য রূপং স্বরূপং শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ইতি চতুর্ব্যূহমধ্যে উদ্ভাতি উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কিম্ভূতং স্বরূপং ?—সঙ্কর্ষণাখ্যং। কুত্র ?—শ্রীচতু-র্ব্যূহমধ্যে কিম্ভূতে ?—পূর্ণৈশ্বর্য্যে। পুনঃ কিম্ভূতে ?—মায়াতীতে। পুনঃ শ্রীচতুর্ব্যূহঃ কিম্ভূতঃ ?—ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকঃ, তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ।

ব্যাখ্যা।—মায়াতীতে (আদ্যাশক্তির স্পর্শমাত্র-বর্জ্জিত) ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে (বিষ্ণুধাম-পরিব্যাপক) পূর্ণৈশ্বর্য্যে (চতু-ষ্পাদ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ) শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে (পর-ব্যোমনামক আধারে অবস্থিত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ব্যূহ-চতুষ্টয়মধ্যে) যস্য (যাঁহার, যে নিত্য-নন্দস্বরূপ রামের) সঙ্কর্ষণাখ্যং (সঙ্কর্ষণ-নামক) রূপং (রূপ) উদ্ভাতি (দীপ্য-মান হইতেছে), [অহং] (আমি) তং (সেই) শ্রীনিত্যানন্দরামং (চিরানন্দধাম পরমপুরুষ রামকে) প্রপদ্যে (শরণরূপে গ্রহণ করিতেছি)।

অনুবাদ।—মায়াতীত বৈকুণ্ঠলোকব্যাপী পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ এই) চতুর্ব্যূহমধ্যে যাঁহার সঙ্কর্ষণনামক রূপ চিরদীপ্যমান, আমি সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

৯ শ্লোক।

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ,
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।

যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

টীকা।—যস্য নিত্যানন্দস্য একাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব প্রথমপুরুষো মহাবিষ্ণুঃ, তং নিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে আশ্রয়ামি। সঃ পুমানাদিদেবঃ কিম্ভূতঃ ?—সাক্ষাৎ মায়াভর্ত্তা। পুনঃ কিম্ভূতঃ ?—অজাণ্ড-সংঘাশ্রয়াঙ্গঃ, অজাণ্ডানি ব্রহ্মাণ্ডানি তেষাং সংঘঃ সমূহঃ তস্যাশ্রয়োঽঙ্গং যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ ?—কারণাম্ভোধিমধ্যে বিরজাজল-মধ্যে যঃ শেতে সঃ।

ব্যাখ্যা।—[যঃ] (যিনি) মায়াভর্ত্তা (মায়া অর্থাৎ আদ্যাশক্তির ভর্ত্তা অর্থাৎ স্বামী ; আদ্যাশক্তির পরিচালক), অজাণ্ড-সঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ (অজ অর্থে ব্রহ্মা, অজাণ্ড অর্থে ব্রহ্মাণ্ড, সঙ্ঘ অর্থে সমূহ ;—অর্থাৎ স্বীয় অঙ্গে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়দাতা, অর্থাৎ যাঁহারই দেহে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অব-স্থিতি করিতেছে), [যিনি] কারণাম্ভোধি-মধ্যে (কারণমহাসমুদ্রের সলিলে) সাক্ষাৎ (ধ্যানপ্রত্যক্ষভাবে) শেতে (শয়ান থাকেন, বিরাজ করেন), [এবং] আদিদেবঃ (মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারগণের সর্ব্বপ্রধান অবতার) শ্রীপুমান্ (পুরুষবর) যস্য (যাঁহার, যে শ্রীনিত্যানন্দ রামের) একাংশঃ (এক অংশমাত্র), [অহং] (আমি) তং (সেই) শ্রীনিত্যানন্দরামং (নিত্যানন্দ-স্বরূপ পরমপুরুষ শ্রীরামকে) প্রপদ্যে (শরণরূপে গ্রহণ করিতেছি)।

অনুবাদ।—যিনি আদ্যাশক্তির প্রভু, যাঁহার দেহে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত, যিনি কারণমহাসমুদ্রের জলগর্ভে ধ্যান-প্রত্যক্ষভাবে শয়ান থাকেন, ব্র আদ্যাবতার আদিপুরুষ যাঁহার একাংশ-স্বরূপ, আমি সেই নিত্যানন্দনামধেয় রামের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

১০ শ্লোক।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী,
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

টীকা।—যস্য শ্রীনিত্যানন্দস্য অংশাং-শস্য অংশো গর্ভোদশায়ী নারায়ণো ব্রহ্মা তন্নালং লোকসংঘাতঃ লোকসমূহশ্চতুর্দ্দশ-ভুবনং নালে যস্য তৎ। পুনর্নাভি-কমলং কিম্ভূতং ?—ধাতুর্ব্রহ্মণঃ সূতিকাধাম সূতিকাগৃহং জন্মস্থানম্। ধাতুঃ কিম্ভূতস্য ? লোকস্রষ্টুঃ।

ব্যাখ্যা।—যন্নাভ্যব্জং (যাঁহার অর্থাৎ যে গর্ভোদশায়ীর নাভ্যব্জ অর্থাৎ নাভিপদ্ম) লোকস্রষ্টুঃ (বিশ্বস্রষ্টা) ধাতুঃ (ধাতার, অর্থাৎ ব্রহ্মার) সূতিকাধাম (সূতিকাগৃহ-স্বরূপ, অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান), [অতএব] লোকসংঘাতনালং (সমস্ত লোকের আধার-স্বরূপ), [সঃ] (সেই) শ্রীলগর্ভোদশায়ী (গর্ভোদকশয়ান শ্রীমান্ পুরুষবর) যস্য (যাঁহার ; যে শ্রীনিত্যানন্দরামের) অংশাংশঃ (ভাগৈকভাগ), [অহং] (আমি) তং (সেই) শ্রীনিত্যানন্দরামং (চিরানন্দস্বরূপ শ্রীমান্ পুরুষোত্তম রামকে) প্রপদ্যে (শরণরূপে গ্রহণ করিতেছি)।

অনুবাদ।—যাঁহার নাভিপদ্ম লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার সূতিকাগৃহস্বরূপ, অতএব যাবতীয় লোকের অধিষ্ঠান, গর্ভোদশায়ী অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভান্তর্যামী সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতার

যাঁহার অংশের অংশমাত্র, সেই নিত্যানন্দনামধেয় রামের আশ্রয় আমি গ্রহণ করিতেছি।

১১ শ্লোক।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং,
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

টীকা।—যস্য নিত্যানন্দরামস্য অংশাংশাংশঃ অখিলানাং পরাত্মা দুগ্ধাব্ধিশায়ী ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণোঽখিলানাং পালনকর্ত্তা বিষ্ণুশ্চ স এব। যৎকলা যস্য কলা ক্ষৌণীভর্ত্তা পৃথিবীধারণকর্ত্তা অনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং অহং প্রপদ্যে আশ্রয়ামি।

ব্যাখ্যা।—অখিলানাং (চতুর্দ্দশ ভুবনের, অর্থাৎ সমস্ত ভুবনস্থ জীবগণের) পরাত্মা (পরমাত্মা) [এবং] পোষ্টা (পোষণকর্ত্তা, পালক) [যঃ] (যে) বিষ্ণু (অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষাবতার) দুগ্ধাব্ধিশায়ী (ক্ষীরোদসাগরে শয়ান) [সন্] (হইয়া) ভাতি (বিরাজ করেন), [সঃ] (তিনি) যস্য (যাঁহার, যে নিত্যানন্দ রামের) অংশাংশাংশঃ (ভাগৈকভাগের ভাগমাত্র।—অর্থাৎ কারণোদশায়ী প্রথম পুরুষাবতার শ্রীনিত্যানন্দরামের অংশ, গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার ঐ কারণোদশায়ীর অংশ, এবং বিষ্ণু আবার ঐ গর্ভোদশায়ীর অংশ; সুতরাং বিষ্ণু শ্রীনিত্যানন্দরামের অংশাংশের অংশমাত্র), [এবং] ক্ষৌণীভর্ত্তা (ধরণীধারণকর্ত্তা।—অনন্তদেব অনন্তফণা বিস্তার করিয়া তদুপরি ধরণীকে ধারণ করিয়া আছেন) সঃ [সেই] অনন্তঃ অপি (অনন্তও) যৎকলা (যাঁহার কলা বা অংশমাত্র), তং (সেই) শ্রীনিত্যানন্দরামং (চিরানন্দধাম রামকে) [অহং] (আমি) প্রপদ্যে (শরণরূপে গ্রহণ করিতেছি)।

অনুবাদ।—নিখিলভুবনস্থ জীবগণের পরমাত্মা ও পোষণকর্ত্তা তৃতীয় পুরুষাবতার যে বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী হইয়া বিরাজ করেন, তিনি যাঁহার অংশাংশের অংশ এবং ধরণীধারণকারী সেই অনন্তও যাঁহার কলামাত্র, সেই নিত্যানন্দধাম রামকে আমি আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতেছি।

১২ শ্লোক।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥

টীকা।—মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া অদঃ সর্ব্বং জগৎ সৃজতি, তস্যাবতার এবায়ং অদ্বৈতাচার্য্যোঽতোঽয়মীশ্বরঃ॥

ব্যাখ্যা।—যঃ (যে) জগৎকর্ত্তা (বিশ্বস্রষ্টা) মহাবিষ্ণুঃ (মহাবিষ্ণু) মায়য়া (মায়া দ্বারা, অর্থাৎ কারণভূতা পুরুষপ্রকৃতি দ্বারা) অদঃ (এই সমস্ত, এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড) সৃজতি (সৃষ্টি করিতেছেন) ঈশ্বরঃ (ঐশ্বর্য্যপ্রকাশনশীল, অথবা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সমর্থ) অয়ং এব (এই) অদ্বৈতাচার্য্যঃ (গুরু অদ্বৈত) তস্য (তাঁহার, সেই মহাবিষ্ণুর) অবতার।

অনুবাদ।—যে জগৎস্রষ্টা মহাবিষ্ণু মায়াযোগে অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষরূপ কারণ দ্বারা এই অনন্তকোটি জগতের সৃষ্টিবিধান করিতেছেন, ঐশ্বর্য্যপ্রকাশনশীল বা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সমর্থ এই অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। *

* এই শ্লোক ও ইহার পরবর্ত্তী শ্লোক দ্বারা অদ্বৈততত্ত্ব প্রকাশিত হইল। ইহা দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩ শ্লোক।

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

টীকা।—তং অদ্বৈতাচার্য্যং অহং আশ্রয়ে। তং কিম্ভূতং?—হরিণা সহ অদ্বৈতং অদ্বিতীয়ম্। ভক্তেঃ শংসনাৎ কথনাৎ। পুনঃ কিম্ভূতং?—ঈশ্বরং ভক্তরূপেণাবতারম্।

ব্যাখ্যা।—হরিণা (শ্রীহরি সহ) অদ্বৈতাৎ (দ্বৈতভাবরাহিত্য হেতু অদ্বৈত) ভক্তিশংসনাৎ (ভক্ত্যুপদেশকথন হেতু) আচার্য্যং (গুরু), ভক্তাবতারং (ভক্তরূপে জগতে অবতীর্ণ), ঈশং (ঈশ্বর, প্রভু) তং (সেই) অদ্বৈতাচার্য্যং (অদ্বৈতাচার্য্যকে) [অহং] (আমি) আশ্রয়ে (আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতেছি)।

অনুবাদ।—শ্রীহরির সহিত দ্বৈতভাবহীনতাপ্রযুক্ত অদ্বৈত, ভক্তির উপদেশ হেতু আচার্য্য, ভক্তরূপে জগতে অবতীর্ণ, ঈশ্বরতুল্য সেই অদ্বৈতাচার্য্যকে আমি আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতেছি।

১৪ শ্লোক।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

টীকা।—কৃষ্ণং অহং নমামি। কথম্ভূতং?—পঞ্চতত্ত্বাত্মকং পঞ্চাখ্যং তত্ত্বং আত্মস্বরূপং যস্য স তম্। পুনঃ কিম্ভূতং?—ভক্তরূপং স্বস্বরূপকং ভক্তরূপস্বরূপো যত্র তম্। ভক্তরূপঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ, ভক্তস্বরূপঃ শ্রীনিত্যানন্দঃ। পুনঃ কিম্ভূতং?—ভক্তাবতারং ভক্তরূপেণাবতারো যস্য স তম্। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যো ভক্তরূপঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো ভক্তস্বরূপঃ। শ্রীনিত্যানন্দং কিম্ভূতম্?—ভক্তাখ্যং ভক্ত ইতি আখ্যা যস্য স তম্। ভক্তাখ্যঃ শ্রীবাসাদিঃ। পুনঃ কিম্ভূতম্?—ভক্তশক্তিকং ভক্তঃ শক্তির্যস্য স তম্। ভক্তশক্তিঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ।

ব্যাখ্যা।—ভক্তরূপস্বরূপং (ভক্তরূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ ও ভক্তস্বরূপ অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ), ভক্তাবতারং (ভক্তরূপে কৃষ্ণশরীরপরিগ্রহ, অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যরূপ) ভক্তাখ্যং (ভক্তনামধারী, অর্থাৎ শ্রীবাসাদিরূপ) [এবং] ভক্তশক্তিকং (ভক্তশক্তিরূপ, অর্থাৎ শ্রীগদাধরাদিরূপ) পঞ্চতত্ত্বাত্মকং (পঞ্চতত্ত্বময়) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) [অহং] (আমি) নমামি (নমস্কার করিতেছি)।

অনুবাদ।—ভক্তরূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ, ভক্তস্বরূপ অর্থাৎ নিত্যানন্দরূপ, ভক্তাবতাররূপ অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যরূপ, ভক্তাখ্য অর্থাৎ শ্রীবাসাদিরূপ ও ভক্তশক্তিক অর্থাৎ শ্রীগদাধরাদিরূপ এই পঞ্চতত্ত্বময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করিতেছি।

১৫ শ্লোক।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥

টীকা।—শ্রীরাধামদনমোহনৌ জয়তাম্। তৌ কিম্ভূতৌ? সুরতৌ শোভনপ্রেমযুক্তৌ। পুনঃ কিম্ভূতৌ?—মম গতী। মম কথম্ভূতস্য?—মন্দমতেঃ মন্দা মতির্যস্য স তস্য। পুনঃ কিম্ভূতৌ?—মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ মম সর্ব্বস্বপদাম্ভোজং

যয়োস্তৌ। মম পুনঃ কথম্ভূতস্য ?—পঙ্গোঃ খঞ্জস্য।

ব্যাখ্যা।—পঙ্গোঃ (পঙ্গু, বিকলাঙ্গ) মন্দমতেঃ (মন্দমতি, ক্ষীণবুদ্ধি) মম (আমার) গতী (শরণস্বরূপ), মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ (আমার সর্ব্ববিভবরূপ শ্রীপাদপদ্মধারী) সুরতৌ (কৃপালু, অথবা কন্দর্পমোহন, অথবা সুষ্ঠুরূপে শৃঙ্গার-ক্রীড়াদিরত) রাধামদনমোহনৌ (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ দুইজনে) জয়তাম্ (জয়যুক্ত হউন), অর্থাৎ আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের জয় গান করিতেছি।

অনুবাদ।—যাঁহারা এই বিকলাঙ্গ মূঢ়মতি আমার একমাত্র গতি, যাঁহাদিগের পাদপদ্মই আমার সর্ব্বস্ব, সেই পরমদয়ালু বা সুষ্ঠুশৃঙ্গাররত রাধা-মদনমোহন উভয়ের জয় ঘোষণা করিতেছি।

১৬ শ্লোক।

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীল গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

টীকা।—শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ স্মরামি। কিম্ভূতৌ ?—দীব্যদ্বৃন্দারণ্যে কল্পদ্রুমাধঃ কল্পবৃক্ষমূলে শ্রীমতি রত্নাগারে রত্নসিংহাসনে স্থিতৌ। পুনঃ কিম্ভূতৌ ?—প্রেষ্ঠালীভিঃ পরমপ্রেষ্ঠসখীভিঃ সেব্যমানৌ।

ব্যাখ্যা।—দীব্যদ্-বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ (দিব্য শোভায় শোভমান বৃন্দাবনস্থ কল্প-বৃক্ষের তলে) শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ (রত্নময় মন্দিরে রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিত) প্রেষ্ঠালীভিঃ (প্রিয়সখীগণ কর্ত্তৃক) সেব্যমানৌ (মাল্যচন্দনতুলসীকস্তূরী প্রভৃতি দ্বারা পরিসেবিত) শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দ-দেবৌ (শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীমান্ গোবিন্দ-দেবকে) [অহং] (আমি) স্মরামি (স্মরণ করিতেছি), অর্থাৎ ঐরূপে সেব্য-মান তাঁহাদিগের দর্শন আমি আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।

অনুবাদ।—দিব্যশোভাময় বৃন্দাবন-ধামে কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরে রত্নসিংহাসনে সমাসীন ও প্রিয়সখীগণকর্ত্তৃক সেবিত, শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীমান্ গোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করিতেছি।

১৭ শ্লোক।

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

টীকা।—গোপীনাথঃ নোঽস্মাকং শ্রিয়ে নিমিত্তায় অস্তু। কথম্ভূতঃ সঃ ?—শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী। কিং কুর্ব্বন্ ?—বেণুস্বনৈঃ গোপীগণান্ কর্ষন্ আকর্ষন্।

ব্যাখ্যা।—শ্রীমান্ (অতিশোভমান, অথবা সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বার্থপূর্ণ) রাস-রসারম্ভী (রাসলীলাপ্রবৃত্ত) গোপীনাথঃ (গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ) বংশীবটতটস্থিতঃ [সন্] (বংশীবটের মূলে দণ্ডায়মান হইয়া) বেণুস্বনৈঃ (আকর্ষণীনামক মুরলীর গান দ্বারা) গোপীঃ (গোপীগণকে) কর্ষন্ (তথায় আকৃষ্ট করিয়া আনিয়া), অর্থাৎ গোপীগণপরিবৃত রাসবিহারী রূপ ধারণ-পূর্ব্বক, নঃ (আমাদিগের) শ্রিয়ে (কল্যা-ণের নিমিত্ত) অস্তু (বিরাজ করুন), অর্থাৎ আমাদের কল্যাণ করুন।

অনুবাদ।—শ্রীমান্ অর্থাৎ সর্ব্বার্থ-

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পৃষ্ঠা ।

Milan Printing Works, Calcutta

পরিপূর্ণ, রাসলীলাপ্রবৃত্ত, গোপীকান্ত বংশী-বটমূলে দাঁড়াইয়া মুরলীরবে গোপবালা-গণকে আকর্ষণ করতঃ অর্থাৎ রাসবিহারী মূর্ত্তিতে আমাদিগের কল্যাণবিধান করুন্।

পয়ার।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এ তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে* করিয়াছেন আত্মসাথ।
এ তিনের চরণ বন্দ তিনে মোর নাথ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ † বাঞ্ছিতপূরণ॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধপ্রকার।
বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার॥
প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেব নমস্কার।
সামান্য বিশেষরূপে দুই ত প্রকার॥
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
যাহা হৈতে হয় পরতত্ত্বের উদ্দেশ॥
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ॥
সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার-কারণ।
পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন॥
এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব॥
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তহি মধ্যে কহি সব বস্তু-নিরূপণ।
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত-তত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থবিচার।
সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন।
চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্র * যেমত নিরূপণ॥
কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্তাবতার প্রকাশ।
শক্তি এই ছয় রূপে করেন বিলাস॥ †
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণবন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ॥

তথাহি—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্॥ ‡

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন॥
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ,
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ।
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁ সভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাসপ্রধান।
তাঁ সভার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশ-অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার॥
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দি যাঁর মুঞি দাস॥
গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ সভার চরণে মোর সহস্র প্রণতি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম॥
সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
এই ছয় তেঁহো যৈছে করিয়ে বিচার॥ ¶
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

* গৌড়িয়াকে—গৌড়দেশবাসী শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবকে।
† "সব" পাঠান্তর।

* "শাস্ত্রমতে" পাঠান্তর।
† কৃষ্ণ গুরু ভক্ত, শক্তি অবতার প্রকাশ।
কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস॥ পাঠান্তর।
‡ টীকা অনুবাদ প্রভৃতি ১ম পৃষ্ঠায় দেখুন।
¶ করি সে—পাঠান্তর।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

১৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৭।২৭)—

উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

টীকা।—আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ, কর্হিচিৎ কদাচিৎ ন অবমন্যেত, মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা কলুষবুদ্ধ্যা ন অসূয়েত, সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।

ব্যাখ্যা।—আচার্য্যং (গুরুকে) মাং (আমার স্বরূপ বলিয়া) বিজানীয়াৎ (জানিবে), কর্হিচিৎ (কখনই) ন অবমন্যেত (অবজ্ঞা করিবে না), [এবং] মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা (মানব জ্ঞান করতঃ) ন অসূয়েত (ঈর্ষ্যা করিবে না), [যতঃ] (যেহেতু) গুরুঃ (গুরু) সর্ব্বদেবময়ঃ (সর্ব্বদেবের স্বরূপ-সমষ্টি)।

অনুবাদ।—[ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—উদ্ধব !] গুরুকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে। কখনই অবজ্ঞা করিবে না এবং মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যা করিবে না,—কারণ, গুরুদেব সর্ব্বদেবের স্বরূপসমষ্টি।

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ।

১৯ শ্লোক।

তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৬)—

শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যম্—
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

টীকা।—হে ঈশ ! কবয়ঃ ব্রহ্মবিদোঽপি ত্বৎকৃতং উপকারং স্মরন্ত ঋদ্ধমুদ উপচিত-পরমানন্দাঃ সন্তঃ অপচিতিং আনৃণ্যং নৈব উপযন্তি প্রাপ্নুবন্তি। যতঃ যঃ ভবান্ বহিঃ আচার্য্যবপুষা গুরুরূপেণ অন্তঃ চৈত্যবপুষা অন্তর্যামিরূপেণ তনুভৃতাং অশুভং বিধুন্বন্ স্বগতিং ব্যনক্তি প্রকটয়তি।

ব্যাখ্যা।—[উদ্ধব ভগবানকে বলিতেছেন,—] [হে ঈশ] (ভগবন্), যঃ [ত্বং] (যে তুমি) তনুভৃতাং (শরীরী জীবসকলের) অন্তঃ (অন্তরে) বহিঃ (বাহিরে) আচার্য্য-চৈত্যবপুষা (আচার্য্য ও অন্তর্য্যামীর আকারে) অশুভং (অশুভ) বিধুন্বন্ (দূরীভূত করিয়া) স্বগতিং (আপন গতি অর্থাৎ স্বরূপ) ব্যনক্তি (ভজনোদ্দেশে ব্যক্ত করিতেছ), [তস্য] তব (সেই তোমার) কৃতং (কর্ম্ম, অর্থাৎ কর্ম্মসকলের তত্ত্ব) কবয়ঃ (বুধগণ, দেব-সাধু-পণ্ডিত প্রভৃতি বুধসকল) ঋদ্ধমুদঃ (উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতানন্দচিত্তে) স্মরন্তঃ (ধ্যান করিয়া) ব্রহ্মায়ুষা অপি (ব্রহ্মার আয়ুষ্কালপরিমিত সময়েও, অর্থাৎ অনন্তকালেও) অপচিতিং (অর্থাৎ শেষ, অন্ত) ন উপযন্তি এব (প্রাপ্ত হন না)।

অনুবাদ।—[উদ্ধব ভগবানকে বলিতেছেন,—] হে ঈশ ! যে তুমি বাহিরে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে দেহিগণের অশুভ বিনাশ করিতে করিতে তাহাদিগের নিকট আপনার স্বরূপপ্রকাশ করিতেছ, সেই তোমার কর্ম্মসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পণ্ডিতগণ আনন্দে অধীর

হইয়া ব্রহ্মার পরমায়ুপরিমিতকালেও তোমার অন্ত প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

২০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়াম্ (১০।১০)—

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

টীকা।—এবং সততযুক্তানাং ময়ি আসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তং বুদ্ধিরূপং যোগং উপায়ং দদামি। যেন তে ভক্তাঃ মাং উপযান্তি প্রাপ্নুবন্তি॥

ব্যাখ্যা।—[ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,]—[হে অর্জ্জুন,] প্রীতিপূর্ব্বকং (প্রীতিসহকারে) [মাং] (আমাকে) ভজতাং (ভজনাকারী) সততযুক্তানাং (আমাতে সমর্পিতসর্ব্বেন্দ্রিয়, অর্থাৎ একধ্যানজ্ঞানে আমাতে তন্ময়চিত্ত) তেষাং (আমার সেই ভক্তদিগের সম্বন্ধে, অর্থাৎ আমার সেই ভক্তদিগকে) [অহং] (আমি) তং (সেই) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিযোগ) দদামি (প্রদান করিয়া থাকি), যেন (যদ্দ্বারা, যাহাতে) তে (তাহারা) মাং (আমাকে) উপযান্তি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)।

অনুবাদ।—[ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন!] আমার যে সকল ভক্ত আমাতে তন্ময়চিত্ত হইয়া প্রীতিসহকারে আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ অর্পণ করিয়া থাকি, যাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্।

ব্যাখ্যা।—ভগবান্ (ভগবান্) যথা (যেরূপে) স্বয়ং (আপনি, নিজে) ব্রহ্মণে (ব্রহ্মাকে) উপদিশ্য (উপদেশ দান করিয়া) অনুভাবিতবান্ (আত্মানুভাব করাইয়াছিলেন),—[তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর]।

অনুবাদ।—ভগবান্ যেরূপ উপদেশবাক্যে ব্রহ্মাকে আত্মানুভব করাইয়াছিলেন,—[তাহা এক্ষণে বর্ণন করিতেছি অবধান কর]।

২১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩০)—

ব্রহ্মাণং প্রতি ভগবদ্বাক্যং—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

টীকা।—মে মম পরমং গুহ্যং গোপনীয়ং রহস্যং যৎ জ্ঞানং গদিতং তৎ গৃহাণ গ্রহণং কুরু। তং কিম্ভূতং?—বিজ্ঞানসমন্বিতম্। পুনঃ কিম্ভূতম্?—রহস্যেন বর্ত্তমানং, তৎ অঙ্গঞ্চ। অস্য রহস্যস্য অঙ্গঞ্চ ময়া কথিতম্।

ব্যাখ্যা।—[ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন,—] [হে ব্রহ্মন্,] মে (মৎসম্বন্ধীয়) বিজ্ঞানসমন্বিতং (বিজ্ঞানসমন্বিত) যৎ (যে) পরমগুহ্যং (পরম গূঢ়) জ্ঞানং (জ্ঞান), তৎ (তাহা) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) গদিতং (কথিত হইতেছে), সরহস্যং (গূঢ়তত্ত্বযুক্ত) [তৎ] (তাহা) চ (এবং) অঙ্গং (তদঙ্গভূত জ্ঞান) [ত্বং] (তুমি) গৃহাণ (গ্রহণ কর)।

অনুবাদ।—[ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন,—] হে ব্রহ্মন্! বিজ্ঞানসমন্বিত মৎসম্বন্ধীয় যে পরমগুহ্য জ্ঞান, তাহা

সরহস্য তোমার নিকট বলিতেছি। তুমি তাহা ও তাহার অঙ্গভূত অন্যান্য জ্ঞান গ্রহণ কর।

২২ শ্লোক।

তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩১)—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

টীকা।—অহং যথা যেন প্রকারেণ যাবান্ যৎপরিমিতঃ তথা তেন প্রকারেণ ভাবঃ। যানি রূপাণি গুণাঃ কর্ম্মাণি তত্ত-লীলা যস্য সঃ যদ্রূপগুণকর্ম্মকোঽহং তেন প্রকারেণ তে তব তত্ত্ববিজ্ঞানং মদনুগ্রহাৎ মদনুগ্রহেণাস্তু।

ব্যাখ্যা।—[ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলি-তেছেন,—ব্রহ্মন্,] অহং (আমি) যাবান্ (যৎপরিমিত, যাবৎপরিমাণ), যথাভাবঃ (যদ্রূপভাবযুক্ত), যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ (যেরূপ রূপ-গুণ-কর্ম্মবিশিষ্ট), অর্থাৎ আমার পরিমাণ, ভাব, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম যেরূপ যেরূপ, মদনুগ্রহাৎ (আমার অনুগ্রহে) তথা এব (সেই সেই বিষয়েই) তে (তোমার) তত্ত্ববিজ্ঞানং (স্বরূপবোধ) অস্তু (হউক)।

অনুবাদ।—[ব্রহ্মন্!] আমার পরি-মাণ, ভাব, রূপ, গুণ, কর্ম্মসকল যে-প্রকার, আমার অনুগ্রহে তোমার সেই সেই বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হউক।

২৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩২)—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহম্॥

টীকা।—অহমেবাগ্রে আসম্। স্থিত্বা তদা অন্যৎ সৎ বা অসৎ।

ব্যাখ্যা।—অগ্রে (বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে) অহং এব (আমিই) আসম্ (ছিলাম)। যৎ (যাহা) সৎ (বর্ত্তমান আছে), [যৎ] (যাহা) অসৎ (বর্ত্তমান নাই), [ঈদৃশং] (এরূপ) পরং (মদ্ব্যতিরিক্ত) অন্যৎ এব (অপর কিছুই) ন [আসীৎ] (ছিল না)। এতৎ (এই) যৎ (যে কিছু) [অস্তি] (বর্ত্তমান রহিয়াছে), [যৎ] (যাহা) পশ্চাৎ (ইহার পরে) [ভবি-ষ্যতি] (হইবে), [তৎসর্ব্বং] (সে সমুদয়) চ (এবং) যঃ (যিনি) অবশিষ্যেত (প্রলয়ান্তে অবশেষ থাকিবেন) সঃ (তিনি) অহং (আমিই) অস্মি (হই)।

অনুবাদ।—সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম। (স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্যকারণাত্মক) এই যে কিছু দৃশ্যমান বস্তু, তখন এ সক-লের কিছুই ছিল না। যাহা কিছু বর্ত্ত-মান রহিয়াছে, ভবিষ্যতে যাহা কিছু বিদ্য-মান থাকিবে এবং প্রলয়শেষে যিনি অবশিষ্ট থাকিবেন, এ সমস্তই আমিই।

২৪ শ্লোক।

তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৩)—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত
চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥

টীকা।—ঋতেঽর্থং বিনাপি বাস্তবমর্থং যদ্যতঃ কিমপ্যনিরুক্তং আত্মনি অধিষ্ঠানে প্রতীয়েত সদপি ন চ প্রতীয়েত তদাত্মনো মম মায়াং বিদ্যাৎ। যথা ভাসঃ প্রতিবিম্ব-রশ্মিঃ, যথা চ [illegible]নিরম্।

ব্যাখ্যা।—অর্থং (পরমার্থ, অর্থাৎ আমি) ঋতে (ভিন্ন) যৎ (যাহা) প্রতীয়েত (প্রতীয়মান হয়), চ (অথচ, কিন্তু) আত্মনি (স্বরূপবিষয়ে) ন প্রতীয়েত (প্রতীয়মান হয় না), তৎ (তাহা) [জনঃ] (লোকে) আত্মনঃ (আমার আপন) মায়াং (মায়া বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে)। [অস্য দৃষ্টান্তং আহ] (ইহার দৃষ্টান্ত), যথা (যেমন) আভাস (আতপ, আলোক) [এবং] যথা (যেমন) তমঃ (অন্ধকার, ছায়া)।

অনুবাদ।—পরমার্থস্বরূপ আমি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয়, অথচ স্বরূপবিষয়ে যাহার কোনরূপ উপলব্ধি হয় না, তাহাকেই আমার আপন মায়া বলিয়া জানিবে। ইহার দৃষ্টান্ত,—যেমন, আভাস (আলোকাদি) এবং তমঃ (অন্ধকারাদি)।

২৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৪)—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥

টীকা।—অথ তস্যৈব প্রেম্নো রহস্যত্বং যথা মহান্তীতি। যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষ্বপ্রবিষ্টানি বহিঃস্থিতান্যপ্যনুপ্রবিষ্টান্যন্তঃস্থিতানি ভান্তি তথা লোকাতীতবৈকুণ্ঠস্থিতত্বেনাপ্রবিষ্টোঽপ্যহং তেষু তত্তদ্গুণবিখ্যাতেষু প্রণয়জনেষু প্রবিষ্টো হৃদিস্থিতোঽহং ভামি।

ব্যাখ্যা।—যথা (যেরূপ) মহান্তি ভূতানি (ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম এই মহাভূতসকল) উচ্চাবচেষু (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র) ভূতেষু (ভূত অর্থাৎ পদার্থসকলের মধ্যে) অনুপ্রবিষ্টানি [অপি] (অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও) অপ্রবিষ্টানি (অপ্রবিষ্ট স্বতন্ত্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছে), অহং [অপি] (আমিও) তথা (সেইরূপ) তেষু (সেই ভূতসকলের মধ্যে) [অস্মি] (আছি বটে), তেষু (তাহাদের মধ্যে) ন [অস্মি] (না আছিও বটে)।

অনুবাদ।—ক্ষিত্যাদি মহাভূতসকল যেমন বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টভাবে পৃথক্ বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমিও সেইরূপ সমস্ত ভূতে (পরমাত্মরূপে) প্রবিষ্ট থাকিয়াও অপ্রবিষ্ট রহিয়াছি অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভগবদ্রূপে আমি নিত্য বিরাজ করিতেছি।

২৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৫)—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র
সর্ব্বদা॥

টীকা।—অথ ক্রমপ্রাপ্ত-রহস্যপর্য্যন্তস্য সাধকত্বাৎ রহস্যত্বেনৈব তদঙ্গমুপদিশতি। এতাবদেবেতি, আত্মনো মম ভগবতস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ং; কিং তৎ যদেকমেব বস্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ বিধিনিষেধাভ্যাম্ সদা সর্ব্বত্র স্যাৎ ইতি উপপদ্যতে। তত্রান্বয়েন যথা এতাবানেব লোকেঽস্মিন্নিত্যাদি। "ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানামিত্যাদি, মন্মনা ভব মদ্ভক্ত ইত্যাদি চ।" ব্যতিরেকেন যথা মুখবাহূরুপাদিভ্য ইত্যাদি। সর্ব্বত্রৈব ভগবদ্ভক্তজনমেবোপদিষ্টম্।

ব্যাখ্যা।—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং (অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা) যৎ (যে বস্তু) সর্ব্বত্র

(সর্ব্বস্থানে) সর্ব্বদা (সকল সময়েই) স্যাৎ (বর্ত্তমান আছে), এতাবৎ এব (সেই বস্তুসম্বন্ধেই) তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা (তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি) আত্মনঃ (আপনার নিকটে) জিজ্ঞাস্যম্ (জিজ্ঞাসা করিবেন)।

অনুবাদ।—যে পদার্থ অন্বয় ব্যতিরেক উপায় দ্বারা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি তৎসম্বন্ধেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

২৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথমশ্লোকে—

চিন্তামণির্জ্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে,
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু,
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥

টীকা।—সোমগিরিঃ তন্নামা মে মম গুরুর্জ্জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। সোমগিরিঃ কিম্ভূতঃ?—চিন্তামণিঃ চিন্তামণিস্বরূপঃ। ভগবাংশ্চ শ্রীবৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণশ্চ জয়তি। সঃ কিম্ভূতঃ?—শিখিপিচ্ছমৌলিঃ শিখিপিচ্ছচূড়ঃ। তৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু তদঙ্গুলীনখাগ্রেষু লীলাস্বয়ম্বররসং জয়শ্রীর্লভতে।

ব্যাখ্যা।—[বিল্বমঙ্গল বলিতেছেন,—যে চিন্তামণিনাম্নী বারবনিতা হইতে আমার এত প্রেমশিক্ষা হইয়াছে, জগচ্চিন্তামণিস্বরূপ সেই] চিন্তামণিঃ (চিন্তামণি) জয়তি (জয়যুক্ত হউন), মে (আমার) গুরুঃ (গুরু) সোমগিরিঃ (সোমগিরি) [জয়তি] (জয়যুক্ত হউন)। যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু (যাঁহার শ্রীপাদরূপ কল্পবৃক্ষের নখাগ্ররূপ পল্লবশেখরে) জয়শ্রীঃ (শ্রীরাধা) লীলাস্বয়ম্বররসং (লীলারূপ স্বয়ংবরানন্দ) লভতে (প্রাপ্ত হন), [মম] (আমার) শিক্ষাগুরুঃ (শিক্ষাগুরু) শিখিপিচ্ছমৌলিঃ (ময়ূরপুচ্ছচূড়াধারী) ভগবান্ চ (ভগবানও) [জয়তি] (জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ।—চিন্তামণিস্বরূপ চিন্তামণিনাম্নী বেশ্যা এবং আমার গুরু সোমগিরি জয়যুক্ত হউন। যাঁহার পাদরূপ কল্পবৃক্ষের নখাগ্ররূপ পল্লবসমূহে জয়শ্রী (শ্রীরাধা) লীলারূপ স্বয়ংবররস প্রাপ্ত হইতেছেন, ময়ূরপুচ্ছের চূড়া দ্বারা শোভিতশীর্ষ আমার সেই শিক্ষাগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জয়যুক্ত হউন।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৬)—

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভগবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥

টীকা।—নম্বতিগম্ভীরার্থং চতুঃশ্লোকীভাগবতমিদং কথং ময়া অবগন্তুং শক্যং বিবদমানানাং নত-বৈবিধ্যাদিত্যত আহ—এতন্মতং মদীয়ং সম্যগনুতিষ্ঠ সমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ বিমৃশেত্যর্থঃ। কল্পবিকল্পেষু মহাকল্পানুকল্পেষু।

অনুবাদ।—অতএব হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার এই মত একাগ্রচিত্তে উত্তমরূপে অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে কি মহাকল্পে কি অনুকল্পে কখনই মুগ্ধ হইবে না।

২৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৬।২৬)—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

টীকা।—ততস্তস্মাদ্দুঃসঙ্গং উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা সৎসু সাধুষু বুদ্ধিমান্ জনঃ সজ্জেত

আসক্তো ভবেৎ। সন্তঃ সাধব এব অস্য জনস্য মনোব্যাসঙ্গং মনোত্থুর্ব্বিনয়ং ছিন্দন্তি। কৈরুক্তিভিঃ ?—কৃষ্ণকথাভিঃ ছিন্দন্তি ছেদনং কুর্ব্বন্তি।

ব্যাখ্যা।—ততঃ (সেই হেতু) বুদ্ধিমান্ (প্রাজ্ঞব্যক্তি) দুঃসঙ্গং (দুর্জ্জনসংসর্গ) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) সৎসু (সাধুদিগের সহবাসে) সজ্জেত (সংযুক্ত হইবেন)। সন্তঃ এব (সাধুব্যক্তিরাই) উক্তিভিঃ (ভগবৎপ্রসঙ্গাদি সদুক্তি দ্বারা) অস্য (তাঁহার) মনোব্যাসঙ্গং (মনের সন্দেহাদি) ছিন্দন্তি (উচ্ছেদ করিবেন)।

অনুবাদ।—[ভগবান্ কহিতেছেন]—সেই হেতু প্রাজ্ঞব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসহ সংযুক্ত হইবেন। (কেননা) সাধুগণই উপদেশবলে তদীয় চিত্তসংশয় বা মনোবেদনা দূর করিতে পারিবেন।

২৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২৫)—

দেবহূতিং প্রতি শ্রীকপিলদেববাক্যং—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

টীকা।—বীর্য্যস্য সম্যগ্‌বেদনং যাসু তাঃ বীর্য্যসংবিদঃ, হৃৎকর্ণয়োঃ রসায়নাঃ সুখদাঃ তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ অপবর্গঃ অবিদ্যা-নিবৃত্তিঃ বর্ত্ম যস্মিন্ হরৌ। প্রথমং শ্রদ্ধা, ততো রতিঃ, ততো ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।

ব্যাখ্যা।—[কপিলদেব দেবহূতিকে বলিতেছেন,—] সতাং (সাধুদিগের) প্রসঙ্গাৎ (সমাগম হইতে) মম (আমার) বীর্য্যসংবিদঃ (বলপরাক্রমাদিযুক্ত) হৃৎকর্ণরসায়নাঃ (হৃদয়মোহন ও শ্রুতিরঞ্জন) কথাঃ (তত্ত্বালোচনা) ভবন্তি (হইয়া থাকে)। তজ্জোষণাৎ (সেই সকল কথার শ্রবণ হইতে) আশু (সত্বরই) অপবর্গবর্ত্মনি (ভক্তিমার্গে) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) রতিঃ (আমাতে আসক্তি), ভক্তিঃ (আমার প্রতি একান্তানুরাগ) অনুক্রমিষ্যতি (পর পর সঞ্চারিত হইয়া থাকে)।

অনুবাদ।—[কপিল দেবহূতিকে বলিতেছেন,]—সাধুব্যক্তির সহিত সমাগম হইলে, আমার বীর্য্যসূচক হৃদয়-প্রীতিকর ও শ্রুতিমনোহর কথাসকল আলোচিত হইয়া থাকে। তৎসমস্তের শ্রবণ দ্বারা শীঘ্র মৎসম্বন্ধীয় ভক্তিমার্গে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি এই তিনের সঞ্চার হইয়া থাকে।

ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

৩০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৬৮)—

দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনং—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

টীকা।—সাধবো হৃদয়ং মহ্যং মদর্থং ধারয়ন্তি, সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্। মদন্যৎ তে সাধবো ন জানন্তি, অহমপি তেভ্যঃ সাধুভ্যোঽন্যং মনাগপি ন জানামি।

ব্যাখ্যা।—[ভগবান্ দুর্ব্বাসা মুনিকে বলিতেছেন,—] সাধবঃ (সাধুরা) মহ্যং (আমার নিমিত্তই) হৃদয়ং (চিত্ত) [ধারয়ন্তি] (ধারণ করেন), তু (এবং) অহং (আমিও) সাধূনাং (সাধুদিগের) হৃদয়ং

(হৃদয়স্বরূপ)। তে (তাঁহারা) মৎ (আমা হইতে, আমা ব্যতীত) অন্যৎ (অন্য কিছুই) ন জানন্তি (জানেন না), অহং অপি (আমিও) তেভ্যঃ (তাঁহাদিগকে ভিন্ন) মনাক্ (কিছুমাত্র) ন [জানামি] (জানি না)।

অনুবাদ।—[ভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষিকে বলিয়াছিলেন,—] সাধুগণ আমার নিমিত্তই হৃদয় ধারণ করেন, এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়স্বরূপ। আমাকে ভিন্ন তাঁহারা অপর কাহাকেও জানেন না, আমিও সেই সাধুগণ ভিন্ন অপর কিছুমাত্র জানি না।

৩১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।১০)—

বিদুরং প্রতি যুধিষ্ঠিরবাক্যম্—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

টীকা।—হে প্রভো! ভবদ্বিধা ভবন্তঃ ভাগবতাঃ স্বয়ং তীর্থীভূতাঃ। স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা অতীর্থানি তীর্থীকুর্ব্বন্তি।

ব্যাখ্যা।—[যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিতেছেন,—] [হে] প্রভো (দেব), ভবদ্বিধা (আপনার তুল্য) ভাগবতাঃ (ভগবদ্ভক্তগণ) স্বয়ং (নিজেরাই) তীর্থীভূতাঃ (তীর্থস্বরূপ)। [ভবন্তঃ] (আপনারা) স্বান্তঃস্থেন (স্বীয়চিত্তাবস্থিত) গদাভৃতা (গদাধর দ্বারা) তীর্থানি (অর্থাৎ পাপীদিগের পাপসংস্পর্শকলুষিত তীর্থসকল) তীর্থীকুর্ব্বন্তি (পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ তীর্থ করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—[যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিয়াছিলেন,—] হে প্রভো! আপনার ন্যায় ভগবদ্ভক্ত মহাত্মারাই স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। (পাপীদিগের কলুষসংস্পর্শে দূষিত) তীর্থসকলকে আপনারা আপনাদিগের হৃদয়াধিষ্ঠিত গদাধর দ্বারা পূত করিয়া পুনরায় তীর্থত্বপ্রাপ্ত করিয়া থাকেন।

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধপ্রকার।
পারিষদগণ এক, সাধকগণ আর॥
ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
অংশ অবতার, আর গুণ-অবতার॥
শক্ত্যাবেশ-অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ-অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশ-অবতার পৃথু ব্যাসমুনি॥
দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ।
একে ত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস॥
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত ভেদ নাহি একই স্বরূপ॥
মহিষী-বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥

৩২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৯।২)—

পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥

ব্যাখ্যা।—[শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন,—একঃ (একমাত্র ভগবান্) একেন (একটিমাত্র) বপুষা (দেহে) যুগপৎ (একই কালে) পৃথক্ গৃহেষু (স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহে) দ্ব্যষ্টসাহস্রং (ষোড়শ সহস্র) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীগণকে, গোপীসকলকে) উদাবহৎ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) এতৎ (ইহা) বত (নিশ্চয়ই) চিত্রম্ (আশ্চর্য্যজনক)।

অনুবাদ।—অহো! ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একই শ্রীকৃষ্ণ একই শরীরে, একই সময়ে, ষোড়শসহস্র গোপীকার পৃথক পৃথক্ গৃহে গমন করিয়া সকলকে উপভোগ করিয়াছিলেন।

৩৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৩)—

শুকবাক্যং—

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্॥
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্।
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ॥

টীকা।—তাসাং মণ্ডলাকারেণ স্থিতানাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানাং উভয়তঃ আলিঙ্গিতানাম্। কথম্ভূতেন?—যং সর্ব্বা নার্য্যঃ স্বসমীপং মামেব আশ্লিষ্টবানিতি মন্যেরন্, তেন এতদর্থং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ। নন্বু একস্য কথং তথা প্রবেশঃ ইত্যত উক্তং, যোগেশ্বরেণ অচিন্ত্যশক্তিনেত্যর্থঃ। তাবৎ তৎক্ষণমেবোৎসুক্যব্যাপ্তমনসাং সস্ত্রীকাণাং দেবানাং বিমানশতৈঃ সঙ্কুলং সঙ্কীর্ণং নভো বভূব।

ব্যাখ্যা।—গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ (গোপীগণে বেষ্টিত) রাসোৎসবঃ (রাসোৎসব) সংপ্রবৃত্তঃ (আরব্ধ হইল)। যোগেশ্বরেণ (যোগেশ্বর) কৃষ্ণেন (কৃষ্ণ) তাসাং (সেই গোপীদিগের) দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ মধ্যে (দুই দুই জনের মধ্যে) প্রবিষ্টেন, [সতা] (প্রবিষ্ট হইলে), কণ্ঠে (গলদেশে) গৃহীতানাং (আলিঙ্গিত) [তাসাং মধ্যে] (তাহাদের মধ্যে) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীগণ, গোপীগণ) যং (যাঁহাকে, অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণকে) স্বনিকটং (আপনারই নিকটে অবস্থিত) মন্যেরন্ (মনে করিতে লাগিলেন)। তাবৎ (তদা, সেই সময়ে) নভঃ (আকাশপ্রদেশ) অত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং (অতিকৌতূহলাক্রান্তহৃদয়) সদারাণাং (সস্ত্রীক) দিবৌকসাং (দেবগণের) বিমানশতসঙ্কুলং (অসংখ্য ব্যোমরথে পরিব্যাপ্ত) [অভবৎ] (হইল), ততঃ (তখন, তদনন্তর) দুন্দুভয়ঃ (দুন্দুভিসকল) নেদুঃ (নাদিত হইতে লাগিল), [এবং] পুষ্পবৃষ্টয়ঃ (পুষ্পবৃষ্টিসকল) নিপেতুঃ (পতিত হইতে লাগিল)।

অনুবাদ।—গোপীকুল-পরিবৃত রাসোৎসব আরব্ধ হইল। শ্রীকৃষ্ণ, মণ্ডলাকারে সংস্থিত তাঁহাদিগের দুই দুই জনের মধ্যভাগে প্রবেশ করিলে, উভয় পার্শ্বে কণ্ঠে এপ্রকারে আলিঙ্গিত গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণকে আপনারই নিকটস্থ মনে করিতে লাগিলেন,—অর্থাৎ তাঁহাদের এরূপ জ্ঞান হইতে লাগিল, "শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ আমারই কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক আমাকেই আলিঙ্গন করিতেছেন।" তৎকালে অতিকৌতূহলাক্রান্তহৃদয়ে সমাগত সস্ত্রীক অমরবৃন্দের শত শত বিমানে গগনতল সমাকীর্ণ হইল। তখন (স্বর্গপুরী হইতে) দুন্দুভিসকল নাদিত ও পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল।

৩৪ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (১৮)—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব সঃ প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥

টীকা।—একস্য রূপস্য যা একদা একস্মিন্ কালে অনেকত্র প্রকটতা, সর্ব্বথা সর্ব্বস্মিন্ তৎস্বরূপৈব প্রকাশঃ।

ব্যাখ্যা।—একস্য (একই) রূপস্য (রূপের) একদা (একইকালে, যুগপৎ) অনেকত্র (অনেকস্থানে) প্রকটতা (প্রকাশকারী) [অথচ] সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারেই) তৎস্বরূপা (সেই মূলস্বরূপেরই সদৃশ) যা (যাহা), সঃ (তাহা) প্রকাশঃ ইতি (প্রকাশ এই নামে) ঈর্য্যতে (কথিত হইয়া থাকে)।

অনুবাদ।—একই রূপের একই সময়ে যে অনেক স্থানে প্রকাশ, অথচ যাহাতে সকল রূপই সর্ব্বপ্রকারে মূলরূপেরই সদৃশ হয়, তাহাই 'প্রকাশ' নামে কথিত হইয়া থাকে।

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥

৩৫ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে রূপেকাত্মরূপকথনে (৫)—

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥

টীকা।—যৎ স্বরূপং তস্য বিলাসতঃ অন্যাকারং ভাতি, প্রায়েণ শক্ত্যা আত্মসমং, স বিলাসো নিগদ্যতে কথ্যতে।

ব্যাখ্যা।—তস্য (তাঁহার, সেই ভগবানের) বিলাসতঃ (লীলাবিলাসহেতু) যৎ (যে) অন্যাকারং (চতুর্ভুজাদিরূপ অন্যবিধ) স্বরূপং (স্বরূপ) শক্ত্যা (শক্তিতে) প্রায়েণ (প্রায়) আত্মসমং (আত্মতুল্য, সেই ভগবানেরই সদৃশ) ভাতি (প্রকাশ পায়), সঃ (তাহা) বিলাসঃ (বিলাস এই নামে) নিগদ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ।—সেই ভগবানের লীলাবিলাস বশতঃ তৎস্বরূপের যে অন্য মূর্ত্তি বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হন এবং শক্তিতে যিনি প্রায় সেই স্বয়ংরূপ ভগবানেরই সমান, তিনিই বিলাস নামে কথিত হইয়া থাকেন।

যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ॥
ঈশ্বরের শক্তি হয় এ তিন প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্॥
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ তার সম।
ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ॥*
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সভার বন্দন।
এ সভার বন্দন সর্ব্বশুভের কারণ॥
প্রথম শ্লোকে কহি সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥†

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য্য চন্দ্র যিনি দোঁহার নিজ ধাম॥
সেই দুই‡ জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিলা উদয়॥

* শক্তিতত্ত্ব : যথা,—শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ত্রিবিধ,—প্রথম লক্ষ্মীগণ, দ্বিতীয় দ্বারকাধামে মহিষীগণ, তৃতীয় বৃন্দাবনে গোপিকামণ্ডলী। এই শক্তিত্রিতয়ের মধ্যে ব্রজধামে ব্রজেন্দ্রতনয়ই স্বয়ং ভগবান্। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় রূপ, অন্যস্থানে তদীয় শরীরব্যূহ হইলেও তৎসদৃশ। পূর্ব্বে যে আবরণের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অখিল ভক্তই তদীয় আবরণ।

† টীকা অনুবাদ প্রভৃতি ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ দুহ—পাঠান্তর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব-জগত আনন্দ ॥
সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমো নাশ করি করে বস্তুতত্ত্বদান ॥
অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হ'তে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥*

৩৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়ো-
ন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা
পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

টীকা।—শ্রীমতি ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। ধর্ম্মঃ কিম্ভূতঃ?—প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ প্রোজ্‌ঝিতং কৈতবং যস্মিন্ সঃ। কেষাং ধর্ম্মঃ?—নির্ম্মৎসরাণাং মৎসররহিতানাম্। সতাং সাধূনাম্। অত্র ভাগবতে বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যম্। বস্তু কিম্ভূতং?—শিবদং পরমসুখপ্রদম্। পুনঃ কিম্ভূতং?—তাপত্রয়োন্মূলনং আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়নাশনম্। ভাগবতে কি[illegible]ত?—মহামুনিকৃতে শ্রীনারায়ণেন প্রথমং সংক্ষেপতঃ কৃতে। অতঃ পরৈঃ অন্যশাস্ত্রৈঃ কিং প্রয়োজনং? অত্র শুশ্রূষুভিঃ ভাগবতশ্রবণেচ্ছুভিঃ কৃতিভিঃ পুণ্যশীলৈঃ সদ্যস্তৎক্ষণাৎ হৃদি ঈশ্বরঃ অবরুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে।

ব্যাখ্যা।—মহামুনিকৃতে (মহামুনি নারায়ণকৃত) অত্র (এই) শ্রীমদ্ভাগবতে (শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে) নির্ম্মৎসরাণাং (হিংসাদিপরিশূন্য) সতাং (সাধুদিগের) প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ (মোক্ষাভিসন্ধিকাপট্যবর্জ্জিত) ধর্ম্মঃ (অর্থাৎ ভগবদারাধনারূপ ধর্ম্ম) [উক্তঃ] (কথিত হইয়াছে)। অত্র (ইহাতে, এই শাস্ত্রে) তাপত্রয়োন্মূলনং (আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপের নাশক) শিবদং (মঙ্গলপ্রদ) বাস্তবং (বাস্তব, প্রকৃত) বস্তু (বস্তু) বেদ্যং (জানিতে পারা যায়)। অত্র (এই শাস্ত্রে) ঈশ্বরঃ (ভগবানের স্বরূপ) সদ্যঃ (অচিরে) শুশ্রূষুভিঃ (শাস্ত্রশ্রবণপিপাসু) কৃতিভিঃ (পুণ্যাত্মাদিগে দ্বারা) তৎক্ষণাৎ (তখনই, শাস্ত্রশ্রবণকালেই) হৃদি (হৃদয়ে, চিত্তে) অবরুধ্যতে (অবরুদ্ধ হইয়া থাকে)। বা (কিন্তু) অপরৈঃ (অন্যান্য শাস্ত্রদ্বারা) কিম্ (কি ঐরূপ অবরুদ্ধ হয়)? অর্থাৎ তাহা কখনই হয় না।

অনুবাদ।—মহামুনি নারায়ণকৃত এই মনোহর ভাগবতশাস্ত্রে হিংসাদিপরিশূন্য সাধু ব্যক্তিগণের পালনীয় মোক্ষাভিসন্ধিকপটতাবর্জ্জিত পরমধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপনাশন কল্যাণপ্রদ বাস্তব বস্তুও ইহাতে জ্ঞাত হইতে পারা যায়। শাস্ত্রশ্রবণেচ্ছু পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ এই শাস্ত্রে শাস্ত্রার্থ শ্রবণসমকালেই অচিরে

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই পুরুষার্থত্রয় হইতে কখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি জন্মিবার সম্ভব, কিন্তু মোক্ষাভিলাষীর কোনকালে সে ভক্তি হইবার সম্ভব নাই।

ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে অর্থাৎ তল্লিখিত সাধনে কি তখনই ভগবানকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারা যায়? কখনই যায় না।

৩৭ শ্লোক।

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরগোস্বামিচরণৈঃ—
প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ ইতি॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীধরস্বামিচরণৈঃ (শ্রীধর স্বামিচরণ, অর্থাৎ প্রভু শ্রীধরস্বামী) ব্যাখ্যাতং চ (ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন), প্র-শব্দেন (এই শ্লোকের "প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ" পদের "প্র" শব্দ দ্বারা) মোক্ষাভিসন্ধিঃ অপি (মোক্ষলাভসংকল্পও) নিরস্তঃ (নিবৃত্ত হইয়াছে) ইতি।

অনুবাদ।—শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন যে, এই শ্লোকস্থিত "প্রোজ্ঝিত" পদের "প্র" শব্দ দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিরূপ প্রধান কৈতবও নিরস্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম্ম॥
যাহার প্রসাদে এই তমঃ হয় নাশ।
তমোনাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥
তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নামসঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দস্বরূপ।
সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্বস্তু ঘট-পট আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥*
এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেম হয় বশ॥
এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ॥
এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয়॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গলবন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন॥
বক্তব্য-বাহুল্য, গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে।
বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে॥

৩৮ শ্লোক।

অনাদিব্যবহারসিদ্ধপ্রাচীনৈঃ স্বশাস্ত্রে
উক্তঞ্চ—
মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতেতি।

টীকা।—মিতং অল্পাক্ষরেণ সারং তাৎপর্য্যং উক্তং বচঃ বাগ্মিতা ইতি।

ব্যাখ্যা।—অনাদিব্যবহারসিদ্ধ-প্রাচীনৈঃ (অনাদিব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীন মহাত্মগণ) স্বশাস্ত্রে (আপন আপন শাস্ত্রে) উক্তং চ (বলিয়া গিয়াছেন),—মিতং (পরিমিত) চ (এবং) সারং চ (সার) বচঃ হি (বাক্যই) বাগ্মিতা (বাক্‌প্রয়োগকৌশল) ইতি।

অনুবাদ।—অনাদিব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীন মহাত্মগণ স্ব স্ব শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, পরিমিত ও সারগর্ভ বাক্যই বাগ্মিতা।

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।*
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ॥

* দুই ভাগবত—এক অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরাণ ও ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদকশাস্ত্র; দ্বিতীয় ভগবদ্ভক্তি—রসিকজন।

* অজ্ঞানাদি বলায় অজ্ঞান, বিপর্য্যাস, ভেদ, ভয় ও শোক বুঝিতে হইবে। অজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপপ্রকাশ। বিপর্য্যাস অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি। ভেদ অর্থাৎ ভোগেচ্ছা। এই পদ্যেধায়

চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত ভক্তি নাম প্রেম রসতত্ত্ব॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তু-তত্ত্বসার॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
মঙ্গলাচরণং গুর্ব্বাদিবন্দনং নাম
প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বনিরূপণ।

১ শ্লোক।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্॥

টীকা।—শ্রীচৈতন্যপ্রভুমহং বন্দে; বালোঽপি অজ্ঞোঽপি যস্য চৈতন্যস্য অনুগ্রহাৎ অনুগ্রহেণ নানামতানি এব গ্রাহাঃ জলজন্তুবিশেষাস্তৈর্ব্যাপ্তাঃ সিদ্ধান্তাস্তৈঃ সাগর ইব সাগরস্তং নানামতগ্রাহব্যাপ্ত-সিদ্ধান্তসাগরং তরেৎ।

অনুবাদ।—যাঁহার অনুগ্রহে বালকের ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তিও নানামতরূপ* হিংস্র জলজন্তুপূর্ণ সিদ্ধান্তরূপসাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে প্রণাম করি।

২ শ্লোক।

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনি-
ভ্রাজিতা,
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিহারাস্পদং।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্ব্বহতু মে জিহ্বা-
মরুপ্রাঙ্গণে,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী॥

টীকা।—হে শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে দয়া-সমুদ্র! তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী স্বর্গঙ্গা মে মম জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে বহতু। কিম্ভূতা—কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গাননর্ত্তনকলাপাথোজনি-ভ্রাজিতা। পুনঃ কথম্ভূতা?—সদ্ভক্তাবলি-হংসচক্রমধুপশ্রেণীবিলাসাস্পদং। পুনঃ কিম্ভূতা?—কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ। লস-ল্লীলা এব সুধাস্বর্ধুনী স্বর্গনদী গঙ্গা। জিহ্বা এব মরুপ্রাঙ্গণং নির্জ্জলচত্বরম্ কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলা এব পাথো জলং, তস্মাৎ জন্ম তেন ভ্রাজিতা দীপ্তা। সদ্ভক্তাবলিঃ সদ্ভক্তসমূহঃ স এব হংস-চক্রবাকমধুপশ্রেণী তস্যা বিহারাস্পদম্। কর্ণানন্দী কর্ণস্যানন্দকরো কলো মধুর-ধ্বনির্যস্যাঃ।

অনুবাদ।—হে দয়াসাগর শ্রীচৈতন্য-দেব! কৃষ্ণবিষয়ক উচ্চনামসংকীর্ত্তন, গান, ও নর্ত্তনকলা প্রভৃতিরূপ পদ্মসমূহে সুশোভিত, সাধু ভক্তগণরূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমরদিগের একমাত্র বিহারস্থল, শ্রবণা-

---

দোষ শব্দে অষ্টাদশবিধ দোষ বুঝিতে হইবে; যথা,—। ১। মোহ। ২। তন্দ্রা। ৩। ভ্রম। ৪। রুক্ষরসতা। ৫। উল্বণ কাম। ৬। লোলতা। ৭। মদ। ৮। মাৎসর্য্য। ৯। হিংসা। ১০। খেদ। ১১। পরিশ্রম। ১২। অসত্য। ১৩। ক্রোধ। ১৪। আকাঙ্ক্ষা। ১৫। আশঙ্কা। ১৬। বিশ্ববিভ্রম। ১৭। বিষমত্ব। ১৮। পরাপেক্ষা।—বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে।

* মত অর্থাৎ কুতর্ক, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও বিবর্ত্তবাদ। বিবর্ত্ত—রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অবস্থান্তরভাবকেই বিবর্ত্ত কহে। অর্থাৎ স্বরূপতঃ অবস্থান্তর না হইয়াও অবস্থান্তরবৎ প্রতীত হইলে তাহার নাম বিবর্ত্ত। এরূপ বিবর্ত্ত নিরবয়ব বস্তুতেও সম্ভবে; যেমন আকাশে তলমালিন্য। ইহার প্রমাণ পঞ্চদশীতে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আছে; যথা,—

"অবস্থান্তরজ্ঞানন্তু বিবর্ত্তো রজ্জুসর্পবৎ।
নিরংশেপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ।"

নন্দকর কলধ্বনিযুক্ত আপনার সেই লসল্লীলারূপ অমৃত-মন্দাকিনী আমার মরু-ভূমিসদৃশ নীরস জিহ্বাক্ষেত্রে প্রবাহিত হউন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-
বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥*

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশস্বরূপ বিধেয়-চিহ্ন॥
অনুবাদ কহি পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্রবিবরণ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥
প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্॥

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

টীকা।—তত্ত্ববিদস্তু তদেব তত্ত্বং বদন্তি। কিং তৎ?—জ্ঞানং নাম অদ্বয়মিতি ক্ষণিকজ্ঞানপক্ষং ব্যবর্ত্তয়তি। ঔপনিষদৈঃ ব্রহ্মেতি, হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি, সাত্ত্বতৈর্ভগবানিতি অভিধীয়তে।

অনুবাদ।—যে অদ্বয় জ্ঞান তাহাকেই তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, এবং তাহাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে আখ্যাত হইয়া থাকেন।*

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৬)—

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

টীকা।—নিষ্কলাদিস্বরূপং তদ্ব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদ-কোটিষু। বিভূতিভির্ধরাদ্যাভির্ভিন্নং ভেদমুপাগতম্। সদা প্রভাবযুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভা ভবেৎ। তং গোবিন্দং অহং ভজামি।

* টীকা অনুবাদ প্রভৃতি ২য় পৃষ্ঠা ৩য় শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

* শক্তিবর্গলক্ষণ তদ্ধর্ম্মবহির্ভূত কেবল জ্ঞানকে ব্রহ্ম; অন্তর্যামিত্বাদিময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশসংযুক্ত জ্ঞানকে পরমাত্মা এবং পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিযুক্ত জ্ঞানকে ভগবান্ কহে। প্রমাণ; যথা,—

"শক্তিবর্গলক্ষণতদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্ম। অন্তর্যামিত্বাদিময়মায়াশক্তিপ্রচুরচিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টজ্ঞানং পরমাত্মা। পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং জ্ঞানং ভগবান্।"

(ক্রমসন্দর্ভঃ)

দুর্ঘট ঘটাইতে পটীয়সী অচিন্তনীয়াকে শক্তি কহে। শক্তি ত্রিবিধ;—(১) অন্তরঙ্গা, (২) তটস্থা, (৩) বহিরঙ্গা। প্রমাণ; যথা,—

"দুর্ঘটঘটত্বং চাচিন্ত্যত্বং শক্তিঃ। সা ত্রিধা;—অন্তরঙ্গা তটস্থা বহিরঙ্গা চ।"

(ভাগবতসন্দর্ভঃ।)

অনুবাদ।—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে [ক্ষিতি]া, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশাদি পৃথক্ পৃথক্ ভূতরূপে যিনি অধিষ্ঠিত, সেই নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষস্বরূপ ব্রহ্ম যে প্রভাবান্ গোবিন্দের দেহপ্রভা, আমি তাঁহাকে ভজনা করি।

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ-কান্তি॥
সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেহোঁ মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৬।৪৭)—

শ্রীভগবন্তং প্রতি উদ্ধববাক্যম্—
বাতবসনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনো-
ঽমলাঃ॥

টীকা—সন্ন্যাসিনো হি ব্রহ্মচর্য্যাদি-ক্লেশৈঃ কথঞ্চিৎ তরন্তি। বয়ন্তু অনায়াসে-নৈব তরিষ্যাম ইত্যাহ বাতবসনা ইতি। ঊর্দ্ধমন্থিনঃ ঊর্দ্ধরেতসঃ।

অনুবাদ।—শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাতচল্লিশশ্লোকে লিখিত আছে যে, পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা, বসনশূন্য সন্ন্যাসীরা শান্ত ও বিমলমনা হইয়া মদীয় ব্রহ্মসংজ্ঞ ধামে প্রস্থান করেন।

আত্মা অন্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয়॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।*
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥

* যে প্রকার আকাশস্থ একসূর্য্য অনন্ত স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনন্তরূপে প্রকাশ পান, সেই প্রকার নিত্যধামস্থ শ্রীকৃষ্ণ অনন্তজীবে পরমাত্মারূপে অনন্ত প্রতীয়মান হয়েন।

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪২)—

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্—
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো
জগৎ॥

টীকা।—বহুনা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যং? যস্মাৎ ইদং সর্ব্বং জগৎ একাংশেন একদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ব্যাপ্য অহমেব স্থিতঃ। মদ্ব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চি-দপি অস্তীত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ শ্লোকে আছে যথা,—ভগবান্ বলিলেন, কিংবা হে অর্জ্জুন! আমার বিভূতি বিষয়ে তোমার এত অধিক জানিবার আবশ্যক কি? ইহাই নিশ্চিত পরিজ্ঞাত থাকিও যে, এই জগৎ মদীয় একাংশে অবস্থিত।

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৯।৪২)—

ভীষ্মবাক্যম্—
তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥

টীকা।—তং ইমং ঈশ্বরং অজং, একং একরূপং, শরীরভাজাং আত্মকল্পিতানাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতং। অকারলোপস্ত্বার্ষঃ। ইতি হেতোরহং হৃদি ন একধা সমধি-গতোস্মি; যতো বিধূতভেদমোহঃ। ক ইব?—একং অর্কং প্রতিদৃশং অনেকমিব।

অনুবাদ।—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ শ্লোকে শ্রীভীষ্ম-

দেবের বচন যথা,—এই ভগবান্ জন্মরহিত হইয়াও স্বয়ং স্বনির্ম্মিত জীবকুলের প্রত্যেক হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন। একমাত্র ভাস্কর যেরূপ প্রত্যেক দৃষ্টিতে বহু প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ইনিও অধিষ্ঠানবিশেষে অনেকরূপে প্রকাশমান হয়েন। যাহা হউক, আমি ইঁহাকে লাভ করিলাম, ইঁহার দর্শনে মদীয় মোহ ও ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইল।

সেইত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোঁসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ্ আগম।
পূর্ণ তত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যৈছে স্ববিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ॥
ইঁহোত দ্বিভুজ তিহেঁ৷ ধরে চারি হাত।
ইঁহো বেণু ধরে তিহেঁ৷ চক্রাদিক সাথ॥

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

টীকা।—ত্বং কিং নারায়ণঃ? অপি তু মূল নারায়ণ এব। হি যতঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি, অস্য বিশ্বস্য অধীশঃ পুরুষাণাং পরঃ, যতো লোকানাং সাক্ষী। নরভূজলায়নাৎ হেতোঃ যো যস্য নারায়ণস্য নরহৃদি ভূমৌ জলমধ্যে চ বাসঃ, সোঽপি তবাঙ্গমংশঃ; তবৈব মায়য়া, তচ্চাপি সত্যম্।

অনুবাদ।—শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে এই বিষয়ের প্রমাণ আছে, যথা,—ব্রহ্মা বলিলেন, হে প্রভু! আপনি কি নারায়ণ নহেন? আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, আপনিই নারায়ণ, কেন না, আপনি অখিল দেহীর আত্মা, এপ্রকার হইয়াও আপনি নারায়ণ নহেন তাহা নহে; কারণ নার (জীবকুল) আপনার অয়ন (আশ্রয়); সুতরাং যাবতীয় দেহীর আশ্রয়ত্ব নিবন্ধন আপনিই নারায়ণ। হে দেব! আপনি সমস্ত লোকের সাক্ষী, সুতরাং নারায়ণ নামে অভিহিত; কেন না, নার (লোকসকলকে) যিনি অয়ন (পরিজ্ঞান) করেন, তাঁহাকেই নারায়ণ বলা যায়। হে ভগবন্! নর হইতে সঞ্জাত যে সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব আর তাহা হইতেই উদ্ভূত যে জল, তন্মাত্র অয়ন (আশ্রয়) হওয়াতে যে নারায়ণ প্রথিত, তিনিও ভবদীয় মূর্ত্তি সন্দেহ নাই, আপনার মায়া নহে।

শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়
তুমি পিতা মাতা—আমি তোমার তনয়॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম মোরে করহ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ কহেন, ব্রহ্মা! তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন॥

ব্রহ্মা বলেন তুমি কিনা হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি যত জীব রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল স্বরূপ ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥
নার শব্দে কহে সর্ব্ব জীবের নিচয়।
অয়ন শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ ॥
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার।
তাহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা।
তোমার শক্তিতে তারা জগৎ রক্ষিতা ॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
ইথি যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান সব মর্ম্ম ॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে নহে কার স্থিতি গতি ॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥
কৃষ্ণ কহে না বুঝিয়ে তোমার বচন।
জীব হৃদি জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥
ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন ॥
কারণাব্ধি গর্ভোদক ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী ॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব অন্তর্য্যামী।
ব্রহ্মাণ্ড বৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী ॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥
এ্রঁহ সভার দর্শনাদি আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাঞি মায়ার সম্বন্ধ ॥

১০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৫।১৬ শ্লোকস্থ
শ্রীধর স্বামিকৃতটীকায়াম্ ধৃতঃ শ্লোকঃ।

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ পদং বিদুঃ ॥

টীকা।—বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ কারণং চ এতে ঈশস্য উপাধয়ঃ। যৎ ত্রিভির্হীনং কারণং, তুরীয়ং তৎ পদং বিদুঃ—বদন্তি।

অনুবাদ।—বিরাট্ (অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ী জীবান্তর্য্যামী), হিরণ্যগর্ভ (অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী) ও কারণ এই তিনটী ঈশ্বরের (পুরুষাবতারের) উপাধি। যিনি এই তিনটী উপাধিহীন (অর্থাৎ মায়া সম্পর্কের অতীত) তাঁহাকেই তুরীয় (অর্থাৎ চতুর্থ সৎবস্তু বলে)।

যদ্যপি তিনের মায়া লৈয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাহি সবে মায়া পার ॥

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১১।৩৯)—

শৌনকাদির প্রতি সূতবাক্যম্—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥

টীকা।—ঈশস্য এতৎ ঈশনং ঐশ্বর্য্যং ভবতি : প্রকৃতিস্থোপি তদ্গুণৈঃ প্রকৃতে-গুণৈর্যেন ন যুজ্যতে, যথা আত্মস্থৈ গুণৈ, তদাশ্রয়াপি বুদ্ধিস্তৈর্ন যুজ্যতে।

অনুবাদ।—[সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিতেছেন,—] ইহাকেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব জানিবে। যেরূপ বুদ্ধি আত্মাবে অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেও আত্মার

আনন্দাদি গুণে সমন্বিত হইতে পারে না, সেইরূপ ঈশ্বর মায়াশ্রিত হইলেও মায়ার সুখদুঃখাদি গুণে লিপ্ত নহেন।

সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ ইথে কি সংশয়॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার বিলাস তুমি মূল কারণ॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস এই তত্ত্ব নিরূপণ॥
এই শ্লোকতত্ত্ব লক্ষণ ভাগবত সার।
পরিভাষা-রূপে ইঁহার সর্ব্বত্রাধিকার॥
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর॥
অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার।
তেহঁ চতুর্ভুজ ইহঁ মনুষ্য আকার॥
এই মত নানা রূপে করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহাকে নির্জ্জিতে ভাগবত পদ্য দক্ষ॥

১২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥*

শুন ভাই এই শ্লোকের করহ বিচার।
এক মুখ্য তত্ত্ব তিন তাহার প্রচার॥
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বাচন।
আর এক শুন ভাগবতের বচন॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)—

শৌনকাদীন প্রতি সূতবাক্যম্—
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

টীকা।—এতে চ পুংসঃ পরমেশ্বরস্য কেচিদংশাঃ কলাঃ বিভূতয়শ্চ। কৃষ্ণস্তু স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ এব। যতঃ যুগে যুগে লোকং মৃড়য়ন্তি সুখিনং কুর্ব্বন্তি। কিম্ভূতং লোকং?—ইন্দ্রারিব্যাকুলং দৈত্যোপদ্রুতম্।

অনুবাদ।—[সূত শৌনকাদি মুনিগণকে বলিতেছেন,—] হে তাপসগণ! যে সমস্ত অবতারের বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে কেহ বা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের অংশ আর কেহ বা তদীয় কলা (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য); কিন্তু সর্ব্বশক্তিত্ব নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণাবতার সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ সন্দেহ নাই। ইঁহারা যুগে যুগে জগতে অবতীর্ণ হইয়া অসুরপীড়িত লোককে পরিত্রাণদ্বারা আনন্দিত করিয়া থাকেন।

সর্ব্ব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥
তবে শুকদেব মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান।
পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্॥
তেঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার॥
তারে কহে কেনে কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ॥

১৪ শ্লোক।

তথাহি কাব্যপ্রকাশালঙ্কারে একাদশীতত্ত্বে—

অনুবাদমনুক্ত্বাতু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥

---

* ইহার টীকা অনুবাদ প্রভৃতি ২৩ পৃষ্ঠার ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

টীকা।—অনুবাদং জ্ঞাতবস্তু, বিধেয়ং অজ্ঞাতবস্তু।

অনুবাদ।—কাব্যপ্রকাশালঙ্কারে এই বিষয়ের প্রমাণ যথা,—উদ্দেশ্য (অর্থাৎ জ্ঞাত পদার্থকে অপ্রকাশিত রাখিয়া বিধেয় (অর্থাৎ অজ্ঞাত পদার্থ) উল্লেখ করিবে না; কেন না, যাহা পূর্ব্বে জ্ঞানমধ্যে প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ যাহার তত্ত্ব জ্ঞানগত হয় নাই, তাহা কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয় ॥
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ ইঁহা বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥
তৈছে ইঁহা অবতার সব হৈলা জ্ঞাত।
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সম্বাদ ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥
অতএব কৃষ্ণশব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে বিধেয় সম্বাদ ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইঁহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্।
তিহোঁই শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করি তা ব্যাখ্যান ॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্য্য বিজ্ঞ বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর দোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ* দোষ ॥
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দে তাহাতেই সত্তা ॥
দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥
তৈছে সব ভগবানের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডন ॥

১৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১০।১)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকেন উক্তম্—
অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥

টীকা।—তত্র ভাগবতে সর্গঃ, বিসর্গঃ, স্থানং স্থিতিঃ, পোষণং তদনুগ্রহঃ, ঊতয়ঃ কর্ম্মবাসনা, মন্বন্তরাণি, ঈশানুকথা, নিরোধঃ, মুক্তিঃ, আশ্রয়ঃ এতে দৃশ্যন্তে।

অনুবাদ।—শুকদেব বলিয়াছিলেন, হে নরপতে! সর্গ (অর্থাৎ সৃষ্টি), বিসর্গ (অর্থাৎ বৈভব), স্থান (অর্থাৎ অংশ, চরাচর স্থান), পোষণ (স্বরূপ), ঊতি (অর্থাৎ বাল্যলীলাদি), মন্বন্তর (অবতার), ঈশকথা (ভগবানচরিত্র), নিরোধ (আবরণ ও সংহার), মুক্তি (আলোক্যাদি), ও আশ্রয় (সেবাস্থান) এই দশটী বিষয় ইহাতে অর্থাৎ এই ভাগবতে বর্ণিত আছে।

১৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১০।২)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥

* প্রাধান্যরূপে—বিধেয়াংশ বর্ণিত হইলেই তাহাকে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ কহে।

টীকা।—মহাত্মানঃ দশমস্য আশ্রয়স্য বিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং নবানাং লক্ষণং ইহ শ্রুতেন শ্রুত্যৈব অঞ্জসা সাক্ষাৎ বর্ণয়ন্তি।

অনুবাদ।—[শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন],—এই গ্রন্থে দশটী অর্থ পরস্পর ভিন্ন হইলেও ইহাতে শাস্ত্র ব্যতীত জ্ঞানের সম্ভব নাই; কেন না, দশম পদার্থ যে আশ্রয়, তাহার তত্ত্বজ্ঞানার্থ মহাত্মারা কোন কোন স্থলে শ্রুতি দ্বারা এবং কোন কোন স্থলে সাক্ষাৎ কিংবা কোন স্থানে শ্রুত তাৎপর্য্য দ্বারা অপর নয়টীর লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের বিগ্রহে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥

১৭ শ্লোক।

ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীধরস্বামিনোক্তং (১০।১।১)—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥

টীকা।—তৎ কৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম আশ্রয়ং নমামি। কিম্ভূতং?—দশমে দশম স্কন্ধে দশমং লক্ষ্যং নিরূপিতং; নবানাং আশ্রয়ম্। পুনঃ কিম্ভূতং?—আশ্রিতানাং আশ্রয়বিগ্রহম্। পুনঃ কিম্ভূতং?—জগতাং সর্ব্বেষাং ধাম।

অনুবাদ।—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীধরস্বামীর বচন, যথা,—শ্রীকৃষ্ণ নামক দশম পদার্থই এই দশম স্কন্ধের লক্ষ্য। তিনি আশ্রিত-বর্গের আশ্রয়বিগ্রহরূপী, পরম ধাম ও জগতের নিবাসস্থানস্বরূপ।

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥
কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড়্বিধ বিলাস।
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ॥
অংশ শক্ত্যাবেশ রূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার॥
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি॥
এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্ত রূপে [illegible] রূপ নাহি কিছু ভেদ॥
চিচ্ছক্তি স্বরূপ-শক্তি, অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্যা নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এইত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সভার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সব স্থিতি॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সবের কৃষ্ণ মূলাশ্রয়॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

১৮ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

টীকা।—ঈশ্বরাদীনি কৃষ্ণস্য বিশেষণানি। কৃষ্ণ এব বিশেষ্যঃ। সর্ব্বোৎকর্ষকত্বাৎ কৃষ্ণেতি মুখ্য নাম, অতএব ঈশ্বরঃ সর্ব্ববশয়িতা। অতএব পরমঃ, পরা সর্ব্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীরূপা শক্তির্যস্মিন্ যস্মাদ্বা সঃ পরমঃ। সর্ব্বেষাং কারণানাং কারণম্। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি সচ্চিদানন্দলক্ষণো যো বিগ্রহস্তদ্রূপ ইত্যর্থঃ।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীশ্রীষড়্‌ভুজ গৌরাঙ্গ।

—৩০ পৃষ্ঠা।

Milan Printing Works, Calcutta.

অনুবাদ।—ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে এই বিষয়ের প্রমাণ আছে, যথা—সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। সেই গোবিন্দ অনাদি বা স্বয়ং উৎপত্তিহীন এবং সকলের আদি অর্থাৎ উৎপত্তিকারণ ও সর্ব্বকারণ কারণ অর্থাৎ সর্ব্বোৎপত্তির উপায়ভূত মায়ারও উৎপত্তি হেতু, অর্থাৎ তাঁহার আদি কেহই নাই; তিনি গোবিন্দ এবং সর্ব্বকারণ মায়ারও কারণ।

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভাল মতে।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥
অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা॥
সেহোত ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাতে যাতে অবতারী॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোন রূপে কহে যার যেন মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো নরনারায়ণ।
কেহো কহে কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
কেহো কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী॥
সর্ব্ব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি একমন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে॥
চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে॥
চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বনিরূপণং নাম
দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্লাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্ত-সন্মণীন্॥

টীকা।—শ্রীচৈতন্যপ্রভুমহং বন্দে। যৎ যস্য চৈতন্যস্য পাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ পাদাশ্রয়-প্রভাবাৎ অজ্ঞো জনঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ সিদ্ধান্তরত্নান্ সংগৃহ্লাতি। কস্মাৎ?—আকরব্রাতাৎ; আকরঃ খনিঃ, ব্রাতঃ সমূহ-স্তস্মাৎ। এতাবতা যথা রত্নখনিতঃ উত্তম-রত্নান্ অজ্ঞো জনঃ গৃহ্লাতি, তথাস্য পাদা-শ্রয়বীর্য্যতঃ প্রেমরত্নসিদ্ধান্তান্ সংগৃহ্লাতি।

অনুবাদ।—যাঁহার পাদাশ্রয়বলে মূঢ় ব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ খনি হইতে সিদ্ধান্তস্বরূপ অত্যুত্তম মণিপুঞ্জ সংগ্রহে সমর্থ হয়, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুকে নমস্কার করি

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
তৃতীয় শ্লোকের এই কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

রিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
দা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥*

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥
ব্রহ্মার এক দিনে তিহোঁ একবার।
অবতীর্ণ হঞা করে প্রকট বিহার ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি।
সেই চারি যুগে এক দিব্য যুগ মানি ॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর।
বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগে গেল তাহার অন্তর ॥
অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥
দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
যথেচ্ছা বিহারি কৃষ্ণ করি অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান ॥
চিরকাল নাহি করি প্রেম-ভক্তি দান।
ভক্তি বিনে জগতের নাহি অবস্থান ॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পেতে নাহি শক্তি।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধা মুক্তি পাঞা ॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন ॥

* ইহার টীকা অনুবাদ তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আপনি করিব ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাব সভারে ॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৪।৮)—

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যম্—
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

টীকা।—সাধূনাং স্বধর্ম্মনিরতানাং পরিত্রাণায় রক্ষণায়, দুষ্কৃতাং পাপাত্মনাং বিনাশায় বধায়, চ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থং, যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামি।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, সাধুগণের পরিত্রাণার্থ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশার্থ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৩।২৪)—

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥

টীকা।—চেৎ যদি অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম, তর্হি ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ, ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ, অহঞ্চ সঙ্করস্য বর্ণসঙ্করস্য কর্ত্তা স্যাম্ ভবেয়ম্ ; অহমেব ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্ মলিনীকুর্য্যাম্।

অনুবাদ।—[শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,]—হে পার্থ! আমি কোন কর্ম্ম না করিলে এই সকল লোক উচ্ছন্ন হইয়া

যায়। আর আমিই বর্ণসঙ্করের উৎপাদক হইয়া প্রজাধ্বংসকারী হইয়া পড়ি।

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৩।২১)—

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

টীকা।—শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ আচরতি, ইতরো জনঃ তৎ তৎ এব আচরতি; সঃ শ্রেষ্ঠঃ কর্ম্ম শাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং কুরুতে মন্যতে, লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে।

অনুবাদ।—[শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,]—ইতর ব্যক্তিরা মহান্ লোকের আচরণের অনুগামী হইয়া চলে। তিনি যাহা প্রমাণ করিয়া স্থির করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহার অনুগামী হয়।

যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ-প্রেম দিতে॥

৫ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে ৯৩ অঙ্কধৃতশ্লোকঃ—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

টীকা।—পঙ্কজনাভস্য অবতারা বহবঃ সন্তু; তেষু মধ্যেষু কৃষ্ণাৎ অন্যঃ কো বা লতাসু বালভাবেষু প্রেমদো ভবতি? ন কোঽপীত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ বিবিধ অবতার থাকিলেও কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কে আছে যে, লতিকাদিগকেও প্রেমদান করিতে সমর্থ হয়?

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রঙ্গে॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।*
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥
চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশ যাহার হুঙ্কারে॥
প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম॥
ডুভৃঞ ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ।
ধরিল পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষ লীলায় নাম ধবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ জানাইযা সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥
তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে কবিয়াছে নির্ণয়॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

টীকা।—অনুযুগং তনূর্গৃহ্নতস্তব পুত্রস্য যুগে যুগে তনুধারিণো বর্ণাস্ত্রয় আসন্ অভবন্। শুক্লো রক্তশ্চ যথা বভূব, তথা পীতো পীতবর্ণো ভবিষ্যতি। ইদানীং সাংপ্রতং দ্বাপরে কৃষ্ণত্বং শ্যামত্বং গতঃ।

অনুবাদ।—গর্গাচার্য্য নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে নন্দ! ত্বদীয় এই পুত্রটী প্রতি যুগেই দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহার শুক্ল, লোহিত ও পীত এই ত্রিবিধ বর্ণ হইয়াছিল, অধুনা ইনি

* চারিযুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহ এই চতুর্যুগের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বর্ষ অর্থাৎ মানুষ পরিমাণ ৪৩২০০০০ বর্ষে চতুর্যুগ হইয়া থাকে।

কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং ইঁহার "কৃষ্ণ" এই একটী নাম হইল।

শুক্ল রক্ত পীত বর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানী দ্বাপরে তিহোঁ হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম॥

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৭)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥

টীকা।—দ্বাপরে দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামঃ অতসীকুসুমসঙ্কাশঃ, নিজায়ুধঃ নিজানি চক্রাদীনি আয়ুধানি যস্য সঃ, শ্রীবৎসাদিভিঃ অঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈঃ উপলক্ষিতঃ। শ্রীবৎসো নাম বক্ষসো দক্ষিণে ভাগে রোম্নাং প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ স আদির্যেষাং, করচরণাদিগতপদ্মাদীনাং তৈরঙ্কৈরঙ্কিতৈশ্চিহ্নৈর্লক্ষণৈর্বাহ্যৈঃ কৌস্তুভাদিভিঃ পতাকাদিভিশ্চ উপলক্ষিতঃ।

অনুবাদ।—ভগবান্ দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণ অর্থাৎ অতসীকুসুমসঙ্কাশ, পীতাম্বর, নিজায়ুধধারী (চক্রাদিধারী), শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ও কৌস্তুভবিরাজিত হইয়া অবতীর্ণ হয়েন।

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥
তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড-শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা সুধাংশুবদন॥

শান্ত দান্ত নিষ্ঠা কৃষ্ণ-ভক্তিপরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥
এই সব গুণ লৈয়া মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র নামে কৈল তাঁর নাম গণন॥
দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ॥

৮ শ্লোক।

তথাহি মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ সর্গে সহস্রনামস্তোত্রে—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

টীকা।—স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ কিম্ভূতঃ?—সুবর্ণবর্ণঃ, সুবর্ণমিব বর্ণো যস্য সঃ। হেমো জাম্বুনদ ইব অঙ্গং যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—বরাঙ্গঃ। চন্দনাঙ্গদী আহ্লাদজনককেয়ূরযুক্তঃ। সন্ন্যাসকৃৎ মোক্ষাশ্রমং চতুর্থং কৃতবান্। শমঃ শমভাবঃ। শান্তঃ। নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।

অনুবাদ।—সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ (তপ্তকাঞ্চনদেহ), বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসকৃৎ শম, শান্ত (সুশীল), নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ, এই নামাষ্টকমধ্যে আদিলীলায় চারিটী এবং অন্ত্যলীলায় সন্ন্যাসকৃৎ হইতে চারিটী নাম হইয়া থাকে।

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আর বার।
কলিযুগের যুগধর্ম্ম যুগ অবতার॥

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

টীকা।—সুমেধসো বিবেকিনঃ পণ্ডিতাঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ সংকীর্ত্তনমহোৎসবৈঃ

যজ্ঞৈঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং ত্বিষা অকৃষ্ণং হি নিশ্চিতং যজন্তি। ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং গৌরমিত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—[কবি জনককে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—করভাজন মুনি নিমি রাজাকে বলিয়াছিলেন,—] হে পৃথ্বীপতে! কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রনীলমণিবৎ জ্যোতিঃসম্পন্ন এবং অঙ্গ (নিত্যানন্দাদ্বৈত), উপাঙ্গ (তদবয়ব শ্রীবাসাদির) অস্ত্র ও (গোবিন্দ গদাধরাদি-রূপ) পার্ষদগণ দ্বারা সমন্বিত ভগবান্ যৎকালে অবতীর্ণ, হয়েন, বিবেকী মানবগণ তৎকালে নামসংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

শুনহ সকল লোক চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তার মহিমার সীমা॥
কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের এই অর্থ পরমাণ।
কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাই আইসে আন॥
কেহো যদি কহে তাঁরে কৃষ্ণ বরণ।
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ॥
দেহকান্ত্যে হয় তিহোঁ অকৃষ্ণ বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহে সে পীত বরণ॥

১০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবমালায়াং (২।১)—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটম-
ভিযজন্তে দ্যুতিভরাদকৃষ্ণাঙ্গং
কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

টীকা—কলৌ কলিযুগে বিদ্বাংসঃ পণ্ডিতাঃ যং কৃষ্ণং স্ফুটং যথা স্যাত্তথা উৎকীর্ত্তনময়ৈর্মখবিধির্যজ্ঞৈরভিযজন্তে। কথম্ভূতং?—দ্যুতিভরাৎ কান্ত্যতিশয়াৎ অকৃষ্ণাঙ্গং গৌরকান্তিম্। পুনঃ কথম্ভূতং? —অখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং সন্ন্যাসিনাং যং চৈতন্যং উপাস্যঞ্চ পণ্ডিতাঃ প্রাহুঃ, স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং অতিশয়েন নোঽস্মান্ কৃপয়তু কৃপাং করোতু।

অনুবাদ।—স্তবমালায় শ্রীরূপগোস্বামীপাদ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, যথা,—কলিকালে সুধীগণ নামসংকীর্ত্তনময় যজ্ঞদ্বারা যাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন, যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও শ্রীরাধিকার পরমা কান্তি দ্বারা গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছেন এবং সুধীগণ যাঁহাকে চতুর্থাশ্রমী পরমহংসগণের আরাধ্য বলিয়া বর্ণন করেন, সেই চৈতন্যাকৃতি মহাপুরুষ আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করুন্।

প্রত্যক্ষ তাহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি॥
জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবমালায়াং (২।৮)—

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি
জগতাং যস্য পরিতো গিরাস্তু
প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি
ন হি প্রেমনিবহং স দেব-
শ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

টীকা।—যস্য চৈতন্যস্য সস্মিতালোকঃ

হাস্যাবলোকঃ জগতাং শোকং হরতি, যস্য চৈতন্যস্য গিরাং বাণীনাং প্রারম্ভঃ জগতাং কুশলপটলীং মঙ্গলসমূহাং পল্লবয়তি বিস্তারয়তি, যস্য পদালম্ভঃ প্রেমনিবহং হি নিশ্চিতং ন প্রণয়তি ন প্রাপয়তি, অপি তু প্রাপয়তীত্যর্থঃ। স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং অতিশয়েন নোঽস্মান কৃপয়তু।

অনুবাদ।—শ্রীরূপগোস্বামী এই প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, যাঁহারা ঈষদ্ধাস্যসমন্বিত করুণকটাক্ষ অখিলজনের শোক বিদূরণ করে, যাঁহার বাক্‌প্রারম্ভ জগতের মঙ্গল বিধান করে এবং যাঁহার চরণকমল আশ্রয় করিলে সাধারণ জনগণও সমধিক কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে, সেই চৈতন্যাকৃতি শচীতনয় আমাদিগের প্রতি প্রভূত করুণা প্রদর্শন করুন্।

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন ॥
অন্য অবতারে সব শস্ত্র সৈন্য সঙ্গে।
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে ॥

১২ শ্লোক।

তথাহি অঙ্গোপাঙ্গানামস্ত্রাবতারত্বং শ্রীরূপগোস্বামিভিরপি স্তবমালায়াং নিরূপিতমস্তি (১।১)—

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃত-
মনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং বহদ্ভি-
র্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি
পদম্ ॥

টীকা।—স চৈতন্যঃ মম দৃশোঃ পদং স্থানং পুনরপি কিং যাস্যতি? কিমিত্যলক্ষ্য এবানুতাপঃ। অত্র তদ্‌শব্দাৎ যং পুরা দৃশোঃ পদং যাস্যতি গত এবাসীৎ, সেতি সাকাঙ্ক্ষম্। যদ্বা—তচ্ছব্দস্য প্রসিদ্ধপরামর্শকত্বাৎ যৎপদানপেক্ষকত্বম্। সঃ কীদৃশঃ?—মহাদেবব্রহ্মাদিভির্দেবৈঃ সদা উপাস্যঃ। তে দেবাঃ সদা যদুপাসকা ইত্যর্থঃ। অহন্তু তত্র কো বরাক ইতি ভাবঃ। তৈঃ কীদৃশৈঃ?—প্রণয়িতাং প্রণয়ং প্রেমপরিণামবিশেষং বহদ্ভির্ধারয়দ্ভিঃ। ননু তৈস্তত্তদবস্থৈস্তৎ-প্রকাশকঃ শ্রীকৃষ্ণ এব উপাস্যতে ইত্যাহ, ধৃতমনুজকায়ৈঃ ধৃতমনুষ্যশরীরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ। স চৈতন্যঃ পুনঃ কীদৃশঃ?—স্বভক্তেভ্যঃ প্রকাশান্তরেণাসাধারণভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতাং নিজস্য ভক্তিপরিপাটীং উপদিশন্ শিক্ষয়ন্, অত্র বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন তদবস্থ এব নবদ্বীপাদৌ বিরাজতে ইতি ব্যজ্যতে।

অনুবাদ।—শ্রীরূপগোস্বামী স্তবমালাতে শ্রীচৈতন্যদেবের অঙ্গ ও উপাঙ্গসমূহের অবতারত্বনিরূপিত করিয়াছেন, যথা,—শিব ব্রহ্মাদি সুরগণ মানবদেহ পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রীতিসহকারে নিরন্তর যাঁহার আরাধনা করিতেছেন এবং যিনি স্বরূপদামোদরাদি ভক্তকুলকে নিজ বিশুদ্ধ ভজনপ্রণালী উপদেশ দিয়াছেন, সেই বিচিত্র রূপবান্ শ্রীচৈতন্যদেব পুনরায় কি মদীয় নেত্রপথিক হইবেন?

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য সাধন।
অঙ্গ শব্দের আর অর্থ শুন দিয়া মন ॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র পরিমাণ।
অঙ্গের অবয়ব শব্দের উপাঙ্গ ব্যাখ্যান্ ॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।

নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥*

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অঙ্গ তুমি মূল নারায়ণ ॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে সেহো সত্য হয়।
মায়া কার্য্য নহে সবে চিদানন্দময় ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণে কহিয়ে উপাঙ্গ ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে;
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লৈয়া।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া ॥
পাষণ্ডদলন বানা নিত্যানন্দ রায়।
অদ্বৈত হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥
সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥
সেই ত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার ॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥
ভাগবতসন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এই শ্লোক জীবগোসাঞি করেছেন
ব্যাখ্যানে ॥

১৪ শ্লোক।

তথাহি ভাগবতসন্দর্ভে মঙ্গলাচরণে (২)—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্য-
মাশ্রিতাঃ ॥

টীকা।—কলৌ কলিযুগে সর্ব্বে জনাঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ স্যুঃ। কৈঃ সাধনৈঃ?—সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ। অন্তঃ কৃষ্ণং, বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং দর্শিতমঙ্গাদিবৈভবং যেন স তম্।

অনুবাদ।—যিনি অভ্যন্তরে কৃষ্ণ ও বহির্ভাগে গৌরবর্ণ দেহ প্রকাশপূর্ব্বক কলিকালে সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা অঙ্গাদির (অর্থাৎ অদ্বৈত্যানন্দাদির) বৈভব (অর্থাৎ পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচার) প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করি।

উপপুরাণে শুনিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ বচন।
কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন ॥

১৫ শ্লোক।

তথাহি উপপুরাণে—

অহমেব কচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥

টীকা।—হে ব্রহ্মন্! অহমেব কলৌ কলিযুগমধ্যে, কচিৎ কদাপি সময়ে, সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ সন্ন্যাসধর্ম্মমাশ্রিতঃ সন্ হরিভক্তিগ্রহণং কারয়ামি। কিম্ভূতান্?—পাপহতান্।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি কোন যুগে কোন কালে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক পাপহত মানবগণকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব।

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ অবতার প্রকট প্রমাণ ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট-প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব।
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥

* টীকা ও অনুবাদ ২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৬ শ্লোক।

তথাহি যামুনাচার্য্যস্তোত্রে (১৫)—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরম প্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥

টীকা।—হে ঈশ্বর! জনাস্ত্বাং বোদ্ধুং জ্ঞাতুং প্রভবন্তি যোগ্যা ভবন্তি। কৈঃ লক্ষণৈঃ?—তব শীলরূপচরিতৈঃ, সত্ত্বেন সত্ত্বগুণেন, সাত্ত্বিকতয়া সাত্ত্বিকভাবেন, প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ পরমার্থবিদাং মতৈঃ। ত্বাং কিম্ভূতং?—পরমপ্রহৃষ্টম্। তথা আসুরপ্রকৃতয়ঃ অসুরস্বভাবা যে, তে বোদ্ধুং জ্ঞাতুং ন প্রভবন্তি, ন সমর্থা ভবন্তি

অনুবাদ।—হে প্রভো! ত্বদীয় অবতারের তত্ত্ববিৎ পরমার্থজ্ঞ ব্যাস প্রভৃতি ভক্তেরা সাত্ত্বিক প্রবল শাস্ত্রসমূহ দ্বারা তোমার শীলতা, রূপ, চরিত্র ও মহান্ সাত্ত্বিক ভাব লক্ষ্য করত তোমাকে বিদিত হইতে পারেন, কিন্তু সে সকল ব্যক্তি আসুরপ্রকৃতি, তাহারা পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হয় না।

আপনা লুকাতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥

১৭ শ্লোক।

তথাহি যামুনাচার্য্যস্তোত্রে (১৮)—

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥

টীকা।—হে ঈশ্বর! তব সম্ভাবনং ঈয়ত্তাপপরিমাণং কেচিদ্বিরলা জনাঃ ত্বয়ি অনন্যভাবাঃ পশ্যন্তি। সংভাবনং কিম্ভূতম্? —মায়াবলেন ভবতা ত্বয়া নিগুহ্যমানং গোপনীয়ম্। পুনঃ কিম্ভূতম্?—উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি, উল্লঙ্ঘিতস্ত্রৈকালিকসীমা যেন, অতএব আতিশায়ি সর্ব্বাতিশায়িত্বম্। তদপি কুতঃ?—যতঃ ব্রঢ়িমস্বভাবং অপরিমিতস্বভাবং স্বভাবেন দুর্ব্বোধ্যম্।

অনুবাদ।—হে প্রভো! জগতের নিখিল পদার্থই দেশ, কাল ও পরিমাণ এই সীমাত্রয় দ্বারা আবদ্ধ, কিন্তু তদীয় প্রভুত্বের স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ সম ও অতিহীন হওয়াতে ঐ সীমাত্রয়কে লঙ্ঘন করত বিদ্যমান রহিয়াছে, পরন্তু আপনি মায়াবলে স্বরূপকে আবরণ করিলেও ভবদীয় একান্ত ভক্তগণ নিরন্তর ঐ স্বরূপ নেত্রগোচর করিয়া থাকে।

অসুর স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥

১৮ শ্লোক।

তথাহি পাদ্মে—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

টীকা।—অস্মিন্ লোকে দ্বৌ ভূতসর্গৌ। একো দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ভক্তিরহিতঃ।

অনুবাদ।—সৃষ্টি দ্বিবিধ;—দৈব ও আসুর। বিষ্ণুভক্তগণ দৈবসৃষ্টি এবং তদীয় অভক্তেরাই আসুরসৃষ্টি (আসুর প্রকৃতি)।

আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুর ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার॥
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমেই করেন গুরুবর্গের সঞ্চার॥

পিতা-মাতা-গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সভার পৃথিবীতে জনম ॥
মাধব, ঈশ্বরপুরী, শচী, জগন্নাথ।
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ ॥
প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন বিষয় ব্যবহার ॥
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ ॥
লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয় ॥
আপনে শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি ধর্ম্ম আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার ॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥
আনিঞা কৃষ্ণেরে করো কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবেত অদ্বৈত নাম সফল আমার ॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক হৈল তাঁর মনে ॥

১৯ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে দশাধিকশতাঙ্কধৃত গৌতমীয়তন্ত্রে নারদবচনম্।

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো
ভক্তবৎসলঃ ॥

টীকা।—স এব ভক্তবৎসলো ভবতি, অন্যো ন। যঃ কৃষ্ণঃ ভক্তেভ্য আত্মানং বিক্রীণীতে। কেন মূল্যেন?—তুলসীদলমাত্রেণ, জলস্য চুলুকেন বা।

অনুবাদ।—একটীমাত্র তুলসীদল কিংবা এক গণ্ডূষ জল দ্বারা কৃষ্ণের উপাসনা করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তবর্গের সকাশে স্বীয় দেহও বিক্রয় করেন।

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
জল তুলসী কৃষ্ণকে দেয় যেই জন ॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
তুলসীর সম কিছু নাহি আর ধন ॥
তবে আত্মা বেচি করেন ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন সেই আরাধন ॥
গঙ্গাজল তুলসী মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণের চরণ ভাবি করে সমর্পণ ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥
চৈতন্যের অবতার এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু ॥

২০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।১১)—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-
আসসে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥

টীকা।—ননু ভো, হে নাথ! ত্বং পুংসাং পুরুষাণাং শ্রুতেক্ষিতপথঃ শ্রুতিদ্বারে দর্শনপথো যস্য। তেষাং পুরুষাণাং মধ্যে যে ভক্তাস্তেষাং ভক্তিযোগপরিভাবিত-হৃৎসরো আসসে। অতএব উরুগায়, তে তব ভক্তা ধিয়া বুদ্ধ্যা যদ্বৎ বপুর্বিভাবয়ন্তি তত্তৎ বপুঃ শরীরং প্রণয়সে প্রাপ্নোসি। সতাং অনুগ্রহায় নিমিত্তায় সাধুনাং তবানুগ্রহঃ অস্তীতি।

অনুবাদ।—ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, হে নাথ! যখন ভক্তিযোগে পুরুষের হৃৎকমল বিশোধিত হয়, তখন তাহারা শ্রুতিপুটদ্বারা ত্বদীয় পথ নেত্রগোচর করে এবং পুরুষেরা

সেই প্রকার হইলেই তুমি তাহাদিগের পবিত্র হৃদয়পদ্মে অবস্থান করিয়া থাক। হে প্রভো! ত্বদীয় করুণার কথা আর কি ব্যক্ত করিব? ত্বদীয় ভক্তবর্গ শ্রবণ ব্যতীতও ইচ্ছানুসারে মনোদ্বারা তোমার যে যে মূর্ত্তি কল্পনা করত ধ্যান করিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বয়ং তত্তৎরূপই প্রকাশিত কর।

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপ সার।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
আশীর্ব্বাদমঙ্গলাচরণে চৈতন্যা-
বতারসামান্যকারণং নাম
তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা
ব্রজবিলাসিনঃ ॥

টীকা।—শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন বালোঽপি অজ্ঞোঽপি তদ্রূপস্য তস্য রূপস্য বিনির্ণয়ং কুরুতে। কিং কৃত্বা?—শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা। তদ্রূপস্য ব্রজবিলাসিনঃ, ব্রজে বিলাসং কর্ত্তুং শীলং যস্য স তস্য।

অনুবাদ।—মূঢ় ব্যক্তিও শ্রীচৈতন্য-প্রসাদাৎ শাস্ত্রদৃষ্টিবলে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত রূপ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহি যে আভাষ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈলঁ সার।
প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥
সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ ॥
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রের প্রচারে ॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণেব হয় সেই অবতরে কাল।
ভার হবণ কালে তাতে হইল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥
নাবাযণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে ॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।*
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥
প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম ॥

* ভূভারহরণার্থ ব্রহ্মাদি সুরেশ্বরগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রার্থনা করা হয়, এখানে তাহাই আনুসঙ্গিক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সর্ব্বজগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে।

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥

টীকা—যে যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা মাং প্রপদ্যন্তে ভজন্তি. তান্ অহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্লামি। হে পার্থ! যতঃ মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম ভজনমার্গম্ অনুবর্ত্তন্তে।

অনুবাদ।—যাহারা যে ভাবেই আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যগণ নানা প্রকারে পূজা করিলেও তাহারা একমাত্র আমার অনুসরণ করিয়া থাকে।

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধরতি॥*
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সর্ব্ব ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥

টীকা।—ভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং. হি নিশ্চিতং, ময়ি বিষয়ে ভক্তিঃ অমৃতত্বায় মোক্ষত্বায় কল্পতে। ভবতীনাং গোপীনাং মদাপনঃ স্নেহো যো দিষ্ট্যা মম ভাগ্যেন করণেন আসীৎ।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে গোপীবৃন্দ! মৎপ্রতি ভক্তিই প্রাণিগণের মোক্ষের নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে; সুতরাং মৎপ্রতি তোমাদিগের যে স্নেহ আছে, ইহা অতীব কল্যাণের বিষয়; কেন না, উহা মদীয় প্রাপক।

মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥
এই শুদ্ধভক্তি লৈয়া করিব অবতার।
করিব বিবিধ ভাতি অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।*
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।†
দোঁহার রূপ গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥

* শুদ্ধরতি—অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভক্তি।

* অনুরাগ নিবন্ধন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া যে ব্যক্তি পরকীয়া রমণীতে আসক্ত হয়, আর সেই রমণীর প্রেমই যাহার সর্ব্বস্ব জ্ঞান, শাস্ত্রের প্রমাণে তাহাকেই উপপতি কহে।

† শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধেই বর্ণিত আছে যে, যখন গোপিকারা কৃষ্ণ সকাশে গমন করিত, তখন যোগমায়াকল্পিত গোপীমূর্ত্তি সকল গোপীগণের গৃহে থাকিত; সুতরাং ব্রজবাসীরা মায়ামুগ্ধ হেতু নিজ নিজ স্ত্রীগণকে আপন আপন গৃহমধ্যেই বিরাজমানা জ্ঞানে সুস্থচিত্তে অবস্থান করিত। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনরূপ অসূয়াভাব প্রদর্শন করে নাই।

এই সব রস সার করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।*
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৩৬)—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥

টীকা।—শ্রীকৃষ্ণঃ ভক্তানাং প্রতি অনুগ্রহায় মানুষং দেহং আশ্রিতঃ সন্ তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে, যাঃ ক্রীড়াঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।

অনুবাদ।—শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, যে নরপতে! শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলাসম্বন্ধে আপনি দোষ আশঙ্কা করিবেন না। তিনি আপ্তকাম হইয়াও কি কারণে যে এ প্রকার নিন্দনীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা অবধান করুন্। শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইলেও ভক্তকুলের প্রতি অনুগ্রহ নিবন্ধন মানব-শরীর অবলম্বনপূর্ব্বক তাদৃশী ক্রীড়া করিয়া থাকেন, যাহা শ্রবণ করত লোকে তৎপর হয়! †

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই অন্যথা প্রত্যবায় ॥
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ প্রাকট্য কারণ।
অসুর সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥

এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥*
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সে কালে মিলন ॥
দুই হেতু অবতার লৈঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥†
সেই দ্বারে আচাণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম প্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥
এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারিবিধ প্রেম চারি ভক্তই আধার ॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে ॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।‡
সর্ব্বরস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥

* যে স্নেহে পরিস্ফুটরূপে দুঃখ ও সুখ বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার নাম রাগ।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সমস্ত শৃঙ্গাররসাকৃষ্ট লোক ভগবানে বহির্ম্মুখ, তাহাদিগকেও আত্মপরায়ণ করিয়াছেন।

* কাম—বাসনা, কর্ম্ম।

† ভবেৎ ক্রিয়া...(হইতে)...নাম সঙ্কীর্ত্তন...(পর্য্যন্ত)—উপযোক্ত শ্লোকের শেষ চরণের শেষে যে "ভবেৎ" পদ আছে, ঐ ক্রিয়াপদ বিধি অর্থে লিঙ্, অর্থাৎ ভূধাতুর উত্তর লী সংজ্ঞার যাৎ প্রত্যয় করিয়া ঐ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে বিধি অর্থাৎ লিঙ্ অর্থ প্রকাশ হইতেছে। লোকে ঐ রাসলীলা শুনিয়া কৃষ্ণপর হইবেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় অনুরক্ত হইবেন; তাহার অন্যথা করিলে পাপভাগী হইতে হইবে। বিধি অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যেমন পাপভাগী হইতে হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের আরাধনা না করিলেও দোষভাগী হইয়া নিরয়ে পতিত হইতে হইবে। বহির্ম্মুখ লোক সমস্তকে আত্মপরায়ণ করাই কৃষ্ণাবতারের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। তদ্ব্যতীত অসুরবিনাশাদি কর্ম্ম কৃষ্ণের অবতার বিষয়ে আনুষঙ্গিক প্রয়োজন, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সুরগণের প্রার্থনামতে যে অবতার, তাহা মুখ্য নহে; উহা প্রসঙ্গাধীন বুঝিতে হইবে; এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণ ভগবান্, যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ইঁহার কর্ম্ম নহে। কোন কারণে যৎকালে অবতার গ্রহণে কৃষ্ণের অভিলাষ হইল, তৎকালেই যুগধর্ম্ম কাল আগমনপূর্ব্বক তাহাতে মিলিত হইল। সে যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে প্রেমের সারাংশ আস্বাদন আর লোকমধ্যে রাগমার্গে ভক্তি প্রকাশ, এই দুই হেতুতে ভক্তকুল সহিত অবতার গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং প্রেমাস্বাদন ও লোকমধ্যে নাম সংকীর্ত্তন প্রকাশ করেন।

‡ তটস্থ হইয়া—সমীপবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।

৫ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং দ্বাবিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্।

যথোত্তরমসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥

টীকা।—যথোত্তরমুক্তক্রমেণ স্বাদ্বী অভিরুচিতা। নম্বত্র বিবেক্তা কতমঃ স্যাৎ। নির্ব্বাসনো একবাসনো বহুবাসনো বা তত্রাদ্যয়োরন্যতরস্বাদাভাবাৎ বিবেক্তৃত্বং ন ঘটত এব। অন্ত্যস্য চ রসাভাসিতা পর্য্যবসানান্নাস্তীতি সত্যম্। তথাপ্যেকরাসনস্য তদ্ঘটতে। রসান্তরস্যাপ্রত্যক্ষত্বেপি সদৃশরসস্যোপমানেন প্রমাণেন বিসদৃশরসস্য তু সামগ্রীপরিপোষাপরিপোষদর্শনাদনুমানেন চেতি।

অনুবাদ।—উত্তরোত্তর স্বাভেদে উল্লাসময়ী এই মধুরা রতি বাসনাবিশেষে স্বাদযুক্ত হইয়া কোন স্থলে কাহারও সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়।

অতএব মধুরা রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।*
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।*
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

৬ শ্লোক।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য (১২)—

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

টীকা।—স শ্রীচৈতন্যঃ কিং পুনরপি দৃশোঃ পদং স্থানং যাস্যতি? কিম্ভূতঃ?—সুরেশানাং ব্রহ্মাদীনাং দুর্গং দুর্ব্বোধ্যং বস্তু। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—উপনিষদাং শ্রুতিশিরসাং বেদশিরোভাগানাং অতিশয়েন অতিচেষ্টিতেন গতিঃ, ন তু আপাততগম্য ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—মুনীনাং সর্ব্বস্বং সর্ব্বস্বরূপম্। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—প্রণতপটলীনাং ভক্তানাং মধুরিমা মাধুর্য্যম্। কিম্ভূতঃ?—নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং পুনঃ সমূহগোপীনাং প্রেম্নো বিনির্য্যাসঃ রসস্বরূপঃ।

অনুবাদ।—যিনি ইন্দ্রপ্রমুখ সুরগণের অভয়প্রদ, যিনি অখিল উপনিষদের লক্ষ্যস্থল, যিনি মুনিবর্গের ঐহিক পারত্রিকের সর্ব্বস্ব ও ভক্তকুলের সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-স্বরূপ এবং ব্রজবালাগণের প্রেমসার, আবার কি আমি সেই চৈতন্যদেবকে নেত্রগোচর করিতে পারিব?

---

* হরি এবং মৃগনয়না নারীর পরস্পর সন্দর্শনাদি আট প্রকার সম্ভোগের আদি কারণকেই মধুরা কহে। এই মধুরাতে হাস্য, প্রিয়ভাষণ, ভ্রূক্ষেপ, কটাক্ষ ইত্যাদি হয়। স্বকীয়া—যাহাকে বিধানে বিবাহ করা হইয়াছে, যে পাতিব্রত্যধর্ম্মে স্থিতা ও স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, তাহারই নাম স্বকীয়া; যথা শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি। পরকীয়া—যে রমণী ইহলোক বা পরলোকসম্বন্ধীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আসক্তি নিবন্ধন পরপুরুষে আত্ম-সমর্পণ করে, আর যে নারীধর্ম্ম অর্থাৎ বিবাহবিধি অনুসারে গৃহীত নহেন, তাহাকেই পরকীয়া বলা যায়; যথা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজগোপীগণ।

* প্রৌঢ়—বিলাসাদি দ্বারা নায়িকার মনোবৃত্তি অপরিজ্ঞাত হইলেই নায়কের যে দুঃখদায়ী হয়, সেই প্রেমের নামই প্রৌঢ় প্রেম। প্রেম—বিনাশের কারণ বিদ্যমানেও যাহার বিনাশ হয় না, যুবক যুবতীর এরূপ ভাববন্ধনের নাম প্রেম।

৭ শ্লোক।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য (২।৩)—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

টীকা।—স দেবশ্চৈতন্যো নোঽস্মান্ কৃপয়তু কৃপাং করোতু। স কথম্ভূতঃ?—চৈতন্যাকৃতিশ্চৈতন্যস্বরূপঃ। পুনঃ কীদৃশঃ?—কুতুকী কৌতুকযুক্তঃ। প্রণয়িজনবৃন্দস্য মধ্যে কস্যাপি প্রণয়িজনবিশেষস্যাপারং কমপি মধুরঃ রসস্তোমং উপভোক্তুং তদীয়াং প্রণয়িজনসম্বন্ধিনীং দ্যুতিং প্রকটয়ন্। তাং স্বীয়াং রুচিং আবব্রে আবৃতবান্। প্রণয়িজনস্য রূপং ধৃত্বা, প্রণয়িজনস্য রসনীয়ং বস্তু শ্রুত্বা, স্বয়মেব রস্যতে এতাবদেব কুতুকীত্বমায়াতম্।

অনুবাদ।—মধুরস আস্বাদনের মানসে যিনি ব্রজবালকগণের অপার মাধুর্য্যভাব হরণ করতঃ তদীয় কান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক আপন রূপ গোপন করিয়াছেন, সেই চৈতন্য আকার গৌরাঙ্গ প্রভু আমাদিগের প্রতি নিরতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।

ভার গ্রহণ হেতু কৈল ধর্ম্ম স্থাপন।*
মূল হেতু আগে শ্লোকে করি বিবরণ॥
ভাব গ্রহণের এই শুনহ প্রকার।
তাহা লাগি পঞ্চম শ্লোক করিয়ে বিচার॥
এইত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস।
এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ॥

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

রাধা-কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥*

রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দুঁহে হৈলা এক ঠাঁঞি॥
ইথি লাগি আগে করি তাঁর বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি-হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
সৎ চিৎ আনন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

৯ শ্লোক।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥

টীকা।—হ্লাদিনী আহ্লাদকরী, সন্ধিনী সত্তা, সম্বিৎ বিদ্যাশক্তিঃ। একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতা ইতি। সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ। তস্মিন সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয়ি এব, ন তু জীবেষু। জীবেষু চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা, সা ত্বয়ি

কৈল—করিল, অথবা করিলাম।

* ইহার টীকা অনুবাদ প্রভৃতি ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নাস্তি। তামেবাহ হ্লাদতাপকারী মিশ্রেতি। হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী। তাপকরী বিষয়বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী। তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী। তত্র হেতু সত্ত্বাদিগুণৈর্ব্বর্জ্জিতে।

অনুবাদ।—ধ্রুব ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে প্রভো! তুমি সর্ব্বাধার, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই শক্তিত্রয় সাম্যাবস্থায় অবস্থিত। হ্লাদিনীশক্তি আহ্লাদ-জননী সন্ধিনী তাপকরী, সম্বিৎশক্তি উভয়মিশ্রিতা। তুমি ত্রিগুণাতীত, এই জন্য তোমাতে অবস্থিতি করিতে পারে না।

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধতত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার ॥

১০ শ্লোকে।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৪।৩।২১)—

শ্রীসতীং প্রতি শ্রীশিববাক্যম্—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥

টীকা।—কিঞ্চ ন কেবলং অভ্যাগতেষ্বেব বাসুদেবদৃষ্ট্যা নমনং ক্রিয়তে, কিন্তু নিত্যমেব মনসি বাসুদেবশ্চিন্ত্যত ইত্যাহ। বিশুদ্ধং সত্ত্বমন্তঃকরণং সত্ত্বগুণো বা বসুদেবশব্দিতং বসুদেবশব্দেনোক্তং। কুতঃ? যদ্ যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ সত্ত্বে পুমান্ বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে; অপগতং আবৃতং আবরণং যস্মাৎ সঃ, অয়মর্থঃ বসুদেবে ভবতি প্রতীয়তে, ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধং, স চ বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতীয়তে প্রত্যয়ার্থেন প্রসিদ্ধেন প্রকৃত্যর্থো নির্দ্ধার্য্যতে। ততশ্চ বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বসত্যস্মিন্ বা বাসুদেবং, দীব্যতি দ্যোতত ইতি বা বসুভিঃ পুণ্যৈর্দীব্যতি প্রকাশত ইতি বা বসুদেবশব্দবাচ্যং শুদ্ধং সত্ত্বং। ততঃ কিমত আহ, সত্ত্বে চ তস্মিন্মে ময়া নমসা নমস্কারেণ অনুবিধীয়তে সেব্যত ইত্যর্থঃ। ননু কেবলেন মনসৈব চিন্ত্যতাং কিন্তেন সত্ত্বেন তত্রাহ। হি যস্মাদধোক্ষজঃ অধঃকৃতমতিক্রান্তমক্ষজমিন্দ্রিয়জ্ঞানং যেন সঃ

অনুবাদ।—শ্রীশিব সতীকে বলিয়াছিলেন, হে প্রিয়তমে! আমি যে কেবল অভ্যাগত জনগণের প্রতি বাসুদেব জ্ঞানে প্রণাম করি, তাহা নহে; সর্ব্বদাই ভগবান্ বাসুদেবকে ভাবনা করি। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই বাসুদেব শব্দে অভিহিত; কারণ, বিমল পরমপুরুষ বাসুদেব সত্ত্বগুণেই প্রকাশিত হয়েন। এই হেতু আমি মনোদ্বারা সেই সত্ত্বরূপ, ইন্দ্রিয়াতীত, ভগবান্ বাসুদেবকে নিরন্তর প্রণামকরত ভজনা করি।

কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।*
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যোঃ শ্রেষ্ঠতা কথনে (২)—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥

* অনুরাগ যাবদাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া নিজ ভাবের উন্মুক্তাবস্থা লাভ করতঃ প্রকাশিত হইলেই তাহার নাম ভাব।

টীকা।—তয়োরপি উভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ অধিকা প্রধানা। যতঃ ইয়ং রাধিকা মহাভাবস্বরূপা, গুণৈশ্চ অতিবরীয়সী।

অনুবাদ।—রাধিকা ও চন্দ্রাবলী এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বথা রাধিকাই অধিকা। ইনি মহাভাবস্বরূপিণী ও গুণে বরীয়সী।

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥

১২ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৩৭)—

আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

টীকা।—য এব অখিলাত্মভূতঃ, আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ তাভিঃ কলাভিঃ সহ, গোলোকে নিজরূপতয়া নিবসতি, অহং তং আদিপুরুষং গোবিন্দং ভজামি।

অনুবাদ।—যাঁহারা পরমপ্রেময় সমুজ্জ্বল শৃঙ্গাররস দ্বারা ভাবনাযুক্ত, আর যাঁহারা নিজ দাররূপে হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিস্বরূপিণী, তাঁহাদিগের সমভিব্যাহার যে অখিলাত্মা গোলোকে অবস্থান করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

কৃষ্ণকে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
লক্ষ্মীগণ এক নাম মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।*
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের প্রচার॥
লক্ষ্মীগণ হয় তাঁর অংশবিভূতি।
বিম্ব প্রতিবিম্বরূপ মহিষীর ততি॥†
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব প্রকাশ স্বরূপ॥‡
আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ॥
বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে।
কৃষ্ণেবে করায় রাসাদিকলীলাস্বাদে॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

টীকা।—দীব্যতি ক্রীড়তি যা সা দেবী পরমসুন্দরী, ঐকাত্মকত্বাৎ কৃষ্ণময়ী, সা এব প্রেমরূপা; অতো রসরূপ-ভাবরূপয়োর্বিষয়াশ্রয়ৌ ভবতঃ। অতঃ প্রোক্তা প্রকর্ষেণ কথিতা, সা রাধিকা এব, অনয়া রাধয়া রাধ্যতি কৃষ্ণঃ সংসিদ্ধো ভবতি পরমচমৎকারদশাং প্রাপ্নোতীতি রাধিকা, পরদেবতা শ্রীকৃষ্ণস্য বিধাত্রী। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী কৃষ্ণস্য

* অবতারী—যাঁহা হইতে সমস্ত অবতার হয়। অংশিনী—যাঁহা হইতে অংশসমূহ প্রকাশ হয়।

† অংশ-বিভূতি—অংশভেদ। বিম্বপ্রতিবিম্বরূপ—শ্রীমূর্ত্তিঃ ছায়া-স্বরূপ।

‡ এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে, লক্ষ্মীগণ শ্রীমতী রাধিকার বৈভব, বিলাস ও অংশরূপ। বৈভব—রূপ। বিলাস—অন্যরূপে শরীরের প্রকাশ। অংশ—স্বরূপত অভেদ হইয়াও ন্যূন শক্তির প্রকাশ। প্রভাব—প্রকাশ; প্রকাশ—বহুস্থলে এককালীন এক রূপের প্রকটতা।

সর্ব্বসম্পত্তিরূপা। তদেব স্পষ্টয়তি,—সর্ব্বকান্তিঃ, কান্তিরিচ্ছা, কৃষ্ণস্য সর্ব্বকান্তিঃ। তদেব বিশিনষ্টি, সংমোহিনী মোহনস্য কৃষ্ণস্য সংমোহিনী।

অনুবাদ।—দেবী শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, সম্মোহনী ও পরা নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।
কিংবা কৃষ্ণ ক্রীড়া পূজার বসতি নগরী॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিংবা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধা নাম পুরাণে বাখানে॥

১৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।২৩)—

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

টীকা।—অনয়া রাধয়া নূনং নিশ্চিতং ঈশ্বরো হরিঃ আরাধিতঃ। যৎ যস্মাৎ গোবিন্দঃ নোঽস্মান্ বিহায় প্রীতঃ সন্ যাং রাধাং রহঃ নির্জ্জনে অনয়ৎ।

অনুবাদ।—গোপিকারা কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে সখীবৃন্দ! এই নারী নিঃসন্দেহ ঈশ্বর ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছিলেন।* নতুবা কি কৃষ্ণ আমাদিগকে পরিহারপূর্ব্বক প্রসন্নমনে ইঁহাকে বিজন প্রদেশে আনয়ন করেন?

* রাধা—আরাধনা করেন এই অর্থে রাধা, সুতরাং এস্থলে রাধা নামের এই হেতু প্রদর্শিত হইল।

অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম-দেবতা।
সর্ব্ব-পালিকা সর্ব্ব-জগতের মাতা॥
সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্ব-লক্ষ্মীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
কিংবা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্ব-শক্তিবর্য্য॥
সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি বসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্ব-লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥
জগতমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণ-শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥
প্রেমভক্তি শিখাতে আপনে অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার॥
যষ্ঠ শ্লোকের অর্থ এবে করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস॥
অবতরি প্রভু প্রচারিল সঙ্কীর্ত্তন।
এহো গৌণ হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিক-শেখর কৃষ্ণ সেই কার্য্য নিজ॥
অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥

রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥
শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবাবিষ্ট প্রভু মত্ত রাত্রিদিনে ॥
রাত্রে বিলপেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি ॥*
যবে সেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীতে শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥
এবে কার্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর অতিমর্ম্ম ॥†
বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লৈঞা সখাবল ॥
রাধিকাদি লৈঞা কৈল রাসাদি বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস ॥
কৈশোর বয়স কাম জগৎ সকল।
রাসাদি লীলায় তিন করল সকল ॥

১৫ শ্লোক।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩।৫৫)—

সোপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাশু ক্ষপিতাহিতঃ ॥

টীকা।—সোপি মধুসূদনঃ কৈশোর-কবয়ঃ মানয়ন্, স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ রেমে। স্ত্রীরত্ন সমূহস্থঃ স্ত্রীরত্নেষু কূটস্থঃ, সর্ব্বব্যাপী, যেন রমণেন ক্ষপা রাত্রির্দিবাপি আশু শীঘ্রং ক্ষপিতা।

অনুবাদ।—অমঙ্গলবিরহিত কৃষ্ণ কৈশোরকালীন বয়োধর্ম্মকে সফল করত শারদীয় রাত্রি-সমূহে নারীরত্ন-রাজির মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক রমণ করিয়াছিলেন।

১৬ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধোর্দক্ষিণ বিভাগে (১।১২৪)—

বাচা সূচিতশর্ব্বরী-রতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া
রাধিকাং ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং
বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্য-
পারং গতঃ কৈশোরং সফলীকরোতি
কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥

টীকা।—হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কুঞ্জে বিহারং কুর্ব্বন্ কৈশোরং বয়ঃ সফলীকরোতি। পুনঃ কিং কুর্ব্বন্?—সখীনামগ্রে ক্রীড়া কুঞ্চিত-লোচনাং রাধিকাং বিরচয়ন্ বিশিষ্ট প্রকারেণ কথয়ন্। কিং করণয়া?—বাচা। কিম্ভূতয়া?—সূচিতশর্ব্বরী-রতিকলা-প্রাগ লভ্যয়া। হরিঃ পুনঃ কথম্ভূতঃ?—তস্যাঃ রাধায়া বক্ষোরুহয়োশ্চিত্রকেলিমকরীরচনে পাণ্ডিত্যপারং গতঃ।

অনুবাদ।—যজ্ঞরমণী সদৃশীর প্রতি সেই সেই লীলার অন্তরঙ্গ-দূতী বলিলেন, হে সখীগণ! একদা শ্রীমতী কুঞ্জাভ্যন্তরে সখীবৃন্দে পরিবেষ্টিতা হইয়া আছেন, ইত্য-বসরে শ্রীকৃষ্ণ সেই সভাতলে সমুপাগত হইলেন। অনন্তর আসনে উপবিষ্ট হইয়া সহচরীবর্গের সম্মুখে প্রাগলভ্য বাক্য দ্বারা রাত্রি-বিলাস-বিবরণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলে রাধা লজ্জাবশে কুঞ্চিতনেত্রা হই-লেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহার কুচদ্বয়ে বিচিত্র তিলকরচনার নৈপুণ্য প্রদর্শন করত কুঞ্জা-ভ্যন্তরে বিহারপূর্ব্বক কৈশোর বয়স সফল করিয়াছিলেন।

---

* উঘাড়ি—উদ্ঘাটন করিয়া।

† পাঁচ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সকে কৌমার, ছয় হইতে দশ বর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড এবং একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্তকে কৈশোর কহে।

১৭ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (৭।৫)—

বৃন্দাং প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যম্—

হরিরেষ নচেদবাতরিষ্য-
ন্মথুরায়াং মধুরাক্ষী রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টি-
র্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র॥

টীকা।—এষ হরিঃ, মধুরাক্ষী রাধিকা চ চেৎ যদি মথুরায়াং ন অবাতরিষ্যন্, তদা অত্র ইয়ং বিসৃষ্টিঃ বৃথা নিরর্থকং ভবিষ্যতি, তু পুনর্বিশেষতঃ মকরাঙ্কঃ কন্দর্পঃ বৃথা ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—হে বৃন্দে! যদি এই কৃষ্ণ ও মধুরনয়না রাধা মথুরা-পুরীতে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার বিশ্ব-সংসারের এবং অধিকন্তু কামের সৃষ্টি বিফল হইত অর্থাৎ এই উভয়ের জন্য নিবন্ধনই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি ও কামের সাফল্য হইয়াছে সন্দেহ নাই।

এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস নির্যাস চর্ব্বণ॥ *
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছার পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন॥
তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান।
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন্ বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

১৮ শ্লোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে সপ্তসপ্ততি শ্লোকে শ্রীরাধাবৃন্দয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তিঃ—

কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ
কুতোঽসৌ কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে
নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতি তরুলতা দিগ্বিদিক্ষু
স্ফুরন্তী শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো
নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ॥

টীকা।—কস্মাদ্বৃন্দেতি। বৃন্দারাধয়োঃ প্রত্যুক্তিঃ। প্রথমতো রাধিকাবচনং।—হে প্রিয়সখি! হে বৃন্দে! কস্মাৎ ত্বমাগতঃ? অত্র বৃন্দায়া উক্তিঃ,—হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদমূলাৎ। রাধিকাবচনং,—কুতোঽসৌ? অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ কুত্র কস্মিন্ স্থলেঽস্তি? বৃন্দাবচনম্,—কুণ্ডারণ্যে। রাধিকাবচনমত্র,—কিং করোতি? বৃন্দাবচনং,—নৃত্যশিক্ষাং কুরুতে। রাধাবচনং,— গুরুঃ কঃ? বৃন্দা-বচনং,—ত্বন্মূর্ত্তিঃ, যতস্ত্বন্মূর্ত্তিঃ দিগ্বিদিক্ষু প্রতিতরুলতাঃ স্ফুরন্তী স্বপশ্চাত্তং নর্ত্তয়ন্তী সর্ব্বতোভাবেন শৈলূষীব নর্ত্তকী ইব ভ্রমতি।

অনুবাদ।—শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে প্রিয়সহচরি বৃন্দে! কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছ? বৃন্দা বলিলেন, শ্রীমতি! আমি শ্রীহরির চরণ-মূল হইতে আগমন করিতেছি। রাধিকা কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এখন কোথায়? বৃন্দা কহিলেন, তিনি এখন কুণ্ডকাননে। রাধিকা কহিলেন, তিনি এখন কি করিতেছেন? বৃন্দা বলি-লেন, নৃত্যশিক্ষায় নিযুক্ত আছেন। রাধিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, নৃত্য-শিক্ষার গুরু কোন্ ব্যক্তি? বৃন্দা কহিলেন, ত্বদীয় মূর্ত্তি কি দিক্, কি বিদিক্ সর্ব্বত্র স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া নটীবৎ পরিভ্রমণ সহকারে

* নির্যাস চর্ব্বণ—রসের সারভাগ আস্বাদন।

নৃত্য করিতেছে, শ্রীহরি সেই মূর্ত্তিরই অনুসরণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন।

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটি গুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়॥
রাধাপ্রেম বিভু যার বাড়িতে নাঞি ঠাঞি।*
তথাপিহ ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥
যাহা হৈতে গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত॥
যাহা হৈতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাঞি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার॥†

১৯ শ্লোক।

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাঃ ২য় শ্লোকঃ—

শ্রীরূপগোস্বামীবাক্যম—

বিভুরপি কলয়ন্ সদাতিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ॥

টীকা।—বিভুরিত্যাদি। মুরদ্বিষি শ্রীকৃষ্ণে কৃষ্ণবিষয়ে রাধিকানুরাগো জয়তি। কিং কুর্ব্বন্?—যদ্যপি বিভুরনাদ্যন্তস্তথাপি সদা নিত্যং বৃদ্ধিং কলয়ন্। যদ্যপি রাধিকানুরাগঃ কৃষ্ণগুরুরপি তথাপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ। পুনর্যদ্যপি রাধিকানুরাগঃ উপচিতবিক্রমা সদা বক্রভাবযুক্তস্তথাপি শুদ্ধঃ। জয়তীতি এবং বৃত্তং নিজচিত্রচমৎকাররূপং সদা বিভাবয়তাৎ।

অনুবাদ।—শ্রীহরির প্রতি রাধিকার এরূপ প্রবল অনুরাগ যে, যাহা বিভু (সর্ব্বব্যাপী) হইয়াও পলকে পলকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, যাহা গুরু (শ্রেষ্ঠ) হইয়াও গৌরবচর্চ্চা (সম্মানাদি) শূন্য হইয়াছে আর যাহা পুনঃ পুনঃ বক্রিমভাবকে ধারণ পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ হইয়াছে, শ্রীহরির প্রতি সেই রাধিকানুরাগ জয়যুক্ত হউক্।

সেই প্রেমের রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয়॥*
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধকৃধকী॥
এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
"অদ্ভুত অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥†
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥

* বিভু—ব্যাপক।
† বাম্য—প্রতিকূল।

* ইহার তাৎপর্য এই যে, শ্রীরাধাই উক্ত প্রেমের আশ্রয়, আর আমিই উক্ত প্রেমের বিষয়। প্রেমের আশ্রয়—যাহাতে প্রেম থাকে। প্রেমের বিষয়—যাহার প্রতি প্রেম প্রযুক্ত হয়। রসতত্ত্বের মধ্যে বিভাব নামে একটী বস্তু আছে, সেই বিভাব দ্বিবিধ,—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দ্বিবিধ,—বিষয় ও আশ্রয়। শ্রীমতী রাধিকার প্রেমের বিষয় কৃষ্ণ এবং প্রেমের আশ্রয় রাধিকা।

† রাধিকার প্রেমই নির্ম্মল দর্পণ অর্থাৎ আদর্শস্বরূপ। তথাপি তাহার স্বচ্ছতা অর্থাৎ নির্ম্মলতা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বর্দ্ধিত হইতেছে।

মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দুহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি ॥*
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥
দর্পণাদ্যে যদি দেখি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥”

২০ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (৮।৩২)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত ! প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥

টীকা।—অপরিকলিতেতি মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্ব-লব্ধাতিশয়ং বপুশ্চিত্রং দৃষ্ট্বা শ্রীভগবন্মনোরথঃ প্রতিক্ষণং নবনবায়মান-তন্মাধুর্য্যত্বাৎ।

অনুবাদ।—মণিভিত্তিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক শ্রীহরি ঔৎসুক্য সহকারে বলিলেন, অহো ! মদীয় মাধুরী কি নিরতিশয় আশ্চর্য্য ! ইতিপূর্ব্বে ইহা দৃষ্ট হয় নাই। অধিক আর কি কহিব, ইহা দর্শনে আমিও লুব্ধমনা হইয়া কৌতুক সহকারে শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি।

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষণে সর্ব্ব মন।
আপনা আস্বাদিতে করে অনেক যতন ॥
এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেবা করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥

* [illegible]—দ্বিতীয়।

অতৃপ্ত হইয়া করে বিধাতা নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥*
কোটি নেত্র না দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥

২১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৩৯)—

পরীক্ষিতং প্রতি সুক বাক্যম্—
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥

টীকা।—অভীষ্টত্বে লিঙ্গং যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেক্ষণে দৃশিষু নেত্রেষু ব্যবধায় পক্ষ্মকৃতং বিধাতারং শপন্তি। দৃগ্‌ভির্নেত্রদ্বারৈর্হৃদিকৃতং হৃদয়ে প্রবেশিতং পরিরভ্য তদ্ভাবং তদাত্মতাং প্রাপুঃ। অপি নিত্যযুজাং আরূঢ়যোগিনামপি।

অনুবাদ।—শুকদেব গোস্বামী বলিলেন, গোপিকারা বহুদিনের পর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বাঞ্ছিত লাভ করত নিমেষশূন্য দর্শনার্থ নেত্রদ্বয়ে পক্ষ্ম-নির্ম্মাণকারক বিধিকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যোগীকুলের দুর্ল্লভ শ্রীহরিকে নেত্র দ্বারা হৃৎপদ্মস্থ করত আলিঙ্গন করিয়া তদীয় ভাবে গদ্গদচিত্ত হইয়া উঠিলেন।

২২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৫)—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥

টীকা।—যৎ যদা ভবান্ অহ্নি দিবসে কাননং বৃন্দারণ্যং অটতি গচ্ছতি, তদা ত্বাং অপশ্যতাং প্রাণিনাং ত্রুটি ক্ষণার্দ্ধমপি যুগায়তে যুগবদ্ভবতি। কুটিলকুন্তলং তে তব শ্রীমুখঞ্চ উদীক্ষতাং দৃশাং সম্বন্ধে পক্ষ্মকৃৎ ব্রহ্মা জড়ঃ মন্দো ভবতি।

অনুবাদ।—গোপীগণ বলিলেন, হে নাথ! তুমি দিবাভাগে বৃন্দাবনে প্রস্থিত হইলে তোমার অদর্শনে জীবমাত্রের পক্ষেই ক্ষণার্দ্ধ সময়ও যুগবৎ নিরতিশয় দুর্যাপনীয় বলিয়া অনুমিত হয়, আর দিবাশেষে যখন তুমি গৃহে প্রত্যাগত হও, তখন ত্বদীয় মোহন মুখ দর্শন পূর্ব্বক নিমেষসময়-ব্যবধানও অসহনীয় হওয়াতে সেই সমস্ত জীবের নিকট নেত্রপক্ষ্মনির্ম্মাতা বিধি মন্দ বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকেন।

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্র ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান্॥

২৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৭)—

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং
যৈর্ব্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্॥

টীকা।—হে সখ্যঃ! অক্ষণ্বতাং নেত্রযুক্তানাং ফলে অর্থাৎ নেত্রাণাং ফলমিদং, ইতঃপরং ন বিদামো ন জানীমঃ। পশূন্ অনুবিবেশয়তোশ্চারয়তোঃ ব্রজেশসুতয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ বক্ত্রং অনুবেণু-জুষ্টং যুক্তং অনুরক্তং কটাক্ষমোক্ষং অনুরাগস্যানুরাগযুক্তস্য মোক্ষং স্নিগ্ধ-কটাক্ষ-বিসর্গং যত্র তৎ যৈর্জনৈর্নিপীতং নিঃশেষেণ পীতং, তেষাং কিং বক্তব্যম্।

অনুবাদ।—গোপীগণ বলিলেন, হে সখীবৃন্দ! প্রিয়দর্শনই চক্ষুষ্মান্ জনগণের চক্ষু ধারণের ফল; তদ্ভিন্ন অন্য কোন ফল আছে বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয় না। পরন্তু যাহারা সখাগণ সমভিব্যাহারে পশুসহ কানন-প্রবেশকারী ব্রজরাজ-নন্দন রামকৃষ্ণের নিরন্তর বেণুলগ্ন, স্নিগ্ধকটাক্ষযুক্ত সেই মুখপদ্মের মধু পান করিতেছে, তাহাদিগেরই সেই ফল বোধ হইয়া থাকে; তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি তাহার আস্বাদ পায় না।

২৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।১৪)—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥

টীকা।—গোপ্যঃ কিং তপঃ অচরন্ আচরিতবত্যঃ, যদ্‌যেন তপসা অমুষ্য কৃষ্ণস্য রূপং দৃগ্‌ভির্নেত্রৈঃ করণৈঃ পিবন্তি। রূপং কিম্ভূতং?—লাবণ্যসারং, অসমোর্দ্ধং নাস্তি সমমূর্দ্ধং যস্য তৎ। পুনঃ কথম্ভূতং?—অনুসবাভিনবং প্রতিক্ষণং নূতনং। পুনঃ কথম্ভূতং?—দুরাপং, যশসঃ শ্রিয়ঃ একান্তধাম।

অনুবাদ।—মথুরাবাসী রমণীরা বলিল, অহো! কি কষ্ট! আমাদিগের পুণ্য অল্পমাত্র সন্দেহ নাই, কেন না, অসময়ে ইহাঁর দর্শন প্রাপ্ত হইলাম। গোপিকারা কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যারই অনুষ্ঠান করিয়াছিল! কেন না, তাহারা উঁহার মনোমোহন নবরূপ দিবানিশি প্রত্যক্ষ করিতেছে। আহা! ইনি সর্ব্বপ্রধান লাবণ্য ধারণ করিতেছেন। ইহাঁর তুল্য লাবণ্যশালী

অথবা ইঁহা অপেক্ষা অধিক লাবণ্যবান্ আর দ্বিতীয় নাই। বিভূষণাদি ধারণ বশতঃ যে এইরূপ লাবণ্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহা নহে; ইহা স্বভাবসিদ্ধ এবং ঐশ্বর্য্য, যশ ও লক্ষ্মীর ব্যভিচারিস্থল; সুতরাং ইহা নিরতিশয় দুরাপ।

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয়ত চঞ্চল ॥
কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণের উপজায় ক্ষোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে লোভ ॥
এইত দ্বিতীয় হেতু কৈল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোঁসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥
যেবা কেহ অন্য জানে সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য প্রভুর তেহোঁ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে ॥
গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥*

২৫ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-লহর্য্যাং (১৪৩)—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥

টীকা।—গোপরামাণাং প্রেমৈব কাম ইতি প্রথাং অগমৎ। ভগবৎপ্রিয়াঃ ভগবদ্ভক্তা উদ্ধবাদয়োপি এতং বাঞ্ছন্তি।

অনুবাদ।—গোপিকাদিগের শুদ্ধ প্রেমের নামই কাম; ফলতঃ উহা প্রকৃত কাম নহে, বিশুদ্ধ প্রেমমাত্র। ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ উদ্ধবাদি মহাত্মারা ঐ কামই অভিলাষ করিয়া থাকেন।

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল ॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম ॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥
ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥
অতএব কাম, প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥
অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ ॥

২৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥

টীকা।—হে প্রিয়! হে কৃষ্ণ! যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং তে তব যৎ সুজাত-চরণকমলং বয়ং ভীতাঃ সত্যঃ, কর্কশেষু কঠিনেষু স্তনেষু দধীমহি ধারণং কুর্ব্বীমহি, তেন চরণেন ত্বং অটবীং কাননং অটসি ভ্রমসি, তৎ কিং কূর্পাদিভিরুচ্চনীচৈঃ খণ্ড-প্রস্তরাদিভির্ন ব্যথতে? অপি তু ব্যথত

* শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদিগের যে প্রেম, তাহা রূঢ়; এই রূঢ়কেই মহাভাব কহে। এই প্রেম বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল, ইহাকে সাধারণ কাম বলিয়া বিবেচনা করিবে না। যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহারই নাম রূঢ় ভাব।

এব, ইত্যস্মাকং ভবদায়ুষাং ভবানেব আয়ু-র্যাসাং তাসাং ধীর্বুদ্ধিঃ ভ্রমতি।

অনুবাদ।—অনন্তর গোপরামাগণ প্রেম-ধর্ষিতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, প্রিয়তম! ত্বদীয় যে কোমল পাদপদ্ম আমরা কুচোপরি সম্মর্দ্দনা-শঙ্কায় ধীরে ধীরে ধারণ করি, সেই পদ দ্বারা তুমি অধুনা বনবিচরণ করিতেছ; ত্বদীয় সেই পাদপদ্ম কি সূক্ষ্ম প্রস্তরাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না? বোধ হয়, অবশ্য বেদনা বোধ হইতেছে; ইহা চিন্তা করত আমাদিগের বুদ্ধি অতীব বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে; কেন না, তুমিই আমাদিগের পরমায়ুঃ।

আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সঙ্গেতে বিহার॥*
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

২৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২১)—

গোপী প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—
এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥

টীকা।—এবং মদর্থোজ্ঝিত-লোকবেদ-স্বানাং যো যুষ্মাকং পরোক্ষং অদর্শনং যথা ভবতি তথা ভজতা ময়া তিরোহিতং অন্ত-র্দ্ধানেন স্থিতম্। তত্তস্মাৎ হে অবলাঃ! হে প্রিয়াঃ! প্রিয়ং মাং অসূয়িতুং দোষা-রোপেণ দ্রষ্টুং য়ূয়ং মা অর্হথ ন যোগ্যা স্থঃ।

অনুবাদ।—[শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলি-তেছেন,—] সেই প্রকার তোমরা উচিত অনুচিত বিচার না করত আমার জন্য লোক পরিত্যাগ করিয়াছ, ধর্ম্মবিষয় পরীক্ষা না করিয়া বেদবিহিত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ এবং স্নেহ বিসর্জ্জন নিবন্ধন জ্ঞাতি ত্যাগ করিয়াছ; অতএব তোমাদিগের ধ্যান-প্রবৃত্তি জন্য পরোক্ষে আনুগত্য করত যেন তোমাদিগের প্রেমসম্ভাষণ শুনি নাই, সেই প্রকার ভাব প্রকাশ করত তিরোহিত হইয়াছিলাম। হে রামাগণ! হে প্রিয়তমা-বর্গ! এই সমস্ত বিবেচনা পূর্ব্বক তোমরাও মৎপ্রতি দোষারোপ করিও না।

২৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৬।৪)—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ॥

টীকা।—তা মন্মনস্কা মদ্গতচিত্তাঃ, মৎপ্রাণাঃ, মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ; দয়িতং প্রেষ্ঠং আত্মানং মামেব মনসা গতাঃ।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুখে উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, হে বন্ধো! তাঁহাদিগের চিত্ত মৎপ্রতিই আসক্ত, আমি তাঁহাদিগের প্রাণস্বরূপ, আমার জন্যই তাঁহারা পতিপুত্র প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়াছেন, আমিই তাঁহা-দিগের প্রিয়, প্রেষ্ঠ ও আত্মাস্বরূপ। তাঁহারা চিত্ত-যোগে আমাকেই লাভ করিয়াছেন।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে তৈছে তাহারে ভজিতে॥

২৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব
ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥*

পাঠান্তর—'নানাব্যবহার'।

* ইহার টীকা অনুবাদ ৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখবচনে।

৩০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

টীকা।—রাসে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনং। যো যুষ্মাকং কিং স্বসাধুকৃত্যং ঋণশোধনং কর্ত্তুং বিবুধায়ুষাপি ব্রহ্মণ আয়ুষাপি কালেনাহং পারয়ে ন সমর্থাঃ। যো যুষ্মাকং কিম্ভূতানাং?—নিরবদ্যসংযুজাং পরমোৎকৃষ্টানির্ব্বচনীয়ঃ প্রেমসংযোগো যাসাং। তদেব ব্যক্তীকরোতি, যা গোপ্যঃ মা মাং অভজন্ সেবিতবত্যঃ। কিং কৃত্বা?—দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য সং ছেদ্য। অতো ঋণী অহং, অতঃ সাধুকৃত্যং যুষ্মাকং সাধুনা সদ্গুণেন যদি যোগ্যো ভবেৎ, তদা প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে সুন্দরীগণ! তোমাদিগের সংযোগ নিরবদ্য, আমি জীবনে তোমাদিগের প্রতি সাধুকৃত্য করিতে সক্ষম হইব না; তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ভেদ পূর্ব্বক মদীয় উপাসনা করিয়াছ। কিন্তু মদীয় চিত্ত বহুজনের প্রতি প্রেমাবদ্ধ, সুতরাং একনিষ্ঠ হইতে পারে নাই; কাজে কাজেই তোমাদিগের কৃত সাধুকৃত্যের বিনিময় হইল।*

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন এই তাঁর সম্ভোগ সাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥

৩১ শ্লোক।

তথাহি গোপীপ্রেমামৃতে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ! নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥

টীকা।—যা গোপ্যা নিজাঙ্গং নিজদেহং মমেতি মম সম্বন্ধি তদ্দর্শনাদৌ মমৈব মহৎ সুখং স্যাৎ, ইতি জ্ঞাত্বা উপাসতে শুশ্রূষতে, তাভ্যঃ পরং হে পার্থ! মম নিগূঢ় প্রেমভাজনং নাস্তি।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে পার্থ! যে সমস্ত গোপিকা আপনাদিগের অঙ্গকেও মদীয় ভোগ্য বলিয়া যত্ন করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত গোপিকা অপেক্ষা মদীয় প্রেমপাত্র আর অন্য কেহ নাই।

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের এক মাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি প্রত্যুপকার করিয়া তোমাদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না, তোমাদিগের শীলতা দ্বারাই আমি অঋণী হইলাম।

গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত ॥
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥*
কিন্তু কৃষ্ণ সুখ হয় গোপীরূপগুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণ সুখ পোষে।†
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে ॥

৩২ শ্লোক।

যথোক্তঃ শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং কেশবাষ্টকে (৮)—

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটপদাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চনং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ
কেশবম্॥

টীকা।—বিপিনদেশতো বিপিনদেশাৎ ব্রজে বিজয়িনং কেশবং অহং ভজে। কিম্ভূতং?—সুন্দরীততিভিরাভিঃ পথি উপেত্য আগমনং কৃত্বা অভ্যর্চ্চিতম্। কৈঃ করণৈঃ?—নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ কিম্ভূতৈঃ? —স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈঃ। কেশবং কিম্ভূতং? —স্তনেতি, তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং স্তনস্তবকৈঃ সঞ্চরৎ নয়নচঞ্চরীকাঞ্চনং যস্য তম্। স্তনা এব স্তবকাঃ পুষ্পগুচ্ছাঃ, সঞ্চরতীতি সঞ্চরৎ নয়ন এব চঞ্চরীকৌ ভ্রমরৌ তয়োরেব অঞ্চনং গমনম্। নয়নচঞ্চরী-কাঞ্জনমিতি পাঠে নয়নচঞ্চরীকয়োরঞ্জনং কটাক্ষম্। স্তনস্তবক-সঞ্চরন্নয়নচঞ্চরী-কাঞ্চলমিতি পাঠে স্তনাঃ স্তবকাঃ ইব স্তনস্তবকাঃ তেষু সঞ্চরন্ নয়নয়োঃ চঞ্চরীকয়োঃ—ভৃঙ্গয়োঃ ইব অঞ্চলং প্রান্তভাগং যস্য সঃ তং (যাঁহার নয়নভৃঙ্গরূপ বসনাঞ্চল ঐ যুবতীগণের স্তনরূপ পুষ্পগুচ্ছে সঞ্চরণ করিতেছে)। লুপ্তোপমেয়ং ন চ রূপকম্।

অনুবাদ।—যিনি দর্শনার্থ অট্টালিকারূঢ়া, ঈষদ্ধাস্যাননা ব্রজসুন্দরীদিগের কটাক্ষমালায় সৎকৃত হইতেছেন, যিনি কুসুমস্তবকে অলিগমনবৎ তাহাদিগের কুচকুম্ভে নেত্রপাত করিতে করিতে বন হইতে গোষ্ঠে আসিতেছেন, আমি সেই হরিকে আরাধনা করি।

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামদোষ হীন ॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥
প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয়ের সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের মহাক্রোধে ॥*

৩৩ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাঃ চতুর্বিংশ-শ্লোকে—

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥

টীকা।—দারুকো ভক্তোঽন্তঃপ্রেমনন্দং নাভ্যনন্দং ন সাধুবাদমকরোৎ। কংসারাতে

* এই প্রকার গোপীশোভা ও কৃষ্ণশোভা পরস্পর হুড়াহুড়ি অর্থাৎ ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিলে উভয়েই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, কেহই বিমুখ হইল না।

† পোষে—পরিপুষ্ট হয়।

* আত্মপ্রেমানন্দ দ্বারা কৃষ্ণের সেবানন্দের বাধা হয়, সেবানন্দের বাধা হইলে নিজ প্রেমানন্দের উপর ভক্তের রোষ সঞ্চার হইয়া থাকে।

কৃষ্ণস্য বীজনে চামরকরণে যেন অক্ষোদীয়ান্ মহান্ অন্তরায়ো ব্যবধানং ব্যধায়ি অকারি। কিম্ভূতং প্রেমানন্দং ?—অঙ্গস্তম্ভারম্ভং উত্তুঙ্গয়ন্তং অত্যুচ্চম্।

অনুবাদ।—[শ্রীরূপগোস্বামী বলিতেছেন,—] দারুক শ্রীহরিকে চামরবীজন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে প্রেমানন্দ সমাগত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে স্তম্ভাধিক্য বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু দারুক প্রেমানন্দকে সাক্ষাৎ হরিসেবায় বিঘ্ন জ্ঞানে তৎপ্রতি আদর প্রদর্শন করেন নাই।

৩৪ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে তৃতীয় লহর্য্যাং দ্বাত্রিংশ শ্লোকে—

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥

টীকা।—সা অরবিন্দবিলোচনা আনন্দমুচ্চৈরনিন্দৎ নিন্দাং অকরোৎ। কিম্ভূতং ?—বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং, গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি গোবিন্দদর্শনবিরোধি।

অনুবাদ।—কমললোচনা রুক্মিণী কৃষ্ণদর্শন-নিবারক অশ্রুরাশি-বর্ষক আনন্দকে যারপরনাই নিন্দা করিয়াছিলেন।

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥

৩৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১-১২)—

দেবহূতিং প্রতি কপিলবাক্যম্—
মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

টীকা।—নির্গুণা তু ভক্তিরেকবিধৈব, তামাহ মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণেতি দ্বাভ্যাম্। অবিচ্ছিন্না সন্ততা, অহৈতুকী ফলানুসন্ধানশূন্যা, অব্যবহিতা ভেদদর্শনরহিতা চ, মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি পুরুষোত্তমে মনোগতিরিতি যা ভক্তিঃ সা নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য লক্ষণমিত্যন্বয়ঃ। লক্ষণং স্বরূপম্।

অনুবাদ।—[কপিলদেব দেবহূতিকে বলিতেছেন,—] মাতঃ! নির্গুণ ভক্তিযোগের বিষয় বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন। মদীয় গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে সাগরগামী জাহ্নবী-জলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না, ফলানুসন্ধান-শূন্যা, ভেদদর্শন-রহিতা, মনোগতিরূপ যে ভক্তি, তাহাকেই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ জানিবে।

৩৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১৩)—

সালোক্যসার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

টীকা।—সালোক্যাদি-মুক্তি জনাং (ভক্তাঃ) মৎসেবনং বিনা ময়া দীয়মানমপি ন গৃহ্ণন্তি, অন্বেষণং কুতঃ ?

অনুবাদ।—কপিলদেব বলিলেন, মাতঃ! যাহাদিগের এই প্রকার ভক্তিযোগ হয়, কোন বিষয়েই তাহাদিগের অভিলাষ থাকে না। তাহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য বা একত্ব মুক্তি প্রদান করিলেও সেই সমস্ত ব্যক্তি মৎসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই অভিলাষ করেন না।*

* সালোক্য—একলোকে অবস্থিতিরূপ মুক্তি। সার্ষ্টি—তুল্য ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি। সারূপ্য—সমানরূপত্ব। সামীপ্য—সমীপে অবস্থিতি। একত্ব—সাযুজ্য।

৩৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৬৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-
চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়াপূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকাল-
বিপ্লুতম্॥

টীকা।—তে ভক্তজনাঃ মৎ-সেবয়া প্রতীতং প্রতিগতং সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং ন ইচ্ছন্তি। তত্র কারণং,—সেবয়া পূর্ণাঃ অন্যৎ কালবিপ্লুতং কালভ্রষ্টং স্বর্গাদিকং কুতঃ?

অনুবাদ।—সেই সমস্ত ব্যক্তি সাধু-সেবাযোগে পদার্থ-চতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও গ্রহণের কামনা করে না, সেবাতেই সন্তুষ্ট থাকে; ইহাতে কালনাশ্য অপর দ্রব্যে যে তাঁহাদিগের বাসনা হইবে, তাহা কিরূপে সম্ভবে?

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী॥
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি ইষ্ট সমীহিত॥

৩৮ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে গোপীপ্রেমামৃতে (৩২)—

সহায়া গুরবঃ ভুশিষ্যা জিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ! গোপ্যঃ কিং মে
ভবন্তি ন॥

টীকা।—হে পার্থ! তে তব সম্বন্ধে সত্যমহং বদামি, গোপ্যঃ কিং মে মম ন ভবন্তি? যতঃ সহায়াদয়ঃ।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে পার্থ! গোপিকারা আমার সর্ব্বস্ব, আমার সহায়, গুরুস্বরূপ অর্থাৎ গুরুর ন্যায় স্নেহকারী, শিষ্যস্বরূপ অর্থাৎ প্রিয়তম শিষ্যবৎ সেবক, তাহারা জননীতুল্য অর্থাৎ মাতার ন্যায় পালনকর্ত্রী, তাহারাই আমার বন্ধু অর্থাৎ বন্ধুবৎ প্রেম করে এবং তাহারাই আমার স্ত্রী অর্থাৎ পরিণীতা রমণীবৎ ব্যবহার করে।

৩৯ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে (৩৫)—

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং
মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ, নান্যে জানন্তি
তত্ত্বতঃ॥

টীকা।—হে পার্থ! মন্মাহাত্ম্যং মৎ-সপর্য্যাং মম পরিচর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতং গোপিকা এব জানন্তি, ন অন্যে।

অনুবাদ।—মদীয় মহিমা, মদীয় আরাধনা, মৎপ্রতি শ্রদ্ধা এবং মনোভীষ্ট কেবলমাত্র গোপিকারাই বিদিত আছেন। হে অর্জ্জুন! স্বরূপতঃ ঐ সকল অন্য কেহ পরিজ্ঞাত নহে।

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥

৪০ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে একচত্বারিংশ
অঙ্কধৃতপদ্মপুরাণবাক্যম্—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং
তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

টীকা।—যথা কৃষ্ণস্য প্রিয়া রাধা, তস্যা রাধায়াঃ কুণ্ডমপি তথা কৃষ্ণস্য প্রিয়ং। সা রাধা কৃষ্ণস্য প্রিয়া সর্ব্বগোপীষু মধ্যেষু একা মুখ্যা, যতোঽত্যন্তবল্লভা।

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধিকা যেমন কৃষ্ণের প্রিয়তমা, তদীয় কুণ্ডও সেইরূপ প্রিয়। নিখিল গোপিকার মধ্যে রাধিকাই কৃষ্ণের একমাত্র বল্লভা।

৪১ শ্লোক।

তথাহি গোপীপ্রেমামৃতে (৪৩)—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ, যত্র রাধাভিধা মম॥

টীকা।—হে পার্থ! যত্র বৃন্দাবন পুরী বিরাজতে, সা পৃথিবী ত্রৈলোক্যে ত্রিভুবন-মধ্যে ধন্যা, তত্রাপি গোপিকাঃ ধন্যাঃ, যত্র গোপিকাসু রাধাভিধা শ্রীরাধা-নাম্নী গোপী মম বল্লভা।

অনুবাদ।—যাহাতে বৃন্দাবন-নগরী অধিষ্ঠিতা, ত্রিভুবনমধ্যে সেই রাধাই অতীব ধন্যা, গোপিকারা বৃন্দাবন অপেক্ষা ধন্য, কারণ, সেই সকল গোপিকানিকর-মধ্যে মৎ-প্রিয়তমা শ্রীরাধিকা বিরাজিতা।

রাধা সহ ক্রীড়া রস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ॥

৪২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীজয়দেবচরণৈঃ শ্রীগীতগোবিন্দে (৩।১)—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

টীকা।—কংসারিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাঃ ব্রজ-সুন্দরীস্তত্যাজ। কিং কৃত্বা?—রাধাং হৃদয়ে আধায় ধারণং কৃত্বা। কিম্ভূতাং রাধাং?—সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।

অনুবাদ।—কংসনিসূদন কৃষ্ণ পূর্ণকাম-রূপ রাসলীলা-বাঞ্ছা-বদ্ধা শ্রীরাধিকাকে হৃদয়োপরি গ্রহণপূর্ব্বক অপরাপর ব্রজ-রমণীগণকে বিসর্জ্জন করতঃ গমন করিয়াছিলেন।

সেই রাধার ভাব লৈয়া চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুসঙ্গে হৈল সব রসের প্রচার॥

৪৩ শ্লোক।

তথাহি জয়দেবচরণৈঃ শ্রীগীতগোবিন্দে (১।৪৭)—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দ-
মিন্দীবর-শ্রেণী-শ্যামল-কোমলৈ-
রুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ
প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ শৃঙ্গারঃ সখি,
মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥

টীকা।—হে সখি! মধৌ বসন্তে মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্ব্বন্?—বিশ্বেষাং সর্ব্বগোপীগণানাং অনুরঞ্জনেন তেষাং স্ব-স্ব-বাঞ্ছিতাতিরিক্ত-রসদানাৎ প্রীণনেনানন্দং জনয়ন্। পুনঃ কিং কুর্ব্বন্?—অঙ্গৈরনঙ্গোৎসবমাধিক্যেন প্রাপয়ন্। কীদৃশৈঃ?—নীলকমল-শ্রেণীতোঽপি শ্যামল-কোমলৈঃ। ইন্দীবরশব্দেন শীতলত্বং, শ্রেণীপদেন নব-নবায়মানত্বং, শ্যামলপদেন সুন্দরত্বং, কোমলশব্দেন সুকুমারত্বং সূচিতম্। নায়কস্যানুরাগে সত্যপি নায়িকানুরাগমন্তরেণ কথং তদুদয়ঃ স্যাৎ? অত আহ,—ব্রজসুন্দরীভিরালিঙ্গিতঃ আলিঙ্গনানুরঞ্জনেনানুরঞ্জিতঃ। ননু একেনানেকাসাং সমাধানং কথং স্যাৎ?

তত্রাহ,—শৃঙ্গাররসো মূর্ত্তিমান্। যতঃ সোপি এক এব বিশ্বমনুরঞ্জয়ন্নানন্দয়তি ॥

অনুবাদ।—হে সখি! কোমলাঙ্গের সৌন্দর্য্য দ্বারা ভুবনের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক এবং ইন্দীবরতুল্য মনোহর হস্তপদাদি দ্বারা ব্রজবালাগণের হৃদয়ে মদনোৎসবের উদয় করাইয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রতি অঙ্গে সুখে আলিঙ্গিত হইয়া সাক্ষাৎ শৃঙ্গারস্বরূপ শ্রীহরি বসন্ত ঋতুতে লীলা করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥
অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥
আর যত চৈতন্য কৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥
ষষ্ঠ শ্লোকের এই করিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥

৪৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি কড়চায়াম্—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥*

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্যনিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥

* ইহার টীকা অনুবাদ প্রভৃতি ৫ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

এ সব সিদ্ধান্ত রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে সভার হউক চমৎকার ॥*
কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরস রূপ কহে মোরে ॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন ॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥
আমা হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য সাম্য নাহি যার ॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর রস মোরে করে বশ ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু ॥†
এই মত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যবে সব বিপরীত ॥

* সভার—ভক্তগণের।
† জীবাতু—জীবনের উপায়স্বরূপ, জীবনৌষধি।

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগে-আন ॥*
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জন্ম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূলবাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ॥
তাম্বূলচর্চ্চিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দসমুদ্রে মগ্ন কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে কহি তবু নাহি পাই অন্ত॥
লীলা অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গ মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি॥
দোঁহার যে সম রস ভরত মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে॥
অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা সুখ শত অধিকাই॥

৪৫ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (৯।৫)—

শ্রীরাধিকাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—
নির্ধূতামৃতমাধুরী-পরিমলঃ কল্যাণি
বিম্বাধরো বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং
কুহূরুত শ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গশ্চন্দনশীতলস্তনুরিয়ং সৌন্দর্য্য-
সর্ব্বস্বভাক্ ত্বামাসাদ্য মমেদ-
মিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্ম্মোদতে॥

টীকা।—হে রাধে কল্যাণি! তে তব বিম্বাধরঃ নির্ধূতামৃত মাধুরী-পরিমলঃ নির্ধূতোঽমৃতমাধুরী পরিমলো যেন সঃ। তে তব বক্ত্রং কিম্ভূতং? পঙ্কজস্যেব সৌরভং যস্য স তং। গিরঃ কিম্ভূতাঃ?—কুহূরুত শ্লাঘাভিদঃ। তবাঙ্গঃ কিম্ভূতঃ?—চন্দন-শীতলঃ। তে তনুঃ কিম্ভূতা?—সৌন্দর্য্য-সর্ব্বস্বভাক্ সৌন্দর্য্যস্য সর্ব্বস্বং ভজতি। হে কল্যাণি! ত্বামাসাদ্য আশ্লিষ্য মম ইন্দ্রিয় কুলং মুহুর্ব্বারম্বারং মোদতে আনন্দতে।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে কল্যাণি! ত্বদীয় বিম্বাধব সুধামাধুরীর পরি-মলকেও পরাজিত করিতেছে, ত্বদীয় মুখ কমলগন্ধে পরিপূর্ণ, বাক্যাবলী কোকিল-কাকলীকেও তিবস্কার করিতেছে এবং ত্বদীয় এই অঙ্গ চন্দনবৎ সুশীতল ও সৌন্দ-র্য্যের সারস্বরূপ; সুতবাং হে রাধিকে! তোমাকে লাভ করিযা মদীয় ইন্দ্রিয়গ্রাম পুনঃ পুনঃ আনন্দিত হইতে লাগিল।

৪৬ শ্লোক।

তথাহি [illegible]—

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনযনাং স্পর্শে-
হতিহৃষ্যত্ত্বচং, বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং
পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাম্।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধররসে
ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং
বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্॥

টীকা।—তাং রাধাং কিম্ভূতাং?—কংসহরস্য রূপে লুব্ধনয়নাং। পুনঃ কিম্ভূতাং?—কংসহরস্য স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং। পুনঃ কিম্ভূতাং?—কংসহরস্য বাণ্যামুৎ-কলিত-শ্রুতিং। পুনঃ কথম্ভূতাং?—কংস-হরস্য পরিমলে সংহৃষ্ট-নাসাপুটাং, সংহৃষ্টং নাসাপুটং যয়া। পুনঃ কিম্ভূতাং?—কংস-হরস্যাধররসে কিল নিশ্চিতং আরজ্যদ্রসনা যস্যাঃ সা তাং। বহিরপি প্রোদ্যৎ-বিকারা-কুলাং। পুনঃ কিম্ভূতাং?—দম্ভোদ্গীর্ণমহা-ধৃতিং দম্ভেন কপটেন উদ্গীর্ণা মহাধৃতির্যয়া

* অগে আন—অজ্ঞান।

সা তাং। পুনঃ কিম্ভূতাং?—ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং।

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধিকার নেত্রদ্বয় কৃষ্ণরূপে লোলুপ, ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শনে রোমাঞ্চিত, কৃষ্ণের বচন শ্রবণার্থ রাধার কর্ণ উত্তম্ভিত, নাসিকাযুগল অঙ্গগন্ধে আমোদিত, অধরপুটে রসনা বশীকৃত, নিরন্তর বিকাসিত, বদনকমল নম্রীভূত এবং ধৈর্য্যহারক উৎকট রোমাঞ্চাদি বিকার সকলে অঙ্গ পরিব্যাপ্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥
আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখমাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।*
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধা ভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥
সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার সময়॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ॥

* এই তিন তৃষ্ণা অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকার প্রণয়মহিমা কীদৃশ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তাহাই বা কীদৃশ এবং মদীয় মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখোদয় হয়, এই বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ হইল না।

পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারি॥
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ-দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥
এইত ষষ্ঠ শ্লোকের করিল ব্যাখ্যান।
স্বরূপ গোঁসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ।
শ্রীরূপ গোঁসাঞির শ্লোক প্রমাণ সমর্থ॥

৪৭ শ্লোকে।

তথাহি স্তবমালায়াং (২।৩)—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥*

৪৮ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্‌কৈর্নিরূপিতম্॥

টীকা।—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রস্য সামান্য-বিশেষ-মঙ্গলাচরণং, চৈতন্যস্য তত্ত্বলক্ষণং, অবতারে অবতারবিষয়ে মূলপ্রয়োজনং, ষট্‌কৈঃ শ্লোকৈর্নিরূপিতম্।

অনুবাদ।—মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বলক্ষণ আর অবতারের প্রয়োজন, এই সকল বিষয় ছয় শ্লোক দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইল।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
চৈতন্যাবতারমূলপ্রয়োজনকথনং
নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥

টীকা।—শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বর-মনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং অহং বন্দে। যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপং ময়া অজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে।

অনুবাদ।—যাঁহার ইচ্ছায় মূঢ় ব্যক্তিও তৎস্বরূপ নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়, সেই অনন্ত, অদ্ভুতৈশ্বর্য্যবান্, ঈশ্বর নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য মহিমা।
পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-সীমা ॥
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥
একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণ লীলার সহায় ॥*
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥†

শ্রীবলরাম গোঁসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন ॥
আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥*
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষরূপে করে কৃষ্ণ বিবিধ সেবন ॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ সেবানন্দ।
সেই রাম চৈতন্য সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥
সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারিশ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ—

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥†

প্রকৃতির পার পরব্যোম নাম ধাম।
কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্ ॥
সর্ব্বগ অনন্ত ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাই বিশ্রাম ॥
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ তনু সম।‡
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহিক নিয়ম ॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায় ॥

---

* বলদেব শ্রীকৃষ্ণের আদ্যকায়ব্যূহ এবং তিনিই কৃষ্ণলীলার সহায়। অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষ যেরূপ ব্যূহাভ্যন্তরে অবস্থিতি পূর্ব্বক অবাধে কার্য্য সম্পাদন করে, সেইরূপ কৃষ্ণও সঙ্কর্ষণাদি কায়-ব্যূহমধ্যে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে লীলা করিয়া থাকেন।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ এই চারিরূপে সৃষ্টিলীলা করেন।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ ৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ প্রকৃতির—মায়ার। পরব্যোম—বৈকুণ্ঠ। বিভুত্বাদি—সর্ব্বব্যাপকত্বাদি। সর্ব্বগ—সর্ব্বত্রগামী। অনন্ত—অপরিচ্ছেদ্য বিভু—সর্ব্বব্যাপক।

চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের মন ॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।২৯)—

চিন্তামণি-প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লতাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

টীকা।—তমাদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি। কিম্ভূতং ?—লক্ষ্মীসহস্র-শত-সংভ্রম-সেব্যমানং। কস্মিন্ স্থানে ?—চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্প—বৃক্ষলতাবৃতেষু; গোবিন্দং পুনঃ কিম্ভূতং ?—সুরভীরভি-পালয়ন্তম্।

অনুবাদ।—যেখানকার গৃহসমূহ চিন্তামণি দ্বারা খচিত, যে স্থলে অসংখ্য কল্পতরু বিরাজমান রহিয়াছে, সেই স্থানে যিনি শতসহস্র লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সসম্ভ্রমে সেবিত হইয়া সুরভিদিগকে পালন করিতেছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানা রূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্ব চতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগুণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥
পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণ রূপে করে বিবিধ বিলাস ॥
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী ভূ লীলা শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥
ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে তা সবার হয় স্থিতি ॥
বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥
সিদ্ধলোক নাম তাঁর প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥
সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১।৩০)—

যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যম্—
কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥

টীকা।—যথাভক্ত্যা যথাযোগ্যভক্ত্যা ঈশ্বরে মন আবেশ্য মনো নিবেশ্য বহবো জনাস্তদ্‌গতিং তস্য গতিং স্থানং গতাঃ প্রাপ্তাঃ। তদঘং হিত্বা দ্বেষসম্বন্ধপ্রতীয়-মঘং হিত্বাপি। কস্মাৎ গোপ্যকামাৎ, ভয়াৎ কংসঃ, দ্বেষাৎ শিশুপালাদয়ঃ, সম্বন্ধেন যাদবাঃ, স্নেহাৎ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ।

অনুবাদ।—অনেকানেক ব্যক্তি যথা ভক্তি, কাম, দ্বেষ, ভয় বা স্নেহ নিবন্ধন ভগবান্ পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করত কামাদি নিমিত্ত পাতক বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তদ্গতি লাভ করিয়াছেন।*

* ইহার দৃষ্টান্ত যথা—গোপিকারা কাম হেতু, কংস ভীতি-নিবন্ধন, শিশুপালাদিরা দ্বেষহেতু, যাদবেরা সম্বন্ধ হেতু এবং যুধিষ্ঠিরাদি স্নেহ হেতু তদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৬ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাং
শ্রীরূপগোস্বামিনা উক্তম্—

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥

টীকা।—অরীণাং কংসচৈদ্যাদীনাং প্রিয়াণাং গোপীনাং যুধিষ্ঠিরাদীনামেকং ব্রহ্ম প্রাপ্যমিব উক্তং কথিতং, যত্তৎ ব্রহ্ম-কৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ একী ভবেৎ। ব্রহ্মকৃষ্ণয়োঃ কিরণার্কোপমাজুষোর্যথা কিরণস্য সূর্য্যস্য ঐক্যকিরণরূপং ব্রহ্মসূর্য্যরূপং কৃষ্ণঃ।

অনুবাদ।—ব্রহ্মা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর ঐক্য নিবন্ধন অরিবর্গ ও প্রিয়গণের যে এক প্রাপ্য উক্ত হইয়াছে, তাহার পার্থক্য সূর্য্য ও সূর্য্যের কিরণ জানিবে।*

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥

৭ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাং দশাধিক-
শতাঙ্কধৃত-ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥

টীকা।—তমসঃ মায়ায়াঃ পারে সিদ্ধ-লোকস্তু। তত্র হি নিশ্চিতং সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্নাঃ সন্তো বসন্তি। তত্র হরিণা হতা দৈত্যাশ্চ বসন্তি।

অনুবাদ।—সিদ্ধসমূহ এবং ভগবান্ হরি কর্ত্তৃক নিহত দৈত্যেরা ব্রহ্মসুখে মগ্ন হইয়া যে সিদ্ধপুরে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সিদ্ধলোক মায়ার পরপারে সংস্থিত।*

সেই পরব্যোমে চতুর্ব্যূহ চারি পাশে।
দ্বারিকা চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ॥
তাহা যে নামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি আশ্রয় তিঁহো কারণের কারণ॥†
চিচ্ছক্তিবিলাস এক শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥‡
ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য তাহা সকল চিন্ময়।¶
সঙ্কর্ষণ-বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয়॥
জীবনাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয়॥
যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয়॥
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার॥
তুরীয় বিশুদ্ধতত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তিঁহো যাঁর অংশ সেই নিত্যানন্দরাম॥
অষ্টম শ্লোকের এই কৈল বিবরণ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্য ও কিরণ এই উভয় এক পদার্থ হইলেও উহাতে যেরূপ পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মে ভেদ জানিবে। অরিগণ কিরণস্থানীয় ব্রহ্মে গতিলাভ করে এবং প্রিয়গণ সূর্য্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণে গতি প্রাপ্ত হয়।

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সমস্ত সাধক জ্ঞানমার্গযোগে ব্রহ্মের আরাধনা করেন, আর যে সমস্ত দৈত্য হরির প্রতি শত্রুতা করিয়া, তদীয় করে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগেরই ঐ সিদ্ধ লোকে গতি হইয়া থাকে।

† শ্রুত্যুক্ত প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সমস্তই জগৎ সৃজনের প্রতি কারণ। পরন্তু এই সঙ্কর্ষণদেব তাহাদিগেরও কারণস্বরূপ।

‡ যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম—বৈকুণ্ঠ, গোলোক, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি ভগবদ্ধাম।

¶ ঐশ্বর্য্য—সমগ্র প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশঃ, সম্পৎ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টীকেই ঐশ্বর্য্য বলা যায়। তাহা—বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধাম।

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥*

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি॥
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়॥
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিত-পাবন॥
সেইত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন॥
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিঁহো জগত কারণ।
আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥
সেইত মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি॥
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণ শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যেন করয়ে জারণ॥†
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ।
প্রকৃতির কারণ যৈছে অজাগলস্তন॥
সেহো নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ।
হেতু কর্ত্তা করে তারে শক্তি সঞ্চারণ॥‡

ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥
কৃষ্ণকর্ত্তা মায়া যার করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায়॥
দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ।
ততো রূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ॥
পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে।*
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥

৯ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৮)—

যস্যৈক-নিশ্বসিত-কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

টীকা।—তং গোবিন্দং আদিপুরুষং অহং ভজামি। যস্য গোবিন্দস্য মহান্ বিষ্ণুঃ কলাবিশেষঃ; যস্য মহাবিষ্ণোরেকনিশ্বসিত-কালমবলম্ব্য অবলম্বনং কৃত্বা জগদণ্ডনাথা ব্রহ্মাদয়ো জীবন্তি। কিম্ভূতাঃ?—যস্য মহাবিষ্ণোঃ লোমবিলজাঃ।

অনুবাদ।—যাঁহার এক নিশ্বাসকাল অবলম্বন পূর্ব্বক তল্লোমবিবরস্থিত, অখিল-ব্রহ্মাণ্ডনাথ ব্রহ্মাদিরা জীবনধারণ করেন,

* ইহার টীকা অনুবাদ প্রভৃতি ৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† জারণ—দহন।

‡ পাঠান্তর যথা,—
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহ নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ॥

* ত্রসরেণু—ছয় পরমাণুর সমষ্টি।

সেই মহাবিষ্ণু যে গোবিন্দের কলাবিশেষ, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

১০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১১)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—

ক্বাহং তমোমহং-খচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥

টীকা।—ব্রহ্মণো বাক্যমিদম্।—হে ঈশ্বর! ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহস্ত্বমপি চেত্তত্রাহ ক্বাহমিতি। তমঃ প্রকৃতির্মহান্ মহত্তত্ত্বং, অহং অহঙ্কারঃ, খং আকাশঃ, চরো বায়ুঃ, অগ্নিঃ, বার্জলং, ভূঃ প্রকৃত্যাদি পৃথিব্যন্তৈরেতৈঃ সম্বেষ্টিতো যোঽণ্ডঘটস্তস্মিন্ স্বমানেন সপ্তবিতস্তিঃ কায়ো যস্য সোঽহং ক্ব, ক চ তে মহিত্বম্। কথম্ভূতস্য ঈদৃগ্বিধানি অবিগণিতানি অণ্ডানি তান্যেব পরমাণবঃ তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বনো গবাক্ষা ইব লোমবিবরাণি যস্য তব, অতোঽতিতুচ্ছত্বাৎ ত্বয়ানুকম্প্যোঽহমিতি।

অনুবাদ।—ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, আকাশ, অনিল, অনল, জল ও পৃথিবী এই সমস্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত অণ্ডঘটে স্বপরিমাণে সপ্তবিতস্তিমাত্র মদীয় দেহ; সুতরাং আমি কোথায় আর ত্বদীয় মহিমাই বা কোথায়? অতএব ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ বলিয়া আপনাকে কিরূপে ঈশ্বর বলি? ব্রহ্মাণ্ডও মদীয় দেহ বটে, কিন্তু এরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণুসমূহের পরিভ্রমণার্থ গবাক্ষবৎ ত্বদীয় দেহের প্রত্যেক রোমবিবর, সুতরাং আমি অতি তুচ্ছ, মৎপ্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন্।

অংশের অংশ যেই কলা তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম॥
তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ পুরুষের কলা যে গণন॥
যাহাকেত কলা কহি তিহোঁ মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষাবতারী তিহোঁ সর্ব্বজিষ্ণু॥
গর্ভোদ ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।
সেই দুই যাঁর অংশ হয় বিশ্বধাম॥

১১ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ষট্‌ত্রিংশাঙ্কে সাত্বততন্ত্রম্—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

টীকা।—অথানন্তরং বিষ্ণোর্ভগবতস্ত্রীণি রূপানি বিদুঃ পণ্ডিতা বদন্তি। কিম্ভূতানি রূপানি?—পুরুষ ইতি আখ্যা যেষাম্। মধ্যে একন্তু মহতঃ শ্রেষ্ঠং মহাবিষ্ণুরূপং; দ্বিতীয়ং অণ্ডসংস্থিতং গর্ভোদশায়িরূপং; তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বান্তর্যামিরূপং ক্ষীরোদশায়িরূপম্। এতানি রূপানি জ্ঞাত্বা জনো বিমুচ্যতে মুক্তো ভবতি।

অনুবাদ।—পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, ভগবান্ বিষ্ণুর পুরুষ নামে তিনটি রূপ আছে। তন্মধ্যে প্রথম মহতের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপ; দ্বিতীয় অণ্ডসংস্থিত গর্ভোদশায়ীরূপ এবং তৃতীয় সর্ব্বভূতস্থ, সর্ব্বান্তর্যামী ক্ষীরোদশায়িরূপ। এই সকল রূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই সেই ব্যক্তি মুক্ত হয়।

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্য কূর্ম্মাদ্যবতারের তিহোঁ অবতারী॥

১২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)—

শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যম্—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥*

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা॥
সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশে অবধান।
সেইত অংশেরে কহি অবতার নাম॥
আদ্যাবতার মহাপুরুষ ভগবান্।
সর্ব্ব অবতার বীজ সর্ব্বাশ্রয়ধাম॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৪০)—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥

টীকা।—অবতারান্ আহ। পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ পরস্য ভূম্নঃ আদ্যোঽবতারঃ। ততঃ কালঃ, স্বভাবঃ, কার্য্যকরণরূপা প্রকৃতিঃ, মনো মহত্তত্ত্বং, দ্রব্যং মহাভূতানি, বিকারঃ অহঙ্কারতত্ত্বং, গুণঃ সত্ত্বাদি, ইন্দ্রিয়াণি, বিরাট্ সমষ্টিশরীরং, স্বরাট্ বৈরাজঃ, স্থাণু স্থাবরং, চরিষ্ণু জঙ্গমম্।

অনুবাদ।—প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক পুরুষই পরব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার। তৎপরে কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপিণী প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ, ইন্দ্রিয়গ্রাম, বিরাট্‌দেহ, বৈরাজ পুরুষ, স্থাবর ও জঙ্গম।

১৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।১)—

শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যম্—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥

টীকা।—ভগবান্ লোকসিসৃক্ষয়া আদৌ মহদাদিভিঃ সম্ভূতং ষোড়শকলং পৌরুষং রূপং জগৃহে।

অনুবাদ।—ভগবান্ লোকসৃজনাভিলাষে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা ষোড়শকলাবিশিষ্ট পৌরুষরূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ অংশযুক্ত বিরাটমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

যদ্যপি তিহোঁ সর্ব্বাশ্রয় তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা রূপে তিহোঁ জগৎ আধার॥
প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শগন্ধ॥

১৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১১।৩৮)—

শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবচনম্—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥*

এই মত গীতাতেঁহো পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তি হয়॥
আমিত জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এইত গীতার অর্থ কৈল পরচার॥
সেইত পুরুষ যাঁর অংশ ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম॥

* ইহার টীকা অনুবাদ প্রভৃতি ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ইহার টীকা অনুবাদ প্রভৃতি ২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এইত নবম শ্লোকের অর্থ বিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥

১৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥*

সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা ॥
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার ॥
নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি যোজন।
আয়াম বিস্তার হয় দুই এক সম ॥
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজ বাস।
আর অর্দ্ধ কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ ॥
তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ ধাম।
শেষশয়ন জলে করিলা বিশ্রাম ॥
অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥
সহস্র নয়ন হস্ত সহস্র চরণ।
সর্ব্ব অবতার বীজ জগৎ-কারণ ॥
তাঁর নাভিপদ্মেতে হইল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম ॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তিঁহো ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন ॥
বিষ্ণুরূপ হৈয়া করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি গুণ সনে ॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥

* ইহার টীকা অনুবাদ প্রভৃতি ৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী জগৎ কারণ।
যাঁর অঙ্গে করি স্থির চরের কল্পন ॥
হেন নারায়ণ যাঁর অংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস ॥
দশম শ্লোকের এই কৈল বিবরণ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥

১৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥*

নারায়ণের নাভিনাল মধ্যেতে ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥
তাঁহা ক্ষীরোদক মধ্যে শ্বেতদ্বীব নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজ ধাম ॥
সকল জীবের তেহোঁ হয় অন্তর্যামী।
জগৎ-পালক তিঁহো জগতের স্বামী ॥
যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে অধর্ম্ম সংহার ॥
দেবগণ নাহি পায় তাঁহার দর্শন।
ক্ষীরোদক-তীরে যাই করেন স্তবন ॥
তবে অবতরি করে জগৎ পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংশ ॥
সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি।
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল ॥
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ আকার ॥

* টীকা ও অনুবাদ ৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সেইত অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনে নাহি জানে আর ॥
সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গান অন্ত নাহি পান ॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে ॥
ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ॥
এত মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা শেষনাম ধরে ॥
সেইত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা ॥
এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ তত্ত্ব সীমা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা ॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য কহি।
সেহোত সম্ভবে তাহে যাতে অবতারী ॥
অবতার অবতারী অভেদ যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহ কাঁহ করি মানে ॥
কেহ কহে কৃষ্ণ, সাক্ষাৎ নর নারায়ণ।
কেহ কহে কৃষ্ণ, হয় সাক্ষাৎ বামন ॥
কেহ কহে কৃষ্ণ, ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ॥
কৃষ্ণ যবে অবতার সর্ব্বাংশ আশ্রয়।
সর্ব্ব অংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিশায় ॥
যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কয়।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নয় ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
সর্ব্ব অবতার করি লীলা সবারে দেখাই ॥
এই রূপে নিত্যানন্দ অনন্তপ্রকাশ।
এইভাবে কহে মুঞি চৈতন্যের দাস ॥
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্যলীলা।
পূর্ব্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥
বৃষ হৈয়া কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ তাঁর পদ করে সম্বাহন ॥
আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণ-প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥

১৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১১।৪০)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাকম্—

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূন্ শ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা

টীকা।—রামকৃষ্ণৌ বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ তদনুকারিশব্দান্ কুর্ব্বন্তৌ পরস্পরং যুযুধাতে। রুতৈশ্চ শব্দৈশ্চ জন্তূন্ হংসময়ূরাদীন্ অনুকৃত্য প্রাকৃতৌ যথা তথা চেরতুঃ।

অনুবাদ।—বলরাম ও কৃষ্ণ উভয়ে বৃষরূপ সাজিয়া তদনুযায়ী শব্দ করতঃ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং মধ্যে মধ্যে শব্দ দ্বারা হংসময়ূরাদি জীবের অনুকরণ পূর্ব্বক প্রাকৃত শিশুর ন্যায় ভ্রমণ করেন।

১৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।১৪)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—

ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপ-
বর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥

টীকা।—ক্বচিৎ কদাপি শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং, গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং, আর্য্যং অগ্রজং পাদসম্বাহনাদিভিঃ স্বয়ং বিশ্রাময়তি।

অনুবাদ।—কখন বা অগ্রজ বলদেব ক্রীড়াশ্রান্ত হইলে কোন গোপশিশুর ক্রোড়ে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাদমর্দ্দনাদি দ্বারা তাঁহাকে বিশ্রাম করাইয়া থাকেন।

২০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৩।৩৪)—

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বলদেববাক্যম্—

কেয়ং বা কুত আয়াতা
দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা
মেঽপি বিমোহিনী ॥

টীকা।—কা ইয়ং মায়া ? দৈবী, নারী বা আসুরী ? কুতঃ আয়াতা ? তত্র ন অন্যা মায়া সম্ভবতি, যতঃ মে মমাপি বিমোহিনী মোহকরী। ইয়ং মে মম ভর্ত্তুঃ কৃষ্ণস্য মায়া প্রায়ঃ অস্তু।

অনুবাদ।—এ কোন্ মায়া ? ইহা কি দৈবী অথবা মানবী কিংবা আসুরী মায়া ? কাহা কর্ত্তৃকই বা ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে ? ইহা অন্য মায়া বলিয়া বোধ হয় না, যখন আমারও মোহ উৎপাদন করিতেছে, তখন ইহা মৎপতি কৃষ্ণেরই মায়া হইবে।

২১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৮।৩৭)—

দুর্য্যোধনাদীন্ প্রতি শ্রীবলদেববাক্যম্—

যস্যাংঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈঃ
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেমচিরমস্য নৃপাসনং ক ॥

টীকা।—অখিললোকপালৈঃ যস্য অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজঃ চরণপদ্মরজঃ মৌল্যুত্তমৈঃ মৌলীযুক্তৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ধৃতং ; ব্রহ্মা, ভবঃ, অহমপি, শ্রীশ্চ যস্য কলায়াঃ কলাঃ, বয়ং যস্য অংঘ্রিপঙ্কজরজঃ চিরং উদ্বহেম ; তস্য নৃপাসনং ক। অপি তু কুত্রাপি নাস্তি ইত্যর্থঃ। অংঘ্রিপঙ্কজরজঃ কিম্ভূতং ?—উপাসিততীর্থতীর্থং উপাসিতানি তীর্থানি যৈর্য্যোগিভিস্তেষামপি তীর্থম্।

অনুবাদ।—লোকপালগণ যাঁহার যোগি-কুলতীর্থস্বরূপ চরণপদ্মরজঃ শিরোপরি ধারণ করেন ; ব্রহ্মা, শিব, আমি ও শ্রী যাঁহার অংশকলা এবং আমরা সকলেই যাঁহার চরণরজঃ চিরদিন বহন করিতেছি, তাঁহার আবার নৃপতি-সিংহাসনে কি প্রয়োজন ?

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥
এই মত চৈতন্যগোঁসাঞি একলা ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর ॥
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্য।
শ্রীবাসাদি আর যত লঘু সম আর্য্য ॥
সবে পারিষদ সবে লীলার সহায়।
সবা লঞা নিজ কার্য্য সাধে গৌররায় ॥
অদ্বৈত গোঁসাঞি নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ।
দুই জন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু গুরু করি মানে তিঁহোত কিঙ্কর ॥
আচার্য্য-গোঁসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারী যেহোঁ তারিল ভুবন ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥
নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ-আস্বাদন ॥
রাম লক্ষ্মণ কৃষ্ণ রামের অংশ বিশেষ।
অবতার-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ ॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশী-রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখান ॥

২২ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।২৪)—

রামাদি-মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠ-
ন্নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

টীকা।—যঃ পরমঃ পুমান্ গোবিন্দঃ স্বয়মেব কৃষ্ণঃ সমভবৎ, কিন্তু ভুবনেষু নানাবতারমকরোৎ; কিং কুর্ব্বন্?—কলানিয়মেন রামাদিমূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্। তং আদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামি।

অনুবাদ।—যে পরম পুরুষ স্বয়ং ভুবনমধ্যে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং রামাদি মূর্ত্তিসমূহে কলানিয়মে অর্থাৎ পরিমিত শক্তি সকলের প্রকাশ দ্বারা সংস্থিত হইয়া বিবিধ অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ সেই রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণা স্পর্শিমাত্র সে কৃপা তাঁহার॥
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা॥
বেদ-গুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে॥
উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ॥
অবধূত গোঁসাঞির এক ভৃত্য-প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইল তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥
মহা প্রেমময় আসি রহিল অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে॥
নমস্কার করিতে কার উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কেহ বংশী মারে কেহ বা চাপড়ে॥
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর আর অঙ্গে কম্প॥
নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র-আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তিহোঁ করে সেবা-কার্য্য॥
অঙ্গনে আসিয়া তিহোঁ না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস॥
এইত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ।
বলরামে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম॥
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না করিল রোষ॥
উৎসবান্তে গেলা তিহোঁ করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ॥
চৈতন্য গোঁসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ বিষয়ে কিছু বিশ্বাস-আভাস॥
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবেত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে॥
দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস অন্যে না করে সম্মান।
অর্দ্ধ কুক্কুটী-ন্যায় তোমার প্রমাণ॥
কিংবা দুই না মানিয়া হওত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এই মত ভণ্ড॥
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ॥
এই ত কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব॥
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন॥

নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।*
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম ॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বারবার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥
শ্যাম-চিকণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহা মল্লবীর ॥
সুবলিত হস্ত পদ কমললোচন।
পট্ট-বস্ত্র শিরে পট্ট-বস্ত্র পরিধান ॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥
চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি মত্ত মন্থর পয়াণ ॥
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম-দন্ত তাম্বূল-চর্ব্বণ ॥
প্রেমেতে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া গম্ভীর বোল বলে ॥
রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ।
চারি পাশে বেড়িয়াছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥
পারিষদগণ দেখি সব গোপবেশ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সবে কহে সপ্রেম আবেশ ॥
শিঙ্গা বংশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল চামর ঢুলায় ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব ॥
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥
অয়ে! অয়ে! কৃষ্ণদাস না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় ॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া।†
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা ॥

মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল দেখ হৈয়াছে প্রভাতে ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাহার কৃপাতে আইনু বৃন্দাবন ধাম ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহাতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয় ॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরূপ আশ্রয় ॥
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু রসভাব প্রান্ত ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধা-গোবিন্দ ॥
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-সংসারে ॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥
যে আগে পড়য়ে তার করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিলে মো হেন দুরাচার ॥
মো পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো হেন অধমে দিল শ্রীরূপ চরণ ॥
শ্রীমদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥
বৃন্দাবন পুরন্দর শ্রীমদন গোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥
রাধা ললিতাদি সঙ্গে রাস বিলাস।
মন্মথ-মন্মথ রূপে যাহার প্রকাশ ॥

* কাটোয়া নগরের নিকটে এই দুই গ্রাম।
† হাতসানি—পলহস্ত (গ্রাম্যভাষা)।

২৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্বয়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

টীকা।—শৌরিঃ শূরবংশাবির্ভূতত্বেন প্রসিদ্ধঃ কৃষ্ণঃ তাসামেব আবিরভূৎ প্রাদুর্বভূব। শৌরিঃ কিম্ভূতঃ?—স্বয়মানমুখাম্বুজঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—পীতাম্বরধরঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ?—স্রগ্বী মাল্যবান্। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ কামস্যাপি মোহকরঃ। ইতি এবম্প্রকারেণ আবিরভূদিত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—গোপীকুলের রোদন শ্রুতিমাত্র শৌরি ভগবান্‌ও পীতবাস ও বনমালা ধারণ পূর্ব্বক সহাস্য আস্যে তাঁহাদিগের নিকট এরূপ ভাবে প্রাদুর্ভূত হইলেন যেন, তিনি জগন্মোহন কন্দর্পেরও সাক্ষাৎ মোহকর।

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পাশে রাধা ললিতাদি করেন সেবন॥
নিত্যানন্দ দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
শ্রীরাধা মদনমোহন প্রভু করি দিল॥
মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন॥
বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরু-বনে।
রত্নমণ্ডপ তাহে রত্ন-সিংহাসনে॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগৎ মোহন॥
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে।
রাসাদিক লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে॥
যাঁর ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন॥
চৌদ্দভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি পুরে যাঁর করে লীলা গান॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপ গোঁসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন॥

২৪ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং (৮৭) শ্রীরূপগোস্বামীবাক্যম্—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচি-
বিস্তীর্ণদৃষ্টিং বংশীন্যস্তাধর-
কিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেন।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ
কেশিতীর্থোপকণ্ঠে মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব
যদি সখে! বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥

টীকা।—হে সখে! তব যদি বন্ধুসঙ্গে রঙ্গোঽস্তি, তদা কেশিতীর্থোপকণ্ঠে কেশিতীর্থসমীপে গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুং হরিমূর্ত্তিং মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ। কিম্ভূতাং?—বংশীন্যস্তাধরকিসলয়াং বংশীন্যস্তঃ অধরকিসলয়ঃ অধরপল্লবো যত্র সা তাং। পুনঃ কিম্ভূতাং?—চন্দ্রকেন ময়ূরপুচ্ছেন উজ্জ্বলাং। পুনঃ কথম্ভূতাং?—স্মেরাং ঈষদ্ধাস্যযুক্তাং। পুনঃ কিম্ভূতাং?—ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং ত্রিভঙ্গললিতাং! পুনঃ কথম্ভূতাং? সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং বঙ্কিমাপাঙ্গনেত্রাং। অত্র নিষেধচ্ছলেন আবশ্যবিধিরয়ং তদেতন্মাধুর্য্যে অনুভূয়মানে স্বয়মেব সর্ব্বমেব তুচ্ছং মংস্যসে তস্মাদেনামেব পশ্যেত্যভিপ্রায়ঃ।

অনুবাদ।—হে সখে! যদি বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে কেশিতীর্থ-সমীপে হাস্যযুক্ত, ত্রিভঙ্গ, বঙ্কিমনেত্র, বংশীবদন, ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত গোবিন্দমূর্ত্তি দর্শন করিও না।

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-সুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞ করে তাঁকে প্রতিমাদি জ্ঞান ॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর ॥
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে।
তাঁহার চরণ কৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ পরম-মঙ্গল ॥
যার প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥
সেই বৈষ্ণবের পদরেণু পদছায়া।
মো-হেন অধমে দিল নিত্যানন্দ-দয়া ॥
তাঁহা সর্ব্বলভ্য হয় তাঁহার বচন।
সেই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ ॥
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয়।*
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায় ॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দ গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ, মহিমা অপার।
সহস্রবদনে শেষ নাহি পায় যাঁর ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বনিরূপণং নাম
পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৫॥

* আয়—আসিয়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥

টীকা।—যস্য অদ্বৈতাচার্য্যস্য প্রসাদাৎ প্রসাদেন অজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং তস্য স্বরূপং নিরূপয়েৎ, তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং অহং বন্দে। অদ্বৈতাচার্য্যং কিম্ভূতং?—অদ্ভুত-চেষ্টিতং অতর্ক্যচেষ্টিতম্।

অনুবাদ।—যাঁহার অনুগ্রহে মূঢ় ব্যক্তিও তদীয় তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়, সেই অতর্ক্য-চেষ্টিত (অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন) শ্রীমান্ অদ্বৈতাচার্য্যকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পঞ্চ শ্লোকে কহিল শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব ॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াং—

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥*
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥†

অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥

* ইহার টীকা অনুবাদ প্রভৃতি ৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

যে পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ।
এক এক মূর্ত্ত্যে করে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥
সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষে তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ।
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধানে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণে ॥
জগৎ মঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা মঙ্গল যাঁর নাম ॥
কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার
এত লৈয়া সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥
মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান।
মায়া নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান ॥
পুরুষ প্রকৃতি ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান লঞা।
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ।
অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥*
নিমিত্তাংশে কহেন তিঁহো মায়াতে ঈক্ষণ
উপাদান অদ্বৈত করে ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন ॥
অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥
সেই নারায়ণের অঙ্গ মুখ্য অদ্বৈত।
অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥†

* যিনি পরমেশ্বরের অংশস্বরূপ ও প্রকৃতির গুণাবলম্বীবৎ হইয়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকারী ও বিবিধ অবতারবিশিষ্ট, তিনিই পুরুষ শব্দে কীর্ত্তিত।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয় ॥
অংশ না কহিয়া কেন কহ তাঁরে অঙ্গ।
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥
মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ হৈতে অদ্বৈত পূর্ণনাম ॥
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন।
অবতরি কৈল এবে ভক্তি প্রবর্ত্তন ॥
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম তাঁর অদ্বৈত আচার্য্য ॥
দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য্য।
বৈষ্ণবের গুরু তিঁহো জগতের আর্য্য ॥
কমল নয়নের তিঁহো যাতে অঙ্গ অংশ।
কমলাক্ষ করি ধরে নাম অবতংস ॥
ঈশ্বর সারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য্য ॥
যাঁহার তুলসীজলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যেরে অবতারে ॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার ॥
আচার্য্য গোঁসাঞির গুণ মহিমা অপার।
জীব কীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥
আচার্য্য গোঁসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ ॥
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত-মুখ-নেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম ॥
এই সব লইয়া চৈতন্য প্রভুর বিহার।
এই সব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার ॥
মাধবেন্দ্র পুরীর ইহোঁ শিষ্য এই জ্ঞানে।
আচার্য্য গোঁসাঞিরে প্রভু গুরু করি মানে ॥

লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষণ।
স্তুতি ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণ বন্দন॥
চৈতন্য গোঁসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভুজ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥
সেই অভিমান সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু॥
মুঞি দাস চৈতন্যের আর নিত্যানন্দ।
সদা ভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তিঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া বিনতি॥
দাস্য ভাবে আনন্দিত পারিষদ্‌গণ।
বিধি ভব নারদ আর শুক সনাতন॥
নিত্যানন্দ অবধূত সভাতে আগল।*
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল॥
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর।
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর॥
এ সব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করিল উন্মত্ত॥
এই মত গায় নাচে করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে হও চৈতন্যের দাস॥
চৈতন্য গোঁসাঞি মোরে করে গুরু জ্ঞান।
তথাপি আমার হয় দাস অভিমান॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ॥
অন্যের কা কথা সেই নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
শুদ্ধবাৎসল্য ঐশ্বর্য্য জ্ঞান নাহি যাঁর।
তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য অনুকার॥†

* আগল—অগ্রগণ্য। † অনুকার—অনুকরণ।

তিঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখ বাণী তাহাতে প্রমাণে॥
শুন উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
তিঁহো ঈশ্বর হেন যদি তোমার মনে লয়॥
তথাপি তাঁহাতে হয় মোর মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর রতি॥

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৬৬)—

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য নন্দবাক্যম্—

মনসো বৃত্তয়ো ন স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু॥

টীকা।—নোঽস্মাকং মনসো বৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপদাম্বুজাশ্রয়াঃ স্যুঃ। অস্মাকং বাচঃ নাম্নাং অভিধায়িনীঃ স্যু। অস্মাকং কায়ঃ তৎপ্রহ্বণাদিষু তৎপ্রণামাদিষু রতঃ ভবতুঃ।

অনুবাদ।—যখন উদ্ধব অশ্বারোহণে মথুরায় যাইতেছেন, তখন নন্দ ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, হে উদ্ধব! আমাদিগের মনোগতি সকল কৃষ্ণ চরণ-পদ্মাশ্রিত হউক, আমাদিগের বাক্য তদীয় নাম-গুণগানে এবং আমাদিগের শরীর তৎ-প্রতি প্রণামাদিতে নিযুক্ত হউক।

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৬৭)—

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য নন্দবাক্যম্—

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্কাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈরতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥

টীকা।—কর্ম্মভিঃ নিজনিজ কর্ম্মভিঃ করণৈঃ যত্র ক্কাপি ঈশ্বরেচ্ছয়া ভ্রাম্যমাণানাং নানাযোনিষু গতানাং নঃ অস্মাকং সম্বন্ধে মঙ্গলাচরিতৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ দানৈশ্চ ঈশ্বরে কৃষ্ণে রতির্ভবতু।

অনুবাদ।—আমরা স্ব-স্বকৃত কর্ম্ম-নিবন্ধন ঈশ্বরেচ্ছায় যে কোন যোনিতে পরিভ্রমণ করি, আমাদিগের পুণ্যকর্ম্ম ও দান দ্বারা সেই পরমেশ্বর কৃষ্ণের প্রতি আমাদিগের মতি হউক।

শ্রীদামাদি ব্রজের যত সখা নিচয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান হীন কেবল সখ্যময়॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধ আরোহণ।
তার দাস্যভাবে করে চরণ সেবন॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।১৭)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥

টীকা।—কেচিৎ সখায়ো মহাত্মনঃ তস্য কৃষ্ণস্য পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কৃতবন্তঃ; অপরে সখায়ো ব্যজনৈস্তং সমবীজয়ন্; ময়ূরপক্ষাদিভিশ্চ বনলতাচমরীচামরাদিভি র্ব্যজনৈশ্চ সমবীজয়ন্। অপরে কিম্ভূতাঃ? —হতপাপ্মানঃ।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ শয়ান হইলে কতিপয় সখা গোপবালক তদীয় পদসেবা করে এবং অপর কতিপয় নিষ্পাপ বালকেরা ময়ূরপক্ষাদি নির্ম্মিত ব্যজন দ্বারা এবং বনলতা বা চামর দ্বারা ব্যজন করিতে থাকে।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ সবা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী অভিমান॥

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।৬)—

ব্রজজনার্ত্তিহন্! বীর! যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে! ভবৎ-কিঙ্করীঃ স্ম
নো জলরুহাননং চারু দর্শয়॥

টীকা।—হে বীর! হে ব্রজজনার্ত্তিহন্! হে ব্রজজনানাং দুঃখহারিন্! হে নিজজন-স্ময়-ধ্বংসনস্মিত! নিজজনানাং যঃ স্ময়ো গর্ব্বস্তস্য ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যস্য হে তথাভূত! হে সখে! ভবৎ-কিঙ্করীঃ নোঽস্মান্ ভজ আশ্রয় স্ম। প্রথমং চারু মনোহরং জলরুহাননং কমলবদনং নো দর্শয় ইতি।

অনুবাদ।—গোপিকারা বলিলেন, হে সখে! তুমি ব্রজবাসিনীগণের দুঃখহারী। হে বীর! ত্বদীয় হাস্য নিজজনের গর্ব্বহারক, আমরা তোমার কিঙ্করী। করুণাপূর্ব্বক আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান কর। আমরা নারীজাতি, প্রথমে আমাদিগকে চারু বদন-পদ্ম দেখাও।

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।২১)—

উদ্ধবং প্রতি গোপীবাক্যম্—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্ত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
কচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু॥

টীকা।—বত হর্ষে, হে সৌম্য! গুরুকুলাৎ আগত্য আর্য্যপুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অধুনা কিং মধুপুর্য্যাং বর্ত্ততে? সঃ পিতৃগেহান্, বন্ধূংশ্চ গোপান্ কিং স্মরতি? সঃ কচিদপি

কিঙ্করীণাং নঃ অস্মাকং কথাঃ কিং গৃণীতে? কদাচিদপি নোঽস্মাকং বার্ত্তাঃ কিং ব্রূতে? অগুরুবৎ সুগন্ধং ভুজং নো মূর্দ্ধ্নি কদানুধাস্যতি?

অনুবাদ।—তৎপরে গোপিকারা ভ্রমর-সহ সম্মন্ত্রিত হইয়া আনন্দভরে কহিতে লাগিলেন, হে সৌম্য! আর্য্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণ গুরুগৃহ হইতে আগমন পূর্ব্বক অধুনা কি মধুপুরীতে বিরাজ করিতেছেন? তিনি কি পিতৃগৃহ এবং বন্ধুবর্গকে স্মরণ করেন? আমরা তদীয় কিঙ্করী, আমাদিগের কথা কি কখন জিজ্ঞাসা করেন? তিনি কবে আগমন পূর্ব্বক অগুরুসদৃশ সুগন্ধ কর আমাদিগের শিরোপরি স্থাপন করিবেন?

তাঁ সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হইতে সকলাংশে পরম অধিকা॥
তিঁহো যাঁর দাসী হৈয়া করেন সেবন।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৩৯)—

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রীরাধিকাবাক্যম্—

হা নাথ! রমণপ্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥

টীকা।—হা নাথ! হা রমণ! হা প্রেষ্ঠ! ক্বাসি? হা মহাভুজ! ক্বাসি? কুত্রাসি? হে সখে! তে তব দাস্যাঃ কৃপণায়া দীনায়াঃ সম্বন্ধে সন্নিধিং দর্শয়।

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধিকা বিলাপ পূর্ব্বক বলিলেন, হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! তুমি কোথায়? হা মহাবাহো! তুমি কোথায়? হে সখে! আমি তোমার দাসী, আমি অতীব দীনা, আমাকে সন্নিধান দর্শন প্রদান কর?

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাহ আপনাকে মানে কৃষ্ণ দাসী॥

১০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৩।১১)—

দ্রৌপদীং প্রতি কালিন্দীবাক্যম্—

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্-
গৃহমার্জ্জনী॥

টীকা।—সখ্যা অর্জ্জুনেন। তস্য গৃহসম্মার্জ্জনকর্ত্রী। মা মাং সখ্যা সহোপেত্য ননু তপশ্চরণাদিনা তস্য যোগ্যা ভার্য্যা। তস্যা গৃহমার্জ্জনী চ দাসী, ন চ পত্নীত্ব-যোগ্যা ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—কালিন্দী বলিল, আমি শ্রীহরির চরণস্পর্শ প্রার্থনায় তপশ্চরণে নিযুক্ত ছিলাম, ইত্যবসারে কৃষ্ণ নিজ সখা অর্জ্জুনের সহিত আগমন পূর্ব্বক মদীয় পাণিগ্রহণ করিলেন; তদবধি আমি ইঁহার গৃহমার্জ্জনকারিণী দাসী হইয়া রহিয়াছি।

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৩।৩৯)—

দ্রৌপদীং প্রতি মহিষীবাক্যম্—

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম॥

টীকা।—ইমা অষ্টৌ বয়ং সর্ব্বসঙ্গ-নিবৃত্ত্যা তপসা স্বধর্ম্মেণ চ অদ্ধা সাক্ষাৎ তস্য গৃহদারিকা বভূবিম।

অনুবাদ।—শ্রীলক্ষ্মণা বলিলেন, এই প্রকারে আমরা বহু তপশ্চরণ দ্বারা সর্ব্ব-সঙ্গ বিসর্জ্জন করতঃ সেই আত্মারামের গৃহদাস্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

আনের কি কথা বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্যাদিময় ॥
তিঁহো আপনাকে করে দাস ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন জনা ॥
সহস্রবদন যেহোঁ শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিঁহো সর্ব্ব অবতংস ॥
তিঁহো যে করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস ॥
কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর ॥
পিতা মাতা গুরু সখা ভাব কেন নয়।
প্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয় ॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্ব-সেব্য জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর ॥
কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ।
চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস ॥
ইহা কহি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেক বসিল আচার্য্য হৈয়া সুস্থির ॥
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥
তাঁর অবতার এক শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তিঁহো কৈল সর্ব্বক্ষণ ॥
সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥
তাঁহার প্রকাশ ভেদ অদ্বৈত আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে সদা তাঁর ভক্তি কার্য্য ॥
বাক্যে কহে মুঞি চৈতন্যের অনুচর।
মুঞি তার ভক্ত বলি মানে নিরন্তর ॥
জল তুলসী দিয়া করে চরণ সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন।
পৃথ্বী ধরে যেই সেই শেষ সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি করে কৃষ্ণের সেবন ॥
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সব ভক্তির আচার ॥
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত অবতার।
ভক্ত-অবতার পদ উপরি সবার ॥
অতএব অংশী কৃষ্ণ অংশ অবতার।
অংশী অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ আচার ॥
জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে হয় প্রভুজ্ঞান।
কনিষ্ঠভাবে আপনাকে ভক্ত অভিমান ॥
কৃষ্ণ সমতা হৈতে ভক্তভাব বড় পদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণভক্ত বড় করি মানে।
তাহাতে সকল শাস্ত্র বচন প্রমাণে ॥

১২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।১৫)—

উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

টীকা।—উদ্ধবং প্রতি ঈশ্বরস্য বচনং।—ভবান্ ত্বং যথা মে মম প্রিয়ঃ, তথা আত্মযোনির্ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণঃ শ্রীর্লক্ষ্মীঃ, আত্মা দেহশ্চ প্রিয়তমো ন ভবতি।

অনুবাদ।—কৃষ্ণ উদ্ধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, হে উদ্ধব! তুমি যেরূপ আমার প্রিয়তম, আত্মযোনি ব্রহ্মা, মহাদেব, প্রিয়তমা লক্ষ্মী এবং মদীয় নিজ আত্মাও সেরূপ প্রিয় নহে।

কৃষ্ণ সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ ॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত্য নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন ॥
অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন মাধুর্য্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈল অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে সর্ব্ব ভাবে পূর্ণ ॥
নানা ভক্ত ভাবে করে স্বমাধুর্য্য পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥
মূল ভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞির মহিমা অপার
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥
কীর্ত্তন প্রচারি কৈল জগৎ তারণ।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক পাইল প্রেমধন ॥
অদ্বৈত মহিমানন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥
আচার্য্য চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ।
তাহার যে তত্ত্ব কহি বড় অপরাধ ॥
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ আর্য্য ॥
দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার এবে শুন ভক্তগণ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বনিরূপণং নাম
ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য ভক্তিপ্রেমবদান্যতা ॥

টীকা।—শ্রীচৈতন্যং নত্বা, অস্য ভক্তিপ্রেমবদান্যতা লিখ্যতে। শ্রীচৈতন্যং কিম্ভূতং?—অগত্যেকগতিং অগতীনামেকা অনন্যা গতিঃ শরণং, পুনঃ কিম্ভূতং?—হীনার্থাধিকসাধকং হীনানাং সজ্জন্ম-কর্ম্ম-রহিতানামতিনীচজনানাং যে অর্থাঃ প্রয়োজনানি ধর্ম্মাদয়ো বা তেষামধিকং যথা স্যাত্তথা সাধকং।

অনুবাদ।—[গ্রন্থকার বলিতেছেন],—যিনি অগতির একমাত্র গতি, এবং যিনি সজ্জন্ম-কর্ম্ম-রহিত নীচজনের ধর্ম্মাদি প্রয়োজনের সাধক, আমি সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করতঃ তাঁহার প্রেমভক্তির বদান্যতা লিখিতেছি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত লহ সেই ধন্য ॥
পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার।
গুরু তত্ত্ব কহিয়াছি শুন পাঁচের বিচার ॥
পঞ্চ তত্ত্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য সঙ্গে।
পঞ্চ তত্ত্ব লঞা করে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে ॥

পঞ্চ তত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তাঁর বিবিধ বিভেদ ॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত-
শক্তিকম্ ॥*

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর ॥
রাসাদি-বিলাসী ব্রজললনা-নাগর।
আর যত দেখ সব তাঁর পরিকর ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥
একলে ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥
কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনাস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোঁসাঞি।
ভক্ত-স্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই ॥
ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্য গোঁসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই ॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥
এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধক জানি ॥
শ্রীনিবাস আদি কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধ-ভক্ত-তত্ত্ব মধ্যে তা সবার গণন ॥
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর শক্তি অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন তাঁহার ॥
যাঁ সবা লইয়া প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁ সবা লইয়া করে কীর্ত্তন প্রচার ॥
যাঁ সবা লঞা করে প্রেম আস্বাদন।
যাঁহা সবা লৈঞা দান করে প্রেমধন ॥
সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥
পাঁচে মেলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়ে পিয়াইয়া হয়ে মত্ত।
নাচে গায় হাসে কান্দে যৈছে মদমত্ত ॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান
যেই যাহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার, প্রেম শত গুণ বাড়ে ॥
উথলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা আদি সবারে ডুবায় ॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের মন ॥
জগৎ ডুবিল জীবের হৈল বীজ নাশ।
তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস ॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবনে ॥
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম ॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুইতে নারিল ॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাতে আমি করিল যতন ॥
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ
তা সবা ডুবাতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈল অঙ্গীকার ॥
চব্বিশ বৎসর ছিল গৃহস্থ আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতি ধর্ম্মে ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পলাঞাছিল তার্কিকাদিগণ ॥

* ইহার টীকা, অনুবাদ, প্রভৃতি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পড়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত।
তারা আসি প্রভু-পদে হয় অবনত ॥
অপরাধ ক্ষমাইল ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইব প্রভুর প্রেম মহাজালে ॥
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী ॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদীগণ তাঁরে লাগিল নিন্দিতে ॥*
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন।
না করে বেদান্তপাঠ করে সঙ্কীর্ত্তন ॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফিরে ভাবুকের সনে ॥
এ সব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমনে ॥
সেখানেতে নানাকীর্ত্তি প্রেম প্রয়োজন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥
কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥
সনাতন গোঁসাঞি আসি তাঁহাই মিলিলা।
তাঁরে শিক্ষাইতে প্রভু দুমাস রহিলা ॥
তাঁরে শিক্ষাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
ভাগবত আদিশাস্ত্রে যত গূঢ় মর্ম্ম ॥
ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্র তপন।
দুঃখী হঞা প্রভু-পদে কৈল নিবেদন ॥
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন ॥
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ ॥

ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাগো দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ।
তুমি আইস পূর্ণ তবে হয় মোর মন ॥
না যাহ সন্ন্যাসী গোষ্ঠী ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ॥
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার ॥
সে বিপ্র জানেন প্রভু না যান কারো ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥
আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্র ভবনে।
দেখিলেন বসিয়াছে সন্ন্যাসীর গণে।
সভা নমস্কারি গেলা পাদ-প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালন করি, বসিলা সেই স্থানে ॥
বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহা তেজোময় বপু কোটি সূর্য্যভাস ॥
প্রভাবে আকর্ষিল সর্ব্ব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসীগণ ছাড়িয়া আসন।
প্রকাশানন্দ নামে সর্ব্ব সন্ন্যাসী প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥
ইহা আইস, ইহা আইস, শুনহ শ্রীপদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস, কিবা অবসাদ ॥
গোঁসাঞি কহেন আমি হীন সম্প্রদায়।
তোমা সভাতে মো রবসিতে না জুয়ায় ॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥
পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য ॥
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে ॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লৈয়া কর সঙ্কীর্ত্তন ॥

* মায়াবাদী—দেহাত্মবাদী।

বেদান্ত পঠন প্রধান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন কর ভাবকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখি যে তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ॥
প্রভু কহে শ্রীপাদ শুন ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণ নাম হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাই আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে॥

৩ শ্লোক।

তথাহি বৃহন্নারদীয়বচনম্—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

টীকা।—কলৌ হরের্নাম এব কৃষ্ণপ্রাপ্তিকারণং, নান্যৎ, যতো নাম্নি রূপে চ শ্রীকৃষ্ণস্যাবির্ভাবঃ। অতো নাম্নি সর্ব্বেষাং নিস্তার এবাধিক্যে বারত্রয়ং এবকারঃ। কেবলশব্দেন নিশ্চয়ার্থঃ। যেন জনেন অন্যথা ক্রিয়তে, তস্য গতির্নাস্তি নাস্ত্যেব নিশ্চিতমিদং পুনরেবকারাৎ।

অনুবাদ।—কলিকালে কেবল হরিনাম ব্যতীত, হরিনাম ব্যতীত, হরিনাম ব্যতীত, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই।

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য করিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত॥
তবে ধৈর্য্য ধরি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাম আমি ধৈর্য্য নহে মনে।
এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি তার কিবা বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥*
কৃষ্ণবিষয় প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণনামের ফল কৃষ্ণপ্রেমা শাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥†

---

* ভাব—শুদ্ধসত্ত্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্য্যরশ্মির সাদৃশ্যশালী এবং ভগবৎ-প্রাপ্ত্যভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যবাঞ্ছা ও সৌহার্দ্দ ভাবাভিলাষ দ্বারা মনের স্নিগ্ধতাজনক ভক্তি। প্রেম—যাহা হইতে মন সর্ব্বদা বিমল হয় এবং যাহা নিরতিশয় মমতাবিশিষ্ট এরূপ ভাব গাঢ় হইলেই তাহার নাম প্রেম।

† স্বেদ—ভীতি, রোষ ও হর্ষাদি জন্য দেহের ক্লেদ। কম্প—হর্ষ, ভয়, রোষ প্রভৃতি দ্বারা দেহের চাঞ্চল্য। রোমাঞ্চ—ভয়, উৎসাহ, আশ্চর্য্য দর্শন, হর্ষ প্রভৃতি জনিত রোমোদ্গম। অশ্রু—বিষাদ, হর্ষ, রোষ প্রভৃতি বশতঃ নেত্রে জলোদ্গম। গদ্গদ স্বর—রোষ, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময় প্রভৃতি জনিত স্বর ভেদ। বৈবর্ণ—ভয়, রোষ, বিষাদ প্রভৃতি জনিত বর্ণবিকার। উন্মাদ—অধিক আনন্দ, অত্যন্ত বিপদ ও বিরহাদি জন্য হৃদ্‌ভ্রম। বিষাদ—আরব্ধ কর্ম্মে অসিদ্ধি, অপরাধ, বিপদ, ইষ্ট দ্রব্যের অভাব প্রভৃতি জনিত অনুতাপ। ধৈর্য্য—দুঃখাভাব জ্ঞান, উত্তমবস্তু প্রাপ্তজন্য মনের অচাঞ্চল্য। গর্ব্ব—রূপ, গুণ, ইষ্টদ্রব্যলাভ, সৌভাগ্য প্রভৃতি জন্য পরের প্রতি অবজ্ঞা।

এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণ আনন্দ-সুখ সাগরেতে ডুবায় ॥
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ ॥
নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নাম উপদেশি তার ত্রিভুবন।
এত বলি পুনঃ শ্লোক শিখাইলা মোরে।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪০)—

এবং বৃতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

টীকা।—স ভক্তঃ এবং বৃতঃ এবং ব্রতং ব্রতং যস্য সঃ। দ্রুতচিত্তে দ্রবীভূতচিত্তে স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগঃ উচ্চৈর্হসতি, রৌতি, শব্দং করোতি, গায়তি, উন্মাদবৎ নৃত্যতি। পুনঃ কথম্ভূতঃ ?—লোকবাহ্যঃ লোকরহিতঃ।

অনুবাদ।—এইরূপ পুরুষ নিজ প্রিয়তম হরির নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমোৎপত্তিবশতঃ শ্লথহৃদয় হইয়া উন্মাদবৎ কখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখন বা ক্রন্দন, কোন সময়ে আক্রোশন, কোন সময়ে গান এবং কোন সময়ে বা নৃত্য করেন।

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি।
নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম সঙ্কীর্ত্তন করি ॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই, নাচি নাই আমি আপন ইচ্ছায় ॥

হর্ষ—লাভ ও ইষ্টবস্তু দর্শনাদি জনিত মনের প্রসন্নতা। দৈন্য—অপরাধ, দুঃখ, ভয় প্রভৃতি জনিত দৌর্ব্বল্য।

কৃষ্ণনামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি
জগদ্গুরো ॥

টীকা।—হে জগদ্গুরো ! হে ঈশ্বর ! ত্বৎসাক্ষাৎকরণেনান্তঃকরণে য আহ্লাদঃ পরমপরমানন্দ এব, স এব বিশুদ্ধাব্ধিঃ প্রেমানন্দরসাব্ধিস্তত্র স্থিতস্য মে মম সম্বন্ধে ব্রাহ্মাণি ব্রহ্মানন্দময়ানি সুখানি গোষ্পদায়ন্তে গোষ্পদপ্রমাণগর্ত্ত ইব ভবন্তি।

অনুবাদ।—প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, হে জগদ্গুরো ! আমি ভবদীয় সাক্ষাৎকরণরূপ বিশুদ্ধ আহ্লাদসাগরে মগ্ন রহিয়াছি, আমার সম্বন্ধে অন্য সুখের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মসম্বন্ধীয় আনন্দও গোষ্পদবৎ অনুমিত হইতেছে।

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরে গেল কহে মধুর বচন।
যে কিছু কহিলে তুমি সব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয় ॥
কৃষ্ণভক্তি কর ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেন, তার কিবা দোষ ॥
এত শুনি হাসি প্রভু বলিল বচন।
দুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন ॥
ইহা শুনি বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন ॥

তোমার প্রভাবে সবা আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥
প্রভু কহে বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ।
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।*
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি এই দোষ সব ॥
উপনিষৎ সহ সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥
গৌণীবৃত্তি যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।†
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্ব কার্য্য ॥
তাহার নাহিক দোষ ঈশ্বর আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থে কৈল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥
ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান ॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে নিরাকার ॥
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ॥
তাঁর দোষ নাহি তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ ॥
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা বিষ্ণুপুরাণ ইথে পরম প্রমাণ ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াম্ (৭।৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

টীকা।—ইয়ং তু অপরা জড়ত্বাৎ নিকৃষ্টা ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টাং অন্যাং জীবভূতাং জীবনস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি। হে মহাবাহো! যয়া চেতনয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণ ইদং জগৎ ধার্য্যতে।

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতি অপরা বলিয়া কথিত হয়। হে মহাবাহো! এই অপরা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন জীবরূপী পরা প্রকৃতি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাকে তুমি বিদিত হও!

৭ শ্লোকে।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।

টীকা।—পরা বিষ্ণুশক্তিঃ প্রোক্ত কথিতা, সচ্চিদানন্দরূপা, তথা অপর ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবভূতা শক্তিঃ অবিদ্যা স কর্ম্মসংজ্ঞা ইষ্যতে দৃশ্যতে।

অনুবাদ।—বিষ্ণুশক্তি ত্রিবিধ;—পরা ক্ষেত্রজ্ঞা, অপরা অবিদ্যা এবং তৃতীয় কর্ম্মাখ্যা। ইহাদিগের অপর নাম অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও তটস্থ জীবশক্তি।

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহত্ত্ব ॥
ব্যাসের সূত্রে কহে, পরিণাম-বাদ।*
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠিল বিবাদ ॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি ॥†

* ভ্রম—এক দ্রব্যে অন্যদ্রব্যজ্ঞান। প্রমাদ—অমনোযোগিতা। বিপ্রলিপ্সা—অন্যত্র চিত্তবিক্ষেপ। করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা।

† মুখ্যাবৃত্তি—শব্দশ্রুতিমাত্র সহজে অর্থবোধ করা। গৌণীবৃত্তি—প্রকৃতার্থ ত্যাগপূর্ব্বক কষ্টে অর্থ করা।

* এক দ্রব্যের অন্যদ্রব্যরূপে অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণাম। যেমন মৃত্তিকার পরিণাম ঘট।

† স্বরূপতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যদি অবস্থান্তরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্তবাদ। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান।

বস্তুত পরিণাম-বাদে সেইত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান ॥
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎ রূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্য-শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাতে দৃষ্টান্ত ধরি ॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য-শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি এ কোন বিস্ময় ॥
প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম ॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥
প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্য করি তত্ত্বমসির স্থাপন ॥
সর্ব্ববেদসূত্রে কহে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যাবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান ॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রমাণতা হানি ॥
এই মত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণ অর্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥
এই মত প্রতিসূত্র করেণ দূষণ।
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥
সকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ নহে সে বিবাদ ॥
আচার্য্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি।
সম্প্রদায় অনুরোধে তবু নাহি মানি ॥
মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থে লাগাইল প্রভু সূত্র সকল ॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের ভগবান্ সে সম্বন্ধ ॥
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥
ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায় ॥*
সেই সর্ব্ববেদের অভিধেয় নাম।
সাধনভক্তিতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥†
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যে তার নাহি হয় রাগ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥
প্রেম হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেম হৈতে পাই কৃষ্ণ সেবাসুখরস ॥
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থে সব সূত্র পর্য্যবসান ॥
এই মত সবসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
অপরাধ ক্ষম পূর্ব্বে যে কৈনু নিন্দন ॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসী ফিরি গেল মন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥
এই মত তা সবার ক্ষমি অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণ নাম করিলা প্রসাদ ॥‡
তবে সন্ন্যাসীর গণ মহাপ্রভু লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সর্ব্বমধ্যে বসাইয়া ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসা ঘর।
হেন চিত্রলীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সবাকার মন ॥

* শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, ভক্তি এই নব প্রকার। পাদসেবন—পরিচর্য্যা। দাস্য—কর্ম্মার্পণ। সখ্য—বিশ্বাস। আত্মনিবেদন—দেহ সমর্পণ।

† শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চনাদি দ্বারা সাধনীয়া সামান্য ভক্তির নাম সাধনভক্তি।

‡ 'কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ'—প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণনাম উপদেশ দিলেন।

প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব্ব বারাণসী ॥
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোকে হৈল মহাধন্য ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥
প্রভু যবে যায় বিশ্বেশ্বর দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে ॥
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাহা সব লোক আসি হয় মহাভিড়ে ॥
বাহু তুলি বলে প্রভু বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি ॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন ॥
রাত্রি দিবস লোকের শুনি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥
এই লীলা আগে কহিব বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইঁহা প্রসঙ্গ পাইয়া ॥
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিকে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে ॥
আপনে দক্ষিণ দেশে করিল গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ॥
এইত কহিল পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান।
যাহার শ্রবণে হয় গৌরতত্ত্ব জ্ঞান ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত তিন জন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ ॥
সবার চরণপদ্মে করি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য বিহার ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
পঞ্চতত্ত্বার্থনিরূপণং নাম সপ্তমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে
জড়োঽপ্যয়ম্ ॥

টীকা।—তং ভগবন্তং চৈতন্যদেবমহং বন্দে। যস্য ইচ্ছয়া প্রসভং হঠাৎ চিত্রং চিত্রনির্ম্মাণং নৃত্যতে। যস্য ইচ্ছা চিত্রং নর্ত্তয়তি, অজ্ঞো জড়োপি অয়ং জনো লেখরঙ্গে পণ্ডিতো ভবতি।

অনুবাদ।—যাঁহার ইচ্ছায় চিত্রিত পদার্থও হঠাৎ নৃত্য করে, এবং যাঁহার ইচ্ছাবশে এই জড় ব্যক্তি লিখনরূপ রঙ্গক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছে অর্থাৎ লিখিতেছে, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দো সবার চরণ ॥
মূক কবিত্ব করে যে সবের স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে ॥

এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।
তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল॥
এ সব না মানে যেই করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি॥
পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদ ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥

মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপায় প্রভু করিল সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দোষ হইবে নিস্তার॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না মানে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হৈলে তাঁরে অসুরে গণন॥
অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধ বাহু হৈয়া।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥
যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
তর্ক শাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

২ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-লহর্য্যাম্ চতুর্স্ত্রিংশাঙ্কধৃত তন্ত্রবচনম্।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥

টীকা।—মহাদেববচনমিদং। জ্ঞানতঃ মুক্তিঃ সুলভা; যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ ভুক্তিঃ সুলভা; কিন্তু সা ইয়ং হরিভক্তিঃ সাধন-সাহস্রৈঃ সুদুল্ল ভা দুষ্প্রাপ্যা।

অনুবাদ।—মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন, দেবি! জ্ঞান দ্বারা অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় এবং যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা ভুক্তি লাভ হয়; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন দ্বারাও শ্রীহরিভক্তি অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেম ভক্তি না দেন রাখে লুকাইয়া॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।৬।১৮)—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ! ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥

টীকা।—হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দঃ ভবতাং যদূনাং সম্বন্ধে ক চ কুত্রাপি পতিঃ রক্ষাকর্ত্তা ভবতি, ক চ অলং যথা স্যাত্তথা গুরুঃ, ক চ দৈবং, ক চ প্রিয়ঃ ইষ্টং, ক চ কুলপতির্ভবতি, বো যুষ্মাকং সম্বন্ধে ক্বচিৎ সারথ্যাদিকর্ম্মণি কিঙ্করো ভবতি। হে অঙ্গ! যো যুষ্মাকং সম্বন্ধে ভগবানেবাস্তি, ভজতাং জনানাং মুক্তিং দদাতি, কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তি-যোগং দদাতি। এতাবতা প্রেমসম্বন্ধং বিনা প্রেমভক্তিং ন দদাতীত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—শুকদেব পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ কোন সময়ে তোমাদিগের ও যদুগণের সম্বন্ধে পতি, (পালনকর্ত্তা), কোন সময়ে গুরু, (উপদেষ্টা), কোন সময়ে দৈব, (উপাস্য), কোন সময়ে প্রিয়, কখন বা কুলপতি এবং কখন বা সারথ্যাদি কার্য্যে তোমাদিগের কিঙ্করস্বরূপ হইয়াছেন। হে অঙ্গ! সেই ভগবান্ তোমাদিগের সম্বন্ধে এই প্রকার হন এবং যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে ভজনা করে, তাহা-

দিগকেও মুক্তি প্রদান করেন; কিন্তু তিনি কদাচ কোন ব্যক্তিকে ভক্তিযোগ প্রদান করেন না।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
আউলায় সর্ব্ব অঙ্গ অশ্রু গঙ্গা বয়॥*
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিতে অপরাধীর না হয় বিকার॥

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।২৪)—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

টীকা।—যৎ হৃদয়ং গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ উচ্যমানৈর্হরিনামভির্ন বিক্রিয়েত, তদিদং হৃদয়ং অশ্মসারং পাষাণময়ং। বিকারো নিরূপ্যতে।—নেত্রে জলং, গাত্ররুহেষু রোমসু হর্ষঃ উদ্‌গমঃ।

অনুবাদ।—শৌনক মুনি সূতকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, হে সূত! শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকারের উৎপত্তি না হয় এবং বিকার জন্মিলেও যদি চক্ষুতে অশ্রু ও দেহে রোমাঞ্চ উদ্গত না হয়, তাহা হইলে সেই হৃদয় প্রস্তরসম কঠিন।

* আউলায়—শিথিল হইয়া যায়।

এক কৃষ্ণ-নাম করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভব ক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামে ফল পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।*
কৃষ্ণনাম বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

* অপরাধ দুই প্রকার;—নামাপরাধ ও সেবাপরাধ। নামাপরাধ ও সেবাপরাধরূপ বৈষ্ণবাপরাধ থাকিলে সেই অপরাধীকে প্রেমদান করিতে কৃষ্ণনামও অক্ষম। নামাপরাধ দশবিধ, যথা—সৎসমূহের নিন্দা, বিষ্ণু নাম হইতে ভিন্নরূপে শিবনামাদির ভাবনা, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা বেদের বা বেদানুমোদিত শাস্ত্রের নিন্দা, হরিনামের মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতিমাত্র প্রভৃতি মনন, প্রকারান্তরে নামের অর্থ কল্পন, নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, অন্য শুভ কার্য্যের সহিত নামের তুল্যত্ব ভাবনা, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ এবং নামমাহাত্ম্য শুনিয়া তাহাতে অবিশ্বাস। এই দশবিধ নামাপরাধ অবশ্য পরিত্যাজ্য। সেবাপরাধ দ্বাত্রিংশবিধ, যথা—(১) যানারূঢ় হইয়া বা পাদুকা ধারণ করিয়া ভগবৎ মন্দিরে প্রবেশ, (২) ভগবৎ সম্বন্ধীয় দোল প্রভৃতি উৎসব না করণ, (৩) তৎসম্মুখে প্রণাম না করণ, (৪) উচ্ছিষ্টলিপ্ত শরীরে কিংবা অশৌচ অবস্থায় ভগবদ্বন্দনাদি, (৫) এক হস্ত দ্বারা প্রণতি, (৬) কৃষ্ণের সম্মুখে প্রদক্ষিণ, (৭) ভগবানের অগ্রে পদপ্রসারণ, (৮) বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ জানু ও জঙ্ঘা বন্ধন, (৯) শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন, (১০) আহার, (১১) মিথ্যাবাক্য, (১২) উচ্চৈস্বরে ভাষণ, (১৩) পরস্পর সম্ভাষণ, (১৪) ক্রন্দন, (১৫) কলহ, (১৬) কাহার প্রতি নিগ্রহ, (১৭) কাহার প্রতি অনুগ্রহ, (১৮) কৃষ্ণমূর্ত্তির সম্মুখে সাধারণ ব্যক্তির প্রতি কর্কশবাক্য, (১৯) কম্বলাবরণ দিয়া সেবাদি কার্য্য করণ, (২০) ভগবানের সম্মুখে পরনিন্দা, (২১) পরস্তুতিবাদ, (২২) অশ্লীলবাক্য প্রয়োগ, (২৩) অধোবায়ু নিসর্জ্জন, (২৪) সামর্থ্য থাকিতেও পুষ্পতুলস্যাদি আহরণ না করিয়া জলমধ্যে পূজা নির্ব্বাহ করণ, (২৫) অনিবেদিত ভোজন, (২৬) যথাকালোৎপন্ন ফলাদি ভগবান্‌কে অসমর্পণ, (২৭) আহৃত বস্তুর অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া পরে ভগবান্‌কে অর্পণ, (২৮) শ্রীমূর্ত্তির দিকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন, (২৯) গুরুদেবের সম্মুখে কোন স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান, (৩০) শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির অগ্রে অন্যকে বন্দন, (৩১) আত্মপ্রশংসা, (৩২) দেবতানিন্দন।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥
অরে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন-দাস ॥
বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা ॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছে ইহা আনি করিয়া উদ্ধার ॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহো মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥
বৃন্দাবন-দাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি যেহোঁ তারিল সংসার ॥*
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন ॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে হৈল শুদ্ধ ত্রিভুবন ॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ ॥
বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল ॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহা কৈল বিবরণ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥
নিত্যানন্দ লীলায় বড় হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥
বৃন্দাবন কল্পদ্রুম সুবর্ণ সদন।
মহাযোগপীঠ তাহা রত্ন সিংহাসন ॥
তাতে বসি আছে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥
রাজসেবা হয় তাহা বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী দিব্য বসন অলঙ্কার ॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না হয় বর্ণন ॥
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
যাঁর যশ গুণ সর্ব্ব জগতে প্রকাশ ॥
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর ॥
সবার সম্মানকর্ত্তা করে সবার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে যাঁর চিত ॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সেই সব ইহার শরীরে প্রকাশ ॥*

* চৈতন্যমঙ্গলরচয়িতা বৃন্দাবন দাস শ্রীনারায়ণীর পুত্র। তিনি দেনুড় গ্রামে থাকিয়া ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদনন্তর লোচন দাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল দেখিয়া স্বীয় গ্রন্থকে চৈতন্য ভাগবত বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন।

* সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চাশৎপ্রকার গুণ ছিল, যথা—(১) মোহনাঙ্গ, (২) সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত, (৩) রুচির, (৪) তেজস্বী, (৫) বলবান্, (৬) বয়সান্বিত, (৭) নানাবিধ অদ্ভুত ভাষাবিদ্, (৮) সত্য বচন, (৯) প্রিয়ভাষী, (১০) বাবদুক, (১১) সুপাণ্ডিত্য, (১২) ধীমান্, (১৩) প্রতিভাশালী, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) নিপুণ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) দৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশকালপাত্রবিৎ, (২০) শাস্ত্রদৃষ্টি, (২১) পবিত্র, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দান্ত, (২৫) ক্ষমাবান্, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিশীল, (২৮) সম, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মান্যার্হের মান্যকারী, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনীত, (৩৬) লজ্জাশীল, (৩৭) শরণাগতরক্ষক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবৎসল, (৪০) প্রেমের বশ, (৪১) সর্ব্বকল্যাণকৃৎ, (৪২) কীর্ত্তিশালী, (৪৩) লোকরঞ্জন, (৪৪) সাধুর আশ্রয়, (৪৫) প্রতাপী, (৪৬) নারীরঞ্জন, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিশালী, (৪৯) বরেণ্য, (৫০) ঈশ্বর।

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

টীকা।—যস্য জনকস্য ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে অকিঞ্চনা অনন্যা হেতুশূন্যা ভক্তিরস্তি, তত্র জনে সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ সহ সুরা গুণাধিষ্ঠাতৃদেবাঃ সমাসতে তিষ্ঠন্তি। হরৌ শ্রীকৃষ্ণে মনোরথে নাসতি বহিঃ সংসারে ধাবতো-২ভক্তস্য কুতঃ কস্মাৎ মহদ্‌গুণা ভবন্তি?।

অনুবাদ।—ভগবানের উপর যে ব্যক্তির অকিঞ্চনা অর্থাৎ হেতুশূন্যা ভক্তি জন্মে, যাবতীয় গুণসহ তত্তদ্‌গুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতারা সেই ব্যক্তিতে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। কিন্তু হরির প্রতি যাহার ভক্তি নাই, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সংসারে ধাবমান, অর্থাৎ নিরন্তর গৃহাদিতে আসক্ত তাহার বৈরাগ্যাদি মহদ্‌গুণ কি প্রকারে সম্ভবিবে?

পণ্ডিত গোঁসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহোঁ পণ্ডিত হরিদাস॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী নাহি দেখে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ॥
নিরন্তর তিঁহো শুনেন চৈতন্যমঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনে বৈষ্ণব সকল॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করেন যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ॥
তিঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥
কাশীশ্বর গোঁসাঞির গোবিন্দ গোঁসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাঞি॥
যাদবাচার্য্য গোঁসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্য-চরিতে তিঁহো অতি বড় রঙ্গী॥
পণ্ডিত গোঁসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোঁসাঞি।
চৈতন্য-কথা বিনা মুখে আর কথা নাঞি॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস।
কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস॥*
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁ সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপাল গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥
দর্শন করিয়া কৈল চরণ বন্দন।
গোঁসাঞিদাস পূজারি করেন চরণ সেবন॥
প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সকল বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোঁসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞামালা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাঁহাই করিনু তবে গ্রন্থের আরম্ভ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি মদনগোপাল যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়॥
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপসনাতন॥
বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥

* ইনি শ্রীগীতগোবিন্দের টীকা করেন, পূজারি গোস্বামি ইহার খ্যাতি।

মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয় লালস।
বৈষ্ণব আজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণ এই বল।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধি হয় বাঞ্ছিত সকল ॥
শ্রীরূপ সনাতন পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং
নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৮॥

নবম পরিচ্ছেদ।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়াশ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥

টীকা—তং শ্রীমচ্চৈতন্যদেবং অহং বন্দে। কিম্ভূতং?—জগদ্গুরুং। যস্য চৈতন্যস্য অনুকম্পয়া কৃপয়া শ্বাপি কুক্কুরোপি মহাব্ধিং মহোদধিং সুখং সুখেন সন্তরেৎ পারং গচ্ছেৎ।

অনুবাদ।—যাঁহার অনুকম্পায় কুক্কুরও মহোদধি সমুত্তীর্ণ হয়, আমি সেই জগদ্গুরু শ্রীমচ্চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ত্তি হয় যাঁহার স্মরণ ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলা গুণ।
জানি বা না জানি করি আপন শোধন ॥

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্য-
মাশ্রয়ে ॥

টীকা।—কৃষ্ণঃ স্বয়ং মালাকারঃ, প্রেম স্বয়ং অমরতরুঃ কল্পবৃক্ষঃ, তৎফলানাং তস্য তরোঃ ফলানাং দাতা ভোক্তা চ যশ্চৈতন্যস্তমহং আশ্রয়ে।

অনুবাদ।—কৃষ্ণ স্বয়ং মালাকার, প্রেম সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষ। যে চৈতন্যদেব সেই তরুর ফলদাতা ও ফল-ভোক্তা, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি।

প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্বম্ভরি ॥
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম্ম ॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তিকল্পবৃক্ষ রুইল সিঞ্চি ইচ্ছাপানি ॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তি-কল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥*
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধমূলাশ্রয় ॥
পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী।†
ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ আর পুরী সুখানন্দ ॥

* কুমারহট্ট (হালিসহর) বাসী, বিপ্রবংশজ ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু। তিনি উপরোক্ত প্রেমভক্তির অঙ্কুরকে আরও পরিপুষ্ট করেন।

† পরমানন্দপুরী—ইনিও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। ইঁহার জন্মস্থান ত্রিহুত। কেশব ভারতী—ইঁহার নিকট শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এই সব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥*
মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর।
অষ্টদিকে অষ্ট মূল বৃক্ষ কৈল স্থির ॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥
বিশ বিশ শাখা করি একেক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল তাহা কে গণিবে কত ॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন।
আগেতে করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥
বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ ॥
সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥
বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
যত উপজিল তার কে করিবে লেখা ॥
শিষ্য প্রশিষ্য তার উপশিষ্যগণ।
জগত ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥
উড়ুম্বর বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ব অঙ্গে।†
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥
মূল স্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল ॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন মণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি ॥
মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র ॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্রে কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে ॥

* মূল—শিখর।
† উড়ুম্বর—যজ্ঞডুম্বর।

মালাকার কহে শুন বৃক্ষ পরিবার।
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার ॥
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয় কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ তুমি সব সচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিলে সবে সকল ভুবন ॥
এক মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে এই ভ্রম ॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাহা তাহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥
একলা বা আমি মালী কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল কি আর করিব ॥
আত্ম ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে ॥
জগৎ ভরিয়া আমার হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হয়ে লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি ॥
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করে করি পর উপকার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।৩৫)—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥

টীকা।—ইহ দেহিনাং যো জনঃ প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা যৎ শ্রেয়ঃ শুভমেব সদা আচরেৎ, তস্য এতাবৎ কর্ম্ম জন্মনঃ সাফল্যং।

অনুবাদ।—ইহলোকে দেহিদিগের প্রতি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা যে শুভ আচরণ, তাহাই জন্মের সুফল।

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৩।১২।৪২)—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ

টীকা।—ইহ জন্মনি মতিমান্ বুদ্ধিমান্ জনঃ কর্ম্মণা মনসা বাচা প্রাণিনামুপকারায় যদ্ভজেৎ, তদেব তস্য পরত্র পরজন্মনি ভবত্যেব।

অনুবাদ।—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহ জন্মে কর্ম্ম দ্বারা, মনঃ দ্বারা ও বাক্য দ্বারা প্রাণি-দিগের উপকারার্থে যাহা আচরণ করেন, পরলোকে তাহাই সুফলপ্রদ হয়।

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্যধন॥
ফল ফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন॥
মালী হৈয়া বৃক্ষ হৈলাম এই ইচ্ছাতে।
সর্ব্ব প্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে॥

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।৩৩)—

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥

টীকা।—অহো! এষাং বৃন্দাবনতরু-লতাদীনাং জন্ম বরং শ্রেষ্ঠং। কিম্ভূতং?—সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং সর্ব্বপ্রাণিনাং জীবিকা-হেতুঃ। অর্থিনঃ সুজনস্যেব যেষাং যেভ্যঃ বৈ নিশ্চিতং বিমুখা ন যান্তি।

অনুবাদ।—অহো! এই সকল বৃন্দাবন-স্থিত তরুলতাগণের জন্ম শ্রেষ্ঠ, কেন না, ইহারা সর্ব্বপ্রাণীর জীবিকার হেতু। কৃপালু ব্যক্তির নিকট প্রার্থীর ন্যায় ইহাদিগের নিকট হইতে প্রাণীরা কদাচ বিমুখ হয় না।

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য মালাকার।
পরমানন্দ পাইল তবে বৃক্ষ পরিবার॥
যেই যাহা তাহা দান করে প্রেমফল।
প্রেম ফলাস্বাদে সুখে ব্যাপিল সকল॥
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়॥
কেহ গড়াগড়ি যায় কেহত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হৈঞা হাসে মালাকার॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মাতি রহে বিবশ বিহ্বল॥
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা না দেখিয়ে আন॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল।
সেহো ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল॥
এই ত কহিল প্রেমফল বিবরণ।
এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্পবৃক্ষবর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ৯॥

দশম পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্-
ভবেৎ॥

টীকা।—শ্রীচৈতন্যচরণাম্ভোজমধুপেভ্যঃ চৈতন্যপাদপদ্মভক্তেভ্যঃ নমো নমঃ। যেষাং ভক্তানাং কথঞ্চিৎ প্রকারেণ আশ্রয়াৎ আশ্রয়েণ শ্বাপি তদ্ গন্ধভাক্ ভবেৎ।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের ভ্রমর-দিগকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

কোন প্রকারে তাঁহাদিগের আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে কুকুরও সেই পদ্মগন্ধ প্রাপ্ত হয়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্যশাখার নাম বিবরণ ॥
চৈতন্য গোঁসাঞির যত পারিষদচয়।
লঘু গুরু ভাব তার না হয় নিশ্চয় ॥
যে যে মহান্ত সবার করিব গণন।
কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘুক্রম ॥
অতএব তাসবারে করি নমস্কার।
নাম মাত্র করি দোষ না লবে আমার ॥

২ শ্লোক।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমামবতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥

টীকা।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রেমামরতরোঃ প্রেমকল্পবৃক্ষস্য প্রিয়ান্ শাখারূপান্ ভক্তগণান্ তান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ অহং বন্দে।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ কল্পতরুর কৃষ্ণপ্রেমফলদাতা, অতিপ্রিয়, শাখারূপ ভক্তদিগকে বন্দনা করি।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি তার দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিকর ॥
দুই শাখার উপশাখায় তাঁ সবার গণন।
যার গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন ॥
সবংশে করে চারি ভাই চৈতন্যের সেবা।
বিনা গৌরচন্দ্র নাহি জানে দেবী দেবা ॥
শ্রীআচার্য্য রত্ন নাম এক বড় শাখা।
তাঁর পরিকর শিষ্য তাঁর উপশাখা ॥
আচার্য্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবী ভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।
যাঁর নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি ॥
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞি।
তিঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম অন্য নাঞি ॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য সব উপশাখা।
এই মত সব শাখা উপশাখায় লেখা ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য।
এক ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে ॥
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচো তবে মোর সুখ ॥
প্রভু বলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাখা ॥
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ ॥
প্রীতে প্রভুর করিতে চাহে লালন পালন।
বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥
দুইজনে খটমটি লাগয়ে কোন্দল।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর এক শাখা আর মকরধ্বজ কর ॥
তাঁর ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর দাসী।
প্রভুর ভোগের সামগ্রী করে বারমাসী।
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যায় গুপতি করিয়া ॥*
বার মাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার।
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধ যাহার ॥
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥

* গুপতি—গোপনভাবে।

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাহার স্মরণে হয় ভববন্ধ নাশ ॥
চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি যাঁরে কহে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যিঁহো করে বাক্যদণ্ড ॥
দণ্ড কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাল নদীয়া।
তাহার অনুজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত।
প্রভুর পাদোপধান যাঁর নাম বিদিত ॥*
সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভু পদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥
নৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈল নৃসিংহানন্দ করী ॥
নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর ॥
শ্রীমান্‌পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দেউটী ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥†
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যার অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান্ ॥
নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভু যাঁর ঘরে স্থিত ॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোঁসাঞি ॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র মুখে যার গুণ কহিলে না হয় ॥
জগতে যতেক জীব তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া ॥‡
হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম দিন লয়ি অপতিত ॥

তাঁহারও অনন্ত গুণ কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য গোঁসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধ পাত্র ॥
প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন তাড়নে যাঁর নহিল ভ্রূভঙ্গ ॥
তিঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লৈয়া কোলে।
নাচিলা চৈতন্য প্রভু মহাকুতূহলে ॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ ॥
তাঁর উপশাখা আর কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন ॥
শ্রীমুরারীগুপ্ত গুপ্তপ্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর ॥
প্রতিগ্রহ না করে না লয় কারো ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ ॥
চিকিৎসা করেন যারে লইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয় ॥
শ্রীমান্ সেন প্রভুর ভকত প্রধান।
চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন ॥
শ্রীগদাধর দাসের শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজিগণের মুখে যে বোলাইল হরি ॥
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয় যাঁর সঙ্গ ॥
প্রতি বর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া ॥
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে।
সাক্ষাতে আবেশ আর আবির্ভাব রূপে ॥
সাক্ষাৎ সকল ভক্ত দেখে নির্ব্বিশেষ।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ ॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী যাঁর আগে নাম ছিল।
নৃসিংহনান্দ নাম প্রভু শেষেতে রাখিল ॥
তাঁহা হৈতে হইল প্রভুর আবির্ভাব।
ঐছে অলৌকিক প্রভুর অনেক স্বভাব ॥
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ ॥

---

* পাদোপধান—পায়ের বালিস।
† দেউটী—মশাল।
‡ ছোড়াইয়া—মুক্ত করিয়া। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সকল জীবকে পাপ হইতে অব্যাহতি দিয়া আপনি নরকভোগ করিতে চাহিলেন।

শিবানন্দের উপশাখা তার পরিকর।
পুত্র ভৃত্য আদি চৈতন্যের অনুচর ॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।*
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥
বল্লভসেন নাম আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥
প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত ॥
শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আঁখরিয়া।†
প্রভুকে দিয়াছেন পুথি অনেক লিখিয়া ॥
রত্নবাহু বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম ॥
খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁর সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল ॥
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্ পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈলা অধিষ্ঠিত ॥
জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥
সেই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে ॥
প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয় ॥
বনমালী পণ্ডিত হয় বিখ্যাত জগতে।
স্বর্ণমুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে ॥
শ্রীচৈতন্য অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক প্রধান ॥
গরুড় পণ্ডিত লয়ে শ্রীনামমঙ্গল।
নাম বলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
অক্রুর বলি প্রভু তাঁরে করে পরিহাস ॥

ভাগবতী দেবানন্দ, বক্রেশ্বর কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥
খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস চিরঞ্জীব সুলোচন ॥
এই সব মহাশাখা চৈতন্য কৃপাধাম।
প্রেম ফুল ফল করে যাঁহা তাহা দান ॥
কুলীন গ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ।
যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামি-জন।
সবে চৈতন্য-ভৃত্য চৈতন্য প্রাণধন ॥
প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে কুকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর ॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায় ॥
অনুপম-বল্লভ শ্রীরূপ সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম ॥
তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা।
অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥
মালীর ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সকল ছাইল ॥
আসিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন মথুরাদি যত দেশ হয় ॥
দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাঁহা প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার ॥
শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি সেবার প্রচার ॥
মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সব ছাড়ি কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥
প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাতে ॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥

* ইঁহার নাম পরমানন্দ দাস। কর্ণপূর উপাধি।
† আঁখরিয়া—লেখক।

বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া॥*
এইত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবন।
আসি রূপ সনাতনের কৈল দরশন॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥
অন্নজল ত্যাগ কৈল অপর কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥†
সহস্র দণ্ডবৎ করে লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য পরণাম।
রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোনদিনে
তাঁহার সাধনরীতি কহিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার॥
ইহা সভার যৈছে মহাপ্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন॥
শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ সনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম আলাপন।
শঙ্করারণ্য আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখা লেখা॥
শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন॥
জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে যেহোঁ কৈল গঙ্গাবাস।

কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীধর॥
শ্রীনাথ মিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র-ভগবান্॥
সুবুদ্ধি-মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল-নয়ন।
মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন॥
পুরুষোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথ দাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য দ্বিজ হরিদাস॥
রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গ দাস॥
জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ॥
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সভার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই।
রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী॥
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তার সঙ্গে তিনজন প্রভু আজ্ঞায় আইলা॥
রামদাস মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ॥
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব রঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন॥
মহা কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিতপাবন গুণের সাক্ষী দুই ভাই॥
গৌড়দেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন।
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত না যায় কথন॥
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভু সঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভুর সেবা কৈল বহু রঙ্গে॥
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে তা সভার কিছু করিয়ে কথন॥
নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে যত ভক্তগণ।
সভার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুই জন॥
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর॥

* পর্ব্বতের অত্যুচ্চ এক তটে বসিয়া তাহা হইতে পতনের নাম ভৃগুপাত।

† পল—আট তোলা। মাঠা—ঘোল। রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রতি দিন ঘোল বা চব্বিশ তোলা তক্র সেবন করিতেন মাত্র।

দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস ॥
ইত্যাদিক পূর্ব্ব সঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন ॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি ॥
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণে এবে করিয়ে গণন ॥
বড়শাখা ভক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর স্বসাপতি শ্রীমদ্গোপীনাথাচার্য্য ॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ ॥
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন ॥
রামানন্দরায় পট্টনায়ক বাণীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি আর গোপীনাথ ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রেমপাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র ॥
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ওড্র শিবানন্দ ॥
ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখিমাহিতী আর মুরারি মাহিতী ॥
মাধবীদেবী শিখিমাহিতীর ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি ॥
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ প্রিয় নাম তাঁর অনুচর ॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভু স্থানে মিলিলা আসিঞা ॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে।
তার আজ্ঞা জানি সেবা দিলেন দোঁহারে ॥
অঙ্গ সেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে সঙ্গে আগে কাশীশ্বর ॥
অপরশ যায় গোঁসাঞি মনুষ্যগহন।
লোক ঠেলি পথ করে কাশী মহাবল ॥

রামাই নন্দাই দুই প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥
বাইশ জাড়ী পানি দিনে ভরেন রামাই।*
গোবিন্দ আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন ॥
বলভদ্রাচার্য্য প্রেমভক্তি অধিকারী।
মথুরা গমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী ॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনিয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন আচার্য্য আর রঘুনীলাম্বর ॥
সিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তুর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্ব্ব ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
ইহা সবার নীলাচলে প্রভু সঙ্গে বাস ॥
বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন ॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন ॥
চন্দ্রশেখর ঘরে কৈল দুই মাস বাস।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস ॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদ সম্বাহন ॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহি ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥
তার আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেতে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ গোঁসাঞির নিকটে রহিলা ॥
তার ঠাঞি রূপ গোঁসাই শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিঁহো হৈলা প্রেমে মত্ত ॥

---

* জাড়ী—জালা।

এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি সম্যক্ না যায় গণন ॥
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল ॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেম ফুল ফলে।
ভাসাইলা ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম-জলে ॥
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্র বদনে যার দিতে নারে সীমা ॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ।
সমগ্র গণিতে যাহা নারেন অনন্ত ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
মূল-স্কন্ধ-শাখা-বর্ণনং নাম
দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১০॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া॥

টীকা।—অখিলান্ সর্ব্বান্ নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ নিত্যানন্দপদকমলয়োর্মধুপান্ প্রেমমধুন্মদান্ তান্ নত্বা তেষু সর্ব্বেষু মধ্যেষু কতিচিন্মুখ্যা ময়া লিখ্যন্তে।

অনুবাদ।—যাঁহারা নিত্যানন্দের চরণকমলে ভৃঙ্গস্বরূপ হইয়া প্রেম-মধুপানে উন্মত্ত, আমি সেই নিত্যানন্দ-ভক্তবর্গকে প্রণাম পূর্ব্বক তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতেছি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় নিত্যানন্দ ধন্য ॥

২ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামরশাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥

টীকা।—তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামরশাখিনঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমা এব অমরশাখীকল্পবৃক্ষস্তস্য ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপোঽবধূতেন্দুঃ অবধূতচন্দ্রঃ তস্য শাখারূপান্ গণান্ বয়ং নুমঃ স্তুতিং কুর্ম্মঃ।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পপাদপের ঊর্দ্ধস্কন্ধস্বরূপ অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দের শাখারূপ গণসমূহকে আমি প্রণাম করি।

শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা প্রশাখা বিস্তর ॥
মালাকারের ইচ্ছাজলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেমফুল-ফলে ভরি ছাইল ভুবন ॥
অসংখ্য অনন্তগণ কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥
শ্রীবীরভদ্র গোঁসাঞি স্কন্ধ সম শাখা।
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা ॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত ॥
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্য ভক্তিমণ্ডপে তিঁহো মূলস্তম্ভ ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা প্রভাব হইতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥
সেই বীরভদ্র গোঁসাঞির লইনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ ॥
শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য গোঁসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥

নিত্যানন্দের আজ্ঞা যবে হৈল গৌড় যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে ॥
অতএব দুই গণে দোঁহার গণন ॥
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥
রামদাস মহাশাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলিয়া কৈল বাঁশী ॥*
গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।†
যার ঘরে দানলীলা কৈল নিত্যানন্দ ॥
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে ॥
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥
মুরারী চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে সর্প সনে খেলা ॥
নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা ॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাহার দর্শনে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয় ॥
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম।
যার সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম ॥
কমলাকর পিপীলাই অলৌকিক রীত।‡
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥
সূর্য্যদাস সরখেল তার ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস ॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেমোদ্দাম ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে লৈতে ধরে যেঁহো শক্তি।
নিত্যানন্দ প্রিয় শ্রীপণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥

পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ ॥
জগদীশ পণ্ডিত হয় জগত-পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যৈছে বর্ষাঘন ॥
নিত্যানন্দ প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময় ॥
মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল ॥
নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয় ॥
বলরামদাস কৃষ্ণ-প্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী ॥
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥
রাঢ়দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
নিত্যানন্দ প্রভুর তিঁহো পরম কিঙ্কর ॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনু নাহি জানে আন ॥
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাহার তনয় ॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য লীলা করে কৃষ্ণসনে ॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যার দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পূর ॥
মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।*
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যার রঘুনাথ পুরী ॥
বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্ব্বে যার ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোঁসাঞি ॥

* অভিরাম গোস্বামীরই এক নাম রামদাস। খানাকুল কৃষ্ণনগরে ইঁহার নিবাস। ইনি দ্বাদশ শাখার মধ্যে একজন।

† শ্রীগদাধর দাসের পাট আড়িয়াদহ গ্রাম।

‡ কমলাকরও দ্বাদশ শাখার মধ্যে একজন। ইনি মহেশ-গ্রামের জগন্নাথদেবের প্রথম সেবক।

* উদ্ধারণ দত্তও দ্বাদশ শাখার এক শাখা। হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামে ইঁহার বাস। ইনি সুবর্ণ বণিককুলের শিরোমণি। ইনি ব্রজের সুবাহু।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই নন্দ।

—১০২ পৃষ্ঠা।

MILAN PRINTING WORKS, CALCUTTA.

নিত্যানন্দ ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দগুণ গায়॥
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
যার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥
নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই কিঙ্কর॥
বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দপ্রভু প্রাণ।
নিত্যানন্দ পদ বিনু নাহি জানে আন॥
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর॥
শ্রীমন্ত গোকুল দাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ॥
বসন্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন।
বিষ্ণাই হাজারা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন॥
কংসারি-সেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ কুমুদ তিন কবিরাজ॥
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহ চৈতন্যদাস মীনকেতন রামদাস॥
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যেঁহো করিলা রচন॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
সর্ব্ব শাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র গোঁসাঞি।
তার উপশাখা যত তার অন্ত নাঞি॥
অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করু গণন।
আত্মপবিত্র হেতু লিখিল কত জন॥
সেই সব শাখা পূর্ণ পক্ব প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে॥
অনর্গল প্রেমা সবার চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে সবে বল॥
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দের গণ।
যাঁহার অবধি না পায় সহস্রবদন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
নিত্যানন্দস্কন্ধশাখাবর্ণনং নাম
একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥১১॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাসারান্ সারভৃতো বন্দে চৈতন্যজীবনান্॥

টীকা।—যে অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাশ্চরণকমলমধুপাঃ সারেণাসারেণ ভৃতঃ পুষ্টাঃ তেষাং মধ্যে অসারান্ হিত্বা অখিলান্ সর্ব্বান্ সারভৃতান্ চৈতন্যজীবান্ চৈতন্য এক জীবনং যেষাং তান্ অহং বন্দে।

অনুবাদ।—যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ ও অখিল সারাসার-বিষয়ে পুষ্ট অর্থাৎ অভিজ্ঞ, এবং অসারভাগ ত্যাগ করিয়া সারগ্রাহী হইয়াছেন, আমি সেই সকল চৈতন্যজীবন ভক্তদিগকে বন্দনা করি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥

২ শ্লোক।

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নুমঃ॥

টীকা।—শ্রীচৈতন্যস্যামরতরোঃ কল্পবৃক্ষস্য দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যস্য শাখারূপান্ ভক্তগণান্ বয়ং নুমঃ স্তুতিং কুর্ম্মঃ।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্যরূপ অমরতরুর স্কন্ধস্বরূপ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের শাখারূপ-দিগকে স্তব করি।

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্য গোঁসাঞি।
তাঁর যত শাখা হৈল তার লেখা নাঞি॥
চৈতন্য মালীর কৃপাজলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগত ভরিল॥
সেই জলে স্কন্ধ করে শাখাতে সঞ্চার।
ফলে ফুলে বাড়ি শাখা হইল বিস্তার॥
প্রথমেতে এক মত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহত আচার্য্য আজ্ঞায় কেহত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেইত অসার॥
অসারের নামে ইঁহা নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন॥
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে।*
পাছে পাতনা উড়াঞা সংস্কার করিতে॥
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্যনন্দন।
আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্যচরণ॥
চৈতন্যগোঁসাঞির গুরু কেশবভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি॥
জগদ্গুরু তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ॥
চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোঁসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাঞি॥
পঞ্চবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া আচার্য্য পাইলা সন্তোষ অপার॥
কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচার্য্যতনয়।
চৈতন্যগোঁসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়॥
শ্রীগোপাল নাম আর আচার্য্যের সুত।
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নৃত্য করে গোপাল বড় প্রেমসুখে॥
নানা ভাবোদ্গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোঁসাই হরি বোলে আনন্দিত মন॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইলা মূর্চ্ছিত।
ভূমিতে পড়িলা দেহে নাহিক সম্বিত॥
দুঃখী হৈলা আচার্য্য পুত্র কোলে লইয়া।
রক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া॥
নানা মন্ত্র পড়ে আচার্য্য না হয় চেতন।
দুঃখী হইয়া আচার্য্য করেন ক্রন্দন॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ গোপাল তুমি বল হরি হরি॥
উঠিলা গোপাল প্রভুর স্পর্শধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হৈল সবে করে হরিধ্বনি॥
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্র রূপ শাখা জগদীশ নাম॥
কমলাকান্ত নাম হয় আচার্য্য কিঙ্কর।
আচার্য্যের ব্যবহার তাঁহার গোচর॥
নীলাচলে তিঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের পাশ দিলা পাঠাইয়া॥
সেইত পত্রির কথা আচার্য্য না জানে।
কোন পাকে সেই পত্রি এল প্রভু স্থানে॥
সে পত্রিতে লেখা আছে এইত লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যের করিয়া স্থাপন॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি টাকা শত তিন॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু কহে চন্দ্রমুখ॥
আচার্য্যে স্থাপিয়াছেন করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবত-ঈশ্বর॥

* পাতনা—অন্তঃসার বিহীন ধান্যাকৃতি, ধানের অসারভাগ, যাহাকে আগড়া বলে, চিটাধান।

ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছেন ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল ঞিহ আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে॥*
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈলা পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত॥
বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাঞা মনে আমি কৈল অনুমান॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবন্ত শ্রীমুকুন্দ॥
যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড প্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি॥†
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হৈয়া এলো মহাপ্রভুর পাশ॥
প্রভুকে কহেন তোমার না বুঝি এ লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র হইলা কমলা॥
আমারে যে কভু নাহি হয় সে প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈলু অপরাধ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইয়া কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা॥
আচার্য্য কহে ইহাকে কেন দিলে দরশন।
দুই প্রকারেত মোরে করে বিড়ম্বন॥‡
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দুহাঁর অন্তর কথা দুহেঁ সে বুঝিল॥
প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কাহে কর।
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম হানি সে আচার॥
প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণ-স্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয় ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি।
এই কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥
এই শিক্ষা সবাকার সবে মনে কৈল।
আচার্য্য গোঁসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে॥
এইত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার।
গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে নারি লিখিবার॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা উপশাখার নাহি হয় লেখা॥
বাসুদেব দত্তের তিঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ॥
ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাস আচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য॥
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস।
দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥
জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ॥
যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দ্দন।
অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ॥
শ্রীবৎস পণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ॥
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈতশাখা কত লব নাম॥
মালী দত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধে যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুলফল পায়॥

* বাউলিয়া—পাগলা।
† কতি—কতিপয়।
‡ দুই প্রকারেত—রাজার নিকট অর্থ বাঞ্ছা ও মহাপ্রভুর দণ্ডে।

ইহার মধ্যে মানি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য মালী দুর্দ্দৈব কারণ ॥
যে জন্মাইল জীয়াইল তাঁরে না মানিল।
কৃতঘ্ন হইল তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈল ॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশশাখা শুকাইয়া মরে ॥
চৈতন্য-রহিত দেহ শুষ্ক কাষ্ঠসম।
জিয়ন্তেই মড়া সেই, দণ্ডে তাঁরে যম ॥
কেবল এ গণ প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্যবিমুখ যেই সেইত পাষণ্ড ॥
কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতী।
চৈতন্য-বিমুখ যেই তার এই গতি ॥
যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত ॥
অচ্যুতের যেই মত সেই সব সার।
আর যত মত সব হৈল ছারখার ॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ ॥
সেই আচার্য্যের গণে কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য জীবন যাহার ॥
এইত কহিল আচার্য্য গোঁসাঞির গণ।
তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন
শাখা উপশাখা তাঁর নাহিক গণন।
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্ দরশন ॥
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন ॥
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥
অনন্ত আচার্য্য কবি দত্ত মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী, মামুঠাকুর কণ্ঠাভরণ ॥
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর ভাগবত দাস।
এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময় ॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস।
জিতামিশ্র, কাঠকাটা জগন্নাথ দাস ॥
শ্রীহরি আচার্য্য সাদিপুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল ॥
শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ ॥
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল পায়ে যাহার বিশ্রাম ॥
অমোঘ পণ্ডিত হস্তি-গোপাল চৈতন্যবল্লভ।
যদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥
সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিত গোঁসাঞির গণ।
ঐছে আর শাখা উপশাখার গণন ॥
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
এই তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন
যাঁ সবা স্মরণে ভববন্ধ বিমোচন ॥
যাঁ সবা স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যাঁ সবা স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
অতএব তাঁ সবার বন্দিল চরণ।
চৈতন্যমালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥
গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাতে অবগাহ সাধ ॥
তাহার মাধুরী গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি চাখি এক কণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
অদ্বৈতাদিশাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥১২॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্॥

টীকা।—সঃ শ্রীচৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু প্রসন্নো ভবতু। যস্য শ্রীচৈতন্যস্য প্রসাদতঃ প্রসাদেনায়ং অধমো জনঃ সদ্যস্তৎক্ষণাদেব তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—যাঁহার অনুগ্রহে এই অধম জনও তদীয় লীলাকীর্ত্তনে সদ্যঃ সক্ষম হয়, সেই শ্রীচৈতন্যদেব মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন্।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস॥
জয় দামোদর স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত॥
জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত চন্দ্রগণ।
সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ভুবন॥
এইমত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
এবে করি চৈতন্যলীলার ক্রম অনুবন্ধ॥
প্রথমেত সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নতে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল প্রেমভক্তির প্রকাশ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিল নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে॥
গার্হস্থে প্রভুর লীলা আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্য-লীলা শেষলীলার দুই নাম॥
আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত।
প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে গণি চারি ভেদ॥

২ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥

টীকা।—তাং ফাল্গুনপূর্ণিমাং অহং বন্দে। যস্যাং ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং কৃষ্ণনামভিঃ সহ কৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ। ফাল্গুনপূর্ণিমাং কিম্ভূতাং?—সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাম্।

অনুবাদ।—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-নামের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণা ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে বন্দনা করি।

ফাল্গুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়॥
হরি হরি বলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইল কোন কোন ছলে॥

বাল্যভাব ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণ হরি নাম শুনি রহয়ে রোদন ॥
অতএব হরি হরি বোলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা যত বন্ধুজন ॥
গৌরহরি বলি তাঁরে হাসে সর্ব্ব নারী।
অতএব নাম তাঁর হৈল গৌরহরি ॥
বাল্য বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ডবয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
পৌগণ্ড বয়সে পড়ে পড়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥
সূত্র বৃত্তি পাঁজি টীকা "কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য্য ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম।"
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ গ্রাম ॥
কিশোর বয়সে আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রি দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥
নগরে নগরে ভ্রমেণ কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ গ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম নামে ॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈল নীলাচলে বাস ॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য গীত প্রেমভক্তি গান নিরন্তর ॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেম নাম প্রচারিয়া করিল ভ্রমণ ॥
এই মধ্যলীলা নাম লীলামুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশবর্ষ অন্ত্যলীলা নাম ॥
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্যগীত রঙ্গে ॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইল আস্বাদন ছলে ॥

রাত্রি দিবসে কৃষ্ণবিরহ স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপবচন ॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেইমত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিনে ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস জয়দেব গীত।
আস্বাদনে রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥
কৃষ্ণের যোগ বিয়োগ যত প্রেমচেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া ॥
সূত্রকরি গণে যদি আপনি অনন্ত।
সহস্র বদনে তিঁহো নাহি পায় অন্ত ॥
দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তিঁহো ছাড়িল যে যে স্থান
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥
প্রভুর লীলামৃত তিঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্ত শেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥
আদি-লীলার সূত্র লিখি শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন ॥
কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিল বিচার ॥
আগে অবতারিলা যে যে গুরু পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কহা না যায় বিস্তার ॥
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
কেশব-ভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥
শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান ॥

সপ্ত পুত্র তার হয়, সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর।
নন্দ বসুদেব রূপ সদ্‌গুণ সাগর॥
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী॥
রাঢ়দেশে জন্মিল ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ॥
অসংখ্য নিজভক্তের করিয়া অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥
প্রভুর আবির্ভাব পূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈতাচার্য্য স্থানে করেন গমন॥
গীতা ভাগবত কহে আচার্য্য গোঁসাঞি।
জ্ঞানকর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি॥
সর্ব্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণকথা নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
কিন্তু আর সর্ব্বলোকে কৃষ্ণবহির্মুখ।
বিষয়নিমগ্ন দেখি সবে পায় দুঃখ॥
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন।
কেমতে এ সব লোকের হইব তারণ॥
কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার।
তবে ত সকল লোকের হইবে নিস্তার॥
কৃষ্ণাবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করেন তুলসী গঙ্গাজল দিয়া॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥
জগন্নাথ-মিশ্র-পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে॥
অপত্য বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ॥

তবে পুত্র উপজিলা বিশ্বরূপ নাম।
মহাগুণবান্ তিঁহো বলদেব ধাম॥
বলদেব প্রকাশ পরমব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তিঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ॥
তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম হৈল তাঁর॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।৩৫)—

পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যম্—

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং বিশ্বং তন্তুম্বঙ্গ যথা পটঃ॥

টীকা।—যস্মিন্ ভগবতি অনন্তে জগদীশ্বরে সঙ্কর্ষণে ইদং বিশ্বং তন্তুষু পট ইব ওতং স্থিতং প্রোতং, এতৎ চিত্রং ন।

অনুবাদ।—[শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিতেছেন]—বস্ত্র যেরূপ তন্তুতে ওত ও প্রোত, সেইরূপ এই বিশ্ব যে অসীম জগদীশ্বরে সর্ব্বথা অনুস্যূত আছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে?

অতএব প্রভুর তিঁহো হৈল বড় ভাই।
কৃষ্ণ বলদেব দুই চৈতন্য নিতাই॥
পুত্র পাঞা দম্পতী হৈলা আনন্দিত মন।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দ-চরণ॥
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে।
জগন্নাথ শচী দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে॥
মিশ্র কহে শচী স্থানে দেখি বিপরীত।
জ্যোতির্ম্ময়-দেহ গেহ লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত॥
যাহা তাহা সর্ব্বলোক করেন সম্মান।
ঘরেতে পাঠাইয়া দেন বস্ত্র ধন ধান॥
শচী কহে মুঞি দেখ আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক সব স্তুতি যেন করে॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥

আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥
এত বলি দুঁহে রহে হরষিত হঞা।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিঞা ॥
হৈতে হৈতে গর্ভ হৈল ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলেন গণিঞা।
এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা ॥
চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চগ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্বসুলক্ষণ ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥
জগৎ ভরিয়া লোক বলে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি ॥
প্রসন্ন হইল সর্ব্ব জগতের মন।
হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥
হরি বলি নারীগণ দেন হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥
প্রসন্ন হইল দশ দিক্ প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥

যথা রাগ।

নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥
সেই কালে নিজালযে, উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥
দেখি উপরাগ হাঁসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিলা নানা দান ॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু আছে কার্য্যে ভাস ॥*
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি সঙ্কীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥
এই মত ভক্ত ততি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাহা তাহা পাই মনোবলে।
নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী, নানাদ্রব্য থালি ভরি,
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোণা দ্যুতি, দেখি বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেব দেবীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্রে ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সবে করে দরশন ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত ॥
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কারো বোল।†
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদে পূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥

* ভাস—আভাস।
† সম্ভালিতে—শুনিতে।

আচার্য্য রত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র পাশ,
আসি তারে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তার মালিনী,
আচার্য্য রত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দূর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নারিকেল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগত বন্দিতা আর্য্যা,
নাম তার সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক শিরোমণি ॥
সুবর্ণের কড়ি বৌলি, রজতমুদ্রা পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দু বাহুতে দিব্যশঙ্খ, রজতের মল্লবঙ্গ,
সর্ণমুদ্রা নানা হারগণ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি পট্টসূত্র ডোরি,
হস্তপদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, ভুনিপোতা পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন ॥
দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্রেতে ভরিঞা।
বস্ত্র গুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাস চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিঞা ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহুভার,
শচীগৃহে হৈলা উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥
সব অঙ্গ সুনির্ম্মল, সুবর্ণ প্রতিমা ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।

বালকের দিব্য দ্যুতি, দেখি পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিত্তে,
ডরে নাম থুইল নিমাই ॥
পুত্র মাতা স্নান দিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রের সম্মানি।
শচী মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী ॥
ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হৈল সকল বাঞ্ছিত।
ধন ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত,
ধন ভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥
লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিব সংসারে ॥
ঐছে প্রভু শচী ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যে ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥
পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃত ধুনী, পিয়ে বিষ গর্ত্তপাণি,*
জন্মিয়া সে কেন না মইল ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈত চন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।

* অমৃতধুনী—অমৃতনদী। গর্ত্তপাণি—গর্ত্তের বিষজল।

ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজ জন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
জন্মলীলাবর্ণনং নাম ত্রয়োদশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং
নমামি তম্ ॥

টীকা।—কথঞ্চন কেনাপি প্রকারেণ যস্মিন্ চৈতন্যে স্মৃতে দুষ্করং সুকরং ভবেৎ বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ, তং শ্রীচৈতন্যং নমামি।

অনুবাদ।—যাঁহাকে কোনরূপে স্মরণ করিলেই দুষ্কর কার্য্য সুকর হয় এবং যাঁহাকে বিস্মৃত হইলে সুকর কার্য্যও দুষ্কর হইয়া পড়ে, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা সূত্র।
যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা অনুক্রম।
এবে কহি বাল্যলীলা সূত্রের গণন।

২ শ্লোক।

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥

টীকা।—চৈতন্যকৃষ্ণস্য তাং বাল্যলীলাং বন্দে। কিম্ভূতাং ?—মনোহরাম্। পুনঃ কিম্ভূতাম্ ?—লৌকিকীমপি ঈশচেষ্টয়া বলিতান্তরাং অন্তনিবদ্ধাম্।

অনুবাদ।—যাহা লৌকিকী হইলেও ঈশ্বরচেষ্টা দ্বারা অন্তর্নিবদ্ধ, আমি চৈতন্য-দেবের সেই মনোহারিণী বাল্যলীলাকে নমস্কার করি।

বাল্যলীলায় প্রভুর আগে উত্তান শয়ন।
পিতা মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥
গৃহে দুই জন দেখে লঘু পদচিহ্ন।
তহি মধ্যে ধ্বজ-বজ্র-শঙ্খ-চক্র-মীন ॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদচিহ্ন ঘরে না পায় নিশ্চয় ॥
মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলাসঙ্গে।
তেঁহো মূর্ত্তি হঞা খেলে জানি ঘরে রঙ্গে ॥
সেইক্ষণে জাগিলা নিমাঞি করিয়া ক্রন্দন।
অঙ্কে লৈয়া শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায় দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বোলেন হাঁসিঞা।
লগ্নগণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিঞা ॥
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি সামুদ্রিকে (৩)—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥

টীকা।—পঞ্চদীর্ঘঃ—নাসা--ভুজ-হনু-নেত্র-জানূনি। পঞ্চসূক্ষ্মাঃ—ত্বক্-কেশাঙ্গুলি-পর্ব্ব-দন্ত-রোমাণি। সপ্তরক্তং—নেত্রান্ত-

পাদতল-হস্ততল-তাল্বধরৌষ্ঠজিহ্বানখানি। ষড়ুন্নতঃ—বক্ষঃ-স্কন্ধ-নখ-নাসিকাকটিমুখা-নি। ত্রিহ্রস্বং—গ্রীবা-জঙ্ঘা-মেহনানি। ত্রি-পৃথুঃ—কটি-ললাট-বক্ষাংসি। ত্রিগম্ভীরঃ—নাভি-স্বর-সত্ত্বানীতি।

অনুবাদ।—মহাপুরুষের চিহ্ন দ্বাত্রিং-শৎসংখ্য;—পাঁচটী অঙ্গ দীর্ঘ, পঞ্চ অঙ্গ সূক্ষ্ম, সপ্ত অঙ্গ রক্ত, ছয় অঙ্গ উন্নত, তিন অঙ্গ হ্রস্ব, তিন অঙ্গ বিস্তৃত ও তিন অঙ্গ গম্ভীর।*

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্তচরণ।
এই শিশু সর্ব্বলোকের করিবে তারণ॥
এইত করিবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার।
ইঁহা হৈতে হবে দুই কুলের উদ্ধার॥
মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল করিব নামকরণ॥
সর্ব্বলোকের করিব ইঁহো ধারণ পোষণ।
বিশ্বম্ভর নাম ইহার এইত কারণ॥
শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল॥
তবে কত দিনে প্রভুর জানুচংক্রমণ।†
নানা চমৎকার যাতে করাইল দর্শন॥
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।
নারী সব হরিবোলে হাসে গৌরধাম॥
তবে কত দিনে কৈল পাদ-চংক্রমণ।
শিশুগণ মেলি করে বিবিধ খেলন॥
একদিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া বৈল খাওত বসিয়া॥
এত বলি গেলা গৃহকর্ম্মাদি করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে॥
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়।
মাটী কাড়ি লঞা কহে মাটী কেনে খায়॥
কান্দিয়া কহেন শিশু কেন কর রোষ।
তুমি মাটী খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ॥
খৈ সন্দেশ অন্ন যত মাটীর বিকার।
এহো মাটী সেহো মাটী কি ভেদ ইহার॥
মাটী দেহ মাটী ভক্ষ্য দেখহ বিচারি।
অবিচারে দোষ দেহ কি বলিতে পারি॥
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে।
মাটী খাইতে যোগোপায় কে শিখাইল তোরে॥*
মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটী খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়॥
মাটীর বিকার ঘটে পানি ভরি আনি।
মাটী পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি॥
আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিল তাহারে।
আগে কেনে মাতা না শিখাইলে মোরে॥
এবেত জানিনু আর মাটী না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব॥
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
এইমতে নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়॥
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিন বার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার॥
চোরে লৈয়া গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া॥
ব্যাধি ছলে জগদীশ হিরণ্য সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা একাদশী দিনে॥
শিশু সব লৈয়া পাড়াপড়সির ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নাসিকা, ভুজ, হনু, (কপোলের ঊর্দ্ধাংশ) চক্ষু ও জানু এই পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ। ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলী-পর্ব্ব, দন্ত, রোম এই পঞ্চ অঙ্গ সূক্ষ্ম। চক্ষু, চরণতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ, নখ এই সপ্তাঙ্গ লোহিত। বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসা, কটি ও মুখ এই ছয় অঙ্গ উন্নত। গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন এই তিন অঙ্গ হ্রস্ব। কটি, ললাট ও বক্ষঃ এই তিন অঙ্গ বিস্তৃত। নাভি, স্বর ও সত্ত্ব এই তিন অঙ্গ গম্ভীর।

† জানু চংক্রমণ—হাটু দ্বারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ।

* যোগোপায়—জ্ঞানযোগ।

শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন ॥*
কেনে চুরি কর কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পরঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে ॥
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈয়া ঘর ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইয়া প্রভু জানি নিজ দোষ ॥
কভু মৃদুহস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥
নারীগণ বোলে নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থা হইবেন তোমার জননী ॥
বাহির হইয়া আনিল প্রভু দুই নারিকেল।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা অপূর্ব্ব সকল ॥
কভু শিশু সঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইল তাঁহা দেবতা পূজিতে ॥
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা ॥
কন্যাগণে কহে আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর ॥
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চাল কলা ॥
ক্রোধে কন্যাগণ বলে শুনহে নিমাই।
গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমা সবার ভাই ॥
আমা সবা পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতাসজ্জা না কর অন্যায় ।†
প্রভু কহে তোমা সবাকে দিল এই বর।
তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর ॥
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান্ ॥
বর শুনি কন্যাগণে অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভৎসনা করে করি মিথ্যা রোষ ॥

কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া ॥
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী ॥
ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয়।
জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয় ॥
আনিয়া নৈবেদ্য তার সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥
এই মত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে সবে সুখ পায় ॥
এক দিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীনাম।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান ॥
তারে দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী প্রীতি পাইলা করি প্রভুর দর্শন ॥
সাহজিক প্রীতি দোঁহার হইল উদয়।
বাল্য ভাবাচ্ছন্ন তবু হইল নিশ্চয় ॥
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজাচ্ছলে দোঁহে করেন প্রকাশ ॥
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমাকে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল সপুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥
প্রভু তার পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি তার ভাব অঙ্গীকার কৈলা ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।২৫)—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥

টীকা।—হে সাধ্ব্যঃ! ভবতীনাং মদর্চ্চনং সঙ্কল্পঃ বিদিতো জ্ঞাতো ময়া অনুমোদিতঃ স্বীকৃতঃ, অতএব সত্যঃ সিদ্ধো ভবিতুং অর্হতি।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, হে

* ওলাহন—তিরস্কার, ভৎর্সন।
† দেবতাসজ্জা—দেবপূজার আয়োজন।

সাধ্বীগণ! তোমরা আমার পূজা করিয়াছ, তোমাদিগের যাহা মনোবাঞ্ছা, লজ্জা হেতু তাহা প্রকাশ না করিলেও আমি বুঝিতে পারিয়াছি; আমি তোমাদিগের সেই মনো-রথ অনুমোদন করিলাম; উহা সত্য হইবার যোগ্য।

এই মত লীলা করি দুঁহে গেলা ঘর।
গম্ভীর চৈতন্য লীলা কে বুঝিবে পর॥
চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন।
শচী জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন॥
এক দিন শচীদেবী পুত্রেরে ভৎর্সিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্র পলাইলা ধাঞা॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডির উপর।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর॥
শচী আসি কহে কেন অশুচি হইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই অপবিত্র হৈলা॥
ইহা শুনি মাতা প্রতি কহে ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল গঙ্গাস্নান॥
কভু পুত্র সঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে দিব্যলোক আসি ভরিল ভবন॥
শচী বলে যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিলা বাহিরে॥
চলিতে নূপুর-ধ্বনি বাজে ঝন ঝন।
শুনি চমকিত হৈল পিতা মাতার মন॥
মিশ্র কহে এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি॥
শচী বলে আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল॥
কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি॥
মিশ্র কহে কিছু হউক চিন্তা কিছু নাই।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক এই মাত্র চাই॥
এক দিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভৎর্সন করিয়া॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন॥
মিশ্র! পুত্রের তত্ত্ব তুমি কিছুই না জান।
ভৎর্সন তাড়ন কর পুত্র করি মান॥
মিশ্র কহে দেবসিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউ এবে আমার তনয়॥
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম॥
বিপ্র কহে পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়॥
মিশ্র বলে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষণ॥
এই মতে দোঁহে করে ধর্ম্মের বিচার।
বিশুদ্ধ বাৎসল্য মিশ্র নাহি জানে আর॥
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত॥
বন্ধু বান্ধব স্থানে স্বপন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল॥
এই মত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা মাতার বাড়ায় আনন্দ॥
কত দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্পদিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল॥
বাল্যলীলা সূত্রে এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি হয় বিস্তারিয়া না কহিল॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—◇—

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥

টীকা।—যস্য চৈতন্যস্য পদাব্জয়োঃ সুমনোঽর্পণমাত্রেণ কুমনাঃ কুৎসিতমনা জনঃ সুমনস্ত্বং যাতি, তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে।

অনুবাদ।—যাঁহার পাদদ্বয়ে কুসুমার্পণমাত্রে কুমনা ব্যক্তি সুমনস্ত্ব লাভ করে অর্থাৎ তদীয় প্রিয়তমত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই চৈতন্য প্রভুকে ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পৌগণ্ড লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন॥

২ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা॥

টীকা।—পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা, অত্যদ্ভুতা, বিদ্যারম্ভমুখা বিদ্যারম্ভং মুখমাদির্যস্যাঃ সা। পুনঃ কথম্ভূতা?—পাণিগ্রহণান্তা পাণিগ্রহণং বিবাহোঽন্তে যস্যাঃ সা। পুনঃ কিম্ভূতা?—মনোহরা।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর পৌগণ্ডলীলা অতীব বিস্তৃতা, উহাতে বিদ্যারম্ভ হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত লীলা কীর্ত্তিত আছে; উহা পরম মনোহরা।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণ মাত্র কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥
অল্পকালে হৈল পাঁজি টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥
অধ্যয়নলীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্য মঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন॥
এক দিন মাতার করি চরণে প্রণাম।
প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান॥
মাতা কহে তাহি দিব যা তুমি চাহিবে।
প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥
শচী বলেন না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন॥
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা॥
শুনি শচী মিশ্রের দুঃখিত হৈল মন।
তবে প্রভু মাতা পিতার কৈল আশ্বাসন॥
ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥
আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতামাতার মন॥
এক দিন প্রভু নৈবেদ্য তাম্বুল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হৈয়া॥
আস্তে ব্যস্তে পিতামাতা মুখে দিলা পানী।
সুস্থ হঞা প্রভু কহে অদ্ভুত কাহিনী॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা॥
আমি কহি আমার অনাথ পিতামাতা।
আমি বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা॥
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতামাতার সেবন।
ইহাতে তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥
তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে।
মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে॥

এই মত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণ লীলা এই বুঝিতে না পারি ॥
কত দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা পুত্র দোঁহার বাড়িল বড় শোক ॥
বন্ধুবান্ধব আসি দোঁহা প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধি দৃষ্টে ঈশ্বর করিল ॥
কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে সপ্তমাঙ্কে ভট্টবৃতস্মৃতিঃ—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥

টীকা—পণ্ডিতাঃ গৃহং গৃহঃ ইতি ন আহুঃ বদন্তি, কিন্তু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে কথ্যতে। হি যতঃ তয়া সহিতঃ সমন্বিতঃ সন্ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।

অনুবাদ।—সুধীগণ গৃহকে গৃহ বলেন না, গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া থাকেন; কেন না, গৃহিণীর সঙ্গে সমন্বিত হইয়াই অখিল পুরুষার্থ লাভ করা যায়।

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে ॥
পূর্ব্ব সিদ্ধভাব তার উদয় করিল।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইল ॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন ॥
বিস্তার বর্ণিলেন ইহা বৃন্দাবন দাস।
এইত পৌগণ্ডলীলা সূত্রের প্রকাশ ॥
পৌগণ্ড বয়সে লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবনদাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার ॥

অতএব দিঙ্মাত্র ইহা দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সব লোক খ্যাত হৈল ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
পৌগণ্ডলীলাবর্ণনং নাম পঞ্চদশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

কৃপাসুধা সরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥

টীকা।—যস্য চৈতন্যস্য কৃপাসুধাসরিৎ অমৃতনদী সদা নীচগা এব ভাতি দীপ্তী-করোতি, কিং কুর্ব্বতী সতী?—বিশ্বং সংসারং আপ্লাবয়ন্তী; তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে।

অনুবাদ।—যাঁহার কৃপারূপ সুধানদী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপ্লাবিত করিলেও নিরন্তর নীচগামিনীরূপে প্রকাশ পাইতেছে, সেই চৈতন্যদেবকে ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

২ শ্লোক।

জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্যো
মূর্ত্তিমত্যা গৃহাগমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা
দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ ॥

টীকা।—অসৌ কৈশোরচৈতন্যঃ জীয়াৎ জয়যুক্তো ভবতু। সঃ কিম্ভূতং ?—গৃহাগমাৎ গৃহাগমাবধি মূর্ত্তিমত্যা লক্ষ্ম্যা অর্চ্চিতঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ ?—দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ দিগ্বিজয়িজয়চ্ছলাৎ বাগ্দেব্যা সরস্বত্যা অর্চ্চিতঃ।

অনুবাদ।—যিনি বাগ্দেবীকরণক দিগ্বিজয়ীকে ছলনাতে জয় করিয়াছেন, যিনি গৃহে মূর্ত্তিমতী কমলাকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন, সেই কৈশোর গৌরচৈতন্য জয়যুক্ত হউন।

এবেত কৈশোর লীলার সূত্র অনুবন্ধ।
শিষ্যগণে পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যয়ন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্ব লোকের চমকিত মন ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥
কত দিনে কৈল প্রভুর বঙ্গেতে গমন।
যাহা যায় তাহা লওয়ায় নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিল পড়িতে ॥
সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্রতপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্যসাধন ॥
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥
স্বপ্ন এক বিপ্র কহে শুনহ তপন।
নিমাই পণ্ডিত ঠাঞি করহ গমন ॥
তিঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিঁহো নাহিক সংশয় ॥
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন কহিল
নামসঙ্কীর্ত্তন কর উপদেশ কৈল ॥
তার ইচ্ছা প্রভু সঙ্গে নবদ্বীপে বসি।
প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি যাহ বারাণসী ॥
তাহা আমা সঙ্গে তোমার হইবে মিলন।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥
প্রভুর অতর্ক্য-লীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন পাঠায় কাশীপুরী ॥
এই মত বঙ্গে লোকের কৈল মহা হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল পড়াঞা পণ্ডিত ॥
এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥*
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥
অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্যামী।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী দুঃখ জানি ॥
ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধন জন।
তত্ত্ব কহি কৈলা শচীর দুঃখ বিমোচন ॥
শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সবা জিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ ॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী পরিণয়।
তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ি জয় ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাঞি করেন দোষ গুণের বিচার ॥
সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।
যাহা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসিয়াছে গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঞি আইলা।†
গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা ॥
বসাইলা প্রভু তারে আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া ॥

* লক্ষ্মী—শ্রীমহাপ্রভুর প্রথম গৃহিণী।
† দিগ্বিজয়ী—ইহার নাম কেশবাচার্য্য।

ব্যাকরণ পড়াও নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোক কহে তোমার গুণগ্রাম ॥
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥
প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেতে না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি ॥
কাহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাহা আমি সব শিশু পড়ুয়া নবীন ॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটি একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥*
শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥
তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি জান ভাল অর্থ কিবা সরস্বতী ॥
এক শ্লোক অর্থ যদি কর নিজ মুখে।
শুনি সব লোক তবে পাইবেক সুখে ॥
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শত শ্লোকের শ্লোক প্রভুত পড়িল ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি দিগ্বিজয়ীবাক্যম্—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা,
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥

টীকা।—গঙ্গায়াঃ সততমিদং মহত্ত্বং নিতরাং আভাতি দীপ্তিকরোতি। যদ্ যস্মাৎ এষা গঙ্গা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলয়োরুৎপত্তিরুদ্ভবঃ তয়া উৎপত্ত্যা সুভগা ভাগ্যবতী; অতো অদ্বিতীয়শ্রীরিব লক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চিতং চরণং যস্যাঃ সা। ভবানীভর্ত্তুঃ শিবস্য শিরসি যা বিভবতি, অতঃ অদ্ভুতগুণা।

অনুবাদ।—যিনি বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে সঞ্জাতা হওয়াতে অতীব ভাগ্যবতী হইয়াছেন, যিনি দেবতা ও নরগণ কর্ত্তৃক অদ্বিতীয় লক্ষ্মীবৎ অর্চ্চিত, আর যিনি অদ্ভুত গুণবতী ও মহেশ্বরের শিরোপরি বিরাজিতা; সেই গঙ্গার মহিমা সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছে।

এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যবে বৈল।
বিস্মিত হইয়া দিগ্বিজয়ী প্রভুরে পুছিল ॥
ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥
প্রভু কহে দেববরে তুমি যৈছে কবিবর।
তৈছে দেববরে কেহ হয় শ্রুতিধর ॥
শ্লোক ব্যাখ্যা কৈল বিপ্র হইয়া সন্তোস।
প্রভু কহে শ্লোকের কিবা কহ গুণ দোষ ॥
বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের আভাস।
উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস ॥*
প্রভু কহে কহি যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ ॥
প্রতিভার বাক্য তোমার দেবতা সন্তোষে।†
ভাল মতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে ॥
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে যে করিল সেই বেদ সার ॥
ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥
প্রভু কহে অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝহ আমারে ॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ ॥

* এক দণ্ডের মধ্যে এক শত শ্লোক বর্ণন করিলেন।

* বাক্যের ঐক্য হইলে উপমান ও উপমেয়ের বাচ্য অবৈধর্ম্ম্য সাম্য হইলে উপমালঙ্কার হইয়া থাকে। অনুপ্রাস—স্বরের বৈষম্যেতেও যে স্বরের সাম্য, তাহাকে অনুপ্রাস কহে।

† নিত্য নব নব উল্লেখ করাকে প্রতিভা কহে।

কবি কহে কহ দেখি কোন গুণ দোষ।
প্রভু কহে কহি শুন না করিহ রোষ॥
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন করহ বিচার॥
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দুই দোষ চিহ্ন।*
বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনরুক্ত দোষ তিন॥
গঙ্গার মহত্ত্ব শ্লোকের মূল বিধেয়।
ইদং শব্দে অনুবাদ পশ্চাৎ বিধেয়॥
বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলে অনুবাদ।
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ॥†

৪ শ্লোক।

তথাহি কাব্যপ্রকাশালঙ্কারে—

অনুবাদমনুক্তাতু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ
প্রতিতিষ্ঠতি॥‡

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী ইহা দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল শব্দার্থ গেল ক্ষয়॥¶
দ্বিতীয় শব্দ অবিধেয় পড়িল সমাসে।
লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে॥
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ এই দোষের নাম।
আর এক দোষ আছে শুন সাবধান॥
ভবানীভর্ত্তৃ শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
বিরুদ্ধমতিকৃৎ নাম এই মহাদোষ॥§
ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তার ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি॥
শিবপত্নীভর্ত্তা শব্দ শুনিতে বিরুদ্ধ।
বিরুদ্ধমতিকৃৎ শব্দ, শাস্ত্র নহে শুদ্ধ॥
ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয়-ভর্ত্তা-জ্ঞান॥
বিভবতি ক্রিয়া বাক্যসাঙ্গ পুনঃ বিশেষণ।
অদ্ভুতগুণা এই পুনরাত্ত-দূষণ॥
তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি এই দোষ ভগ্নক্রম॥*
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চদোষে শ্লোক কৈল ছারখার॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত॥

৫ শ্লোক।

তথাহি ভরতমুনিবাক্যম্—

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্॥

টীকা।—রসালঙ্কারবৎ কাব্যং; চেৎ যদি তৎ দোষযুক্ ভবতি, তদা দূষিতং স্যাৎ; যথা বপুঃ শরীরং সুন্দরমপি একেন শ্বিত্রেণ কুষ্ঠেন দুর্ভগং অবজ্ঞাস্পদং স্যাৎ।

অনুবাদ।—রসালঙ্কারযুক্তের নাম কাব্য। দেহ যেমন সুন্দর হইলেও একমাত্র শ্বেতকুষ্ঠযোগে অবজ্ঞাস্পদ হয়, তদ্রূপ সেই কাব্য দোষযুক্ত হইলেই দূষিত হইয়া পড়ে।

পঞ্চালঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার তিন অর্থালঙ্কার॥
শব্দালঙ্কারে তিনপাদে আছে অনুপ্রাস।
শ্রীলক্ষ্মী শব্দে পুনরুক্তবদাভাস॥

---

* যে স্থানে বিধেয়াংশ প্রাধান্যরূপে নিরূপিত না হয়, তাহাকে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ কহে।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আপনি বিধেয় অর্থাৎ জ্ঞাত অগ্রে কহিয়া পরে অনুবাদ অর্থাৎ অজ্ঞাত কহিয়াছেন, এই হেতু শ্লোকের অনুবাদ ঘটিয়াছে।

‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

¶ দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী এই স্থলে দ্বিতীয়া শব্দ বিধেয়, সমাসে গৌণ হওয়াতে শব্দার্থ ক্ষয় হইল অর্থাৎ দ্বিতীয়া শব্দের অপ্রাধান্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

§ বিরুদ্ধার্থে মত্যুৎপাদক অর্থাৎ বিরুদ্ধ অর্থে যে বুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়, তাহাকে বিরুদ্ধমতিকৃৎ দোষ বলে।

* যে ক্রমে বর্ণন হইতেছে, তাহার অন্যথা হইলেই ভগ্নক্রম দোষ কহে।

শ্রীচৈতন্য ও দিগ্বিজয়ীর বিচার। (১২ পৃষ্ঠা)।

প্রথম চরণে পঞ্চ তকারের পাঁতি।
তৃতীয় চরণে হয় পঞ্চ রেফ স্থিতি ॥
চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ।
অতএব শব্দ-অলঙ্কার অনুপ্রাস ॥
শ্রীশব্দে লক্ষ্মীশব্দে এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্তবদাভাসে নহে পুনরুক্ত ॥
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্তবদাভাস শব্দালঙ্কার ভেদ ॥
লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে নাম বিরোধাভাস ॥
গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ ॥
ইঁহা বিষ্ণু-পাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
বিরোধালঙ্কারে ইহা মহা চমৎকৃতি ॥
ঈশ্বর অচিন্ত্য শক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি বিরোধ আভাস ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি
ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং
পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥

টীকা।—অম্বুনি জলে অম্বুজং জাতং পদ্মং জাতং, ন জাতু কদাচিৎ অম্বুজাৎ পদ্মাৎ অম্বু জাতং। কিন্তু মুরভদি শ্রীকৃষ্ণে তদ্বিপরীতং, যতঃ তৎপদাম্ভোজে চরণকমলে মহানদী জাতা।

অনুবাদ।—পদ্ম সলিলেই উৎপন্ন হয়, পদ্ম হইতে কখন সলিল উৎপন্ন হয় না, কিন্তু মুরারি কৃষ্ণে তাহার বিপরীত লক্ষিত হইতেছে। তদীয় পাদপদ্ম হইতে মহ উদ্ভব হইয়াছে।

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য সাধন তাহার।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি অনুমান অলঙ্কার ॥
স্থূল এই পঞ্চ দোষ পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥
প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে।
অবিচার কাব্যে অবশ্য পড়ে দোষ বাদে ॥
বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল ॥
শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত ॥
কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর।
তবে মনে বিচারিয়ে হইয়া ফাঁফর ॥
পড়ুয়া বালকে কৈল মোর বুদ্ধি লোপ।
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥
যে ব্যাখ্যা করিল মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাইর মুখে রহি বোলে সরস্বতী ॥
এত ভাবি কহে শুন নিমাই পণ্ডিত।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাম বিস্মিত ॥
অলঙ্কার নাহি পড় নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এ অর্থ তুমি করিলে প্রকাশ ॥
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী ॥
শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যে বলায় কহি সেই বাণী ॥
ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়।
শিশু দ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয় ॥
আজি তারে নিবেদিব করি জপ ধ্যান।
শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার সময়ে তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥
তবে শিষ্যগণ সবে হাসিতে লাগিল।
তা সবা নিষেধি প্রভু কহিতে কহিল ॥
তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে বাক্যবাণী ॥

তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজলধার।
তোমার সমান কবি কোথা নাহি আর ॥
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাষ ॥
দোষ গুণ বিচারে এই অল্প করি মানি।
কবিত্ব-করণে শক্তি তাহা সে বাখানি ॥
শৈশব চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান আমি না হই তোমার ॥
আজি বাসা যাহ কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥
এইমতে নিজঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন ॥
সরস্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল ॥
প্রাতে আসি প্রভু পদে লইলা শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল তার খণ্ডিল বন্ধন ॥
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল জীবন।
বিদ্যাবলে পাইলা মহাপ্রভুর চরণ ॥
এসব লীলা বর্ণিয়াছে বৃন্দাবনদাস।
যে কিছু বিশেষ ইহা করিল প্রকাশ ॥
চৈতন্য গোঁসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
কৈশোর-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম
ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৬॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎ-
প্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনাম প্রজল্পকাঃ ॥

টীকা।—তং চৈতন্যং অহং বন্দে। কিম্ভূতং ?—স্বৈরাদ্ভুতেহ্হং স্বৈরং স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা অদ্ভুতা ইহা চেষ্টা যস্য স তং। যৎপ্রসাদতঃ যস্য প্রসাদেন যবনাঃ সুমনায়ন্তে সুমনাভবন্তি। কীদৃশাঃ ?—কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ।

অনুবাদ।—যাঁহার প্রসাদে যবনগণও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক সাধুবৎ আচরণ করিয়াছিল, সেই ইচ্ছাময় অদ্ভুত চেষ্টাবান্ চৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥

২ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশসম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি
যৌবনে ॥

টীকা।—যৌবনে যৌবনবয়সি গৌরো দীব্যতি। কিংকরণকৈ ?—বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশসম্ভোগ-নৃত্যকীর্ত্তনৈঃ, প্রেমনামপ্রদা-নৈশ্চ।

অনুবাদ।—শ্রীগৌরাঙ্গদেব যৌবনকালে বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য,

কীর্ত্তন এবং প্রেম ও নাম প্রদান দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন।

যৌবন প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ।
দিব্যবস্ত্র, দিব্যবেশ, মাল্যচন্দন ॥
বিদ্যৌদ্ধত্যে কাহা কেহো না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥
বায়ুব্যাধিছলে করে প্রেম-পরকাশ ॥
ভক্তগণ লৈয়া কৈল বিবিধ বিলাস ॥
তবেত করিল প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥
দীক্ষা অনন্তরে কৈল প্রেমপরকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈতমিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন ॥
প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস।
খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ ॥
তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়্ভুজ দর্শন ॥
প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর ॥
তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ চক্র ॥
তবেত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম অঙ্গে পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
তবে নিত্যানন্দ গোঁসাঞির ব্যাসপূজন।
নিত্যানন্দবেশে কৈল মূষলধারণ ॥
তবে শচী দেখিল রামকৃষ্ণ দুই ভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই ॥
তবে সপ্তপ্রহর প্রভু ছিলা ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি ভবনে।
তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥
তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
হরেৰ্নাম শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥*

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞানযোগ, কর্ম্ম, তপ, আদি নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাই নাই নাই এই তিন একবার ॥
তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
তাড়ন ভৎর্সনে কারে কিছু না বলিব ॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাঙ্গয় ॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত-বৃত্তি কিবা শাক ফল খাইব ॥
সদা নাম লৈব যথা লাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীমুখশিক্ষাশ্লোকঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

টীকা।—অনেন জনেন সদা হরিঃ কীর্ত্তনীয়ঃ। কেন?—তৃণাদপি সুনীচেন। পুনঃ কিম্ভূতেন?—তরোরপি সহিষ্ণুনা। পুনঃ কিম্ভূতেন?—অমানিনা অভিমান-রহিতেন। পুনঃ কিম্ভূতেন?—মানদেন।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি তৃণ অপেক্ষাও নীচ, বৃক্ষবৎ সহিষ্ণু এবং স্বয়ং অভিমান-রহিত হইয়া অন্যকে মান প্রদান করেন, তৎকর্ত্তৃকই হরি নিরন্তর কীর্ত্তনীয় হন।

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পরকণ্ঠে এই শ্লোক ॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক বৎসর ॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥
কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥
একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল ॥
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল।
হরিদ্রা, সিন্দূর রক্তচন্দন, তণ্ডুল ॥
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেলা।
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস তাহাত দেখিলা ॥
বড় বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া।
সবারে কহে শ্রীবাস হাঁসিয়া হাঁসিয়া ॥
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥
দেখি সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন দুরাচার ॥
হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল।
গঙ্গাজল গোময়ে সেই স্থান লেপাইল ॥
তিন দিন বই, সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার ॥
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীড়া কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহেত বসিয়া।
এক দিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥
গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা মুঞি কুষ্ঠরোগে হঞাছো ব্যাকুল
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হৈলা ক্রোধমন।
ক্রোধাবেশে কহে তারে তর্জ্জন বচন ॥
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু
কোটিজন্ম এই মত কীড়া খাওয়াইমু ॥
শ্রীবাসেরে করাইলি ভবানীপূজন।
কোটিজন্ম হৈবে তোর রৌরবে পতন ॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি করিমু ভক্তির প্রচার ॥
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপীর দুঃখভোগে না যায় পরাণ ॥
সন্ন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা ॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হঞা সকরুণ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিতে তোর হঞাছে অপরাধ।
তাহা যাহ তিঁহো যদি করেন প্রসাদ ॥
তবে তোর হব এই পাপ বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥
তবে বিপ্র লইল শ্রীবাসের শরণ।
তাঁহার কৃপায় পাপ হৈল বিমোচন ॥
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কবাট না পাইল ভিতরে যাইতে ॥
ফিরি গেলা ঘরে বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা।
আর দিন প্রভুরে কহে গঙ্গাঘাটে পাঞা ॥
শাপিব তোমারে আমি পাঞা মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ ॥
সব সংসার সুখ তোমার হউক নাশ।
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥

প্রভুর শাপবার্ত্তা যেবা শুনে শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥
মুকুন্দ দত্তেরে কৈল দণ্ড পরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ ॥
আচার্য্য গোঁসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
ইহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান ॥
তবে আচার্য্যের মনে আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥
মুরারি গুপ্তের মুখে শুনি রাম-গুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তার রামদাস নাম ॥
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান ॥
হরিদাস ঠাকুরেরে করিল প্রসাদ।
আচার্য্য স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥
ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল।
শুনি এক পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ কৈল ॥*
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সবে নিষেধিল ইঁহার না দেখিহ মুখ ॥
সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাহা করিল ব্যাখ্যান ॥
জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥

টীকা।—হে উদ্ধব! যথা উর্জ্জিতা বলবতী মম ভক্তিঃ মাং সাধয়তি, তথা ন সাঙ্খ্যং, তথা ন ধর্ম্মঃ, তথা ন স্বাধ্যায়ঃ, ন তপঃ, ন ত্যাগঃ দানং।

অনুবাদ।—হে উদ্ধব! মদ্বিষয়ক দৃঢ়া ভক্তি আমাকে যে প্রকার বশীভূত করে, কি যোগ, কি সাঙ্খ্য, কি ধর্ম্ম, কি তপঃ, কি দান কিছুতেই সেরূপ পারে না অর্থাৎ দৃঢ়ভক্তি দ্বারা আমাকে যেরূপ অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যোগদ্বারা, সাঙ্খ্য দ্বারা, ধর্ম্ম দ্বারা, স্বাধ্যায় দ্বারা, তপস্যা দ্বারা অথবা দান দ্বারা সেরূপে আমাকে লাভ করিতে পারে না।

মুরারিকে কহে তুমি কৃষ্ণবশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮১।১৬)—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥

টীকা।—ক অহং দরিদ্রঃ, ন কেবলং দরিদ্রঃ পাপীয়ানপি। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—ব্রহ্মবন্ধুঃ। কৃষ্ণঃ কিম্ভূতঃ?—শ্রীনিকেতনঃ। তথাপি অস্মাভিঃ বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ আলিঙ্গিতঃ।

অনুবাদ।—আমি দরিদ্র ও পাপী; সুতরাং আমিই বা কোথায়, আর সেই শ্রীনিকেতন কৃষ্ণই বা কোথায়? তথাপি আমি ব্রাহ্মণ, এই জন্য সেই কৃষ্ণ বাহুদ্বয়ে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন।

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা।
সংকীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হঞা ॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥

* অর্থবাদ—নিত্যকর্ম্মে ফলশ্রুতি। এই অর্থবাদ দ্বারা রুচির উৎপত্তি হয়।

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত।
পাকিল অনেক ফল সবাই বিস্মিত ॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালণ করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥
রক্ত পীতবর্ণ, নাহি অষ্ঠ্যংশ বল্কল।
একজনের পেট পূরে খেলে এক ফল ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন।
সবাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥
অষ্ঠিবল্কল নাহি অমৃত রসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥
এইমত প্রতিদিন ফলে বারমাস।
বৈষ্ণবে খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস ॥
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্যজন না জানয়ে বিনা ভক্তগণ ॥
এই মত বারমাস কীর্ত্তন অবসানে।
আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥
এক দিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল।
বৃহৎ-সহস্র নাম পড় শুনিতে মন হৈল ॥
পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম ॥
নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥
নৃসিংহ আবেশ দেখি মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা মহাভয় ॥
লোকভয় দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাসের গৃহে গিয়া গদা ফেলাইল ॥
শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোকভয় পায় মোর হৈল অপরাধ ॥
শ্রীবাস বলেন যে তোমার নাম লয়।
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয় ॥
অপরাধ নাহি কৈলে জীবের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥
এত বলি শ্রীবাস তাঁর করিল সেবন।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন ভবন ॥
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডমরু বাজায় ॥
মহেশ আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥
আর দিন এক ভিক্ষুক আইল মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিলা করিতে ॥
প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল প্রেমরসে ভাসে ॥
আর দিনে জ্যোতিষ এক সর্ব্বজ্ঞ আইল।
তাহার সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল ॥
কে আছিলাঙ আমি পূর্ব্বজন্মে কহ গণি।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর আজ্ঞা শুনি ॥
গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সাবার আশ্রয় ॥
পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম ঈশ্বর।
দেখি প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর ॥
বলিতে না পারে কিছু মৌন ধরিল।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল কহিতে লাগিল ॥
পূর্ব্ব জন্মে ছিলা তুমি জগৎ আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবে সেইরূপ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ ॥
প্রভু হাসি বলে তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আমি আছিলাঙ জাতিতে গোয়ালা ॥
গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে হৈলা আমি ব্রাহ্মণ ছাওয়াল ॥
সর্ব্বজ্ঞ কহে তাহা আমি ধ্যানে দেখিলাম।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁফর হইলাম ॥
সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি এই মায়াতে তোমার ॥
যে হও সে হও প্রভু তোমারে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার ॥

এক দিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
মধু আন মধু আন বলেন ডাকিয়া॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিের আবেশ জানিল।
গঙ্গাজল পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল॥
জলপান করি নাচে হইয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ লীলা দেখায় সকল॥
মদমত্ত গতি বলদেব অনুকার।*
আচার্য্য-শেখর তাঁরে দেখে রামাকার॥
বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল।
সবে মিলি নৃত্য করে আবেশে বিহ্বল॥
এই মত নৃত্য হইল চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সবে গেলা ঘর॥
নাগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্ত্তন উচ্চধ্বনি।
হরি হরিধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজি পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন॥†
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজি এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥
এত কাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও কোন বল জানি॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি মুঞি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগি পাব।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইব॥
এত বলি কাজি গেল, নগরিয়া লোক।
প্রভু স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক॥

প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্ত্তন।
আমি সংহারিব আজি সকল যবন॥
ঘরে গিয়া লোক সব করে সঙ্কীর্ত্তন।
কাজির ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে চমকিত মন॥
তা সবার অন্তর্ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি॥
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে সবে কর নগর মণ্ডন॥*
সন্ধ্যাতে দিউটী সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখি কোন্ কাজি আসি মোরে মানা করে॥
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়॥
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য-গোঁসাঞি পরম উল্লাস॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তার সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু কৃপাবলে॥
এই মত কীর্ত্তন করি নগর ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কাজির বহির্দ্বারে গেলা॥
তর্জ্জে গর্জ্জে নাগরিয়া করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল॥
কীর্ত্তন-ধ্বনি শুনি কাজি লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জনগর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে॥
উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজির ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাই কাজিরে বোলাইলা॥†
দূরে হৈতে আইসে কাজি মাথা নোঙাইয়া।
কাজিরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥

* অনুকার—অনুকরণ।

† কাজি—বিচারপতি। ইহার নাম "চাঁদ কাজি"। ইনি গৌড়েশ্বর নবাবের দৌহিত্র।

* মণ্ডন—সুসজ্জিত।

† ভব্য লোক—ভদ্র লোক।

প্রভু কহে আমি তোমার পাইলাম
অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলে এ ধর্ম্ম কেমত ॥
কাজি কহে শুনি তুমি আইস ক্রুদ্ধ হৈয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া॥
এবে তুমি শান্ত হৈলে আমি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম ॥
গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।*
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।†
সে সম্বন্ধে হএ তুমি আমার ভাগিনা ॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥
এই মত দোঁহে কথা হয় ঠারে ঠোরে।‡
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে ॥
প্রভু কহে প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার
স্থানে।
কাজি কহে আজ্ঞা কর যে তোমার মনে ॥
প্রভু কহে গোদুগ্ধ খাও গাভী তোমার
মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায় তাতে তেহোঁ পিতা ॥
পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন ধর্ম্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ॥§
কাজি কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র কিতাব কোরাণ ॥
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ ভেদ।
নিবৃত্তি মার্গে জীবমাত্র বধের নিষেধ ॥
প্রবৃত্তি মার্গ গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ ভয় ॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥

* চাচা—পিতৃব্য।
† নানা—মাতামহ।
‡ ঠারে ঠোরে—ইঙ্গিতে।
§ বিকর্ম্ম—বিরুদ্ধ কর্ম্ম।

প্রভু কহে বেদে কহে গোবধ নিষেধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে ॥
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদ পুরাণে এই আছে আজ্ঞাবাণী ॥
অতএব জগদ্গব মারে মুনিগণ।*
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন ॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার ॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখানে ॥

৭ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৮৫।১৮০)—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ
বিবর্জ্জয়েৎ ॥

টীকা।—কলৌ কলিকালে পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ। পঞ্চানাং বিবৃতিঃ—অশ্বমেধং, গবালম্ভং, সন্ন্যাসং, পলপৈতৃকং পলেন মাংসেন শ্রাদ্ধং, দেবরেণ সুতোৎপত্তিং।

অনুবাদ।—অশ্বমেধ যজ্ঞ, গবালম্ভ, (গোমেধ যজ্ঞ), সন্ন্যাসগ্রহণ, মাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ, এবং দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, এই পাঁচটী ক্রিয়া কলিকালে পরিত্যাগ করিবে।

তোমরা জীয়াইতে নার বধ মাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥
গরুর যতেক লোম তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর ॥
তোমা সবার শাস্ত্রকর্ত্তা সেহ ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল ॥
শুনি স্তব্ধ হৈলা কাজি নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজি পরাভব মানি ॥

* জরদ্গব—প্রাচীন গো, বৃদ্ধ গো।

তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারস্থ নয়॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥
সহজে যবন শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার।
হাসি মহাপ্রভু তারে পুছে আরবার॥
আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে ছলে না বঞ্চিবে আমা॥
তোমার নগরে হয় সদা সংকীর্ত্তন।
বাদ্যগীত কোলাহল সঙ্গীত নর্ত্তন॥
তুমি কাজি হিন্দুধর্ম্ম বাধে অধিকারী।*
এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি॥
কাজি বলে সবে তোমা বলে গৌরহরি।
সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি॥
শুন গৌরহরি এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন॥
প্রভু কহে এলোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি কহ তুমি নাহি কিছু ভয়॥
কাজি কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিল মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহা ভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জয়ে বিস্তর॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বলে।
ফাড়িব তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্ করিমু তোরে ক্ষয়।
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়॥
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয়॥

সে দিনে বহুত নাহি কৈল উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করিয়া না কৈনু প্রাণাঘাত॥
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবনে মারিমু॥
এত কহি সিংহ গেলা মোর হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥
এত বলি কাজি নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সব লোক আশ্চর্য্য মানিল॥
কাজি কহে ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন আমার এক পেয়াদা আইল॥
আসি কহে গেলু মুঞি কীর্ত্তন বাধিতে।
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে॥
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ॥
তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ থাক ঘরেতে বসিঞা॥
তাহাতে নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন॥
নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
হরিধ্বনি বিনা মুখে না শুনিয়ে আর॥
আর ম্লেচ্ছ কহে হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি।
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়ি যায় ধূলি॥
হরি হরি কহি হিন্দু করে কোলাহল।
পাতসা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল॥
তবে সেই যবনেরে আমিত পুছিল।
হিন্দু হরি বলে তার স্বভাব জানিল॥
তুমিত যবন হৈয়া কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতার নাম লও কি কারণ॥
ম্লেচ্ছ কহে আমি হিন্দুকে করি পরিহাস।
কেহ কেহ কৃষ্ণদাস কেহ রামদাস॥
কেহ হরিদাস সদা বলে হরি হরি।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি।
ইচ্ছা নাহি তবু বলে কি উপায় করি॥

* বাধে অধিকারী—অর্থাৎ তুমি হিন্দুধর্ম্মের বাধা বিঘ্ন দিবার অধিকারী।

আর ম্লেচ্ছ কহে শুন আমি এই মতে।
হিন্দুকে মস্করি কৈল সেই দিন হৈতে ॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে না মানে বর্জ্জন।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি করে হিন্দুগণ ॥
এত শুনি তা সবারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল ॥
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাসাইল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাহি ॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরী করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য-গীত-বাদ্য যোগ্য আচরণ ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥
উচ্চ করি গায় গীতে দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হৈয়া নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা কীর্ত্তনে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণে ॥
নিমাই নাম ছাড়ি এবে বলায় গৌরহরি।
হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বার বার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি।
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাঞা তারে করহ বর্জন ॥
তবে আমি প্রীতিবাক্যে কহিল সবারে।
সবে ঘর যাহ আমি নিষেধিব তারে ॥
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও মোর হেন লয় মন ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিল কিছু কাজিরে ছুঁইয়া ॥
তোমার মুখে কৃষ্ণ নাম এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র ॥

হরি কৃষ্ণ নারায়ণ লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি মহাপুণ্যবান্ ॥
এত শুনি কাজির দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই কহে মিষ্ট বাণী ॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহে ভক্তি ॥
প্রভু কহে এক দান মাগিয়ে তোমায়।
কীর্ত্তনবাদ যৈছে না হয় নদীয়ায় ॥
কাজি কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে ।*
শুনি প্রভু হরি বুলি উঠিলা আপনি।
উঠিল বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি ॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজি উল্লাসিত মন ॥
কাজিরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন ॥
এই মত কাজিরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোঁসাই।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥
শ্রীবাস পুত্রের তাহা হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ॥
মৃত বালক মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাস নন্দন ॥
তবেত করিল সব ভক্তে বরদান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥
শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজি যবন।
নিজরূপ প্রভু তারে করাইল দর্শন ॥†
দেখিনু দেখিনু বলি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণবে আগল ॥‡

---

* তালাক—দিব্য।

† সিয়ে—সিলাই করে।

‡ বৈষ্ণব আগল—বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য।

আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশীকা মাগিল।
শ্রীবাস কহে গোপীগণ বংশী হরি নিল ॥
শুনি প্রভু বল বল কহেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন লীলা রাসে ॥
প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥
তবে বল বল প্রভু বলে বারবার।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার ॥
বংশীবাদ্যে গোপীগণের করে আকর্ষণ।
তা সবার সঙ্গে যৈছে বনবিহরণ ॥
তাহি মধ্যে ছয় ঋতু লীলার বর্ণন।
মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কথন ॥
বল বল বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস।
শ্রীবাস কহে তবে রাসরসের বিলাস ॥
কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তুষ্টে আলিঙ্গন কৈল ॥
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণ্যাদি রূপ প্রভু আপনে হইলা ॥
কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী কভু বা চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি ॥
একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরে প্রভুর চরণে ॥
চরণের ধূলি সেই লয় বার বার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥
সেই ক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িলা।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইলা ॥
বিজয়-আচার্য্য গৃহে সে রাত্রি রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লৈয়া গেলা ॥
একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
গোপী গোপী নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া ॥
এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
গোপী গোপী নাম শুনি লাগিল কহিতে ॥
কৃষ্ণনাম না লও কেনে কৃষ্ণ নাম ধন্য।
গোপী গোপী বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য ॥

শুনি প্রভু ক্রোধ করে কৃষ্ণে দোষোদ্গার।
ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা পড়ুয়া মারিবার ॥
ভয়ে পালায় পড়ুয়া পাছে প্রভু ধায়।
আস্তে আস্তে ভক্তগণ প্রভু পাছে যায় ॥
প্রভুকে শান্ত করি আনিল নিজ ঘরে।
পড়ুয়া পালায়ে গেল পড়ুয়া সভারে ॥
পড়ুয়া সহস্র যাহা পড়ে এক ঠাঞি।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহা যাই ॥
শুনি ক্রুদ্ধ হৈল সব পড়ুয়ার গণ।
সবে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন ॥
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি।
ব্রাহ্মণ মারিতে যায় ধর্ম্মভয় নাঞি ॥
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে ॥
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ ॥
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যথা তথা প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয় ॥
সর্ব্বজ্ঞ গোঁসাঞি জানি তা সবার দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তে তা সবার অব্যাহতি ॥
যত অধ্যাপক আর তার শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন ॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে।
আমি লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি, হৈল বিপরীত।
এ সব দুর্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥
আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়।
তবে ইহা সভারে সে ভক্তি লভ্য হয় ॥
মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
এসব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥

এ সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাহি এই যুক্তি সার॥
এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া নগরে॥
প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন॥
তুমি হও ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসার মোচন॥
ভারতী কহেন ঈশ্বর তুমি অন্তর্যামী।
যেই কহ সে করিব স্বতন্ত্র নহি আমি॥
এত বলি ভারতী গোঁসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিলা॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দ দত্ত এই তিন কৈল সর্ব্বকার্য্য॥
এই আদি লীলার কৈল সূত্র গণন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
যশোদানন্দন হৈল শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥
স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে॥
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত॥
গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয়॥
শ্যামসুন্দর পিঞ্ছচূড়া গুঞ্জা বিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন॥
ইহা বিনা কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার॥

৮ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (৬।১৪)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য
কস্তাং কৃতি; বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে
দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং
তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভির্যাসাং হন্ত!
চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥

টীকা।—গোপীনাং ভাবস্য প্রক্রিয়াং প্রকারং জ্ঞাতুং বোদ্ধুং কঃ কৃতী ক্ষমতে? কিম্ভূতস্য?—দুরূহপাদবীসঞ্চারিণঃ দুরূহায়াং পদব্যাং সঞ্চারিণঃ। পুনঃ কথম্ভূতস্য?—পশুপেন্দ্রনন্দনজুষঃ। যদ্বা পশুপেন্দ্রনন্দনে জুষঃ প্রীতিস্তদ্রূপস্য, যতস্তস্মিন্ পশুপেন্দ্রনন্দনেন তাঃ পরিহসিতুং জিষ্ণুভির্ব্বিরাজমানৈশ্চতুর্ভির্ভুজরূপলক্ষিতামদ্ভুতরুচিং বিচিত্রশোভাময়ীমপি তনুং বৈকুণ্ঠনাথমূর্ত্তিমপি আবিষ্কুর্ব্বতি সতি তস্মিন্ বিষয়ে যাসাং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি।

অনুবাদ।—একদিন শ্রীরাধিকা মাথুর-বিচ্ছেদে নিরতিশয় কাতরা হইয়া ভাস্কর-মণ্ডলান্তর্গত শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনেচ্ছায় খেলা নামক তীর্থে অবগাহন করিয়া ভাস্করমণ্ডলে আসিলে সূর্য্যনন্দিনী বিশাখা (যাঁহার অন্য নাম যমুনা) ভাস্করপত্নী সংজ্ঞাকে কহিলেন জননি! ব্রজদেবীরা নন্দসুতের প্রতি দুর্গম-পদসঞ্চারি যে কোন ভাব বিধান করেন, তাহার চেষ্টা জ্ঞাত হইতে কোন কৃতীরই সাধ্য নাই। আশ্চর্য্য দেখ, একদা শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসার্থ আপন বৈকুণ্ঠনাথমূর্ত্তি প্রকটন করিলে তাহা দেখিয়া গোপবালকগণের রাগোদয় সঙ্কুচিত হইয়াছিল; সুতরাং পশুপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি তাঁহাদিগের প্রীতি নাই।

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে।
অন্তর্দ্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধাসনে॥
নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধা বাট।
অন্বেষিতে আইলা তাহা গোপিকার ঠাট॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব। (১৩২ পৃষ্ঠা)

MILAN PRINTING WORKS, CALCUTTA

দূর হৈতে কৃষ্ণে দেখি কহে গোপীগণ।
এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
গোপীগণে দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস।*
লুকাইতে নারিলা ভয়ে হইলা বিবশ ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি আছে স্তব্ধ হৈয়া।
কৃষ্ণে দেখি গোপী কহে নিকট আসিয়া ॥
ইঁহো কৃষ্ণ নহে হয়ে নারায়ণমূর্ত্তি।
এত বলি তাঁরে সবে করে নতি স্তুতি ॥
নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণ সঙ্গ দেহ মোরে খণ্ডাহ বিষাদ ॥
এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি দিলা দরশন ॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে ॥
লুকাইল দুই হাত রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে ॥
রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ স্বভাব ॥

৯ শ্লোক।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাভেদে (৬।৯)—

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয়বসতা
কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈঃ দৃষ্টং গোপয়িতুং
স্বমুদ্ধরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত ! মহিমা
যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং সা শক্যা
প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা ॥

টীকা।—রাধায়াঃ প্রণয়স্য মহিমা হন্ত গদ্ভুতঃ; যস্য প্রভাবেণ হরিণা প্রভবিষ্ণুনাপি সা চতুর্ব্বাহুতা বৈষ্ণবীং তনুং রক্ষিতুং শক্যা নাসীৎ মাতুং। কিম্ভূতা ?—হরিণা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা সম্যক্ প্রকারেণ দর্শিতা। হরিণা কিম্ভূতেন ?—রাসারম্ভবিধৌ রাধাভিসারায় সঙ্কেতং কৃত্বা দৃষ্টং দর্শনং গোপয়িতুং কুঞ্জে নিলীয় বসতা। পুনঃ কিম্ভূতেন ?—সমুদ্ধুরধিয়া।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ কোন সময়ে গোবর্দ্ধনগিরির উপত্যকাপ্রদেশে পরাসৌলী নাম্নী রাসস্থলীতে রাসলীলা আরম্ভ করেন; বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগ পরিপুষ্ট হয় না, এই বিবেচনা করিয়া তিনি পেট নামক স্থলের কুঞ্জবনে গুপ্তভাবে লুক্কায়িত হন। এদিকে হরিণনয়না গোপবালারা তাঁহার অন্বেষণ করিতে থাকেন। গোপীরা অনুসন্ধানার্থ কুঞ্জের চারিদিক বেষ্টন করিলে কৃষ্ণ অকস্মাৎ পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া প্রতিভান্বিত বুদ্ধিবলে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণকরত তাঁহাদিগের পুরোবর্ত্তী হইলেন। বিরহবিধুরা গোপিকারা তাহা দেখিয়া কহিলেন, এ কি ? ইনি ত গোপরাজের তনয় নহেন ? এ যে নারায়ণমূর্ত্তি ! এই বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভো ! আমরা যাহাতে নন্দনন্দনের সাক্ষাৎ পাই, সেইরূপ অনুগ্রহ করুন্। এই বলিয়া গোপিকারা তথা হইতে অন্যত্র গেলে বৃষভানুনন্দিনী তথায় আগমন করিলেন। আহা! রাধিকার মহিমা কি বিচিত্র! শ্রীহরি প্রভবিষ্ণু হইলেও রাধিকার সম্মুখে কোনরূপেই চতুর্ব্বাহু মূর্ত্তি রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না, কাজে কাজেই তাঁহাকে দ্বিভুজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইল।

সেই ব্রজেশ্বরী ইহা শচীদেবী মাতা।
সেই ব্রজেশ্বর ইহা জগন্নাথ পিতা ॥
সেই নন্দসুত ইহা চৈতন্য গোসাঞি।
সেই বলদেব ইহা নিত্যানন্দ ভাই ॥
বাৎসল্য-সখ্য-দাস্য তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায় ॥

* সাধ্বস—ভয়।

প্রেমভক্তি দিয়া তিঁহো ভাসাল জগতে।
তাঁহার চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার॥
সখ্য-দাস্য দুই ভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু ব্যবহার॥
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য সেবন॥
পণ্ডিত গোঁসাঞি আদি যার যেই রস।
সেই সেই রসে প্রভু হন তাঁর বশ॥
তিহোঁ শ্যাম বংশীমুখ গোপবিলাসী।
ইহোঁ গৌর কভু দ্বিজ কভুত সন্ন্যাসী॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি॥
তেঁহ কৃষ্ণ তেঁহ গোপী পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ॥
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এইমত হয়॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার।
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্র ব্যবহার॥
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে তার নাহিক নিস্তার॥

১০ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাম্
একপঞ্চাশদঙ্কধৃত উদ্যম পর্ব্বণি।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ
যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

টীকা।—অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবান্ ন তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যৎ, তৎ অচিন্ত্যস্য লক্ষণং স্যাৎ।

অনুবাদ।—যে সমস্ত ভাব অচিন্ত্য, তর্কে তাহা যোজনা করিতে নাই। প্রকৃতি সমূহ হইতে বিভিন্নকেই অচিন্ত্য বলা যায়।

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যার চৈতন্যের পদ পাশ॥
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে শুদ্ধ ভক্তি হয় তার॥
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়া আস্বাদ॥
দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ কহে বার বার॥
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদ গণন।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
তিঁহত চৈতন্য কৃষ্ণ শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কারণ
তহি মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ।
যুগধর্ম্ম কৃষ্ণনাম প্রেম প্রচারণ॥
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন।
স্বমাধুর্য্য প্রেমানন্দ রস আস্বাদন॥
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব নিরূপণ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত তত্ত্বের বিচার।
অদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণু অবতার॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান॥
অষ্টমেতে চৈতন্য লীলা বর্ণন কারণ।
এক কৃষ্ণনামের মহিমা কথন॥
নবমেতে ভক্তিকল্প বৃক্ষ বিবরণ।
শ্রীচৈতন্যমালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ॥
দশমে মূলস্কন্ধের শাখাদি গণিল।
সবশাখাগণ যৈছে ফল বিলাইল॥
একাদশে নিত্যানন্দশাখা বিবরণ।
দ্বাদশে অদ্বৈতাদির শাখার বর্ণন॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম বিবরণ।
কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম॥

চতুর্দ্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা সংক্ষেপে কথন ॥
ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোর লীলার উদ্দেশ
সপ্তদশে যৌবনলীলা কহিল বিশেষ ॥*
এই সপ্তদশ প্রকার আদি লীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ ॥
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ বয়স চরিত।
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলেন নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে ॥

* পঞ্চ বয়স—জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবন। চরিত লীলা। পঞ্চ বয়সে পঞ্চলীলা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥
যেই যেই অংশ কহে শুনে সেই ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
শ্রীবাস শ্রীগদাধর আদি ভক্তবৃন্দ ॥
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈয়া শিরে ধরোঁ সবার চরণে ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীবচরণ ॥
শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্য করি তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাসূত্রানুবর্ণনং
নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৭॥

আদিলীলা সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

১ শ্লোক।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি
সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে
ভগবান্ সংপ্রসীদতু ॥

টীকা।—যস্য প্রসাদাদিতি। যস্য প্রসাদাৎ অজ্ঞঃ সদ্যস্তৎক্ষণাৎ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ প্রাপ্নুয়াৎ, স ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবো মে মম সম্বন্ধে সংপ্রসীদতু সম্যক্ প্রসন্নো ভবতু।

অনুবাদ।—অজ্ঞ ব্যক্তিরাও যাঁহার প্রসাদে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন্।

২ শ্লোক।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ
তমোনুদৌ ।*

৩ শ্লোক।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥*

৪ শ্লোক।

দিব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীল গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥†

৫ শ্লোক।

শ্রীমান্-রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥‡

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় দীনবন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় কৃপাসিন্ধু ॥

---

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় শ্রীবাসাদি জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্র মধ্যেই কহিল ॥
এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অসংখ্য লীলা না যায় বর্ণন ॥
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন ॥
সেই ভাগের ইঁহা সূত্রমাত্র লিখিব।
ইহা যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব।
চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ ॥
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্র কিছু করিয়ে বর্ণন ॥
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাহা যে করিল লীলা আদিলীলা নাম ॥
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাহা যেই লীলা তার শেষলীলা নাম ॥
শেষ লীলার মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণবগণ নাম ভেদ কয় ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥
তাঁহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান ॥
আদিলীলা মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলা কিছু করিয়া বিস্তার ॥
অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য গীত রঙ্গে ॥

নিত্যানন্দ প্রভুরে পাঠাল গৌড়দেশে।
তিঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে ॥
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-প্রেমোদ্দাম।
প্রভু আজ্ঞায় প্রেম কৈল যাহা তাহা দান ॥
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের ভক্তি যেঁহো লওয়াইলা সংসার ॥
চৈতন্য গোঁসাঞি যাঁরে বলে বড় ভাই।
তিঁহো কহে মোর প্রভু চৈতন্য গোঁসাঞি ॥
যদ্যপি আপনে হয়েন প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস অভিমান ॥*
চৈতন্য সেব চৈতন্য লহ গাও চৈতন্য নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ ॥
এই মত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল।
দীন-হীন-নিন্দকাদি সব নিস্তারিল ॥
তবে ব্রজে পাঠাইল রূপ সনাতন।
প্রভু আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল ॥
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ॥
নানা শাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থ সার।
মূঢ়াধম জনের যে করিলা নিস্তার ॥
প্রভু আজ্ঞায় কৈল রস শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় রস করিলা প্রচার ॥
হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী আর দশমচরিত ॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোঁসাঞি সনাতন।
রূপ গোঁসাঞি কৈল যত কে করে গণন ॥
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥
রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বল নীলমণি আর ললিতমাধব ॥
দানকেলিকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী।
দশ লীলাছন্দ আর পদ্যাবলী ॥

* যদিও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং বলদেব হন, তাহা হইলেও আমি শ্রীচৈতন্যদেবের কিঙ্কর, এই অভিমান করিতেন।

গোবিন্দ-বিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক বর্ণন ॥
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীব গোঁসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাঞি ॥
শ্রীভাগবত সন্দর্ভ নাম গ্রন্থবিস্তার।
ভক্তি সিদ্ধান্তের তাতে দেখাইল পার ॥
গোপালচম্পু নাম তার গ্রন্থ মহাসূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর ॥*
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠ সহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥
প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি গমন ॥
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহি চারিমাস।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য গীত পরম উল্লাস ॥
বিদায় সময়ে প্রভু কহিলা সবারে।
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥
প্রভু আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গোঁসাঞি মিলিয়া যায় গুণ্ডিচা দেখিয়া ॥
দ্বাদশ বছর ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি ॥
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহে স্ফূর্ত্তি প্রভুর অন্তর ॥†
নিরন্তর রাত্রি দিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে ॥
যেকালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে হইল মিলন ॥
রথযাত্রা আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাহা এই পদমাত্র করয়ে গায়ন ॥

তথাহি পদম্।

সেইত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু ॥*

এই ধুয়া গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই এভাব অন্তর ॥
এই ভাবে নৃত্য মধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৪)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি
বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাস্তে চোন্মীলিত-
মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কাদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র
সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ, রেবারোধসি
বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

টীকা।—হে শ্রীকৃষ্ণ! যস্ত্বং মম কৌমারবয়োহরঃ, স এব হি নিশ্চতং বরঃ; সা চৈবাহং রাধাস্মি, চৈত্রক্ষপা চৈত্রমাসস্থ রাত্রিঃ, তে চ প্রৌঢ়াঃ কাদম্বানিলাঃ কদম্ববনস্থ অনিলাঃ। কথম্ভুতাঃ?—উন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ, উন্মীলিতাঃ প্রকাশিতাঃ মালতীসুরভয়ঃ সুগন্ধয়ো যেষু তে। তথাপি তত্র রেবারোধসি বেতসিতরুতলে কুঞ্জে, সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ রমণব্যাপারকেলিবিধানার্থং মম চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে সমুৎকণ্ঠিতং ভবতি।

অনুবাদ।—(শ্রীকৃষ্ণকৃত অনুনয় শ্রবণে যদিও বিরহপীড়ার শান্তি হইল, তথাপি শ্রীমতী রাধিকা ব্রজ ব্যতীত কৃষ্ণসহবাসেও তাদৃশী প্রীতির অভাব প্রকাশপূর্ব্বক আশু কৃষ্ণের ব্রজাগমন ভিক্ষা করত আপনার

---

* মহাসূর—মহৎ। তদ্রচিত শ্রীগোপালচম্পূ নামক গ্রন্থ অতীব মহৎ। সেই গ্রন্থে ব্রজরস সকল কীর্ত্তন করত নিত্যলীলা স্থাপিত করিয়াছেন।

† সন্ন্যাসাবসানে যে দ্বাদশবর্ষ অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে সর্ব্বদা মহাপ্রভুর হরিবিরহ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

* ইহার তাৎপর্য্য যথা—আমি যাহার জন্য মদনদহনে দ্রবীভূত হইতেছিলাম, সেই প্রাণনাথকে লাভ করিলাম।

অভিপ্রেতসাধক অন্য উক্ত পদ্য কৃষ্ণাগ্রে স্বীয় সখীর প্রতি বলিতেছেন, যথা)—হে সখি! যিনি মদীয় কৌমারকাল (যৌবন-রাজ্য) হরণ করিয়াছিলেন, অধুনা তিনিই আমার বর। সেই সকল চৈত্রমাসীয়া যামিনী, সেই সমস্ত প্রস্ফুটিত-মালতী-সৌরভ, সেই সমস্ত বিকসিতকদম্ব-কানন-সম্বন্ধীয় সমীর এবং সেই আমিও আছি, তথাপি রেবাতীরস্থ অশোকমূলে যে বিহার ঘটিয়াছিল, তাহাতেই মদীয় মন সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।

এই শ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাহা গিয়াছেন রূপ ॥*
প্রভু মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোঁসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থে শ্লোক করিল তথাই ॥
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপনার বাসাচালে রাখিল গুঁজিয়া ॥
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র স্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাহারে মিলিতে ॥
হরিদাস ঠাকুর আর রূপ সনাতন।
জগন্নাথ মন্দিরে নাহি যায় তিন জন ॥
প্রাতে প্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া।†
নিজগৃহে যান প্রভু এ তিনে মিলিয়া ॥
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন।
তারে আনি আপনে মিলে প্রভুর নিয়ম ॥
দৈবে আসি প্রভু যবে ঊর্দ্ধেতে চাহিলা।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইলা ॥
শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইঞা।
রূপ-গোঁসাঞি আসি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে।
মোর মনের কথা তুই জানিলি কেমনে ॥
এত বলি তারে বহু প্রসাদ করিঞা।
স্বরূপ-গোঁসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লৈঞা ॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিলা কেমতে ॥
স্বরূপ কহিল যাতে জানিল তোমার মন।
তাথে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥
গোঁসাঞি কহে তারে আমি সন্তুষ্ট হইঞা।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিঞা ॥
যোগ্য পাত্র হয় গূঢ়রস বিবেচনে।
তুমি কহিও তারে গূঢ় রসাখ্যানে ॥*
এ সব কথা আগে কহিব বিস্তারিয়া।
সংক্ষেপে উদ্দেশে কৈল প্রস্তাব পাইয়া।

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরুক্তোহয়ং শ্লোকঃ—

প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ, সহচরি
কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ তথাহং
সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

টীকা।—হে সহচরি! হে সখি! সোহয়ং প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ কুরুক্ষেত্রে মিলিতঃ, তথাপি সাহং রাধা কুরুক্ষেত্রে মিলিতা, তত্তস্মাদিদমুভয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সঙ্গমসুখং, তথাপি মে মম মনঃ কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ইচ্ছাং করোতি। কিম্ভূতায়?—অন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চজুষে, অন্তর্হৃদি খেলন্তং মধুরমুরল্যাঃ পঞ্চমস্বরং জিহ্বাতি সেবতে যৎ তস্মৈ।

* কেবলমাত্র স্বরূপগোস্বামীই এই শ্লোকের অর্থ বিদিত আছেন। দৈবাৎ সেই বর্ষেই শ্রীরূপগোস্বামী নীলাদ্রিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

† উপলভোগ—প্রাতর্ভোগ, বাল্যভোগ।

* গূঢ়রস বিচারে রূপই উপযুক্ত পাত্র। তুমি তাহাকে বলিও, যেন গূঢ়রস আখ্যান করে।

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধিকা বলিলেন, হে সখি! কুরুক্ষেত্রে সেই এই শ্রীহরি একত্রিত হইয়াছেন, আমিও সেই শ্রীমতী রাধিকাই আছি, উভয়ের সহবাসসুখও বটে, তথাপি কাননাভ্যন্তরে খেলিত মুরলীর পঞ্চম অর্থাৎ কোকিলকূজিতবৎ স্বরবিশিষ্ট সেই কালিন্দীসৈকতকাননের দিকে আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন॥
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন।
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন॥
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাঁহা গোপবেশ কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৮)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যম্—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

টীকা।—হে কৃষ্ণ! অগাধবোধৈঃ যোগেশ্বরৈর্ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যং তব পদারবিন্দম্ নোঽস্মাকং মনসি চিত্তে সদা নিত্যমেব উদিয়াৎ প্রকাশীভবতু। কথম্ভূতানাং?—গেহং জুষাং ব্রজগৃহবাসিনাং। পদারবিন্দং কিম্ভূতং?—সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বম্।

অনুবাদ।—গোপীগণ কহিলেন, হে নলিননাভ! অগাধবুদ্ধি যোগেশ্বরগণ কর্ত্তৃক হৃদয়ে চিন্তনীয়, ভবকূপে নিপতিতগণের উত্তরণের অবলম্বনস্বরূপ তোমার পদারবিন্দদ্বয় আমরা গৃহবাসিনী হইলেও আমাদিগের মনে নিরন্তর সমুদিত হউক।

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৩।২)—

ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসংকৃতাঃ।
প্রত্যূচুর্হৃষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ॥

টীকা।—তৎ পাদেক্ষয়া হতমংহো যেষাং তে। এবং লোকনাথেন সর্ব্বলোকেশ্বরেণাপি পরি সর্ব্বতঃ পৃষ্টাঃ তথা সুসংকৃতাঃ।

অনুবাদ।—তাঁহারা এই প্রকারে লোকনাথ কর্ত্তৃক সুসংকৃত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণপাদারবিন্দ দর্শনে নিষ্কলুষ হওত পুলকিত-চিত্তে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে।
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পুরে॥
ভাগবতের শ্লোকার্থ বিশদ করিয়া।
রূপগোসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া॥

১০ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (১০।৪৩)—

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণং প্রতি আহ—

যা তে লীলা-রসপরিমলোদ্গারি-
বন্যাপরীতা ধন্যা ক্ষৌণী
বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুল-পশুপীভাবমুগ্ধান্তরভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারম্॥

টীকা।—হে নন্দনন্দন! যা ক্ষৌণী পৃথিবী তব লীলারসপরিমলোদ্গারি, বন্যা, পরীতা প্রাপ্তা সতী বিলসতি শোভতে। কথম্ভূতা?—মাধুরী, মাধুরীভির্বৃতা, অত-

এব ধন্যা, তত্র পৃথিব্যাং নিজবিহারং কলয় ত্বং পশ্য। ত্বং কিম্ভূতঃ ?—বদনোল্লাসি-বেণুঃ, বদনে মুখাধরে উল্লাসি বিলাসং বেণু যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ ?—অস্মাভিশ্চটুল পশুভী-ভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ সম্বীতঃ প্রাপ্তঃ। চটুলাশ্চঞ্চলা যাঃ পশুপ্যো গোপ্যস্তাস্তাসাং এব ভাবৈর্মুগ্ধং অন্তরং যাসাং তাস্তাভিঃ।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে অভীষ্ট প্রার্থনা করিতে বলিলে রাধিকা বলিলেন, হে সুন্দর! যে মাধুর্য্যময়ী ধন্যতমা মথুরা-নগরী ত্বদীয় লীলাভূমি-সমূহের সৌরভ-প্রকাশী কাননরাজিতে পরিশোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছে, তথায় গোপীভাবে লুব্ধ-মনা মাদৃশ জন সহ সঙ্গত হইয়া বিকসিত-বদনে বেণু ধারণ করত বিহার করিতে প্রতিশ্রুতি কর।

এইরূপ মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে।
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাহি হাতে॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কাঁহা পাব এই বাঞ্ছা বাড়ে অনুক্ষণ॥
শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
উদ্ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে॥*
দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমত শেষলীলা ত্রিবিধানে কৈল॥†
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে যে কর্ম্ম।
অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম্ম॥
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন।
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র গণন॥

প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাস করণ।
তবেত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা গেল যমুনা বলিয়া॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাহা রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন
মাতা ভক্তগণে তাঁহা করিল মিলন।
সর্ব্ব সমাধান করি কৈল নীলাদ্রি গমন
পথে নানা লীলা করে দেবদরশন।
মাধবপুরীর কথা গোপাল স্থাপন॥
ক্ষীরচুরি কথা সাক্ষীগোপাল বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড ভঞ্জন॥
ক্রোধ করি একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে॥
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
পাছে আসি মিলি সবে পাইলা আনন্দ॥
তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন ঈশ্বর মূর্ত্তি তারে দেখাইল॥
তবে ত করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন॥
জীয়ড় নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ স্তবন।
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নাম প্রবর্ত্তন॥
গোদাবরী তীর বনে বৃন্দাবন ভ্রম।
রামানন্দ রায় সহ তাহাঞি মিলন॥
ত্রিমল্ল ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ॥
তবেত পাষণ্ডীগণ করিল দমন।
অহোবল নৃসিংহাদি কৈল দরশন॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির॥

* উন্মাদ—অধিক আনন্দ, অতিবিপদ ও অতিশয় বিরহাদি-জনিত হৃদ্‌ভ্রম। উন্মাদ উপস্থিত হইলে প্রলাপ, গীত, অট্টহাস্য, ধাবন, নৃত্য, চীৎকার, বৃথা চেষ্টা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। উদ্ঘূর্ণা—নানারূপ বিসদৃশ বিবশতা চেষ্টা। প্রলাপ—বৃথা আলাপ

† কৈল - কহিলাম।

ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস॥
শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট পরম পণ্ডিত।
গোঁসাঞির পাণ্ডিত্যপ্রেমে হইলা বিস্মিত॥
চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে।
গোঙাইলা নৃত্যগীত কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে॥
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুনঃ দক্ষিণে গমন।
পরমানন্দপুরী সনে তাহাঞি মিলন॥
তবে ভট্টমারি হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রামজপি বিপ্রমুখে কৃষ্ণ নাম প্রচার॥
শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গে হৈল দরশন।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখ বিমোচন॥
তত্ত্ববাদী সনে কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তা সবার।
অনন্ত, পুরুষোত্তম, শ্রীজনার্দ্দন।
পদ্মনাভ, বাসুদেব কৈল দরশন॥
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন।
সেতুবন্ধ স্নান রামেশ্বর দরশন॥
তাহাঞি করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ।
মায়াসীতা নিল রাবণ তাহাতে লিখন॥
শুনিয়া প্রভুর হৈল আনন্দিত মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ॥
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহে আনিল।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুথি পাঞা।
দুই পুস্তক লঞা আইলা উত্তম জানিঞা॥
পুনরপি নীলাচলে গমন করিল।
ভক্তগণে মিলি স্নানযাত্রা দেখিল॥
অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দর্শন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥
ভক্তসঙ্গে দিন কথো তাহাঞি রহিলা।
গৌড়ের ভক্ত আইসে সমাচার পাইলা॥
নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিয়া।
নীলাচল আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া॥
বিরহে বিহ্বল প্রভু না জানে রাত্রি দিনে।
হেনকালে গৌড় হৈতে আইলা ভক্তগণে॥
সবে যুক্তি করি তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল।
কীর্ত্তন আবেশে প্রভুর মনস্থির হৈল॥
পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
রাজ আজ্ঞা লঞা তিহোঁ আইলা কতদিনে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে॥
কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্ন মিশ্রাদি মিলন।
পরমানন্দপুরী গোবিন্দ কাশীশ্বরাগমন॥
দামোদরস্বরূপ মিলন, পরম আনন্দ।
শিখিমাহিতী মিলন, রায় ভবানন্দ॥
গৌড়দেশ হৈতে সব বৈষ্ণবাগমন।
কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন॥
নরহরি মুকুন্দাদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দ সেন সঙ্গে মিলিলা সবে আসি॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণ।
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন॥
সবা সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন।
রথ আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে।
গৌড়িয়া ভক্তেরে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে।
প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে।
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে॥
সার্ব্বভৌমঘরে প্রভুর ভিক্ষা পরিপাটী।
ষাঠীর মাতা কহে যাতে রাণ্ডী হউক ষাঠী॥
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্ত আগমন।
প্রভুরে দেখিতে সবে করিলা গমন॥
আনন্দে সবারে নিঞা দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ সেন করে সবার পালন॥
শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্।
প্রভুর চরণ দেখি কৈলা অন্তর্ধান॥*

* শিবানন্দের সঙ্গে একটী ভাগ্যশীল কুক্কুর আগমন করিয়াছিল। প্রভুর পদারবিন্দ দর্শন মাত্রই সে লোকান্তর প্রাপ্ত হয়।

পথে সার্ব্বভৌম সহ সবার মিলন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন॥
প্রভুরে মিলিয়া সর্ব্ব বৈষ্ণব আসিয়া।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া॥
সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা সংমার্জ্জন।
রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্ত্তন॥
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস॥
গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি।
হোরাপঞ্চমীতে দেখে লক্ষ্মীদেবীর কেলি॥
কৃষ্ণজন্মযাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল।
দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল॥
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায়॥
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়রে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন॥*
পুরী গোসাঞি সঙ্গে বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ।†
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত॥
আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা।‡
প্রভুরে দেখিতে লোক সঙ্ঘট্ট হইলা॥
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা
কুলিয়া গ্রাম॥¶
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈলা দরশন।

* মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে এ বিষয় বর্ণিত আছে।

† মহাপ্রভুর অনুপস্থিতিকালে পরমানন্দপুরী তৎ স্মরণ চিহ্নস্বরূপ বহির্ব্বাস প্রার্থনা করত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

‡ উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ভদ্রকালীনগরী হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৌরচন্দ্র কুমার হট্ট অর্থাৎ হালিসহর নামক গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতির বাটীতে বাস করেন। নবদ্বীপনিবাসী মহেশ্বর বিশারদ বাচস্পতির পিতা এবং সার্ব্বভৌম ঐ বাচস্পতির ভ্রাতা।

¶ গৌরচন্দ্র কুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইয়া মাধব দাসের বাটীতে অবস্থান করেন। এই গ্রাম নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী।

কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।*
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ॥†
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ।‡
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ॥
কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নিবৃন্ত পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল॥¶
পথে দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী॥
রত্নবান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা-পক্ষী-কোলাহল সুধা সম জল॥

* মহাজ্ঞানী ধর্ম্মপরায়ণ দেবানন্দ একজন ভাগবত-শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত। ইঁহার নিবাস নবদ্বীপ। ইনি মহেশ্বর বিশারদের প্রতিবাসী। চৈতন্যাবতারের পূর্ব্বে একদা শ্রীবাস পণ্ডিত মহোদয় ভাগবত শ্রবণার্থ দেবানন্দের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হন এবং তথায় ভাগবত শ্রবণপূর্ব্বক প্রেমে চেতনা-রহিত হইয়া পড়েন। ছাত্রেরা তদবস্থায় শ্রীবাসকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বহির্ভাগে ফেলিয়া দিলেও দেবানন্দ তাহাদিগকে নিষেধ করেন নাই। বিশ্বম্ভর এ বিষয় অবগত হইয়া দেবানন্দকে তিরস্কার করেন। দেবানন্দ ভাগবতাধ্যায়ী হইয়াও ভক্তিবর্জ্জিত। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক কুলিয়াগ্রামে উপস্থিত হইলে একদা বক্রেশ্বর প্রেমপুলকে নৃত্য করিতে করিতে দেবানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া চৈতন্যসমীপে উপস্থিত হন। এই প্রকার জনশ্রুতি আছে যে, ভক্তসঙ্গ নিবন্ধন দেবানন্দ আশু প্রেমভক্তির আস্বাদ বুঝিয়াছিলেন। তখন প্রভু দেবানন্দকে ভাগবতের ভক্তি-পক্ষের অর্থ বুঝাইয়া দেন; সেই অবধিই দেবানন্দ ছাত্রগণের নিকট ভাগবতের ভক্তি-পক্ষের ব্যাখ্যা করিতেন।

† গোপাল বিপ্রের—চাপাল গোপালের।

‡ নৃসিংহানন্দের সহিত নীলাচলে প্রথম মহাপ্রভুর মিলন হয়। নৃসিংহ-উপাসক বলিয়া মহাপ্রভুই ইঁহাকে "নৃসিংহানন্দ" আখ্যা প্রদান করেন; বস্তুতঃ ইঁহার প্রকৃত নাম প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী। ইনি উড়িষ্যাবাসী। চৈতন্য প্রভু মথুরায় গমন করিবেন, এই জন্য নৃসিংহানন্দ কুলিয়াগ্রাম হইতে মথুরাবধি সমস্ত পথ রত্ন দ্বারা বাঁধাইয়া দিতে সঙ্কল্প করেন এবং কানাইর পাঠশালা পর্য্যন্ত বাঁধাইয়া আর বাঁধাইলেন না, আর তখন বাঁধাইতে বাসনা হইল না। বাসনা না হওয়াতেই তিনি মনে মনে অনুভব করিলেন যে, সেবার প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিবেন না, কানাইর পাঠশালা হইতেই প্রত্যাগত হইবেন।

¶ নিবৃন্ত—বোঁটাশূন্য।

শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লৈল বান্ধিয়া ॥*
আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে।
পথ বান্ধা না যায় নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে ॥
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥
কানাইর নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাৎ কহিনু নিশ্চয় করিয়া ॥
গোঁসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥
যাঁহা যাঁহা যায় প্রভু তাঁহা কোটিসংখ্য লোক।
দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক ॥
যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সে মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত্ত হয় পথে ॥
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপম ॥
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ ॥
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া ॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়।
সেইত গোঁসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
কাজী যবন কেহ ইঁহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বলুন যা উঁহার মন ॥†
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা যে পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন।
তারে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন ॥
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তার হিংসায় লাভ নাহি, হয় মাত্র হানি ॥
রাজারে প্রবোধি ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া ॥

দবীর খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোঁসাঞির মহিমা তিঁহ লাগিলা কহিতে ॥
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোঁসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিঞা ॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্যসিদ্ধ হয়।
ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয় ॥
মোরে কেন পুছ ? তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও, বিষ্ণু-অংশ সম ॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেই ত প্রমাণ ॥*
রাজা কহে শুন মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহ নাহিক সংশয় ॥
এত কহি রাজা গেল নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবীরখাস আইলা আপনার ঘরে ॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া ॥
অর্দ্ধ রাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভুস্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে ॥
তারা দুইজন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপ সাকর-মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
দৈন্যরোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে, উঠ ! উঠ ! হইল মঙ্গল ॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি ॥

* কানাইর নাটশালা—এই গ্রামটী রাজমহলের অদূরবর্ত্তী।
† এস্থলে বলুন শব্দের অর্থ পরিভ্রমণ করুন্।

* আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি ? তুমি রাজা বিষ্ণুর অংশস্বরূপ। তুমি স্বীয় মনকেই জিজ্ঞাসা কর। তোমার মনে চৈতন্যকে কিপ্রকার বোধ হইয়েছে, তাহাই দেখ। তোমার মনে যাহা অনুমিত হইবে, তাহাই প্রমাণস্বরূপ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥
নীচজাতি, নীচসঙ্গী, করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥

১২ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়সাধনভক্তি লহর্য্যাং পদ্মপুরাণবচনম্ (১৫শ অঙ্কে)—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা
নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে
কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥

টীকা।—হে পুরুষোত্তম! হে কৃষ্ণ! মত্তুল্যঃ মদ্বিধঃ পাপাত্মা পাপযুক্তদেহী, অপরাধী কশ্চ কোঽপি ভুবনে নাস্তি। পরিহারেঽপি নিবেদনেঽপি মে মম লজ্জা ভবতি, তস্মাৎ কিমহং ব্রুবে বক্ষ্যামি।

অনুবাদ।—হে পুরুষপ্রবর! মদ্বিধ পাপী ও অপরাধী আর কেহই লক্ষিত হয় না। অধিক কি কহিব, পাপপরিহারার্থ ত্বৎসমীপে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইতেছে।

পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর॥
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥
ব্রাহ্মণ জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচ সেবা না করে, নহে নীচের কুর্পর॥*
সবে এক দোষ তারা হয় পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার॥
তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ॥
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণে।
অধম পতিত পাপী আমরা দুই জনে॥
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসেবী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণ-দ্রোহিসঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ডারিঞা॥*
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥
সত্য এক বাত কহোঁ শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া বল॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

ন মৃষা পরমার্থমেব মে
শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা
দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ॥

টীকা।—হে নাথ! হে কৃষ্ণ! অগ্রতো অগ্রে মে মম একং বিজ্ঞানং দৈন্যবোধিকং ত্বং শৃণু। তৎ কিম্ভূতং?—পরমার্থমেব, মৃষা মিথ্যা ন, যদি যস্মাৎ মাং ন দয়িষ্যসে, তদা তব দয়নীয়ো দাতব্যো দুর্লভঃ দুষ্প্রাপ্যো ভবতি।

অনুবাদ।—হে প্রভো! মিথ্যা নহে, সত্যই কহিতেছি, প্রথমে মদীয় একটী বিজ্ঞাপন আকর্ণন করুন্। হে নাথ! যদিও আপনি মৎপ্রতি কৃপা না করেন,

* কুর্পর—জানু, ভাবার্থ অধীন; অর্থাৎ কোন নীচ ব্যক্তির অধীনও হয় নাই।

* আমরা যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছি, সেই সমস্ত কার্য্য আমাদিগকে হাতে গলায় বন্ধন করত ঘৃণিত মলগহ্বরে ফেলিয়া দিয়াছে।

তাহা হইলে আপনার দয়নীয় (দয়ার পাত্র) অতীব দুর্ল্লভ।

আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাই ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ॥
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চায় করে।*
তৈছে এই বাঞ্ছা মোর উঠয়ে অন্তরে॥

১৪ শ্লোক।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং
প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্॥

টীকা।—হে নাথ! হে কৃষ্ণ! সোঽহং জীবিতং প্রাণনাথং প্রহর্ষয়িষ্যামি প্রহৃষ্ট করিষ্যামি। কিং কুর্ব্বন্?—ভবন্তং ত্বাং নিশ্চিতং অনুচরন্ পরিচর্য্যাং কুর্ব্বন্। অহং কিম্ভূতঃ?—ঐকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ?—নিরন্তরং তব সেবয়া প্রশান্তানি নিঃশেষমনোরথান্তরাণি যস্য সঃ।

অনুবাদ।—হে নাথ! কবে আমি ভবদীয় ঐকান্তিক নিত্যদাস হইয়া অখিল কামনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আপনার আদেশানুবর্ত্তী হওত আজীবন আত্মাকে আনন্দিত করিব?

শুনি প্রভু কহেন শুন রূপ দবীরখাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রীতে জানি তোমার ব্যবহার॥

তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রদ্বারে।
শিক্ষাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তোমারে॥*

১৫ শ্লোক।

তথাহি শিক্ষাশ্লোকো বাসিষ্ঠরামায়ণে—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

টীকা।—নারী স্ত্রী পরব্যসনিনী পরস্য ব্যসনানি দুঃখানি বিদ্যন্তে যস্যাঃ সা। গৃহকর্ম্মসু ব্যগ্রা ব্যাকুলাপি যদেব তথাপি অন্তর্হৃদি নবসঙ্গরসায়নং নবীনকিশোর-পুরুষোত্তমস্য যঃ সঙ্গস্তু রসায়নং রসাশ্রয়ং স্বাদয়তীত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—পরাধীনা রমণী গৃহকার্য্যে লিপ্তা থাকিলেও চিত্তমধ্যে সেই নব সহবাস-রসের আস্বাদন করে।

গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন॥
এই মোর মনকথা কেহ নাহি জানে।
সবে কহে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে॥
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবে উদ্ধার॥
এত বলি দুঁহার শিরে ধরে নিজ হাতে।
দুই ভাই প্রভুপদ নিল নিজ মাথে॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু কহিল ভক্তগণে।
সবে কৃপা করি উদ্ধারহ দুইজনে॥
দুইজনে প্রভুকৃপা দেখি ভক্তগণে।
হরি হরি বলে সবে আনন্দিত মনে॥

* "বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে" এরূপ পাঠও আছে।

* কোন গ্রন্থে "তোমার শিক্ষায় শ্লোক লিখিয়াছি বারে বারে" এবং কোন পুস্তকে "তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক কহি বারে বারে" এইরূপ পাঠ দেখা যায়।

নিত্যানন্দ শ্রীবাস হরিদাস গদাধর।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর ॥
সবার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাই।
সবে কহে ধন্য তুমি পাইলে গোঁসাঞি ॥
সবা পাশ আজ্ঞা লঞা চলনসময়।
প্রভু পদে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥
ইহা হৈতে চল প্রভু, ইহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥*
যার সঙ্গে চলে লোক লক্ষ কোটি।†
বৃন্দাবনযাত্রার এই নহে পরিপাটী ॥
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিক লীলা লোকচেষ্টাময় ॥
এত কহি চরণ বন্দি গেলা দুই জন।
প্রভুর সে গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥
প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাটশালা।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত-লীলা ॥
সেই রাত্রে প্রভু তাঁহা চিন্তে মনে মন।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে কৈল সনাতন ॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না পাইব হবে রসভঙ্গে ॥‡
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে এক জন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনের গমন ॥
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি।
নীলাচল যাব বলি চলিল গৌরহরি ॥

এইমত প্রভু চলি আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে ॥
শচীদেবী আনি, তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাত দিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা ব্যবহার ॥
তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা করিলা গমনে।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে ॥
জন দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রাকালে ॥
বলভদ্রভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত দামোদর।
দুই জন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ॥
দিন কত তাঁহা রহি চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাইয়া চলিলা রাত্রে না জানে কোন জন ॥
বলভদ্রভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝাড়িখণ্ডপথে কাশী আইলা নানা রঙ্গে ॥*
দিন চারি কাশী রহি গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরা বাহির ॥
গঙ্গাতীরপথে লঞা প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ আসি প্রভুকে তাঁহাই মিলিলা ॥
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥
শ্রীরূপকে শিক্ষা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন ॥
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিলা সনাতন।
দুই মাস রহি তাঁরে করাইল শিক্ষণ ॥
মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল ॥
ছয়বর্ষ ঐছে প্রভু করিলা বিলাস।
কভু ইতি উতি গতি কভু ক্ষেত্রে বাস ॥†

* "তীর্থযাত্রায়" এস্থলে কোন কোন গ্রন্থে "বনযাত্রায়" পাঠ দৃষ্ট হয়।

† কোন কোন গ্রন্থে "যাহা সঙ্গে" পাঠ দেখা যায়। সেস্থলে যাহা অর্থে যেহেতু।

‡ সেই রাত্রে ইত্যাদি——মহাপ্রভু ঐ রাত্রি তথায় থাকিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, সনাতন কহিয়াছে, সঙ্গে এত সংঘট্ট ভাল নয়, এত লোক সঙ্গে লইয়া মথুরায় গেলে কোন সুখ হইবে না, বরং রসভঙ্গ হইবে।

* কেবলমাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে ছিলেন। মহাপ্রভু নানারঙ্গে ঝারিখণ্ড অর্থাৎ পার্ব্বত্য বনপথে কাশীধামে আসিয়া সমাগত হইলেন।

† ইতি উতি—ইতস্ততঃ।

আনন্দে ভক্তসঙ্গে সদা কীর্ত্তন বিলাস।
জগন্নাথদরশন প্রেমের বিলাস ॥
মধ্যলীলার করিল এই সূত্র গণন।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস কাঁহা নাহি গেলা ॥
প্রতি বর্ষ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥
নিরন্তর নৃত্য গীত কীর্ত্তন বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥
পণ্ডিত গোঁসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস ॥
জগদানন্দ ভবানন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর ॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভুসঙ্গে এই সব কৈল নিত্য স্থিতি ॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি যত দাস ॥
প্রতিবর্ষ আইসে সঙ্গে রহে চারি মাস।
তাহা সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥
হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব।
আপনে মহাপ্রভু যার কৈল মহোৎসব ॥
তবে রূপগোঁসাঞির পুনরাগমন।
তার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি সঞ্চারণ ॥
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড ॥
তবে সনাতন গোঁসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তারে কৈল পরীক্ষণ ॥
তুষ্ট হঞা প্রভু তারে পাঠাইল বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হাতে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁহারে পাঠাইল গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥
তবেত বল্লভ ভট্ট প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণ নামের অর্থ প্রভু তাহারে কহিলা।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দস্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি তার গুণে ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা ॥
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘটাইলা।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিলা ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় চৌদ্দ ভুবন।
চতুর্দ্দশ ভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে।
মহাপ্রভু দর্শন করে আসি নীলাচলে ॥
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥
শুনি ভক্তগণে প্রভু কহে ক্রোধমনে।
কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তনে ॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশালে ভুবন ॥*
দশদিকে কোটি কোটি লোক হেন কালে।
জয় কৃষ্ণচৈতন্য বলি করে কোলাহলে ॥
জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার।
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ॥
বহুদূর হৈতে আইলাম হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥
শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিলা দয়াময় ॥
বাহু তুলি বলে প্রভু, বল হরি হরি।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি ॥
প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিতমন।
প্রভুকে ঈশ্বর জানি করয়ে স্তবন ॥
স্তব শুনি প্রভুকে কহয়ে শ্রীনিবাস।
ঘরে গুপ্ত হও কেন বাহিরে প্রকাশ ॥

---

* তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু ক্রোধচিত্তে কহিলেন, তোমরা কৃষ্ণনাম-গুণ ত্যজিয়া কি কীর্ত্তন করিতেছ ? বুঝিলাম, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে তোমাদের মন হইয়াছে। তোমরা সকলে স্বতন্ত্র হইয়া ভুবন ধ্বংস করিতে আগত হইয়াছ।

কে শিখাইল এ লোকে কহে কোন বাত
ইহা সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত ॥
সূর্য্য যৈছে উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তৈছে তোমার চরিতে ॥
প্রভু কহেন শ্রীনিবাস ছাড় বিড়ম্বনা।
সেই সব কর যাতে আমার যাতনা ॥
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টি দান।
অভ্যন্তর গেলা, লোকের পূর্ণ হৈল কাম॥
রঘুনাথদাস নিত্যানন্দপাশ গেলা।
চিড়া দধি মহোৎসব তাঁহাই করিলা ॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তাঁরে সমর্পিলি স্বরূপের স্থানে ॥
ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥
এই ত কহিল মধ্যলীলার সূত্রগণ।
অন্ত্যলীলার সূত্রের করি বিস্তার বর্ণন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
মধ্যলীলাসূত্রবর্ণনং নাম প্রথমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা-
সূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥

টীকা।—প্রভোঃ শ্রীচৈতন্যস্য গৌরস্য অস্মিন্ বিচ্ছেদে কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদি অনুবর্ণ্যতে কীর্ত্ত্যতে। অন্ত্যলীলা-সূত্রানু-বর্ণনে অন্ত্যখণ্ডলীলায়াঃ সূত্রস্য অনুবর্ণনং যত্র স তস্মিন্।

অনুবাদ।—মধ্যখণ্ডের এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্ত্যখণ্ডের সূত্রকীর্ত্তন-বিষয়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত প্রলাপাদি বর্ণিত হইতেছে।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে ॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রালব।
ভিতে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব ॥*
তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে, কভু সিন্ধুনীরে ॥
চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভাণে।
ধাইয়া চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে ॥†
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যান ॥
কাঁহা নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥
হস্ত পাদ সন্ধি যত বিতস্তি প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয় চর্ম্ম রহে স্থানে ॥
হস্তপদ শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয় কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্য হা হা হুতাশ ॥

* গম্ভীরা—গৃহবিশেষ। লব—লেশ। ভিতে—ভিত্তিতে।

† চটকনামক পর্ব্বত দেখিয়া গিরি গোবর্দ্ধন বোধে আর্ত্ত স্বরে রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন

কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥
কাহারে কহিব কথা কেবা জানে দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক ॥
এইমত বিলাপ করি বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে (৩।৯)—

মদনিকাং প্রতি শ্রীরাধায়াঃ বাক্যম্—

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং
ন চ প্রেম বা স্থানাস্থানমবৈতি নাপি
মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং
নো জীবনং বাশ্রবং দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি
যৌবনমিদং হা হা বিধেঃ কা গতিঃ ॥

টীকা।—হে সখি! বিধেব্র্ব্রহ্মণঃ কা গতির্বিধানং! হা হা হন্ত অতিবিষাদে, তাং গতিমহং ন জানামি। অয়ং হরিঃ শ্রীকৃষ্ণো নোঽস্মান্ ন অবগচ্ছতি ন জানাতি। অস্মান্ কিম্ভূতাঃ?—প্রেমচ্ছেদরুজঃ, প্রেমচ্ছেদাৎ প্রেমাঙ্কুরভঙ্গাৎ রুক্ দুঃখপূরং যাসাং তাঃ। ইদং প্রেমস্থানাস্থানং ন অবৈতি, ন জানাতি, অয়ং যো মদনঃ কন্দর্পঃ দুর্ব্বলাঃ বলশূন্যাঃ অস্মান্ ন জানাতি। অতো রাধাং প্রতি সখীবচনম্।—হে শ্রীরাধে! কৃপাসিন্ধুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কদাপি অঙ্গীকরিষ্যতি। ইতি সখীবচনং শ্রুত্বা মনসি বিচার্য্যতে।—অখিলং সর্ব্বং অন্যস্য দুঃখং অন্যো জনো ন বেদ ন জানাতি। সত্যমেতৎ শাস্ত্রপ্রচারঃ। ততঃ সখীং প্রতি রাধাবচনম্।—হে সখি! নোঽস্মাকং জীবানাং জীবনং বা অশ্রবং পদ্মপত্রজলমিব চঞ্চলং, ততো নারীণামিদং যৌবনং ধনং দ্বিত্রাণি এব দিনানি তিষ্ঠেৎ, ইতি বাক্যং বিচার্য্য ন কথিতম্।

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধিকা মদনিকা-নাম্নী সখীকে কহিতেছেন, হরি ত প্রেম-বিরহের ব্যথা জানেন না, প্রেমেরও স্থান অস্থান বোধ নাই, মদনদেবও আমাদিগকে দুর্ব্বল জ্ঞান করেন না। হায় কি কষ্ট! পরে কখন কি পরের দুঃখ বুঝিতে পারে? আবার এদিকে জীবনও আমার বশ নহে, যৌবন ত দুই তিন দিনের জন্য। হায় হায়! কালের কি বিচিত্র গতি!

যথা রাগ—

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ-পূর,
কৃষ্ণ তাহা নাহিক রে পান।*
বাহিরে নাগরাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পরনারী বধে সাবধান ॥
সখি হে না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি,
এবে যায় না রহে পরাণ ॥
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,†
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণ ডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে, নারি উকাসিতে ॥‡

* উপজিল প্রেমাঙ্কুর—ভাঙ্গিল, উৎপন্ন করিয়া প্রেমাঙ্কুর ভঙ্গ করিল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। মদীয় প্রেমাঙ্কুরের সঞ্চার হওয়াতে দুঃখপুঞ্জ বিদূরিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমাঙ্কুর পান না অর্থাৎ আস্বাদন করিতেছেন না। নাগরাজবৎ বহির্ভাগে ইঁহার আচরণ সরল বটে, কিন্তু অন্তরে শঠসম; ইনি পরস্ত্রীর বিনাশবিষয়ে সাবধান।

† কুটিল প্রেমা অগেয়ান—অর্থাৎ প্রেম কুটিল এবং অজ্ঞান, উহার স্থানাস্থান বোধ নাই। বিনাশের কারণ বিদ্যমানেও যে ভাববন্ধনের বিনাশ হয় না, ঈদৃশ যুবক যুবতীর ভাববন্ধনের নাম প্রেম।

‡ উকাসিতে—প্রকাশিতে।

যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচবাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে,
দুঃখ দেয় না লয় জীবন ॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের প্রচারে।
অন্যজন কাঁহা লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবারে ॥
কৃষ্ণ কৃপাপারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি! তোর ব্যর্থ এ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে কোন্ জন ॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি ॥
নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন দুই চারি ॥
অগ্নি যেন নিজ ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥
এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িঞা দুঃখের কপাট।*
ভাবের তরঙ্গবলে, নানারূপে মন ছলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ।

৩ শ্লোক।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবণং বিনা,
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো,
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥

টীকা।—হে সখি! কৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা অহানি অখিলেন্দ্রিয়াণি নয়নশ্রবণাদীনি অলং অতিশয়েন বৃথানি ভবন্তি। কথম্ভূতানি?—পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণি শীলাশুষ্ককাষ্ঠস্বরূপাণি। অহো আশ্চর্য্যং! কিংবা তানি ইন্দ্রিয়াণি কথং অহং বিভর্ম্মি ধারয়ামি? অহং কথম্ভূতঃ?—হতত্রপঃ হতা ত্রপা লজ্জা যস্য, নিলর্জ্জ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—হে সহচরি! শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি নিষেবণ ব্যতীত আমার পক্ষে এই সমস্ত দিন বিফল হইতেছে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রস্তর ও শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় ভারবহ বোধ হইতেছে। হায়! আমি কিরূপে লজ্জা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক এ সমস্ত ধারণ করিব?

যথা রাগ।

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥
সখি হে! শুন মোর হতবিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনু সকলি বিফল ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়িছিদ্রসম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ সুরচিত,
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন।
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিঞা না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বাসম ॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্বমান।

* উঘাড়িঞা—উদ্‌ঘাটন করিয়া।

হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥*
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে হউক ছারখার,
সেই বপু লোহসম জানি ॥
করি এত বিলাপন, প্রভু শচীনন্দন,
উঘাড়িঞা হৃদয়ের শোক।
দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,†
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে (৩।১১)—

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতা ॥

টীকা।—যদা যস্মিন্ কালে অসৌ মধুরিপুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অস্মাকং লোচনপথং নয়নমার্গমায়াতঃ আগতঃ। কস্মাৎ?—দৈবাৎ ভাগ্যবশাৎ। তদা তস্মিন্নেব ক্ষণে মদন-হতকেন মদনঃ কন্দর্পঃ স এব হতকো বৈরিঃ তেন; তথা আনন্দেন অস্মাকং চেতো মনঃ আহৃতমভূৎ। তস্মাৎ নয়নভূঙ্গে দ্রষ্টুং ন প্রাপ্তম্। পুনরপি এষঃ কৃষ্ণঃ যস্মিন্ ক্ষণে মম দৃশোর্নয়নয়োঃ পদবীং মার্গং ক্ষণমপি বেতি আগমিষ্যতি, তস্মিন্ ক্ষণে অখিলঘটিকাঃ সর্ব্বঘটিকা রত্নখচিতা রত্নৈ-র্মালাচন্দনাভরণাদিভিঃ খচিতা অলঙ্কৃতা বয়ং বিধাস্যামঃ।

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধিকা ধৈর্য্য-সহকারে বলিলেন, সখি! হঠাৎ যখন মধু-সূদন আমার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন, তখনই হতমদন মদীয় চিত্ত হরণ করিল; সুতরাং আমার অপরাধ নাই। (এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন), পরে পুনর্ব্বার যখন ঐ মধুসূদন আমার নয়নগোচর হইবেন, তখন আমি দণ্ড, ক্ষণ ও পলকে রত্ন দ্বারা খচিত করিব।

যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেই কালে আইলা দুই বৈরী।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি ॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সে ঘটী, ক্ষণ পল।
দিয়া মালা চন্দন, নানা রত্ন আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুই জন,
তারে পুছে আমি না চৈতন্য।
স্বপ্ন প্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ॥
শুন মোর প্রাণের বান্ধব!
নাহি কৃষ্ণপ্রেম ধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥
পুন কহে, হায় হায়, শুন স্বরূপ রাম রায়,
এই মোর হৃদয়নিশ্চয়।

* হে সখি! মৃগমদ কস্তুরী ও নীলোৎপল, এই উভয়ের মিলন-জনিত গর্ব্ব ও মানকে যে হরণ করে, তাদৃশ শ্রীহরির দেহ-গন্ধের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, সেই নাসিকাকে ভস্ত্রার (ভিস্তীর মৃষকের) তুল্য জ্ঞান করা উচিত।

† দৈন্য—অপরাধ, ভয় ও দুঃখাদি হইতে যে দৌর্ব্বল্যের সঞ্চার হয়, তাহাকে দৈন্য কহে। দৈন্য উপস্থিত হইলে দেহের জাড্য, হৃদয়ের ক্ষুব্ধতা, মালিন্য ও চিন্তা জন্মিয়া থাকে। নির্ব্বেদ—নির্ব্বেদ সঞ্চার হইলে অশ্রুত্যাগ, বিবর্ণতা, দীর্ঘ-নিশ্বাস, দৈন্য ও চিন্তা জন্মে। বিচ্ছেদ, হিংসা, মহাদুঃখ, অকর্ত্তব্যের করণ ও কর্ত্তব্যের অকরণ জন্য শোচনা, আর অপ-মান, এই সমস্ত কারণে নির্ব্বেদের সঞ্চার হইয়া থাকে। বিষাদ—আরব্ধ কর্ম্মের অসিদ্ধি, অপরাধ, ইষ্টদ্রব্যের অভাব এবং বিপদাদি বশতঃ যে অনুতাপের উৎপত্তি হয়, তাহাকে বিষাদ কহে। বিষাদসঞ্চার হইলে বিবর্ণতা, মুখশুষ্কতা, উপায়ান্বেষণ, ক্রন্দন, দীর্ঘনিশ্বাস, চিন্তা এইসকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার,
এত কহি শ্লোক উচ্চারয় ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১)—

জয়তি তে ইত্যস্য তোষণীকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতো ন্যায়ঃ।

কই অব রহিঅং পেম্মং নহি হোই মাণুষে লোএ।
জই হোই কস্‌স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি ণ কো জীঅই ॥

অনুবাদ।—নরলোকে কৈতবশূন্য প্রেম হয় না। যদি কাহারও হয়, তাহা হইলে আর তাহার বিরহ নাই। বিরহ হইলে আর কেহই জীবিত থাকে না।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বূনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য় ॥
এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দোঁহে একমন হঞা।
আপন হৃদয়কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজ বীজ খাঞা ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি মহাপ্রভুপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ,
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাসাননলোকনং বিনা,
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥

টীকা।—হরৌ শ্রীকৃষ্ণে মে মম প্রেমগন্ধো দরাপি ঈষদপি নাস্তি, তথাপি লোকে সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং ক্রন্দামি। শ্রীকৃষ্ণমুখাবলোকনং বিনা যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বিভর্ম্মি, তৎ বৃথা বিফলম্।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মদীয় কিঞ্চিন্মাত্র প্রেমগন্ধও নাই, তথাপি সর্ব্বজনসমক্ষে সৌভাগ্য প্রকাশার্থ ক্রন্দন করিতেছি। হায়! বংশীবিলাসী কৃষ্ণের বদনপদ্মদর্শন ব্যতীত পতঙ্গবৎ প্রাণধারণ বিফল।

দূরে শুদ্ধপ্রেম বন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন,
কহি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।*
নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥
কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায়ে অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসিবিন্দু ॥†
শুদ্ধপ্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥‡
এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে অমৃতময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥

* আলম্বন—আশ্রয়। সুধীগণ রত্যাদির বিষয়তারূপে কৃষ্ণকে এবং আধারতারূপে ভক্তকে বর্ণন করিয়া থাকেন অর্থাৎ শ্রীহরিই রত্যাদির বিষয়স্বরূপে আলম্বন আর ভক্ত আধারস্বরূপে আলম্বন।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন শুক্ল বসনে কালীর দাগ গোপন হয় না, তদ্রূপ সুনির্ম্মল অনুরাগে অন্য দাগ লুক্কায়িত হইতে পারে না।

‡ পাতিয়ায় অর্থাৎ কে প্রত্যয় করে?

এই প্রেম আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন ॥*
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥

৭ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।১৮)—

নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যম্—
পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য,
নির্ব্বাসনো, নিঃস্যন্দেন মুদাং
সুধা-মধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দনপরো
জাগর্ত্তি যস্যান্তরে জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য
বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥

টীকা।—হে সুন্দরি! হে নান্দীমুখী! নন্দনন্দনপরঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ঃ প্রেমা প্রেম-ভক্তির্যস্য জনস্য অন্তরে মনসি জাগর্ত্তি বিরাজতে, তেনৈব জনেন অস্য প্রেম্নো বিক্রান্তয়ো জ্ঞায়ন্তে বুধ্যন্তে। স্ফুটং যথা স্যাত্তথা কটুতা তীক্ষ্ণত্বং অস্য গর্ব্বস্য অহঙ্কারস্য নির্ব্বাসনো বিনাশী। পুনঃ কীদৃক্?—নিঃস্যন্দেন বিমলেন মুদাং সুখানাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ। সুধা-নামমৃতানাং যো মধুরিমা মাধুর্য্যং তস্যা-হঙ্কারং সঙ্কোচয়তীতি।

অনুবাদ।—পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, (বৎসে! গাঢ় অনুরাগের বিকার দুর্ব্বোধ্য; অতএব অবধান কর)। হে সুন্দরি! নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের কি বিচিত্র শক্তি! যে ব্যক্তির অন্তরে এই প্রেম জাগরূক আছে, ইহার কুটিলতা ও মাধুর্য্যরূপ পরাক্রম তাহারই বোধগম্য হয়। কৃষ্ণের অদর্শন-জন্য পীড়া দ্বারা অভিনব কালকূটের তীব্রতা-রূপ গর্ব্ব ধ্বংস হয়, আর তাঁহার দর্শনে যে হর্ষ ক্ষরিত হয়, তাহাতে অমৃত-মধুরিমার গর্ব্ব একেবারেই আহত হইয়া যায়; সুতরাং বিষামৃত-মিলিত কৃষ্ণ-প্রেমের মাহাত্ম্য আর কি বলিব?

যে কালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম সুভদ্রা সাথ,
তবে জানি আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হইল জীবন, দেখিনু পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র ॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বোলে।
গরুড় স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্নখালে,
সেই খাল ভরে অশ্রুজলে ॥
তাঁহা হৈতে ঘরে আসি, মাটির উপরে বসি,
নখে করে পৃথিবী লিখন।
হা হা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন ॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনাপুলিন।
কাঁহা নৃত্য গীত হাস, কাঁহা রাসবিলাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন ॥
উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,*
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥

* বহ্নিতপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ করিলে যেমন মুখ জ্বলিয়া যায়, তথাপি তাহাকে পরিত্যাগ করা যায় না, সেইরূপ বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদনও জানিবে।

* ভাবাবেগ—ভাবের আবেগ। ভয়াদি-জনিত চিত্তের ত্বরাকে আবেগ কহে। এই আবেগ অষ্টধা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ প্রিয়, অপ্রিয়, বহ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, গজ ও শত্রু হইতে জন্মে। উদ্বেগ—মনশ্চাঞ্চল্য। উদ্বেগ উপস্থিত হইলে খেদ, অশ্রুত্যাগ, স্তব্ধতা, দীর্ঘনিশ্বাস, চিন্তা, চঞ্চলতা ও বিবর্ণতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

৮ শ্লোক।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪১)—

বিল্বমঙ্গলবাক্যম্—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি,
হরে! ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো! করুণৈকসিন্ধো!
হা হন্ত হা হন্ত! কথং নয়ামি ॥

টীকা।—হে হরে! হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! হা হন্ত হা হন্ত অতি-বিষাদে, ত্বদালোকনমন্তরেণ ত্বদ্দর্শনং বিনা অহং কথং কেন প্রকারেণ অমূনি অধন্যানি দিনান্তরাণি নয়ামি?

অনুবাদ।—হে হরে! হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! তোমার দর্শন ব্যতীত এই সমস্ত দিন বিফল। হায় কি কষ্ট! আমি কি প্রকারে এই সমস্ত ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি অতিবাহিত করিব?

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য হই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥
উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায়।

৯ শ্লোক।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩২)—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥

টীকা।—হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! ত্বচ্ছৈশবং তব কৈশোরং ত্রিভুবনাদ্ভুতং ত্রিভুবনেহদ্ভুতমাশ্চর্য্যমিতি মাধুর্য্যং ত্বমেব অবেহি জানীহি। তত্র মাধুর্য্যে মম চাপলং চঞ্চলঞ্চ, তদপি ত্বমবেহি ত্বং জানীহি। তত্র ত্বহং কিং করোমি? তব বাধিগম্যং জ্ঞেয়ং মম বাধিগম্যং তৎ তব মুখাম্বুজং ঈক্ষণাভ্যাং নয়নাভ্যাং উদীক্ষিতুং উচ্চৈদ্র্রষ্টুং যৎকৃতে তৎ দৃষ্টং স্যাৎ ত্বমেবোপদিশ। তৎ কীদৃশং?—মুগ্ধং মনোহরং, পুনর্বিরলং সাবহিতং, দুর্ল্লভম্। পুনঃ কথম্ভূতং?—মুরলীবিলাসি মুরল্যাং বিলসতি।

অনুবাদ।—হে হরে! তোমার কৈশোর মাধুর্য্যাদি নিবন্ধন উন্মাদক হওয়াতে ত্রিলোকীতলে অত্যদ্ভুত জানিবে এবং মদীয় চাঞ্চল্যও ত্রিলোকে পরমাদ্ভুত। এই উভয় কেবল তুমি ও আমি মাত্র জ্ঞাত আছি। সুতরাং আমি ত্বদীয় শুভদর্শন, মুরলীবিলাসী, মনোহর বদনকমল উত্তম-রূপে নেত্রগোচর করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিব?

তোমার মাধুরী বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহত আপনি ॥
নানা ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধিশাবল্য,
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।*

---

* এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রভুর নানারূপ ভাবের প্রবলতা, সন্ধি ও শাবল্য সঞ্চার হওয়ায় ভাবে ভাবে মহাসংগ্রাম বাধিল। ভাব—যদি অনুরাগ যাবদাশ্রয়বৃত্তি হয়, অর্থাৎ অনুরাগের যতদূর পরাকাষ্ঠায় সম্ভব, ততদূর হইয়া স্বীয় ভাবের উন্মুখতা দশা লাভ করত প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেই তাহার নাম ভাব। উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার প্রমাণ আছে; যথা—

"অনুরাগঃ স্বয়ং বেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥"

সন্ধি—সমানরূপ কিংবা পৃথক্‌রূপ ভাবদ্বয়ের মিলনকে সন্ধি বলা যায়। শাবল্য—ভাবসমূহের পরস্পর সম্মর্দ্দকে শাবল্য কহে।

ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ ॥*
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনু মনে অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥

১০ শ্লোক।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (২৪)—

হে দেব ! হে দয়িত ! হে ভুবনৈকবন্ধো !
হে কৃষ্ণ ! হে চাপল ! হে করুণৈকসিন্ধো !
হে নাথ ! হে রমণ ! হে নয়নাভিরাম !
হাহা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥

টীকা।—হে দেব ! যঃ অন্যাভিঃ সহ দীব্যতীতি দেবস্ত্বমতস্তত্রৈব গচ্ছ। হে দয়িত ! মম প্রাণদয়িতোঽসি, ত্বং দ্রক্ষ্যসে মদ্ভাগ্যেতৎ পুনর্দ্দর্শনং দেহি। হে ভুবনৈকবন্ধো ! তবাত্র কো দোষস্ত্বং ন কেবলং মমৈব, সর্ব্বগোপীনামপি। হে বন্ধো ! হে নাথ ! গচ্ছ। হে কৃষ্ণ ! হে শ্যামসুন্দর ! হে চিত্তাকর্ষক ! মম সমান এব তাদৃশঃ কঃ পামরোঽস্তি যস্ত্বয়ি মানং কুর্য্যাৎ ? তৎ সকৃদপি দর্শনং দেহি। হে চপললোচন ! হে বল্লবীবৃন্দ-ভুজঙ্গ ! হে স্ত্রীচৌর ! গচ্ছ গচ্ছ। হে করুণৈকসিন্ধো ! যদ্যহমপরাধিনী, তথাপি ত্বং করুণয়া দয়য়া কোমলয়া দর্শনং দেহি। হে নাথ ! হে সম্ভোগপতে ! হে ব্রজপ্রাণ ! ত্বং ব্রজবাসিনাং নো রক্ষিতাসি। হে রমণ ! সদা মাং রময়সীতি রমণস্ত্বং সুখং দাতুমাগতবান্। এষ তবৈব বৈদগ্ধ্যবিলাসঃ। ইদানীমপ্যাগত্য তথা কুরু। হে নয়নাভিরাম ! হে নয়নানন্দ ! ত্বঞ্চ মম প্রাণধনং। হা হা অতিখেদে, ননু বিতর্কে, মম দৃশোর্নয়নয়োঃ পদং গোচরো ভবিতাসি ত্বং ভবিষ্যসি।

অনুবাদ।—হে দেব ! হে দয়িত ! হে ভুবনৈকবন্ধো ! হে কৃষ্ণ ! হে চঞ্চল ! হে করুণৈকসিন্ধো ! হে নাথ ! হে রমণ ! হে নয়নাভিরাম ! কবে তুমি আমার নয়নগোচর হইবে ?

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফূরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান।*
সোল্লুণ্ঠ বচন রীতি, মান গর্ব্ব ব্যজস্তুতি,†
কভু নিন্দা কভু ত সম্মান ॥
তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
যাই কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমি আমার দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত,
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥
ভুবনের নারীগণ, সবা কর আকর্ষণ,
যাই কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন পামর,
তোমারে বা কে না করে মান ॥
তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু,
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ ॥

* ঔৎসুক্য—বাঞ্ছিত পদার্থের দর্শনলালসা ও লাভলালসা জন্য কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতার নাম ঔৎসুক্য। ঔৎসুক্য জন্মিলে দীর্ঘনিশ্বাস, ত্বরা, মুখের শুষ্কভাব, চিন্তা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। চাপল্য—দ্বেষ-রাগাদিজনিত মনের লঘুতাকে চাপল্য কহে। কর্কশ বচন, সচ্ছন্দচারিতা ও অবিচার ইহার লক্ষণ। অমর্ষ—অপমান ও ভর্ৎসনাদি জন্য অসহিষ্ণুতা। তাড়না, খেদ, মস্তককম্প, আক্রোশ, বিমুখীভাব, চিন্তা, বৈবর্ণ, এইসমস্ত উহার লক্ষণ। উন্মাদ—অধিক আনন্দ, অত্যন্ত বিপদ ও বিরহাদি জন্য হৃদ্‌ভ্রম। উন্মাদ উপস্থিত হইলে চীৎকার, ধাবন, বৃথা প্রলাপ, নৃত্য, গীত, অট্টহাস্য প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

* প্রণয়মান—প্রণয়োত্থমান।

† সোল্লুণ্ঠ বচন—স্তুতিপূর্ব্বক দুর্ব্বাদ। মান—অহঙ্কার। গর্ব্ব—অন্যকে হেলা করা।

তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস ॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি,
শুন মোর এ স্তুতি বচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধনপ্রাণ,
হা হা পুনঃ দেহ দরশন ॥
স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্যাশ্রু স্বরভেদ,*
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাঁসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥
মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার,
কহে এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরী গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৬৮)—

মারং স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনো নয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥

টীকা।—হে সখি! অয়ং কৃষ্ণো মম লোচনায় অভ্যুদয়তে প্রকাশয়তি। তঃ ?—নু কিংবা মারঃ কন্দর্পঃ মূর্ত্তিমান্? নু কিংবা মধুরদ্যুতিমণ্ডলং রসশোভাসমূহঃ ? নু কিংবা মাধুর্য্যং স্বয়ং মূর্ত্তিমৎ ? নু কিংবা মনোনয়নামৃতং নয়নয়োঃ সুধা ? নু কিংবা বেণীমৃজঃ শুদ্ধবেণী ? নু কিংবা মম জীবিতবল্লভঃ প্রাণপ্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ এব আগতঃ ?

অনুবাদ।—হে সহচরি! ইনি কি স্বয়ং মদনদেব আসিলেন ? অথবা মধুরকান্তি চন্দ্রমা আগত হইলেন ? কিংবা মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্যই আসিলেন ? অথবা মদীয় বেণী উন্মোচনকারী প্রবাসাগত প্রাণনাথ সমাগত হইলেন ? কিংবা মদীয় প্রাণবল্লভ নবকিশোর হরি আমার নয়নানন্দবৰ্দ্ধনার্থ উপস্থিত হইলেন ? ইনি কে, তোমরা দেখ।

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, কিবা দ্যুতি মূর্ত্তিমান্,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনো নেত্রোৎসব, কিবা প্রাণের বল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥
গুরু নানাভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু মন,
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্যমন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দে।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দে ॥
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ ॥

* স্তম্ভ—হর্ষ, ভয়, বিষাদ ও ক্রোধ এই সকল হইতে স্তম্ভের উৎপত্তি হয়। বাক্যাদিত্যাগ, নিস্পন্দন ও অভাবাদি ইহার লক্ষণ। কম্প—রোষ, ত্রাস ও হর্ষাদি দ্বারা দেহের চাঞ্চল্য। প্রস্বেদ—হর্ষ, ভয় ও রোগাদি জন্য শরীরের ক্লেদ। বৈবর্ণ্য—রোগ, ভয় ও বিয়োগাদি জন্য বর্ণবিকার। অশ্রু—রোষ, হর্ষ ও বিষাদাদি দ্বারা বিনা যত্নে চক্ষুতে যে জলোদ্গম হয়। হর্ষ জন্য অশ্রুতে শীতলতা এবং রোষাদি জন্য অশ্রুতে উষ্ণতা সম্ভবে; অধিকন্তু যাবতীয় অশ্রুতেই চক্ষুর চাঞ্চল্য, রক্তবর্ণতা ও মার্জ্জনাদি দৃষ্ট হয়। স্বরভেদ—রোষ, হর্ষ, ভয়, প্রভৃতি জন্য বাক্যের বিকলতা। রোমাঞ্চ—আনন্দ, উৎসাহ, অদ্ভুত দর্শন প্রভৃতি হইতে রোমাঞ্চ জন্মে, রোমোদ্গম ও গাত্রসংস্পর্শনাদি ইহার লক্ষণ।

লীলাশুক মর্ত্ত্যজন, তার হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাহে মুখ্য রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্বভাবোদয় ॥
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, এই তিন অভিলাষে,
যত্নেহ আস্বাদ নহিল।
শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেম-চিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতাশিরোমণি ॥
এই গুপ্তভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
হেন দয়ালু অবতার, হেন দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝিয়ে,
হেন চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যারে,
হয় তার দাসদাসের সঙ্গ।*
চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিঁহ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইঁহা বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥
যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে,
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।†
প্রভুর সেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে ॥
নাহি কারো স্ববিরোধ, নাহি কাঁহো অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগ দ্বেষ, তাহা হয় আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥
যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলে হইবে বড় হিত ॥
ভগবান শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইঁহা শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি,
কেন না বুঝিবে সর্ব্বজন ॥
শেষলীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইঁহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃশেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।*
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥

* যে ব্যক্তি চৈতন্যের কৃপাপাত্র, সেই ব্যক্তিই তাঁহার প্রেম ও বদান্যতা বুঝিতে পারে, অন্য কেহ বুঝিতে সমর্থ নহে। এই হেতুই আমি চৈতন্যের কৃপাপাত্রের দাসেরও দাস হইতে বাসনা করি।

† চৈতন্যলীলা......(হইতে)......নারিবে বুঝিতে......(পর্য্যন্ত)—শেষলীলাতে নিরন্তর স্বরূপ দামোদর প্রভুর সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেন ও তদীয় মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতেন, এই কারণেই তাঁহাকে চৈতন্যলীলারূপ রত্নরাজির ভাণ্ডারী বলা যায়। তিনি রঘুনাথ দাসের কণ্ঠে ঐ সকল রত্ন রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ রঘুনাথকে ঐ সমস্ত লীলা অবগত করাইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা রঘুনাথ-সকাশে শুনিয়া এই গ্রন্থ বর্ণনপূর্ব্বক ভক্তবর্গকে ভেট দিলেন। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সংস্কৃত শ্লোকরাশি-পূর্ণ গ্রন্থ কিরূপে সাধারণের বোধগম্য হইবে? ইহার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, সাধারণের মনস্তুষ্টি করা দুরূহ ব্যাপার; তিনি যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছেন, সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য না হইলে আর উপায় কি? তবে কথা এই যে, যে কতিপয় শ্লোক তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যখন তাহাদের অর্থ বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছে, তখন না বুঝিবারও কারণ নাই।

* এই স্থানের তাৎপর্য্যে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গ্রন্থ প্রণয়নকালে কৃষ্ণদাস অতীব বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; অধিক কি, অবশিষ্ট জীবনকালের মধ্যে গ্রন্থপ্রণয়ন পরিসমাপ্ত হয় কি না, তাঁহার মনে মনে এরূপ সন্দেহও ছিল।

এই অন্ত্যলীলাসার, সূত্রমধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে নারিব তবে,
এই লীলা ভক্তগণধন ॥
সঙ্ক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহা না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিচার।
যদি তত দিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিস্তার ॥
ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দো সবার শ্রীচরণ,
সবে মোর করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোঁসাঞির মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত,
তাহি লিখি নাহি মোর দোষ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করি মস্তকভূষণ ॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দো তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্যবিলাসসিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
অন্ত্যলীলা-সূত্র-বর্ণনে প্রেমোন্মাদ-
প্রলাপবর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাৎ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা,
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥

টীকা।—অথানন্তরং গৌরং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাখ্যং সন্ন্যাসং বিধায় গৃহীত্বা উৎপ্রণয়ঃ প্রেমা যস্য স প্রেমাবিষ্টঃ সন্ বৃন্দাবনং গন্তুং মনো যস্য স স্বভ্রমণং কৃতবান্, রাঢ়ে রাঢ়দেশে দিনত্রয়ং ভ্রমন্ সন্ তদ্দেশং অয়িত্বা শান্তিপুরং গত্বা অদ্বৈতগৃহে ললাস বিরাজতেস্ম, তং গৌরমহং নতোস্মি।

অনুবাদ।—যিনি সন্ন্যাস বিধানপূর্ব্বক অতীব প্রণয়-পরবশ হইয়া বৃন্দাবন-গমনে বাসনা করত ভ্রম (প্রেমবিবশতা) নিবন্ধন রাঢ়দেশে পরিভ্রমণ করিতে করিতে শান্তিপুরে আগমন করিয়া তথায় ভক্তবর্গের সহিত বিলাস করিয়াছিলেন, আমি সেই গৌরাঙ্গদেবকে প্রণাম করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
চব্বিশবৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে ॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৩।৫৩)—

উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তং ভিক্ষুকবচনম্—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং,
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥

টীকা।—শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দসেবয়া তমঃ সংসারাখ্যং তরিষ্যামি। কীদৃশং ?—দুরন্তপারং দুরন্তঃ কঠিনঃ পারো যস্য তৎ। কিং কৃত্বা ?——পূর্ব্বতমৈরতিপ্রাচীনৈর্ম্মহর্ষিভিঃ মুনিভিরুপাসিতাং এতাং পরাত্মনিষ্ঠাং শ্রীকৃষ্ণবিষয়নিষ্ঠাং আস্থায় আশ্রিত্য।

অনুবাদ।—আমি প্রাচীন মহর্ষিগণ-প্রদর্শিত এইরূপ পরাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন-পূর্ব্বক মুকুন্দ-পদারবিন্দ-নিষেবণ দ্বারা দুষ্পার তমোরূপ সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইব।

প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দসেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশ হয় ধারণ।*
মুকুন্দসেবায় হয় সংসারতারণ ॥
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিগ্-বিদিগ্-জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রিদিন ॥
নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন, মুকুন্দ তিন জন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন ॥
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সব লোক।
প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে দুঃখ শোক ॥

গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
হরি হরি বলি উঠে উচ্চ করিয়া ॥
শুনি তা সবার নিকট গেলা গৌরহরি।
বল বল বলে সবার শিরে হস্ত ধরি ॥
তা সবারে স্তুতি করে "তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম" ॥
গুপ্তে তা সবারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।*
শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ ॥
বৃন্দাবনপথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীরপথ তবে দেখাইও তাঁরে ॥
তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ॥
শিশুসব গঙ্গাতীরপথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥
আচার্য্য-রত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোঁসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঞি ॥
প্রভু লৈয়া যাব আমি তাহার মন্দিরে।
সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে ॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচী সহ লঞা আইস সব ভক্তগণ ॥
তারে পাঠাইলা নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিল পরিচয় ॥
প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার কাঁহা আগমন।
শ্রীপাদ কহে তোমা সনে যাব বৃন্দাবন ॥
প্রভু কহে কত দূরে আছে বৃন্দাবন।
তেঁহো কহেন কর এই যমুনা দর্শন ॥
এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গাসন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনাজ্ঞানে ॥
অহো ভাগ্য! যমুনার পাইল দরশন।
এত বলি যমুনার করেন স্তবন ॥

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ বেশ ধারণই ধর্ম্মসমূহের শ্রেষ্ঠ।

* গুপ্তে—গোপনে।

৩ শ্লোক।

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৫।১৩)—

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
পরমপ্রেমপাত্রী দ্রব-ব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী,
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥

টীকা।—মিত্রপুত্রী সূর্য্যস্য কন্যা নো হস্মাকং বপুর্দেহং পবিত্রীক্রিয়াৎ। সা কিম্ভূতা ?—অঘানাং লবিত্রী পাপনাশিনী; জগৎ-ক্ষেমধাত্রী জগতাং মঙ্গলদায়িনী। পুনঃ কিম্ভূতা ?—দ্রবব্রহ্মগাত্রী জলময়-ব্রহ্মরূপং গাত্রং তনুর্যস্যাঃ সা। পুনঃ কথম্ভূতা ?—সদা নিত্যং চিদানন্দভানোঃ নন্দ-াঃ কৃষ্ণস্য পরপ্রেমপাত্রী।

অনুবাদ।—যিনি চিন্ময় আনন্দকর নন্দসুতের প্রণয়পাত্রী; যিনি জলময় ব্রহ্মরূপে অধিষ্ঠিত, সুতরাং পাতকপুঞ্জের সংহারকর্ত্রী এবং যিনি জগতের কল্যাণ-বিধায়িনী, সেই ভাস্কর-নন্দিনী যমুনা আমাদিগের দেহ পবিত্র করুন্।

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান॥
হেন কালে আচার্য্য গোঁসাঞি নৌকাতে চড়িঞা।
আইলা নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লঞা॥
আগে আসি রহিলা আচার্য্য নমস্কার করি।
আচার্য্য দেখি বলে গোঁসাঞি মনে সংশয় করি॥
তুমি ত অদ্বৈত গোঁসাঞি হেথা কেন আইলা।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা॥
আচার্য্য কহে তুমি যাঁহা তাঁহা বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাতীরে আনি মোরে যমুনা কহিলা॥
আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হইঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥
পশ্চিমে যমুনা বহে তাঁহা কৈল স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়, কর শুষ্ক পরিধান॥
প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজ মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস॥
এক মুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছো পাক।
শুকা রুখা ব্যঞ্জন কৈল সূপ আর শাক॥
এত বলি নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ ঘর
পাদ প্রক্ষালন কৈল আনন্দ-অন্তর॥
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী।
বিষ্ণু সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি॥
তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্রে ধরি॥
বত্রিশা আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে
দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভাল মতে॥*
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা আর মুদ্গসূপ॥†
বাস্তূক শাক-পাক বিবিধপ্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর॥
রাই মরীচ সুক্তা দিয়া সব ফল মূলে।
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তকী।
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
নারিকেলশস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥

* যে কলাগাছে ৩২ ছড়া কলাকাঁদি হয়, সেই গাছের আঙ্গট পাতে করিয়া দুই পাতে দুইটি ভোগ সজ্জিত হইল।

† মুদ্গসূপ—মুগের ডাইল।

মধুরাম্ল বড় অম্ল অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেল পুলী যত পীঠা ইষ্ট ॥
বত্রিশা আঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড় ॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন ভরিয়া।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া ॥
সঘৃত পায়স নব মৃৎ-কুণ্ডিকা ভরি।*
তিনপাত্র ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিলা ধরি ॥
দুগ্ধচিড়া কলা আর দুগ্ধলকলকী।†
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি ॥
দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি ॥
অন্ন ব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি ॥
তিন শুভ্র পীঠ তার উপরে বসন।
কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করায় ভোজন ॥
আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল ॥
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন।
আচার্য্য গোঁসাঞি আসি প্রভুরে কৈল
নিবেদন ॥
গৃহের ভিতর প্রভু করহ গমন।
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ॥
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইলা।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা ॥
মুকুন্দ কহে মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।‡
পাছে মুঞি প্রসাদ পাব তুমি যাহ ঘরে ॥
হরিদাস বলে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিব ভোজন ॥

* মৃৎ-কুণ্ডিকা—মাটীর পাত্র।

† দুগ্ধলকলকী—দুগ্ধদ্বারা প্রস্তুতীকৃত পিষ্টকবিশেষ।

‡ কিছু কৃত্য নাহি সরে - কোন কৃত্য অর্থাৎ স্নানাহ্নিকাদি কোন কর্ম্মই সমাপন হয় নাই।

দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর।
প্রসাদ দেখিঞা প্রভুর আনন্দ-অন্তর ॥
ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণেরে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরে তাঁহার চরণ ॥
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মন-কথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥
প্রভু কহে বৈস তিনে করি যে ভোজন।
আচার্য্য কহে আমি করিব পরিবেশন ॥
কোন্ স্থানে বসিব আর, আন দুই পাত।
অল্প করি আনি তাহে দেহ ব্যঞ্জন ভাত ॥
আচার্য্য কহে বৈস দুঁহে পিঁড়ির উপরে।
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দোঁহারে ॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয়বারণ ॥
আচার্য্য কহেন ছাড় আপনার চুরি।
আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারি ভুরি
ভোজন করহ ছাড় বচনচাতুরী।
প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি ॥
আচার্য্য কহে অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না পার রহিবেক আর ॥
প্রভু কহে এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥
আচার্য্য কহে নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার।
এক এক বারে অন্ন শত শত সার ॥
তিন জনের ভক্ষ্য পিণ্ড তোমার এক গ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নহে এক গ্রাস ॥
মোর ভাগ্যে মোর গৃহে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন ॥
এত বলি জল দিল দুই গোঁসাঞির হাতে।
হাসিয়া লাগিলা দোঁহে ভোজন করিতে ॥
নিত্যানন্দ কহে কৈল তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে মনে ছিল বড় আশ ॥
আজিহ উপবাস হৈল আচার্য্য নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিবেক এই গ্রাসেক অন্নে ॥

আচার্য্য কহে, হও তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী।
কভু ফল মূল খাও, কভু উপবাসী ॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণঘরে পাইলে মুষ্টিক অন্ন।
ইহাতে সন্তোষ হও ছাড় লোভমন ॥
নিত্যানন্দ কহে যবে কৈলে নিমন্ত্রণ।
তত দিতে চাহ, যত করি যে ভোজন ॥
শুনি নিত্যানন্দ কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহিলেন তারে কিছু পাইয়া পীরিত ॥
ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর পূরিতে।
সন্ন্যাস লইয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ॥
তুমি খাইতে পার দশ বিশ মনের অন্ন।
আমি তাঁহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
যে পাঞাছ মুষ্ট্যেক অন্ন তাহা খাঞা উঠ।
পাগলাই না করিহ না ছড়াইহ ঝুট ॥
এইমত হাস্যরসে করেন ভোজন।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য করেন পূরণ।
এইমত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি করে প্রভুকে প্রার্থন।
প্রভু বলেন আর কত করিব ভোজন ॥
আচার্য্য কহে যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা।
এখানে যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক রাখিবা ॥
নানা যত্নে দৈন্যে প্রভুরে করাইলা ভোজন।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥
নিত্যানন্দ কহে মোর পেট না ভরিল।
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥
এত বলি এক গ্রাস ভাত হাতে লঞা।
উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা ॥*
ভাত দুই চারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য্য নাচে বড় রঙ্গে ॥
অবধূতের ঝুটা লাগিল মোর অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥
তোরে নিমন্ত্রণ কৈনু পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি, সহজে পাগল ॥
আপন সমান মোরে করিবার তরে।
ঝুটা দিলে বিপ্র বলি ভয় না করিলে ॥
নিত্যানন্দ কহে এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে ঝুঠা কহিলে তুমি কৈলে অপরাধ ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥
আচার্য্য কহে কভু না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব শ্রুতিধর্ম্ম ॥
এত বলি দুই জনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন ॥
লবঙ্গ এলাচ আর উত্তম রসবাস।*
তুলসীমঞ্জরী সহ দিল মুখবাস ॥
সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবরে।
সুগন্ধি পুষ্পমালা দিল হৃদয় উপরে ॥
আচার্য্য করিতে চাহে পাদসম্বাহন।
সঙ্কুচিত হঞা প্রভু কহেন বচন ॥
বহু নাচাইলে আমায় ছাড় নাচায়ন।†
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন ॥
তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ইচ্ছায় ভোজন যে আছিল মনে ॥
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ ॥
হরি হরি বলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিঞা ॥
গৌর দেহকান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ বস্ত্রকান্তি তাতে করে ঝলমল ॥
আইসে যায় লোক হর্ষে নাহি সমাধান।
লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥

* উঝালি—ছড়াইয়া ফেলা।

* রসবাস—গোলাপজল ও আতর।
† নাচায়ন—নৃত্য করান, নাচান।

শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা। (পৃষ্ঠা ১৬৫

MILAN PRINTING WORKS, CALCUTTA.

সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সংকীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন ॥
নিত্যানন্দ প্রভু বুলে আচার্য্য ধরিঞা।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা ॥

ধানশ্রী রাগ।

'কি কহব রে সখি আজক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর' ॥*
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু হুঙ্কার গর্জ্জন ॥
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন ॥
অনেক দিন তুমি মোরে বেড়ালে ভাণ্ডিয়া। †
ঘরে পাঞাছি এবে রাখিব বান্ধিয়া ॥
এত বলি আচার্য্য আনন্দে করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সংকীর্ত্তন ॥
প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর, নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেম জ্বালার তরঙ্গ ॥
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোঁসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা ॥
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥
আচার্য্য উঠাইলা প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ ॥‡
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্গদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন ॥

তথাহি পদম্।

হা হা প্রাণপ্রিয় সখি! কিনা হৈল মোরে।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনু মন জ্বরে ॥
রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ।*
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ ॥
এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তরে বিদরে ॥
নির্ব্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।
প্রভুর শরীরে যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য ॥
জর্জ্জর হইলা প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িলা শ্বাস নাহিক শরীরে ॥
দেখিয়া চিন্তিত হৈলা সব ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥
বোল বোল বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝান না যায় ভাবতরঙ্গ প্রবল ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া ॥
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে ॥
তিনদিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥†
তেঁহ ত না জানে, প্রেমে ভাবাবিষ্ট হঞা।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিঞা ॥
আচার্য্য গোঁসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন ॥
এইমত দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন।
এক রূপে করি কৈল প্রভুর সেবন ॥
প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াইঞা।
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা ॥
নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ।
সব লোক আইলা হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ ॥
নৃত্য করি করে প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তন।
শচী মাতা লঞা আইলা অদ্বৈতভবন ॥
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলেতে করিঞা ॥

* সখি! অদ্যকার আনন্দের সীমা আর কি বর্ণন করিব? বহুদিনের পর মাধব আমার গৃহে আসিয়াছেন।

† ভাণ্ডিয়া—বঞ্চনা করিয়া।

‡ ইহার তাৎপর্য্য, এই যে, পদ শুনিয়া মহাপ্রভুর অঙ্গে ধৈর্য্য ধারণ হইতেছে না।

* সোয়াথ—স্বাস্থ্য।

† উদ্দণ্ড—প্রবল, বহু।

দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল।
অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন॥
কান্দিয়া কহেন শচী, বাছারে নিমাই।
বিশ্বরূপসম না করিহ নিঠুরাই॥*
সন্ন্যাসী হইয়া পুন না দিল দর্শন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ॥
প্রভু ত কন্দিয়া কহে শুন মোর আই।†
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে॥
জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিব॥
এত বলি পুনঃপুন করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার॥
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর॥
একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণে।
সবার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ॥
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর॥
বুদ্ধিমন্তখান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয়॥
কত নাম লব যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্টে হাসি॥

আনন্দে নাচয়ে সবে বলি হরি হরি।
আচার্য্যমন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥
যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে॥
সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান।
বহুদিন আচার্য্য সবার কৈল সমাধান॥
আচার্য্য গোঁসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে পুন তৈছে হয়॥
সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন॥
দিনে আচার্য্যের প্রীতি, প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর হয় ভাবোদয়।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদ্গদ প্রলয়॥*
ঘন ঘন পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া॥
চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ নিমাইকলেবর।
হা হা করি বিষ্ণুপাশে মাগে এই বর॥
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ॥
যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাইশরীরে॥
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ ভয় দৈন্য ভাবে হইলা বিকল॥
শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন॥
শুনি শচী সবাকারে করেন মিনতি।
মুঞি নিমাইর দর্শন আর পাব কতি॥†
তোমা সবা সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন॥

* নিঠুরাই—নিঠুরতা।
† আই—জননি।

* গদগদ—স্বরভঙ্গ। প্রলয়—সুখ দুঃখ বশতঃ চেষ্টা ও জ্ঞানশূন্যতাকে প্রলয় কহে। ভূতলে নিপতনাদিই ইহার লক্ষণ।
† কতি—কোথায়।

যাবৎ আচার্য্য-গৃহে নিমাইর অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিব সবারে এই মাগো দান॥
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার।
মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার॥
মাতার বৈরাগ্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণ একত্র করি বলিল বচন॥
তোমা সবার আজ্ঞা বিনে চলিলাঙ বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন॥
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস॥
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচীপাশে আচার্য্যাদি করিলা গমন॥
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিলা।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিলা॥
তেঁহো যদি ইহা রহে তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুঃখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে দুই ঘর॥
লোকগতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু হবে তাঁর আগমন॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ সুখ মানি॥
শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন।
বেদ আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন॥
ভক্তগণ প্রভু আগে আসিয়া কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল॥

নবদ্বীপবাসী আদি যত লোকগণ।
সবারে সম্মান করি বলিল বচন॥
তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এক ভিক্ষা মাগি, মোরে দেহ তুমি সব॥
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমা সবায় দিব দরশন
এত বলি সবাকারে ঈষৎ হাসিয়া।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া॥
সবায় বিদায় দিয়া প্রভু চলিতে কৈল মন
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন॥
নীলাচল চলিলে তুমি, মোর কোন গতি।
নীলাচল যাইতে মোর নাহিক শক্তি॥
মুঞি অধম তোমার না পাব দরশন।
কেমনে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন॥
প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্যে আমার ব্যাকুল হয় মন॥
তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥
তবে ত আচার্য্য কহে বিনয় করিয়া।
দিন দুই চারি রহ কৃপা ত করিয়া॥
আচার্য্যবচন প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈতগৃহে না কৈলা গমন॥
আনন্দিত হৈলা আচার্য্য শচী ভক্ত সব।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব॥
দিনে কৃষ্ণকথারস ভক্তগণ সঙ্গে।
রাত্রে মহামহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥
আনন্দিত হঞা শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ্ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু আরাধনে॥
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা কৈল পূর্ণ নিজ সুখ॥

এইমত অদ্বৈতগৃহে ভক্তগণ মেলে।
বঞ্চিল কতেক দিন নানা কুতূহলে ॥
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমনে ॥
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
পুনরপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন ॥
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ॥
এই চারি জন আচার্য্য দিল প্রভু সনে।
জননী প্রবোধ করি বন্দিল চরণে ॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥
নিরপেক্ষ হইয়া প্রভু শীঘ্র যে চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পাছে ত চলিলা ॥
কতদূর গিয়া প্রভু করি যোড় হাত।
আচার্য্যে প্রবোধি কহে কিছু মিষ্ট বাত ॥
জননী প্রবোধ কর ভক্ত সমাধান।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ॥
গঙ্গাতীরে গেলা প্রভু চারি জন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে ॥
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অদ্বৈতগৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
সন্ন্যাসকরণাদ্বৈতগৃহে ভোজন-
বিলাসবর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎ প্রেম্না তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥

টীকা।—তং মাধবেন্দ্রং অহং নতোস্মি। তং কিম্ভূতং?—প্রেম্না পূর্ণং। যস্মৈ মাধবেন্দ্রায় গোপীনাথঃ কৃষ্ণঃ ক্ষীরভাণ্ডং দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরচোরাভিধঃ ক্ষীরচোরনামা অদ্ভুত-গোপালো যস্য মাধবেন্দ্রস্য দিদৃক্ষুঃ দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ সন্ প্রাদুরাসীৎ প্রকটো হভূৎ।

অনুবাদ।—গোপীনাথ যাঁহাকে প্রদানার্থ ক্ষীরভাণ্ড হরণ করিয়া "ক্ষীরচোরা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রীগোপাল যাঁহার প্রেমবশ হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, আমি সেই মাধবেন্দ্রকে প্রণাম করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
নীলাদ্রিগমন জগন্নাথদরশন।
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য প্রভুর মিলন ॥
এই সব লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
বিস্তারিয়া করিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্যবিহার।
বৃন্দাবনদাস মুখে অমৃতের ধার ॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি তৈছে নাহি শক্তি ॥
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিলা বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥
তার সূত্র আছে তিঁহ না কৈল বর্ণন।
যথাকথঞ্চিৎ করি সে লীলা-কথন ॥

অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায়ে অপরাধ নহুক আমার॥
এই মত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন কুতূহলে॥
ভিক্ষা মাগি এক দিন একগ্রামে গিয়া।
আপনে বহুত অন্ন আনিল মাগিয়া॥
পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।*
তা সবারে কৃপা করি আইলা রেমুণারে॥
রেমুণাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন॥
তাঁর পাদপদ্মনিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে॥
চূড়া পাঞা প্রভু মনে আনন্দিত হৈয়া।
বহু নৃত্য গীত কৈলা ভক্তগণ লৈয়া॥
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেম রূপ গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ॥
নানামত প্রীতে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন॥
মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা॥
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান॥
পূর্ব্বে মাধবপুরী লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি॥
পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন॥
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর দিবা রাত্রি জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান॥
শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥
গোপালবালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা।
আসি আগে ধরি কিছু বোলেন হাসিঞা।
পুরী এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান।
মাগি কেন নাহি খাও কি বা কর ধ্যান॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক্ শোষ॥
পুরী কহে কে তুমি, কাঁহা তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥
বালক কহে, গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী॥
কেহ মাগি খায় অন্ন কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা।
স্ত্রীসব দুগ্ধ দিঞা আমারে পাঠাইলা॥
গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আর বার আসি এই ভাণ্ডটী লইব॥
এত বলি বালক গেলা না দেখিয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইঞা রাখিল।
বাট দেখে সেই বালক পুনঃ না আইল॥*
বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয়॥
স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লঞা গেলা হাতেতে ধরিঞা॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে, আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত বৃষ্টি দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত উপরে লঞা রাখ ভালমতে॥
এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে আমা করাহ স্নপন॥†

* দানী—করগ্রাহক।

* বাট—পথ, অর্থাৎ পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু বালক আর পুনরায় আসিল না।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি শীত বৃষ্টি ও দাবাগ্নিতে বড় কষ্ট পাই, অতএব গ্রামের লোক ডাকিয়া তাহাদিগে দ্বারা আমাকে কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া পর্ব্বতের উপরে ভালরূপে রাখ এবং মঠ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে আমাকে স্থাপন করিয়া বহুবিধ শীতল জলে আমাকে স্নান করাও।

বহু দিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিঞা নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি ইঁহা অধিকারী॥*
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইঞা।
ম্লেচ্ছভয়ে সেবক আমার গেল পলাইঞা॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভাল হৈল আইলা, আমা কাঢ় সাবধানে॥
এত বলি সে বালক অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগিঞা মাধবপুরী বিচার করিল॥
কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর।
আজ্ঞার পালন লাগি হইলা সুস্থির॥
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেলা।
সব লোকে একত্র করি কহিতে লাগিলা॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছেন, তাঁরে চল বাহির যে করি॥
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।
কুঠার কোদালী লহ দ্বার যে করিতে॥
শুনি তার সঙ্গে লোক চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিল প্রবেশে॥
ঠাকুর দেখিল মাটী তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত॥
আবরণ দূর করি করিল বিদিতে।
মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে চালাইতে॥
মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া।
পর্ব্বত উপর গেলা ঠাকুর লইয়া॥
পাথর-সিংহাসন উপর ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল॥

গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লঞা।
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা॥
নব শত ঘটজল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত॥
কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল।
অনেক সামগ্রী যত্ন করি আনাইল॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল যত গ্রাম হৈতে।
ভোগসামগ্রী আইলা সন্দেশাদি কতে॥
তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক॥
অঙ্গমলা দূর করি করাইল স্নান।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া॥
পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খগঙ্গোদকে কৈল স্নান সমাপন॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্পমালা অঙ্গে দিল॥
ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যত কিছু ছিল॥
সুবাসিত জল নব পাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া পুনঃ তাম্বুল অর্পিল॥
আরতি করিয়া কৈল অনেক স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈল আত্মসমর্পণ॥
গ্রামের যত তণ্ডুল দালি গোধূমাদি চূর্ণ।
সকল আনিঞা দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ॥
কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন।
সব আইল, প্রাতে হৈতে চড়িল রন্ধন॥
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জন চারি পাঁচ রান্ধে নানাবিধ সূপ॥
বন্য শাক ফল মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া বড়ি কড়ি করে বিপ্রগণ॥
জন পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি।
অন্ন ব্যঞ্জন রুটি সব রহে ঘৃতে ভাসি॥

* শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্র কর্ত্তৃক এই বিগ্রহ স্থাপিত

নববস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥
তার পাশে রুটিরাশি উপ-পর্ব্বত হৈল।
সূপ-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড সব চৌদিকে ধরিল ॥
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী।
পায়স মথনি সর পাশে ধরে আনি ॥
হেন মতে অন্নকূট করিয়া সাজন।
পুরীগোঁসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহু দিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইলা সকল ॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্তস্পর্শে অন্ন পুনঃ তৈছে হৈল ॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোঁসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাঞি ॥
এক দিনের উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব হৈল।
গোপালপ্রভাবে হৈল অন্যে না জানিল ॥
আচমন দিঞা দিল বিড়ার সঞ্চয়।*
আরতি করিল লোকে করে জয় জয় ॥
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নব বস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া ॥
তৃণটাটি দিঞা চারি দিক্ আবরিল।
উপরেও এক টাটি দিঞা আচ্ছাদিল ॥
পুরী গোঁসাঞি আজ্ঞা দিল যতেক ব্রাহ্মণে।
আবাল বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ॥
সব লোক বসি ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল ॥
অন্য গ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সবে প্রসাদ খাইল ॥
পুরীর প্রভাব দেখি লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥
সকল ব্রাহ্মণ পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবামধ্যে সবা নিয়োজিল ॥
পুনঃ দিনশেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান ॥
গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল।
আশ পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥
একৈক দিন এক এক গ্রামে লইল মাঙ্গিয়া।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা ॥
রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন।
পুরী গোঁসাই কৈল কিছু গব্য ভোজন ॥
প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ ॥
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল ॥
পূর্ব্বদিনপ্রায় বিপ্র করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥
ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ পিরীতি।
গোপালের সহজ প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি ॥
মহাপ্রসাদান্ন যত খাইল সব লোক।
গোপালদর্শনে খণ্ডে সবার দুঃখ শোক ॥
আশ পাশ ব্রজভূমের যত লোক সব।
এক এক দিন আসি করে মহোৎসব ॥
গোপাল প্রকট শুনি নানা দেশ হৈতে।*
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে ॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি ॥
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ নানা উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার ॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল কেহ ত প্রাচীর ॥
এক এক ব্রজবাসী একৈক গাভী দিল।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল ॥
গৌড় হৈতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী গোঁসাঞি রাখিল তাঁদের করিয়া যতন ॥

* বিড়া—তাম্বুল।

* প্রকট—প্রকাশিত বা আবির্ভূত।

সেই দুয়ে শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হৈল পুরীর আনন্দ বাড়িল॥
এইমত বৎসর দুই করেন সেবন।
এক দিন পুরী গোঁসাঞি দেখিল স্বপন॥
গোপাল কহে, পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়-চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায়॥
মলয়জ আন যাঞা নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ তুরিতে॥*
স্বপ্ন দেখি পুরী গোঁসাঞি হৈলা প্রেমাবেশ।
প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে চলিলা পূর্ব্বদেশ॥
সেবার নির্ব্বন্ধ লোক করিয়া স্থাপন।†
আজ্ঞা মাগি গৌড় দেশে করিল গমন॥
শান্তিপুর আইলা শ্রীল অদ্বৈতের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ-অন্তরে॥
তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লৈল যতন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া॥
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন॥
নৃত্যগীত করি জগমোহনে বসিলা।‡
কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিতমনে।
উত্তম ভোগ লাগে ইহা হৈল অনুমানে॥
যৈছে ইঁহা ভোগ লাগে সকলি পুছিব।
তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাব॥
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগবিবরণে॥
শয্যাভোগে ক্ষীর লাগে অমৃতকেলি নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্রে ভরি অমৃতসমান॥

গোপীনাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধ নাম যার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাঞি আর॥
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরী গোঁসাঞি কিছু মনে বিচারিল॥
অযাচিত ক্ষীরপ্রসাদ যদি অল্প পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি আরতি বাজিল॥
আরতি দেখিয়া পুরী করি নমস্কার।
বাহির হৈলা কাহে কিছু না বলিলা আর॥
অযাচিতবৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল তাহে মানে অপরাধে॥
গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন॥
নিজকৃত্য করি পূজারী করিল শয়ন।
স্বপনে ঠাকুর আসি বলেন বচন॥
উঠহ পূজারী, দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসীকারণ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জান তাহা আমার মায়ায়॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা।
তাহাকেত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা॥
স্বপ্ন দেখি উঠি পূজারী করিল বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার॥
ধড়ার আঁচলতলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লৈয়া হইলা বাহির॥
দ্বার দিঞা গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটে হাটে বোলে মাধবপুরীরে চাহিঞা॥
ক্ষীর লও এই, যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥

---

* তুমিই নীলাচলে গিয়া মলয়চন্দন আনয়ন কর, ইহা অন্যের কর্ম্ম নহে, তুমি অবিলম্বে যাও।

† সেবার নির্ব্বন্ধ লোক করিয়া স্থাপন—নিয়মিত সেবার জন্য লোক স্থাপন করিয়া।

‡ জগমোহন—দেবায়তনের যে অংশে শ্রীবিগ্রহ থাকেন, সেই অংশের বহির্ভাগের নাম জগমোহন।

এত শুনি পুরী গোঁসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল ॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ যে ইহার বশ হয় যথোচিত ॥
এত বলি নমস্করি গেলা সে ব্রাহ্মণ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল।
বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারি রাখিল ॥*
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুতকথন ॥
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিলা সর্ব্ব লোক শুনি।
দিনে লোকভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি ॥
এত ভাবি রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেই স্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি ॥
চলি চলি আইলা ক্রমে শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায় ॥
মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হৈল খ্যাতি।
লোক আসি তাঁরে করে ভক্তি স্তুতি ॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত ॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা সঙ্গে চলে লাগ লৈয়া ॥
যদ্যপি উদ্বিগ্ন হৈল পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দনসাধন হইল বন্ধন ॥
জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহান্ত।
সবাকে কহিল পুরী গোপালবৃত্তান্ত ॥

গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি করিলা যতন ॥
রাজপাত্র সনে যার আছে পরিচয়।
তাঁহা মাগি কর্পূর চন্দন করিল সঞ্চয় ॥
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরী গোঁসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে ॥
ঘাটে দান ছাড়াইতে রাজপাত্রদ্বারে।
রাজলিখা করি দিল পুরী গোঁসাঞির করে ॥*
চলিলা মাধবপুরী চন্দন লইয়া।
কত দিনে রেমুণায় উত্তরিলা গিয়া ॥
গোপীনাথের চরণে কৈলা বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করিলা অপার ॥
পুরী দেখি সেবক সব সম্মান করিল।
ক্ষীর মহাপ্রসাদ দিঞা ভিক্ষা করাইল ॥
সেই রাত্রি দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন ॥
গোপাল আসিয়া কহে, শুন হে মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব ॥
কর্পূর সহিত ঘসি এ সব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥
গোপীনাথ আর আমার এক অঙ্গ হয়।
ইঁহা চন্দন দিলে হবে আমার তাপক্ষয় ॥
না কর আগ্রহদুঃখ, না ভাবিহ মনে।
বিশ্বাসে চন্দন দেহ আমার বচনে ॥
এত বলি গোপাল গেলা, গোঁসাঞি জাগিয়া।
গোপীনাথের সেবকগণে আনিল ডাকিয়া ॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কর্পূর চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥
ইঁহা চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল ॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন ॥

* ঠিকারি—খণ্ড।

* রাজপাত্র রাজপুরুষ। দান—ঘাটের মাশুল। রাজলিখা—রাজার স্বাক্ষরিত পত্র।

পুরী কহে এই দুই ঘসিবে চন্দন
আর জনা দুই দেহ দিব যে বেতন ॥
এইমত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘসিঞা।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিঞা ॥
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত।
তথাই রহিলা পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত ॥
গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচল গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা ॥
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃতচরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত ॥
প্রভু কহে, নিত্যানন্দ করহ বিচার।
পুরীসম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর ॥
দুগ্ধদানছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যারে কৃপা কৈল ॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা ॥
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈলা চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি ॥
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল।
আনন্দে পুরী গোঁসাঞির প্রেম উথলিল ॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল ॥
মহাদয়াময় প্রভু ভকত-বৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল ॥
পুরীর প্রেমপরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
পরমবিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তাভয়ে দ্বিতীয়জনসঙ্গহীন ॥
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা।
সহস্র ক্রোশ আসি বলে চন্দন মাগিঞা ॥
ভোকে রহে তবু ভিক্ষা মাগি নাহি খায়।
হেন জন চন্দনের ভার বহি যায় ॥
মণেক চন্দন, তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাব এই আনন্দ প্রচুর ॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।*
তাহা এড়াইলা রাজপত্র দেখাইয়া ॥
ম্লেচ্ছদেশ দূরপথ জগাতি অপার।†
কেমনে চন্দন নিব নাহি এ বিচার ॥
সঙ্গে এক বট নাহি খাটি দান দিতে।‡
তথাপি উৎসাহ মনে চন্দন লইতে ॥
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার ॥
এই তার গাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাড়য়ে মনে দুঃখ না গণিল ॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞাদান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্ ॥
এই ভক্তি ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণব্যবহার।
বুঝিতেও আমা সবার নাহি অধিকার ॥
এত কহি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ করিয়াছে আলোক ॥
ঘসিতে ঘসিতে যৈছে মলয়জ সার।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥
রত্নগণমধ্যে যৈছে হয় কৌস্তুভমণি।
রসকাব্যমধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥
এই শ্লোক করিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী ॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে অধিকারী নাহি চৌঠ জন ॥§
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে ॥

* দানী—ঘাটের ঘাটোয়াল।
† অপার জগাতি—দুর্গম বন।
‡ বট—কড়ি।
§ চৌঠ—চতুর্থ ব্যক্তি। অর্থাৎ এই শ্লোকের আস্বাদন করিতে শ্রীরাধিকা, মাধবেন্দ্রপুরী ও মহাপ্রভু ভিন্ন অন্য কেহ অধিকারী নহে।

২ শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবলী (৩৪।৩০)—

শ্রীমাধবেন্দ্রবাক্যম্—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে,
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোকনকাতরং,
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

টীকা।—শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধিকা-প্রলাপবচনমিদম্। হে মথুরানাথ! হে শ্রীকৃষ্ণ! কদা ময়া ত্বং অবলোক্যসে দৃশ্যসে? পুনরিতি শেষঃ। হে মথুরানাথ! হে সম্ভোগপতে! কিংবা হে নাথ! একেন বপুষা ন তু গোপীবাঞ্ছাপূর্ত্তিঃ। অয়ি! কোমল-সম্বোধনং। হে দীনদয়ার্দ্র! দীনানাং ভববিরহদুঃখিতানাং জনানাং সম্বন্ধে দয়য়া করুণয়া সরসহৃদয়। হে দয়িত! হে দেব প্রাণবল্লভ! তস্মান্মম হৃদয়ং মনো ভ্রাম্যতি। মনঃ কীদৃশং?—ত্বদালোকনকাতরং তবাবলোকনায় দর্শননিমিত্তায় কাতরং ব্যাকুলং। নতোঽস্মি। অহং কিং করোমি? যৎকৃতে ত্বদ্দর্শনং স্যাৎ, ত্বমেব উপদিশ।

অনুবাদ।—হে দীনদয়ার্দ্র! হে নাথ! হে মথুরাপতে! কবে তোমার দর্শন পাইব? হে দয়িত! তোমাকে না দেখিয়া মদীয় এই কাতর-হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; আমি কি করি?

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইলা।
প্রেমেতে বিবশ হঞা ভূমিতে পড়িলা॥
আস্তে ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র॥
প্রেমোন্মাদ হৈল উঠি ইতি উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে কভু হাসে নাচে গায়॥
অয়ি দীন অয়ি দীন প্রভু বলে বার বার।
কণ্ঠে না উচ্চরে বাণী নেত্রে অশ্রুধার॥
কম্প, স্বেদ পুলকাঙ্গ স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥*
এই শ্লোক উঘারিল প্রেমের কপাট।
গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট॥†
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।‡
ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল॥
ঠাকুর শয়ন করায়ে পূজারী হইলা বাহির।
প্রভু আগে আনি দিল প্রসাদ বার ক্ষীর॥
ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল।
ভক্তগণ খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল।§
পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চ জনে বাটিয়া খাইল॥
গোপীনাথ রূপে যদি করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥
নামসঙ্কীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া॥
শ্রীগোপাল গোপীনাথ পুরীগোঁসাঞির গুণগণ।
ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু করে আস্বাদন॥
এই ত আখ্যানে কহি দুঁহার মহিমা।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তের প্রেমসীমা॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেই জন।
শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন॥

* জাড্য—ইষ্টানিষ্ট শ্রবণ, দর্শন ও বিরহাদি জন্য বিচার-শূন্যতাকে জাড্য কহে। এই জাড্যই মোহের পূর্ব্ব ও শেষ অবস্থা। নেত্রের নিমেষশূন্যতা, বিস্মৃতি ও মৌনভাব প্রভৃতিই জাড্যের লক্ষণ।

† প্রেমনাট—প্রেমনৃত্য।

‡ বাহ্য অর্থাৎ বাহ্য জ্ঞান।

§ বাহুড়িয়া—ফিরাইয়া।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীচরিতামৃতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:◇:—

১ শ্লোক।

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যং।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥

টীকা।—যঃ সাক্ষিগোপালো বিপ্রকৃতে ব্রাহ্মণার্থং শতাহগম্যং শতদিবসেন প্রাপ্তং দেশং বিদ্যানগরাখ্যং যযৌ প্রাপ্তবান্। কিং কুর্ব্বন্?—পদ্ভ্যাং চলন্ গচ্ছন্। কীদৃশঃ?—প্রতিমাস্বরূপঃ শ্রীমূর্ত্তিঃ। হি যস্মাৎ অদ্ভুতাৎ ব্রহ্মণ্যদেবঃ ব্রাহ্মণানাং দেবতা ইত্যর্থঃ। তং সাক্ষিগোপালং অহং নতোঽস্মি।

অনুবাদ।—যাঁহার চেষ্টা লোকাতীত, যিনি বিপ্রের হিতকারী, যিনি প্রতিমাস্বরূপ হইয়াও বিপ্রের জন্য শতদিবসগম্য পথ পদব্রজে গমন করিয়াছেন, আমি সেই সাক্ষি-গোপালকে প্রণাম করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত চলি আইলা যাজপুর গ্রামে।
বরাহ ঠাকুর দেখি করিল প্রণামে ॥
নৃত্য গীত কৈল প্রেমে অনেক স্তবন।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন ॥
কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপালসৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করি কতক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপালে স্তবন ॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি ভক্তগণ সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে বহু রঙ্গে ॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা ॥
সাক্ষিগোপালের কথা শুনিল লোকমুখে।
সেই কথা প্রভু-আগে কহে নিজ সুখে ॥
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুইত ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দোঁহা করিলা গমন ॥
গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিয়া।
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হইয়া ॥
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশবন দেখি শেষে আইলা বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দস্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয় ॥
কেশিতীর্থে কালি হ্রদাদিকে করি স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥
গোপালসৌন্দর্য্য দোঁহার নিল মন হরি।
সুখ পাঞা রহে তাঁহা দিন দুই চারি ॥
দুই বিপ্রমধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়।
আর বিপ্র যুবা তাঁর করেন সহায় ॥
ছোট বিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন।
তাহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন ॥
বিপ্র কহে তুমি আমার বহু সেবা কৈলা।
সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলা ॥
পুত্রেও পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম ॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমায় না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমারে আমি দিব কন্যাদান ॥
ছোট বিপ্র কহে, শুন বিপ্র মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেন যেই নাহি হয় ॥

মহাকুলীন তুমি বিদ্যাধনাদিপ্রবীণ।
আমি অকুলীন বিদ্যাধনাদিবিহীন ॥
কন্যাদানপাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার ॥
ব্রাহ্মণসেবাতে কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তিসম্পদ বাড়য় ॥
বড় বিপ্র কহে, তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব আমি করিনু নিশ্চয় ॥
ছোট বিপ্র কহে, তোমার আছে স্ত্রী পুত্র সব।
বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব ॥
তা সবার সম্মতি বিনে নহে কন্যাদান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিলেন দিতে ॥
বড় বিপ্র কহে, কন্যা মোর নিজ ধন।
নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন ॥
তোমারে কন্যা দিব সবায় করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি কর অঙ্গীকার ॥
ছোট বিপ্র কহে, যদি কন্যা দিতে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
তুমি জান নিজ কন্যা ইঁহারে আমি দিল ॥
ছোট বিপ্র কহে, ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইব যদি অন্যমত দেখি।
এত কহি দুই জন চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে ॥
দেশে আসি দোঁহে গেলা নিজ নিজ ঘর।
কতদিনে বড় বিপ্র চিন্তিল অন্তর ॥
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু জানিবে নিশ্চয় ॥
এক দিন নিজ লোক একত্র করিল।
তা সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥
শুনি সব গোষ্ঠী তার করে হাহাকার।
ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিহ আর ॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনি সব লোক তবে করিবে উপহাস ॥
বিপ্র কহে তীর্থবাক্য কেমনে করি আন।
যে হউক সে হউক আমি দিব কন্যাদান ॥
জ্ঞাতি লোক কহে সবে, তোমারে ছাড়িব।
স্ত্রী পুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব ॥
বিপ্র কহে সাক্ষী বোলাইয়া করিবেক ন্যায়।
জিতি কন্যা নিবে মোর ধর্ম্ম ব্যর্থ যায় ॥
পুত্র কহে, প্রতিমা সাক্ষী, সেও দূর দেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে, চিন্তা কর কিসে ॥
নাহি কহি না কহিও এ মিথ্যা বচন।
সবে কহিও কিছু মোর না হয় স্মরণ ॥
তুমি যদি কহ আমি কিছু নাহি জানি।
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি ॥
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপালচরণ।
মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায় না, মরে নিজ জন ॥
দুই রক্ষা কর গোপাল, তোমার শরণ ॥
এইমত চিত্তে বিপ্র চিন্তিতে লাগিলা।
আর দিন লঘু বিপ্র তাঁর ঘর আইলা ॥
আসিয়া পরম ভক্ত্যে নমস্কার করি।
বিনয় করিয়া কহে দুই কর যুড়ি ॥
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ, কি তোমার ব্যবহার ॥
এত শুনি সেই বিপ্র মৌন ধরিল।
তার পুত্র ঠেঙ্গা হাতে মারিতে আইল ॥
অরে অধম, মোর ভগিনী চাহ বিবাহিতে।
বামন হঞা চাহত যেন চাঁদ ধরিতে ॥
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল।
আর দিন গ্রামের লোক সভা ত করিল ॥
সব লোক বড় বিপ্রে বোলাইয়া লইল।
তবে সেই লঘু বিপ্র কহিতে লাগিল ॥
এহো মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার।
এবে কন্যা নাহি দেন, কি হয় বিচার ॥

তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্ব জন।
কন্যা কেন না দেহ যদি দিয়াছ বচন॥
বিপ্র কহে, শুন লোক মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি কিছু না হয় স্মরণ॥
এত শুনি তার পুত্র বাক্ছল পাঞা।
প্রগল্ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিঞা॥
তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন।
ধন দেখি এই দুষ্টের লইতে হৈল মন॥
আর কেহ সঙ্গে নাঞি সবে এই একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিলা পাগল॥
সব ধন লঞা কহে চোরে লৈল ধন।
কন্যা দিতে কহিয়াছে উঠাইল বচন॥
তোমরা সব লোক কহ করিয়া বিচার।
মোর পিতার কন্যা কি যোগ্য ইহাকে দিবার॥
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভবে ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয়॥
তবে ছোট বিপ্র কহে, শুন মহাজন।
ন্যায় জিনিতে কহে এই অসত্য বচন॥*
এই বিপ্র মোর সেবায় সন্তুষ্ট হইলা।
তোরে আমি কন্যা দিব আপনে কহিলা॥
তবে আমি নিষেধিনু শুন দ্বিজবর।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর॥
কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরমকুলীন।
কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন॥
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার।
তোরে কন্যা দিব তুমি কর অঙ্গীকার॥
তবে মুঞি কহিনু শুন দ্বিজ মহামতি।
তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতির নহিবে সম্মতি॥
কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন॥
কন্যা তোরে দিনু দ্বিধা না করিহ চিতে।
আত্মকন্যা দিব কেবা পারে নিষেধিতে॥
তবে আমি কহিনু, এই তোমার দৃঢ় মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন॥
তবে ইঁহো গোপাল আগে যাইয়া কহিল।
তুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া।
কহিনু তাঁহার পদে বিনতি করিয়া॥
যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইব তোমা, হৈও সাবধান॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যার বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন॥
তবে বড় বিপ্র কহে, এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা॥
তবে কন্যা দিব এই জানিহ নিশ্চয়।
তার পুত্র কহে, ভাল এই বাত হয়॥
বড়বিপ্রের মনে, কৃষ্ণ সহজে দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তিঁহো করিবে প্রমাণ॥
পুত্রের মনে, প্রতিমা সাক্ষী নারিবে আসিতে।
দুই বুদ্ধ্যে দুই জনা হইলা সম্মতে॥
ছোট বিপ্র কহে, পত্র করহ লিখন।
পুনঃ যেন নাহি চলে এ সব বচন॥
তবে সব লোক এক পত্র ত লিখিল।
দোঁহার সম্মতি লঞা মধ্যস্থ রাখিল॥
তবে ছোট বিপ্র কহে, শুন সভাজন।
এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইঁহার নাহি কভু মন।
স্বজনমৃত্যুভয়ে কহে লট্পটি বচন॥*
ইঁহার পুণ্যে কৃষ্ণ আমি সাক্ষী বোলাইমু।
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিমু॥
এত শুনি সব লোক উপহাস করে।
কেহ কহে, ঈশ্বর দয়ালু আসিতেও পারে॥
তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ॥

* ন্যায় জিনিতে অর্থাৎ বিচারে জয় করিবার জন্য।

* লট্পটি বচন— অস্পষ্ট বাক্য।

ব্রহ্মণ্যদেব ! তুমি বড় দয়াময় ।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয় ॥
কন্যা পাব মনে মোর নাহি এই সুখ ।
বিপ্রের প্রতিজ্ঞা যায় এই মোর দুখ ॥
এত জানি সাক্ষ্য দেহ তুমি দয়াময় ।
জানি সাক্ষ্য না দেয় যেই তার পাপ হয় ॥
কৃষ্ণ কহে যাহ বিপ্র আপন ভবন ।
সভা করি আমা তুমি করিহ স্মরণ ॥
আবির্ভূত হঞা আমি তাঁহা সাক্ষ্য দিব ।
প্রতিমাস্বরূপে তাঁহা যাইতে নারিব ॥
বিপ্র কহে হও যদি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ।
তবু তোমার বাক্যে কারো নহিবে প্রতীতি ॥
এই মূর্ত্ত্যে যাঞা যদি এই শ্রীবদনে ।
সাক্ষ্য দেহ যদি তবে সর্ব্ব লোক মানে ॥
কৃষ্ণ কহে, প্রতিমা চলে কাঁহাও না শুনি ।
বিপ্র কহে প্রতিমা হঞা কহ কেন বাণী ॥
প্রতিমা না হও তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য সাধন ॥
হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥
উলটি আমারে তুমি না করিহ দর্শনে ।
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে ॥
নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবে ।
সেই শব্দে গমন মোর প্রতীত করিবে ॥
এক সের অন্ন রান্ধি করিবে সমর্পণ ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিলা ব্রাহ্মণ ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিলা গমন ॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিতমন ।
উত্তম অন্ন পাক করি করায় ভোজন ॥
এইমত চলি বিপ্র নিজ দেশে আইল ।
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিল ॥
এবে মুঞি গ্রামে আইনু যাইমু ভবন ।
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর আগমন ॥
সাক্ষাৎ না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয় ।
ইঁহা যদি রহে তবে কিছু নাহি ভয় ॥
এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল ।
হাসিয়া গোপালদেব তাঁহাই রহিল ॥
ব্রাহ্মণে কহিল তুমি যাহ নিজ ঘর ।
ইঁহাই রহিব আমি না যাব অতঃপর ॥
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল ।
শুনি সব লোকচিত্ত চমৎকার হৈল ॥
আইসে সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে ।
গোপাল দেখিয়া হর্ষে দণ্ডবৎ করে ॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি লোক আনন্দিত ।
প্রতিমা চলি আইলা শুনি হইলা বিস্মিত ॥
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা ।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষ্য দিল ।
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যাদান কৈল ॥
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিলা ঈশ্বর ।
তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর ॥
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাম দোঁহে মাগ বর ।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ-অন্তর ॥
যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে ।
কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্ব্বলোক জানে ॥
গোপাল রহিলা দোঁহে করেন সেবন ।
দেখিতে আইসে তবে দেশের সর্ব্বজন ॥
সে দেশের রাজা আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া ।
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া ॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল ।
সাক্ষিগোপাল বলি নামখ্যাতি হৈল ॥
এইমতে বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল ।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল ॥
উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেব নাম ।
সেই দেশ জিনিলেন করিয়া সংগ্রাম ॥
সেই রাজা জিনি লৈল তাঁর সিংহাসন ।
মাণিক্যসিংহাসন নাম অনেক রতন ॥

পুরুষোত্তমদেব সেই বড় ভক্ত আর্য্য।
গোপালচরণে মাগে চল মোর রাজ্য ॥
তাঁর ভক্তিরসে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া রাজা কটক আইল ॥
জগন্নাথে আনি দিল রত্নসিংহাসন।
কটকে গোপালসেবা করিল স্থাপন ॥
তাঁহার মহিষী আইলা গোপালদর্শনে।
ভক্ত্যে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিন্তয় ॥
ঠাকুরের নাসিকাতে যদি ছিদ্র হৈত।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত ॥
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তারে কহেন স্বপনে ॥
বালককালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়াছিলা বহু যত্ন করি ॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপি আছে আমার নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥
স্বপ্ন দেখি রাণী রাজারে কহিল।
রাজা সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥
পরাইল নাসায় মুক্তা ছিদ্র দেখিয়া।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই লাগি সাক্ষিগোপাল নাম হৈল খ্যাতি ॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞির মুখে গোপালচরিত।
শুনি তুষ্ট হৈলা প্রভু স্বভক্তসহিত ॥
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণ দেখে যেন দোঁহে একমূর্ত্তি ॥
দোঁহে একবর্ণ দোঁহে প্রকাণ্ডশরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর দোঁহার স্বভাব গম্ভীর ॥
মহাতেজোময় দোঁহে কমলনয়ন।
দোঁহার ভাবাবেশমন চন্দ্রবদন ॥
দোঁহা দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে ॥

এতমত নানারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া ॥
ভুবনেশ্বর, পথে যৈছে করিল দরশন।
বিস্তারি কহিল তাহা, দাস বৃন্দাবন ॥
কমলপুরে আসি ভার্গীনদীস্নান কৈল।
নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড যে ধরিল ॥
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে ॥
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া ॥
জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা।*
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হৈলা সবে নাচে গায়।
প্রেমাবিষ্ট প্রভুসঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥
হাসে নাচে কান্দে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিনক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন ॥
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠারনালা।
তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥†
নিত্যানন্দ প্রভু কহে দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দে কহে দণ্ড হৈল খণ্ড খণ্ড ॥
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিনু।
তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু ॥
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল তাহা না জানিল ॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যেই যুক্ত হয় তাহা কর মোর দণ্ড ॥
শুনি প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ ব্যক্তি কিছু সবারে কহিলা ॥‡
নীলাচলে আনি আমা সবে হিত কৈলা।
সবে দণ্ডধন ছিল তাহা না রাখিলা ॥

* দেউল—মন্দির।

† অর্থাৎ আঠারনালা পর্য্যন্ত আগমন করার পর তাঁহার কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান হইল।

‡ ব্যক্তি—ব্যক্ত করিয়া।

জগন্নাথ মন্দিরে সার্ব্বভৌম সহ মহাপ্রভুর মিলন কথা। (১৮১ পৃষ্ঠা।)

MILAN PRINTING WORKS, CALCUTTA.

তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাই না যাব সহিতে॥
মুকুন্দদত্ত কহে, প্রভু তুমি চল আগে।
আমি সব পাছে যাব না যাব তোমার সঙ্গে॥
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি॥
এঁহো কেন দণ্ড ভাঙ্গে তেঁহো কেন ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া কেন ক্রুদ্ধ বুঝা নাহি যায়॥
দণ্ডভঙ্গলীলা এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে দোঁহার পদে যার ভক্তি ধীর॥
ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার শ্রোতা শ্রীচৈতন্য॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা শুন সর্ব্ব ভক্তগণ।
অচিরাতে পাবে কৃষ্ণচৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
সাক্ষিগোপালচরিতবর্ণনং নাম
পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্ক শাশয়ম্।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ॥

টীকা।—তং গৌরচন্দ্রং অহং নৌমি স্তৌমি। যো গৌরচন্দ্রঃ সার্ব্বভৌমং ভক্তিভূমানং ভক্তিমন্তং আচরৎ। স গৌরঃ কিম্ভূতঃ?—সর্ব্বভূমা সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ। সার্ব্বভৌমং কিম্ভূতং?—কুতর্ককর্কশাশয়ং কুৎসিততর্কশাস্ত্রেণ কর্কশঃ কুটিলঃ আশয়ো যস্য স তম্।

অনুবাদ।—যিনি কুতর্কে (শাস্ত্রবাদ-প্রবাদাদিতে) কর্কশাশয় (কঠিনচিত্ত) সার্ব্বভৌমনামা ভট্টাচার্য্যকে ভক্তিনিপুণ (অপরিচ্ছিন্ন ভক্তিমান্) করিয়াছেন, আমি সেই সর্ব্বব্যাপী গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথমন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥
দৈবে সার্ব্বভৌম তাহা করেন দর্শন।
পড়িছা মারিতে তেঁহ কৈল নিবারণ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা বিস্মিত অপার॥
বহুক্ষণ চেতন নহে ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল॥
শিষ্য পড়িছা দ্বারা প্রভু নিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্রস্থানে থুইল শোয়াইয়া॥*
শ্বাস প্রশ্বাস নাহি উদরস্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন॥
সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হৈল॥
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার॥
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সূদ্দীপ্ত ভাব হয়॥
অধিরূঢ় ভাব যার তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার॥†

* পড়িছা—অর্থাৎ শিষ্য ও প্রহরী পাণ্ডাগণ দ্বারা বহন করাইয়া আপনার ঘরে আনয়নপূর্ব্বক বিশুদ্ধ স্থানে শয়ন করাইলেন।

† সূদ্দীপ্ত—সাত্ত্বিক ভাবসকল মহাভাবে পরম উৎকর্ষ ধারণ করে, এই হেতু উদ্দীপ্ত ভাবই মহাভাবে সূদ্দীপ্ত হইয়া থাকে।

এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে মিলিলা আসিয়া॥
তাহা শুনি লোক কহে অন্যোন্যে বাত।
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ॥
মূর্চ্ছিত হইলা চেতন না হয় শরীরে।
সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লঞা গেলা ঘরে॥
শুনি সবে জানিল এই মহাপ্রভুর কার্য্য।
হেন কালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য॥
নদীয়া-নিবাসী বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহ প্রভু-তত্ত্বজ্ঞাতা॥
মুকুন্দ সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময়॥
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈলা নমস্কার।
তেঁহ আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার॥
মুকুন্দ কহে প্রভুর ইঁহা হৈল আগমনে।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিরে আচার্য্য কৈল নমস্কার।
সবে মিলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আরবার॥
মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচল আইলা সঙ্গে আমা সবা লৈয়া॥
আমা সবা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে।
আমি সব পাছে আইনু তাঁর অন্বেষণে॥
অন্যোন্য লোকের মুখে যে কথা শুনিল।
সার্ব্বভৌমঘরে প্রভু অনুমান কৈল॥
ঈশ্বরদর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন॥
তোমার মিলনে মোর যবে হৈল মন।
দৈবে সেই ক্ষণে পাইল তোমার দর্শন॥
চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বরদর্শন॥

এত শুনি গোপীনাথ সবাকে লইয়া।
সার্ব্বভৌম-গৃহে গেলা হরষিত হইয়া॥
সার্ব্বভৌমস্থানে যাইয়া প্রভুরে দেখিল।
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ হর্ষ হৈল॥
সার্ব্বভৌমে জানাইয়া সবা নিল অভ্যন্তরে
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিরে তেঁহ কৈল নমস্কারে॥
সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি সবার হৈল দুঃখ হর্ষমন॥
সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবাকে দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজ পুত্র দিল সবার সাথে॥
জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ।
ভাবেতে অবশ হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ॥
সবে মেলি ধরি তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বরসেবক মালা প্রসাদ আনি দিল॥
প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দিতমনে।
পুনরপি শীঘ্র আইলা মহাপ্রভুর স্থানে॥
উচ্চ করি করে সবে নামসংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হইল চেতন॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম লৈল প্রভুর পদধূলি॥
সার্ব্বভৌম বলে শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।
মুঞি দিব আজি ভিক্ষা মহাপ্রসাদান্ন॥
সমুদ্রস্নান করি মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা॥
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইলা।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিলা॥
সুবর্ণ থালিতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।*
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন॥
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে॥*

প্রলয়—সুখদুঃখবশতঃ চেষ্টা ও জ্ঞান শূন্য হওয়াকে প্রলয় কহে। ভূতলে পতনাদিই ইহার লক্ষণ। অধিরূঢ়—যাহাতে রূঢ়-ভাবোক্ত অনুভাববিশেষ দশা প্রাপ্ত হয়।

* থালি—পাত্র।

† লাফরা ব্যঞ্জন—লাউ এবং অপরাপর পাঁচতরকারী ঘণ্ট।

পিঠা পানা দেহ তুমি ইঁহা সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে ॥
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন ॥
এত বলি পিঠা পানা সব খাওয়াইল।
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইল ॥
আজ্ঞা মাগি গেলা গোপীনাথাচার্য্য লইয়া।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিয়া ॥
নমো নারায়ণ বলি নমস্কার কৈল।
কৃষ্ণে মতিরস্তু বলি গোঁসাঞি কহিল ॥
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এহোঁ বচনে জানিল ॥
গোপীনাথ আচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম।
গোঁসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম ॥
গোপীনাথ আচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম, পদবী মিশ্র পুরন্দর ॥
বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার তাঁর ইঁহো পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥
সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি ॥
মিশ্রপুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহাকে পূজ্য আমি মানি ॥
নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা।
প্রীত হঞা গোঁসাঞিরে কহিতে লাগিলা।
সহজেই পূজ্য তুমি আরেত সন্ন্যাস।
অতএব জানিহ তুমি আমি নিজদাস ॥
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণুস্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয়বচন ॥
তুমি জগদ্‌গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও শুনাও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা ॥
আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় লৈল গুরু করি মানি ॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে করিবে তুমি আমার পালন ॥

আজি আমার হৈয়াছিল বড়ই বিপত্তি।
তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥
ভট্টাচার্য্য কহে, একলে না যাইহ দর্শনে।
আমা সঙ্গে যাইহ কিবা আমার লোক সনে ॥
প্রভু কহে, মন্দিরভিতর কভু না যাইব।
গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব ॥
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
তুমি গোঁসাঞির হঞা করাইহ দর্শন ॥
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ নির্জ্জন স্থান।
তাঁহা বাসা দেহ, কর সর্ব্ব সমাধান ॥
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল।
জল জলপাত্রাদিক সমাধান কৈল ॥
আর দিন গোপীনাথ প্রভুস্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইল লইয়া ॥
মুকুন্দদত্ত লঞা আইলা সার্ব্বভৌমস্থানে।
সার্ব্বভৌম তাঁরে কিছু বলিল বচনে ॥
প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী আকৃতি সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি হয় ইঁহার উপর ॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইঁহার শুনিতে হয় মন ॥
গোপীনাথ কহে ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইঁহার কেশব ভারতী মহাধন্য ॥
সার্ব্বভৌম কহে এই নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় এহোঁ হয়েন মধ্যম ॥
গোপীনাথ কহে ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব সম্প্রদায়ে করিল উপেক্ষা ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইবে রক্ষণ ॥
নিরন্তর ইঁহারে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব ॥
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।*
সংস্কার করিব উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া ॥

* যোগপট্ট—যে বস্ত্রকে বলয়াকার করতঃ পৃষ্ঠ ও জানু

শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথাচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা।
ভট্টাচার্য্য তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা॥
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর॥
শিষ্যগণ কহে, ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে।
আচার্য্য কহে বিদ্বদনুভব ঈশ্বর লক্ষণে॥
ভট্টাচার্য্য কহে ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে ঈশ্বরতত্ত্ব নহে অনুমানে॥*
অনুমানপ্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়েত যাহারে।
সেইত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৮)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মণঃ স্তুতিঃ
অথাপি তে দেব পাদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

টীকা।—দশমে ব্রহ্মণো বাক্যমিদম্। হে দেব! হে ভগবন্! তে তব পাদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীতস্ত্বৎপাদসেবী জন এব তব মহিম্নস্তত্ত্বং জানাতি। হি শব্দার্থঃ। পণ্ডিতো জনশ্চিরং চিরকালং বিচিন্বন্ বিচারং কুর্ব্বন্ তথা তব মহিম্নস্তত্ত্বং ন জানাতি।

অনুবাদ।—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, হে দেব! হে ভগবন্! মুক্তি জ্ঞানলভ্য হইলেও ত্বদীয় পদারবিন্দদ্বয়-প্রসাদলেশে অনুগৃহীত ব্যক্তিই তোমার মহিমা-তত্ত্ব জানিতে পারেন, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ অসৎ ত্যাগ না করতঃ চিরদিন বিচার করিয়াও তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে না।

যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে॥
তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞাত নহে॥
সার্ব্বভৌম কহে আচার্য্য কহ সাবধানে।
তোমাতে তাঁহার কৃপা ইথে কি প্রমাণে॥
আচার্য্য কহে বস্তুবিষয়ে হয় বস্তুজ্ঞান।*
বস্তুতত্ত্বজ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ॥
ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বরলক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাইতেছ দর্শন॥
তবু ত ঈশ্বরজ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরমায়ায় করে এই ব্যবহার॥
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্মুখ জন।
শুনি হাসি সার্ব্বভৌম কহিল বচন॥
ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি না করিহ রোষ।†
শাস্ত্র দৃষ্টে কহি আমি নাহি কিছু দোষ॥
মহাভাগবত হয় চৈতন্যগোঁসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাঞি॥
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান॥

যুগলের পরিবেষ্টনরূপে বন্ধন করা যায় ও যাহাতে ঊর্দ্ধজানু করিয়া থাকিতে পারে, তাহাকে যোগপট্ট কহে।

* অনুমান—চিহ্ন দ্বারা বস্তুর জ্ঞান।

* যৎকালে যে পদার্থ বিষয়েন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তৎকালে সেই পদার্থই জ্ঞানগোচর হয়, কিন্তু তত্ত্ববস্তুর জ্ঞান জন্মে না। আর যৎকালে বস্তুতত্ত্ব জ্ঞানগোচর হয়, তৎকালে সেই জ্ঞান ঈশ্বরানুগ্রহের প্রমাণস্বরূপ। পরমেশ্বর হইতে যাবতীয় দ্রব্যকেই পদার্থ বা বস্তু বলা যায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ বস্তুতত্ত্বের যখন জ্ঞান জন্মে, তখনই তদীয় কৃপার প্রমাণ। অর্থাৎ তদীয় কৃপা ভিন্ন কেহই তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না।

† এখানে ইষ্টগোষ্ঠী বলিতে গুরুসম্প্রদায়ানুসারে সম্যক্ আলাপ।

শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হৈয়া মনে।
শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া তুমি কর অভিমানে ॥
ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান।
এই দুই গ্রন্থবাক্যে নাহি অবধান ॥
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ॥
কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণুনাম ॥
প্রতিযুগে করে কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥*

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥†

৫ শ্লোক।

তথাহি মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ সর্গে—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥‡

তোমার আগে এ কথার নাহি প্রয়োজন
ঊষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥
তোমার উপরে যবে কৃপা তাঁর হবে।
এ নব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ করিবে ॥
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ।
ইহার কি দোষ, এই মায়ার প্রসাদ ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৪।৩১)—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ,
বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥

টীকা।—যদ্ যস্য শক্তয়ঃ বৈ নিশ্চিতং বদতাং বাদিনাং সম্বন্ধে বিবাদসম্বাদভুবঃ তর্কবিষয়স্য মীমাংসাবিষয়স্য চ স্থানানি ভবন্তি, চ পুনঃ মুহুঃ বারংবারং এষাং আত্ম-মোহং কুর্ব্বন্তি, তস্মৈ অনন্তগুণায় ভূম্নে নমঃ।

অনুবাদ।—দক্ষ প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, যাঁহার অবিদ্যাদি শক্তিসকল বিবাদকারী বাদিগণের সমীপে কখন বিবাদের, কখন বা সম্বাদের স্থান হয় এবং সেই সমস্ত বাদিগণের আত্মাতে পুনঃ পুনঃ মোহ জন্মাইয়া দেয়, আমি সেই অপার গুণশালী পরম পুরুষকে প্রণাম করি।

৭ শ্লোক।

তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২২।৪)—

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥

টীকা।—"ক পেজ ১৩৮ দেখ" মদীয়াং মম সম্বন্ধীয়াং মায়াং উদ্গৃহ্য স্বীকৃত্য বদতাং সম্বন্ধে কিং বস্তু দুর্ঘটম্? ন ভবতি ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—হে উদ্ধব! ব্রাহ্মণগণ যাহা নির্ণয় করিয়াছেন তাহা অযুক্ত নহে, যেহেতু সর্ব্বত্রই সকল তত্ত্ব অন্তর্ভূত আছে। যিনি মদীয় মায়া স্বীকার করত যাহা বলিয়াছেন, তাহার কি দুর্ঘট হইতে পারে?

---

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তবে ভট্টাচার্য্য কহে যাহ গোঁসাঞির স্থানে।
আমার নামে গণ সহ কর নিমন্ত্রণে ॥
প্রসাদ আনিয়া তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা ॥
আচার্য্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টাচার্য্য।
নিন্দা স্তুতি হাস্যে শিক্ষা করান আচার্য্য ॥
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হইল সন্তোষ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ ॥
গোঁসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
মুকুন্দ সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্যের নিন্দা করে মনে পাই ব্যথা ॥
শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মৎ কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের আছে অনুগ্রহ ॥
আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণায় কহে কি দোষ ইহাতে ॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে।
আনন্দে করিল জগন্নাথ দরশনে ॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিল।
স্নেহ ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিল ॥
বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥
প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেইত কর্ত্তব্য আমার তুমি যেই কহ ॥
সাত দিন পর্য্যন্ত করে বেদান্ত শ্রবণে।
ভাল মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে ॥
অষ্টম দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥
ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি ॥
প্রভু কহে মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করি যে শ্রবণ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি ॥
ভট্টাচার্য্য কহে না বুঝি এই জ্ঞান যার।
বুঝিবার তরে সেই পুছে আরবার ॥
তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি ॥
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল ॥
সূত্রের* অর্থ-ভাষ্য† কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন ॥
উপনিষদ্ শব্দের অর্থ যেই মুখ্য হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস সূত্রে সব কয় ॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা ॥‡
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয় ॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়ে ॥

* সূত্র—যাহা স্বল্পাক্ষর, সন্দেহবিশিষ্টপদ-শূন্য, অসারতা-হীন, সমস্ত-লক্ষ্যগামী, সর্ব্বাংশে ত্রুটিহীন ও অনিন্দনীয়, তাহারই নাম সূত্র।

† যাহাতে সূত্রস্থ পদ লইয়া সূত্রানুযায়ী বচন দ্বারা সূত্রস্থ পদসকলকে বর্ণন করা যায়, তাহার নাম ভাষ্য। এই পদ্যের তাৎপর্য্য এই যে, ভাষ্য দ্বারা সূত্রের অর্থ প্রকাশ হওয়াই উচিত; কিন্তু তাহা না হইয়া তোমার ভাষ্য দ্বারা সূত্রের অর্থ আবৃত হইতেছে।

‡ শব্দোচ্চারণমাত্র সহজে যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহাকে অভিধা কহে। লক্ষণা—শব্দের মুখ্যার্থপ্রতীতি হইলে পর যে বৃত্তি দ্বারা মুখ্যার্থ-বিশিষ্ট অপর একটী অর্থ বোধ হয়, প্রসিদ্ধি ও আবশ্যক হেতু তাহারই নাম লক্ষণা। অর্থাৎ কল্পনা দ্বারা কোন শব্দের উপর বিশেষ অর্থ আরোপ করাকে লক্ষণা বলা যায়।

ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন ॥
বেদ পুরাণে করে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বরলক্ষণ ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।*
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে একবিংশাঙ্কধৃত-হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রম্।

যা যা শ্রুতির্জ্জল্পতি নির্ব্বিশেষং,
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥

টীকা।—যা যা শ্রুতিঃ নির্ব্বিশেষং নিরাকারং ব্রহ্ম ইতি জল্পতি বদতি, সা সা শ্রুতিঃ সবিশেষমেব সাকারং শ্রীকৃষ্ণমেব অভিধত্তে আশ্রয়তি। তাসাং শ্রুতীনাং হন্ত আশ্চর্য্যে হর্ষে বা বিচারযোগে সতি যঃ সবিশেষঃ সাকারঃ শ্রীকৃষ্ণ এব নিশ্চিতং প্রায়ো বাহুল্যেন বলীয়ঃ অতিবলবান্ ভবতি।

অনুবাদ।—যে সমস্ত শ্রুতি নিরাকার ব্রহ্মের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার সাকার ব্রহ্মেরও কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিচার করিয়া দেখিলে সবিশেষ ব্রহ্মের পক্ষেই প্রমাণ-বাহুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥

* এই স্থানের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, তৎসম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন; কাজে কাজেই তিনি উপাসনার বিষয় হইতে পারেন না।

অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।*
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন ॥
সে কালে নাহিক জন্মে প্রকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন ॥†
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩০)—

শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-
ব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥

টীকা।—নন্দগোপব্রজৌকসাং ব্রজেন্দ্র-গোপব্রজবাসিনাং অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং অত্যন্তাদ্ভুতং যন্মিত্রং তেষাং নন্দ-গোপব্রজবাসিনাং পূর্ণং ব্রহ্ম এব পরমানন্দং সনাতনং নিত্যং মিত্রং ভবতি।

অনুবাদ।—অহো! কি আশ্চর্য্য! যখন পরমানন্দস্বরূপ, সনাতন, পূর্ণ ব্রহ্ম নন্দাদি ব্রজবাসীদিগের মিত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, তখন ইঁহাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি বর্ণন করা যাইতে পারে?

* এই স্থানের তাৎপর্য্য এই যে, অপাদান, করণ ও অধিকরণ এই তিনটী কারকের চিহ্ন দ্বারা আমরা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব জ্ঞাত হইতে সমর্থ হই। যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, তাহাকে অপাদান; যাহা দ্বারা জীবিত বা স্থিত থাকে, তাহাকে করণ এবং যাহাতে অবসান অর্থাৎ লয় হয়, তাহাকে অধিকরণ কহে। ভগবান্ হইতে বিশ্বের এই তিন প্রকার অবস্থা ঘটিতেছে; এই জন্য তাঁহাকেই তিন কারক বলা যায়।

† অপ্রাকৃত—অপাঞ্চভৌতিক।

অপাণি-পাদ শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাণি চরণ।
পুন কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্যা (বৃত্তি) ছাড়ি লক্ষণাতে মানে
নির্ব্বিশেষ ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয় ॥

১০ শ্লোক।

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদিকমিত্যস্য
ব্যাখ্যায়াং ধৃতবিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয় সপ্তমাধ্যায়স্য
একষষ্টিতমঃ শ্লোকঃ।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা
তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥*

১১ শ্লোক।

তথাহি দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে তৃতীয়াঙ্কধৃত-বহুরূপ ইত্যস্য
বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি কৃত-ব্যাখ্যায়াং ধৃতৌ বিষ্ণুপুরাণীয়-
ষষ্ঠাংশস্য সপ্তমাধ্যায়স্যৈকষষ্টিতম শ্লোকৌ।

যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ
সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-
সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥

টীকা।—হে নৃপ! যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ জীবভূতশক্তিঃ বিদ্যতে, অত্র সংসারে সা সর্ব্বগা বেষ্টিতা সতী সন্ততান্ অখিলান্ সংসারতাপান্ অবাপ্নোতি। চ পুনঃ তয়া পূর্ব্বলিখিতয়া মায়য়া তিরোহিতত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা সা শক্তিঃ হে ভূপাল! সর্ব্বভূতেষু তারতম্যেন সামান্যেন বিশেষ-রূপেণ বর্ত্ততে।

অনুবাদ।—যে যে জীবশক্তি সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাই সর্ব্বস্থানে সমানরূপে ভবতাপ অনুভব করিতেছে। পরন্তু মায়া ত্যক্ত হইলে সেই শক্তি স্থাবরাস্থাবর নিখিল পদার্থে সামান্য-বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ✓

১২ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং
প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়-প্রথমাংশস্য
দ্বাদশাধ্যায়ৈকচত্বারিংশ শ্লোকঃ।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসং-
শ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥*

(সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বরস্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রভুভক্তি ॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীব ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥)

১৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং (৭।৪)—

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনং—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি [illegible] পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

টীকা।—ইয়ং বক্ষ্যমাণা অষ্টধা অষ্টবিধা প্রকৃতিঃ শক্তিঃ মে মম সকাশাদেব ভিন্না ভবতি। অষ্টধা প্রকৃতিস্তু,—ভূমিঃ, আপঃ, অনলঃ, বায়ুঃ, খং, বুদ্ধিঃ, মনঃ, অহঙ্কারঃ, ইতি।

অনুবাদ।—ভূমি, অপ্, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার এই আটটি আমা হইতে পৃথক্ হইয়া মৎপ্রকৃতি অর্থাৎ মায়াশক্তিরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।

১৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (৭।৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥*

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্ব গুণের বিকার?॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য হয় সেই যমদণ্ডী॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক॥
জীবনিস্তারের হেতু সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।†
অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥*
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।†
জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বরমাত্র কয়॥
প্রণব যে মহাবাক্য সে ঈশ্বরমূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগৎ উৎপত্তি॥
তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য।‡
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥
এইমত কল্পনা-ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অনেক করিল॥
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।§
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল॥
ভগবান্ সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়॥
আর যে যে কিছু কহে সকলি কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে করে না লক্ষণা॥
আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিকশাস্ত্র কৈল॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† পরিণামবাদ—বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তিকে পরিণাম কহে। যে পদার্থের অবস্থান্তর হইয়া অপর বস্তু সমুদ্ভূত হয়, সেই পদার্থই উৎপন্ন বস্তুর পরিণামী উপাদানকারণ। যেমন, স্বর্ণের পরিণাম কুণ্ডল, কুণ্ডলের পরিণামী উপাদান স্বর্ণ; মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, ঘটের পরিণামী উপাদান মৃত্তিকা এবং দুগ্ধের পরিণাম দধি, দধির পরিণামী উপাদান দুগ্ধ।

* কোন পদার্থের অবস্থান্তর প্রাপ্তি না হইলেও যে অবস্থান্তরপ্রাপ্তিবৎ অনুমিতি হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। যে পদার্থে অবস্থান্তর-ভান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত উপাদানকারণ। মনে কর, রজ্জুতে অহিজ্ঞান;—এখানে রজ্জুর কখনই অবস্থান্তর-প্রাপ্তি হয় না, তথাপি সেই রজ্জুকে সর্প বলিয়া জ্ঞান হয়, সুতরাং রজ্জুই সর্পজ্ঞানের বিবর্ত্ত-উপাদানকারণ। ঐরূপ বিবর্ত্তোপাদানকারণতা নিরাকার বস্তুতেও সম্ভব; কেননা, আকাশেও মলিনতা দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে আকাশ মলিন না হইলেও তাহাকে মলিন বলিয়া জ্ঞান হয়। এখানে যেরূপ নিরবয়ব আকাশ বিবর্ত্তকারণ, তদ্রূপ নিরাকার আনন্দ-স্বরূপকেও এই বিশ্বের বিবর্ত্তোপাদানকারণ বলা যাইতে পারে। ঐন্দ্রজালিকী শক্তি যেরূপ বাহ্য বস্তুর রূপান্তর কল্পনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ মায়াশক্তিও সেই বিবর্ত্তোপাদান-কারণরূপ আনন্দ-স্বরূপে রূপান্তর কল্পনা করিয়া দেয়।

† জীবের দেহ আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ বুদ্ধি।

‡ প্রাদেশিক বাক্য—আংশিক বাক্য।

§ বিতণ্ডা—পরমতখণ্ডন। ছল—বক্তার তাৎপর্য্যের অবিষয়ীভূত অর্থের কল্পনা দ্বারা দোষাভিধান। নিগ্রহ—যাহাতে পরাজয় হয়।

১৫ শ্লোক।

তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে সহস্রনামকথনে (৬২।৩০)—

শ্রীশিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরো-
ত্তরা ॥

টীকা।—হে শিব! কল্পিতৈঃ স্বাগমৈ-রাগমশাস্ত্রৈর্জনান্ মদ্বিমুখান্ ত্বং কুরু, মাঞ্চ ত্বং গোপয় গোপনং কুরু; যেন কল্পিত-শাস্ত্রেণ উত্তরোত্তরা সৃষ্টিঃ স্যাৎ ভবেৎ, ব্রহ্মাণ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে শিব! তুমি স্বীয় কল্পিত আগমশাস্ত্র দ্বারা সর্ব্ব-জনকে মদ্বিমুখ কর অর্থাৎ মৎপ্রতি ভক্তি-শূন্য কর এবং আমাকেও গোপন কর। তাহা হইলেই এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, লোকে ভগবানে বিমুখ হইয়া সংসারাসক্ত হইলে বহুপরিমাণে জীবসৃষ্টি হইবে)।

১৬ শ্লোক।

তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে (২৫।৭)—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥

টীকা।—হে দেবি! অসচ্ছাস্ত্রং ময়া এব বিহিতং কৃতম্। কুত্র?—কলৌ কলি-যুগে। ময়া কিম্ভূতেন?—ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা। অসৎ শাস্ত্রং কিম্ভূতং?—মায়াবাদং কপট-রচনং তৎ প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে কথ্যতে।

অনুবাদ।—হে দেবি! কলিকালে আমিই বিপ্ররূপ পরিগ্রহ করিয়া মায়াবাদ-রূপ অসৎ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি; ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়।

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত ॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয় ॥
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ॥

১৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)—

শৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীসূতবাক্যম্—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

টীকা।—আত্মারামাশ্চ সনকাদয়ঃ উরু-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকীং হেতুশূন্যাং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি। তথা নির্গ্রন্থা মুনয়ো নারদাদয়শ্চ হেতুশূন্যাং ভক্তিং উরুক্রমে কুর্ব্বন্তি। ইত্থম্ভূতগুণো হরির্ভবেৎ।

অনুবাদ।—শ্রীহরির এরূপ গুণ যে, আত্মারাম সনকাদি যোগিগণ ও নিবৃত্ত-হৃদয়গ্রন্থি নারদাদি মুনিগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয় ॥
প্রভু কহে তুমি কি অর্থ কর তাহা আগে শুনি
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি
শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান
তর্কশাস্ত্র-মত উঠাল বিবিধ বিধান ॥
নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্র-মত লৈয়া।
শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥
ভট্টাচার্য্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে কারো নাহি ঐছে শক্তি

কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় *।
ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায় ॥
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তার নব অর্থমধ্যে এক না ছুঁইল ॥
আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়।†
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ॥
তত্তৎপদপ্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লইয়া ॥
ভগবান্ তাঁর শক্তি তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন ॥
অন্য যত সাধ্য সাধন করি আচ্ছাদন।
এই তিনে হরে সিদ্ধসাধকের মন ॥
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এই মত নানা অর্থ করিল ব্যাখ্যান ॥
শুনি ভট্টাচার্য্য-মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার ॥
ইঁহোত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইহা না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া ॥
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হইল মন ॥
দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি ॥
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম, প্রেম, দান আদি, বর্ণের মহত্ত্ব ॥‡
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে কহিতে ॥

শুনি প্রভু সুখে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ॥
অশ্রু স্তম্ভ পুলক কম্প স্বেদ থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু-পদ ধরি ॥
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত-মন।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ ॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভু প্রতি।
সেই ভট্টাচার্য্যের প্রভু কৈলে এই গতি ॥
প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে
জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভাল মতে ॥
তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল ॥
জগৎ তারিলে প্রভু সেহ অল্পকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহ-পিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা।
ভট্টাচা আচার্য্যদ্বারে ভিক্ষা করাইলা ॥
আর দিনে প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে ॥
পূজারি আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভুর হর্ষ হৈলা ॥
সেই প্রসাদান্ন মালা অঁাচলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া ॥
অরুণোদয়কালে প্রভুর হৈল আগমন।
সেই কালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা।
বাহিরে প্রভুর সনে হৈল দরশন।
আস্তে ব্যস্তে কৈল প্রভুর চরণ বন্দন ॥
বসিতে আসন দিয়া দোঁহেতে বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হস্তে দিলা ॥
প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল।
সন্ধ্যাস্নান দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল ॥

* প্রতিভা—প্রত্যুৎপন্নমতি অর্থাৎ নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি।

† একাদশ পদ : যথা—(১) আত্মারামাঃ, (২) চ, (৩) মুনয়ঃ, (৪) নির্গ্রন্থাঃ, (৫) অপি, (৬) উরুক্রমে, (৭) কুর্ব্বন্তি, (৮) অহৈতুকীং, (৯) ভক্তিং, (১০) ইত্থম্ভূত-গুণঃ, (১১) হরিঃ।

‡ বর্ণের মহত্ত্ব—ককারাদি বর্ণমালার প্রকৃত তত্ত্ব।

চৈতন্যপ্রসাদে মনের জাড্য সব গেল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল ॥

১৮ শ্লোক।

তথাহি পদ্মপুরাণম্—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥

টীকা।—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদং প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং, তত্র প্রসাদভক্ষণে কালাকালবিচারণা নাস্তি। প্রসাদান্নং কিম্ভূতং?—শুষ্কং, বা যদি পর্য্যুষিতং, কিংবা দূরদেশাৎ আনীতং, যবনেনাপি সংস্পৃষ্টং, তদপি পাবনং পবিত্রং, তদ্‌গ্রহণে কালাকালবিচারণা নাস্তি।

অনুবাদ।—মহাপ্রসাদ শুষ্ক হউক, কিংবা পর্য্যুষিত হউক, অথবা দূরদেশ হইতে আনীত হউক, অর্থাৎ যবনাদি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হউক, প্রাপ্তিমাত্র সেবন করিবে, তাহাতে কালাকাল বিচার করিবে না।

১৯ শ্লোক।

তথাহি পদ্মপুরাণে—

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥

টীকা।—তত্র মহাপ্রসাদভক্ষণে দেশনিয়মো ন, শোচ্য-দেশোঽয়ং মহাপ্রসাদান্নং ন ভোক্তব্যং ইতি দেশনিয়মঃ ন। কালনিয়মভোজনস্যায়মনবসরঃ ইতি কালনিয়মো ন। প্রাপ্তং মহাপ্রসাদান্নং দ্রুতং প্রাপ্তমাত্রেণ শিষ্টৈর্বৈদিকাচারসম্পন্নৈর্মহানুভাবৈর্ভোক্তব্যম্। নন্বু, কথং সন্ধ্যাবন্দনাদিকমকৃত্বা শাস্ত্রাজ্ঞারূপভগবদাজ্ঞামুল্লঙ্ঘ্য প্রাপ্তমাত্রেণ মহাপ্রসাদান্নং ভোক্তব্যমিতি চেৎ শ্রূয়তাং হরিরব্রবীৎ। পরোক্ষাজ্ঞাতঃ সাক্ষাদাজ্ঞায়াঃ বলবত্ত্বাৎ শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্যাপি ভগবতঃ সাক্ষাদাজ্ঞাবলেন সন্ধ্যাবন্দনাদিকমকৃত্বাপি শ্রীমহাপ্রসাদান্নভোজনে ন কশ্চিদ্দোষ ইতি সর্ব্বমনবদ্যম্।

অনুবাদ।—মহাপ্রসাদ ভক্ষণবিষয়ে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, প্রাপ্তমাত্রেই ভোজন করিবে,—ইহা শ্রীহরি বলিয়াছেন।

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা কৈলা তাঁরে আলিঙ্গন ॥
দুই জন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন।
দোঁহার স্পর্শেতে দোঁহার প্রফুল্ল হৈল মন॥
স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয় ॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণ-প্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

২০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪২)—

নারদং প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্যম্—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি-ধীঃ শ্বসৃগালভক্ষ্যে ॥

টীকা।—তে জনা দেবমায়াং তরন্তি। কিম্ভূতাং ? দুস্তরাং দুরত্যয়াম্। তে কে ?—যেষাং সম্বন্ধে হৃদয়ে স এব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো দয়য়েৎ বিরাজতে। যেষাং সম্বন্ধে স ভগবান্ যদি নির্ব্ব্যলীকং প্রসন্নং যথা স্যাত্তথা দয়য়েৎ দয়াং কুর্য্যাৎ। সঃ কিম্ভূতঃ ?—অনন্তঃ, ন বিদ্যতে অন্তো যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ ?—সর্ব্বাত্মনা দেহেন্দ্রিয়েণ আশ্রিতৌ পদৌ যস্য সঃ। শ্বশৃগালভক্ষ্যে কুক্কুরৈঃ শৃগালৈশ্চ ভক্ষ্যে ভক্ষণীয়ে দেহে মমাহমিতি ধীর্বুদ্ধির্যেষাং তে দেবমায়াং ন তরন্তি।

অনুবাদ।—ভগবান্ যাঁহাদিগের প্রতি করুণা করেন, তাঁহারা অকপটে ও সর্ব্বান্তঃকরণে তদীয় চরণাশ্রিত হইলে মায়া হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন ; তৎকালে আর কুকুরশৃগালাদির ভক্ষ্য শরীরে তাঁহাদিগের "আমার আমি" এইপ্রকার বুদ্ধি থাকে না।

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজস্থানে।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে ॥
চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনা নাহি করে শাস্ত্রের ব্যাখ্যান ॥
গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।*
হরি হরি বলি নাচে করতালি দিঞা ॥
আর দিন ভট্টাচার্য্য চলিলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভুস্থানে ॥
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্বের দুর্ম্মতি ॥
ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম সংকীর্ত্তন ॥

২১ শ্লোক।

তথাহি বৃহন্নারদীয়বচনম্—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥*

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার।
শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার।
গোপীনাথাচার্য্য কহে পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন ভট্টাচার্য্য তোমার সেইত হৈল ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥
তুমি মহাভাগবত আমি তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥
বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল যাঞা কর জগন্নাথ দরশন ॥
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞা।
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিঞা ॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ তাহা যে পাইল।
নিজ বিপ্রহাতে দুই জনা সঙ্গে দিল ॥
নিজ দুই শ্লোক লেখি এক তালপাতে।
প্রভুকে দিহ বলি দিল জগদানন্দ-হাতে ॥
প্রভুস্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা।†
মুকুন্দদত্ত পত্রী নিল তার ঠাঞি পাঞা ॥
দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুরে লঞা দিল ॥
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল।
ভিতে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল ॥

* তাঁর—সার্ব্বভৌমের

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† প্রসাদপত্রী—মহাপ্রসাদ ও ভট্টাচার্য্য লিখিত শ্লোকযুক্ত তালপত্রী।

২২ শ্লোক।

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৬।৩২)—

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

টীকা।—তং কৃষ্ণচৈতন্যং অহং প্রপদ্যে আশ্রয়ামি, যঃ প্রভুঃ একঃ অদ্বিতীয়ঃ, পুরাণঃ পুরুষঃ, বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপেণ দেহধারী ভবতি। যঃ কৃষ্ণ-চৈতন্যনাম্না প্রভুঃ কালাৎ কালবশাৎ নষ্ট নিজং ভক্তিযোগং প্রাদুষ্কর্ত্তুং আবির্ভূতঃ, তস্য পদারবিন্দে চিত্তভৃঙ্গঃ গাঢ়ং গাঢ়ং যথা স্যাত্তথা লীয়তাম্।

অনুবাদ।—যে অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ বৈরাগ্যবিদ্যা ও ভক্তিযোগবিষয় শিক্ষা-প্রদানার্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে দেহধারী হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, আমি সেই প্রভুর শরণ গ্রহণ করি। যে কৃষ্ণচৈতন্যনামক প্রভু কালবশে নষ্ট স্বীয় ভক্তিযোগ পুনরায় প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদীয় পাদ-পদ্মে মদীয় চিত্তভ্রমর নিরতিশয় গাঢ়রূপে অবস্থিত হউক।

এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠে রত্নহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যকার ॥
সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসূত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম ॥
এক দিন সার্ব্বভৌম প্রভুস্থানে আইলা।
নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥
ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িলা।
শ্লোকশেষ দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা ॥

২৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১১।৮)—

শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্যম্—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

টীকা।—হে কৃষ্ণ! যো জনঃ হৃদ্বাগ্ব-পুর্ভিঃ করণৈঃ তে তব নমো বিদধন্ বিধানং কুর্ব্বন্ জীবেত, সোঽপি মুক্তিপদে দায়ভাক্ ভবতি। তে তব অনুকম্পাং কৃপাং সুষ্ঠু যথা স্যাত্তথা সমীক্ষ্যমাণঃ অবলোকয়ন্ পুনঃ কিং কুর্ব্বন্ আত্মকৃতং দেহবিপাকং ভুঞ্জানঃ।

অনুবাদ।—ব্রহ্মা ভগবানের স্তুতি করত বলিয়াছিলেন, "হে কৃষ্ণ! কবে তোমার করুণা হইবে?" যে ব্যক্তি এই আশাপথ নিরীক্ষণপূর্ব্বক অনাসক্তমনে নিজ কর্ম্মফল উপভোগ করত কায়মনো-বাক্যে তোমাকে প্রণতি করিয়া জীবন ধারণ করে, সেই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারবৎ ত্বদীয় মুক্তিবিষয়ে দায়ভাগী হয়।

প্রভু কহে মুক্তিপদে ইহা পাঠ হয়।
ভক্তিপদ কেন পড়, কি তোমার আশয় ॥

ভট্টাচার্য্য কহে মুক্তি নহে ভক্তিফল।
ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥*
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥
সেই দুয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি ॥†
যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চপ্রকার।
সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর ॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণাভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার ॥‡

২৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্ব-মপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥§

প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয় ॥
মুক্তিপদ যার সেই মুক্তিপদ হয়
নবম পদার্থ মুক্তির কিংবা সমাশ্রয় ॥*
দুই অর্থে কৃষ্ণ কহে কাহে পাঠ ফিরি।†
সার্ব্বভৌম কহে ও পাঠ কহিতে না পারি।
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দ কয়।‡
তথাপি আশ্লিষ্যদোষে কহনে না যায় ॥¶
যদ্যপি মুক্তি শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি।
রূঢ়ি বৃত্ত্যে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি ॥§
মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস ॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিতমন।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
যে ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদ।
তাঁর হেন বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদ ॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

* এই স্থানের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তেরা কখনই মুক্তির অভিলাষ করেন না, সুতরাং মুক্তি তাঁহাদিগের পুরস্কার নহে। যে সকল ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তিবিমুখ, সাযুজ্যাদি মুক্তি তাহাদিগেরই বাঞ্ছনীয়। এরূপ মুক্তি তাহাদিগের পক্ষে পুরস্কার না হইয়া বরং দণ্ডস্বরূপ হয়, কেন না, তাদৃশ মুক্ত পুরুষ ঈশ্বরেই বিলীন হইয়া যায়, সেবাসুখাদি ভোগ করিয়া সুখী হওয়া তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটে না।

† এই চারি পংক্তির তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরবিগ্রহ সত্য বলিয়া যাহার নিকট অস্বীকার্য্য, আর যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া কলহ-নিন্দাদি করে, ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তি তাহাদিগের পক্ষে দণ্ডস্বরূপ। সেরূপ মুক্তি ভক্তগণের বাঞ্ছনীয় নহে।

‡ ঈশ্বর—ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট সগুণ ভগবান্। ব্রহ্ম—এখানে নির্গুণ ব্রহ্ম।

§ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* এই স্থানে মহাপ্রভু "মুক্তিপদ" শব্দের অর্থ "ঈশ্বর" করিলেন। মুক্তিই যাঁহার পদ অর্থাৎ চরণস্বরূপ, এক অর্থ এই; দ্বিতীয়—"মুক্তি" অর্থাৎ ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকলিখিত দশটী পদার্থমধ্যে নবম পদার্থ যে মুক্তি, তাহার পদ অর্থাৎ যিনি আশ্রয়স্বরূপ। এস্থলে মহাপ্রভু এই দুইপ্রকার সমাস দ্বারা "মুক্তিপদ" শব্দে ঈশ্বর করিলেন।

† মুক্তিপদ শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ করিলে পাঠ ফিরাইয়া ভক্তি-পদ বলিবার কি প্রয়োজন? কাহে অর্থাৎ কেন।

‡ এই পঙ্‌ক্তির অর্থ; যথা—যদিও মুক্তিপদ শব্দ স্বৎকৃত অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

¶ আশ্লিষ্যদোষে অর্থাৎ দ্ব্যর্থবিশিষ্ট অর্থদোষে। কোন কোন পুস্তকে এইরূপ পাঠ আছে; যথা,—তথাপি অশ্লীলদোষে কহনে না যায়। সে স্থলের তাৎপর্য্য এই যে, ঘৃণাব্যঞ্জক বাক্য-দোষ সহ্য করা যায় না। অশ্লীলদোষ ত্রিবিধ;—লজ্জা, নিন্দা ও অশুভ জনক। এখানে মুক্তি শব্দে মলমূত্রাদি ত্যাগ, তাহার পদ অর্থাৎ স্থান; সুতরাং লিঙ্গ গুহ্যাদি বুঝায় বলিয়া জুগুপ্সা-ব্যঞ্জকরূপ অশ্লীল দোষ ঘটিয়াছে।

§ মুক্তি শব্দের পাঁচটী বৃত্তি অর্থাৎ সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, ও সাযুজ্য এই অর্থ থাকিলেও মূল অর্থে সাযুজ্যই বুঝায়।

কাশীমিশ্র আদি করি নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সবে প্রভুপদে আসি ॥
সে সকল কথা আগে করিব বর্ণন।
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন ॥
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন ॥
এই প্রভুর লীলা সার্ব্বভৌমের মিলন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ ॥
জ্ঞান কর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন।
অচিরাৎ পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসার্ব্বভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়াদ্রর্ধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিপুষ্টং চকার যঃ ॥

টীকা।—তং চৈতন্যং অহং নৌমি। কিম্ভূতং?—ধন্যং সুকৃতিনং। যশ্চৈতন্যো দয়াদ্রর্ধীঃ করুণাসরসবুদ্ধিঃ সন্ বাসুদেবাখ্যং ব্রাহ্মণং নষ্টকুষ্ঠমকারয়ৎ কারয়ামাস। কিম্ভূতং?—রূপপুষ্টং সুন্দরং। ভক্তিতুষ্টং সন্তোষিতমিত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—যিনি করুণাদ্র চিত্ত হইয়া বাসুদেবনামা কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণকে পরম সুন্দর ও ভক্তিপ্রদানে সন্তোষিত করিয়াছেন, আমি সেই চৈতন্যপ্রভুকে নমস্কার করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত সার্ব্বভৌমেরে নিস্তার করিল।
দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ॥
মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্য গীত কৈল ॥
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌমবিমোচন।
বৈশাখপ্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করে সবারে শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥
তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সবা ছাড়িতে না পারি ॥
তুমি সব এই আমার বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইঁহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥
এবে সবা স্থানে মুঞি মাগোঁ এই দানে।
সবে মেলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে ॥
বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব ॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ ॥
বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুখ।
বজ্র যেন মাথায় পড়ে শুকাইল মুখ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কাহে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয় ॥
এক দুই সঙ্গে চলুক না পড় হঠরঙ্গে।*
যারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে ॥

* না পড় হঠরঙ্গে অর্থাৎ কোনপ্রকার বিপদে পতিত হইতে না হয়।

দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে চলি প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি॥
প্রভু কহে আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধার।
যৈছে তুমি নাচাহ তৈছে নর্ত্তন আমার॥
সন্ন্যাস করি আমি চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া আইলা অদ্বৈতভবন॥
নীলাচল আসিতে তুমি ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ়স্নেহে আমার কার্য্য ভণ্ড॥
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে॥
কভু যদি ইহার বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন আমায় নাহি কহে কথা॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাসধরম।
তিন বার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন॥
অন্তরে দুঃখ জ্বালা কিছু নাহি কহে মুখে।
ইঁহার দুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয় দুঃখে॥
আমি ত সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি॥
ইহার অগ্রেতে আমি না জানি ব্যবহার।
ইঁহার নাভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার॥*
লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হইতে।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে॥
তাতে তুমি সব ইঁহা রহ নীলাচলে।
দিন কত আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে॥
ইঁহা সবার বশ প্রভু হয় যে যে গুণে।
দোষারোপ-ছলে করে গুণ আস্বাদনে॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্যকথন।
আপনে বৈরাগ্যদুঃখ করেন সহন॥
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায়॥†

গুণে দোষোদ্গার ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া॥
তবে চারি জন বহু বিনতি করিল।*
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কিছু না মানিল॥
তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ সুখ হউক সেই কর্ত্তব্য আমার॥
কিন্তু এক নিবেদন করেঁা আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥
কৌপীন বহির্ব্বাস আর জলপাত্র॥
আর কিছু নাহি সঙ্গে যাবে এই মাত্র॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে।†
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ॥
কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইঁহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে॥
তবে তার বাক্যে প্রভু কৈল অঙ্গীকারে।
তাহা সবা লঞা গেলা সার্ব্বভৌম-ঘরে॥
নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সবাকারে মিলি প্রভু আসনে বসিল॥
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা কহি কহিল তাহারে।
তোমার ঠাঁঞি আইলাম আজ্ঞা মাগিবারে॥
সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে॥

---

* নাভায়—ভাল বোধ হয় না।

† বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক চৈতন্যপ্রভু আহারাদি সম্বন্ধে বহুবিধরূপে দৈ[হি]ক ক্লেশ সহ্য করিতেন। তাহা দেখিয়া তদীয় ভক্তগণের হৃদয়ে যারপরনাই কষ্ট অনুভূত হইত। দক্ষিণদেশ ভ্রমণে যাত্রা করিলে আরও ক্লেশ হইবে, ভক্তেরা সমভিব্যাহারে থাকিলে তদ্দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইবেন এবং তাঁহাদিগের প্রাণে তাহা সহ্য হইবে না, এদিকে ভক্তের দুঃখও তদীয় হৃদয়ে যাতনা দিবে, এই চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগের দোষোৎকীর্ত্তনচ্ছলে গুণের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারী হইতে নিষেধ করিলেন।

* নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর পণ্ডিত এই চারিজন সমভিব্যাহারী হইবার জন্য বিস্তর মিনতি করিলেন।

† মহাপ্রভু নিরন্তর হরিনাম জপ ও দুইহাতের অঙ্গুলীপর্ব্বে জপ-সংখ্যা রাখিতেন; সুতরাং দুই হস্তই বদ্ধ ছিল।

আজ্ঞা দেহ দক্ষিণে আমি অবশ্য চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে সুখে নেউটি আসিব ॥*
শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর ॥
বহু জন্মের পুণ্যফলে পাইনু তোমার সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক বিভঙ্গ ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিন কত রহ দেখি তোমার চরণ ॥
তাঁহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিলা দিবস কত না কৈলা গমন ॥
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করান ভোজন ॥
তাঁহার ব্রাহ্মণী তাঁর নাম ষাঠীর মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তেঁহো আশ্চর্য্য তাঁর কথা।
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণযাত্রাসমাচার ॥
দিন চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আর দিনে ॥
প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলা।
প্রভু তেঁহো লঞা জগন্নাথ-মন্দিরে আইলা ॥
দর্শন করি ঠাকুর-পাশে আজ্ঞা মাগিল।
পূজারী প্রভুরে মালাপ্রসাদ আনি দিল ॥
আজ্ঞা-মালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণ দেশ চলিলা গৌরহরি ॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজগণ।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ॥
সমুদ্র তীরে তীরে আলালনাথ পথে।
সর্ব্বভৌম কহিলা আচার্য্য গোপীনাথে ॥
চারি কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লঞা আইস বিপ্রদ্বারে ॥

তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য রাখিবে মোর এই নিবেদনে ॥
রায় রামানন্দ আছে গোদাবরীতীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে ॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবা।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবা ॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো এক জন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম ॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুয়ের তিঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥
অলৌকিক বাক্যচেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব বলিয়া ॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব ॥
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে ॥
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহা পড়িলা সার্ব্বভৌম ॥
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত মন ॥
মহানুভাবের স্বভাব এই মত হয়।
পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময় ॥

২ শ্লোক।

তথাহি ভবভূতিকৃতবীরচরিতস্য উত্তরচরিতে (৩।২৩)—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতু-
মীশ্বরঃ ॥

টীকা।—লোকোত্তরাণাং মহানুভবানাং চেতাংসি চিত্তানি হি নিশ্চিতং কো বিজ্ঞাতুং বোধিতুং ঈশ্বরঃ সমর্থো ভবতি ? চেতাংসি

---

* নেউট—ফিরিয়া।

কিম্ভূতানি ?—বজ্রাদপি কঠোরাণি, পুনঃ কুসুমাদপি মৃদুনি কোমলানি।

অনুবাদ।—অসাধারণ-প্রকৃতি মহাত্মগণের চিত্তবৃত্তি বজ্রাপেক্ষাও কঠিন এবং পুষ্প হইতেও মৃদু; উহা পরিজ্ঞাত হইতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হয় ?

নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল।
তাঁরে লোকসঙ্গে তার ঘরে পাঠাইল॥
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাঁথ।
বস্ত্র-প্রসাদ লঞা তাবৎ আইলা গোপীনাথ॥
সবা সঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা।
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈল কতক্ষণ।
দেখিতে আইল তাহা বৈসে যত জন॥
চতুর্দ্দিকে লোক সব বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি॥
কাঞ্চনসদৃশ দেহ অরুণ বসন।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ॥
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার।
যত লোক আইসে কেহো নাহি যায় ঘর॥
কেহো নাচে কেহো গায় শ্রীকৃষ্ণগোপাল।
প্রেমে ভাসিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা বাল॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে।
এইরূপ নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে॥
অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায়।*
তবে নিত্যানন্দ গোঁসাঞি সৃজিল উপায়॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া।
তাহা দেখিতে আইসে লোক চৌদিকে ধাইয়া॥
মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা-মন্দিরে।
নিজগণ প্রবেশি কবাট দিল বহির্দ্বারে॥

* অতিকাল—বহুবিলম্ব।

তবে গোপীনাথ দুই প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি খাইল॥
শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে।
হরি হরি বলি লোক কোলাহল করে॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন॥
এইমত সন্ধ্যাপর্য্যন্ত লোক আইসে যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক নাচে কৃষ্ণ গায়॥
এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ সঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথারঙ্গে॥
প্রাতঃকালে স্নান করি করিল গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন॥
মূর্চ্ছিত হইয়া সবে ভূমিতে পড়িলা।
তাহা সবা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্র বস্ত্র লঞা॥
ভক্তগণ উপবাসী তাহাঞি রহিলা॥
আর দিন দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা॥
মত্ত সিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নামসংকীর্ত্তন॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যম্—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥

টীকা।—হে কৃষ্ণ! ত্বমেব মাং রক্ষ। হে কৃষ্ণ! মামেব হি রক্ষ। হে রাম! হে রাঘব! মাং রক্ষ! হে কৃষ্ণ! হে কেশব! মাং পাহি।

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ! আমাকে রক্ষা কর; হে কৃষ্ণ! আমাকে ত্রাণ কর; হে রাম! হে রাঘব! আমাকে রক্ষা কর; হে কৃষ্ণ! হে কেশব! আমাকে রক্ষা কর।

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কত দূরে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে আইসে দৈবে যত জন।
তাঁহার দর্শন কৃপায় হয় তাঁর সম॥
সেই যাই নিজ গ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্য গ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ॥
এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
বৈষ্ণব করেন তারে করি আলিঙ্গন॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেই গ্রামের লোক আইসে প্রভু দেখিবারে॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সে সব আচার্য্য হঞা তারিল জগত॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্ব দেশ ভক্ত হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥
প্রভুরে যে ভজে তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ সব লীলা সত্য করি লয়॥
অলৌকিক লীলাতে যার না জন্মে বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥
প্রথমে কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এই রূপ জানিহ যাবৎ দক্ষিণভ্রমণ॥
এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে।
কূর্ম্ম দেখি তাঁরে কৈল স্তবন প্রণামে॥
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য গীত কৈলা।
দেখি সর্ব্ব লোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা॥
আশ্চর্য্য শুনি সব লোক আইল দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে॥
দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বলে কৃষ্ণ হরি।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধ বাহু করি॥
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল॥
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা॥
যেই যেই ক্ষেত্রে যান তাহা এই ব্যবহার।
এক ঠাঞি কহিল না কহিব আর বার॥
কূর্ম্মনামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥*
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল স্ববংশ সহ করিল ভক্ষণ॥
অনেকপ্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোঁসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল॥
যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম কুল ধন॥
কৃপা কর মহাপ্রভু যাব তোমার সঙ্গে।
সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়তরঙ্গে॥

* চৈতন্যপ্রভু যে বিপ্রের গৃহে অতিথি হন, তাঁহার নাম কূর্ম্ম এবং সেই গ্রামের নাম কূর্ম্মক্ষেত্র। এই স্থানে কূর্ম্মাবতারের একটী মনোহর প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত আছে।

প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥
যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
এইমত যার ঘরে প্রভু করেন ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে তারে করান এই শিক্ষা॥
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে সেই মহাজনে॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি ঐছে কৈল সর্ব্ব ঠাঞি।
নীলাচল পুন যাবৎ না আইলা গোঁসাঞি॥
অতএব ইঁহা কহিল করিয়া বিস্তার।
এই মত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার॥
এই মত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা।
স্নান করি প্রভু প্রাতঃকালে ত চলিলা॥
প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহু দূর গেলা।
প্রভু তাঁরে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা॥
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ সেহো কীড়াময়॥*
অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঁয়॥
রাত্রিতে শুনিল তেঁহো গোঁসাঞির আগমন
দেখিতে আইলা প্রাতে কূর্ম্মের ভবন॥
প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিঞা।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেই ক্ষণে আসি প্রভু তারে আলিঙ্গিলা॥
প্রভুর স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল॥
প্রভুর কৃপা দেখি তার বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করয়ে স্তবন॥

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৮১।১৪)—

ক্কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ক কৃষ্ণঃ
শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥*

বহু স্তুতি করি কহে শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয়॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥
প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর লহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার।
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে।
দুই বিপ্রে গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে॥
বাসুদেব-উদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
বাসুদেবামৃতপ্রদ হইল প্রভুর নাম॥
এইত কহিল প্রভুর প্রথম গমন।
কূর্ম্ম-দরশন বাসুদেব-বিমোচন॥
শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলা শ্রবণ।
অবিলম্বে মিলে তারে চৈতন্যচরণ॥
চৈতন্য-লীলার আদি অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি মহান্তের মুখে যেই শুনি॥
ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ।
তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
দক্ষিণযাত্রাবাসুদেবোদ্ধারো নাম
সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ৭॥

* কীড়াময়—কীটময় অর্থাৎ কুষ্ঠক্ষতে পোকা পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি॥

টীকা।—গৌরাব্ধিঃ গৌররূপ-প্রেমসমুদ্রঃ রামাভিধভক্তমেঘে স্বভক্তি-সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি সঞ্চার্য্য, অধুনা এতৈঃ বিতীর্ণৈঃ তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি প্রাপ্নোতি।

অনুবাদ।—সাগরসদৃশ গৌরচন্দ্র রামানন্দরায়নামা ভক্তরূপ মেঘে নিজভক্তি-সিদ্ধান্তরূপ সুধাবারি সঞ্চার করত পুনরায় তাঁহা হইতে গ্রহণপূর্ব্বক প্রেমরত্নাকর উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে করিল গমনে।
"জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে" গেলা কত দিনে।
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ॥
প্রহ্লাদেশ! জয় পদ্মামুখ পদ্মভৃঙ্গ॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১)—

শ্রীধরস্বামিকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতমাগমবচনং—
উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং
নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥

টীকা।—কেশরী সিংহঃ উগ্রোঽপি স্বপোতানাং বালানাং সম্বন্ধেঽনুগ্রঃ, তদ্বৎ গৌরনৃকেশরী স্বপোতানাং সম্বন্ধে উগ্রোঽপি অনুগ্রঃ, অন্যেষাং অভক্তানাং সম্বন্ধে উগ্রবিক্রমঃ প্রচণ্ডঃ।

অনুবাদ।—কেশরী যেমন উগ্র হইয়াও নিজ শিশুর প্রতি মহাকৃপালু, সেইরূপ এই নরকেশরী উগ্র হইয়াও নিজ ভক্তের প্রতি যারপরনাই অনুগ্রহবান্।

এই মত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহসেবক মালাপ্রসাদ আনি দিল॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে।
দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাহি রাত্রি দিবসে॥
পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সব লোকগণে।
গোদাবরী-তীরে চলি আইলা কত দিনে॥
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন॥
সেই বনে কতক্ষণ করি নৃত্য গান।
গোদাবরী পার হঞা কৈল তাঁহা স্নান॥
ঘাট ছাড়ি কত দূরে জল-সন্নিধানে।
বসিয়া করেন প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তনে॥
হেন কালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তেঁহো স্নানাদি তর্পণ॥
প্রভু তাঁরে দেখি জানিল এই রামরায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া॥
সূর্য্যশতসমকান্তি অরুণবসন।
সুবলিত প্রকাণ্ডদেহ কমললোচন॥*

* সুবলিত—মনোহর

দেখিয়া তাহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥
উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥
তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তেঁহ কহে সেই মুঞি দাস শূদ্র মন্দ ॥
তবে প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন ॥
স্বভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা ॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে শুনি গদগদ কৃষ্ণবর্ণ ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার ॥
এইত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ॥
এই মহারাজ পাত্র পণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির ॥
এই মত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ ॥
সুস্থ হঞা দোঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ।
মিলিতে তোমারে মোরে করিল যতন ॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইনু দরশন ॥
রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেও মোর হিতে হয় সাবধান ॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণদর্শন।
আজি সে সফল মোর মনুষ্য-জনম ॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তার প্রেমাধীন ॥
কাঁহা তুমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কাঁহা মুই রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥

মোর দর্শন তোমায় বেদে নিষেধয়।
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয় ॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইঁহা আগমন।
কৃপা করি মোরে আসি দিলা দরশন ॥
মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪)—

গর্গং প্রতি শ্রীনন্দবাক্যম্—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ ॥

টীকা।—শ্রীগর্গাচার্য্যস্য প্রতি শ্রীনন্দবচনং। হে ভগবন্! নৃণাং মনুষ্যাণাং মধ্যে দীনচেতসাং গৃহিণাং নিঃশ্রেয়সায় মঙ্গলায় মহদ্বিচলনং সাধূনাং অন্যত্র গমনং কল্পতে ঘটতে; অন্যথা কুত্রাপি কচিৎ কদাচিদপি ন কল্পতে।

অনুবাদ।—গর্গাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া নন্দ বলিয়াছিলেন,—হে ভগবন্! সাধুরা আপন আশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক অন্য স্থানে যে গমন করেন, তাহা কেবল দীনচেতা (গৃহত্যাগে অক্ষম) গৃহিগণের মঙ্গলার্থ; তদ্ব্যতীত তাঁহাদের আগমনের অপর কোন কারণ লক্ষিত হয় না।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনি সবার বদনে।
সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে ॥
আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বরলক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥

প্রভু কহে তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥
অন্যের কি কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।*
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি ॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥
এই মত স্তুতি দোঁহে করে দোঁহার গুণে।
দোঁহে দোঁহা দরশনে আনন্দিত মনে ॥
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥
নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন ॥
রায় কহে আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শনমাত্র শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে ॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন ॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহনে না যায়।
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায় ॥
প্রভু যাঞা সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল ॥
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল ॥
প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥
দণ্ডবৎ কৈলা রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কথা কন বসি রহঃ স্থানে ॥
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৩।৮।৯)—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্ ॥

টীকা।—বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ মহাবিষ্ণুরারাধ্যতে। তস্য বিষ্ণোস্তোষকারণং অন্যঃ পন্থা ক্বচিন্ন স্যাৎ।

অনুবাদ।—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক পরমপুরুষ বিষ্ণুর উপাসনা করিবে; এতদ্ব্যতীত তদীয় সন্তোষসাধনের অন্য উপায় নাই।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ সাধ্যসার ॥*

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৯।২৭)—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

টীকা।—হে কৌন্তেয়! হে অর্জ্জুন! যৎ যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম করোষি, যৎ অশ্নাসি ভক্ষয়সি, যৎ হবনাদিকং জুহোষি, যৎ দানাদিকং দদাসি, যৎ তপস্যসি তপঃ করোষি, তৎ মদর্পণং কুরুষ্ব ॥

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন! যে কোন কর্ম্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যে কিছু হোম কর, যাহা দান কর এবং যে কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিও।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার ॥

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্যের কথা আর কি বলিব, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। মায়াবাদী—অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞানবিশিষ্ট।

* বাহ্য অর্থাৎ ইহা বাহিরের কথা, অথবা ইহা সামান্য কথা, যদি বিশেষ থাকে বা নিগূঢ় কথা থাকে তাহা আগে বল।

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

টীকা।—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য একং মাং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ।

অনুবাদ।—তুমি সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

টীকা।—হে উদ্ধব! ময়া বেদরূপেণ আদিষ্টান্ অপি স্বকান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য বিহায়, গুণান্ দোষাংশ্চ আজ্ঞায় বিদিত্বা যো জনঃ মাং ভজেৎ, স এব পূর্ব্ববৎ সত্তমঃ সাধূনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ স্যাৎ॥

অনুবাদ।—হে উদ্ধব! মৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট বেদোক্ত স্বধর্ম্মসকল বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণ দোষ পরিজ্ঞাত হইয়া যে ব্যক্তি আমার আরাধনা করে, পূর্ব্বকথিত ব্যক্তির ন্যায় সেই ব্যক্তিও সাধুকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার॥

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

টীকা।—ব্রহ্মভূতঃ ব্রহ্মণি সংস্থিতঃ, প্রসন্নাত্মা প্রসন্নচিত্তঃ জনঃ ন শোচতি শোকং ন করোতি, অপ্রাপ্তং ন কাঙ্ক্ষতি, সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ সন্ পরাং মদ্ভক্তিং লভতে প্রাপ্নোতি।

অনুবাদ।—ব্রহ্মে স্থিত, প্রসন্নচিত্ত, শোকে অনুদ্বিগ্ন, অনাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তিই আমাতে পরা ভক্তি লাভ করেন।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার॥

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩)—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্তএব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

টীকা।—যে জনাঃ জ্ঞানে প্রয়াসং উদপাস্য ত্যক্ত্বা ঈষদপি অকৃত্বা, সন্মুখরিতাং সাধূনাং মুখাৎ নিত্যং প্রকটিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং স্থানস্থিতাঃ এব শ্রুতি-গতাং শ্রবণপ্রাপ্তাং তনুবাঙ্মনোভিঃ কায়মনোবাক্যৈঃ নমন্ত এব সন্তঃ জীবন্তি, ত্রিলোক্যাং স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতলে, হে অজিত! অপ্রাপ্তোঽপি ত্বং তৈর্জনৈঃ প্রায়শঃ জিতোঽসি প্রাপ্তোঽসি।

অনুবাদ।—ব্রহ্মা ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে প্রভো! যাহারা জ্ঞানানুসন্ধানে বিন্দুমাত্রও যত্ন না করিয়া স্বস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সাধুপ্রমুখাৎ ত্বৎ-কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে সৎকার-সহকারে অবলম্বন করে, ত্রিভুবনমধ্যে তুমি অপরের দুর্ল্লভ হইলেও, সেই সকল ব্যক্তি প্রায়শঃ তোমাকে প্রাপ্ত হয়।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার॥

১০ শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যামেকাদশাঙ্কধৃত-রামানন্দকৃত-শ্লোকঃ—

নানোপচারকৃতপূজনমাত্মবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥

টীকা।—আত্মবন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নানো-পচারকৃতপূজনং প্রেম্না এব করণেন ভক্ত-হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ ননু যাবৎ জঠরে জরঠা দারুণা ক্ষুৎ অস্তি, পিপাসা তৃষা চ বর্ত্ততে, তাবৎকালং ভক্ষ্য-পেয়ে ভোজন-পানে সুখায় নিমিত্তায় ভবতঃ।

অনুবাদ।—যাবৎকাল উদরে দারুণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে, তাবৎ পর্য্যন্তই ভোজন ও পান সুখপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়; ঈশ্বরারাধনাও তদ্রূপ। ভক্তসকাশে নানাবিধ উপচারে আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের পূজা সুখজনক হয় না, প্রেম-বশেই তদীয় হৃদয় আর্দ্র হইয়া পড়ে।

১১ শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাং দ্বাদশাঙ্কধৃত শ্রুতৈস্যেব শ্লোকঃ—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ,
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং,
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

টীকা।—কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা কৃষ্ণ-ভক্তিরসেন শোধিতা মতিঃ ক্রীয়তাং অস্মাভিরিত্যর্থঃ। যদি দৈবাৎ কুতোঽপি সা মতিঃ লভ্যতে প্রাপ্যতে, তত্র একলং কেবলং মূল্যং লৌল্যং লোভঃ। জন্ম-কোটি-সুকৃতৈঃ কোটিজন্মার্জ্জিতপুণ্যৈঃ তৎ লৌল্যং ন লভ্যতে।

অনুবাদ।—কৃষ্ণভক্তিরূপ রসদ্বারা শোধিতা মতি উপার্জ্জন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। লালসাই উহার একমাত্র মূল্য; তদ্ব্যতীত কোটি-জন্মার্জ্জিত পুণ্য দ্বারাও তাদৃশ মতিলাভের সম্ভাবনা নাই।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

১২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৫।১৬)—

অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসসো বাক্যম্—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে॥

টীকা।—যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ যস্য নাম-শ্রবণমাত্রেণ পুমান্ পুরুষো নির্ম্মলঃ পবিত্রো ভবতি, তস্য কৃষ্ণস্য তীর্থপদঃ দাসানাং ভক্তানাং কিং বা অবশিষ্যতে অব-শিষ্টো ভবতি।

অনুবাদ।—দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—হে অম্ব-

রীষ: যাঁহার নাম শ্রুতিমাত্র জীব পবিত্র হয়, সেই ভগবানের ভক্তগণের পক্ষে কোন্ বস্তু দুর্ল্লভ হইতে পারে?

১৩ শ্লোক।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্ ॥*

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥

১৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১২।১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা,
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥

টীকা।—কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ বালকাঃ শ্রীদামাদয়ঃ নরদারকেণ নরদারকতয়া প্রতীয়মানেন কৃষ্ণেন সার্দ্ধং ইত্থং অনেন প্রকারেণ সহিতং বিজহ্রুঃ বিহারং কৃতবন্তঃ। কৃষ্ণেন কিম্ভূতেন?—দাস্যং সেবাং গতানাং প্রাপ্তানাং পরদৈবতেন; সতাং বিদুষাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ব্রহ্ম চ তৎ সুখঞ্চ অনুভূতিশ্চ তয়া করণয়া স্বপ্রকাশপরমসুখেন ইত্যর্থঃ; মায়াশ্রিতানান্তু নরদারকেন।

অনুবাদ।—বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যাঁহাকে ব্রহ্মসুখানুভূতিতে এবং ভক্তেরা যাঁহাকে সর্ব্বারাধ্যরূপে, আর মায়াশ্রিত ব্যক্তি যাঁহাকে নরশিশুজ্ঞানে প্রতীতি করেন, মায়ামুগ্ধ গোপশিশুরা যে সাধারণ নরদারকবোধে তাঁহার সহিত এইরূপে ক্রীড়া করিয়াছিল, তাহা তাহাদিগের রাশি রাশি পুণ্যের ফল সন্দেহ নাই।

প্রভু কহে এহো উত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥

১৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৬)—

শ্রীশুকদেবং প্রতি পরীক্ষিতবাক্যম্—

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এব মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিম্ ॥

টীকা।—শ্রীদশমে পরীক্ষিৎবচনম্। হে ব্রহ্মন্! হে শুকদেব! নন্দঃ কিং মহোদয়ং মহান্ উদয় উদ্ভবো যস্য তৎ, শ্রেয়ঃ কল্যাণকরং তপস্যাদিকং অকরোৎ? মহাভাগা ভাগ্যশালিনী যশোদা বা কিং শ্রেয়ঃ অকরোৎ? যস্যাঃ যশোদায়াঃ স্তনং হরিঃ পপৌ।

অনুবাদ।—নৃপতি পরীক্ষিৎ শুকদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে ব্রহ্মন্! নন্দ কি মহাশ্রেয়ের আচরণ করিয়াছিলেন? ভাগ্যশালিনী যশোদাই বা এমন কি পুণ্য করিয়াছিলেন যে, হরি তদীয় স্তনপান করিলেন?

১৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।২০)—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

টীকা।—বিমুক্তিদাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ যৎ যং প্রসাদং গোপী যশোদা প্রাপ, তৎ ইমং তং প্রসাদং বিরিঞ্চঃ ব্রহ্মা, ভবো মহাদেবঃ, শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ অঙ্গসংশ্রয়া বক্ষসি স্থিতা অপি ন লেভিরে।

অনুবাদ।—মুক্তিদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যশোদা যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কি বিরিঞ্চি, কি মহাদেব, কি বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী কেহই প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

১৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৫৩)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ।
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ॥
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাৎ ব্রজসুন্দরীণাম্॥

টীকা।—রাসোৎসবে ভুজদণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠলব্ধাশিষাং শ্রীকৃষ্ণ-ভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীতঃ আলিঙ্গিতঃ কণ্ঠঃ তেন লব্ধা আশিষো যাভি স্তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং গোপরমণীনাং সম্বন্ধে অস্য কৃষ্ণস্য যঃ প্রসাদঃ উদগাৎ প্রাদুর্ব্বভুব, উ অহো অঙ্গে বক্ষসি নিতান্তরতেঃ শ্রিয়ঃ লক্ষ্যাঃ সম্বন্ধে অয়ং প্রসাদঃ ন বিদ্যতে। নলিনগন্ধরুচাং কমলগন্ধরুচাং স্বর্যোষিতাং সুরনারীণাং অপি ন বিদ্যতে, অন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কুতঃ?

অনুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ বাহুযষ্টি দ্বারা ব্রজরমণীদিগের কণ্ঠ আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ প্রসাদ প্রদর্শন করিয়াছেন, লক্ষ্মী তদীয় হৃদয়বাসিনী হইয়াও এবং সুরবালাগণ কমলগন্ধ ও কমলকান্তি ধারণ করিয়াও তদ্রূপ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই, অন্য রমণীদিগের ত কথাই নাই।

১৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২)

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥*

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার সেই ভাব, সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তারতম॥

১৯ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (২১)—

যথোত্তরমসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥†

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥‡

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রসের ভিন্ন ভিন্ন স্থায়ী ভাব আছে। দাস্যে শান্তের স্থায়ী ভাব, সখ্যে দাস্যের ভাব, বাৎসল্যে সখ্যের ভাব এবং মধুর রসে ঐ ভাব-চতুষ্টয়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

২০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥*

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥

২১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥†

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে ॥

২২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥‡

যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।§
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥

২৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৬)—

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥

টীকা।—হৈমানাং কাঞ্চনময়ানাং মণীনাং মধ্যে মহামারকতঃ নীলমণিঃ যথা, তত্র ভগবান্ দেবকীসুতঃ তাভিঃ কাঞ্চনবর্ণাভিরাশ্লিষ্টাভিঃ অতি নিরতিশয়ং শুশুভে।

অনুবাদ।—নীলকান্ত মণি যেরূপ কাঞ্চনমণিসমূহমধ্যে শোভা পায়, তদ্রূপ ভগবান্ দেবকীসুত শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে কাঞ্চনবর্ণ গোপিকানিকরমধ্যে শোভা ধারণ করিলেন।

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে ॥
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি ॥
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রে ত বাখানি।

২৪ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতে উত্তরখণ্ডে—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥*

২৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।২৪)—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥†

প্রভু কহে আগে কহ শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে ॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥
রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধা-প্রেমের উপমা ॥
গোপীগণের রাসনৃত্যমণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪১ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪১ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৫ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।
§ ধুর্য্য—প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৮ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৭ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

২৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে (৩।১)—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥*

২৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে (৩।৩)—

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥

টীকা।—মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে যমুনা-তীর-প্রান্তবর্ত্তি-কুঞ্জকাননে ইতস্ততঃ সমন্তাৎ রাধিকাং অনুসৃত্য, তামপ্রাপ্য, অনঙ্গ-বাণব্রণ-খিন্ন-মানসঃ কামশরোৎপন্নব্রণেন পীড়িতচিত্তঃ সন্ কৃতানুতাপঃ বিষসাদ।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীতীরবর্ত্তী কুঞ্জকাননে সমন্তাৎ রাধিকার অনুসন্ধান-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রাপ্ত না হওয়াতে মদন-শরে পীড়িত হইয়া অনুতাপ ও বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥
শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে একমূর্ত্তে রহে রাধাপাশ ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥

২৮ শ্লোক।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদে বিপ্রলম্ভপ্রকরণে একচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যম্—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

টীকা।—প্রেম্নো গতিরহেভুর্জঙ্গস্য গতিরিব স্বভাবকুটিলা স্বভাবত এব বক্রা ভবেৎ, অতঃ হেতারহেতোশ্চ যূনোঃ নায়িকা-নায়কয়োঃ মান উদঞ্চতি উদ্গমো ভবতি।

অনুবাদ।—প্রেমের গতি ভুজঙ্গগতি-বৎ স্বতঃই কুটিল; সুতরাং হেতু ও অহে-তুতে নায়ক-নায়িকার মান উদ্ভূত হয়।

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাঞ্ছাতে একা রাধিকা শৃঙ্খলা ॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কাম-বাণে খিন্ন হঞা ॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥
প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে।
সেই সব রসবস্তু-তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥
এইত জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয়।
আগে কিছু শুনিতে আমার চিত্ত হয় ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা-স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনে ইহা কেহ নিরূপিতে নারে ॥
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ॥
হৃদয়ে প্রেরণ করি জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
প্রভু কহে মায়াবাদী আমিত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি ॥

সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল ॥
তেঁহ কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তেঁহ নাহি এথা ॥
তোমার স্থানে আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া ॥
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেন নয়।*
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয় ॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন ॥
যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানি তেঁহ রায়ের মন হৈল টলমল ॥
রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার ॥
মোর জিহ্বা বীণা-যন্ত্র তুমি বীণা-ধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি ॥
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণপ্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দতনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ ॥

২৯ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥†

* ইনি রামানুজ স্বামীর গুরু।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥*
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষান্মন্মথমদন ॥

৩০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥†

নানা ভক্তে নানামত রসামৃত হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥

৩১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যলক্ষণায়াম্ (১)—

শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যম্—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকা-পালিঃ।
কলিতশ্যামললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥

টীকা।—বিধুঃ সর্ব্বদুঃখহারী সর্ব্বসুখদো বা শ্রীকৃষ্ণঃ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। বিধুঃ কিম্ভূতঃ?—অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তিঃ অখিলরসানাং শান্তাদীনাং অমৃতমেব মূর্ত্তির্যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ, প্রসৃমরাভিঃ বিস্তীর্ণাভিঃ রুচিভিঃ রুদ্ধাঃ আচ্ছাদিতাঃ তারকানাং পালিঃ শ্রেণী যেন সঃ; অথবা প্রসৃ-

* কামবীজ—ক্লীঁ। কামগায়ত্রী যথা—কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ। মদন দ্বিবিধ;—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। যে মদন সুরপুরে ইন্দ্রভৃত্যরূপে অবস্থিত, তাঁহারই নাম প্রাকৃত মদন। ইনিই নিখিল জগতের চিত্ত-আকর্ষক। বৃন্দাবনস্থিত ব্রজেন্দ্রনন্দনকে অপ্রাকৃত মদন কহে; ইনি প্রাকৃত মদনকেও বিমোহিত করেন। এই জন্যই বৃন্দাবন ধামে প্রাকৃত মদনের অধিকার নাই। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনন্দনকে নূতন মদন বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল। কামবীজ ও কামগায়ত্রী যোগে উঁহার আরাধনা করিতে হয়।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মরাভিঃ প্রসরণশীলাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধে বশীকৃতে তারকাপালী যেন সঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ?—কলিতশ্যামললিতঃ, কলিতাঃ আত্মসাৎকৃতাঃ শ্যামাঃ শ্যামবর্ণাঃ ললিতাঃ নার্য্যঃ যেন সঃ; অথবা কলিতে আত্মসাৎ-কৃতে শ্যাম-ললিতে যেন সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—রাধাপ্রেয়ান্ রাধায়াঃ প্রীতিপ্রদঃ।

অনুবাদ।—যিনি শান্তাদি নিখিল-রসের অমৃতময় মূর্ত্তিস্বরূপ; যাঁহার বিস্তীর্ণ কান্তিতে নক্ষত্রমালার দীপ্তিও পরাভূত হইয়াছে, (অথবা যাঁহার প্রসরণশীল কান্তিতে তারকা ও পালী নামে গোপিকা-দ্বয় বশীভূত হইয়াছে), যিনি শ্যামবর্ণা রমণীদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, (অথবা যিনি শ্যামা ও ললিতা নামে রমণীদ্বয়কে আত্মসাৎ করিয়াছেন), এবং যিনি শ্রীমতী রাধিকার প্রীতিকর্ত্তা, সেই সর্ব্বদুঃখহারী সর্ব্বসুখবিধাতা শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

শৃঙ্গাররসরাজময়মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥

৩২ শ্লোক।

তথাহি গীতগোবিন্দে (১।৪৭)—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্না-
নন্দমিন্দীবর-শ্রেণীশ্যামলকোমলৈ-
রুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ
প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ শৃঙ্গারং সখি
মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥*

লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥

৩৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৯।৩২)—

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রতি ভূমপুরুষবাক্যম্—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে॥

টীকা।—হে কলাবতীর্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ! ধর্ম্মগুপ্তয়ে ধর্ম্মরক্ষণার্থং যুবয়োঃ দিদৃক্ষুণা দ্রষ্টুমিচ্ছুনা ময়া ভুবি দ্বিজাত্মজাঃ দ্বিজ-সুতাঃ উপনীতাঃ আনীতাঃ। অবনেঃ ধরায়াঃ ভরাসুরান্ হত্বা ইহ মে মম অন্তি সকাশং ভূয়ঃ পুনঃ ত্বরয়া আশু ইতং আগচ্ছতম্।

অনুবাদ।—ভূমাপুরুষ কৃষ্ণার্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন,—হে কৃষ্ণা-র্জ্জুন! আমি তোমাদিগের উভয়ের দর্শনমানসে দ্বিজনন্দনগণকে এস্থানে আন-য়ন করিয়াছি; অধুনা তোমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলাম। তোমরা ধর্ম্মরক্ষার্থ মদীয় অংশশক্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছ; ধরার ভারস্বরূপ অসুরগণকে নিহত করিয়া পুনর্ব্বার আশু মদীয় ধামে আগমন কর।

৩৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৬।৩২)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

টীকা।—হে দেব! প্রভো! তব অঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ পদরেণুস্পর্শবিষয়ে অধিকারঃ অস্য কালিয়স্য সম্বন্ধে কস্য কারণস্য অনুভাবঃ ফলং তৎ ন বিদ্মহে।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ ললনা পরমসুন্দরী নারী সুচিরং দীর্ঘকালং যাবৎ ধৃতব্রতা সতী কামান্ বিহায় পরিত্যজ্য তপ আচরৎ।

অনুবাদ।—হে প্রভো! তোমার যে পদরেণু-স্পর্শাধিকারাভিলাষে লক্ষ্মী ললনা হইয়াও ভোগসমূহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বহু-কাল ব্রতধারণ করতঃ তপশ্চরণ করিয়া-ছিলেন, এই কালিয়নামা ভুজঙ্গ কোন্ পুণ্যফলে তাহা প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আপনার মাধুর্য্য হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

৩৫ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (৮।৩২)—

অপরিকলিতপূর্ব্বং কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেব মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥*

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি রাধাতত্ত্বস্বরূপ॥
কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম।
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥

৩৬ শ্লোক।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা
তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥†

সৎ-চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

৩৭ শ্লোক।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্ব-
সংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥*

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥

৩৮ শ্লোক।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ শ্রেষ্ঠত্বকথনে (২)—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥†

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥

৩৯ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াঃ (৫।৩৭)—

আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥‡

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি-উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম পট্টশাটী পরিধান॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয়-মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখীপ্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর তিন অঙ্গে বিলেপন॥*
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধম্মিল্য বিন্যাস।†
ধীরাধীরাত্ব গুণ অঙ্গে পটবাস॥
রাগ তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম-কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি॥

* এই স্থানে শ্রীমতী রাধিকার আধ্যাত্মিক রূপের বর্ণনা হইল। ভগবানে হ্লাদিনীশক্তির বিকাশে প্রেমের উদয় হয়। প্রেমের স্থায়ী ভাবকে মহাভাব বলে। এই মহাভাবই চিন্তামণেঃ সার চিন্তা বা চিন্তামণি বলিয়া অভিহিত, উহাই শ্রীরাধিকা-স্বরূপ বিগ্রহ জানিবে। কৃষ্ণলীলারূপ মনোবৃত্তিসকল ললিতাদি সখীরূপা। শ্রীরাধিকা কোনরূপ প্রাকৃতিক শরীরবিশিষ্টা নহেন, তিনি মনোবৃত্তিরূপ সখীকায়-ব্যূহে অধিষ্ঠিতা। ঘনীভূত কৃষ্ণস্নেহই তদীয় উজ্জ্বল বর্ণ; দয়া, তারুণ্য, লাবণ্য ও সর্ব্বসৌন্দর্য্যরূপ অমৃতজলে যেন রাধারূপ মুহুর্মুহুঃ ধৌত হইয়াছে। তাঁহার পরিধানে লজ্জারূপ শ্যামবর্ণের শাটী এবং কৃষ্ণানুরাগরূপ লোহিত বর্ণের শাটী। তদীয় বক্ষঃস্থল প্রণয় ও মানরূপ কাঁচুলিতে আবৃত।

† কৃষ্ণের প্রতি বক্রতা ও প্রচ্ছন্ন মানই তদীয় বেণীবিন্যাস। যে নায়িকার রোষ কিঞ্চিৎ প্রকাশিত ও কিঞ্চিৎ অপ্রকাশিত থাকে, তাহার সেই ভাবকে ধীরাধীরাত্মক গুণ কহে। বাম্য—অদাক্ষিণ্য। ধম্মিল্য—কবরী।

কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।*
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল॥
মধ্য-বয়ঃস্থিতা সখীস্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ-প্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণে পূর্ণকলেবর॥

৪০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১১।১২২)—

শ্রীরাধাকুন্দলতয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ
শ্রীমতী রাধিকৈকা কাস্য
প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা
নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যাঃ বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ
প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা॥

টীকা।—প্রথমঃ প্রশ্নঃ।—কৃষ্ণস্য প্রণয়-জনিভূঃ প্রণয়পাত্রী কা? উত্তরঃ—একা শ্রীমতী রাধিকা। প্রশ্নঃ—অস্য প্রেয়সী কা? উত্তরঃ—অনুপমগুণা একা রাধিকা, ন চ অন্যা।—অস্যাঃ কেশে জৈহ্ম্যং কৌটিল্যং দৃশি নেত্রে তরলতা চাঞ্চল্যং, কুচে নিষ্ঠুরত্বং কঠিনত্বং, হরেঃ কৃষ্ণস্য

* কিলকিঞ্চিতাদিভাব বিংশতি—নায়কসকাশে নায়িকার যুগপৎ হর্ষপ্রভৃতি বিবিধ ভাবের আবির্ভাব।

বাঞ্ছাপূর্ত্তৌ বাসনাপূরণার্থং একা রাধিকা সমর্থা, ন চ অন্যা প্রভবতি।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়পাত্রী কে ?—একমাত্র শ্রীমতী রাধা। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী কে ?—একমাত্র রাধা, অপর কেহ নহেন। রাধিকার কেশ কুটিল, চক্ষু চঞ্চল ও কুচদ্বয় কঠিন ; একমাত্র ইনিই শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পূর্ণ করিতে সক্ষম, অপর কেহ নহেন।

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা ॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পাতিব্রত্যধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥
প্রভু কহে জানিনু কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব ॥
রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত ॥

৪১ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথম-বিভাবলহর্য্যাঃ (১২৫)—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥

টীকা।—বিদগ্ধঃ বিবিধরসবিশিষ্টং, নবতারুণ্যঃ নিত্যনূতনঃ, পরিহাসবিশারদঃ পরিহাসাদিবিষয়ে নিপুণঃ, নিশ্চিন্তঃ চিন্তা-রহিতঃ, প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ধীরললিতঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—ধীরললিতনায়ক বিবিধ-রসবিশিষ্ট, নিত্য নূতনভাবযুক্ত, পরিহাস-বিষয়ে দক্ষ, চিন্তাহীন অর্থাৎ সদানন্দ এবং প্রায়শঃ প্রেয়সীর বশীভূত হইয়া থাকেন।

রাত্রিদিনে কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥

৪২ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথম-বিভাবলহর্য্যাং (১২৪)—

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া
রাধিকাং ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং
বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং
গতঃ কৈশোরং সফলীকরোতি
কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥*

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার ॥
যে বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয় ॥
এত কহি আপনকৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥

তথাহি গীতং, ভৈরবীরাগেণ গীয়তে—

পহি লহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি ॥
এ সখি সো সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহুকেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধনরুদ্র নরাধিপমান।
রামানন্দরায় কবি ভাণ॥*

৪৩ শ্লোক।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবপ্রকরণে (১১০)—

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী
স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্‌যুঞ্জন্নদ্রি-
নিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ
ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে ভূয়োভির্নবরাগ-
হিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥

টীকা।—হে অদ্রিনিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতে! শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী কামশিল্পী ইহ ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্ম্যোদরে ব্রহ্মাণ্ডরূপনৃপালয়ে রাধায়াঃ চ ভবতঃ তব চিত্তজতুনী ভূয়োভিঃ পুনঃ পুনঃ নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ বিলাপ্য লেপনং কৃত্বা স্বেদৈঃ ক্রমাৎ ক্রমেণ নির্ধূতভেদভ্রমং নিঃশেষিতভেদরূপমিথ্যাজ্ঞানং যুঞ্জন্ মিশ্রী-কুর্ব্বন্ সন্ চিত্রায় চিত্রকর্ম্মকরণার্থং স্বয়ং অন্বরঞ্জয়ৎ।

অনুবাদ।—হে গোবর্দ্ধনগিরিচারিন্! এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ রাজপ্রাসাদে কাম-শিল্পী তোমার এবং শ্রীমতী রাধার চিত্তজতু দুইটী উভয়ের নবীনানুরাগরূপ হিঙ্গুলবর্ণে লেপন করিয়া প্রেমানল দ্বারা ক্রমে অভেদরূপে সংমিশ্রণপূর্ব্বক কেমন সুন্দররূপে অনু-রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিনু নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥
রায় কহে, যে কহাও সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
ত্রিভুবনমধ্যে ঐছে আছে কোন ধীর।
যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির॥
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাঁহা যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

* কোন সময়ে মানাবশেষে কোনরূপে মিলিত হইয়া পরস্পর গমন করিলে, পুনরায় রাধিকানাথ কৃষ্ণ সন্দেহে ও উৎকণ্ঠায় "আগামী কল্য কোন চতুরা সখীকে পাঠাইয়া ক্রুদ্ধা শ্রীমতীকে বিনয়বচনে প্রসন্না করিতে হইবে" এই প্রকার স্থির করিলে, সেই রাত্রিযোগে শ্রীমতী রাধিকা স্বপ্নে দেখিতেছেন;—শ্রীহরি-সকাশ হইতে জনৈকা দূতী আসিয়া তৎকথিত বাক্য বলিলেন, "অয়ি নম্রয়ি! আমি তোমার কান্ত এবং তুমি আমার কান্তা; সুতরাং আমার অপরাধ হইলে আমার প্রার্থনায় ক্ষমা করা তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য।" ইত্যাদি সহেতুক সাধারণপ্রণয়-পরায়ণ হরির অনুনয় ও স্তুতি অনুভব করিয়া তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া সেই দূতীকেই স্বপ্নযোগে শ্রীমতী বলিলেন, "হে সখি! প্রথমে কটাক্ষ-ভঙ্গিদ্বারা পূর্ব্বরাগ উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই রাগ অহরহ বৃদ্ধি পাওয়াতে আর সীমা প্রাপ্ত হইল না; কৃষ্ণ আমার পতি নহেন, আমিও তদীয় পত্নী নহি; তথাপি আমাদের চিত্ত কাম-কর্ত্তৃক পিষ্ট হইয়াছে, ইহা জানি: সুতরাং হে সখি! কৃষ্ণের নিকট এই সকল প্রেমের কার্য্য কহিও, ভুলিও না। তুমি কৃষ্ণের দূতী, কৃষ্ণের যখন কিছুই মনে থাকে না, তখন তোমার মনও যে স্বভাবত বিস্মরণশীল হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। আমি দূতী অনুসন্ধান করি নাই, অন্য কাহাকেও অন্বেষণ করি নাই, উভয়ের মিলনে কামই মধ্যস্থ; এখন তিনি মৎপ্রতি বিরক্ত, সুতরাং তুমি তাঁহার দূতী হইয়াছ। যাহা হউক, সৎপুরুষের প্রেমের রীতিই এইপ্রকার।"

৪৪ শ্লোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১০।১৭)—

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥

টীকা।—যাঃ স্বাঃ স্বীয়াঃ চিদ্বিভূতীঃ ঋতে রাধাকৃষ্ণয়োঃ সুখরূপঃ বিভুঃ প্রভুত্বাদৈশ্বর্য্যং তথা তয়োর্ভাবঃ স্বপ্রকাশোঽপি ক্ষণমপি রসপুষ্টিং ন প্রবহতি প্রাপ্নোতি, কঃ বিবেশঃ রসজ্ঞঃ জনঃ আসাং সখীনাং পদং ন শ্রয়তি ?

অনুবাদ।—রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের সুখ-বিভু ও ভাব স্বপ্রকাশ হইলেও যাহাদিগের সহায়তা ভিন্ন মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত রসপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয় না, কোন্ পটু রসবিৎ ব্যক্তি চিদৈশ্বর্য্যরূপা সেই স্বীয়া সখীগণের পদাশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারেন ?

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥*
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা সে করায়।
নিজকেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প লতা ॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥

৪৫ শ্লোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১০।১৬)—

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদ-
বিধোহ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশ-প্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দল-
পুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈ-
রুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ
শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্ ॥

টীকা।—ব্রজকুমুদবিধোঃ ব্রজবাসিনী-কুমুদিনীরূপিণী-গোপিকানাং সম্বন্ধে চন্দ্রতুল্যস্য তস্য কৃষ্ণস্য হ্লাদিনীনামশক্তেঃ সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ সখ্যঃ সখীসমূহাঃ স্বতুল্যাঃ রাধিকাসমানাঃ কিসলয়-দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ নবপল্লব-পত্রকুসুমতুল্যাঃ ভবন্তি। কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈঃ সিক্তায়াং উল্লসন্ত্যাং অমুষ্যাং রাধায়াং স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং যথা স্যাত্তথা যৎ জাতোল্লাসাঃ ভবন্তি, তৎ চিত্রং আশ্চর্য্যং ন স্যাৎ।

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধাই ব্রজশশধর শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির সারাংশরূপ প্রেমলতা; সখীরা তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন কিসলয়-কুসুমাদিতুল্য; উল্লাসময়ী রাধাতে কৃষ্ণলীলাসুধারস সিঞ্চিত হইলে স্ব স্ব সেকাপেক্ষা সখীরা যে শতগুণ অধিক প্রীতি প্রাপ্ত হন, তাহাতে বিচিত্র কি ?

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকার যত্নে করায় সঙ্গম ॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম কৃষ্ণসঙ্গ হইতে কোটি সুখ পায় ॥
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥

* "নিজলীলায়"—স্বীয় সম্প্রয়োগ লীলায় কৃষ্ণের সহিত সখীর প্রয়োজন নাই কেন ? তাহার হেতু, "কৃষ্ণসহ...কোটিসুখ পায়" অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত রাধিকার সম্প্রয়োগ লীলা করাইয়া কৃষ্ণসহ নিজকেলিসুখ হইতে কোটিগুণ সুখ সখিগণ প্রাপ্ত হন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসহ প্রয়োগলীলায় তাঁহাদের মন ধাবমান হয় না।

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রিয়া-সাম্যে তার কহে কাম নাম॥

৪৬ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাং (১৪৩)—

প্রেমৈব গোপরামাণাং
কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং
বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥*

নিজেন্দ্রিয়সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গেত বিহার॥

৪৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১০)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুজরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥†

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥
রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০ ৮৭।১৯)—

নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষাক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥

টীকা।—নিভৃতমরুন্মনোক্ষ-দৃঢ়-যোগ-যুজঃ মরুৎ প্রাণাশ্চ মনশ্চ অক্ষাণি চ নিভৃতানি নিয়ন্ত্রিতানি যৈঃ তে চ তে দৃঢ়ং যোগং যুঞ্জন্তীতি দৃঢ়যোগযুজশ্চ তে তথাভূতাঃ মুনয়ঃ হৃদি যৎ ত্বাং উপাসতে, তৎ ত্বাং অরয়োপি স্মরণাৎ অরিভাবেন নিরন্তরং চিন্তনাৎ যযুঃ প্রাপুঃ। স্ত্রিয়োঽপি গোপবালা অপি কামতঃ তে অঙ্ঘ্রি-সরোজসুধাঃ যযুঃ। কথম্ভূতাঃ স্ত্রিয়ঃ ?—উরগেন্দ্র-ভোগ-ভুজ-দণ্ড-বিষাক্তধিয়ঃ। বয়মপি সমাঃ গোপীসরোজসুধাঃ সমদৃশঃ সত্যঃ তবাঙ্ঘ্রি-সরোজসুধাঃ প্রাপ্নুমঃ।

অনুবাদ।—দৃঢ়যোগশীল মুনিগণ প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সংযম করত আপনার যে তত্ত্ব হৃদয়ে আরাধনা করেন, অসুরেরা অরিভাবে নিরন্তর চিন্তা করিয়াও তাহা লাভ করিয়া থাকে। গোপিকাগণ অহিরাজের শরীরসদৃশ আপনার বাহুদণ্ডে পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করত আপনার চরণপদ্মামৃত প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা শ্রুত্যভিমানী দেবগণও তাঁহাদিগের ন্যায় শরীর পাইয়া ও তাঁহাদিগের ভাবানুগত হইয়া তাহাই লাভ করিব।

"সমদৃশ" শব্দে কহে সেই ভাব অনুগতি।
"সমা"শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি॥

"অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা" কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে নাহি পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥*

৪৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯ ১৬)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥

টীকা।—অয়ং ভগবান্ গোপিকানন্দনঃ ইহ জগতি ভক্তিমতাং ভক্তিযুক্তানাং সম্বন্ধে যথা সুখাপঃ সুখগম্যঃ স্যাৎ, তথা দেহিনাং চ আত্মভূতানাং সম্বন্ধে ন স্যাৎ।

অনুবাদ।—এই যশোদানন্দন ভগবান্ ভক্তিনিষ্ঠগণের সম্বন্ধে যেমন সুখলভ্য, দেহাভিমানী তাপসদিগের এবং নিরভিমান জ্ঞানিগণের পক্ষে তদ্রূপ নহেন।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাঁহাঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

৫০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৫৩)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥†

এত শুনি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
দুই জন গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥
এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে দুঁহে গেলা ॥
বিদায়সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দ কহে কিছু বিনতি করিয়া ॥
মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইঁহা আগমন।
দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন ॥
তোমা বহি অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বহি অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥
প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ॥
যৈছে শুনিনু তৈছে দেখিনু তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা ॥
দশ দিনের কা কথা, যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥
নীলাচলে তুমি আমি রহিব এক সঙ্গে।
তোমার সঙ্গে বঞ্চিব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥
এত বলি দুঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুন আসিয়া মিলিলা ॥
অন্যোন্যে মিলিয়া দুঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা ॥
প্রভু পুছেন রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥
প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে, কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।
কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি ॥
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী ॥
দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর ॥
মুক্তমধ্যে কোন্ জন মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম সাধে, সেই মুক্তশিরোমণি ॥

* রাগের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন অর্থাৎ অনুরাগ জন্মে নাই, কেবল শাস্ত্রশাসনভীতিতেই যাহাতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বৈধিভক্তি।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম ॥
শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ ॥
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান ॥
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
শ্রীবৃন্দাবন-ভূমি যাঁহা নিত্য লীলা রাস ॥
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণরসায়ন ॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ উপাস্যযুগল রাধাকৃষ্ণ নাম ॥
মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি।
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃতপান করে ভাগ্যবান্ ॥
এইমত দুই জনের কৃষ্ণকথাবেশে।
নৃত্য গীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে ॥
দুঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে ॥
ইষ্ট-গোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কতক্ষণ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধপ্রকার ॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যৈছে পড়াইল নারায়ণ ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥

৫১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থে-
ষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেনে ব্রহ্ম হৃদা য
আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো-বারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা ধাম্না স্বেন সদা
নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

টীকা।—পরং পরমেশ্বরং ধীমহি ধ্যায়েমঃ। পরমেশ্বরং কিম্ভূতম্?—সত্যম্। সত্যত্বে হেতুঃ—যত্র পরমেশ্বরে ত্রিসর্গঃ ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরজঃ-সত্ত্বানাং সর্গঃ অমৃষা সত্যঃ যৎ সত্যতয়া মিথ্যা-সর্গোঽপি সত্যবৎ প্রতীয়তে তম্। দৃষ্টান্তো যথা—তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ। পুনঃ কিম্ভূতম্?—স্বেন নাম্না নিরস্তকুহকং মায়িকোপাধি-সম্বন্ধরহিতম্। অস্য জগতঃ জন্মাদি সৃষ্টিস্থিতিলয়ং যতো ভবতি, তং ধীমহীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—অন্বয়াদিতরতশ্চ অর্থেষু অভিজ্ঞঃ; স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে যঃ সঃ। যঃ আদিকবয়ে ব্রহ্মণে হৃদা ব্রহ্ম বেদং তেনে প্রকাশিতবান্, যৎ ব্রহ্মণি সূরয়ঃ মনীষিণঃ মুহ্যন্তি।

অনুবাদ।—যিনি অন্বয় ও ব্যতিরেক কারণ যোগে* কার্য্যসমূহে বিদ্যমান থাকায় এই প্রত্যক্ষ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইতেছে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃ-সিদ্ধজ্ঞান, যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়-

* যে কারণের সহিত অন্বিত অথবা সংযুক্ত থাকা নিবন্ধন কার্য্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, তাহাকে অন্বয়-কারণ কহে। যে কারণ হইতে ব্যতিরেক হইলে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হইলে কার্য্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে না, তাহাকে ব্যতিরেক কারণ কহে। পরমেশ্বর এই বিশ্বের সহিত উল্লিখিত দ্বিবিধ কারণ-যোগেই যুক্ত রহিয়াছেন।

পটে জ্ঞানিগণ-মোহজনক বেদ প্রকাশ করিয়াছেন; আর যেরূপ অগ্নি, জল ও মৃত্তিকার বিনিময়ে এক দ্রব্যে অপর দ্রব্য বলিয়া ভ্রম জন্মে, তদ্রূপ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের ভূতাদিসৃষ্টি মিথ্যা হইলেও যাঁহার সত্তায় সত্যরূপে প্রতীত হয়; এবং যিনি নিজ তেজোবলে নিরন্তর মায়িক উপাধি-সম্বন্ধ-বিহীন, আমরা সেই সত্য-রূপী পরমেশ্বরকে চিন্তা করি।

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিলু তোমা সন্ন্যাসিস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।*
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা।
তাহাতে দেখিয়ে মাত্র সবংশীবদন।
নানা ভাবে চঞ্চল সদা কমলনয়ন॥
এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর কৃষ্ণের স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

৫২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৩)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

টীকা।—যঃ সর্ব্বভূতেষু আত্মনঃ ভগবদ্ভাবং পশ্যেৎ, যশ্চ ভগবতি আত্মনি চ ভূতানি পশ্যেৎ, এষঃ জনঃ ভাগবতোত্তমঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে স্বীয় ভগবদ্ভাব দর্শন করেন এবং ব্রহ্মরূপাধিষ্ঠানে সর্ব্বত্র পূর্ণ অবলোকন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম বলিয়া পরিগণনীয়।

৫৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৫।১৫)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥

টীকা।—পুষ্পফলাঢ্যাঃ পুষ্পফলবিশিষ্টাঃ প্রণতভারবিটপাঃ বনলতাঃ আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ প্রকাশমানং সূচয়ন্ত্যঃ ইব প্রেমহৃষ্টতনবঃ মধুধারাঃ ববৃষুঃ বর্ষয়ামাসুঃ; স্ম বিস্ময়ে তরবশ্চ বৃক্ষসংঘাশ্চ তথা ইব ববৃষুঃ।

অনুবাদ।—তখন ফলকুসুমভরে অবনতশাখা লতাগণ ও বৃক্ষসমূহ আপনাদিগের মধ্যে প্রকাশমান পরমেশ্বরকে যেন উপলব্ধি করিয়াই প্রেমহৃষ্টকলেবরে মধুধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥
রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারি ভুরি।
মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি॥
শ্রীরাধার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে কৈলে অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥

* পঞ্চালিকা—পুতুল।

আপনে আইলা মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে যে কপট কর কোন্ ব্যবহার ॥
তবে প্রভু হাসি তাঁরে দেখাল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥
প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন ॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এরূপ না দেখে কোন জন ॥
মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইনু তোমারে ॥
গৌরদেহ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহ না স্পর্শে অন্য জন ॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে কৃষ্ণমাধুর্য্যরস করি আস্বাদন ॥
তোমার ঠাঞি আমার গুপ্ত নহে কোন কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সব মর্ম্ম ॥
গুপ্ত রাখিহ কথা না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোক করে উপহাস ॥
আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল ॥
এইরূপে দশ রাত্রি রামানন্দ সঙ্গে।
সুখে গোঙাইল প্রভু কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥
নিগূঢ় ব্রজের লীলারসের বিচার।
অনেক হৈল তার না পাইল পার ॥
তামা কাঁসা রূপা সোণা রত্ন চিন্তামণি।
কেহ যদি কাঁহা পোতা পায় একখানি ॥
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায়।
তৈছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায় ॥
আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা ॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে ॥
দুই জন নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিলা শয়ন ॥
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান।
তারে নমস্করি দক্ষিণ করিলা গমন ॥
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত।
প্রভু দেখি বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজ মত ॥
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভু-ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়ে সকল ॥
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন ॥
সহজে চৈতন্যচরিত ঘন দুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥*
রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই সেই করে আস্বাদন ॥
যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ॥
সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিহ চিতে ॥
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় অতি দূর ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতচরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন ॥
রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥
দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ-মিলনলীলা করিল প্রচারে ॥

* খণ্ড—চিনি।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
রামানন্দসঙ্গোৎসববর্ণনং নাম
অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

নানামতগ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিজান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স।
বৈষ্ণবান্ ॥

টীকা।—সঃ গৌরাঙ্গঃ নানামতগ্রহ-গ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিজান্ কৃপারিণা বিমুচ্য, এতান্ বৈষ্ণবান্ চক্রে কৃতবান্।

অনুবাদ।—সেই গৌরচন্দ্র নানামত-রূপ কুম্ভীর দ্বারা গ্রস্ত দাক্ষিণাত্যবাসী জনগণকে নিজ করুণাস্ত্র দ্বারা মুক্ত করত বৈষ্ণব করিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিচক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ করিল দর্শন ॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥
তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ বামে হয় তীর্থ গমন ফেরাফেরি ॥
অতএব নামমাত্র করিয়ে লিখন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দর্শন।
যেই গ্রামে রহে সেই গ্রামের যত জন ॥
সবেই বৈষ্ণব হয় কহে "কৃষ্ণ" "হরি"।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সব বৈষ্ণব করি ॥
দক্ষিণ দেশের লোক অনেকপ্রকার।
কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, পাষণ্ডি অপার ॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শনপ্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইলা বৈষ্ণবে ॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাসক সব।
কেহ তত্ত্ববাদী, কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব ॥*
সে সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হঞা লয় কৃষ্ণনামে ॥

২ শ্লোক।

তথাহি—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি
মাম্ ॥

এই শ্লোক পথে পড়ি করিল প্রয়াণ।
গৌতমী গঙ্গাতে যাই কৈল তাঁহা স্নান ॥†
মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥
রামদাস মহাদেব করিল দর্শন।
অহোবল নৃসিংহেরে করিল গমন ॥‡
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি স্তুতি।
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা শ্রীসীতাপতি ॥
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি স্তবন।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
রাম নাম বিনা অন্য বচন না কয় ॥
সেই দিন তাঁর ঘরে রহিল ভিক্ষা করি।
তাঁরে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি ॥

---

* শ্রীবৈষ্ণব—রামানুজসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব।

† গৌতমী গঙ্গা—গোতমী নদীর শাখা বৈনগঙ্গা। গোতমী—গোদাবরী।

‡ আহোবালেম্-অভিধেয় স্থানে একটী মঠ আছে, উহা রামানুজ আচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত।

স্কন্দক্ষেত্র তীর্থে কৈল স্কন্দ দরশন।
ত্রিমঠ(ল্ল) আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম ॥
পুন সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্রঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন্ দশা হৈল ॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রামনাম।
এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম ॥
বিপ্র কহে এই তোমার দর্শনপ্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাব ॥
বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল এক বার ॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল ॥
বাল্যকাল হইতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য সহস্রনামস্তোত্রে অষ্টমশ্লোকঃ—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥

টীকা।—যস্মাৎ যোগিনঃ সত্যানন্দে চিদাত্মনি ঈশ্বরে রমন্তে ক্রীড়ন্তে ইতি তস্মাদ্ধেতোঃ রামপদেন অসৌ পরং ব্রহ্ম অভিধীয়তে কথ্যতে।

অনুবাদ।—যোগিবর্গ সচ্চিদানন্দ অনন্ত ঈশ্বরে রমণ অর্থাৎ ক্রীড়া করেন, এই জন্যই রাম শব্দে পরব্রহ্ম বুঝায়।

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশ-শ্লোকে শ্রীধরগোস্বামিকৃত-টীকায়াং ধৃতো মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি (৭১।৪)—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

টীকা।—কৃষিঃ কৃষ্‌ধাতুঃ ভূবাচকঃ, ণশ্চ ণপ্রত্যয়শ্চ নির্বৃতিবাচকঃ, তয়োঃ উভয়োঃ ঐক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণঃ ইতি অভিধীয়তে।

অনুবাদ।—কৃষ্ ধাতু ভূবাচক অর্থাৎ সত্তাবাচক এবং ণ প্রত্যয় নির্ব্বৃতি অর্থাৎ অর্থাৎ নির্ব্বাণবাচক। এই উভয়ের সংযোগে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল।
পুন আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে (৯)—

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥

টীকা।—হে বরাননে! হে শোভন-বদনে! হে রমে! হে রমণীয়ে! হে রামে! হে মনোহারিণি! হে মনোরমে। রাম রামেতি রামেতি রামনাম সহস্রনামভিঃ তুল্যম্।

অনুবাদ।—হে সুমুখি! পার্ব্বতি! তিনবার রামনাম উচ্চারণ করিলে সহস্র নাম উচ্চারণের সদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৬ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে একাদশবিলাসে (১৮৫)—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং
ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য
নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥

টীকা।—পুণ্যানাং পাতকহারিণাং সহস্র-নাম্নাং ত্রিরাবৃত্ত্যা বারত্রয়োচ্চারণেন তু যৎ

ফলং স্যাৎ, কৃষ্ণস্য নামৈকং একাবৃত্ত্যা তু তৎ ফলং প্রযচ্ছতি দদাতি।

অনুবাদ।—পাপহারী সহস্র নাম বারত্রয় পাঠ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, "কৃষ্ণ" এই নাম একবারমাত্র উচ্চারণ করিলেই সেই ফল হয়।

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার ॥
ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা সেই নাম রাত্রি দিনে গাই ॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাঁহার মহিমা এই মনেতে লাগিল ॥
সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ইহা নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥
তারে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈল শিব-দরশনে ॥
তাঁহা হৈতে চলি আগে গেলা একগ্রাম।
ব্রাহ্মণসমাজে তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দর্শনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে ॥
গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল সব দেশ ॥
তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম ॥
নিজ নিজ শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।*
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥
হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এইমত বৈষ্ণব প্রভু কৈলা দক্ষিণ দেশ ॥

* শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহ—শাস্ত্রবিচার।

পাষণ্ডির গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞা।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।*
প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে ॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে ॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবায় পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধের হৈল লজ্জা ভয় ॥
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘর গেলা।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা ॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া।
প্রভু আগে আনিল বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া ॥
হেন কালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি অন্ন সহ থালি লঞা গেল ॥
বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য হইয়া।†
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥
তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটা গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি প্রভুপদে লইল শরণ ॥
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ ॥
প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি ॥

* নবমত অথবা নব প্রশ্ন ; যথা—(১) ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, তিনি অনন্ত জ্ঞানবস্তু ; (২) জগৎ অস্তিত্বহীন, উহা অবিদ্যাজাত ; (৩) অহংতত্ত্ব ; (৪) পরলোক ও আত্মার ক্রমোন্নতি ; (৫) বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির উপায় ; (৬) নির্ব্বাণতত্ত্ব ; (৭) বৌদ্ধ দর্শন ; (৮) বেদ প্রভৃতি অপৌরুষের নয় ; (৯) সগুণ ও নির্গুণ বাদ।

† অমেধ্য—অপবিত্র।

তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥
গুরুকর্ণে কহে কহ কৃষ্ণ রাম হরি।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে হরি-বলি ॥
কৃষ্ণ কহি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময় ॥
এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল কেহ না পায় দর্শন ॥
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে।*
চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি গেলা বেঙ্কটারে ॥†
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরামদর্শন।‡
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম স্তবন ॥
স্বপ্রভাবে লোক সব করাঞা বিস্ময়।
পানানরসিংহে আইলা প্রভু দয়াময় ॥
নৃসিংহে প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥
শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন।¶
প্রভাতে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ ॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল ॥
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল-হস্তি স্থান।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম ॥
পক্ষিতীর্থ যাই কৈল শিব-দরশন।
বৃদ্ধকোল-তীর্থ তবে করিল গমন ॥
শ্বেতবরাহ দেখি তাঁরে নমস্কার করি।
পীতাম্বর-শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি ॥*
শিয়ালী-ভৈরবী দেবী করিল দর্শন।†
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥
গোসমাজ-শিব দেখি আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা বন্দন ॥
অমৃতলিঙ্গ-শিব আসি দর্শন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব করিল ॥
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণুদরশন।
শ্রীবৈষ্ণবগণ সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥
কুম্ভকর্ণ-কপালের দেখি সরোবর।‡
শিবক্ষেত্রে আসি শিব দেখে তেজোবর।
পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্র তবে কৈল আগমন ॥¶
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সর্ব্বলোকের মন ॥
শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কটভট্ট নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥
নিজ ঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ ॥
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন ॥
চাতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু হৈল উপসন্ন ॥

* ত্রিপদী ত্রিমল্লে—ত্রিপতিরনামক গিরি মান্দ্রাজের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

† মান্দ্রাজ হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ উত্তরে ব্যাঙ্কট বা বেঙ্কটার নামে পর্ব্বত। কেহ কেহ ইহার নামও ত্রিপতির গিরি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

‡ ত্রিপদী—ত্রিপতিরনামক গিরিতে একটী শ্রীরামবিগ্রহ বিরাজিত আছেন। উত্তর আর্কট জেলার উত্তরে সংস্থিত এবং ঐ মূর্ত্তি রামানুজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

¶ শিবকাঞ্চী—অধুনা চেঙ্গলপট্টু জেলায় পেলারনামক নদীর তীরে কাঞ্চীপুরম্ বলিয়া যে নগর আছে, উহারই নাম শিবকাঞ্চী। এই স্থানে বহুসংখ্যক দেবমন্দির বিরাজিত আছে। চেঙ্গলপট্টু মান্দ্রাজের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।

* চেঙ্গলপট্টু জেলাতেই পীতাম্বর শিব অধিষ্ঠিত।

† তাঞ্জোরের উত্তরপূর্ব্ব দিকে শিয়ালী নগর অবস্থিত; ঐ স্থানে শিয়ালী-ভৈরবী-নাম্নী দেবী আছেন।

‡ এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে একটী সরোবরের সৃষ্টি হইয়াছিল।

¶ শ্রীরঙ্গদ্বীপনামক স্থানে শ্রীরঙ্গনাথনামা বিষ্ণুবিগ্রহ বিরাজিত আছেন। ইহা রামানুজসম্প্রদায়দিগের একটী মহাতীর্থ। শ্রীরঙ্গদ্বীপ মদুরার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত; কাবেরী নদীর দুইটী শাখা ঐ স্থানকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

"চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তার আমারে ॥"
তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথারসে।
ভট্ট সঙ্গে গোঙাইলা সুখে চারি মাসে ॥
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন ॥
সৌন্দর্য্য প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্ব লোক।
দেখিবারে আইসে সবার খণ্ডে দুঃখ শোক
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে
সবে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে ॥
কৃষ্ণনাম বিনে কেহ নাহি বোলে আর।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোকে চমৎকার ॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল ॥
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্ত্তন ॥
অষ্টাদশাধ্যায়ে পড়ে আনন্দ আবেশে ॥
অশুদ্ধ পড়েন, লোকে করে উপহাসে ॥
কেহ হাসে কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিতমনে ॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥
মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয় ॥
বিপ্র কহে মুর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি ॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয়ে রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর ॥
অর্জ্জুনে কহিতে আছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ ॥
যাবৎ পড়ে তাবৎ পায় তাঁহার দরশন,
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥

প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন ॥
তোমা দেখি তাঁহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয় ॥
কৃষ্ণস্ফূর্ত্তো তাঁর মন হইয়াছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিলা সকল ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করাইল শিক্ষণ।
এই বাত কাঁহা না করিবে প্রকাশন ॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল ॥
এইমত ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন ॥
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য পরিহাস দুঁহে সখ্যের স্বভাব ॥
প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতাশিরোমণি ॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত নিয়ম করি তপ করিলা অপার ॥

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৬।৩৬)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যম্—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥*

ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম ।*
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥

৮ শ্লোক ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়-সাধনভক্তিলহর্য্যাং (৩২)—

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥

টীকা ।—শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ নারায়ণ-ব্রজেন্দ্রসুতরূপয়োঃ সিদ্ধান্ততঃ অভেদেঽপি সতি কৃষ্ণরূপং রসেন শান্তাদিরসবাহুল্য-হেতুনা উৎকৃষ্যতে। এষা রসস্থিতিঃ রসপর্য্যাপ্তিঃ স্যাৎ ।

অনুবাদ ।—নারায়ণরূপে ও কৃষ্ণরূপে স্বরূপতঃ অভিন্নতা থাকিলেও রসবাহুল্য নিবন্ধন কৃষ্ণরূপ উত্তম ; ইঁহাতেই অখিল রসের পর্য্যাপ্তি হইয়াছে ।

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতাধর্ম্ম নহে নাশ ।
অধিক লাভ পাইয়ে ইঁহা রাসবিলাস ॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয়ে কৃষ্ণে অভিলাষ ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস ॥
প্রভু কহে দোষ নাহি ইহা আমি জানি ।
রাস না পাইলা লক্ষ্মী ইহা শাস্ত্রে শুনি ॥

৯ শ্লোক ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৩৫)—

গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যম্—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥*

লক্ষ্মী কেনে না পাইলা কি ইহার কারণ ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥

১০ শ্লোক ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৯)—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষাক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি-
সরোজসুধাঃ ॥†

শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ ।
ভট্ট কহে ইঁহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥
আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি সহজে অস্থির ।
ঈশ্বরের লীলা কোটিসমুদ্রগম্ভীর ॥
তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজ কর্ম্ম ।
যারে জানাহ সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ ।
স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব আকর্ষণ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ ।
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে ॥
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি চড়ে তাঁর কান্ধে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন ।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ মনন ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন ।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

* কৃষ্ণ ও নারায়ণ এক তত্ত্ব ; কেবলমাত্র কৃষ্ণে লীলাবৈদগ্ধ্য অধিক পরিমাণে দেখা যায় ; কাজে কাজেই লক্ষ্মী নারায়ণের পত্নী হইয়া কৃষ্ণ সহিত সঙ্গমাভিলাষিণী হইলে পাতিব্রত্যধর্ম্মে দোষ স্পর্শে না

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।২১)—

পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যম্—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকা-
সুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথাভক্তিমতামিহ ॥*

শ্রুতি সব গোপী সবের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা ॥
ব্যূহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥
গোপজাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন ॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব "নায়ং শ্লোকে" কহে বেদব্যাস ॥†
পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান।
শ্রীনারায়ণ হয়েন স্বয়ং ভগবান্ ॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয় ।‡
শ্রীবৈষ্ণবভজন এই সর্ব্বোপরি হয় ॥
এই তার গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥
প্রভু কহে ভট্ট তুমি না কর সংশয়।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের এই স্বভাব হয় ॥
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী আদির হরে তেঁহ মন ॥

১২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)—

শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যম্—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্
স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥*

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥
তুমি যে পড়িলে শ্লোক সেই পরমাণ।
সেই শ্লোকে আইসে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়
সাধনভক্তিলহর্য্যাং (৩২)—

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥†

স্বয়ং ভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে ॥
চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ-আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥

১৪ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (৬।১৪)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো
ভাবস্য কস্তাং কৃতী বিজ্ঞাতুং
ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং
তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভির্যাসাং হন্ত
চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥‡

---

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† গোপিকাশরীর না হইলে অন্য শরীরে কৃষ্ণসঙ্গমপ্রাপ্তি ঘটে না। শ্রুতিরাও গোপীরাগানুবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাদিগের সদৃশ দেহ লাভপূর্ব্বক কৃষ্ণ সহ রতিক্রীড়ায় সমর্থ হইয়াছিলেন। লক্ষ্মী নিজদেহে কৃষ্ণসঙ্গমলাভের বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হন নাই। এই নিমিত্তই বেদব্যাস উপর্য্যুক্ত শ্লোক বর্ণন করিলেন।

‡ কক্ষা—প্রকোষ্ঠ। নারায়ণের আরাধনাই সর্ব্বপ্রধান কক্ষা।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এত কহি প্রভু তার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া ॥
দুঃখ না মানিহ ভট্ট কৈনু পরিহাস।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণববিশ্বাস ॥
কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি হয় একরূপ ॥
গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥

১৫ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পরাবস্থাপ্রকরণে ১৪৭
অঙ্কধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচনম্—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥

টীকা।—যথা মণিঃ ইন্দ্রমণিঃ সূর্য্যমণিরিতি বিভাগেন পৃথক্ পৃথক্ প্রকারেণ নীলপীতাদিভিঃ বিবিধবর্ণৈঃ যুতঃ স্যাৎ, অচ্যুতঃ তথা ধ্যানভেদাৎ আরাধনাভেদেন রূপভেদং বিবিধরূপত্বং অবাপ্নোতি লভতে।

অনুবাদ।—যেরূপ একই মণি আধারাদিবিশেষে নীলপীতাদি বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ আরাধনাভেদে ভগবান্ অচ্যুতও বিবিধ চিত্তে বিবিধরূপে প্রতিভাত হয়েন।

ভট্ট কহে কাঁহা মুঞি জীব পামর।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥
অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছু নাহি জানি।
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি ॥
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণদর্শন ॥
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যার রূপ গুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা ॥
এবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে প্রভু মোরে কৃপা করি ॥
এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে।
কৃপা করি প্রভু তারে দিল আলিঙ্গনে ॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিঞা ॥
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে।
তারে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈলা অচেতন।
এই রঙ্গলীলা করে শ্রীশচীনন্দন ॥
ঋষভ পর্ব্বত চলি আইলা গৌরহরি।*
নারায়ণ দেখি তাঁহা স্তুতি নতি করি ॥
পরমানন্দ পুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।†
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাঞিপাশ ॥
পুরী গোসাঞির প্রভু কৈল চরণবন্দন।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥
তিন দিন প্রেমে দুঁহে কৃষ্ণকথারঙ্গে।
সেই বিপ্রঘরে দুঁহে রহে এক সঙ্গে ॥
পুরী গোসাঞি কহে আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড় যাব গঙ্গাস্নানে।
প্রভু কহে তুমি পুন আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয় ॥
এত বলি তাঁর ঠাঞি এই আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা ॥

* ঋষভ—নীলগিরির একতম শৃঙ্গ।

† পরমানন্দপুরী—চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর অধ্যাত্মভ্রাতা। মাধবেন্দ্রপুরী পরমানন্দপুরীর গুরু।

পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে ॥*
শিবদুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দুঁহার হইল উল্লাসে ॥
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্ত কথা কহে দুই জন ॥
তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইস্টগোষ্ঠী।
তার আজ্ঞা লঞা আইলা পুরী কামকোষ্ঠী ॥†
দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে।‡
তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে ॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন ॥
কৃতমালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেক, বিপ্র পাক নাহি করে।
মহাপ্রভু কহে তারে, শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয় ॥
বিপ্র কহে, প্রভু মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥
বন্য ফল মূল শাক আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন ॥
তার উপাসনা জানি প্রভু তুস্ট হৈলা।
আস্তে ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥
প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে।
অনির্ব্বিণ্ণ সেই বিপ্র উপবাস করে ॥
প্রভু কহে, বিপ্র কাহে কর উপবাস।
কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ ॥
বিপ্র কহে, জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥

* শ্রীশৈল—নীলগিরির একটী শৃঙ্গ।

† কম্বুকোনম্‌নামক নগর তাঞ্জোরের উত্তরপূর্ব্বে স্থিত। পূর্ব্বকালে ইহারই নাম কামকোষ্ঠী ছিল।

‡ পূর্ব্বকালে এই দক্ষিণ মথুরা নগরী বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালিনী ও সংস্কৃত শিক্ষার আদর্শস্থল ছিল। তৎকালে পাণ্ডারাজগণ ইহার অধিপতি ছিলেন। ইহারই আধুনিক নাম মদুরা।

জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি ॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায় ॥
প্রভু কহে, এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার ॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদপুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥

১৬ শ্লোক।

তথাহি কূর্ম্মপুরাণে—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনং।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥

টীকা।—বহ্নিঃ অনলঃ সীতয়া আরাধিতঃ সেবিতঃ সন্‌ ছায়াসীতাং মায়াসীতাং অজীজনং। দশগ্রীবঃ দশস্কন্ধঃ তাং মায়াসীতাং জহার হৃতবান্‌। সীতা প্রকৃতসীতা তু বহ্নিপুরং বহ্নের্ধাম গতা। পরীক্ষাসময়ে দশাননবিনাশান্তে সীতায়াঃ পরীক্ষণসময়ে সা ছায়াসীতা বহ্নিং অগ্নিং বিবেশ। বহ্নিঃ অনলদেবস্তু তৎপুরস্তাৎ সীতাং প্রকৃতসীতাং সমানীয় অনীনয়ৎ রাঘবায় অর্পয়ামাস।

অনুবাদ।—সীতা দেবী বহ্নির উপাসনা করিলে বহ্নিদেব একটী মায়াসীতা প্রস্তুত করেন। দশানন সেই মায়াসীতাই হরণ করিল। সত্যসীতা অগ্নিলোকে

প্রস্থান করিলেন। রাবণবধান্তে পরীক্ষা-গ্রহণসময়ে ছায়াসীতা অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে অনলদেব নিজধাম হইতে প্রকৃত-সীতা আনয়ন করতঃ রামচন্দ্রকে সমর্পণ করিলেন।

বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥
প্রভুর বচনে বিপ্রের হৈল বিশ্বাস।
ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ॥
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেসন॥*
দুর্ব্বেসনে রঘুনাথে করি দরশন।
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিলা বন্দন॥
সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুস্তীর্থে স্নান।†
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম॥
বিপ্রসভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্মপুরাণ।
তার মধ্যে আইল পতিব্রতা-উপাখ্যান॥
মায়াসীতা নিল রাবণ শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে॥
পতিব্রতাশিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা শ্রীরামগেহিনী॥
রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা সীতা আবরণ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণ মারিল।
অগ্নিপরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল॥
তবে মায়া-সীতা অগ্নি করি অন্তর্দ্ধান।
সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান॥
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ॥
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল॥
নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল॥
পত্র লঞা পুন দক্ষিণ মথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে দিয়া দুঃখ খণ্ডাইলা॥
পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন॥
বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন॥
মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিলে সে দিনে
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইনু দর্শনে॥
এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি তারে কৃপা করি।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী আইলা গৌরহরি॥
তাঁহা আসি স্নান করি তাম্রপর্ণীতীরে।
নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে॥
চিয়ড়তালা তীর্থে দেখি শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিবদরশন॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগাড়ি তীর্থে আসি দেখে সীতাপতি॥
চামতাপুরে আসি দেখে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন॥
মলয়পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্যবন্দন।*
কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন॥

---

* প্রাচীনগণের মুখে শুনা গিয়াছে যে, ভিগে নদীই পূর্ব্বে কৃতমালা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই নদীর তীরেই দুর্ব্বেসননামক নগর সংস্থিত।

† পম্বেন্‌নামক যে প্রণালী ভারতবর্ষ ও রামেশ্বর দ্বীপকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে, তাহাই পূর্ব্বে ধনুস্তীর্থ বলিয়া কথিত হইত। লক্ষ্মণের ধনুর অগ্রদেশ দ্বারা সাগরবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইলেই এই তীর্থের উদ্ভব হয়। ঐ পম্বেন্‌ প্রণালী উত্তীর্ণ হইয়া রামেশ্বর দ্বীপে গমন করিতে হয়। সেতুবন্ধ তীর্থ ভিগে নদীর সমুদ্র-সঙ্গমস্থলে স্থিত।

* নীলগিরির দক্ষিণপ্রান্তে মলয়গিরি অবস্থিত।

আমলকীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি
মল্লার দেশেতে আইলা যাঁহা ভট্টমারী ॥*
তমাল-কার্ত্তিক দেখি আইলা বেতাপানী।
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী ॥
গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারী সহ তাঁর হৈল দরশন ॥
স্ত্রীধন দেখাঞা তার লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারী-ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥
আসিয়া কহিল সব ভট্টমারীগণে।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥
তুমিহ সন্ন্যাসী, দেখ আমিহ সন্ন্যাসী।
আমায় দুঃখ দেহ তুমি ন্যায় নাহি বাসি ॥†
শুনি সব ভট্টমারী উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইসে সব চারি দিশে ধাঞা ॥
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাতে হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারী পলায় চারিভিতে ॥
ভট্টমারী-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন ॥
সেই দিনে চলি আইলা পয়স্বিনীতীরে।‡
স্নান করি গেলা আদিকেশবমন্দিরে ॥
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি স্তুতি নৃত্য গীত বহুত করিলা ॥
প্রেম দেখি লোকের হইল মহা চমৎকার।
সর্ব্ব লোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার ॥
মহাভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠী হৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় তাঁহাই পাইল ॥
পুঁথী পাঞা প্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার ॥

* মালাবার উপকূলে মালাবার দেশ অবস্থিত; পূর্ব্বে উহাই মল্লার দেশ বলিয়া প্রথিত ছিল।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তোমাদিগের বিচার যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয় না।

‡ পাপনাশিনীর অপর নাম পয়স্বিনী।

সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতাসমান।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে অতি সার ॥
বহু যত্নে সেই পুঁথী নিল লেখাইয়া।
অনন্তপদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা ॥*
দিন দুই পদ্মনাভের করি দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন ॥
দিন দুই তাঁহা করি কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর-নারায়ণ ॥†
সিংহারিমঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে।‡
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে ॥¶
মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।
উড়ুপকৃষ্ণ দেখি হৈলা প্রেমোন্মাদী ॥§
নর্ত্তক গোপালকৃষ্ণ পরমমোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তার স্থানে ॥
গোপীচন্দন-ভিতর আছিলা ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য ঠাঞি কৃষ্ণ আইল কোনমতে ॥
মধ্বাচার্য্যে আনি তারে করিল স্থাপন।
অদ্যাপি তার সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ ॥‖

* মাধবাচার্য্য প্রথমতঃ যে স্থানে দীক্ষিত হন, সেই স্থানই অনন্তপদ্মনাভ নামে খ্যাত। অনন্তেশ্বরনামা শিবলিঙ্গ এই স্থানে বিরাজিত আছেন।

† মাধবাচার্য্য আটস্থানে আটটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, তন্মধ্যে একটী স্থান পয়োষ্ণী।

‡ সিংহারি—শৃঙ্গগিরির এক নাম সিংহারি। কোটিনদেশে তুঙ্গভদ্রাতীরে স্থিত। এই স্থানে শঙ্করাচার্য্য একটি চক্র নির্ম্মাণ করিয়া তৎসম্মুখে সরস্বতী স্থাপন করত একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধিই ভারতীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

¶ কৃষ্ণানদীর একটী বিস্তৃত শাখার নামই তুঙ্গভদ্রা। তুঙ্গ ও ভদ্রা এই দুইটী শাখার মিলনে উহার উৎপত্তি।

§ সাগরকূল হইতে প্রায় ২ ক্রোশ দূরে পয়স্বিনীনদীর তীরে উড়ুপিনামক দেবমন্দির। ইহাই মধ্বাচার্য্যের স্থান। ঐ স্থানে মধ্বাচার্য্য উড়ুপনাম্না কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

‖ কোন সময়ে জনৈক বণিকের একখানি অর্ণবপোত জলমগ্ন হয়, সেই অর্ণবপোতে গোপীচন্দনমৃত্তিকাভ্যন্তরে একটী কৃষ্ণবিগ্রহ ছিল জানিতে পারিয়া মধ্বাচার্য্য তাহা তুলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত পোত দ্বারকা হইতে মলয়বর দেশে যাইতেছিল।

কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুক্ষণ কৈল ॥
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদিজ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে ॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার ॥
তা সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তা সবা সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ ॥
তত্ত্ববাদী আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন ॥
সাধ্য সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥
আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠগমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্রনিরূপণ ॥
প্রভু কহে, শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবা পরম ফলের সাধন ॥

১৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।১৮)—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

১৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।২৪)—

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

টীকা।—বিষ্ণোঃ শ্রবণং গুণলীলা-নামাদিশ্রুতিঃ, কীর্ত্তনং, স্মরণং হৃদি চিন্তনং, পাদসেবনং, অর্চ্চনং পূজা, বন্দনং, নমস্কারঃ, দাস্যং কর্ম্মার্পণং, সখ্যং তদ্-বিশ্বাসাদি, আত্মনিবেদনং শরীরসমর্পণং, ইতি নবলক্ষণা ভক্তিঃ পুংসা জনেন চেৎ যদি ভগবতি অদ্ধা বিশ্বাসেন অর্পিতা সতী ক্রিয়েত অনুষ্ঠীয়েত, তৎ উত্তমং অধীতং মন্যে।

অনুবাদ।—ভগবানের নামলীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, মুহুর্মুহুঃ চিন্তন, তৎপরি-চর্য্যা, পূজা, নমস্কার, তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ, বিশ্বাস ও দেহার্পণ এই নব লক্ষণযুক্ত ভক্তি যদি ভগবানে অর্পণ করত অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে উহাই উৎকৃষ্ট অধ্যয়ন বলিয়া বিবেচনা করি।

শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ পুরুষার্থ সীমা ॥

১৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪০)—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরোগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥*

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে ॥

২০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১১।৩২)—

উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥†

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৬)—

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ ॥*

২২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৯)—

উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত
যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

টীকা।—যাবতা ন নির্ব্বিদ্যতে, বা কিংবা যাবৎ মৎকথাশ্রবণাদৌ শ্রদ্ধা মতির্ন জায়তে, তাবৎ পর্য্যন্তং নিত্যনৈমিত্তিকানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত।

অনুবাদ।—যাবৎ কর্ম্মফলে বিরক্তি না জন্মে এবং যাবৎ মৎকথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না হয়, তাবৎকালই নিত্যনৈমিত্তিকাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥†

২৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১)—

দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যম্—

সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥‡

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† ফল্গু—তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, অসার।

‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৪।৪৪)—

পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যম্—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥

টীকা।—যঃ এবম্প্রকারোঽসৌ নৃপঃ দুস্ত্যজান্ ক্ষিতি-সুত-স্বজনার্থদারান্ রাজ্য-পুত্র-বন্ধু-কলত্রাণি. সুরবরৈঃ ইন্দ্রাদ্যৈঃ প্রার্থ্যাং প্রার্থনীয়াং শ্রিয়ং সৌভাগ্যং সদয়াবলোকাং ন ঐচ্ছৎ, তৎ উচিতং; যস্মাৎ মধুদ্বিট্-সেবানুরক্তমনসাং মহতাং অভবঃ অপি মোক্ষোঽপি ফল্গুঃ তুচ্ছঃ ভবেৎ।

অনুবাদ।—সেই ভরতরাজা যে দুষ্পরিহার্য্য রাজ্য, ধন, বন্ধু, পুত্র, ভার্য্যা এবং সুরবাঞ্ছনীয়া ও তদীয় করুণাপ্রার্থিনী শ্রীকেও (সৌভাগ্যকেও) বাসনা করেন নাই, তাহা তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্যই হইয়াছে; কেননা ভগবৎসেবানুরাগী মহাত্মগণের পক্ষে মোক্ষও অতি তুচ্ছ।

২৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৭।২৮)—

শ্রীদুর্গাং প্রতি শ্রীশিববাক্যম্—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

টীকা।—নারায়ণপরাঃ ভগবন্নিষ্ঠাঃ সর্ব্বে লোকাঃ কুতশ্চন কস্যচিদপি সকাশাৎ ন বিভ্যতি। তে স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থ-দর্শিনঃ ভবন্তি।

অনুবাদ।—ভগবন্নিষ্ঠ লোকেরা কোন ব্যক্তি হইতেই ভীতিপ্রাপ্ত হয়েন না,

তাঁহারা কি স্বর্গ, কি মোক্ষ, কি নরক সমস্তেই তুল্য প্রয়োজন দেখেন।

কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন ॥
এইত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য সাধন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন ॥
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত ॥
আচার্য্য কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥
তথাপি মধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ।
প্রভু কহে, কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়।
সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয় ॥
এইমত তার ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থ তবে চলি আইলা গৌরহরি ॥
ত্রিতকূপ-বিশালার করি দরশন।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থ আইলা শচীর নন্দন ॥
গোকর্ণ-শিব দেখি আর্য্যা দ্বৈপায়নী।
শূর্পারক-তীর্থ আইলা ন্যাসিশিরোমণি ॥
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর ভগবতী।*
লাঙ্গা গণেশ দেখি চোরাভগবতী ॥
তথা হৈতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ ॥†
প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্ত্তন কীর্ত্তন।
প্রভুর প্রেম দেখি সবার চমৎকার মন ॥
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাঁহা এক শুভবার্ত্তা পাইল ॥
মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম ॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসিয়াছেন দেখিল তাঁহারে ॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ডপরণাম।
পুলকাশ্রু কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম ॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
উঠ উঠ শ্রীপাদ বলি বলিল বচন ॥
শ্রীপাদ ধরহ আমার গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ।
এত বলি প্রভুকে উঠাই কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি কবি দুঁহে করেন ক্রন্দন ॥
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দুঁহার ধৈর্য্য হৈল।
ঈশ্বর পুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল ॥
দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি দিনে।
এইমত গোঙাইল পাঁচ সাত দিনে ॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিলা জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপ নাম ॥
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা নদীয়া নগরী ॥
জগন্নাথমিশ্রঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল ॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তেঁহ যেন জগন্মাতা ॥
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসী ভোজনে ॥
তার এক পুত্র যোগ্য করিয়া সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তার অল্প বয়স ॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈলা।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিলা ॥
প্রভু কহে পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহ মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথমিশ্র মোর পূর্ব্বাশ্রমে পিতা ॥

* রত্নগিরি ও দক্ষিণকন্‌কানের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে কোলাপুর-নামক রাজ্য।

† আধুনিক পাণ্ডারপুরই পূর্ব্বে পাণ্ডুপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল; বোম্বাইয়ের অন্তর্গত শোলাপুরের অনতিদূরে ভীমানদীর তীরে স্থিত। এই স্থানে বিঠ্ঠল বা বিথলদেবের মন্দির আছে। বিঠ্ঠল-ভক্তেরা এই স্থানকে মহাতীর্থ বলে। ইহারা এক-প্রকার বৌদ্ধ।

এইমত দুই জনে ইষ্টগোষ্ঠী করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥
দিন চারি প্রভুকে তাহা রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথী স্নান করি বিঠ্ঠল দর্শন ॥*
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্ণা তীর।†
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতামন্দির ॥
ব্রাহ্মণসমাজ সব বৈষ্ণবচরিত।
বৈষ্ণবসকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥‡
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিল ॥
কর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে ॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহারত্নপ্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা ॥
তাপীস্নান করি আইলা মাহিষ্মতী পুরে।¶
নানাতীর্থ দেখে তাঁহা নর্ম্মদার তীরে ॥
ধনুতীর্থে দেখি কৈলা নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নানে।§
ঋষ্যমুখ পর্ব্বত আইলা দণ্ডক অরণ্যে ॥
সপ্ততাল বৃক্ষ তাঁহা কাননভিতর।
অতি বৃদ্ধ অতি স্থূল অতি উচ্চতর ॥
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল ॥
শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম অবতার ॥
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনে এক রাম ॥

প্রভু আসি কৈলা পম্পা সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥*
নাসিক ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।†
কুশাবর্ত্ত আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী ॥
সপ্তগোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।‡
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিঞা।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তারে উঠাইঞা ॥
দুই জন প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দুই জনার মন ॥
কতক্ষণে দুই জন সুস্থির হইয়া।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্রে বসিয়া ॥
তীর্থযাত্রাকথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা ॥
প্রভু কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষ্য দিলে ॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু সহ আস্বাদিল রাখিল লিখিয়া ॥
গোসাঞি আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল।
গোসাঞি দেখিতে লোক আইল সকল ॥
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥
রাত্রিকালে রায় পুন কৈল আগমন।
দুই জন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ ॥
দুই জনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রি দিনে।
পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে ॥
রামানন্দ কহে গোসাঞি তোমার আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিনু আমি বিনতি করিয়া ॥

* ভীমানদীর অপর নাম ভীমরথী।
† কৃষ্ণা নদীর অপর নাম কৃষ্ণবেণ্ণা।
‡ বিল্বমঙ্গলঠাকুরপ্রণীত গ্রন্থের নাম কৃষ্ণকর্ণামৃত।
¶ তাপ্তীনদীর নামান্তর তাপী। হাইদ্রাবাদের উত্তরপশ্চিম।
§ গোয়ালিয়রের অনতিদূরস্থ উজ্জয়িনীনগরীর নিকট যে কালীসিন্ধুনাম্নী নদী প্রবাহিতা, তাহাই পূর্ব্বে নির্ব্বিন্ধ্যা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা বিন্ধ্যগিরি হইতে নিঃসৃতা।

* বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণপ্রান্তে পম্পাসরোবর।
† সম্প্রতি আহাম্মদনগরের উত্তরপশ্চিম গোদাবরীর উৎপত্তি স্থানে নাসিকনগর অবস্থিত।
‡ বাণগঙ্গা, উর্দ্ধা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী, গোদাবরী,—গোদাবরীর এই সাতটী শাখা।

রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে।
চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে ॥
প্রভু কহে, এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন ॥
রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য কোলাহল ॥
দিন দশে ইহা সব করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে আসিতে আজ্ঞা দিঞা।
নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হঞা ॥
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু করিল গমন।
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ ॥
যাঁহা যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি ॥
আলালনাথ আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইলা।
নিত্যানন্দ আদি নিজ গণে বোলাইলা ॥
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা, আনন্দ থেহ নাহি পায় ॥
জগদানন্দ, দামোদর, পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ।
গোপীনাথাচার্য্য চলে আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ পাঞা ॥
প্রভু প্রেমাবেশে সবা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দে ক্রন্দন ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা ॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তারে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে ॥
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করেন ক্রন্দনে।
সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর দর্শনে ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল ॥
বহু নৃত্য, কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
পাণ্ডাপাল সব আইলা প্রসাদমালা লঞা ॥
মালাপ্রসাদ পাঞা তবে প্রভু স্থির হৈলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা ॥
কাশী মিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে।*
মান্য করি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥
জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা ॥
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈলা।
দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজগণ লঞা।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিল আসিয়া ॥
ভিক্ষা করাইঞা তাঁরে করাইলা শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদসম্বাহন ॥
প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁরে ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে ॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থযাত্রাকথা কহি কৈলা জাগরণ ॥
প্রভু কহে, এত তীর্থ কৈনু পর্য্যটন।
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিনু এক জন ॥
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে, এই লাগি মিলিতে কহিল ॥
তীর্থযাত্রাকথা এই হৈল সমাপন।
সঙ্ক্ষেপে কহিনু বিস্তার না যায় বর্ণন ॥
অনন্ত চৈতন্যকথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা, তার করি টানাটানি ॥
প্রভুর তীর্থযাত্রাকথা শুনে যেই জন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥
চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি ॥
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর ॥

* রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরুর নাম কাশীমিশ্র।

চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে তত পায় মহাধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
দক্ষিণদেশতীর্থভ্রমণং নাম নবমঃ
পরিচ্ছেদঃ॥ ৯॥

দশম পরিচ্ছেদ।

—০◇০—

১ শ্লোক।

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লানভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ॥

টীকা।—যঃ স্বস্য স্বকীয়স্য দর্শনামৃতৈঃ দর্শনরূপসুধাজলৈঃ বিচ্ছেদাবগ্রহম্লানভক্ত-শস্যানি অজীবয়ৎ জীবয়ামাস, তং গৌর-জলদং গৌরমেঘং অহং বন্দে প্রণমামি।

অনুবাদ।—যিনি স্বীয় দর্শনরূপ সুধা-সেচন দ্বারা বিচ্ছেদতাপিত ভক্তরূপ শস্য-সমূহের জীবন দান করেন, সেই গৌরচন্দ্র-রূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইলা
সার্ব্বভৌমে॥*

বসিতে আসন দিল করি নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাহারে॥
শুনিনু তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তেঁহ মহাকৃপাময়॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥
ভট্ট কহে, যে শুনিলে সেই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয়॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তিঁহো রহয়ে নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করে তিঁহো রাজ দরশনে॥
তথাপি প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন।
সম্প্রতি করিলা তিঁহো দক্ষিণ গমন॥
রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা।
ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।১০)—

বিদুরং প্রতি শ্রীযুধিষ্ঠিরবাক্যম্—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥*

বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।
তিঁহো জীব নহে হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
রাজা কহে তাঁরে তুমি যাইতে কেন দিলে।
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেন না রাখিলে॥
ভট্টাচার্য্য কহে তিঁহ ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তেঁহ নহে পরতন্ত্র॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিতে নারিল॥
রাজা কহে, ভট্ট তুমি বিজ্ঞশিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তাতো সত্য মানি॥

---

* গঙ্গাবংশের শেষ রাজার নাম প্রতাপরুদ্র। ইনি প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, পরে পরমবৈষ্ণব হইয়া বৌদ্ধগণকে সধর্ম্মে উৎকলরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করেন। যাজপুরের বরাহ-জীর মন্দির এই রাজার প্রতিষ্ঠিত।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুনরপি ইঁহা তাঁর হবে আগমন।
একবার দেখি করি সফল নয়ন ॥
ভট্টাচার্য্য কহে, তিঁহ আসিবে অল্পকালে।
রহিতে তাঁরে এক স্থান চাহিয়ে বিরলে ॥
ঠাকুরের নিকট হবে, হইব নির্জ্জনে।
ঐছে নির্ণয় করি দেহ এক স্থানে ॥
রাজা কহে ঐছে কাশীমিশ্রের সদন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন ॥
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিঞা ॥
কাশীমিশ্র কহে, আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান ॥
এইমত পুরুষোত্তমবাসী যত জন।
প্রভুরে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন ॥
সব লোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িলা
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে তবহিঁ আইলা ॥
শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন।
সবে মিলি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন ॥
প্রভু সহ আমা সবার করাহ মিলন।
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্যচরণ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে কালি কাশীমিশ্রঘরে।
প্রভু যাইবেন, তাঁহা মিলাইব সবারে ॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সঙ্গে।
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিলা সেবকগণ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥
দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে ॥
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে ॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥

সুখী হৈলা প্রভু দেখি বাসার সংস্থান।
যেই বাসা হয় প্রভুর সর্ব্বসমাধান ॥
সার্ব্বভৌম কহে, প্রভু তোমার যোগ্য বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর এই মিশ্রের আশা ॥
প্রভু কহে, এই দেহ তোমা সবাকার।
যেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার ॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসি।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী ॥
এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হঞা আছে তোমা মিলিবারে ॥
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘে হাহাকার।
তৈছে এই সব, সবা কর অঙ্গীকার ॥
জগন্নাথ-সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবন ॥
কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্রধারী।
শিখিমাহাতী এই লিখন অধিকারী ॥
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইঁহ বৈষ্ণবপ্রধান।
জগন্নাথ মহাসোআর ইঁহ দাস নাম ॥
মুরারিমাহাতী শিখিমাহাতীর ভাই।
তোমার চরণ বিনা অন্য গতি নাই ॥
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইঁহ ধ্যায় তোমার চরণ ॥
প্রহররাজ মহাপাত্র ইঁহ মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি ॥
এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্ত ভাবে ভজে সবে তোমার চরণ ॥
তবে সবে পায়ে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
সবা আলিঙ্গন প্রভু প্রসাদ করিঞা ॥
হেন কালে আইলা তাঁহা ভবানন্দ রায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥
সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইঁহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দবিবরণ ॥

রামানন্দ হেন রত্ন যাহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না যায়॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি॥
রায় কহে, আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বরলক্ষণ॥
নিজগৃহে বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে।
আত্ম সমর্পিনু আমি তোমার চরণে॥
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে॥
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে।
প্রভু কহে, কি সঙ্কোচ, নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর॥
দিন পাঁচ সাত ভিতরে আনিব রামানন্দ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর পুত্রসব শিরে ধরিল চরণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ পট্টনায়ক নিকটে রাখিল॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল।
তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাসে বোলাইল॥
প্রভু কহে ভট্ট শুন ইহার চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইঁহ আমার সহিত॥
ভট্টমারী হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টমারী হৈতে ইঁহায় আনিল উদ্ধারিয়া॥
এবে আমি ইঁহা আনি করিনু বিদায়।
যাঁহা তাঁহা যাহ আমা সনে নাহি দায়॥
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।
চারি জনে যুক্তি তবে করিল অন্তর॥
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে কহিব যাই প্রভুর আগমন॥

অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আসিবে শুনি প্রভুর আগমন॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তারে রাখিল আশ্বাস করিয়া॥
আর দিন প্রভু-ঠাঁই কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ গৌড় দেশ পাঠাই এক জন।
তোমার দক্ষিণগমন শুনি শচী আই।
অদ্বৈতাদি বৈষ্ণব আছেন দুঃখ পাই॥
এক জন যাই কহে শুভ সমাচার।
প্রভু কহে কর সেই যে ইচ্ছা তোমার॥
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল॥
বৈষ্ণব সবারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল॥
তবে গৌড়দেশ আইলা কালাকৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপ গেলা তিঁহ শচী আই পাশ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু কহে সমাচার॥
শুনি আনন্দিত হৈল শচী মাতার মন।
শ্রীনিবাস আদি আর যত ভক্তগণ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত আচার্য্যগৃহে গেলা কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্যে প্রসাদ দিয়া কৈল নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার॥
শুনিয়া আচার্য্য গোসাঞি পরমানন্দ হৈলা।
প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্য গীত কৈলা॥
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ॥
আচার্য্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর॥
রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য্যনন্দন।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
সবে মিলি আইলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ॥

আচার্য্যের কৈল সবে চরণ বন্দন।
আচার্য্য-গোসাঞি কৈল সবা আলিঙ্গন ॥
দুই তিন দিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচল যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল ॥
সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লঞা ॥
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীনগ্রামবাসী।
সত্যরাজ, রামানন্দ মিলিলা তাঁহা আসি ॥
মুকুন্দ, নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে ॥
সেই কালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী।
গঙ্গা তীরে তীরে আইলা নদীয়া নগরী ॥
আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান ॥
প্রভু আগমন তিঁহ তাঁহাই শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল ॥
প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকর নাম।
তাঁরে লঞা নীলাচল করিল পয়াণ ॥
সত্বরে আসিয়া তিঁহ মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইঞা তাঁহারে ॥
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণবন্দন।
তিঁহ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন ॥
প্রভু কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি আশ্রয় ॥
পুরী কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি ॥
গৌড় হৈতে আইলাম নীলাচল পুরী ॥
দক্ষিণ হইতে শুনি তোমার আগমন।
শচীর আনন্দ হৈল, যত ভক্তগণ ॥
সবেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তা সবার বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে ॥
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর ॥

আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মরসের সাগর ॥
পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তিঁহ প্রভুর চরণে ॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর, আজ্ঞা দিলা তাঁরে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥
পরম বিরক্ত তিঁহ পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণচরিত ॥
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এইত কারণ।
উন্মাদে করিলা তিঁহ সন্ন্যাস গ্রহণ ॥
সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্র-ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ ॥
গুরু ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে।
রাত্রি দিন কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দ-বিহ্বলে ॥
পাণ্ডিত্যের অবধি, কথা নাহি কার সনে।
নির্জ্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে ॥
কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে ॥
ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ সেই, আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, করায় প্রভুকে শ্রবণ ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদরসম আর নাহি মহামতি ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম ॥
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

৩। শ্লোক।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।১৫)—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া
রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া
মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া শ্রীচৈতন্য-
দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

টীকা।—হে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রদয়ানিধে! তব দয়া অমন্দোদয়া কল্যাণপ্রকাশিনী ভূয়াৎ। কিম্ভূতা দয়া?—হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া হেলয়া উদ্ধূলিতং উন্মূলিতং খেদং যাতি প্রাপ্নোতি লোকো যয়া সা; বিশদয়া বিশদং যাতি যয়া সা; প্রোন্মীলদামোদয়া প্রকৃষ্টেন উন্মীলন্তং আমোদং যাতি যয়া সা; শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া শাম্যন্তং প্রশমিতং শাস্ত্রাণাং বিবাদং তর্কং যাতি যয়া সা; রসদয়া রসং দয়তে যা সা; চিত্তার্পিতোন্মাদয়া চিত্তে অর্পিতং উন্মাদং যাতি যয়া সা; শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া শশ্বৎ সর্ব্বদা ভক্তি-বিনোদং যাতি যয়া সা; সমদয়া সমং দয়তে যা সা; মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া মাধুর্য্যাণাং মর্য্যাদাং যাতি যা সা।

অনুবাদ।—হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্যদেব! ভবদীয় যে দয়াতে অবহেলে লোকের দুঃখ বিদূরিত হইয়া মন বিমল হয় ও প্রেমানন্দ স্ফূর্ত্তি পায়, যৎপ্রভাবে শাস্ত্রতর্ক প্রশমিত হয়, যাহা চিত্তক্ষেত্রে রসের উদ্রেক করিয়া গাঢ় মত্ততা জন্মায়, যাহা হইতে সর্ব্বদা ভক্তিসুখ ও সর্ব্বত্র সমদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাহা সমস্ত মাধুর্য্যের চরমোৎ-কর্ষ লাভ করিয়াছে, আপনি করুণা করিয়া আমাদিগের মঙ্গলার্থ সেই দয়া প্রকাশিত করুন্।

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জন প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন॥
কতক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা॥
তুমি যে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিনু।
ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইনু॥
স্বরূপ কহে প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু করিনু প্রমাদ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমলেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্য দেশ।
মুঞি তোমা ছাড়িনু তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥
তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন।
নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম আলিঙ্গন॥
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্ব্বভৌম।
সবা সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন॥
পরমানন্দপুরীর কৈল চরণবন্দন।
পুরী গোসাঞি তারে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু দিলা তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর।
পরিচর্য্যা লাগি এক কিঙ্কর॥
আর দিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ সঙ্গে।
বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথারঙ্গে॥
হেন কালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয়বচন॥
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম।
পুরী গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান।
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্যনিকট রহি সেবা যাই তারে॥
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইয়া॥

গোসাঞি কহে পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে॥
এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা।
পুরী গোসাঞি শূদ্র সেবক কাহাতে রাখিলা॥
প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥
স্নেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে॥
এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ বন্দন॥
প্রভু কহে, ভট্টাচার্য্য করহ বিচার॥
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার॥
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন কি করি উপায়॥
ভট্টাচার্য্য কহে, গুরু-আজ্ঞা বলবান্।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিব শাস্ত্র পরমাণ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি রঘুবংশে সীতাবনবাসপ্রসঙ্গে (৪৬)—

স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ,
পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং
তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া॥

টীকা।—ভার্গবেণ ভৃগুরামেণ পিতুর্জমদগ্নেঃ নিয়োগাৎ মাতরি দ্বিষদ্বৎ অরিবৎ প্রহৃতং; শুশ্রুবান্ সন্ তদ্ধেতোঃ অগ্রজশাসনং সীতাবনবাসদানরূপাং রামাজ্ঞাং প্রত্যগ্রহীৎ স্বীকৃতবান্। হি যতঃ গুরূণাং আজ্ঞা অবিচারণীয়া।

অনুবাদ।—ভৃগুরাম পিতার আদেশানুসারে শত্রুবৎ মাতা রেণুকার মস্তকচ্ছেদ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অগ্রজ রামচন্দ্রের সীতাবনবাসাজ্ঞা রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন; কেননা, গুরুর আদেশের দোষগুণ বিচার করা উচিত নহে।

তবে মহাপ্রভু তারে করি অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গসেবা দিল অধিকার॥
প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি সবে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান॥
ছোট বড় কীর্ত্তনিয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ॥
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন॥
আর দিন মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভুস্থানে।
ব্রহ্মানন্দ ভারতী আইলা তোমার দর্শনে॥
আজ্ঞা দেহ যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে, গুরু তিঁহ যাব তাঁর ঠাঞি॥
এত বলি মহাপ্রভু সব ভক্ত সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগে॥
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হৈল অন্তর॥
দেখিয়াও ছদ্ম কৈল যেন দেখি নাই।
মুকুন্দেরে পুছে কোথায় ভারতী গোসাঞি॥
মুকুন্দ কহে, এই দেখ আগে বিদ্যমান।
প্রভু কহে তিঁহ নহে তুমি আগেয়ান॥
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম॥
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে।
মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় ইহারে॥

ভাল কহে চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি ॥
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর ॥
চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ বন্দন ॥
ভারতী কহে, তোমার আচার লোক্ শিখাইতে।
পুন না করিবে নতি ভয় পাই চিতে ॥
সম্প্রতি দুই ব্রহ্ম ইঁহা চলাচল।
জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম, তুমিত সচল ॥
তুমি গৌরবর্ণ তিঁহ শ্যামলবরণ ॥
দুই ব্রহ্মে কৈল সব জগত তারণ ॥
প্রভু কহে, সত্য কহ তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে ॥
ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসিয়াছে অচল ॥
ভারতী কহে, সার্ব্বভৌম মধ্যস্থ হইয়া।
ইঁহা সহ আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া ॥
ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি।
জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি ॥
চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত কারণ ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি মহাভারতে দানধর্ম্মে সহস্রনামস্তোত্রে ১৪৯ সর্গে—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥*

এই সব নামের ইঁহ হয় নিজাস্পদ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর শ্রীভুজে অঙ্গদ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে, ভারতী দেখি তোমার জয়।
প্রভু কহে, যেই কহ সেই সত্য হয় ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুরু শিষ্য ন্যায়ে সত্য শিষ্য পরাজয়।
ভারতী কহে, এহো নহে অন্য হেতু হয় ॥
ভক্ত ঠাঁই তুমি হার এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥
আজন্ম করিনু আমি নিরাকার ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর বিদ্যমান ॥
কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ ॥
বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার।
ইহা দেখি সেই দশা হইল আমার ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রথমশান্তভক্তিলহর্য্যাং ২০ অঙ্কে—
তথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।২৬)—

বিল্বমঙ্গলবাক্যম্—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥

টীকা।—অদ্বৈতবীথীপথিকৈঃ উপাস্যাঃ উপাসকাঃ, স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ ব্রহ্মানন্দ-সিংহাসনপ্রাপ্তদীক্ষাঃ বয়ং কেনাপি শঠেন গোপবধূবিটেন নন্দসুতেন হঠেন বলেন দাসীকৃতাঃ।

অনুবাদ।—আমরা ব্রহ্মানন্দবিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়া অদ্বৈতপথের পথিকগণের সহিত উপাসনায় নিযুক্ত ছিলাম; হঠাৎ কোন্ স্থান হইতে এক শঠ লম্পট আগমনপূর্ব্বক গোপবধূগণের ন্যায় সবলে আমাদিগকে বশীভূত করিল।

প্রভু কহে, কৃষ্ণ তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরয় ॥

ভট্টাচার্য্য কহে, দুঁহার সুসত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার॥
প্রভু কহে, বিষ্ণু বিষ্ণু! কি কহ সার্ব্বভৌম।
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ॥
এত বলি ভারতী লঞা নিজবাসা আইলা।
ভারতী গোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য।
প্রভুপাশে রহিলা দুঁহে ছাড়ি অন্য কার্য্য॥
কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিল নিজ স্থানে॥
প্রভুরে করান্ লঞা ঈশ্বর দর্শন।
আগে লোকভিড় সব করে নিবারণ॥
যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত তাঁহা তাঁহা হয়॥
সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সবারে রাখিলা নিজ স্থানে
এই ত কহিনু প্রভুর বৈষ্ণবমিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
বৈষ্ণবমিলনং নাম নবমঃ
পরিচ্ছেদঃ॥ ৯॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নম্॥

টীকা।—গৌরচন্দ্রঃ নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ বিবিধভাব-ভূষিতবিগ্রহঃ সন্, শ্রীজগন্নাথ-গেহে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে ভক্তৈঃ সহ অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং নৃত্যং কুর্ব্বন্ সন্ স্বধাম্না বিশ্বং জগৎ প্রেমবন্যানিমগ্নং চক্রে।

অনুবাদ।—গৌরচন্দ্র বিবিধ ভাব-বিভূষণে সমলঙ্কৃত হইয়া ভক্তবর্গ সমভি-ব্যাহারে জগন্নাথমন্দিরে অতীব উদ্ধত নৃত্য করত স্বীয় মহিমায় অখিল বিশ্ব প্রেমবন্যা-নিমগ্ন করিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে।
অভয়দান দেহ তবে করি নিবেদনে॥
প্রভু কহে, কহ তুমি কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হইলে নয়॥
সার্ব্বভৌম কহে, এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্যবচন॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।২৭)—

সার্ব্বভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্যদেববাক্যম্—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

টীকা।—নিষ্কিঞ্চনস্য সর্ব্বত্যাগিনঃ পরং কেবলং ভবসাগরস্য সংসারসমুদ্রস্য পারং জিগমিষোঃ ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য বিষয়িণাং অথ অথবা যোষিতাঞ্চ সন্দর্শনং হা হন্ত হন্ত খেদে নিন্দায়াঞ্চ, বিষভক্ষণতঃ বিষসেবনাৎ অপি অসাধু নিন্দিতং মন্যতে।

অনুবাদ।—যে সকল ব্যক্তি সমস্ত বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল সংসারসমুদ্রের পারে গমনার্থ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ জনে উন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বিষয়-ভোগীর দর্শন বা নারীদর্শন বিষসেবন হই-তেও নিন্দিত।

সার্ব্বভৌম কহে, সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথসেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম॥
প্রভু কহে, তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারীস্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।২৮)—

সার্ব্বভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্যদেববাক্যম্—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্ম্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥

টীকা।—স্ত্রীণামপি, তথা বিষয়িণাং বিষয়ভোগিনাং আকারাদপি আলেখ্যাদপি ভেতব্যম্। তত্র দৃষ্টান্তঃ যথা—অহেভুর্জঙ্গাৎ, তথা তস্য ভুজঙ্গস্য আকৃতেঃ মনসঃ ক্ষোভঃ স্যাৎ॥

অনুবাদ।—ভুজঙ্গ দর্শনে চিত্তে যেরূপ ভীতিসঞ্চার হয়, তদ্রূপ ভুজঙ্গের কৃত্রিম মূর্ত্তি দেখিলেও ভয় জন্মে; সেইরূপ স্ত্রীগণের এবং বিষয়ভোগিগণের চিত্রপট দেখিলেও ভয় হওয়া উচিত।

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুন যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
হেন কালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা॥
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি সঙ্গে।*
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে॥
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন॥
রায় সনে প্রভুর দেখি স্নেহব্যবহার।
সব ভক্তগণমনে হৈল চমৎকার॥
রায় কহে, তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল॥
আমি কহিনু আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্যচরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয়॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈলা।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈলা॥
তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশ।
মোর হাতে ধরি কহে পীরিতি বিশেষ॥
তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাহ সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ॥
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে॥
পরম কৃপালু তিঁহ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবে দরশন॥

* গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণের উপাধি গজপতি।

যে তাঁর প্রেম আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে ॥
প্রভু কহেন, তুমি কৃষ্ণভকতপ্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্ ॥
তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিব অঙ্গীকার ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে সপ্তমাঙ্কধৃত আদিপুরাণে—

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ
ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে
মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

টীকা।—হে পার্থ! যে জনাঃ মে ভক্তজনাঃ মদ্ভক্তপরায়ণাঃ, তে জনাঃ মে মম ভক্তাশ্চ ন; যে জনাঃ মদ্ভক্তানাঞ্চ ভক্তাঃ, তে জনাঃ মে মম ভক্ততমাঃ মতাঃ অভিহিতাঃ।

অনুবাদ।—হে পার্থ! যে সকল ব্যক্তি কেবলমাত্র আমার প্রতি ভক্তি করেন, কিন্তু মদীয় ভক্তগণের প্রতি ভক্তি করেন না, তাঁহারা সর্ব্বথা মদীয় ভক্ত বলিয়া পরিগণিত নহেন; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি মদীয় ভক্তগণেরও প্রতি ভক্তিমান্, তাঁহারাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া অভিহিত।

৫ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পঞ্চমাঙ্কে পদ্মপুরাণীয়ং উত্তরখণ্ডবচনম্—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥

টীকা।—হে দেবি! গিরিজে! সর্ব্বেষাং সুরাণাং আরাধনানাং মধ্যে বিষ্ণোরারাধনং পরং, তস্মাৎ তদীয়ানাং সমর্চ্চনং পূজনং পরতরং স্যাৎ।

অনুবাদ।—হে দেবি পার্ব্বতি! সত্যস্বরূপ বিষ্ণুর আরাধনাই নিখিল দেবগণের আরাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তদপেক্ষা আবার তদীয় ভক্তবর্গের পূজা শ্রেষ্ঠতর জানিবে।

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।১৯)—

উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু সম্মতিঃ।
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা সদ্গুণৈরলম্ ॥

টীকা।—হে অঙ্গ উদ্ধব! (পরিচর্য্যায়াং আদরঃ আস্থা, সর্ব্বাঙ্গৈঃ করণৈঃ অভিবন্দনং); তথা মদর্থেষু মনসঃ চেষ্টা, বচসা চ, তথা সদ্গুণৈঃ ময়ি অর্পণং কর্ম্মসমর্পণং চ, তথা সর্ব্বকামবিসর্জ্জনং অলং ব্যর্থং; সর্ব্বভূতেষু মদ্ভক্তপূজা অভ্যধিকা স্যাৎ, ইতি মম সম্মতিঃ।

অনুবাদ।—হে উদ্ধব! মদীয় সেবায় আস্থা, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, মদ্বিষয়ে মনের ও বাক্যের চেষ্টা, আমাতে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ, যাবতীয় বাসনাত্যাগ সমস্তই বৃথা। মদীয় ভক্তগণের পূজাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উহাই আমার অনুমোদিত।

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (৩।৭।২০)—

মৈত্রেয়ং প্রতি বিদুরবাক্যম্—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥

টীকা।—বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু ভগবদ্ভক্তেষু সেবা পূজা অল্পতপসঃ জনস্য হি নিশ্চিতং দুরাপা দুর্ল্লভা, যত্র ভক্তেষু দেবদেবঃ জনার্দ্দনঃ নিত্যং নিরন্তরং উপগীয়তে।

অনুবাদ।—ভগবদ্ভক্তেরা বৈকুণ্ঠলাভের পথস্বরূপ; তাঁহারা নিরন্তর দেবদেব জনার্দ্দনের গুণগান করেন; তাঁহাদিগের আরাধনা স্বল্পতপাঃ ব্যক্তির পক্ষে দুরাপ।

পুরী, ভারতী, গোসাঞি, স্বরূপ, নিত্যানন্দ।
চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণাভিবন্দ॥
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
যথাযোগ্য সব ভক্তে করিলা মিলন॥
প্রভু কহে, রায় দেখিলে কমললোচন।
রায় কহে, এবে যাই পাব দরশন॥
প্রভু কহে, রায় তুমি কি কর্ম্ম করিলা।
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেনে আইলা॥
রায় কহে, চরণ রথ, হৃদয় সারথি।
যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব রথী॥
আমি কি করিব মন ইঁহা লঞা আইল।
জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈল॥
প্রভু কহে, যাহ শীঘ্র কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্বমিলন॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে।
রায়ের প্রেমভক্তিরীতি বুঝে কোন্ জনে॥
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইল।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাহারে পুছিল॥
মোর লাগি প্রভুপদে কৈল নিবেদন।
সার্ব্বভৌম কহে, কৈল অনেক যতন॥
তথাপি না করে তিঁহ রাজদরশন।
ক্ষেত্র ছাড়ে পুন যদি করি নিবেদন॥
শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিল।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥

পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
শুনি জগাই মাধাই তিঁহ করিলা উদ্ধার॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগত উদ্ধার।
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।৩৩)—

সার্ব্বভৌমং প্রতি প্রতাপরুদ্রবাক্যম্—

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জ্জ্যং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ॥

টীকা।—সঃ গৌরঃ অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্ সংবীক্ষতে, তথাপি হন্ত খেদে মাং প্রতাপরুদ্রং নো পশ্যতি। সঃ দেবঃ মদেকবর্জ্জ্যং অখিলান্ কৃপয়িষ্যতি, ইতি নির্ণীয় কিং অবততার অবতীর্ণোঽভূৎ?

অনুবাদ।—হায়! সেই গৌরচন্দ্র দর্শনের অযোগ্য নীচজাতিকেও দর্শন প্রদান করিতেছেন, তথাপি আমাকে দর্শন দিলেন না। সেই প্রভু কি কেবলমাত্র আমাকে বিসর্জ্জন করত অন্যান্য সকলের প্রতি করুণা করিবেন বলিয়া অবতার গ্রহণ করিয়াছেন?

তাঁর প্রতিজ্ঞা, না করিব রাজদরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা, তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ, সব অকারণ॥
এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত॥
ভট্টাচার্য্য কহে, দেব! না কর বিষাদ।
তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য প্রসাদ॥

তেঁহ প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবে কৃপা তোমার উপর ॥
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় করি তুমি দেখিবে প্রভুর পায় ॥
রথযাত্রাদিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা।
রথ-আগে নৃত্য করেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ।
সেই কালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ ॥
কৃষ্ণরাসপঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।
একলে গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সে কালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি ॥
রামানন্দরায় আজি তোমার প্রেম গুণ।
প্রভু-আগে কহিল তাতে ফিরিয়াছে মন ॥
শুনি গজপতিমনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥
স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে, তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে হৈল মহাদুখ ॥
গোপীভাবে প্রভু বিরহে বিহ্বল হইয়া।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া ॥
পাছে ভক্তগণ গেলা প্রভুর চরণে।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে কৈল নিবেদনে ॥
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।
প্রভু আইলা রাজার ঠাঞি কহিলা আসিঞা ॥
হেন কালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য।
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কহে শুন ভট্টাচার্য্য ॥
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিয়াছে দুই শত।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত ॥
নরেন্দ্র আসিয়া সবে হৈলা বিদ্যমান।
তাঁ সবার চাহি বাস' প্রসাদ সমাধান ॥

রাজা কহে, পড়িছারে আমি আজ্ঞা করিব।
বাসা-আদি যে চাহি পড়িছা সব দিব ॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য একে একে দেখাহ আমাতে ॥
ভট্ট কহে, অট্টালিকা কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সবাকে করাবে দর্শন ॥
আমি কারে না চিনি চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য্য সবার করাবে পরিচয় ॥
এত কহি তিন জন অট্টালী চড়িলা।
হেন কালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইলা ॥
দামোদর, স্বরূপ, গোবিন্দ তিন জন।
মালা প্রসাদ লঞা যায় যাঁহা বৈষ্ণবগণ ॥
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দুঁহারে।
রাজা কহে, দুই কোন্ চিনাহ আমারে ॥
ভট্টাচার্য্য কহে, এই স্বরূপ দামোদর।
মহাপ্রভুর ইঁহ হয় দ্বিতীয় কলেবর ॥
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য ইঁহা সবা দিয়া।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া ॥
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা তাঁরে দিল ॥*
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তারে না চিনেন আচার্য্য পুছিলা দামোদরে ॥
দামোদর কহেন, ইঁহার গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান্ ॥
প্রভুসেবা করিতে ইঁহারে পুরী আজ্ঞা দিলা।
অতএব প্রভু ইঁহাকে নিকটে রাখিলা ॥
রাজা কহে, যারে মালা দিল দুই জন।
আশ্চর্য্য তেজ এই বড় মহান্ত কোন্ জন ॥
আচার্য্য কহে, ইঁহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র সর্ব্বশিরোধার্য্য ॥

* "গোবিন্দ" শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অপরিচিত ব্যক্তি, রিক্তহস্তে তাদৃশ মহৎদর্শন নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ প্রথম দর্শনার্থ মালা ভেট দিয়া শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর সন্দর্শন করিলেন, ইহাই গোবিন্দ দ্বারা দ্বিতীয় মালা প্রেরণের হেতু।

শ্রীবাস পণ্ডিত ইঁহ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইঁহ পণ্ডিত গদাধর॥
আচার্য্যরত্ন ইঁহ আচার্য্য পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইঁহ পণ্ডিত শঙ্কর॥
এই মুরারিগুপ্ত, এই পণ্ডিত নারায়ণ।
হরিদাস ঠাকুর এই ভুবনপাবন॥
এই হরিভট্ট, এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ॥
গোবিন্দ, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
তিন ভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ॥
রাঘব পণ্ডিত এই আচার্য্যনন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ॥
শুক্লাম্বর এই, এই শ্রীধর বিজয়।
বল্লভসেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয়॥
কুলীনগ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান্।
রামানন্দ আদি এই দেখ বিদ্যমান॥
মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥*
কতেক কহিব এই দেখ যত জন।
শ্রীচৈতন্যগণ সব চৈতন্যজীবন॥
রাজা কহে, দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটি-সূর্য্য-সম সবার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥
ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই নামসঙ্কীর্ত্তন॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁর করে আরাধন।
সেই ত সুমেধা, আর কলিহত জন॥

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥*

রাজা কহে, শাস্ত্রপ্রমাণ চৈতন্য হয় কৃষ্ণ।
তবে কেন পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ॥
ভট্ট কহে, তাঁর কৃপা-লেশ হয় যারে।
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লৈতে পারে॥
তাঁর কৃপা নাহি যারে পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলে তারে ঈশ্বর না মানে॥

১০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৮)—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥†

রাজা কহে, সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসায় আগে চলিলা ধাইয়া॥
ভট্ট কহে, এই স্বাভাবিক প্রেম-রীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত চিত॥
আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে আগে লঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিব আসিয়া॥
রাজা কহে, ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লঞা সঙ্গে জন পাঁচ সাত॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ॥
ভট্ট কহে, ভক্তগণ আইল জানিয়া।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাঁহা লইয়া॥
রাজা কহে, উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান
তাহা না করিয়া কেনে খাব অন্ন পান॥

* চিরঞ্জীব সুলোচন প্রভৃতি ভক্তবর্গের পরিচয় আদিলীলার ১০ম পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভট্ট কহে, তুমি কহ সেই বিধি ধর্ম্ম।
এই রাগমার্গের আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রসাদ ভক্ষণ ॥
তাঁহা উপবাস যাঁহা নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু আজ্ঞা প্রসাদত্যাগ হয় অপরাধ ॥
বিশেষ শ্রীহস্তে প্রভু করিবে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কোন্ করে উপোষণ ॥
পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল ॥
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদলোক ধর্ম্ম ॥

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২৯।৪৩)—

যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরি-
নিষ্ঠিতাম্ ॥

টীকা।—আত্মভাবিতঃ মনসি চিন্তিতঃ সন্ ভগবান্ যদা যস্য অনুগৃহ্লাতি, তদৈব সঃ লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং মতিং জহাতি।

অনুবাদ।—যৎকালে ভক্ত ব্যক্তি নিজ আত্মাতে ভগবান্‌কে চিন্তা করত তদীয় অনুগ্রহ লাভ করেন, তখন লোকব্যবহারে ও কর্ম্মকাণ্ডে নিষ্ঠাবুদ্ধি পরিত্যক্ত হয়।

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে আইলা।
কাশীমিশ্র পড়িছা পাত্র দুঁহা বোলাইলা ॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে।
প্রভুস্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে ॥
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইল যেন নহে বাদ ॥
প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দুঁহে সাবধান হৈয়া।
আজ্ঞা নহে তাহা করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া ॥

এত বলি বিদায় দিল সেই দুই জনে।
সার্ব্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণবমিলনে ॥
গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দূরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন ॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্রগৃহ-পথে করিলা গমন ॥
হেন কালে মহাপ্রভু নিজগণ সঙ্গে।
বৈষ্ণব মিলিয়া আসি পথে মহারঙ্গে ॥
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ॥
প্রেমানন্দে হৈল দুঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
প্রত্যেকে করিলা প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ॥
একে একে সব ভক্তে কৈল সম্ভাষণ।
সবা লৈয়া অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাঁহা হৈল পরিমাণ ॥
আপন নিকটে প্রভু সবা বসাইল।
আপনে শ্রীহস্তে সবায় মালা চন্দন দিল ॥
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য আইলা প্রভু-স্থানে ॥
যথাযোগ্য মিলন করিল সবাসনে ॥
অদ্বৈতেরে প্রভু কহে বিনয়বচনে।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে।
অদ্বৈত কহে, ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময় ॥
তথাপি ভক্ত সঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস।
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥
বাসুদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হৈয়া।*
তারে কিছু কহে তার অঙ্গে হস্ত দিয়া ॥
যদ্যপি মুকুন্দ আমার সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে

* মুকুন্দদত্তের অগ্রজ বাসুদেব।

বাসু কহে, মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ।
তোমার চরণপ্রাপ্তি সেই পুনর্জ্জন্ম ॥
ছোট হৈয়া মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ ॥
পুন প্রভু কহে, আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে ॥
স্বরূপের ঠাঞি আছে লহ লেখাইয়া।
বাসুদেব আনন্দ হৈলা পুস্তক পাইয়া ॥
প্রত্যেকে সকল বৈষ্ণব লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল ॥
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত।
তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত ॥
শ্রীবাস কহেন, কেনে কহ বিপরীত।
কৃপা মূল্যে চারি ভাই তোমার মূল্যক্রীত ॥
শঙ্কর দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।*
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥
শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর।
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর ॥
দামোদর কহে, শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥
শিবানন্দে কহে প্রভু তোমার আমাতে।†
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে ॥
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥

১২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ম অঙ্কে—

নিমজ্জতোঽনন্তভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥

টীকা।— হে অনন্ত! ভবার্ণবান্তঃ সংসারসাগরমধ্যে চিরায় চিরকালং ব্যাপ্য নিমজ্জতঃ নিপাতিতস্য মে মম সম্বন্ধে লব্ধঃ ত্বমেব কূলমিব অসি। হে ভগবন্! ইদানীং দয়ায়াঃ ইদং অনুত্তমং নীচং পাত্রং ত্বয়াপি লব্ধম্।

অনুবাদ।—হে অনন্ত! বহুদিনাবধি আমি সংসারসাগরে নিমগ্ন ছিলাম, আপনি উহার কূলস্বরূপ; আপনাকে লাভ করিলাম। আর আপনিও অধুনা আপনার কৃপায় এই কুপাত্র প্রাপ্ত হইলেন।

প্রথমেই মুরারিগুপ্ত প্রভুরে না মিলিয়া।
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন ॥
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যদীন হৈয়া ॥
মুরারি দেখিল প্রভু উঠিলা মিলিতে।
পাছে পাছে ভাগে মুরারি লাগিলা বলিতে।
মোরে না ছুঁইহ মুঞি অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ কলেবর ॥
প্রভু কহে, মুরারি কর দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥
এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
নিকটে বসাইয়া করে অঙ্গসম্মার্জন ॥
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর।
হরিভট্ট, গঙ্গাদাস, আচার্য্য পুরন্দর ॥
প্রত্যেকে সবার প্রভু করি গুণগান।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥
সবারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস।
হরিদাস না দেখিয়া কহে কাঁহা হরিদাস ॥

---

* শঙ্কর—দামোদরের অনুজ।

† বৈদ্যবংশে শিবানন্দসেনের জন্ম। কুমারহাটে ইঁহার বাস ছিল। সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃতকাব্য ও গৌরগণোদ্দেশদীপিকা-গ্রন্থপ্রণেতা কবিকর্ণপুর শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

দূরে হৈতে হরিদাস গোসাঞি দেখিয়া।
রাজপথপ্রান্তে পড়ি আছে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
মিলনস্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথপ্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা॥
ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাসে নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ তুরিতে॥
হরিদাস কহে, মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটামধ্যে যদি স্থান খানিক পাও।*
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোঙাও॥
জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয়॥
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল॥
হেন কালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুই জন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে দেখি সুখী বড় হৈলা।
যথাযোগ্য সবার সনে আনন্দে মিলিলা॥
প্রভুপাদে দুই জন কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধান॥
সবার করিয়াছি বাসাগৃহ সংস্থান।
মহাপ্রসাদান্ন সবার করি সমাধান॥
প্রভু কহে, গোপীনাথ যাহ সবা লঞা।
যাঁহা যাঁহা কহে তাঁহা বাসা দেহ যাঞা॥
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথস্থানে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের এহো করিবে সমাধানে॥
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম নির্জনে॥
সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ॥
মিশ্র কহে, সব তোমার, মাগ কি কারণ।
আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেই স্থান॥
আমি দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী।
যেই চাহি সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি॥
এত কহি দুই জন বিদায় করিলা।
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে দিলা॥
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসাঘর।
বাণীনাথ ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর॥
বাণীনাথ আইলা অন্ন পিঠা পানা লঞা।
গোপীনাথ আইলা বাসার সংস্কার করিয়া।
মহাপ্রভু কহে, শুন সব বৈষ্ণবগণ।
নিজ নিজ বাসা সবে করহ গমন॥
সমুদ্রস্নান করি কর চূড়া দরশন।
তবে এথা আসি আজি করিবে ভোজন॥
প্রভু নমস্করি সবে বাসাতে চলিলা।
গোপীনাথাচার্য্য সবায় বাসাস্থান দিলা॥
তবে প্রভু আইলা হরিদাস মিলনে।
হরিদাস করে প্রেমে নামসংকীর্ত্তনে॥
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গন দিল তারে উঠাইঞা॥
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে॥
হরিদাস কহে, প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে, তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৭)—

কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যম্—
অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।

* টোটা—উদ্যান।
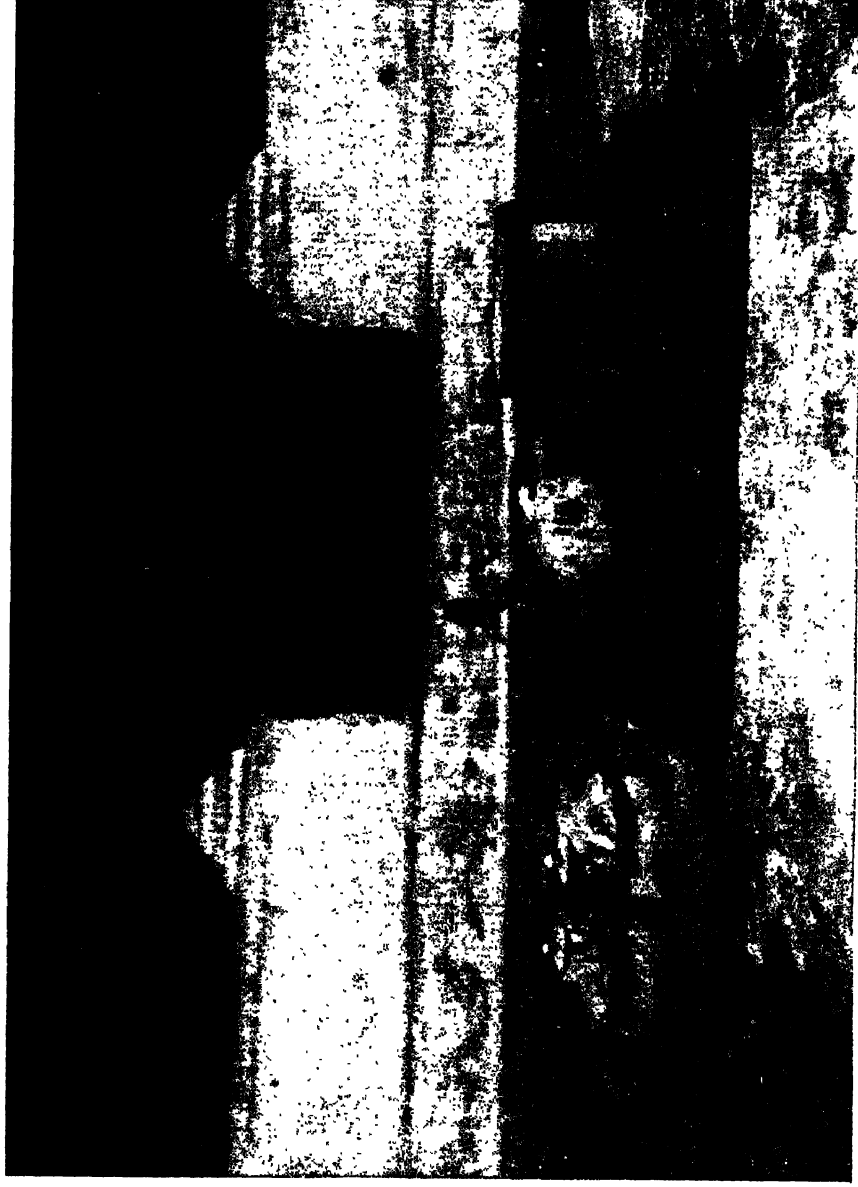
শ্রীচৈতন্য প্রভুর ব্যবহৃত কমণ্ডলু, কাঁথা, কাষ্ঠ পাদুকা প্রভৃতি

MILAN PRINTING WORKS, CALCUTTA.

—২৫৪ পৃষ্ঠা।

তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

টীকা।—অহোবত বিস্ময়ে, যজ্জিহ্বাগ্রে তুভ্যং প্রীণয়িতুং তব নাম বর্ত্ততে বিদ্যতে, স শ্বপচঃ অপি অতঃ অস্মাদেব হেতোঃ গরীয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ। যে জনাঃ তে নাম গৃণন্তি, তে তপঃ তেপুঃ, জুহুবুঃ হোমং কৃতবন্তঃ, সস্নুঃ, ত এব আর্য্যাঃ সদাচারপরায়ণাঃ ব্রহ্ম বেদং অনূচুঃ অধীতবন্তঃ ॥

অনুবাদ।—হে প্রভো! যাহার রসনাগ্রে ত্বদীয় নাম বিদ্যমান, সে চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ। সে সকল মহাত্মা ত্বদীয় নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই তপশ্চারী, তাঁহারাই হোমকারী, তাঁহারাই তীর্থস্নায়ী, তাঁহারাই সদাচারী আর্য্য এবং তাঁহারাই বেদাধ্যায়ী।

এত বলি তারে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃত সেই গৃহে দিল বাসা স্থানে ॥
এই স্থানে রহ কর নামসঙ্কীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন ॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ।
হরিদাসে মিলি সবে পাইল আনন্দ ॥
সমুদ্রস্নান করি প্রভু আইলা নিজস্থান।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নান ॥
আসি জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন ॥
সবারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি ॥
অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাতে।
দুই তিন জনার ভক্ষ্য দেন একেক পাতে ॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
ঊর্দ্ধহস্তে বসিয়া রহিলা ভক্তগণ ॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুরে কৈল নিবেদন।
তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন ॥
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যত জন।
গোপীনাথাচার্য্য তাদের করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥
আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা।
পুরী, ভারতী আছে অপেক্ষা করিয়া ॥
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি ॥
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দহাতে দিল।
যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইল ॥
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইয়া।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হৈয়া ॥
স্বরূপ গোসাঞি, দামোদর, জগদানন্দ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করে তিন জন ॥
নানা পিঠা পানা খায় আকণ্ঠ পূরিয়া।
মধ্যে মধ্যে হরি কহে উচ্চ করিয়া ॥
ভোজনসমাপ্তি হৈল কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন ॥
বিশ্রাম করিতে সবে নিজ বাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে আসি পুন প্রভুরে মিলিলা ॥
হেন কালে রামানন্দ আইলা প্রভুস্থানে।
প্রভু মিলাইলা তাঁরে সব বৈষ্ণব-সনে ॥
সবা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন আরম্ভ তাঁহা কৈলা মহাশয় ॥
সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
পড়িছা আনি দিল সবারে মাল্য চন্দন ॥
চারি দিকে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে ভাল ভাল ॥
কীর্ত্তনের মহামঙ্গলধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশলোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥
পুরুষোত্তমবাসী লোক আইল দেখিবারে।
কীর্ত্তন দেখি উড়িয়া লোক হৈল চমৎকারে ॥

তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্ত্তন করিয়া॥
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায়॥
অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার॥
পিচকারির ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে॥
বেড়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায়॥*
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা॥
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দরায়॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায়ভিতর॥
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন॥
চারিদিকে নৃত্য গীত করে যত জন।
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন॥
চারি জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ॥

* তাণ্ডব—উদ্ধত নৃত্য।

দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি মাত্র জানে।
কেমতে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে॥
পুলিন ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে।
চৌদিকের সখা কহে চাহে আমাপানে॥
নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
মহানৃত্য মহাপ্রেম মহাসঙ্কীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন॥
গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তনমহত্ত্বে।
অট্টালী চড়িয়া দেখে স্বগণ সহিতে॥
সঙ্কীর্ত্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার॥
কীর্ত্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা বাসা আইলা
গৌরহরি॥
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর॥
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন॥
যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভুর সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন রঙ্গে॥
এইমত কহিনু প্রভুর কীর্ত্তন বিলাস।
যেই ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেড়াসঙ্কীর্ত্তনবর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ১১॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১ শ্লোক।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ,
সংমার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ,
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার॥

টীকা।—সঃ গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ স্বীয়-ভক্তসমূহৈঃ সহ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরং শ্রীজগন্নাথবিহারমন্দিরং সম্মার্জ্জয়ন্, ক্ষালনতঃ প্রক্ষালনকরণাদ্ধেতোঃ স্বচিত্তবৎ নিজমনোবৎ শীতলং উজ্জ্বলঞ্চ কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার।

অনুবাদ।—গৌরচন্দ্র স্বীয় ভক্তবর্গসহ গুণ্ডিচানামক জগন্নাথ-বিহার-মন্দির মার্জ্জন ও প্রক্ষালন করতঃ স্বীয় মনোমন্দিরবৎ শীতল ও বিমল করিয়া উক্ত দেবের উপবেশনোচিত করিলেন।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্যবর্ণন॥
পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে যবে প্রভু আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা॥
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম ঠাঞি।
প্রভু-আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই॥
ভট্টাচার্য্য লিখিলা প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল॥
প্রভুর নিকটে যত আছে ভক্তগণ।
মোর লাগি তা সবারে করিহ নিবেদন॥
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়।
মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয়॥
তা সবার প্রসাদে মিঁলো শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভুকৃপা বিনা মোরে রাজ্য নাহি ভায়॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি যোগী হই' হইব ভিখারী॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া।
ভক্তগণ-পাশ গেলা সে পত্রী লইয়া॥
সবারে মিলিয়া কহিলা রাজবিবরণ।
পাছে সেই পত্রী সবারে করাইল দর্শন॥
পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময়।
প্রভুর পদে গজপতির এত ভক্তি হয়॥
সবে কহে, প্রভু তারে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যদি দুঃখ সে মানিবে॥
সার্ব্বভৌম কহে, সবে চল একবার।
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজব্যবহার॥
এত কহি সবে গেলা মহাপ্রভুস্থানে।
কহিতে উন্মুখ সবে না কহে বচনে॥
প্রভু কহে, কি কহিতে সবার আগমন।
দেখি যে কহিতে চাহ না কহ কি কারণ॥
নিত্যানন্দ কহে, তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি কহিতে ভয় চিতে॥
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে॥
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হৈল মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন॥
তোমা সবার ইচ্ছা এই, আমা সবা লঞা।
রাজাকে মিলহ ইঁহ কটক যাইঞা॥
পরমার্থ যাউক লোকে করিবে নিন্দন॥
লোক রহুঁ, দামোদর করিবে ভর্ৎসন॥
তোমা সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি, তবে মিলি তারে॥
দামোদর কহে, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর॥

আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব তোমারে বিধি দিব।
আপনে মিলিবে তাঁরে তাহা যে দেখিব ॥
রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
তার স্নেহে করাবে তারে তোমার পরশ ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র ॥
নিত্যানন্দ কহে, ঐছে হয় কোন জন।
যে তোমারে কহে কর রাজারে মিলন ॥
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ পরাণ ছাড়য় ॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ছাড়িল পরাণ ॥*
তৈছে যুক্তি করি যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে রহে তার প্রাণ ॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি ॥
প্রভু কহে, তুমি সব পরম বিদ্বান্।
যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান ॥
তবে নিত্যানন্দগোসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ॥
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল ॥
বস্ত্র পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন ॥
রামানন্দরায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা।
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজারে নিবেদিলা ॥
তবে রাজা সন্তোষে তাহারে আজ্ঞা দিলা।
আপন মিলন লাগি সাধিতে লাগিলা ॥
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ॥
একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দরায় তবে প্রভুরে মিলিলা ॥
প্রভুপদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইঞা ঐছে কহে বার বার ॥
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন।
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভু মিলিবারে ॥
রামানন্দ প্রভু-পায় কৈল নিবেদন।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥
প্রভু কহে, রামানন্দ কহ বিচারিয়া।
রাজারে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া ॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোক নাশ।
পরলোক রহুঁ, লোকে করে উপহাস ॥
রামানন্দ কহে, তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র ॥
প্রভু কহে, আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায় ॥
রায় কহে, কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বরসেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥
প্রভু কহে, পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাহারে মলিন করে এক রাজনাম ॥

---

* ভাগবতের দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, কোন সময়ে যমুনাতীরবর্ত্তী উপবনমধ্যে গোচারণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সহচর গোপশিশুরা ক্ষুৎপীড়িত হইয়া রামকৃষ্ণ-সকাশে খাদ্য প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে কহিলেন, "ঐ অদূরে ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণ সস্ত্রীক হইয়া আঙ্গিরস যজ্ঞ করিতেছেন, উঁহাদিগের নিকট গিয়া অন্ন প্রার্থনা কর।" শিশুরা তদ্রূপ করিলে বিপ্রগণ তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তখন তাহারা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া তাহা নিবেদন করিলে কৃষ্ণ পুনরায় তাহাদিগকে ব্রাহ্মণদিগের রমণীগণ-সকাশে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণীরা কৃষ্ণে অত্যন্ত অনুরাগবতী ছিলেন। তাঁহারা পতি প্রভৃতি গুরুজনের ভর্ৎসনা বাধা লঙ্ঘন করিয়াও অন্নব্যঞ্জনাদি সহ রামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণীর মধ্যে একটী যুবতীকে তাঁহার স্বামী গৃহরুদ্ধা করিয়া রাখাতে তিনি হরিদর্শনে যাইতে না পারিয়া গৃহমধ্যে অবস্থিতি করত কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সংকীর্তন। (২৫৮ পৃষ্ঠা।)

Mitra Printing Works, Calcutta

তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ মোরে তাহার তনয় ॥
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি ॥
তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্র লঞা আইলা ॥
সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামলবরণ।
কৈশোর বয়স দীর্ঘ চপল নয়ন ॥
পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন-আভরণ।
কৃষ্ণস্মরণের তিঁহ হৈলা উদ্দীপন ॥
তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা ॥
এই মহাভাগবত যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে ॥
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।
এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্র হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ, যতেক বিশেষ ॥
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহে নাচে করয়ে রোদন।
তাব ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল।
নিত্য আসি আমায় মিলিহ এই আজ্ঞা দিল
বিদায় লইয়া রায় আইল রাজপুত্র লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিঞা ॥
পুত্র আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা ॥
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুর ভক্তগণমধ্যে হৈলা একজন ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে ॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ।
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ ॥
এইমত নানা রঙ্গে দিন কত গেল।
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল ॥

প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছা পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া ॥
তিন জনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জন সেবা মাগি নিল ॥
পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার ॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে।
যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে ॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দিরমার্জ্জন।
এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন ॥
কিন্তু ঘট সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইঁহা আনি দিয়ে ॥
তবে একশত ঘট শত সম্মার্জ্জনী।
নূতন প্রভুর আগে পড়িছা দিল আনি ॥
আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিল চন্দন ॥
শ্রীহস্তে সবারে দিল একেক মার্জ্জনী।
সব গণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি ॥
গুণ্ডিচামন্দির গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন ॥
ভিতর মন্দির উপর সব সংমার্জ্জিল।
সিংহাসন মাজি চারি ভিত শোধিল ॥
ভিতর মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন ॥
চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে।
আপনি শোধয়ে প্রভু শিখায় সবারে ॥
প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ "কৃষ্ণ" কহে করে নিজ কাম ॥
ধূলিধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কেহ কেহ অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন ॥
ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥
তৃণ ধূলি ঝিঁকর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লইয়া ॥

প্রভু কহে, কে কত করিয়াছ মার্জ্জন।
তৃণধূলিপরিমাণে জানিব পরিশ্রম ॥
এইমত ভক্তগণ করি নিজবাসে।
তৃণধূলি বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে ॥
সবায় ঝাঁটিনা বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুন সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ॥
সূক্ষ্মধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর।
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥
আর শত জন জল শত ঘট ভরি।
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি ॥
জল আন বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শতঘট আনি প্রভু-আগে দিল ॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ অধ ভিত গৃহমধ্য সিংহাসন ॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধ শোধি ভিত প্রক্ষালিল ॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন ॥
ভক্তগণ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন ॥
কেহ জলঘট দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ উপরে ॥
কেহ লুকাইয়া করে সেই জলপান।
কেহ মাগি লয়, কেহ অন্যে করে দান।
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।
সেই জল প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥
নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে মার্জ্জিলেন সিংহাসন ॥
শত ঘটজলে হৈল মন্দির মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন ॥

নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥
শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি কেহ কূপে জল ভরে ॥
পূর্ণকুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী।
ইঁহা বিনা আর সব আনে জল ভরি ॥
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাঁহা লোকে লঞা আইল ॥
জল ভরে ঘর ধোয় করে হরিধ্বনি।
"কৃষ্ণ হরি" ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহি করে ঘট সমর্পণ।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহি করে ঘটের প্রার্থন ॥
যেই যেই কহে, সেই কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণনাম হৈলা তাঁহা সঙ্কেত সর্ব্বকামে ॥
প্রেমাবেশে প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম ॥
শতহাতে করে যেন ক্ষালন মার্জ্জন।
প্রতিজন-পাশে যাই করান শিক্ষণ ॥
ভাল কর্ম্ম দেখি তারে করে প্রশংসন।
মন না মিলিলে করে পণ্ডিত-ভৎর্সন ॥
তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে।
এইমত ভালকর্ম্ম সেহ যেন করে ॥
এ কথা শুনিয়া সবে সঙ্কোচিত হঞা।
ভালমতে করে কর্ম্ম সবে মন দিঞা ॥
তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন।
ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন ॥
নাটশালা ধু'য়া ধুইল চত্বর প্রাঙ্গণ।
পাকশালা আদি কৈল সব প্রক্ষালন ॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল ॥
হেন কালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘটজল ॥

সেই জল লঞা আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল ॥
যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ।
শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ ॥
স্বরূপ গোসাঞি ডাকি কহিল তাহারে।
এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে ॥
ঈশ্বরমন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল ॥
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক কৈজতি ॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিঞা।
ঢেকা মারি পুরীর বাহির কৈল লঞা ॥
পুন আসি প্রভুর পায় করিল বিনয়।
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায় ॥
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা।
সারি করি দুই পাশে সবা বসাইলা ॥
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে।
তৃণ কাঁটা কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে ॥
কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প তার ঠাঞি পিঠাপানা লব ॥
এইমত সব পুরা করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন ॥
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥
এইমত পুরদ্বারে অগ্রে পথ যত।
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত ॥
নৃসিংহমন্দির ভিতর বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল ॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহ-সম ॥
স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ্যাশ্রু, পুলক, হুঙ্কার।
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার ॥
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণমাসের মেঘ যেন করে বরিষণ ॥
মহা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥
স্বরূপের উচ্চ গান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায় ॥
এইমতে কতক্ষণ নৃত্য করিয়া।
বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিয়া ॥
আচার্য্য গোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল ভগবান্ ॥
প্রেমাবেশে নৃত্যে তিঁহ হইলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হঞা তিঁহ পড়িলা ভূমিতে ॥
আস্তে ব্যস্তে আচার্য্য গোসাঞি তারে নৈলা কোলে।
শ্বাসরহিত দেখি হইলা বিকলে ॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলঝাঁটি।
সহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি ॥
অনেক করিল তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য-কান্দনায় কান্দে সব ভক্তগণ ॥
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাত দিল।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চৈস্বরে কৈল ॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
হরি বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ ॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।*
অতএব সংক্ষেপ করি করিনু বর্ণন ॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা ॥
তীরে উঠি পরি সবে শুষ্ক বসন।
নৃসিংহদেব নমস্করি গেলা উপবন ॥
উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লঞা।
তবে বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইঞা ॥
কাশীমিশ্র তুলসী পড়িছা দুই জন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ ॥
তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল ॥

* চৈতন্যভাগবতে এই লীলাবর্ণন দৃষ্ট হয় না।

পুরী গোসাঞি, মহাপ্রভু, ভারতী, ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর।
শঙ্করারণ্য, ন্যায়াচার্য্য, রাঘব, বক্রেশ্বর ॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডোপরি বৈসে প্রভু লঞা এত জন ॥*
তার তলে তার তলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন ॥
ভক্তসঙ্গে প্রভু করেন প্রসাদ অঙ্গীকার।†
এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার ॥
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুন না বলিলা তারে ॥
স্বরূপ গোসাঞি, জগদানন্দ, দামোদর।
কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্কর ॥
পরিবেশন করে তাঁহা এই সাত জন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥
পুলিনভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর।
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈলা স্থির ॥
প্রভু কহে, মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।
পিঠা পানা অমৃত-গোটিকা দেহ ভক্তগণে।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যারে যেই ভায়।‡
তারে তারে সেই দেয়ায় স্বরূপ দ্বারায় ॥
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥
যদ্যপি দিলে প্রভু তারে করেন রোষ।
বলে ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ ॥
পুন আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তাঁর আগে কিছু খান মনে এই ত্রাস ॥
স্বরূপ গোসাঞি ভাল মিষ্ট প্রসাদ লঞা।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া ॥
এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ॥
এত বলি কিছু আগে করে সমর্পণ।
তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥
এইমত দুইজন করে বার বার।
চিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহব্যবহার ॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাঞাছেন নিজপাশে।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে ॥
সার্ব্বভৌমেরে প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বার বার করান ভোজন ॥
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দিঞা কহে সুমধুর বাণী ॥
কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড় ব্যবহার।
কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার ॥
সার্ব্বভৌম কহে, আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ্ সিদ্ধি ॥
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয় ॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণহরি ॥
কাঁহা বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গ।
কাঁহা এই সঙ্গসুধাসমুদ্রতরঙ্গ ॥
প্রভু কহে, পূর্ব্বসিদ্ধি কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা সঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি ॥
ভক্তমহিমা বাড়াইতে ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভুসম আর নাহি ত্রিজগতে ॥

* পিণ্ডোপরি—বারান্দার উপর।

† অঙ্গীকার—ভাজন, পাত্র।

‡ যারে যেই ভায় অর্থাৎ যিনি যাহা ভাল বাসেন।

তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্তনাম লঞা।
পিঠাপানা দেয়াইলা প্রসাদ করিয়া ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুই জনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই ॥
অদ্বৈত কহে, অবধূত সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি।
ভোজন করি না জানি যে হবে কোন গতি।
প্রভু ত সন্ন্যাসী উঁহার নাহি অপচয়।
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥
"নান্নদোষেণ মস্করী" এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষস্থান ॥
জন্ম কুলশীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে একপঙ্‌ক্তি বড় অনাচার ॥
নিত্যানন্দ কহে, তুমি অদ্বৈত আচার্য্য।
অদ্বৈত সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তি কার্য্য ॥
তোমার সিদ্ধান্তসঙ্গ করে যেই জনে।
এক বস্তু বিনে সেই দ্বিতীয় না মানে ॥
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥
এইমত দুই জনে করে বোলাবুলি।
ব্যাজস্তুতি করে দুঁহে যৈছে গালাগালি ॥*
তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা।
প্রসাদ দেন যেন কৃপা অমৃত সিঞ্চিঞা ॥
ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥
তবে মহাপ্রভু সব নিজ ভক্তগণে।
সবাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্যচন্দনে ॥
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন।
গৃহ-ভিতর বসি কৈল প্রসাদ ভোজন ॥
প্রভুর অবশেষে গোবিন্দ রাখিল ধরিঞা।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে নিল লঞা ॥
ভক্তগণ গোবিন্দ পাশ প্রসাদ মাগি নিল।
পাছে সেই প্রসাদ গোবিন্দ আপনে পাইল ॥

* ব্যাজস্তুতি—যে স্থলে নিন্দা দ্বারা স্তব গম্য হয় কিংবা স্তব দ্বারা নিন্দা গম্য হয়, তাহার নাম ব্যাজস্তুতি।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
"ধোয়াপাখালা" নাম কৈলা এই এক লীলা ॥
আর দিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ-সমান ॥
পক্ষ দিন দুঃখী লোক প্রভু অদর্শনে।
আনন্দিত হৈলা জগন্নাথ দরশনে ॥
মহাপ্রভু সুখে লৈয়া সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ দরশনে করিলা গমন ॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় লোক নিবারিয়া ॥
পাছে আগে পুরী ভারতী দুঁহার গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুই জন ॥
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন ॥
দরশন লোভে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগমণ্ডপ যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন ॥
তৃষার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমরযুগল।
গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল ॥
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়নযুগল।
নীলমণিদর্পণ গণ্ড করে ঝলমল ॥
বান্ধুলির ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ হসিতকান্তি অমৃততরঙ্গ ॥
শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্য-মধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি কোটি ভক্তনেত্রভৃঙ্গ করে পানে ॥
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর ॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন ॥

* বর্ষে বর্ষে স্নানযাত্রাবসানে জগন্নাথমূর্ত্তির অঙ্গরাগ হয়, আর মন্দিরের পুরোভাগে টাটির আচ্ছাদন দিয়া তদন্তরালে চিত্রকর্ম্ম হয়। ঐ সময়ে পঞ্চদশ দিন দর্শন বন্ধ থাকে। যে দিন জগন্নাথের চক্ষুদান দেওয়া হয় এবং অন্তরাল অপসারিত হয়, তাদ্দনকৃত উৎসবকে নেত্রোৎসব কহে। ইহারই অপর নাম নবযৌবনদর্শন এবং চলিত কথায় অনেকে ইহাকে টাটিভাঙ্গাদর্শন বলে।

স্বেদ কম্প অশ্রুজল বহে অনুক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ ॥
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করে সঙ্কীর্ত্তন ॥
দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাশরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লঞা গেলা ॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিয়া।
সেবকে লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া ॥
গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
গুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জনং নাম দ্বাদশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

১ শ্লোক।

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি
বিস্মিতঃ ॥

টীকা।—যশ্চৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে জগন্নাথরথসম্মুখে ননর্ত্ত, যেন নর্ত্তনেন জগতাং জগদ্বাসিনাং চিত্রং বিস্ময়ঃ আসীৎ, জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ অভূৎ, সঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জীয়াৎ জয়যুক্তো ভূয়াৎ।

অনুবাদ।—যিনি জগন্নাথ-দেবের রথসমীপে নৃত্য করিয়া জগদ্বাসী লোকসমূহকে বিমোহিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নৃত্য দ্বারা জগন্নাথ প্রভুও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জয়যুক্ত হউন্।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় শ্রোতৃগণ শুন করি এক মন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমমোহন ॥
আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান।
রাত্রে উঠি গণ সঙ্গে কৈলা কৃত্য স্নান ॥
পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন।*
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন ॥
আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয় দর্শন ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন ॥
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্তহাতী।†
জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাতাহাতি ॥
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্মচরণ ॥
কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি।
দুই দিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি ॥
উচ্চ দৃঢ় তূলি সব পাতি স্থানে স্থানে।
এক তূলি হৈতে আর তূলি করায় গমনে ॥
প্রভু-পদাঘাতে তূলি হয় খণ্ড খণ্ড।
তূলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার।
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার ॥
মহাপ্রভু "মণিমা" বলি করে উচ্চ ধ্বনি।
নানাবাদ্য-কোলাহল, কিছুই না শুনি ॥

* রথারোহণার্থ মন্দির হইতে জগন্নাথের নির্গমনকে পাণ্ডু-বিজয় কহে। পাণ্ডু এইটী উৎকলভাষা,—অর্থ, হাত ধরিয়া পদব্রজে গমন।

† দয়িতাগণ—পাণ্ডাসমূহ।

তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
স্বর্ণমার্জ্জনী লৈয়া করে পথ সংমার্জ্জন ॥
চন্দন-জলে করেন পথ নিষিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসনে ॥
উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছসেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা সে সেবা হইতে ॥
রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।
সব হেমময় রথ সুমেরু-আকার ॥
শত শত শুক্ল চামর দর্পণ উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল ॥
ঘাগর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত।
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর ॥
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা।*
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিঞা ॥
তাঁহার সম্মতি লঞা ভক্তসুখ দিতে।
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে ॥
সূক্ষ্ম শ্বেত বালুপথ পুলিনের সম।
দুইদিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন ॥
রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন।
দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিতমন ॥
গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।†
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ ॥
ক্ষণে স্থির হঞা রহে টানিলে না চলে।
ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ না চলে কারো বলে।
তহে মহাপ্রভু সব লঞা নিজগণ।
স্বহস্তে পরাইলা সবারে মাল্যচন্দন ॥
পরমানন্দপুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ ॥

* জগন্নাথ দেব একপক্ষ পরদাব অন্তরালে ছিলেন।
† এখানে গৌড়শব্দে— গৌড়দেশীয় মল্ল।

অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত স্পর্শে দুঁহে হইলা আনন্দ ॥
কীর্ত্তনিয়াগণে দিলা মাল্যচন্দন।
স্বরূপ, শ্রীবাস তার মুখ্য দুই জন ॥
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই দুই মার্দ্দঙ্গিক হৈল অষ্ট জন ॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিয়া ॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বরে।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান।
আর পঞ্চ জন দিল তার পালিগান ॥
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ।
রাঘবপণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল;
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্ শুভানন্দ।
শ্রীরামপণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ ॥
বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥
শ্রীকান্ত, বল্লভসেন আর দুই জন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥
গোবিন্দঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব যাঁহা গায় ॥
মাধব, বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥
কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনিয়া সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ ॥
শান্তিপুর আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায় ॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন ॥
জগন্নাথ-আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পার্শ্বে দুই পাছে এক সম্প্রদায় ॥

সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হৈল পাগল॥
শ্রীবৈষ্ণবঘটামেঘে হইল বাদল।
সঙ্কীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্র-জল॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥
সাত ঠাঞি বলে প্রভু হরি হরি বুলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এক কালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায়॥
কেহ লিখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শকতি।
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যার শুদ্ধভক্তি॥
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
কীর্ত্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত॥
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময়॥
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্র কহে, তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
সার্ব্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি॥
যারে তাঁর কৃপা তাঁরে সে জানিতে পারে।
কৃপা বিনে ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে॥
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন।
সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন॥
সাক্ষাতে না দেখা দেন পরোক্ষে এত দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া॥
সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি হৈলা বিস্ময়॥
এইমত লীলা প্রভু করি কতক্ষণ।
আপনে গায়েন নাচে নিজ ভক্তগণ॥
কভু একমূর্ত্তি হয় কভু বহুমূর্ত্তি।
কার্য্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি॥
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান॥
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদিলীলা কৈলা বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে॥
ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥*
এইমত মহাপ্রভু করি নৃত্য রঙ্গে।
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে॥
এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ আরোহণ।
তার আগে নাচাইল প্রভু নিজগণ।
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচাগমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ত্তন॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করি কতক্ষণ।
আপন উদ্‌যোগে নাচাইল ভক্তগণ॥
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥
শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ।
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন॥
এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।
আর সব সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায়॥
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ॥

২ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য তৃতীয়বিলাসধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়-প্রথমাংশস্য ঊনবিংশাধ্যায়ে পঞ্চষষ্টিতমঃ শ্লোকঃ, মহাভারতীয়ঃ শ্লোকশ্চ—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

* ভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রাসলীলাকালে গোপিকারা যেরূপ মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ আমার কাছেই আছেন, ভক্তেরাও তদ্রূপ ভাবিলেন, প্রভু মৎ-সন্নিধানেই রহিয়াছেন।

টীকা।—ব্রহ্মণ্যদেবায় নমঃ, গো-ব্রাহ্মণহিতায় গোব্রাহ্মণহিতকারিণে, জগদ্ধিতায় জগদ্বাসিনাং উপকারিণে, কৃষ্ণায়, গোবিন্দায় নমো নমঃ।

অনুবাদ।—যিনি ব্রহ্মণ্যদেব, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, জগদ্বাসিগণের উপকারী, সেই কৃষ্ণ গোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

৩ শ্লোক।

মুকুন্দদেববাক্যম্—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥

টীকা।—অসৌ দেবকীনন্দনো দেবো জয়তি জয়তি মহোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে; বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ যদুকুলোজ্জ্বলকারী কৃষ্ণঃ জয়তি জয়তি; মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গঃ কৃষ্ণঃ জয়তি জয়তি; পৃথ্বীভারনাশো ধরাভারহারকো মুকুন্দঃ জয়তি জয়তি। মুক্তিং দদাতীতি মুকুন্দঃ।

অনুবাদ।—দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন্; যদুকুলপ্রদীপ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন্; নবঘনশ্যামল কোমলাঙ্গ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন্; ধরাভারনাশক মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন্।

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯০।১৪)—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন কামদেবম্॥

টীকা।—জননিবাসঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কিম্ভূতঃ?—দেবকীজন্মবাদঃ, দেবক্যাং জন্ম ইতি বাদঃ বাদমাত্রং যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—যদুবরপরিষৎ, যদুবরা পরিষৎ যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—স্বৈঃ দোর্ভিঃ অধর্ম্মং অস্যন্ দূরীকুর্ব্বন্। পুনঃ কথম্ভূতঃ?—স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ, স্থিরচরাণাং বৃন্দাবন-স্থিত-স্থাবর-জঙ্গমাদীনাং বৃজিনং দুঃখং হন্তি যঃ সঃ; অথবা স্থিরচরাণাং জীবানাং বৃজিনং পাপং হন্তি যঃ সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—সুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং কামদেবং বর্দ্ধয়ন্।

অনুবাদ।—যিনি সর্ব্বলোকের আশ্রয়, দেবকী-গর্ভে উৎপত্তি এই কথা যাঁহার অপবাদ, যদুকুলপরিষৎ যাঁহার সেবক-স্বরূপ, যিনি নিজ বাহুবলে অধর্ম্ম বিদূরণ করিয়াছেন, যিনি স্থাবর জঙ্গমের দুঃখ-বিনাশক, এবং যিনি সুস্মিত শ্রীমুখ দ্বারা ব্রজবধূ ও পুরবধূগণের কাম বর্দ্ধন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

৫ শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৭২ অঙ্কধৃত) শ্রীশ্রীভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্যোক্তিঃ—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী
ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-
পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ
পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

টীকা।—অহং বিপ্রঃ ন, নরপতিঃ ন, বৈশ্যঃ ন, শূদ্রঃ ন, বর্ণী ক্ষত্রিয়শ্চ ন, গৃহপতিঃ গৃহস্থঃ ন, বনস্থঃ বানপ্রস্থঃ বা কিংবা যতিঃ নো ন; কিন্তু গোপীভর্ত্তুঃ কৃষ্ণস্য

পদকমলয়োঃ দাসদাসানুদাসঃ। গোপীভর্ত্তুঃ কথম্ভূতস্য ?—প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধেঃ উন্মীলন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতসাগরস্য।

অনুবাদ।—আমি ব্রাহ্মণ নই, ভূপতি নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই, ক্ষত্রিয় নই, কিংবা গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা ভিক্ষুও নই; কিন্তু সমস্ত পরমানন্দের পূর্ণপ্রকাশ ও পরিপূর্ণ সুধাসমুদ্র গোপীনাথের দাসেরও দাসানুদাস।

এত পড়ি পুনরপি করিলা প্রণাম।
যোড় হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্র ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত আকার॥*
নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগরা মহী শৈল করে টলমল॥
স্তম্ভ, স্বেদ, পুলকাশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য।
নানা ভাবে বিবশতা, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণপর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥
নিত্যানন্দ প্রভু দুই হস্ত প্রসারিঞা।
প্রভুকে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাঞা॥
প্রভু-পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস "হরিবোল" বলে বার বার॥
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।
প্রথম মণ্ডল নিত্যানন্দ মহাবল॥
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়াবরণ॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ।
মণ্ডলী হইয়া করে লোক নিবারণ॥
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত বলম্বিয়া।†
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥
হেন কালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট-মন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও এক পাশ॥
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বার বার ঠেলে তার ক্রোধ হৈল মনে॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন॥
ক্রুদ্ধ হঞা তারে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে॥
ভাগ্যবান্ তুমি ইহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হইলা॥
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের চমৎকার।
অন্য আছু জগন্নাথের আনন্দ অপার॥
রথ স্থির করি আগে না করে গমন।
অনিমিষনেত্রে করে নৃত্য দরশন॥
সুভদ্রা বলরামের হৃদয়ে উল্লাস।
নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমুখে হৈল হাস॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্টসাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল॥
মাংস ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলির বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
জ জ, গ গ, জজ, গগ, গদ্গদ বচন॥
জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্পসম॥
কভু স্তম্ভ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ককাষ্ঠসম হস্ত পদ না চালয়॥
কভু ভূমি পড়ে, কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥

* অলাত—জ্বলন্ত অঙ্গার।

† উৎকলনৃপতির প্রধান মন্ত্রী হরিচন্দন।

কভু নেত্র নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥
সেই ফেন লইয়া শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তেঁহ বড় ভাগ্যবান্ ॥
এইমত তাণ্ডব নৃত্য করি কতক্ষণ।
ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥
তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল ॥

তথাহি পদম্—

সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাঁহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ ॥
এই ধুয়া মাত্র উচ্চ গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করিলা গমন।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন ॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গায় নাচে।
কীর্ত্তনিয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে ॥
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয় ॥
গৌর যদি আগে না যায় শ্যাম হয় স্থিরে
গৌর আগে যায় শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥
এইমত গৌর শ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর ॥

৬ শোক।

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৪)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব
চৈত্রক্ষপাস্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-
ব্যাপারলীলাবিধৌ রেবারোধসি
বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥*

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার।
স্বরূপ বিনে কেহ অর্থ না জানে ইহার ॥
এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান ॥
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত-মন ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈঞা ধুয়া গাওয়াইল ॥
অবশেষে রাধাকৃষ্ণে কৈল নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম ॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ ॥
ইঁহা লোকারণ্য হাতী ঘোড়া রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ পিকনাদ শুনি ॥
ইহা রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন ॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সে সুখ সমুদ্রের ইহা নাহি এক কণ ॥
আমা লঞা পুন লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে ॥
ভাগবতে আছে এই রাধিকাবচন।
পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে এই শ্লোক।
শ্লোকের যে অর্থ কেহ নাহি জানে লোক ॥
স্বরূপগোসাঞি জানে না করে অর্থ তার।
শ্রীরূপগোসাঞি কৈল এ অর্থ প্রচার ॥
স্বরূপ সঙ্গে যায় অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৮)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যম্—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ

সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥*

অস্যার্থঃ।—যথা রাগঃ।

অন্যের যে অন্য মন, আমার মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥
প্রাণনাথ ! শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥
পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগজ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
আমায় ঐছে করিতে না যুয়ায় ॥
চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,†
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পারিপাটী, তার মধ্যে কুটি নাটি,
শুনি গোপীর বাড়ে আর রোষ ॥
দেহ স্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহসমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে লহ তার পার ॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজ ব্রজজন, মাতা পিতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্র কেমনে পাশরিলা ॥
বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তাহা তোমার নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে আমার দুর্দ্দৈব বিলাস ॥
না গণি আপন দুখ, দেখি ব্রজেশ্বরীমুখ,
ব্রজজন-হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে ॥
তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥
তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ ॥

পুনর্যথা রাগঃ—

শুনিয়া রাধিকাবাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
ভাবে ব্যাকুলিত হৈল মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী মানি,
করেন কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন ॥
প্রাণপ্রিয়ে ! শুন মোর এ সত্য বচন।
তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রি দিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন ॥
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† এই স্থানের তাৎপর্য্য এই যে, প্রয়াস পাইয়াও যে চিত্তকে বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারি না, তাহাকে তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ দেওয়া হাস্যাস্পদের কথা; অর্থাৎ আমরা তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশের যোগ্যা নহি, আমরা কেবলমাত্র ত্বদীয় বিশুদ্ধ প্রেমের অভিলাষ করি।

তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥
তোমা সবার প্রেমরসে,আমাকে করিলা বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥
প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ ॥
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে।
না গণে আপন দুখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥
রাখিতে তোমার জীবন,সেবি আমি নারায়ণ,
তার শক্ত্যে আসি নিতি নিতি।
তোমা সনে ক্রীড়া করি,নিতি যাই যদুপুরী,
তাঁহা তুমি মান আমা স্ফূর্ত্তি ॥
মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥*
যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্ট যত কংসপক্ষ,
তাহা আমি সব কৈল ক্ষয়।
আছে দুই চারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাম জানিহ নিশ্চয় ॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজনে রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা।
যে বা স্ত্রী পুত্র ধনে, করি বাহ্য আবরণে,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥

* প্রকটেহ আনিবে সত্বর,—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মদীয় দেহান্তর্ধানেও তোমার সঙ্গে মিলন হইবে।

তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে
আনিবে আমা দিন দশ বিশে।
পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা সনে,
বিলসিব রাত্রিদিবসে ॥
এত তাঁরে কহি কৃষ্ণ, ব্রজ যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল।
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল ॥

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥*

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রি দিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে ॥
নৃত্যকালে এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ-বদন চাঞা ॥
স্বরূপগোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যার কায় বাক্য মন ॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভু নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন ॥
ভাবাবেশে প্রভু কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈঞা ॥
অঙ্গুলীতে ক্ষত হবে জানি দামোদর।
ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে প্রভু-কর ॥
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে সেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান্ ॥
শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখকমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল ॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল ॥
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ-সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আনন্দ উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ
নানাভাব সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ ॥
ভাবোদয়, ভাবশান্তি, সন্ধি, শাবল্য।
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী সবার প্রাবল্য ॥
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।
ভাবপুষ্পমদ্রুতাতে পুষ্পিত সকল ॥
দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন।
প্রেমামৃত বৃষ্টে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন ॥
জগন্নাথসেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন ॥
প্রভুর নৃত্যপ্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সবার ॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল ॥
অন্যের কা কথা জগন্নাথ, হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলেন মন্থর ॥
কভু সুখে নৃত্য রঙ্গ দেখে রথ রাখি।
সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী ॥
এইমত প্রভু নৃত্য করিতে করিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥
সংভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল ॥
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি! বিষয়িস্পর্শ হইল আমার ॥
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে।
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্য স্থানে ॥
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন।*
প্রসন্ন হৈঞাছে তারে মিলিবারে মন ॥
তথাপি আপন গণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্ ॥
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে, তুমি না কর সংশয় ॥
তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজগণ ॥
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেই কালে যাই করিহ প্রভুর মিলন ॥
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হৈঞা।
রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিঞা ॥
ঠেলিলে চলিল রথ হড় হড় করি।
চৌদিকের লোক উঠে বলি হরি হরি ॥
তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলদেব সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে ॥
তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথ আগে আইলা।
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা ॥
চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডি স্থানে।*
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিন বামে ॥
বামে বিপ্রশাসন নারিকেল-বন।
ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন ॥
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন ॥
সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥
জগন্নাথের ছোট বড় যত দাসগণ।
নিজ নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ ॥
রাজা, রাজমহিষীবৃন্দ, পাত্রমিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন ॥
নানাদেশের যাত্রিক, দেশী যত জন।
নিজ নিজ ভোগ তাঁহা কৈল সমর্পণ ॥

* প্রতাপরুদ্র নৃপতি, জগন্নাথের রথসম্মুখে হাড়ির ন্যায় পথমার্জ্জন করিতেছিলেন দেখিয়া চৈতন্য প্রভু অতীব পরিতুষ্ট হন এবং তৎসহ মিলিত হইতে বাঞ্ছা করেন; কিন্তু পাছে ভক্তেরা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তদনুকরণ করত বিষয়ীর সহিত মিলিত হয়, এই আশঙ্কায় বাহিরে কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিলেন।

* বলগণ্ডিনামক স্থানে জগন্নাথের মাসীর আলয়। মাসীর নিকট খুদের পিষ্টক না খাইয়া জগন্নাথদেব গুণ্ডিচামন্দিরে যান না। গুণ্ডিচামন্দির ও জগন্নাথমন্দিরের প্রায় মধ্যপথে এই বলগণ্ডি স্থান। ইহার একদিকে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস, অন্য দিকে জগন্নাথবল্লভনামক পুষ্পকানন।

আগে, পাছে, দুই পার্শ্বে, পুষ্পোদ্যানে, বনে।
যে যাঁহা পায় ভোগ লাগায় নাহিক নিয়মে॥
ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈল।
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেল॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন যাঞা।
পুষ্পোদ্যান-গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িঞা॥
নৃত্যপরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন॥
যত ভক্ত কীর্ত্তনিয়া আসিয়া আরামে।
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করিলা বিশ্রামে॥
এইত কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিলা নর্ত্তন॥
রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্যবিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকে রূপগোসাঞি করিয়াছেন বর্ণন॥

৯ শ্লোক।

তদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াম্—

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবী নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

টীকা।—সঃ চৈতন্যঃ মে মম দৃশোঃ চক্ষুষোঃ পদং পুনরপি যাস্যতি কিং?—কিম্ভূতঃ?—রথারূঢ়স্য নীলাচলপতেঃ আরাৎ সমীপে অধিপদবী। পুনঃ কীদৃশঃ?—অদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ, অদভ্রং অনল্পং প্রেম তস্য ঊর্ম্মিণা তরঙ্গেণ স্ফুরিতং যৎ নটনং নর্ত্তনং তস্য উল্লাসেন বিবশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ?—সহর্ষং সানন্দং যথা স্যাত্তথা গায়দ্ভিঃ বৈষ্ণবজনৈঃ পরিবৃত-তনুঃ।

অনুবাদ।—যিনি অনল্প প্রেমতরঙ্গে ভাসমান হইয়া নীলাচলপতির রথসমীপে মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে বিবশ হইয়া পড়িতেন, বৈষ্ণবেরা যাঁহাকে সহর্ষে সংকীর্ত্তন করিতেন, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভু আর কি মদীয় নেত্রগোচর হইবেন?
ইহা যেই শুনে সেই গৌরচন্দ্র পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্ত হয়॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ
শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং
হৃষ্টঃ প্রেম্না ননর্ত্ত সঃ॥

টীকা।—সঃ গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ সহ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং নাম পর্ব্ব পশ্যন্ সন্ গোপীরসোল্লাসং শ্রুত্বা, হৃষ্টঃ সন্ প্রেম্না ননর্ত্ত।

অনুবাদ।—গৌরচন্দ্র স্বীয় ভক্তবর্গের সঙ্গে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসবনামক পর্ব্ব দেখিয়া এবং গোপীগণের রসকৌতুক শুনিয়া পুলকিতমনে ও প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
জয় শ্রোতৃগণ যার গৌর প্রাণধন॥
এইমত প্রভু আছে প্রেমের আবেশে।
হেন কালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে॥
সার্ব্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেই দেশ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাত হৈঞা।
প্রভুপাদ ধরি পড়ে সাহস করিঞা॥
আঁখি বুজি প্রভুপ্রেমে ভূমেতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ সম্বাহন॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করয়ে পঠন॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
বল বল বুলি উচ্চ বলে বার বার॥
"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিনু আলিঙ্গন॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার।
দুই জনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।৯)—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

টীকা।—যে জনাঃ তব কথামৃতং ভুবি ধরায়াং আততং বিস্তারিতং যথা স্যাত্তথা গৃণন্তি, তে ভূরিদাঃ ভূরিদাতারঃ, অথবা ভূরিদাঃ গতজন্মসু বহুদত্তবন্তঃ। কথামৃতং কিম্ভূতং?—তপ্তজীবনং। পুনঃ কিম্ভূতং?—কবিভিঃ ব্রহ্মজ্ঞৈঃ ঈড়িতং সংস্তুতম্। পুনঃ কথম্ভূতম্?—কল্মষাপহং পাপনাশকং। পুনঃ কিম্ভূতং?—শ্রবণমঙ্গলং। পুনঃ কিম্ভূতং?—শ্রীমৎ।

অনুবাদ।—ত্বদীয় বাক্যামৃত প্রতপ্তজনের জীবনস্বরূপ, ব্রহ্মবেত্তাগণের সংস্তুত ও পাপহর; উহা শ্রুতিমাত্র কল্যাণ ও শান্তি লাভ হয়; ধরাতলে বিস্তারিতরূপে যাঁহারা তাহা পান করান, তাঁহারাই ভূরিদাতা ও ধন্য।

ভূরিদা ভূরিদা বলি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহি জানে এহো হয় কোন্ জন॥
পূর্ব্বে সেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনে কৃপা প্রসাদ করিল॥
এই দেখি চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥
প্রভু কহে, কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥
রাজা কহে, আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কাঁহা না কহিও ইহা নিষেধ করিল॥
রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সব জানে প্রভু বাহিরে উদাস॥
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ।
রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিতমন॥
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হাত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা॥
মধ্যাহ্ন করিল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া কৈল আগমন॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিঞা।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিঞা॥

বলগণ্ডি-ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত ॥*
ছেনা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।†
নানাবিধ কদলক আর বীজ তাল ॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপূর।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর ॥
মনোহর লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃতগুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার ॥
অমৃতমণ্ডা ছেনাবড়া আর কর্পূরকেলি।
রসামৃত সরভাজা আর সরপুলী ॥
হরিবল্লভ সেবতি কর্পূরমালতী।
ডালিম মরিচালাড়ু নবাত অমৃতি ॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
রিয়ড়ী কদমা তিলাখাজার প্রকার ॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফলফুল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥
দধি দুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণমুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি ॥
নেবু কোলি আদি নানাপ্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ॥
এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥
কেয়া-পত্র দ্রোণি আইল বোঝা পাঁচ সাত।
একেক জনে দশ দোণা দিল একেক পাত ॥
কীর্ত্তনিয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায়।
তা সবাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥
পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণ বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা ॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
স্বরূপগোসাঞি তবে কৈলা নিবেদন ॥

আপনে বৈসহ প্রভু ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে ॥
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিঞা ॥
ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন।
প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন ॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে।
কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখে গৌরহরি।
হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি ॥
হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥
ইঁহা জগন্নাথের রথচলনসময়।
গৌড় সব রথ টানে আগে না চলয় ॥
টানিতে না পারি গৌড় রথ ছাড়ি দিলা।
পাত্র মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইলা ॥
মহামল্লগণ লঞা রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা, রথ না পারে টানিতে ॥
ব্যগ্র হৈঞা রাজা আনি মত্ত হস্তিগণ।
রথ চালাইতে রথে করিলা যোটন ॥
মত্তহস্তিগণ টানে যার যত বল।
এক পাদ না চলে রথ হইল অচল ॥
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লঞা।
মত্ত হস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইঞা ॥
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চীৎকার।
রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার ॥
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী যুচাইল।
নিজগণে রথ-কাছি টানিবারে দিল ॥
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড় হড় করি রথ চলিলা ধাইয়া ॥
ভক্তগণ কাছিতে হাত দিয়া মাত্র ধায়।
আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায় ॥
মহানন্দে লোক করে জয় জয় ধ্বনি।
জয় জগন্নাথ বহি আর নাহি শুনি ॥

* নিসকড়ি—সকড়ি বা পক্ক বস্তু ভিন্ন।
† পৈড়—পাকা।

নিমিষেকে রথ গেলা গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্যপ্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার ॥
জয় গৌরচন্দ্র, জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এইমত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য ॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥
পাণ্ডুবিজয় তবে কৈল সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিল আসি নিজ সিংহাসনে ॥
সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে আইলা।
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা ॥
অঙ্গণেতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভিল প্রভু নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥
আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
দেখি সব লোক প্রেমসমুদ্রে ভাসিল।
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল ॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব দিন নব জনে পাইল ॥
আর ভক্তগণ চাতুর্মাস্য যত দিনে।
এক এক দিন করি পড়িল বণ্টনে ॥
চারিমাসের দিন, মুখ্য ভক্ত ঝাঁটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥
এক দিন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ।
সঙ্কীর্ত্তন নৃত্য করে ভক্তগণ সাথ ॥
কভু অদ্বৈত নাচে কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাস নাচে কভু অচ্যুতানন্দ ॥
কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে ॥
বৃন্দাবন আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান ॥
রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলা এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥

নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবনলীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে করে জলখেলা ॥*
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া ॥
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডল।
জলমণ্ডূক বাদ্য বাজায় সবে করতল ॥
দুই দুই জন মেলি করে জলরণ।
কেহ হারে জিনে প্রভু করে দরশন ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি ॥
বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে।
গুপ্তদত্ত জলযুদ্ধ করে দুই জনে ॥†
শ্রীবাস সহিতে জল খেলে গদাধর।
রাঘবপণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥
সার্ব্বভৌম সহ খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দুঁহার হৈল শিশুপ্রায় ॥
মহাপ্রভু তাঁহা দুঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া ॥
পণ্ডিত গম্ভীর দুঁহে প্রামাণিক জন।
বাল্যচাঞ্চল্য করে, করহ বর্জ্জন ॥
গোপীনাথ কহে, তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত কর যবে তার এক বিন্দু ॥
মেরু মন্দরপর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ডশৈল ইহার কা কথা ॥
শুষ্কতর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈত আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষশয্যা কৈল ॥
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ি-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন ॥

* জগন্নাথপ্রকাশক নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ইহা খোদিত করেন, এই হেতু এই সরোবরের নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন। গুণ্ডিচামন্দিরের নিকটেই এই সরোবর।

† গুপ্তদত্ত—মুরারিগুপ্ত, বাসুদেবদত্ত।

শ্রীঅদ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া॥
এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ।
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
পুরী ভারতী আদি মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন॥
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল॥
অপরাহ্নে আসি কৈল দর্শন নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন॥
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত করিলা কতক্ষণ॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবনবিহার করে ভক্তগণ লঞা॥
বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।*
ভৃঙ্গ পিক গায়, বহে শীতল পবনে॥
প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন।
এক এক বৃক্ষতলে এক এক গায়।
পরম আবেশে একা নাচে গৌররায়॥
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে॥
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনিয়া গায়।
দিগ্বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়॥
এইমত কতক্ষণ করি বনলীলা।
নরেন্দ্রসরোবরে গেলা করিতে জলখেলা।
জলক্রীড়া করি পুন আইলা উদ্যানে।
ভোজনলীলা কৈল তবে লঞা ভক্তগণে।
নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত সাথ॥
জগন্নাথবল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম।†
নব দিন করে প্রভু তথাই বিশ্রাম॥

হোরাপঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া।*
কাশীমিশ্রে কহে রাজা যতন করিয়া॥
কালি হোরাপঞ্চমী শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয়॥
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার॥
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্রবস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে॥
ধ্বজপতাকা ঘণ্টা দর্পণ করহ মণ্ডন।
নানাবাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজন॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥
সেই ত করিহ প্রভু লঞা নিজগণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যেন করেন দর্শন॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা॥†
নীলাচল আইলা পুন ভক্তগণ সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে॥
কাশীমিশ্র প্রভুকে বহু আদর করিয়া॥
স্বগণসহ ভাল স্থানে বসাইল লঞা॥
রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল।
ঈষৎ হাসিয়া তবে স্বরূপে পুছিল॥
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকাবিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার॥
তথাপি বৎসরমধ্যে হয় এক বার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥
বৃন্দাবনসম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥

* বৃক্ষবল্লি—বৃক্ষসমূহ।
† পুষ্পারাম—ফুলের বাগান।

* রথোৎসবের পর পঞ্চমীতে হোরাপঞ্চমীনামক উৎসব হয়। জগন্নাথ গুণ্ডিচামন্দিরে রথবিহারে প্রস্থিত হইলে লক্ষ্মীদেবী রোষের বশীভূত হইয়া জগন্নাথসেবকদিগকে প্রহার করত বন্ধন করেন। তিন চারি দিন পরে সেবকেরা জগন্নাথকে আনিয়া দিতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাদিগের বন্ধন মুক্ত করেন।

† যেখানে গুণ্ডিচামন্দির আছে, সেই স্থানের নাম সুন্দরাচল।

বাহির হৈতে করে রথযাত্রা ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল ॥
নানাপুষ্পোদ্যানে তাঁহা খেলে রাত্রিদিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে ॥
স্বরূপ কহে, শুন প্রভু কারণ ইহার।
বৃন্দাবনক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥
বৃন্দাবনক্রীড়ার কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ।
গোপী বিনে অন্যে কৃষ্ণের হরিতে নারে মন ॥
প্রভু কহে, যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন ॥
গোপীসঙ্গে লীলা যত করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে ॥
অতএব প্রকট কৃষ্ণের নাহি কিছু দোষ।
তবে কেন লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ ॥
স্বরূপ কহে, প্রেমবতীর এইত স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্যলেশে হয় ক্রোধভাব ॥
হেন কালে খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের চৌদোলাতে করি আরোহণ ॥
ছত্র চামর ধ্বজ পতাকা তোরণ।
নানাবাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥
তাম্বূলসম্পুট ঝারি ব্যজন চামর।
সাথে যায় দাসী শত দিব্যভূষাম্বর ॥
অলৌকিক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হৈঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥
শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন ॥
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে যেন দণ্ড করি লয় নানাধনে ॥
অচেতন রথ তাঁর করেন তাড়ন।
নানামত গালি দেন ভণ্ডের বচন ॥
মহালক্ষ্মীদাসীগণের প্রাগল্ভ্য দেখিঞা।
হাসিতে লাগিলা প্রভু নিজগণ লঞা ॥
দামোদর কহে, ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাঁহা নাহি দেখি শুনি আর ॥
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি নখে লিখে মলিনবসন ॥
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিদান ॥
ঞিহো নিজ সর্ব্বসম্পত্তি প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপরে যায় সৈন্য সাজাইয়া ॥
প্রভু কহে, কহ ব্রজমানের প্রকার।
স্বরূপ কহে, গোপীমান নদী শতধার ॥
নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহু ভেদ।
সেই ভেদ নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ ॥
সম্যক্ গোপীর মান না যায় কথন।
এক দুই ভেদে করি দিগ্দরশন ॥
মানে কেহ হয় ধীরা কেহ ত অধীরা।
এই তিন ভেদ কেহ হয় ধীরাধীরা ॥
ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকট আসিতে করে আসন প্রদান ॥
হৃদি কোপ, হে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তারে করে আলিঙ্গন ॥
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ।
কিংবা সোল্লুণ্ঠবাক্যে করে প্রিয় নিরসন ॥*
অধীরা নিষ্ঠুরবাক্যে করয়ে ভৎর্সন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে করে মালায় বন্ধন ॥
ধীরাধীরা বক্রবাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস ॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা তিন নায়িকার ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য বিভেদ ॥†

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরিহাস করিয়া প্রিয় প্রত্যাখ্যান করে।

† ধীরা—অপরাধী কান্তের প্রতি যে নায়িকা সোপহাস বক্রোক্তি প্রয়োগ করে। অধীরা—ক্রোধপ্রদর্শনপূর্ব্বক নায়িকা প্রিয়ের প্রতি নিষ্ঠুরভাষিণী। ধীরা-ধীরা—অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে যে নায়িকা বল্লভের প্রতি বক্রোক্তি করে। মুগ্ধা—নায়িকার বয়ঃক্রম নবীন, কাম অল্প, রতিবিষয়ে অল্প স্পৃহা, আর অপরাধী কান্তের প্রতি যে নায়িকা সজলচক্ষে দর্শন করে, প্রিয় বা অপ্রিয় বাক্য বলিতে পারে না, মানভরে অধোমুখে থাকে।

মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয়বাক্যে হয় পরসন্ন ॥
মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ।
তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ ॥
কেহ প্রখরা কেহ মৃদু কেহ হয় সমা।*
স্বস্ব ভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় রসসীমা ॥
প্রাখর্য্য মার্দ্দব সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥
একথা শুনিতে প্রভুর আনন্দ অপার।
কহ কহ দামোদর কহে বার বার ॥
দামোদর কহে, কৃষ্ণ রসিকশেখর।
রস-আস্বাদক, রসময়-কলেবর ॥
প্রেমময়বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধ প্রেমরস গুণে গোপিকা প্রবীণ ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাষ দোষ।†
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।২৬)—

পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যম্—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥

টীকা।—সঃ সত্যকামঃ অনুরতাবলাগণঃ আত্মনি অন্তর্ম্মনসি অবরুদ্ধসৌরতঃ সন্ এবং এবম্প্রকারেণ সর্ব্বাঃ নিশাঃ সিষেব। কিম্ভূতাঃ ?—শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ। পুনঃ কথম্ভূতাঃ ?—শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ।

অনুবাদ।—সেই সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ কৃষ্ণ মনে মনে কামবোধ করত সেই সমস্ত কৌমুদীময়ী, কবিবর্ণিতা, রসভাবপূরিতা, শারদীয়া রাত্রিতে অনুরতা নারীগণের সঙ্গে এইরূপে ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা এক গণ।*
নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন ॥
গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্ম্মল উজ্জ্বলরস প্রেমরত্ন-খনি ॥
বয়সে মধ্যমা তিঁহ স্বভাবেতে সমা।†
গাঢ়প্রেমে স্বভাবে তিঁহ নিরন্তর বামা ॥
বাম্য স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।
তাঁর বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দসাগর ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে (৫২)—

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান
উদঞ্চতি ॥‡

এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দসাগর।
কহ কহ বলে তবে, কহে দামোদর ॥
অধিরূঢ় মহাভাব সদা রাধার প্রেম।§
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবান্ হেম ॥

---

* প্রখরা—যে নায়িকা দম্ভবাক্য প্রয়োগ করে এবং যাহার কথা কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। প্রগলভা—যাহার পূর্ণ-যৌবন, মদান্ধতা, বিপরীতরতিতে বাসনা, রসাভাষ কান্তপ্রতি আক্রমণকারিতা এই সকল বিদ্যমান থাকে।

† রসাভাষ—পূর্ব্ব উপদিষ্ট রসলক্ষণ দ্বারা রসসমূহ অঙ্গশূন্য হইলেই তাহার নাম রসাভাষ।

* বামা—যে নায়িকা মান গ্রহণার্থ সর্ব্বদা উৎসুকা, কিন্তু সেই মান শিথিল হইলে ক্রুদ্ধা হয়, আর যে নায়িকা নায়কের অবশীভূতা, তাহার নাম বামা। দক্ষিণা—যে নায়িকা মান গ্রহণে অসহা এবং নায়কের অনুনয়ে প্রসন্না হয়।

† মধ্যমা—যাহার কাম ও লজ্জা উভয়ই সমান, এবং যাহার নবীন যৌবন, ঈষৎ প্রগলভবাক্য, মূর্চ্ছা যাবৎ সুরতে দক্ষতা, কোন কোন স্থলে মানে মৃদুতা ও কার্কশ্য দৃষ্ট হয়, সেই নায়িকার নাম মধ্যমা বা মধ্যা।

‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

§ অধিরূঢ়—যাহাতে রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব কোন অলৌকিক দশা লাভ করে, তাহার নাম অধিরূঢ়। মহাভাব—উপযুক্ত ভাব কৃষ্ণমহিষীগণের দুষ্প্রাপ্য, কেবল মাত্র ব্রজরমণীতেই সম্ভব, ইহারই নাম মহাভাব। প্রেম—বিনাশের কারণ বিদ্যমানেও

কৃষ্ণদরশন যদি পায় আচম্বিতে।
নানাভাববিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥
অষ্টসাত্ত্বিক, হর্ষাদি, ব্যভিচারী আর।
সহজপ্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার ॥
কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত।
বিব্বোক, মোট্টায়িত, আর মৌগ্ধ্য, চকিত ॥
এত ভাব-ভূষায় ভূষিত রাধা-অঙ্গ।
দেখিয়া উছলে কৃষ্ণের সুখাব্ধিতরঙ্গ ॥
কিলকিঞ্চিত ভাবভূষার শুন বিবরণ।
যে ভূষায় ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণের মন ॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দানঘাটি পথে যবে বর্জ্জেন গমন ॥
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে ॥
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গম।
প্রথমেই হর্ষ-সঞ্চারী মূল কারণ ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে (৭১)—

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥

টীকা।—গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং হর্ষাৎ হেতোঃ সঙ্করীকরণং কিলকিঞ্চিতং অভিধীয়তে।

অনুবাদ।—প্রিয়ের দর্শনজনিত হর্ষবশতঃ নায়িকার অন্তরে গর্ব্ব, অভিলাষ, ক্রন্দন, হাস্য, অসূয়া, ভীতি ও রোষের সামঞ্জস্য হইয়া যে ভাব সমুদিত হয়, তাহাই কিলকিঞ্চিত বলিয়া অভিহিত হয়।

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়।
অষ্ট ভাব সম্মিলনে মহাভাব হয় ॥

যাহার বিনাশ হয় না, যুবক যুবতীর তাদৃশ ভাববন্ধনের নাম প্রেম।

গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক, রুদিত।
ক্রোধ, অসূয়া সহ আর মন্দস্মিত ॥
নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে হয় তৃপ্ত কৃষ্ণমন ॥
দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, মরিচ, কর্পূর।
এলাচ্যাদি মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥
এই ভাব যুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে ত্রিসপ্তত্যাঙ্কে
দানকেলিকৌমুদ্যাং প্রথমাঙ্ক

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণ-
পক্ষ্মাঙ্কুরা কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা
রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুর-
ব্যাভুগ্নতারোত্তরা রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিত-
স্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥

টীকা।—কান্তায়া রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ বঃ যুষ্মাকং শ্রিয়ং কল্যাণং ক্রিয়াৎ। কান্তায়াঃ কিম্ভূতায়াঃ ?—মাধবেন পথি মার্গে রুদ্ধায়াঃ। দৃষ্টিঃ কিম্ভূতা ?—অন্তর্ মনসি স্মেরতয়া উজ্জ্বলা বিকসিতা। পুনঃ কিম্ভূতা ?—জলকণাব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা অশ্রুবারিবিন্দুভিঃ ব্যাকীর্ণঃ পক্ষ্মাঙ্কুরঃ যস্যাঃ সা। পুনঃ কিম্ভূতা ?—কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা। পুনঃ কথম্ভূতা ?—রসিকোৎসিক্তা রসেন উৎসাহশালিনী। পুনঃ কিম্ভূতা ?—পুরঃ কুঞ্চতী অগ্রে মুদিতা ভবতী। পুনঃ কিম্ভূতা ?—মধুর ব্যাভুগ্নতারোত্তরা সুন্দরং কুটিলঞ্চ যথা স্যাত্তথা তারা উত্তরঃ ঊর্দ্ধগমনশীলং যস্যা সা।

অনুবাদ।—একদা কৃষ্ণ দানঘাটে বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে রাধিকা সেই পথ দিয়া যজ্ঞীয় হবি লইয়া যাইতেছেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া শুল্কগ্রহণচ্ছলে পথ অবরুদ্ধ করিলে আশু শ্রীমতীর যে চক্ষু অন্তর্গত হাস্যে বিকসিত, পক্ষ্মরাজি অশ্রুতে আকীর্ণ, অন্তভাগ পাটলিত, রসে উৎসিক্ত, অগ্রদেশ কুঞ্চিত ও কুটিল এবং উত্তারক হইয়া কিলকিঞ্চিত ভাবে দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই চক্ষু তোমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন্।

৭ শ্লোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৮)—

গ্রন্থকারস্য বাক্যম্—

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলনেত্রং
রসোল্লাসিতং হেলোল্লাসচলাধরং
কুটিলিতভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
কান্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ
বীক্ষ্যাননং সঙ্গমাদানন্দং তমবাপ
কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ॥

টীকা।—অসৌ কৃষ্ণঃ রাধায়াঃ আননং বদনং বীক্ষ্য অবলোক্য সঙ্গমাৎ কোটি-গুণিতং তং আনন্দং অবাপ। যঃ আনন্দঃ গীর্গোচরঃ বাগ্বিষয়ঃ ন অভূৎ। আননং কিম্ভূতং ?—বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলনেত্রং বাষ্পেন ব্যাকুলিতঃ অরুণাঞ্চলঃ তেন চলৎ নেত্রং যস্মিন্ তৎ। পুনঃ কিম্ভূতং ?—হেলোল্লাসচলাধরং হেলয়া উল্লাসেন চলঃ চপলঃ অধরঃ যস্মিন্ তৎ। পুনঃ কিম্ভূতং ?—কুটিলিতভ্রূযুগ্মং। পুনঃ কথম্ভূতং ?—উদ্যৎস্মিতং প্রকটিতস্মিতম্। পুনঃ কিম্ভূতং ?—কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতম্।

অনুবাদ।—শ্রীরাধিকার বাষ্পাকুলিত অরুণাঞ্চল চপলভাব পরিগ্রহ করিয়াছে; রসোল্লাসে ও কামভাবে অধর কাঁপিতেছে, ভ্রূদ্বয় কুটিল হইয়াছে, বদনপদ্মে মৃদুহাস্য প্রকাশ পাইয়াছে এবং কিলকিঞ্চিত বশতঃ সুখ প্রকাশিত হইতেছে; শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার ভাবপূর্ণ তদীয় বদন দর্শনে সঙ্গমাপেক্ষাও যে কোটিগুণিত সুখ লাভ করিলেন, তাহা বাক্যে প্রকাশের যোগ্য নহে।

এত শুনি প্রভুর হৈল আনন্দিত মন।
সুখাবিষ্ট হৈয়া স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন॥
বিলাসাদি ভাবভূষার কহত লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন॥
তবে ত স্বরূপ গোসাঞি কহিতে লাগিল।
শুনি প্রভুভক্তগণ মহাসুখ পাইলা॥
রাধা বসি থাকে কিবা বৃন্দাবনে যায়।
তাঁহা যদি আচম্বিতে কৃষ্ণ দেখা পায়॥
দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ।
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাসভূষণ॥

৮ শ্লোক।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৩৭)—

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ
প্রিয়সঙ্গজম্॥

টীকা।—গতিস্থানাসনাদীনাং, মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং তাৎকালিকং বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ কথ্যতে। বৈশিষ্ট্যং কিম্ভূতং ?—প্রিয়সঙ্গজম্।

অনুবাদ।—প্রিয়সঙ্গম-স্থলে গতি, আসন ও উপবেশন প্রভৃতি বিষয়ে চক্ষু, মুখ প্রভৃতি যে তৎসাময়িক কর্ম্মে বৈশিষ্ট্য হয়, তাহাকেই বিলাস কহে; প্রিয়সঙ্গম হেতুই উহা সঞ্জাত হইয়া থাকে।

লজ্জা হর্ষ অভিলাষ সম্ভ্রম বাম্য ভয়।
এত ভাব মিলি রাধা চঞ্চল করয় ॥

৯ শ্লোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১১)—

গ্রন্থকারস্য বাক্যম্—

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা
গতিরভূত্তিরশ্চীনং
কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগ-
মাভুগ্নমিতি সা বিলাসাখ্য-
স্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥

টীকা।—পুরঃ সমীপে কৃষ্ণালোকাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদ্ধেতোঃ অস্যাঃ শ্রীমত্যাঃ গতিঃ তিরশ্চীনং যথা স্যাত্তথা স্থগিতকুটিলা অভূৎ। যস্যাং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি বভূব। নয়নযুগং চলত্তারং, তথা আভুগ্নং, ইতি এবম্প্রকারেণ সা গতিঃ বিলাসাখ্য-স্বালঙ্করণবলিতা সতী প্রিয়মুদে আসীৎ।

অনুবাদ।—কৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া রাধিকার গতি স্থির ও বঙ্কিম ভাব ধারণ করিল; তদীয় মুখপদ্ম নীলবস্ত্রে ঈষৎ অবগুণ্ঠিত হইলেও নেত্রদ্বয় বিকাসিত, চঞ্চল ও কুটিল হইল এবং বিলাসভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া তিনি প্রিয়তমের হর্ষোৎপাদন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া।
তিন অঙ্গভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া ॥
মুখে নেত্রে করে নানা ভাবের উদ্গার।
এই কান্তাভাবের নাম ললিত অলঙ্কার ॥

১০ শ্লোক।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৭৫)—

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদীরিতম্ ॥

টীকা।—যত্র ভাবে অঙ্গানাং বিন্যাস-ভঙ্গিঃ সুকুমারা, তথা ভ্রূবিলাসমনোহরা স্যাৎ, তৎ ললিতং উদীরিতম্।

অনুবাদ।—অঙ্গের বিন্যাসভঙ্গি সুকুমার এবং ভ্রূবিলাস সুন্দর হইলে তাহারই নাম ললিত ভাব।

ললিত ভূষিত যদি রাধা দেখে কৃষ্ণ।
দুঁহে দুঁহে মিলিবারে হয়ত সতৃষ্ণ ॥

১১ শ্লোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৪)—

হ্রিয়া তির্য্যগ্‌গ্রীবা চরণকটিভঙ্গীসুমধুরা
চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ।
প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিততনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা ॥

টীকা।—সা শ্রীমতী রাধিকা উদিত-ললিতালঙ্কৃতিযুতা সতী প্রিয়প্রীত্যৈ আসীৎ। কিম্ভূতা সা ?—হ্রিয়া তির্য্যগ্‌গ্রীবা। পুনঃ কিম্ভূতা ?—চরণকটিভঙ্গীসুমধুরা। পুনঃ কিম্ভূতা ?—চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতি-নাথোর্জ্জিতধনুঃ। পুনঃ কিম্ভূতা ?—প্রিয়-প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতালালিততনুঃ।

অনুবাদ।—শ্রীরাধিকা ললিতভাবালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া প্রিয়ের প্রীতি বর্দ্ধিত করিতেন; তৎকালে লজ্জাবশে তদীয় গ্রীবাদেশ কুটিলভাব পরিগ্রহ করিত; পদ ও কটির ভঙ্গী মনোহর হইত; ভ্রূলতার চাপল্যে কামের সতেজ ধনুও পরাজিত হইত এবং প্রিয়তমের প্রতি প্রেমোল্লাস সংবর্দ্ধিত হইয়া ললিত-ভাবে সকল অঙ্গ ভাবময় হইয়া উঠিত।

লোভে কৃষ্ণ আসি করে কঞ্চুকাকর্ষণ।
অন্তরে ইচ্ছা বাহিরে রাধা করে নিবারণ ॥

বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সুখ মন।
কুট্টমিত নাম এই ভাববিভূষণ ॥

১২ শ্লোক।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৭৩)—

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎ-প্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥

টীকা।—স্তনাধরাদিগ্রহণে আলিঙ্গনাদি-বিষয়ে হৃৎপ্রীতৌ অপি সম্ভ্রমাৎ ব্যথিতবৎ বহিঃ ক্রোধঃ স্যাৎ, ঈদৃশং ভাবলক্ষণং কুট্টমিতং বুধৈঃ রসবিদ্ভিঃ প্রোক্তম্।

অনুবাদ।—প্রিয় কর্ত্তৃক অঙ্গাদি স্পৃষ্টি-নিবন্ধন নায়িকা মনে পরিতুষ্টা হইলেও লজ্জাবশতঃ ব্যথিতবৎ বহির্ভাগে রোষ প্রদর্শন করেন; এরূপ স্থানে বুধগণ কুট্টমিত নাম নির্দ্দেশ করেন।

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ।
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ ॥
ব্যথা পাইয়া করে যেন শুষ্ক রোদন।
ঈষৎ হাসিয়া করে কৃষ্ণকে ভৎর্সন ॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি গোস্বামি পাদোক্ত শ্লোকঃ—

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং
ভৎর্সনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরু-
র্হারি শুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি ॥

টীকা।—করভোরুঃ শ্রীমতী রাধিকা মাধবস্য পাণিরোধং কুরুতে। পাণিরোধং কিম্ভূতং?—অবিরোধিতবাঞ্ছং। সা রাধা কৃষ্ণায় মধুরস্মিতগর্ভাঃ ভৎর্সনাশ্চ কুরুতে। অপি চ মুখেঽপি বহির্ভাগেঽপি ন তু অন্তরে, হারি শুষ্করুদিতঞ্চ কুরুতে।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর অঙ্গে হস্ত প্রদান করিলে সেই করভোরু রাধা অনিচ্ছাতেও তাহা নিবারণ করিলেন; অন্তরে মৃদুমধুর হাস্য করিয়া কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মৌখিক শুষ্ক ক্রন্দনপূর্ব্বক প্রিয়বল্লভের হর্ষবর্দ্ধন করিলেন।

এইমত আর সব ভাববিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন ॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন।
আপনে বর্ণেন যদি সহস্রবদন ॥
শ্রীনিবাস হাসি কহে শুন দামোদর।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ্ বিস্তর ॥
বৃন্দাবন-সম্পদ্ কেবল ফুল কিশলয়।
গিরিধাতু, শিখিপিঞ্ছ, গুঞ্জাফলময় ॥
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।
শুনি লক্ষ্মীদেবী মনে হৈল আসোয়াথ ॥*
এত সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেলা বৃন্দাবন।
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ॥
তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি।
এত ফুল-ফল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী।
এই কর্ম্ম করি কাহায় বিদগ্ধশিরোমণি।
"লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি ॥"
এত বলি মহালক্ষ্মীর সব দাসীগণ।
কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন ॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি।
ধনদণ্ড লয় আর করায় বিনতি ॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন।
চোরপ্রায় করে জগন্নাথের ভৃত্যগণ ॥
সব ভৃত্যগণ কহে করি যোড় হাত।
কালি আনি তোমার আগে দিব জগন্নাথ ॥

* আসোয়াথ—অসুখ।

তবে লক্ষ্মী শান্ত হৈয়া যান নিজঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্ বাক্য-অগোচর ॥
দুগ্ধ আউটে দধি মথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে ॥
নারদপ্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ দাস ॥
প্রভু কহে, শ্রীবাস তোমার নারদস্বভাব।
ঐশ্বর্য্য ভায় তোমায় ঈশ্বরপ্রভাব ॥
দামোদর স্বরূপ ইঁহ শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে রহে শুদ্ধপ্রেমে ভাসি ॥
স্বরূপ কহেন, শ্রীবাস শুন সাবধানে।
বৃন্দাবন-সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে ॥
বৃন্দাবনের সাহজিক যে সম্পদ্ সিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পদ্ তার এক বিন্দু ॥
পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী সেই বৃন্দাবন-ধাম ॥
চিন্তামণিময় ভূমি, চিন্তামণি ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসীচরণভূষণ ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনে কেহ না মাগে অন্য ধন ॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন কেহ না মাগে অন্য ধনে ॥
সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত।
সহজ গমন করে নৃত্য প্রতীত ॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃতসমান।
চিদানন্দজ্যোতি স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান্ ॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী-কাজ ॥

১৪ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৩২)—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ
কল্পতরবো দ্রুমা
ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি
বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দজ্যোতিঃ
পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥

টীকা।—যত্র কান্তাঃ শ্রিয়ঃ লক্ষ্মীসমূহাঃ সন্তি, কান্তঃ পরমপুরুষঃ কৃষ্ণঃ দ্রুমাঃ পাদপাঃ কল্পতরবঃ সন্তি; ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, তোয়ং বারি অমৃতং, কথ গানং, গমনমপি নাট্যং, যত্র বংশী ভগবদ্বাণী প্রিয়সখী ইব উপদিশতি। চিদানন্দজ্যোতিঃ ব্রহ্মানন্দ এব পরমং শ্রেষ্ঠং অপি তৎ আস্বাদ্যম্।

অনুবাদ।—বৃন্দাবনস্থিত কান্তারাই লক্ষ্মীগণ, পুরুষোত্তম হরি উঁহাদের নায়ক পাদপসমূহ কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণি-ব্যাপ্ত তত্রত্য সলিল অমৃত, কথাই গান এব গতিই নৃত্য; তথায় ভগবানের বংশী সখীর ন্যায় উপদেশদাত্রী এবং পরম চিদানন্দ জ্যোতি নিরন্তর অনুভূত হয়।

১৫ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহর্য্যাং (৮৪)—

বিল্বমঙ্গলবাক্যম্—

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনং ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ ॥

টীকা।—বৃন্দাবনে অঙ্গনানাং ব্রজবাসিনানাং চরণভূষণং স্যাৎ। শৃঙ্গারপুষ্পতরবঃ সুরাণাং তরবঃ; ননু বৃন্দাবনং ব্রজধনং; কামধেনুবৃন্দানি ভবন্তি ইত্যর্থঃ। ইতি এতৈরুপাদানৈঃ অহো বৃন্দাবনস্য সুখসিন্ধুঃ বিভূতিশ্চ অনুভূয়তে।

অনুবাদ।—বৃন্দাবনে গোপরমণীগণের পাদভূষা চিন্তামণি ; ক্রীড়ানুকূল কুসুমবৃক্ষ কল্পতরু এবং ব্রজধন কামধেনুসমূহ। ইহা দ্বারা বৃন্দাবনের সুখসাগর ও বিভূতি আশ্চর্য্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস।
কক্ষতালি বাজায়, করে অট্ট অট্ট হাস ॥
রাধার শুদ্ধ রস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ॥
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য স্বরূপের গান।
বল বল বলি প্রভু পাতে নিজ কান ॥
ব্রজরসগীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥
লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজ ঘর।
প্রভু নৃত্য করে, হৈল তৃতীয় প্রহর ॥
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥
রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করেন প্রণতি ॥
নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকট না আইসে, রহে কিছু দূরদেশ ॥
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্ত্তন ॥
ভঙ্গী করি স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মাধ্যাহ্নিক স্নানে ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধপ্রকার ॥
সবা লঞা নানারঙ্গে করিল ভোজন।
সন্ধ্যা স্নান করি কৈল জগন্নাথদর্শন ॥
জগন্নাথ দেখি কৈল নর্ত্তন কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লৈঞা ভক্তগণ ॥*
উদ্যানে আসিয়া করেন বন্য ভোজনে।
এইমত ক্রীড়া প্রভু কৈল অষ্ট দিনে ॥
আর দিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়।
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লৈঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করে কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডুবিজয় হৈল।
এক গুটি পট্টডোরী তাঁহা টুটি গেল ॥
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥
কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খান।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সন্মান ॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ ॥
এত বলি দিলা তারে ছিঁড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি ॥
এই পট্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান।
দশমূর্ত্তি ধরি যেঁহ সেবে ভগবান্ ॥
ভাগ্যবান্ সত্যরাজ, বসু রামানন্দ।
সেবা আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ ॥
প্রতিবর্ষ গুণ্ডিচাতে সব ভক্তসঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আসে অতি বড় রঙ্গে ॥
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘর আইলা লৈয়া ভক্তগণে ॥
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লৈয়া বৃন্দাবন-কেলি কৈল ॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা অনন্ত অপার।
সহস্রবদন যার নাহি পায় পার ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
হোরাপঞ্চমীযাত্রাদর্শনং নাম
চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৪॥

* দীর্ঘিকার নাম নরেন্দ্র।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটং চক্রে গৌরঃ স্বাং
ভক্তবশ্যতাম্॥

টীকা।—গৌরঃ সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকং অমঘোকং অমোঘনামানং দ্বিজং অঙ্গীকুর্ব্বন্ প্রসাদং কৃত্বা, স্বাং ভক্তবশ্যতাং স্ফুটং যথা স্যাৎ তথা চক্রে।

অনুবাদ।—গৌরাঙ্গ-প্রভু সার্ব্বভৌম-গৃহে আহার করিয়া তন্নিন্দুক অমোঘ-নামা দ্বিজকে সার্ব্বভৌমসম্বন্ধে স্বীকার-পূর্ব্বক স্বীয় ভক্তবশ্যতার পরিচয় প্রদান করিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রীচৈতন্যচরিতশ্রোতা ভক্তগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত যার প্রাণধন॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্য গীত রঙ্গে॥
প্রথমবৎসরে জগন্নাথ দরশন।
নৃত্য গীত দণ্ডবৎ প্রণাম স্তবন॥
উপল লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।*
হরিদাসে মিলি আইসে আপন নিলয়॥
ঘরে আসি করে প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন॥
সুগন্ধ সলিলে দেন পাদ্য আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন॥
গলে মালা দেয় মাথায় তুলসীমঞ্জরী।
যোড়হস্তে স্তুতি করে পদে নমস্করি॥
পূজাপাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যে আছিল।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল॥

২ শ্লোক।

তথাহি—

রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো
সীতে রাম শিবে শিব।
যোঽসি সোঽসি নমো নিত্যং
যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে॥

টীকা।—হে রাধে! হে কৃষ্ণ! হে রমে! হে বিষ্ণো! হে সীতে! হে রাম! হে শিবে! হে শিব! যঃ অসি, সঃ অসি, নিত্যং নমঃ; যঃ অসি, সঃ অসি, তে তুভ্যং নমঃ অস্তু।

অনুবাদ।—হে রাধে! হে কৃষ্ণ! হে রমে! হে বিষ্ণো! হে সীতে! হে রাম! হে শিবে! হে শিব! যে হও সে হও, নিত্য নমস্কার করি; তুমি যে হও, সে হও, তোমাকে নমস্কার করি।

যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে এই মন্ত্র
পড়ে।
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে॥
এইমত অন্যোন্যে করে নমস্কার।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বার বার॥
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আচার্য্য কথন।*
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥

* উপল—উপলভোগ অর্থাৎ বাল্যভোগ।

* আচার্য্যের নিমন্ত্রণ—একদা অদ্বৈত প্রভু চৈতন্যপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। অদ্বৈত স্বহস্তেই রন্ধন করেন। কোন স্থানে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ হইলে তৎসহ বহু সন্ন্যাসী যাইতেন। চৈতন্য সেই সকল সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইতে এত ব্যগ্র থাকিতেন যে, প্রায়ই তাঁহার নিজের আহার ঘটিত না। নিমন্ত্রণকারীর মনে এই জন্য বড় দুঃখ জন্মিত। অদ্বৈত মনে ভাবিলেন যে, যদি আজি সঙ্গে কোন সন্ন্যাসী না আইসে, তাহা হইলে মনের সাধে প্রভুকে

পুনরুক্তি ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ ॥
একেক দিন একেক ভক্তগৃহে মহোৎসব ॥
প্রভু সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব।
চারি মাস রহিলা সব মহাপ্রভু সঙ্গে।
জগন্নাথের নানাযাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥
এইমত নানারঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা ॥
কৃষ্ণজন্মযাত্রাদিনে নন্দমহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্ত সব ॥
দধিদুগ্ধভার সবে নিজ কান্ধে করি।
মহোৎসবস্থানে আইলা বলি হরি হরি ॥
কানাঞি খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছেন ব্রজেশ্বরী ॥
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্রকাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী ॥
ঞিঁহা সবা লঞা প্রভু করে নৃত্য রঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ ॥
অদ্বৈত কহে, সত্য কহি না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ ॥

তবে লগুড় লইয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে তুলি লুফিয়া ধরিলা ॥
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে ॥
অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায় ॥
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে জানিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাব গূঢ়।
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।
জগন্নাথের প্রসাদ এক বস্ত্র লঞা আসি ॥
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর সবগণে পরাইল ॥
কানাই খুঁটিয়া জগন্নাথ দুই জন।
আবেশে বিলাইলা ঘরে ছিল যত জন ॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতামাতা জ্ঞানে দুঁহাকে নমস্কার কৈল ॥
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেরে গড় ভাঙ্গিয়া ॥
কাঁহা রে রাবণা ! প্রভু কহে ক্রোধাবেশে ॥
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে ॥
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোকে জয় জয় বলে বার বার ॥
এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশীযাত্রা দেখিল সকলি ॥
এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥
কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে কেহ নাহি জানে
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইল।
গৌড়দেশে যাহ সবে বিদায় করিল ॥

আহার করাই। বস্তুতঃ সেদিন প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু অন্যান্য সন্ন্যাসীরা ষড়বৃদ্ধি নিবন্ধন তৎসঙ্গে আসিতে পারেন নাই। তদ্দর্শনে অদ্বৈত সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজের স্তুতিবাদ করেন। সেই দিন অদ্বৈত যত ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়াছিলেন, প্রভু সে সমস্তই ভোজন করিলেন।

আচার্য্যকথন—একদা মহাপ্রভুর নিকট অদ্বৈত উপস্থিত হইলে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আগমন?" অদ্বৈত কহিলেন. "জগন্নাথ দেখিয়া।" প্রভু কহিলেন, "কিরূপে জগন্নাথ দেখিলে?" অদ্বৈত কহিলেন, "জগন্নাথ দেখিয়া প্রদক্ষিণ করিলাম।" প্রভু কহিলেন, "তোমার হার।" অদ্বৈত কহিলেন, "কেন?" প্রভু কহিলেন, "আমি এইপ্রকারে জগন্নাথ দেখি না, প্রদক্ষিণ করিলে প্রতিমার দিকে যখন পৃষ্ঠ করিতে হয়, তখন ত দেখা হয় না, এই কারণেই আমি নির্নিমিষে জগন্নাথের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকি।" অদ্বৈত কহিলেন, "এপ্রকার বাক্যের অধিকারী তুমি ভিন্ন ত্রিলোকে আর কে আছে? এ বিষয়ে সকলেই তোমার নিকট পরাজিত।" কৌতুক করিয়াই গৌরচন্দ্র ঐরূপ বলিয়াছিলেন। তিনি উত্তর শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন।

সবারে কহিল প্রভু, প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া॥
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥
রামদাস গদাধর আদি কতজনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমা সনে॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥
শ্রীবাসপণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তারে মধুর বচন॥
তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব॥
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্ম্মনাশ॥
তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা ধর্ম্ম।
তাঁহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ॥
কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥
নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে যাই তাঁর চরণ দেখিতে॥
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তি জ্ঞানে তিঁহ তাহা সত্য নাহি মানে॥
এক দিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভ্রষ্ট পটোল নিম্বপাত॥
লেবু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার।
শালগ্রামে সমর্পিল বহু উপহার॥
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাঞির প্রিয় মোর এ সব ব্যঞ্জন॥
নিমাই নাহিক ঘরে কে করে ভোজন।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন॥
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভক্ষণ।
শূন্য পাত্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন॥
কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেনে পাত।
হেন বুঝি বালগোপাল খাইলেন ভাত॥
কিবা মোর মন কথায় ভ্রম হৈয়া গেল।
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল॥
কিবা আমি ভ্রমে পাতে অন্ন না বাড়িল॥
এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিল॥
অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ দেখি সকল ভাজন।
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন॥
ঈশান দ্বারায় পুন স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল॥
এইমত যবে করে উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠা ক্রন্দন॥
তাঁর প্রেমে আসি মোরে করায় ভোজনে।
অন্তরে মানয়ে সুখ বাহ্যে নাহি মানে॥
এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিঞা তাঁর করাইহ প্রতীতি॥
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য করিলা॥
রাঘবপণ্ডিতে কহে বচন সরস।
তোমার নিষ্ঠাপ্রেমে আমি হই তোমার বশ॥
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্ব্বজন।
পরমপবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম॥
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচগণ্ডা করি নারিকেল বিকায় যথা তথা॥
বাড়ীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল॥
একেক ফলের মূল্য দিঞা চারি চারি পণ
দশ ক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন॥
প্রতি দিন পাঁচ ছয় ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া॥

ভোগের সময়ে পুন ছোলি সংস্করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেলজল পান করি।
কভু শূন্যফল রাখেন, কভু জল ভরি॥
জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল সৎপাত্রপূরিত॥
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন॥
কভু শস্য খান পুন পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের, প্রেমসিন্ধু ভাসে॥
এক দিন দশ ফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া॥
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল।
ফলপাত্র হাতে সেবক দ্বারেতে রহিল।
দ্বারের উপর ভিতে তেঁহ হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইলা পণ্ডিত দেখিল॥
পণ্ডিত কহে, দ্বারে লোক করে যাতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা॥
কৃষ্ণযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা॥
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেম জগত জিনিয়া॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল॥
এইমত কলা আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
যাঁহা যাঁহা দূর গ্রামে শুনে আছে ভাল॥
বহু মূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন॥
এইমত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এইমত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল॥
এইমত পিঠা পানা ক্ষীর ওদন।
পরম পবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম॥
কাশন্দি আচার আদি অনেকপ্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দিব্য সার॥

এইমত প্রেমে সবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সব লোকের জুড়ায় নয়ন॥
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন।
এইমত সম্মানিল সব ভক্তগণ॥
শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান॥
পরম উদার ইঁহ যে দিনে যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে॥
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্বভরণ না হয়॥
ইঁহার ঘরের আয় ব্যয় সব তোমার স্থানে
সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥
প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণ লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিয়া॥
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া॥
গুণরাজখান্ কৈলা শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান্।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহে, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন॥
সত্যরাজ কহে, বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥
প্রভু কহে, যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥

দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥
আনুষঙ্গফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়ে করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাং অষ্টাদশাঙ্কধৃত উনত্রিংশাঙ্কে
শ্রীলক্ষ্মীধরকৃত শ্লোকঃ—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং
চাংহসামাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো
বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং
ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে মন্ত্রোঽয়ং
রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥

টীকা।—অয়ং শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ কৃষ্ণনামসমন্বিতঃ মন্ত্রঃ রসনাস্পৃক্ এব জিহ্বাস্পর্শমাত্রেণৈব ফলতি। অয়ং মন্ত্রঃ দীক্ষাং, তথা সৎক্রিয়াং, তথা পুরশ্চর্য্যাং, নো ন ঈক্ষতে অপেক্ষতে। মন্ত্রঃ কিম্ভূতঃ?—কৃতচেতসাং সুমনসাং সাধূনাং আকৃষ্টিঃ, চ পুনঃ অংহসাং উচ্চাটনম্। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—আচাণ্ডালং যথা তথা অমূকলোকসুলভঃ। পুনঃ কীদৃশঃ?—মুক্তিশ্রিয়ঃ মুক্তিরূপকল্যাণস্য বশ্যঃ।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক মন্ত্র স্পর্শমাত্রই ফল প্রদান করে। উহা কি দীক্ষা, কি জিহ্বা, কি সাধুসেবা, কি পুরশ্চরণ কিছুরই অপেক্ষা করে না। ইহা দ্বারা সুমনা ব্যক্তিগণের মন আকৃষ্ট হয়, পাতক বিনাশ পায়; উহা আচাণ্ডালও লোকসকলের সুলভ এবং উহা দ্বারা মুক্তিরূপ শ্রীও বশীভূত হয়।

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান ॥
খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস মুখ্য এই তিন জন ॥
মুকুন্দদাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন।
তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন? ॥
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাহার তনয়?।
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥
মুকুন্দ কহে, রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয় ॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে ॥
শুনি হর্ষে কহে প্রভু, কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয় ॥
ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥
ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম।
নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম যেন দগ্ধ হেম ॥
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহ করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণের প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা ॥
এক দিন ম্লেচ্ছরাজার উচ্চ টুঙ্গিতে।*
চিকিৎসার বাত কহে তাঁহার অগ্রেতে ॥
হেন কালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানি।†
রাজার শিরোপরি ধরে এক ভৃত্য আনি ॥
ময়ূরপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥
রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন ॥
রাজা কহে, ব্যথা তুমি পাইলে কোন্ ঠাঞি।
মুকুন্দ কহে অতিবড় ব্যথা নাহি পাই ॥
রাজা কহে, মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে, মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী ॥

* টুঙ্গি—গৃহ।
† আড়ানি—বড় পাখা।

মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তার মহাসিদ্ধ জ্ঞানে॥
রঘুনন্দন-সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট তীরে॥
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ অবতংসে॥
মুকুন্দেরে কহে পুন মধুর বচন।
তোমার যে কার্য্য ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন॥
রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণসেবন।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইঁহার অন্যত্র নাহি মন॥
নরহরি রহ আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে॥
সার্ব্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই।
দুই জনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি॥
দারু-জল-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি॥
দারু-ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হন জলব্রহ্মসম॥
সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি কর জলব্রহ্মের সেবন॥
মুরারি গুপ্তেরে গৌর করি আলিঙ্গন।
তার ভক্তিনিষ্ঠা কহে, শুন ভক্তগণ॥
পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার।
পরম মধুর গুপ্ত ব্রজেন্দ্রকুমার॥
স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্বরসময়॥
বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিকশেখর।
সকল সদ্গুণবৃন্দ রত্ন-রত্নাকর॥
মধুরচরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্য বৈদগ্ধে করে যেঁহ লীলা রাস॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়॥
এইমত বার বার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥

আমারে কহেন আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর॥
এত বলি ঘর গেলা চিন্তে রাত্রিকালে।
রঘুনাথত্যাগ চিন্তি হইলা বিকলে॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্রে রাম মোর করাহ মরণ॥
এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি কৈল জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥
রঘুনাথ-পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
ছাড়িতে না পারি রাম মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথচরণ ছাড়ন না যায়।
তোমার আজ্ঞাভঙ্গ হয় কি করি উপায়॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়॥
এত শুনি আমি মনে বড় সুখ পাইল।
ইঁহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন দিল॥
সাধু সাধু গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ান নাহি যায়॥
তোমার ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈনু বারে বারে॥
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরামকিঙ্কর।
তুমি কেন ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল॥
সেই মুরারিগুপ্ত এই মোর প্রাণসম।
ইঁহার দৈন্য শুনি দেখি ফাটে মোর মন॥
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তাঁর গুণ কহে হৈয়া সহস্রবদন॥
নিজগুণ শুনি বাসুদেব লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিঞা॥
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥

করিতে সমর্থ তুমি মহাদয়াময়।
তুমি মন কর তবে অনায়াসে হয় ॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে ॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব-রোগ ॥
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিলা ॥
তোমার এবিচিত্র নহে তুমি যে প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছা বিনা কৃষ্ণের নাহি অন্য কৃত্য ॥
ব্রহ্মাণ্ডজীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপভোগে হবে সবার উদ্ধার ॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল ॥
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫.৬০)—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

টীকা।—যস্তু ইন্দ্রগোপং নন্দগোপং অথবা ইন্দ্রং অহো আশ্চর্য্যে স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপফলভাজনং আতনোতি, কিন্তু চ পুনঃ ভক্তিভাজাং কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি, তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি।

অনুবাদ।—যিনি নন্দপ্রমুখ গোপগণের ও ইন্দ্রাদি সুরগণেরও স্ব স্ব প্রারব্ধ কর্ম্মানুরূপ ফল দান করেন, অথচ ভক্তকুলের অখিল কর্ম্ম দগ্ধ করিয়া দেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ॥

তোমার ইচ্ছামাত্র হবে ব্রহ্মাণ্ডমোচন।
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম ॥
একই ডুম্বর বৃক্ষে লাগে বহু ফলে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥
তার এক ফল যদি পড়ি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ না মানে নিজ অপচয় ॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদিধাম।
তার গড়খাই কারণার্ণব নাম ॥
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড ॥
তার এক রাই-নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ডনাশে কৃষ্ণের নাহি হানি ॥
সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ নিজ অপচয় ॥
কোটি কামধেনু-পতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১০)—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যবৰোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥

টীকা।—হে অজিত! জয়ঃ জয়ঃ। কেন ব্যাপারেণ?—অগজগদোকসাং স্থাবরজঙ্গম-দেহবিশিষ্টজীবানাং অজাং অবিদ্যাং জহি। কিম্ভূতাং?—দোষগৃভীতগুণাং। যদ্ যস্মাৎ ত্বং আত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ লব্ধাখিলৈশ্বর্য্যঃ অসি। হে অখিলশক্ত্যব

বোধক! কচিৎ অজয়া আত্মনা চ চরতঃ ক্রীড়তস্তে তব নিগমো বেদঃ অনুচরেৎ।

অনুবাদ।—হে অজিত! আপনি জয়-যুক্ত হউন। স্থাবরজঙ্গম দেহীদিগের আনন্দাদি আচ্ছাদনপূর্ব্বক অভিভূত রাখি-বার জন্য অবিদ্যা তদীয় বল প্রকাশ করিয়াছে; আপনি তাহাকে বিনাশ করুন্। কেননা, আপনিই স্বরূপতঃ অখিল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। আপনিই অখিলভূতের অন্তর্যামিরূপে শক্তি বিধান করিতেছেন; আপনি ব্যতিরেকে মায়া-ধ্বংস করিতে আর কাহারও সাধ্য নাই। সৃষ্টিকালে যখন আপনি স্বীয় মহিমায় সুশোভিত ছিলেন, তখনও মায়াসহ ক্রীড়ায় রত থাকিতেন। শ্রুতিসমূহে ভবদীয় এই অবস্থাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

এইমত সব ভক্তের কহি সে সে গুণ।
সবাকে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন ॥
গদাধরপণ্ডিত রহিলা প্রভু-পাশে।
যমেশ্বর প্রভু তাঁর করাইলা আবাসে ॥*
পুরী গোসাঞি, জগদানন্দ, স্বরূপ, দামোদর।
দামোদরপণ্ডিত, আর গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥
এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে ॥
এক দিন প্রভু-পাশে আসি সার্ব্বভৌম।
যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন ॥
এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশ গেলা।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণের অবসর হৈলা ॥
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি।
প্রভু কহে, ধর্ম্ম নহে করিতে না পারি ॥

* যমেশ্বর—পুরীর একটী স্থান।

সার্ব্বভৌম কহে, ভিক্ষা কর বিশ দিন।
প্রভু কহে এহো নহে যতিধর্ম্মচিহ্ন ॥
সার্ব্বভৌম কহে কর দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে, তোমার ভিক্ষা এক দিবস ॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দশ দিন কর কহে বিনতি করিয়া ॥
প্রভু ক্রমে ক্রমে পঞ্চ দিন ঘাটাইল।
পঞ্চদিনে তার ভিক্ষা নিয়ম করিল ॥
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশ জন ॥
পুরীগোসাঞির পঞ্চ দিন ভিক্ষা মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে ॥
দামোদর, স্বরূপ হয় বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর ॥
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর ভিক্ষা দুই দুই দিবসে।
একেক দিনে একেক জন পূর্ণ হইল মাসে ॥
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সন্মান করিতে নারি অপরাধ পাই ॥
তুমি নিজ ছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘর।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ দামোদর ॥
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিতমন।
সেই দিন কৈল মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥
ষাঠীর মাতা নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্তা তেঁহ স্নেহেতে জননী ॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল ॥
ভট্টাচার্য্য-গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি।
যেবা শাক ফলাদি আনাইল আহরি ॥
আপনে ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।
ষাঠীর মাতা বিচক্ষণা জানে পাকমর্ম্ম ॥
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ-সেবা হয় ॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া ॥

বাহে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালায় এক দ্বার পরিবেশন করিতে ॥
বত্রিশা কলার এক আঙ্গটিয়া পাতে।
উবারিল তিন মন তণ্ডুলের ভাতে ॥
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারি দিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ॥
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারি দিকে রাখিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি ॥
দশপ্রকার শাক নিম্ব সুকতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছেনাবড়া বড়িঘোল ॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ সাকরা ॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ডবড়ির ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ি ফলমূলে বিবিধপ্রকার ॥
নব নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ি পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥
ভ্রষ্ট মাষ, মুদ্গ-সূপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল, বড়া অম্লাদি, অম্ল পাঁচ ছয় ॥
মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী, নারিকেলপুলী, আর যত পিষ্ট ॥
কাঞ্জিবড়া, দুগ্ধচিড়া, দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ॥
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাহা ধরি ॥
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্র পীঠ উপরে শুভ্র বসন ধরিল ॥
দুই পাশে সুগন্ধি শীতলজল-ঝারি।
অন্নব্যঞ্জন উপরি দেন তুলসী-মঞ্জরী ॥
অমৃতগুটিকা পিঠাপানা আনাইল।
জগন্নাথপ্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল ॥
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইলা তাঁর হৃদয় জানিয়া ॥
ভট্টাচার্য্য কৈল তাঁর পাদ প্রক্ষালন।
ঘরের ভিতর গেলা করিতে ভোজন ॥
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া।
ভট্টাচার্য্যে কহেন কিছু ভঙ্গি করিয়া ॥
অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কৈছে হইল রন্ধন ॥
শত চুলায় যদি শত জন পাক করে।
তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে ॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাঞাছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসীমঞ্জরী ॥
ভাগ্যবান্ তুমি, সফল তোমার উদ্‌যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ ॥
অন্নের সৌরভ বর্ণ পরম মোহন।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন ॥
তোমার অনেক ভাগ্য কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব ॥
কৃষ্ণের আসন-পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্রেতে করিয়া ॥
ভট্টাচার্য্য কহে, প্রভু না কর বিস্ময়।
যে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ॥
না মোর উদ্‌যোগে না গৃহিণীর রন্ধনে।
যাঁর শক্ত্যে ভোগসিদ্ধি সেই তাহা জানে ॥
এইত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥
ভট্ট কহে, অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাইবে, পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ? ॥
প্রভু কহে ভাল বলিলে শাস্ত্র-আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয় ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৬।৪১)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি উদ্ধববাক্যম্—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং
জয়েম হি ॥

টীকা।—তব উচ্ছিস্টভোজিনঃ দাসাঃ বয়ং তব মায়াং হি নিশ্চিতং জয়েম। বয়ং কিম্ভূতাঃ ?—ত্বয়োপযুক্ত-স্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।

অনুবাদ।—আমরা ভবদীয় কিঙ্কর। আমরা ভবদীয় উচ্ছিস্ট ভোজন করিয়া এবং আপনার উদ্দেশে নিবেদিত মাল্য, গন্ধ, বসন ও বিভূষণে ভূষিত হইয়া মায়াজয়ে সক্ষম হইব।

তথাপি এতেক অন্ন খাওয়ান না যায়।
ভট্ট কহে, জানি খাও যতেক যুয়ায় ॥
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্নবার।
এক এক ভোগে অন্ন খাও শত শত ভার ॥
দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষীমন্দিরে।
অস্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে ॥
ব্রজে জ্যেঠা খুড়া মামা পিসাদি গোপগণ।
সখা-বৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন ॥
গোবর্দ্ধনযজ্ঞে খাইলে অন্ন রাশি রাশি।
তার লেখে মোর অন্ন নহে এক গ্রাসী ॥
তুমি ত ঈশ্বর, মুঞি ক্ষুদ্র কোন্ ছার।
একগ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার ॥
এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথপ্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষমনে ॥
হেন কালে অমোঘ নাম ভট্টের জামাতা।
কুলীন-নিন্দক তেঁহ ষাঠীকন্যার ভর্ত্তা ॥
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে।
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে ॥
তেঁহ যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আনমন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন ॥
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন ! ॥
শুনিতেই ভট্টাচার্য্য উলটি চাহিল।
তাঁর অবধান দেখি অমোঘ পলাইল ॥
ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইলা।
পলাইলা অমোঘ তার লাগ না পাইলা ॥
তারে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা।
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ॥
শুনি ষাঠী-মাতা বুকে শিরে হাত মারে।
ষাঠী আজি রাঁড়ী হউক বলে বারে বারে ॥*
দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া।
দুঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুস্ট হৈয়া ॥†
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস।
তুলসীমঞ্জরী লবঙ্গ এলাচি সুবাস ॥
সর্ব্বাঙ্গে পরাইল প্রভুর মাল্য চন্দন।
দণ্ডবৎ হৈয়া [illegible] দৈন্যবচন ॥
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ ঘরে।
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে ॥
প্রভু কহে, নিন্দা নহে সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল ? ॥
এত বলি মহাপ্রভু চ[illegible]া ভবনে।
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে [illegible] তাঁর সনে ॥
প্রভু-পায়ে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তাঁরে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য ষাঠীর মাতা সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে ॥
চৈতন্যগোসাঞির নিন্দা শুনিলে যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে ॥
কিংবা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই নহে যোগ্য, দুই শরীর ব্রাহ্মণ ॥
পুন সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈনু তার নাম না লইব ॥
ষাঠীকে কহ, তারে ছাড়ুক, সেহ হইল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত ॥

* রাঁড়ী—বিধবা।
† দুঁহার—সার্ব্বভৌমের ও ষাঠীর মাতার।

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১১।২৮)—

সন্তুষ্টাঽলোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ ॥

টীকা।—তথাহি কিঞ্চ সন্তুষ্টা যথালাভেন, তাবন্মাত্রেঽপি ভোগেঽলোলুপা, দক্ষা অনলসা, প্রিয়া সত্যা চ বাক্ যস্যাঃ সা, সর্ব্বত্রাপি অপ্রমত্তা অবহিতা, শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিতং মহাপাতকদূষিতং, যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ "আশুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যোহি মহাপাতকদূষিতঃ" ইতি পতিং চ ত্যজেৎ পরিহরেৎ।

অনুবাদ।—যথালাভে সন্তুষ্টা, অলোলুপা, অনলসা, ধর্ম্মজ্ঞা, প্রিয়সত্যভাষিণী, সর্ব্বত্র অপ্রমত্তা, শুচি, স্নিগ্ধা সাধ্বী স্ত্রী, মহাপাতকদূষিত ভর্ত্তাকে ত্যাগ করিবে।

সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাইয়া গেল।
প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাপি হৈল ॥
অমোঘ মরে শুনি কহে ভট্টাচার্য্য।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য ॥
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ।
এত বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন ॥

৮ শ্লোক।

তথাহি মহাভারতে বনপর্ব্বণি (২৩ অধ্যায়ে পঞ্চদশ-শ্লোকঃ)—

যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীমবাক্যম্—

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥

টীকা।—হি যতঃ মহতা প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ করণৈঃ অস্মাভিঃ যৎ অনুষ্ঠেয়ং, তৎ গন্ধর্ব্বৈঃ অনুষ্ঠিতম্।

অনুবাদ।—হে রাজন্! গজ, বাজি, রথ, পদাতি প্রভৃতির আনুকূল্যে মহাযত্নে আমাদিগকে যাহা করিতে হইত, গন্ধর্ব্বেরা তাহা নিষ্পাদন করিয়াছে; অতএব এজন্য আর শোক কি?

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪।৪৬)—

পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যম্—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং
লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি
পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥

টীকা।—মহদতিক্রমঃ পুংসঃ আয়ুঃ শ্রিয়ং যশঃ ধর্ম্মং লোকান্ আশিষঃ সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি কল্যাণানি হন্তি।

অনুবাদ।—সাধুগণের অতিক্রমে পুরুষের পরমায়ুঃ, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, ইহ পর উভলোক এবং আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি সমস্ত শ্রেয়ঃ নষ্ট হইয়া যায়।

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে।
প্রভু তারে পুছিল ভট্টাচার্য্য-বিবরণে ॥
আচার্য্য কহে, উপবাস কৈল দুই জনে।
বিসূচিকা ব্যধিতে অমোঘ ছাড়য়ে জীবনে ॥
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া ॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থল হয় ॥
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেন ইঁহা বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে ॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কল্মষ হইল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয় ॥

উঠহ অমোঘ তুমি কহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥
শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিলা ॥
কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ ॥
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময় ॥
এই ছার মুখে তোমার করিল নিন্দনে।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে ॥
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।
সার্ব্বভৌমসম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥
সার্ব্বভৌমগৃহে দাস দাসী যে কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন বহুদূর ॥
অপরাধ নাহি, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌমস্থান ॥
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥
প্রভু কহে, অমোঘ শিশু কিবা তার দোষ।
কেনে উপবাস কর কেনে তারে রোষ ॥
উঠ স্নান করি দেখ জগন্নাথমুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ ॥
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া।
যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥
প্রভু-পাদ ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা।
মরিত অমোঘ তারে কেনে জিয়াইলা ॥
প্রভু কহেন, অমোঘ শিশু তোমার বালক।
বালক-দোষ না লয় পিতা যাহাতে পালক ॥
এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥
ভট্ট কহে, চল প্রভু ঈশ্বর দর্শনে।
স্নান করি তাঁহা মুঞি আসিছি এথানে ॥
প্রভু কহে, গোপীনাথ ইঁহাই রহিবা।
ইঁহ প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমারে কহিবা ॥
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বরদর্শনে।
ভট্ট স্নান দর্শন করি করিলা ভোজনে ॥
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নৃত্য, কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত ॥
ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন ॥
ঐছে ভট্টগৃহে করেন ভোজনবিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্রপ্রকাশ ॥
সার্ব্বভৌমঘরে এই ভোজন-চরিত।
সার্ব্বভৌমপ্রীতি যাঁহা হৈল বিদিত ॥
যাঠীর মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্তসম্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিলা অপরাধ ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

——:•:——

১ শ্লোক।

গৌড়োদ্যানং [illegible]
সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥

টীকা।—গৌরমেঘঃ গৌররূপঃ জলদঃ স্বালোকনামৃতৈঃ স্বীয়দর্শনরূপসুধাসলিলৈঃ করণৈঃ গৌড়োদ্যানং গৌড়দেশমিব কুসুম-কাননং সিঞ্চন্ সন্ ভবাগ্নি-দগ্ধ-জনতা-বীরুধঃ সমজীবয়ৎ জীবয়ামাস।

অনুবাদ।—গৌরমেঘ স্বীয় দর্শন-সুধায় গৌড়দেশরূপ কুসুমকানন সিক্ত করিয়া সংসারানল-তপ্ত লোকরূপ লতিকাগণের জীবন দান করিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন।
দুঁহাকে কহেন রাজা বিনয়-বচন ॥
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করিহ নানা উপায় ॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুই জনা স্থানে।
তবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে ॥
দুঁহে কহে, রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে তবে করিহ গমন ॥
কার্ত্তিক আইলে কহে, এবে মহা শীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইহ এই ভাল রীত ॥
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয়, বিচ্ছেদের ভয় ॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নাহি নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন ॥
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥
সবে মেলি গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে ॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেমচেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই।
বাসুদেব, মুরারি, গোবিন্দ তিন ভাই ॥
রাঘব পণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া।
কুলীনগ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা ॥
খণ্ডবাসী নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
সর্ব্ব ভক্ত চলে, তার কে করে গণন ॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান ॥
সবার সর্ব্ব কার্য্য করেন, দেন বাসা স্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ॥
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য সঙ্গে অচ্যুত-জননী ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ॥
শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্যদাস।
তিঁহ চলিয়াছে, প্রভু দেখিতে উল্লাস
আচার্য্যরত্ন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি ॥
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।
প্রভুর নানা প্রিয় দ্রব্য নিল ঘর হৈতে ॥
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধানে।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সবারে বাসা স্থানে ॥

ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে ॥
রেমুণা আসিয়া কৈল গোপীনাথ দরশন।
আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥
নিত্যানন্দের পরিচয় সব লোক সনে।
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে ॥
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাঞি রহিলা।
বার ক্ষীর আনি সেবক আগেতে ধরিলা ॥
ক্ষীর বাঁটি সবারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ।
ক্ষীর প্রসাদ পাইয়া সবার বাড়িল আনন্দ ॥
মাধবপুরীর কথা গোপালস্থাপন।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ॥
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল ॥
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া আচার্য্য মনে বাড়িল আনন্দ ॥
এইমত চলি চলি কটক আইলা।
সাক্ষিগোপাল দেখি সে দিন রহিলা ॥
সাক্ষিগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণবমনে বাড়িল আনন্দ ॥
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তরে।
শীঘ্র করি আইলা সবে শ্রীনীলাচলে ॥
আঠারনালায় আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হাত দিয়া ॥
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল।
অদ্বৈত, অবধূত গোসাঞি বড় সুখ পাইল ॥
তাঁহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন ॥
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ।
আগু বাড়ি পাইল শচীর নন্দন ॥
নরেন্দ্র আসিয়া তাঁহা সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা ॥
সিংহদ্বার নিকটে আইলা শুনি গৌর রায়।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায় ॥

সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা আইলা পুনঃ আপন ভবন ॥
বাণীনাথ, কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল ॥
পূর্ব্ববৎসরের যার যেই বাসা স্থান।
তাঁহা সবা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম ॥
এইমত ভক্তগণ রহিল চারি মাস।
প্রভুর সহিতে করে কীর্ত্তনবিলাস ॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কাল যবে আইল।
সবা লঞা গুণ্ডিচামন্দির প্রক্ষালিল ॥
কুলীনগ্রামী পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ অগ্রে নর্ত্তন করিল ॥
বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিলা উদ্যানে।
বাপী তীরে তাঁহা যাই করিলা বিশ্রামে ॥
রাঢ় এক বিপ্র তিঁহ নিত্যানন্দ দাস।
মহাভাগ্যবান্ তিঁহ নাম কৃষ্ণদাস ॥
ঘট ভরি প্রভুর তিঁহ অভিষেক কৈল।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল ॥
বলগণ্ডি ভোগের বহু প্রসাদ আইল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল ॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা দেখেন লঞা ভক্তগণ ॥
আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড় বরিষণ ॥
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী অভিমান, স্নেহেতে জননী ॥
আচার্য্যরত্ন আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ॥
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারে ঠোরে।
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে ॥

তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন ॥
কিবা প্রার্থনা কিবা আজ্ঞা কেহ না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ॥
নিত্যানন্দ কহে, প্রভু শুনহ শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ।
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে ॥
নিত্যানন্দ কহে, আমি দেহ তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ ॥
অচিন্ত শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম ॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ ॥
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য সাধন ॥
প্রভু কহে, বৈষ্ণব-সেবা নামসংকীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥
তিঁহ কহে, কে বৈষ্ণব, কি তার লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু, জানি তাঁর মন ॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে ॥
বর্ষান্তরে পুনঃ তারা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিক্ষাইল ॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম ॥
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥
স্বরূপ সহিতে তাঁর হয় সখ্য প্রীতি।
দুই জনার কৃষ্ণ-কথায় একত্রেই স্থিতি ॥
গদাধর পণ্ডিতে তেঁহ পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়নি ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥
জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া।
দুই ভাই চড়ান তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া ॥
গাল ফুলিল, আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন ॥
তার মধ্যে যে যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব বিশেষ ॥
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল ॥
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে ॥*
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা গৌড়ে চলিলা ॥
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে ॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন ॥
অবশ্য চলিব, দুঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দুঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি ॥
গৌড় দেশ হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময় ॥
গৌড় দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া।
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচারয়।
প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয় ॥

* সন্ন্যাসগ্রহণান্তে দক্ষিণাত্যে যাতায়াতে দুই বর্ষ আর নীলাচলে দুই বর্ষ এই চারি বর্ষ গত হইলে পঞ্চম বর্ষে চৈতন্য প্রভু বঙ্গদেশ হইয়া বৃন্দাবন গমনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন।

দুঁহে কহে, এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য যাইবা॥
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া দশমী দিনে করিল পয়ান॥
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিলা।
কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লৈলা॥
জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া গৌড়িয়া ভক্তে যত্নে নিবারিলা॥
নিজগণ সঙ্গে প্রভু ভবানীপুর আইলা।
প্রসাদ ভোজন করি তথায় রহিলা॥
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া।
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া॥
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা।
সঙ্গের ভক্তগণ আসি তথাই মিলিলা॥
কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল॥
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিল বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র ঠাঞি রায় করিল পয়ান॥
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িলা॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয়ে বিহ্বল।
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রুজল॥
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন॥
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভুর কৃপা অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান।
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তারে কৃপা কৈলা॥
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌড়রায়।
প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা নাম হৈল যায়॥
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন॥

বাহিরে আসি রাজা আজ্ঞাপত্র লেখাইল।
নিজ রাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল॥
গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নব গৃহে সামগ্রী ভরিবা॥
আনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা।
রাত্রি দিবা বেত্র হস্তে সেবায় রহিবা॥
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন মঙ্গরাজ।
তাঁরে আজ্ঞা দিলা রাজা কর সর্ব্ব কাজ॥
এক নব নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
যাঁহা স্নান করি প্রভু যান নদীপারে॥
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি॥
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ॥
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণ চড়াইল॥
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা॥
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা॥
চিত্রোৎপলা নদা আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষীসকল দেখে করয়ে প্রণাম॥
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয়॥
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে॥
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈল নদী পার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইলা চতুর্দ্বার॥
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল।
হেন কালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা প্রতি দিনে দিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহু জনে॥
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥
রামানন্দ, মঙ্গরাজ, শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিন জন॥

প্রভু সঙ্গে পুরী গোসাঞি, স্বরূপ, দামোদর
জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥
হরিদাস ঠাকুর, আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য, আর পণ্ডিত দামোদর ॥
রামাই, নন্দাই, আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিল সবার কে করে গণন ॥
গদাধর পণ্ডিত তবে সঙ্গে চলিলা।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়িহ প্রভু নিষেধিলা ॥
পণ্ডিত কহে, যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥
প্রভু কহে, ইঁহা কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে, কোটি সেবা ত্বৎপাদদর্শন ॥
প্রভু কহে, সেবা ছাড়িবে আমার লাগে দোষ।
ইঁহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ ॥
পণ্ডিত কহে, সব দোষ আমার উপর।
তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর ॥
আই দেখিতে যাব আমি, যাবনা তোমা লাগি।
প্রতিজ্ঞাসেবা ত্যাগদোষ তার আমি ভাগী ॥
এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ॥
পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥
তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ।
তাঁহার হাতে ধরি কহে করি প্রণয়-রোষ ॥
প্রতিজ্ঞা-সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ।
সে সিদ্ধ হইল, ছাড়ি আইলা দূর দেশ ॥
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল ॥
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তথা পণ্ডিত পড়িলা ॥
পণ্ডিত লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে, উঠ ঐছে প্রভুর লীলা ॥
তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্তকৃপায় ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (১।৯।৩৭)—

যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মবাক্যম্—

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যগাচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥

টীকা।—স্বনিগমং অপহায় পরিত্যজ্য মৎপ্রতিজ্ঞাং ঋতং সত্যং যথা স্যাত্তথা অধিকর্ত্তুং রথস্থঃ সন্ অবপ্লুতঃ সহসা অবতীর্ণঃ সন্ যঃ অভ্যগাৎ। ইভং গজং হন্তুং হরিঃ সিংহ ইব। কথম্ভূতঃ?—ধৃতরথচরণঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—গতোত্তরীয়ঃ পতিতোত্তরীয়ঃ। ঈদৃশঃ কৃষ্ণঃ মে গতিরস্তু ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—ইনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিহারপূর্ব্বক মৎ-প্রতিজ্ঞা পালনার্থ পার্থের রথ হইতে অবতরণ করত রথচক্র ধরিয়া, সিংহ যেরূপ করি-বিনাশার্থ প্রধাবিত হয়, সেইরূপ মদভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, তখন ইঁহার প্রতিপদক্ষেপে বসুমতী বিকম্পিত হইতেছিল এবং ইঁহার উত্তরীয় বসনও স্খলিত হইতেছিল।

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া ॥
এইমত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা ॥

প্রভু লাগি ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্তধর্ম্মহানি প্রভুর না হয় সহন ॥
প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ ॥
দুই রাজপাত্র যেই প্রভু সঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি প্রভু তারে দিলেন বিদায়।
প্রভু বিদায় দিল রায় যান তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে রাত্রি দিনে ॥
প্রতি গ্রামে রাজ আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্য গৃহে নানা দ্রব্য করয়ে সেবন ॥
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হইতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা ॥*
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥
রায়ের বিদায়কথা না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥
তবে ওড্রদেশ সীমা-প্রভু চলি আইলা।†
তথা রাজা অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ॥
দিন দুই চারি তিঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ ॥
মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার ॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥
দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥
সেই কালে সে যবনের এক অনুচর।
উড়িয়া-কটক আইল করি বেশান্তর ॥
প্রভুর সেই অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দুচর কহে সেই যবন-পাশ গিয়া ॥

এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধ পুরুষ হয় তাহার সহিতে ॥
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাঁরে দেখিবারে।
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায় ॥
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি।
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি ॥
এত কহি সেই চর হরি-কৃষ্ণ গায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায় ॥
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস-উড়িয়া স্থানে পাঠাইল ॥†
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে বিহ্বল হইল ॥
ধৈর্য্য হঞা উড়িয়া কহে নমস্করি।
তোমা স্থানে পাঠাইল ম্লেচ্ছ অধিকারী ॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া।
যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥
বহুত উৎকণ্ঠা তার করিয়াছে বিনয়।
তোমা সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধভয় ॥
শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়।*
মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে কহয় ॥
আপনে মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল।
দর্শন স্মরণে যার জগৎ তরিল ॥
এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন।
ভাগ্য তার, আসি করুক প্রভুর দর্শন ॥
প্রতীত করি যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া ॥

---

* মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, রামানন্দ রায় ভদ্রক পর্য্যন্ত গিয়া বিদায় হন, কিন্তু এখানে আবার লিখিত হইল যে, রেমুণা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। বালেশ্বরের প্রায় ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে ভদ্রক এবং প্রায় ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে রেমুণা গ্রাম।

† উৎকলের প্রাচীন নাম—ওড্র বা ওড়।

* মহাপাত্র—পারিবারিক উপাধিবিশেষ। ইনিই উৎকলের সীমান্তপ্রদেশের শাসক।

† বিশ্বাস—রাজপাত্রবিশেষ

শুনি তাঁর পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তাঁরে শীঘ্র আসিহ কহিয়া॥
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে।
রাত্রি দিবসে এই মনঃকথা কহে॥
রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব॥
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তাঁর মন।
শিক্ষারূপে কহে তাঁরে আশ্বাসবচন॥
স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে॥
সে ছল সে কালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে॥
এত কহি মহাপ্রভু তারে বিদায় দিল।
ঘরে আসি প্রভুর শিক্ষা তিঁহ আচরিল॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুল সকলতা ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা॥
দেখি তাঁর পিতা মাতা বড় সুখ পাইল।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল॥
ইঁহা প্রভু একেক করি সব ভক্তগণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি যত ভক্ত জন॥
সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞি।
তবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই॥
সবা সহিত ইঁহা আমার হইল মিলন।
এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন॥
ইঁহা হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবন যাব।
সবে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব॥
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা নিল॥
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লঞা॥
সেই সব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচল আইলা শচীর নন্দন॥
প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল।
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল॥
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা॥
কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ, শিখি আদি যত ভক্তগণ॥
গদাধর পণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা॥
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ মাতার, গঙ্গার চরণ দেখিয়া॥
এত মনে করি কৈল গৌড়েরে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে॥
যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ॥
কষ্টসৃষ্ট করি গেলাম রামকেলি গ্রাম।
আমার ঠাঞি আইলা রূপ সনাতন নাম॥
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণকৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী, হয় রাজপাত্র॥
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন॥
তার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিনু তাহারে॥
উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে॥
এত কহি আমি যবে বিদায় তারে দিল।
গমনকালে সনাতন প্রহেলী কহিল॥
যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥

তবে আমি শুনিমু মাত্র না কৈনু অবধান।
প্রাতে চলি আইলাম কানাইর নাটশালা
গ্রাম ॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল ॥
ভালত কহিল মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি কহিবে মোরে "এই এক
ঢঙ্গে" ॥
দুর্ল্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে এক জন ॥
মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা একেশ্বরে।
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৈল তাঁরে ॥
বাদিয়ার বাজি পাতি চলিলাম তথারে।
বহু সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ॥
একা যাইব কিবা সঙ্গে ভৃত্য একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন ॥
বৃন্দাবন যাব কাঁহা একাকী হইয়া।
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া ॥
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর ॥
ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে স্থানে।
আমা সঙ্গে আইল সবে পাঁচ ছয় জনে ॥
নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাব বৃন্দাবন।
সবে মেলি যুক্তি দেহ হইয়া পরসন্ন ॥
গদাধরে ছাড়ি গেনু ইঁহো দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥

তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা।
প্রভু পাদ ধরি কহে বিনয় করিয়া ॥
তুমি যাঁহা যাঁহা রহ তাঁহা বৃন্দাবন।
তাঁহা যমুনা গঙ্গা সর্ব্ব তীর্থগণ ॥
তবু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে।
সেইত করিবে তোমার যেই লয় চিত্তে ॥
এই আগে আইল প্রভু বর্ষা চারি মাস।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল রহ কে করে বারণ ॥
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে।
সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥
সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন ॥
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কথন না যায় বিস্তার ॥
সহস্র বদনে কহে আপনে অনন্তর।
তবু এক লীলার তিঁহ নাহি পায় অন্ত ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড়গমনবিলাসো নাম
ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো
ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্
বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥

টীকা।—গৌরঃ বৃন্দাবনং গচ্ছন্ সন্ বনে বনমার্গে ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ ব্যাঘ্র-গজ-মৃগ-পক্ষিণঃ প্রেমোন্মত্তান্ তথা কৃষ্ণজল্পিনঃ বিদধে কৃতবান্। ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ কীদৃশান্ ?—সহ উন্নৃত্যান্ প্রভুনা সহ নৃত্যরতান্।

অনুবাদ।—গৌরচন্দ্র বৃন্দাবন গমন করিতে করিতে ব্যাঘ্র, গজ, মৃগ ও বিহগগণকে কৃষ্ণনাম লওয়াইয়া প্রেমমগ্ন করিলেন; তাহারা প্রেমে উন্মত্ত হইয়া প্রভুর সহিত নৃত্যে সন্নিবিষ্ট হইল।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শরৎকাল হৈল প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ, স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥
মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥
রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব ॥
কেহ যদি সঙ্গ লৈতে পাছে উঠি ধায়।
সবাকে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায় ॥
প্রসন্ন হৈঞা আজ্ঞা দিবা না মানিবা দুঃখ।
তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ ॥
দুইজন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা সেই করিবা নহ পরতন্ত্র ॥
কিন্তু আমা দুঁহার শুন এক নিবেদনে।
তোমার সুখে আমার সুখ কহিলে আপনে।
আমা দুঁহার মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি ধর দয়াময় ॥
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি ॥
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র এক জন ॥
প্রভু কহে, নিজ সঙ্গী কাহো না লইব।
এক জনে নিলে আনের মনে দুঃখ হব ॥
নূতন সঙ্গী হইবে স্নিগ্ধ যার মন।
ঐছে যবে পাই তবে লই এক জন ॥
স্বরূপ কহে, এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু আর্য্য ॥
প্রথমেই তোমা সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।*
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্ব তীর্থ করিতে ॥
ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা ভিক্ষাকৃত্য ॥
ইঁহা সঙ্গে লহ যদি, সবার হয় সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার নাই কোন দুঃখ ॥
এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বু-ভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন ॥
তাহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি নিল ॥
পূর্ব্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা।
শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া ॥
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া ॥

* মধ্যলীলার ১ম পরিচ্ছেদে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ শান্তিপুর হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমকালে কেবল বলভদ্র ও দামোদর পণ্ডিত সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন।

পালে পালে ব্র্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥ পৃষ্ঠা)

MILAN PRINTING WORKS.

স্বরূপ গোসাঞি সবায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত রহে সবে জানি প্রভুর মন॥
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥
নির্জ্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়॥
এক দিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে, কহ কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদীস্নান।
মত্ত হস্তিযূথ আইল করিতে জলপান॥
প্রভু জলকৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা।
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি ধাইলা॥
সেই জলবিন্দুকণা লাগে যার গায়।
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে, প্রেমে নাচে গায়॥
কেহ ভূমে পড়ে, কেহ করয়ে চীৎকার।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার॥
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ॥
ডাইনে বামে ধ্বনি শুনি যায় প্রভু সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১১)—

বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যম্—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরিফিতং সহ কৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥

টীকা।—হে সখি! মূঢ়গতয়োঽপি বিবেকরহিতা অজ্ঞানা অপি তির্য্যগ্জাতয়ঃ এতাহরিণ্যঃ ধন্যাঃ স্ম। যাঃ বেণুরিফিতং বেণুশব্দং আকর্ণ্য সহকৃষ্ণসারাঃ উপাত্তবিচিত্রবেশং গৃহীতাদ্ভুতবেশং নন্দনন্দনং প্রতি প্রণয়াবলোকৈঃ বিরচিতাং পূজাং দধুঃ কৃতবত্যঃ॥

অনুবাদ।—হে সখি! এই সমস্ত বনচারিণী হরিণীরা তির্য্যগ্জাতি হইলেও ধন্য, কেন না, বেণুনাদ শুনিয়া ইহারা স্বীয় পতি কৃষ্ণসারগণের সহিত বিচিত্রবেশধারী কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়-দর্শন দ্বারা সম্মান প্রদান করিতেছে।

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ॥
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবনস্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবনগুণবর্ণন শ্লোক পড়িল॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৩।৬০)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষণাদিকে॥

টীকা।—যত্র বৃন্দাবনে নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ স্বভাববৈরবন্তঃ নৃ-মৃগাদয়ঃ মিত্রাণি ইব সহ একত্র আসন্। বৃন্দাবনে কিম্ভূতে?—অজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষণাদিকে।

অনুবাদ।—বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আবাসস্থল, এই জন্য লোভ, রোষ প্রভৃতি তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল এবং নর ও সিংহাদি জীবগণ পরস্পরের প্রতি স্বতঃসিদ্ধ শত্রুভাব বিসর্জ্জন করত মিত্রভাবে কালাতিপাত করিত।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু যবে কৈল।
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥
নাচে কুন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে ॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা সবাকে তাঁহা ছাড়ি আগে চলি গেলা ॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হঞা ॥
হরিবোল বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি ॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।*
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি ॥
কেহ যদি তার মুখে শুনে কৃষ্ণ নাম।
তার মুখে আন শুনে, তার মুখে আন ॥
সবে কৃষ্ণ-হরি বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হৈল সর্ব্ব দেশে ॥
যদ্যপি প্রভু লোকসংঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে ॥
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে ॥
গৌড় বঙ্গ উৎকল দক্ষিণ দেশে গিয়া।
লোক নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া ॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড ॥
নাম প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ় লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥
বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয় সেই গোবর্দ্ধন ॥

* ছোটনাগপুরের অন্তর্গত একটি জঙ্গলের নাম ঝারিখণ্ড।

যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
মহা প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি ॥
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল।
যাঁহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সকল ॥
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত জন আসি করে নিমন্ত্রণ ॥
কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্যস্থানে।
কেহ দুগ্ধ দধি, কেহ ঘৃত খণ্ড আনে ॥
যাঁহা বিপ্র নাহি তাঁহা শূদ্র মহাজন।
আসি সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।
বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি ॥
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করেন পাক।
ফলমূলে ব্যঞ্জন করেন বন্য নানা শাক ॥
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে।
মহাসুখ পান যে দিন রহেন নির্জ্জনে ॥
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তাঁর প্রিয় বহে জলপাত্র বহির্ব্বাস ॥
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিন বার ॥
দুই সন্ধ্যা অগ্নিতাপে কাষ্ঠ অপার ॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন ॥
শুন ভট্টাচার্য্য আমি গেলেম বহু দেশ।
বনপথে দুঃখের কাঁহা নাহি পাই লেশ ॥
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বড় সুখ দিল ॥
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তগণ দেখিব একবার ॥
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ সঙ্গে লয়ে যাব বৃন্দাবন ॥
এত ভাবি গৌড়দেশে করিনু গমন।
মাতা, গঙ্গা, ভক্ত দেখি সুখী হৈল মন ॥

ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষকোটি লোক তাঁহা হৈল আমা সঙ্গে॥
সনাতন মুখে কৃষ্ণ আমা শিক্ষাইলা।
তাঁহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা॥
কৃপার সমুদ্র, দীন হীনে দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয়॥
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল।
"তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল॥"
তিঁহ কহে, "তুমি কৃষ্ণ, তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয়॥
মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি মোর হাতে প্রভু ভিক্ষা কৈলা॥
অধম কাকেরে কৈলে গরুড়সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্॥"

৪ শ্লোক।

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীমদ্ভাগবতস্য প্রথমশ্লোক-ব্যাখ্যারম্ভে

শ্রীধরস্বামিবাক্যম্—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

টীকা।—যৎ-কৃপা মূকং বাক্‌শক্তিশূন্যং বাচালং করোতি, পঙ্গুং গতিশক্তিবিহীনং জনং গিরিং লঙ্ঘয়তে, তং পরমানন্দমাধবং অহং বন্দে।

অনুবাদ।—যাঁহার কৃপাবলে বাক্‌শক্তিহীন ব্যক্তি বক্তা হয় এবং পঙ্গু ব্যক্তিও পর্ব্বতলঙ্ঘনে সক্ষম হয়, আমি সেই সচ্চিদানন্দ মাধবকে বন্দনা করি।

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন॥
এইমত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্নস্নান কৈল মণিকর্ণিকাতে আসি॥
সেই কালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি হৈল তাঁর কিছু বিস্ময় জ্ঞান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন॥
প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর দরশনে।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধবচরণে॥
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে, আনন্দিত হৈঞা।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া॥
প্রভুর চরণোদক সবংশে করিল পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান॥
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসম্বাহন॥
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা।
প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা॥
মিশ্রের সখা তিঁহ প্রভুর পূর্ব্বদাস।
বৈদ্যজাতি লিখনবৃত্তি বারাণসীবাস॥
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন।
কৃপায় উঠি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
চন্দ্রশেখর কহে, প্রভু বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা॥
আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসীস্থানে।
মায়া-ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কানে॥
ষড়্‌দর্শনব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা॥
নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলা দরশন॥
শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন।
দিন কত রহি তাঁর ভৃত্য দুই জন॥
মিশ্র কহে, প্রভু যাবৎ কাশীতে রহিবা।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা॥

এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে।
ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন দশে॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে॥
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়, প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে আজি মোর হয়েছে নিমন্ত্রণে॥
এইমত প্রতি দিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ॥
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা॥
এক বিপ্র দেখি আইলা প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা প্রতাপ না পারি বর্ণিতে॥
প্রকাণ্ড শরীর, শুদ্ধ কাঞ্চনবরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ, কমলনয়ন॥
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত কথন॥
তাঁহা দেখি জ্ঞান হয়ে এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥
মহাভাগবতলক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারাপ্রায়॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন॥
জগতমঙ্গল তাঁর কৃষ্ণচৈতন্যনাম।
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপম॥
দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি॥
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা॥
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশবভারতী-শিষ্য লোকপ্রতারক॥
চৈতন্য নাম তার ভাবুকগণ লঞা।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥
যেই তাঁরে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহনবিদ্যা যে দেখে সে মোহে॥*
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল॥
সন্ন্যাসী নামমাত্র, মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী॥
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোকনাশ॥
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হৈতে উঠি গেল॥
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হঞাছে তার মন।
প্রভু আগে দুঃখী হঞা কহে বিবরণ॥
শুনি মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা॥
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল।
সেহ তোমার নাম জ্ঞানে আপনে কহিল॥
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
চৈতন্য চৈতন্য করি কহে তিনবার॥
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে॥
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি মুখ মোর বলে কৃষ্ণ-হরি॥
প্রভু কহে, মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।
ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান॥
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ, বিভেদ॥

* মোহনবিদ্যা—মোহিত করিবার বিদ্যা। ভক্তিপক্ষে হ্লাদিনী শক্তি।

৬ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনম্—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণ-
শ্চৈতন্যো রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো-
ঽভিন্নত্বা নামনামিনোঃ॥

টীকা।—কৃষ্ণঃ নামচিন্তামণিঃ স্যাৎ স এব চৈতন্যঃ, স এব রসবিগ্রহঃ, পূর্ণঃ, শুদ্ধঃ তথা নিত্যং নামনামিনোঃ অভিন্নাত্মা উক্তঃ।

অনুবাদ।—নামচিন্তামণিই কৃষ্ণ, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, রসস্বরূপ, পূর্ণ ও বিশুদ্ধ। তিনি নাম ও নামধারী উভয়ের অভিন্নাত্মা বলিয়া অভিহিত।

এতএব কৃষ্ণের নাম দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥

৭ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং
ষড়শীতিতমশ্লোকে

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি
ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ
স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

টীকা—অতঃ অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি ইন্দ্রিয়ৈঃ গ্রাহ্যং ন ভবেৎ। সেবোন্মুখে জিহ্বাদৌ অদঃ স্বয়মেব হি নিশ্চিতং স্ফুরতি।

অনুবাদ।—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণনামাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর; ভজনোন্মুখ পুরুষের রসনাগ্রে ইহা স্বতঃই স্ফুরিত হয়।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১২।৬৯)—

শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যম্—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং,
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥

টীকা।—স্বসুখনিভৃতচেতাঃ নিজসুখেনৈব পূর্ণচেতাঃ তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ তেনৈব চেতসা ত্যক্তবিষয়ভাব অপি অজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ তদীয়ং তত্ত্বদীপং পরমার্থবোধকং পুরাণং যঃ শুকদেবঃ ব্যতনুত প্রকাশিতবান্। তং অখিলবৃজিনঘ্নং সমস্তপাতকহারকং ব্যাসসূনুং ব্যাসনন্দনং নতো।

অনুবাদ।—যিনি নিজসুখে পূর্ণমনা নিবন্ধন অন্যভাবশূন্য হইয়াও ভগবান্ অজিতের মনোরম লীলায় আকৃষ্ট হইয়া এই পরমার্থবোধক পুরাণসংহিতা অর্থাৎ ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই নিখিলপাপহারী ব্যাসসুতকে নমস্কার করি।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো
নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-
মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥*

ইহো সব রহু কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥

১০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)—

কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥

টীকা।—তস্য অরবিন্দনয়নস্য পদ্মপলাশলোচনস্য ভগবতঃ পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ পদারবিন্দয়োঃ পাদকমলয়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈঃ মিশ্রা যা তুলসী তস্যাঃ মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসারন্ধ্রেণ অন্তর্গতঃ সন্ অক্ষরজুষামপি ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি তেষাং মুনীনাং চিত্ততন্বোঃ সংক্ষোভং চকার।

অনুবাদ।—মুনিবৃন্দ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিলেও পদ্মপলাশলোচন ভগবানের পাদপদ্মের কেশরমিশ্রিত তুলসীর মকরন্দবাহী অনিল নাসিকাছিদ্রে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহাদিগের অন্তরে আনন্দসঞ্চার হয় এবং দেহে পুলকোদ্গম হইয়া থাকে।

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা বহির্ম্মুখে ॥
ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি না বিকায় লঞা যাব ঘরে ॥
ভারি বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা যাব।
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব ॥
এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি।
প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি ॥
সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিলা।
দূর হৈতে তিন জনে ঘরে পাঠাইলা ॥
প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া।
প্রভুগুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা ॥
প্রয়াগ আসিয়া প্রভু কৈল বেণীস্নান।*
মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্য গান ॥
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে আস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥
এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা।†
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥
মথুরা চলিতে প্রেমে যথা রহি যায়।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥
পূর্ব্বে যেমন দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিল।
পশ্চিম দেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিল ॥
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনাদর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥
মথুরা নিকটে আইলা মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রামতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম ॥
প্রেমানন্দে নাচে গায় সঘনে হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার ॥
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি।
হরি কৃষ্ণ কহ বলে দুঁহে বাহু তুলি ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* কৈল বেণীস্নান অর্থাৎ প্রয়াগধামে যে স্থানে যমুনা সরস্বতীর মিলন, সেই ত্রিবেণীঘাটে স্নান করিলেন।

† তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

লোক হরি হরি বোলে, কোলাহল হৈল।
কেশবসেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥
লোকে কহে প্রভু দেখি হইয়া বিস্ময়।
এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয় ॥
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হঞা।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লঞা ॥
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইঁহো কৃষ্ণ-অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥
আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন ॥
বিপ্র কহে, শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা নগরী ॥
কৃপা করি তিঁহ মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা ॥
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়।
অদ্যাপিহ তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয় ॥
শুনি প্রভু কৈল তাঁর চরণবন্দন।
ভয় পাঞা প্রভু-পায় পড়িল ব্রাহ্মণ ॥
প্রভু কহে, তুমি গুরু আমি শিষ্য-প্রায়।
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায় ॥
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা।
ঐছে বাত কহ কেন সন্ন্যাসী হইয়া ॥
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি ॥
কৃষ্ণপ্রেম তাঁহা যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমের কাঁহা নাহি গন্ধ ॥
তবে ভট্টাচার্য্য তারে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ॥
তবে বিপ্র প্রভু লঞা আইল নিজ ঘরে।
আপন ইচ্ছায় প্রভু নানা সেবা করে ॥
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্য করাইল রন্ধন
তবে মহাপ্রভু হাসি বলিলা বচন ॥
পুরীগোসাঞি তোমার ঘরে করিয়াছেন ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ এই মোর শিক্ষা ॥

১১ শ্লোক

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৩।২১)—
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥*

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেইত ব্রাহ্মণ।†
সনোড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী করে ভোজন ॥
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥
মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল ॥
তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য আমার।
তুমি ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি ব্যবহার ॥
মূর্খলোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন ॥
প্রভু কহে, শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম ॥
ধর্ম্মস্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার।
পুরীগোসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্মসার ॥

১২ শ্লোক।

তথাহি একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশীপ্রকরণে
ধৃতহিমাদ্রিনির্ণয়ীরব্যাসবচনম্—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† সনোড়িয়া অর্থাৎ সনাঢ্য অর্থাৎ তপস্যাঢ্য। কালগতিতে এই ব্রাহ্মণবংশ ক্রিয়াহীন ও সমাজবহিষ্কৃত হইয়া পড়ে, পরে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রভুপাদের দয়ালাভ করতঃ ইঁহারা পুনরায় পূজ্য হন।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

টীকা।—তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনিরূপণে অক্ষমঃ কেবলং বাদানুবাদরূপঃ, শ্রুতয়ঃ বেদাদয়ঃ বিভিন্নাঃ, অসৌ ঋষিঃ ন স্যাৎ, যস্য মতং ন ভিন্নং; ধর্ম্মস্য তত্ত্বং গুহায়াং কন্দরে নিহিতং, অতএব যেন পথা মহাজনঃ গতঃ, স এব পন্থাঃ আশ্রয়ণীয়ঃ।

অনুবাদ।—তর্কযুক্তি দ্বারা কর্ত্তব্য নিরূপিত হয় না, বেদসমূহও ভিন্ন ভিন্ন, এমন মুনি নাই যাঁহার মত পৃথগ্‌বিধ নহে, ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব গিরিকন্দরে নিহিত; সুতরাং সাধু ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করেন, সেই পথ অবলম্বন করাই বিধেয়।

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক সব দেখিতে আইল ॥
লক্ষসংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন ॥
বাহু তুলি বলে প্রভু, বল হরিধ্বনি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি হরিধ্বনি ॥
যমুনার চব্বিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥
স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভুতেশ্বর।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিলা সকল ॥
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেইত ব্রাহ্মণ প্রভু সঙ্গেতে লইল ॥
মধুবন, তাল, কুমুদ, বহুল বন গেলা।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥
পথে গাভীঘটা চরে, প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া ॥
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে ॥
সুস্থ হয়ে প্রভু করে অঙ্গকণ্ডূয়ন।
প্রভু সঙ্গে চলে নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥
কষ্টে স্বষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগপাল ॥
মৃগ মৃগী মুখ দেখি প্রভু-অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে বাটে ॥*
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু আগে যায় ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম।
আনন্দিত বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ ॥
তা সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সবা সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে ॥
প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥
অশ্রু, কম্প, পুলক, প্রেমে শরীর অস্থিরে।
কৃষ্ণবোল কৃষ্ণবোল বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ।
অঙ্কুর পুলক, মধু অশ্রু বরিষণ ॥
ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লয়ে যায় ॥
স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন।
মৃগের পুলক অঙ্গ, অশ্রু নয়ন ॥
বৃক্ষডালে শুক শারী দিল দরশন।†
তা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ॥
শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণশ্লোক পড়ে ॥

* বাট—পথ।

† দিল দরশন—নিত্যলীলায় পরিকর অপ্রকটভাবে থাকিলেও প্রভুর সম্মুখে প্রকট হইলেন।

১৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১৩৷২৯)—

শারিকাং প্রতি শুকবাক্যম্—

সৌন্দর্য্যং ললানাদিধৈর্য্যদলনং
লীলা রমাস্তম্ভিনী, বীর্য্যং কন্দু-
কিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো
যস্যায়মস্মৎপ্রভুর্বিশ্বং বিশ্বজনীন-
কীর্ত্তিরবতাং কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥

টীকা।—হে শারিকে! অস্মাকং প্রভুঃ অয়ং জগন্মোহনঃ কৃষ্ণঃ অহো বিশ্বং অবতাং রক্ষতু। স কিম্ভূতঃ?—বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ। যস্য সৌন্দর্য্যং ললনাদিঃ ধৈর্য্যদলং, লীলা রমাস্তম্ভিনী, বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং, গুণাঃ পরার্দ্ধং পারে অমলাঃ, শীলং চরিত্রং সর্ব্বজনানুরঞ্জনম্।

অনুবাদ।—আমাদিগের প্রভু এই বিশ্ববিমোহন হরি জগৎসংসার রক্ষা করুন। অহো! ইঁহার কীর্ত্তিকলাপ বিশ্ব-জননী, ইঁহার সৌন্দর্য্য ললনাগণের ধৈর্য্য-চ্যতিকর, ইঁহার লীলাদি লক্ষ্মীস্তম্ভকর, ইঁহার বীর্য্যপ্রভাবে অচলরাজ গোবর্দ্ধনও ক্রীড়ার বস্তু হইয়াছিল এবং ইঁহার গুণ অতীব বিমল ও চরিত সর্ব্বজনরঞ্জন।

শুকমুখে শুনি তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা বর্ণন॥

১৪ শ্লোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১৩)—

শুকং প্রতি শারিকাবাক্যম্—

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা,
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণানি সম্পৎ কবিতা চ রাজতে,
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী॥

টীকা।—শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা প্রেম, স্বরূপতা, সুশীলতা, নর্ত্তনগানচাতুরী, সম্পৎ, গুণানি, কবিতা চ রাজতে; যতঃ সা রাধা জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী স্যাৎ।

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সচ্চরিত্রতা, নৃত্যগীত-পটুতা, ঐশ্বর্য্য, গুণ এবং বাগ্মিতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী মনোহর শোভা ধারণ করিতেছে, তিনি ত্বদীয় বিশ্বমনোমোহনেরও মনো-মোহিনী।

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদনমোহন।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন॥

১৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে শ্লোকদ্বয়ম—

বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী স সারিকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়াম্মদনমোহনঃ॥

টীকা।—হে শারিকে! সঃ বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী গোপনারীভির্বিহারী মদন-মোহনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ জীয়াৎ।

অনুবাদ।—হে শারিকে! সমস্ত রমণী-কুলের মনোহারী, বংশীধারী, গোপবালা-বিহারী মদনমোহন কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস।
এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময় প্রেমোল্লাস॥

১৬ শ্লোক।

রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥

টীকা।—যদা যস্মিন্ সময়ে সঃ কৃষ্ণঃ রাধাসঙ্গে ভাতি শোভতে, তদা মদনমোহনঃ স্যাৎ, অন্যথা সতি বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং সঃ প্রভুঃ মদনমোহিতঃ ভবেৎ।

অনুবাদ।—যখন কৃষ্ণ রাধাসঙ্গে অবস্থিতি করেন অর্থাৎ হ্লাদিনীসংযুক্ত থাকেন, তখনই মদনমোহন হইয়া থাকেন, অন্যথা তিনি জগন্মোহন হইলেও স্বয়ং মোহযুক্ত।

শুক শারী উড়ি পুনঃ গেলা বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা॥
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেইত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভুসন্তর্পণ॥
আস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস॥
প্রভুকর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি।
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি॥
কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
বোল বোল করি উঠে করেন নর্ত্তন॥
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায়॥
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভুর রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈলা শতগুণ॥
সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরাদর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে॥
অন্য দেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥
প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে।
স্নানভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥
এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বার বন।
একত্র লিখিল, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন॥
বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক বিকার।
কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার॥
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিক দরশন॥
জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্গৌরাঙ্গঃ পরিতো ভ্রমৎ॥

টীকা।—গৌরাঙ্গঃ স্বাবলোকনৈঃ স্বীয়-দর্শনপ্রদানৈঃ স্থিরচরান্ স্থাবরজঙ্গমান্ তদালোকাৎ আত্মানঞ্চ নন্দয়ন্ সন্ বৃন্দাবনে পরিতঃ সমন্তাৎ অভ্রমৎ।

অনুবাদ।—শ্রীগৌরঙ্গদেব বৃন্দাবনধামস্থিত স্থাবর-জঙ্গমসকলকে দর্শন প্রদানপূর্ব্বক পুলকিত করত এবং তাহাদিগকে দেখিয়া নিজে আনন্দবোধ করিতে করিতে, সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিটগ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে॥

রাধাকুণ্ডবার্ত্তা প্রভু পুছে লোকস্থানে
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান ॥
দেখি সব গ্রাম্যলোকের বিস্ময় হৈল মন
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন ॥
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী ॥

২ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ৪৫ সংখ্যা-
য়িংশাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণবচনম্—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ
কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা
বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥*

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে ॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে রাধাসম কৃষ্ণ প্রেম করে দান ॥
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৭।১০১)—

গ্রন্থকারস্য বাক্যম্—

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ
স্বৈগু´ণৈর্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দু-
রনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে
যস্যাং সকৃৎস্নানকৃৎ, তস্যা বৈ মহিমা
তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

টীকা।—তদীয়সরসী রাধাকুণ্ডং স্বৈঃ অদ্ভুতৈঃ গুণৈঃ শ্রীরাধেব শ্রীরাধাসদৃশী হরের্ম্‌রারেঃ প্রেষ্ঠা বল্লভা ভবেৎ। যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্রঃ প্রীত্যা তয়া শ্রীমত্যা সহ অনিশং নিরন্তরং ক্রীড়তি বিহরতি; যস্যাং সকৃৎস্নানকৃৎ জনঃ বত বিস্ময়ে, অস্মিন্ হরৌ রাধিকা ইব প্রেম লভতে। তস্যাঃ সরস্যাঃ মহিমা, তথা মধুরিমা বৈ নিশ্চিতং ক্ষিতৌ ভুবি কেন জনেন বর্ণ্যঃ অস্তু ?

অনুবাদ।—শ্রীরাধাকুণ্ডের গুণ পরমাদ্ভুত। এই কারণেই ইহা শ্রীমতীর ন্যায় কৃষ্ণের অতীব প্রিয়। শ্রীহরি শ্রীমতীর সহিত নিরন্তর এই কুণ্ডে বিহার করেন। যে ব্যক্তি একবারমাত্র ইহাতে স্নান করে, রাধিকার ন্যায় শ্রীহরির প্রতি তাহার প্রেমবিকাশ হয়। এই কুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা কীর্ত্তন করিতে পারে, ধরাতলে এমন ব্যক্তি কে আছে ?

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হৈঞা।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া ॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল ॥
তবে চলি আইলা প্রভু সুমনঃসরোবরে।
তাঁহা গোবর্দ্ধন দেখি হইলা বিহ্বলে ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবৎ।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত ॥
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধনগ্রাম
হরিদেব দেখি তাঁহা করিলা প্রণাম ॥
মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যার বাস।
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ ॥
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।

সব লোক দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য
শুনিয়া ॥
প্রভুর প্রেম সৌন্দর্য্য দেখি লোকে
চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার ॥
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাঞা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা কৈল ॥
সে রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে ॥
গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপালদেবের দর্শন কেমনে পাইব।
এত মনে করি প্রভু মৌন ধরি রহিলা।
জানি গোপাল ম্লেচ্ছভয় ভঙ্গী উঠাইলা ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থকারস্য—

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ ॥

টীকা।—কৃষ্ণঃ গিরেঃ গোবর্দ্ধনাচলাৎ অবরুহ্য শৈলং গোবর্দ্ধনগিরিং অনারুরুক্ষবে আরোহণং কর্ত্তুং অনিচ্ছবে গৌরায় স্বং অদর্শয়ৎ আত্মানং দর্শিতবান্। কিম্ভূতায়? —স্বস্মৈ স্বীয়ায় গোপালায় ভক্তাভিমানিনে।

অনুবাদ।—গোপালরূপী হরি নিজভক্ত গৌরচন্দ্রকে গোবর্দ্ধনারোহণে অনিচ্ছু দেখিয়া স্বয়ং পর্ব্বত হইতে অবতরণ করত তাঁহাকে দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন।

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারা সাজিল ॥*
আজি রাত্রে পলাহ না রহিও এক জন।
ঠাকুর লইয়া ভাগহ আসিবে কালযবন ॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠুলি গ্রামে থুইল ॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন ॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে ॥
প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো,
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ,
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥

টীকা।—হন্ত আনন্দে, হে অবলাঃ!—অয়ং অদ্রিঃ গোবর্দ্ধনগিরিঃ হরিদাসবর্য্যঃ কৃষ্ণভক্তেষু প্রধানঃ। যৎ যতঃ রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ রামকৃষ্ণপাদপদ্মস্পর্শেন পুলকিতঃ। কিঞ্চ যৎ যতঃ সহ-গোগণয়োঃ গোভিঃ সহ সখিবৃন্দেন চ সহ বিদ্যমানয়োঃ তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ পানীয়বারিভিঃ মোহনতৃণৈঃ শীতলচ্ছায়-গহ্বরৈঃ মূলকাদিভিশ্চ মানং পূজাং তনোতি বিস্তারয়তি।

অনুবাদ।—হে সখি! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত কৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে প্রধান; কেন না, এই অদ্রিরাজ রামকৃষ্ণের পাদপদ্মস্পর্শে পুলকিত হইয়া পানীয় জল, নব নব

* তুরস্কদেশীয় যবনসৈন্যের নাম তুড়ুক।

তৃণ, শীতলচ্ছায়কন্দর ও নানারূপ ফল-মূলাদি দ্বারা সেই রামকৃষ্ণের এবং তাঁহা-দিগের গবাদি ও বয়স্যগণের পূজাবিধান ছন।

গোবিন্দ কুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান।
তাঁহা শুনিল গোপাল গেল গাঁঠুলী গ্রাম॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি নাচে, হৈল দিন শেষ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং (২৬)—

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ॥

টীকা।—তামরসাক্ষস্য কমলনয়নস্য হরেঃ সঃ বামঃ ভুজদণ্ডঃ বঃ যুষ্মান্ পাতু অবতু; যেন বাহুদণ্ডেন গোবর্দ্ধনঃ গিরিঃ কন্দুকতাং নীতঃ।

অনুবাদ।—যাঁহার বামভুজদণ্ড গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে কন্দুকবৎ উত্তোলন করিয়াছিল, পদ্মনয়ন শ্রীহরির সেই ভুজদণ্ড তোমা-দিগের রক্ষাবিধান করুন।

এইমত তিন দিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থ দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা॥
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্য গীত করি।
আনন্দ-কোলাহলে লোক বলে হরি হরি॥
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে॥
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব।
যেই ভক্ত জনের দেখিতে হয় ভাব॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চড়ে গোবর্দ্ধনে।
কোন ছলে গোপাল আসি উত্তরে আপনে॥
কভু কুঞ্জে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে॥
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন।
এইরূপে তা সবারে দিয়াছেন দর্শন॥
বৃদ্ধকালে রূপ গোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইল গোপাল মথুরানগরে।
এক মাস রহিল বিঠ্‌ঠলেশ্বরঘরে॥
তবে রূপগোসাঞি সব নিজগণ লঞা।
এক মাস দর্শন কৈল মথুরায় রঞা॥
সঙ্গে গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথভট্ট গোসাঞি, আর লোকনাথ॥
ভূগর্ভ গোসাঞি, আর শ্রীজীব গোসাঞি।
শ্রীযাদব আচার্য্য, আর গোবিন্দ গোসাঞি॥
শ্রীউদ্ধব দাস, আর মাধব দুই জন।
শ্রীগোপাল দাস, আর দাস নারায়ণ॥
গোবিন্দ ভক্ত, আর বাণী কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস॥
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দর্শন কৈল বহু রঙ্গে॥
এক মাস রহি গোপাল গেলা নিজ স্থানে।
শ্রীরূপ গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে॥
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপালু আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে॥
প্রভুর গমনরীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেইমত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল॥
তাঁহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে যাইয়া॥
কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে।
লোক কহে, মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে॥

দুই দিকে মাতা পিতা পুষ্টকলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ সুন্দর ॥
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উখাড়িয়া ॥
ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণবন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন ॥
সবদিন প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈলা।
তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু খদিরবন আইলা ॥
লীলাস্থল দেখি তাঁহা গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি ॥

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুজরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ,
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥*

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীরবন আইলা।
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা ॥
শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লোহবন।
মহাবন গিয়া জন্মস্থান দরশন ॥
যমলার্জ্জুনভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল ॥
গোকুল দেখিয়া আইল মথুরা নগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্রঘরে ॥
লোকের সঙ্ঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূর তীর্থে রহিল আসিয়া ॥
আর দিন আইল প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
কালীয়হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন ॥
দ্বাদশ আদিত্য হৈতে কেশি তীর্থ আইলা।
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে গায় ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা ॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুল তলাতে আসি করিল বিশ্রাম ॥
কৃষ্ণলীলাকালের বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বান্ধা পরম চিক্কণ ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখি যমুনার নীর ॥
তেঁতুলতলে বসি করেন নামসংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন ॥
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
লোক ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে।
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নাম সংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে ॥
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন।
সবাকে উপদেশ করেন নামসংকীর্ত্তন ॥
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুত জাতি গৃহস্থ যমুনাপারে গ্রাম ॥
কেশি স্নান করি সেই কালিদহে যাইতে।
আমলি তলায় গোসাঞি দেখে আচম্বিতে ॥
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুকে করে নমস্কার ॥
প্রভু কহে, কে তুমি, কাঁহা তোমার ঘর।
কৃষ্ণদাস কহে, মুঞি গৃহস্থ পামর ॥
রাজপুত জাতি মুঞি, পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয় হই বৈষ্ণবকিঙ্কর ॥
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপ্ন দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি পাইনু ॥
প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত হৈল সেই নাচে, বলে হরি ॥
প্রভু সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর তীর্থে আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্রপ্রসাদ পাইলা ॥

প্রাতে প্রভু সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া ॥
বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল ॥
একদিন মথুরায় লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে ॥
প্রভু দেখি করিল লোক চরণবন্দন।
প্রভু কহে কাঁহা হৈতে করিলে আগমন ॥
লোক কহে, কৃষ্ণ প্রকট কালীদহের জলে।
কালি-শিরে নৃত্য করে ফণী রত্ন জলে ॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি কহে প্রভু, সব সত্য হয় ॥
এইমত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি কহে কৃষ্ণ পাইল দর্শন ॥
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল ॥
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন।
নিজ জ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্যভ্রম ॥
ভট্টাচার্য্য তবে কহে, প্রভুর চরণে।
আজ্ঞা দেহ যাঁহা করি কৃষ্ণ দরশনে ॥
তবে তারে কহেন প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হইলা পণ্ডিত হইয়া ॥
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবে কলিকালে।
নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে ॥
বাতুল না হইও ঘরে রহত বসিয়া।
কৃষ্ণদর্শন করিহ কালি রাত্রে যাঞা ॥
প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রভুস্থানে আইলা।
কৃষ্ণ দেখি আইলা প্রভু তাহারে পুছিলা ॥
লোক কহে, রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিয়া ॥
দূরে হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।
কালিয়-শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন ॥
নৌকাতে কালিয়-জ্ঞান দীপ রত্নজ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা সেহ সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয় ॥
কিন্তু কাহো কৃষ্ণ দেখে কাহো ভ্রম মানে।
স্থাণু পুরুষ যৈছে বিপরীত জানে ॥
প্রভু কহে, কাঁহা পাইলে কৃষ্ণ দরশন।
লোক কহে, সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ ॥
বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার।
তোমা দেখি সর্ব্ব লোক হইল নিস্তার ॥
প্রভু কহে, বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিও।
জীবধামে কৃষ্ণ জ্ঞান কভু না করিও ॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণকণসম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥
জীবে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥

৮ শ্লোক।

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে ধৃতসর্ব্বজ্ঞসূক্তম্—

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥

টীকা।—ঈশ্বরঃ হ্লাদিন্যা আনন্দশক্ত্যা. তথা সম্বিদা জ্ঞানশক্ত্যা, আশ্লিষ্টঃ সমন্বিতঃ সন্ সচ্চিদানন্দঃ স্যাৎ। জীবঃ স্বাবিদ্যা-সংবৃতঃ নিজমায়া-বেষ্টিতঃ সন্ সংক্লেশ-নিকরাকরঃ জনন মরণাদি-দুঃখসমূহানাং নিবাসঃ ॥

অনুবাদ।—হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দ-শক্তি এবং সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিদ্বারা যুক্ত নিবন্ধন ঈশ্বর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, কিন্তু জীব স্বকীয় মায়াশক্তিতে আবৃত হইয়া নানাক্লেশ-সমূহের আকর হইয়াছে।

যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম ॥

৯ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য প্রথমবিলাসে ৭৪ অঙ্কধৃত-বৈষ্ণবতন্ত্রম্—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং॥

টীকা।—যঃ জনঃ নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ সহ সমত্বেনৈব বীক্ষেত সঃ ধ্রুবং পাষণ্ডী ভবেৎ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণের সহিত নারায়ণদেবকে তুল্য জ্ঞান করে, সে নিঃসন্দেহ পাষণ্ডী বলিয়া অভিহিত হয়।

লোক কহে তোমাতে জীব কভু নহে মতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি॥
আকৃত্যে তোমাকে দেখি রাজেন্দ্রনন্দন।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন॥
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি কভু না লুকায়।
ঈশ্বরস্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়॥
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি-অগোচর।
তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগত পাগল॥
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ আর চণ্ডাল যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন॥
কৃষ্ণনাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত।
আশ্চর্য্য হইল সেই তারিল জগৎ॥
দর্শনে আছুক কার্য্য যে তোমার নাম শুনে।
সেহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তারে ত্রিভুবনে॥
তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥

১০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৭)—

কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যম্—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ,
যৎ-প্রহ্বণাদ্ যৎ-স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥*

এইমত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ।
স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত লোক নিজ ঘরে গেল॥
এইমত কত দিন অক্রূরে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা॥
মাধবপুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ।
মথুরার ঘরে ঘরে করান নিমন্ত্রণ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য্যস্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ॥
এক দিন দশ বিশ আইসে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ॥
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে।
কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ॥
প্রাতঃকালে অক্রূর আসি রন্ধন করিয়া
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া
এক দিন অক্রূর ঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোকুলদর্শন পাইল॥
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে॥
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভুরে উঠাইল॥
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
আজি আমি আছিলাম উঠাইল প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবে যদি কে উঠাবে তাঁরে॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লোকের সংঘট্টে আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে ॥
বিপ্র কহে, প্রয়াগে প্রভু লয়ে যাই।
গঙ্গাতীরপথে যাই তবে সুখ পাই ॥
সোরোক্ষেত্রে আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ ॥
মাঘ মাস লাগিল এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগস্নান কত দিন পাইয়ে ॥
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
মকরে পৌঁছহ প্রয়াগে করহ সূচন ॥
গঙ্গাতীরপথে সুখ জানাইহ তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে ॥
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি ॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমাকে না পায়।
তোমাকে না পাঞা লোক মোর মাথা খায় ॥
তবে সুখ হয় যদি গঙ্গাপথে যাই।
এবে যদি যাই মকরে গঙ্গাস্নান পাই ॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি ॥
যদ্যপি বৃন্দাবনত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত-ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন ॥
তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন ॥
যে তোমার ইচ্ছা আমি সেইত করিব।
যাঁহা লঞা যাহ তুমি তাঁহাই যাইব ॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল ॥
বাহ্য বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন ॥

এত বলি মহাপ্রভু নৌকায় বসিয়া।
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া ॥
প্রেমিক কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন ॥
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা।
বসিল সবার পথশ্রান্তি দেখিয়া ॥
সে বৃক্ষনিকটে চরে বহু গাভীগণ।
দেখি মহাপ্রভু অতি উল্লাসিতমন ॥
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল ॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িল।
মুখে ফেন পড়ে নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈল।
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা ॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লইয়া ॥
যবে সেই পাঠান পঞ্চ জনেরে বান্ধিল।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া কাঁপিতে লাগিল ॥
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড় ॥
বিপ্র কহে, তোমার পাৎসার দোহাই।
চল তুমি আমি সিকদার-পাশ যাই।
এ যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাৎসাহার আগে আছে আমার শত জন ॥
এই যতি ব্যাধে কভু হয়েত মূর্চ্ছিত।
অবহি চেতন পাব হইব সম্বিত ॥
ক্ষণেক ইহা বৈস বান্ধি রাখহ সবারে।
ইহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে ॥
পাঠান কহে, তুমি পশ্চিমা দুই জন।
গৌড়িয়া ঠক এই কাঁপে তিন জন ॥
কৃষ্ণদাস কহে, আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুরুকী আছে দুই শত কামানে ॥

এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুঁকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সবা মারি ॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট ? আর চাহ মারিবার ॥
শুনিয়া পাঠানমনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল ॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি ॥
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার ॥
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চ জন।
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন ॥
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি মহাপ্রভুর বাহ্য হৈল ॥
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু আগে কহে, এই ঠক পাঁচ জন ॥
এই পঞ্চ মিলি তোমায় ধুতূরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া ॥
প্রভু কহেন, ঠক নহে মোর সঙ্গী জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন ॥
মৃগী ব্যাধিতে আমি হই অচেতন।
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন ॥
সেই ম্লেচ্ছমধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কাল বস্ত্র পরে তাতে লোকে কহে পীর ॥
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া ॥
অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্র যুক্তে প্রভু করিল খণ্ডন ॥
যেই যেই কহিল প্রভু সকলি খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে মহা স্তব্ধ হৈল ॥
প্রভু কহে, তোমার শাস্ত্রে স্থাপ নির্ব্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিঁহ শ্যামকলেবর ॥
সচ্চিদানন্দদেহ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদিস্বরূপ ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তিঁহ সমাশ্রয় ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসারতারণ ॥
তাঁর ভক্তি বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ সার ॥
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দপ্রাপ্তি তাঁর চরণসেবন ॥
কর্ম্ম যোগ জ্ঞান আগে করিয়া স্থাপন।
সব খণ্ডি স্থাপে ঈশ্বর তাহার সেবন ॥
তোমার পণ্ডিত সবার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্বাপর বিধিমধ্যে পর বলবান্ ॥
নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কি লিখিয়াছে শেষ নির্ণয় করিয়া ॥
ম্লেচ্ছ কহে, যেই কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে না পারয় ॥
নির্ব্বিশেষ গোসাঞি লঞা করেন ব্যাখ্যান।
সাকার গোসাঞি সেব্য কার নাহি জ্ঞান ॥
সেইত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর মুঞি অযোগ্য পামর ॥
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে ॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম।
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান ॥
কৃপা করি বল মোরে সাধ্য সাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥
প্রভু কহে, উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে ॥
কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ কৈল উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে, সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥
রামদাস বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলী খান ॥

অল্প বয়স তার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার ॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেহ মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥
তা সবারে কৃপা করি প্রভুত চলিলা।
সেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়ে বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥
সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্ব তীর্থে হৈল তার পরম মহত্ত্ব ॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥
সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীরপথে কৈল প্রয়াগে পয়ান ॥
সেই বিপ্র কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা ॥
প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা সঙ্গে যাব।
তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব।
ম্লেচ্ছ দেশ কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা ॥

যেই যেই জন প্রভুর পাইলা দরশন।
সেই সেই প্রেমে করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ॥
তার সঙ্গে অন্যান্য, তার সঙ্গে আন।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম ॥
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল।
সেই মত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভাসাইল ॥
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগ আইলা।
দশ দিন ত্রিবেণীতে মকরস্নান কৈ[illegible]। ॥
বৃন্দাবনগমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত।
সহস্র বদন যার নাহি পায় অন্ত ॥
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা।
দিগ্‌-দরশন কৈল সূত্র করিয়া ॥
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা, সত্য করি মান ॥
যেই তর্ক করে ইহা, সেই মূর্খরাজ।
আপনার মুণ্ডে আপনি পাড়ে বাজ ॥
চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু।
জগত আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনদর্শনবিলাসো নাম
অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

১ শ্লোক ।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং,
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ সঃ
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥

টীকা ।—প্রাগিব প্রভুঃ ঈশ্বরঃ বিধৌ ব্রহ্মণি নিজশক্তিং সঞ্চার্য্য লোকসৃষ্টিং ব্যতনোৎ ; তথা সঃ চৈতন্যঃ উৎকঃ উৎকণ্ঠিতঃ সন্ রূপে শ্রীরূপগোস্বামিনি বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং পুনঃ মুহুঃ ব্যতনোৎ ।

অনুবাদ ।—পুরাকালে প্রভু ভগবান্ যেরূপ বিধিতে শক্তি সঞ্চারণপূর্ব্বক ষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ চৈতন্যও রূপগোস্বামীতে নিজ শক্তি দান করত যথাসময়ে রাধাকৃষ্ণের লুপ্ত বৃন্দাবনলীলা পুনরায় প্রকাশ করিলেন ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীরূপ সনাতন রহে রামকেলি গ্রামে ।
প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে ॥
দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল ।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া ।
আপনার ঘর আইলা বহু ধন লঞা ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে ।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্বভরণে ॥
দণ্ড বন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল ।*
ভাল ভাল বিপ্র স্থানে স্থাপ্য রাখিল ॥
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে ।
সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদিঘরে ॥
শ্রীরূপ শুনিলা প্রভুর নীলাদ্রিগমন ।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ গোসাঞি নীলাচলে পাঠাইলা দুইজন ।
প্রভু যবে বৃন্দাবনে করেন গমন ॥
শীঘ্র আসি মোরে তার দিবে সমাচার ।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥
এথা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনে মন ।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন ॥
কোনমতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয় ।
তবে অব্যাহতি করিল নিশ্চয় ॥
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে ।
রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে ॥
লোভী কায়স্থগণে রাজকার্য্য করে ।
আপন স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা ।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া ॥
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে এক জন ।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন ॥
পাতসা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা ।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা ॥
রাজা কহে, তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল ।
বৈদ্য কহে, ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল ॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা ।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥
মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলে নাশ ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ ॥
সনাতন কহে, নহে আমা হৈতে কাম ।
আর এক জন দিয়া কর সমাধান ॥

* দণ্ডবন্ধলাগি—রাজার অত্যাচার হইতে পরিত্রাণার্থ ।

তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার।
তোমার বড় ভাই করে দস্যুব্যবহার ॥
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ।
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্বকার্য্যনাশ ॥
সনাতন কহে, তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল ॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা ॥
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতন কহে, তুমি চল মোর সাথে ॥
তিঁহ কহে, যাবে তুমি দেবতা দেখিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে ॥
তবে তারে বান্ধি রাখি করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন।
তবে সেই দুই চর রূপ-ঠাঁই আইলা।
বৃন্দাবন চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা ॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঞি।
বৃন্দাবনে চলিলা চৈতন্য গোসাঞি ॥
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে॥
দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদিস্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে ॥
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন ॥
অনুপম মল্লিক তার নাম শ্রীবল্লভ।
রূপ গোসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব ॥
তাঁহা লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগ আইলা।
মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হৈলা ॥
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব দর্শনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায় ॥
গঙ্গাযমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইলা কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে ॥
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশে হৈল মাধব দর্শনে ॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি।
ঊর্দ্ধ বাহু করি বলে বল হরি হরি ॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র সনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ॥
বিপ্রগৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা ॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বার বার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দুঁহার ॥
শ্রীরূপ দেখি প্রভুর প্রসন্ন হইল মন।
উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন ॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়কূপ হৈতে কাড়িল দুই জন ॥

২ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে একনবত্যঙ্কধৃতং ইতিহাসসমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্বাক্যম্—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী
মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং
স চ পূজ্যো যথা হ্যহং ॥

টীকা।—চতুর্ব্বেদী চতুর্ব্বেদপাঠকঃ জনঃ মে ভক্তঃ ন; মদ্ভক্তঃ শ্বপচোপি প্রিয়ঃ স্যাৎ। তস্মৈ ভক্তায় ময়া প্রেম দেয়ং, ততঃ তস্মাৎ প্রেম গ্রাহ্যং; অহং যথা, স চ তথা পূজ্যঃ।

অনুবাদ।—চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী হইলেই যে আমার ভক্ত হয়, তাহা নহে; আমার প্রতি ভক্তি থাকিলে চণ্ডালও আমার প্রিয়

হইয়া থাকে, আমি মদ্ভক্তকে প্রেম প্রদান করি, এবং তাহার প্রেম আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। আমি যেমন জগতের পূজ্য, আমার ভক্তও সেইরূপ সকলের পূজার পাত্র।

এই শ্লোক পড়ি দুঁহারে কৈল আলিঙ্গন।
কৃপাতে দুঁহার মাথায় ধরিল চরণ॥
প্রভুকৃপা পাঞা দুঁহে দুই হাত যুড়ি।
দীন হঞা স্তুতি করি বিনয় আচরি॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

টীকা।—মহাবদান্যায় উদারচরিতায়, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে, কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে, গৌরত্বিষে গৌরবর্ণায়, কৃষ্ণায় কৃষ্ণস্বরূপায় নমঃ।

অনুবাদ।—উদার-চরিত, কৃষ্ণপ্রেমদাতা, কৃষ্ণচৈতন্যনামা, গৌরকান্তি, কৃষ্ণস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি।

৪ শ্লোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১।২)—

গ্রন্থকারবাক্যম্—

যোহজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালু-
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তং।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥

টীকা।—যঃ দয়ালুঃ কৃপালুঃ সন্ অজ্ঞানমত্তং ভুবনং উল্লাঘয়ন্ অজ্ঞানরোগেভ্যঃ মোচয়িত্বা অপি স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়া প্রমত্তং অকরোৎ; অমুং অদ্ভুতেহং অদ্ভুতচেষ্টিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রভুং প্রপদ্যে।

অনুবাদ।—যিনি দয়া করিয়া অজ্ঞানমত্ত জনগণকে বিমুক্ত করত স্বীয় প্রেমসম্পদমৃতে নিমগ্ন করিয়াছেন, আমি সেই অদ্ভুত-চেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণ গ্রহণ করি।

তবে মহাপ্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
সনাতনের বার্ত্তা কহ তাহারে পুছিলা॥
রূপ কহেন তিঁহ বন্দী রাজ-ঘরে।
তুমি যদি উদ্ধার, তবে হইবে উদ্ধারে॥
প্রভু কহেন, সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা সহ হইবে মিলন॥
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা।
রূপ গোঁসাই সে দিবস তথাই রহিলা॥
ভট্টাচার্য্য দুই ভাই নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষ প্রসাদপাত্র দুই ভাই পাইল॥
ত্রিবেণী উপর প্রভুর বাসাঘর স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভুসন্নিধান॥
সে কালে বল্লভভট্ট রহে আড়্‌লী গ্রামে।
মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর স্থানে॥
তিঁহ দণ্ডবৎ কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে কৃষ্ণকথা হৈল কতক্ষণ॥
কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল॥
অন্তরে গর গর প্রেম নহে সম্বরণ।
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভভট্টের মন॥
তবে ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।
মহাপ্রভু দুই ভাই তাহারে মিলাইল॥
দুই ভাই দূরে হৈতে ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হৈয়া॥
ভট্ট মিলিবারে যায়, দুঁহে পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে॥
ভট্টে বিস্ময় হৈল, প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তার বিবরণ॥

ইহা না স্পর্শিহ ইঁহ জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ ॥
ইহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে, প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গী জানি ॥
ইহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এ দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩.৩৩।৮)—

কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যম্—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥*

শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা ॥
প্রেমাবেশ হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিল ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৩।১২)—

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ ॥

টীকা।—বুধৈঃ বিচক্ষণৈঃ শ্বপাকোঽপি চণ্ডালোঽপি শ্লাঘ্যঃ, নাস্তিকঃ বেদজ্ঞোঽপি ন শ্লাঘ্যঃ। শ্বপাকঃ কিন্তূতঃ ?—সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ। পুনঃ শুচিঃ।

অনুবাদ।—সদ্ভক্তিরূপ জলন্ত অনল দ্বারা যাহার হীনজাতীয় পাতকপুঞ্জ দগ্ধীভূত হইয়া অন্তর বিমল হইয়াছে, বিচক্ষণগণ এপ্রকার চণ্ডালের সম্মাননা করেন; কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদবিৎ হইলেও তাঁহাদিগের সকাশে সম্মানিত হয় না।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৭ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৩।১১)—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং ॥

টীকা।—ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ সদ্বংশে উৎপত্তিঃ, শাস্ত্রং পাণ্ডিত্যং, জপঃ নামজপঃ, তপঃ চান্দ্রায়ণপ্রভৃতি, সমস্তং বিফলং ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তো যথা,—অপ্রাণস্য প্রাণবিহীনস্য দেহস্য মণ্ডনং ভূষণং জনবিমোহনমেব।

অনুবাদ।—ভগবদ্ভক্তিরহিত জনের সদ্বংশে জন্ম, পাণ্ডিত্য, জপ, তপ সকলই বিফল হয়। যেরূপ প্রাণরহিত পুত্তলিকাকে জনমনোরঞ্জনার্থ সজ্জিত করা হয়, ভক্তিহীনের গুণও তদ্রূপ।

প্রভুর প্রেমাবশে আর প্রভাব ভক্তিসার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার ॥
স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লইয়া ॥
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সবার মনে হৈল ভয় কাঁপ ॥
আস্তে ব্যস্তে সবে ধরি প্রভু উঠাইলা।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিলা নৌকা ঝলকে ভরে জল ॥
যদি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ ॥
দেশ পাত্র দেখি প্রভু যবে ধৈর্য্য হৈলা।
আম্বুলীর ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিলা ॥
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া।
নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গে লইয়া ॥

আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিল প্রভুর পাদ প্রক্ষালন॥
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈলা।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইলা॥
ভিক্ষা করাইলা প্রভুকে সস্নেহ যতনে।
রূপ গোসাঞি দুই ভাইর করাইলা ভোজনে॥
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেয়াইলা অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ॥
মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদসম্বাহন॥
প্রভু পাঠাইলা তারে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তিঁহ প্রভুর চরণে।
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়॥*
আসি তিঁহ কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
কৃষ্ণে মতি রহু বলে প্রভুর বচন॥
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কৈল কহ কৃষ্ণের বর্ণন॥
নিজ কৃত কৃষ্ণলীলাশ্লোক পড়িল।
শুনি মহাপ্রভুর মহাপ্রেমাবেশ হৈল॥

৮ শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীনন্দপ্রণামে প্রথমাঙ্কধৃতরঘুপত্যুপাধ্যায়শ্লোকে তস্যৈব বাক্যম্—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে
ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

টীকা।—ভবভীতাঃ সংসারপাতকভীতাঃ অপরে ঋষয়ঃ শ্রুতিং; অপরে সজ্জনাঃ স্মৃতিং স্মৃত্যনুমোদিতং ঈশ্বরং; অন্যে সন্তঃ ভারতং মহাভারতপ্রোক্তং সাকারং ভজন্তু। অহন্তু ইহ বৃন্দারণ্যে নন্দং বন্দে; যস্য অলিন্দে প্রাঙ্গণে পরং ব্রহ্ম বিচরতি।

অনুবাদ।—কেহ ভবপাতকে ভীত হইয়া বেদানুমোদিত নিরাকার ব্রহ্মের, কোন কোন ব্যক্তি স্মৃত্যনুমোদিত ঈশ্বরের, কোন কোন ব্যক্তি ভারতাদি পুরাণপ্রোক্ত সাকারের আরাধনা করেন; কিন্তু আমি বৃন্দাবনস্থ সৌভাগ্যবান্ নন্দের শরণ গ্রহণ করি; কেননা, তদীয় প্রাঙ্গণে নিরন্তর পরব্রহ্ম বিহার করিতেছেন।

আগে কহ প্রভু, বাক্য উপাধ্যায় কহিল।
রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল॥

৯ শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাং একনবত্যঙ্কধৃতরঘুপত্যুপাধ্যায়োক্তশ্লোকে তস্যৈব বাক্যম্—

কং প্রতি কথয়িতুমীশে
সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে
গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম।

টীকা।—গোপতি-তনয়াকুঞ্জে যমুনা-তীরস্থ-কুঞ্জকাননে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম বিরাজতে। এতৎ কং প্রতি কথয়িতু ঈশে সমর্থো ভবামি? সংপ্রতি কো বা প্রতীতিং আয়াতু প্রত্যয়ং করোতু।

অনুবাদ।—পূর্ণ ব্রহ্ম নবীনা গোপ-বালাগণের মনশ্চোররূপে যমুনাতীরবর্ত্তী কুঞ্জকাননে বিরাজ করিতেছেন, এ কথা কাহার নিকট বলিতে পারি? এবং আমার এই কথায় কোন্ ব্যক্তিই বা বিশ্বাস করিবে?

প্রভু কহেন কহ তিঁহ পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ মন আলুইলা॥

* এখানে তিরোহিতা শব্দে ত্রিহুৎ-দেশীয়

প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার।
মনুষ্য নহে ইঁহ কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার ॥
প্রভু কহে, উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান কায় ?।
'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায় ॥
শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায় ?।
'পুরী মধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায় ॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায় ?।
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায় ॥
রসগণমধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
আদ্য এব পরো রসঃ কহে উপাধ্যায় ॥
প্রভু কহে, ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্গদ স্বরে ॥

১০ শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাং ত্রিসপ্ততিতমাঙ্কধৃত-
মাধবেন্দ্রপুরীকৃত-শ্লোকঃ—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥

টীকা।—রূপাণাং মধ্যে শ্যামং রূপং পরং শ্রেষ্ঠং ; পুরীণাং মধ্যে মধুপুরী বরা প্রধানা ; বয়সাং মধ্যে কৈশোরকং ধ্যেয়ং ; রসানাং মধ্যে আদ্য এব পরঃ।

অনুবাদ।—ঈশ্বরস্বরূপের মাধ্য শ্যাম রূপই প্রধান ; পুরীর মধ্যে মধুপুরীই শ্রেষ্ঠ ; বয়সের মধ্যে কৈশোরাবস্থাই ধ্যানের যোগ্য এবং রসের মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বোত্তম।

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তিঁহ করেন নর্ত্তন ॥
দেখি বল্লভভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল ॥
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভু দর্শনে সব লোক কৃষ্ণভক্ত হৈল ॥
ব্রাহ্মণসকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভভট্ট তাঁহা সব করে নিবারণ ॥
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য যমুনাতে।
প্রয়াগে চালাব ইঁহা না দিব রহিতে ॥
যার ইচ্ছা প্রয়াগ যাই করিবে নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন ॥
গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোসাঞি লইয়া ॥
লোকভিড়ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপ গোসাঞিকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবতসিদ্ধান্ত ॥
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল ॥
শ্রীরূপহৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্ব তত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা ॥
শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর।
রূপের মিলনগ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥*

১১ শ্লোক।

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে নবমাঙ্কে চতুরধিকশততম-
শ্লোকে দ্বয়োর্ম্মিলনে সার্ব্বভৌমং প্রতি
বার্ত্তাহারিবাক্যম্—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা,
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতে নাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥

টীকা।—কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তা আসীৎ, ইতি তাং বার্ত্তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য দেবঃ শ্রীচৈতন্যঃ কৃপামৃতেন করণেন তত্রৈব চ রূপং সনাতনঞ্চ অভিষিষেচ।

* রূপের মিলনগ্রন্থ অর্থাৎ কবিকর্ণপূরবিরচিত সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

অনুবাদ।—কালে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাবার্ত্তা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, উহা প্রচারার্থ শ্রীচৈতন্যদেব চিন্তাপূর্ব্বক শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীকে প্রয়াগ ও কাশীধামে সেই বিষয়ে অভিষিক্ত করিলেন।

১২ শ্লোক।

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৯।৭০) রূপানুগ্রহে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যম্—

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো,
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে,
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ॥

টীকা।—যঃ শ্রীরূপঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈঃ গাঢ়বদ্ধোঽপি প্রেমালাপৈঃ তথা দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ গৃহাধ্যাসাৎ ভবমোহাৎ মুক্তঃ সন্ অমূর্ত্তঃ অপ্যেব পরঃ রসঃ মূর্ত্তঃ ইব শোভয়ামাস, দেবঃ চৈতন্যঃ অনুপমেন সমং তং শ্রীরূপং প্রয়াগে অধুনা অনুজগ্রাহ।

অনুবাদ।—যিনি প্রিয়তমের গুণে আকৃষ্ট এবং রামকেলিগ্রামে প্রেমসম্ভাষণ ও গাঢ় আলিঙ্গনরূপা প্রাপ্ত হইয়া ভবমায়া হইতে মোক্ষ লাভ করত মূর্ত্তিমান্ মধুর রসের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব অধুনা প্রয়াগে ভ্রাতা অনুপম সহ সেই শ্রীরূপকে অনুগ্রহ করিলেন।

১৩ শ্লোক।

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৯।৭৫) শক্তিসঞ্চারে প্রতাপরুদ্রং প্রতি সার্ব্বভৌমবাক্যম্—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে,
প্রেমস্বরূপে সহজাতিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে,
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥

টীকা।—প্রভুঃ রূপে রূপ-গোস্বামিনি ততান বিস্তারয়ামাস। রূপে কিম্ভূতে?—প্রিয়স্বরূপে। পুনঃ দয়িতরূপে; পুনঃ প্রেমস্বরূপে; পুনঃ সহজাতিরূপে; পুনঃ নিজানুরূপে; পুঃ একরূপে; পুনঃ স্ববিলাসরূপে।

অনুবাদ।—যাঁহাতে লোভাদি মহাভাবপর্য্যাপ্তি হইয়াছে, যিনি শ্রীমতী রাধিকার মহৌদার্য্যমহিমাদির আদর্শ, যাঁহাতে হরিগুণলীলাপর্য্যাপ্তি হইয়াছে, যিনি রাধিকার প্রেমের আদর্শ, যিনি উপাসনাদিবিষয়ে শ্রীচৈতন্যের অনুরূপ পাত্র এবং ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপণে একরূপ, তাদৃশ গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্যদেব স্বশক্তি প্রদান করিলেন।

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ সনাতনে॥
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ সনাতন সবার কৃপা-গৌরব-পাত্র।
কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥
"কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন।
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে ভোজন॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন।"
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥
"অনিকেতন দুঁহে রহে, যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন চারি দণ্ড শয়নে।
নাম সংকীর্ত্তন প্রেমে নহে সেহ দিনে॥

কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে করে চৈতন্যচিন্তন ॥”
এই কথা শুনি মহান্তের মহাসুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিস্ময় ॥
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছে আপনে।
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥

১৪ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে ভক্তিসামান্য-লহর্য্যাং দ্বিতীয়-শ্লোকে

শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যম্—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া
প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥

টীকা।—হৃদি মম চেতসি যস্য প্রেরণয়া ইঙ্গিতেন বরাকরূপোঽপি অহং রস-কীর্ত্তনে প্রবর্ত্তিতঃ, তস্য হরেঃ চৈতন্যদেবস্য পদকমলং চরণপদ্মং বন্দে।

অনুবাদ।—আমি ক্ষুদ্রকায় হইলেও অন্তঃকরণে যাঁহার আজ্ঞায় রসকীর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই চৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

এইমত দশ দিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
প্রভু কহেন, “শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন ॥
পারাবার শূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥
এই ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥

১৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকব্যাখ্যাধৃতঃ শ্রুতিঃ—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥

টীকা।—অয়ং জীবঃ জীবাত্মা কেশাগ্র-শতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ, সূক্ষ্মস্বরূপঃ, হি নিশ্চিতং সংখ্যাতীতঃ, চিৎকণঃ চিৎ-স্বরূপস্য ভগবতঃ অংশঃ।

অনুবাদ।—এই জীবাত্মা কেশাগ্রের শত ভাগের একশতভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম; এবং চিৎস্বরূপ ভগবানের কণাসমূহের এক কণামাত্র।

১৬ শ্লোক।

তথাহি পঞ্চদশ্যাং চিত্রদীপে ত্র্যশীতিতমঃ শ্লোকঃ—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ো ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ ॥

টীকা।—সঃ জীবঃ শতধা কল্পিতস্য বালাগ্রশতভাগস্য ভাগঃ বিজ্ঞেয়ঃ, ইতি পরা শ্রুতিঃ আহ।

অনুবাদ।—জীবাত্মাকে কেশাগ্রের শতাংশের কল্পিত একাংশ বলিয়া জ্ঞাত হইবে, পরা শ্রুতি এই কথা কীর্ত্তন করিবে।

১৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১.১৬।১১)—

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্।
সূক্ষ্মানামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মন ॥

টীকা।—অহং জীবঃ সূক্ষ্মাণামপি
।

অনুবাদ।—আমি (জীবাত্মা) সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম।

১৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৩০)—

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ,
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥

টীকা।—হে ধ্রুব! তনুভৃতঃ দেহধারিণঃ জীবাঃ যদি অপরিমিতাঃ, ধ্রুবাঃ নিত্যাঃ, সর্ব্বগতাঃ সন্তি, তর্হি জীবানাং শাস্যতা ভবতি ইতি যঃ নিয়মঃ, সঃ ন স্যাৎ; ইতরথা ন স্যাদিতি ন। চ পুনঃ যন্ময়ং অজনি, তৎ অবিমুচ্য অপরিত্যজ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ। কিঞ্চ সমং অনুজানতাং যৎ অমতং। তত্র হেতুঃ,—মতদুষ্টতয়া মতস্য দোষশ্রবণাৎ।

অনুবাদ।—হে ধ্রুব! জীবকে অপরিমেয়, নিত্য ও সর্ব্বগত বলিয়া স্বীকার করিলে "তাহারা ত্বদীয় শাসনাধীন" এই নিয়ম লুপ্ত হয়; পরন্তু ঐপ্রকার স্বীকার না করিলে উক্ত নিয়ম থাকে। অধিকন্তু ঐপ্রকার স্বীকারস্থলে জীবসমূহ জননধর্ম্মবান্ হইয়া নিজ স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়াই স্বয়ং আপনার নিয়ামকরূপে গণনীয় হয়, ইহাও সম্ভবপর নহে। সুতরাং "জীব ও ঈশ্বর তুল্য" যাঁহারা ইহা বলেন, তাঁহারা তোমার স্বরূপ অজ্ঞাত এবং তাঁহাদিগের মতও শাস্ত্রদুষ্ট।

"তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর ভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারিমধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানিমধ্যে হয় এক জন মুক্ত।
কোটি মুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত॥"

১৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৪)—

শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিৎবাক্যম্—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

টীকা।—হে মহামুনে! মুক্তানাং অতএব সিদ্ধানাং কোটিষ্বপি প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণঃ সুদুর্ল্লভঃ।

অনুবাদ।—হে মহামুনে! যাঁহারা মুক্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাদৃশ কোটি ব্যক্তির মধ্যে হরিভক্তিপরায়ণ প্রশান্তচেতা মনুষ্য অতীব দুরাপ।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালী সেচে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল॥

যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতিমাথা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা ॥
তাঁরে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম ॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমে উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন ॥
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥"

২০ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (৫।২)—

পৌর্ণমাসীবাক্যং শ্রুত্বা নেপথ্যস্থবাক্যম্—

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং,
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি॥

টীকা।—ঋদ্ধা সমৃদ্ধিশালিনী সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা অণিমাদিসিদ্ধিসমূহস্য উৎকর্ষঃ সত্যধর্ম্মা সত্যধর্ম্মজঃ সমাধিঃ, ব্রহ্মানন্দঃ গুরুরপি তাবৎ পর্য্যন্তং চমৎকারয়তি, যাবৎ মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং প্রেম্নাং গন্ধোঽপি অন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রাপ্নোতি।

অনুবাদ।—যাবৎ হৃদয় কৃষ্ণবশীকরণশীল সিদ্ধৌষধিরূপ প্রেমের আস্বাদ বুঝিতে না পারে, সমৃদ্ধিশালী সিদ্ধিসমূহ সত্যধর্ম্মোৎপন্ন যোগাদি এবং মহান্ ব্রহ্মানন্দও তাবৎ অন্তঃকরণ অকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়।

"শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥"*

২১ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং একাদশাঙ্কধৃত-নারদপঞ্চরাত্রম্—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

টীকা।—হৃষীকেন ইন্দ্রিয়াচরণেন যৎ হৃষীকেশসেবনং ভগবদনুশীলনং, সা ভক্তিঃ উচ্যতে অভিধীয়তে। হৃষীকেশসেবনং কিম্ভূতং ?—সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং অন্যবাসনাবিহীনং ; পুনঃ তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।

অনুবাদ।—অন্য বাসনা বিসর্জ্জন করত একাগ্রমনে ও বিশুদ্ধভাবে ইন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারা যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই ভক্তি বলিয়া কথিত।

২২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১-১২)—

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥

---

* পঞ্চরাত্রে অর্থাৎ নারদপঞ্চরাত্রনামক গ্রন্থে।

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥*

২৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥†

২৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১৪)—

দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যম্—

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্ মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥‡

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

২৫ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং ষোড়শ-শ্লোকে—

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ
পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে॥
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

টীকা।—যাবৎ পিশাচী পিশাচীসদৃশী ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা হৃদি বর্ত্ততে, তাবৎ অত্র হৃদয়ে ভক্তিসুখস্য অভ্যুদয়ঃ কথং ভবেৎ ?

অনুবাদ।—যাবৎ পিশাচীসদৃশী দুর্গতি-কারিণী ভুক্তিমুক্তিবাসনা হৃদয়ে বিরাজ করে, তাবৎ সে হৃদয়ে কি প্রকারে ভক্তি-সুখের সমুদয় হইবে ?

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রী, উত্তমমিশ্রী আর॥
এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ী ভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥*
সাত্ত্বিক ব্যাভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর॥
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্যরতি মধুর রতি পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥"

২৬ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং (৬৩)—

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ
করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ স বীভৎস
ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥

টীকা।—হাস্যঃ, অদ্ভুতঃ, বীরঃ, করুণঃ রৌদ্রঃ ইত্যপি ভয়ানকঃ এবং সঃ বীভৎসঃ ইতি সপ্তধা গৌণো রসঃ অস্তি।

অনুবাদ।—গৌণরস সপ্তবিধ;—হাস্য অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* বিভাব—উদ্দীপনা। অনুভাব—চিত্তের ঐকাগ্র। বিভাব বাহিরের বিষয় এবং অনুভাব মনের বিষয়।

"হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্তমনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে ॥
শান্ত ভক্ত নব যোগেন্দ্র সনকাদি আর।*
দাস্যভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা গুরুজন ॥
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিসীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন ॥
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা, ভেদ আর ॥
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি ॥
শান্তদাস্যরসে ঐশ্বর্য্য কাঁহাও উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে মধুর রসে সঙ্কোচন ॥
বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল ॥

২৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।৩৫)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যম্—

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্ত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥

টীকা।—দেবকী বসুদেবশ্চ কৃতসংবন্দনৌ পুত্ত্রৌ জগদীশ্বরৌ বিজ্ঞায় শঙ্কিতৌ সন্তৌ ন সস্বজাতে ন আলিঙ্গিতবন্তৌ।

অনুবাদ।—রামকৃষ্ণ উভয়ে প্রণত হইলে দেবকী ও বসুদেব পুত্ত্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর জ্ঞানে শঙ্কিত হওত স্নেহালিঙ্গন করিলেন না; কিন্তু করপুট হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়
সখাভাবে ধার্ষ্ট্যক্ষমায় করিয়া বিনয় ॥*

২৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১১।৪৪)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি অর্জ্জুনবাক্যম্—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং,
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং ॥

টীকা।—অপ্রমেয়ং অচিন্ত্যপ্রভাবং ত্বাং সখেতি মত্বা প্রসভং সহসা তব মহিমানং ইদং বিশ্বরূপঞ্চ অজানতা ময়া হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি যৎ উক্তং, তৎ ক্ষাময়ে।

অনুবাদ।—তুমি অপ্রমেয়, তদীয় মহিমা ও বিশ্বরূপ অজ্ঞাত থাকায় তোমাকে হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা ইত্যাদি তিরস্কারসূচক যে সম্বোধন করিয়াছি, সেই অপরাধ ক্ষমা কর।

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে করিল পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥

২৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬০।২৬)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—

তস্যাঃ সুদুঃখভয়-শোকবিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো-ব্যজনং পপাত।

* নবযোগেন্দ্র অর্থাৎ কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড় চমস ও করভাজন এই নয় জন কবি। ইঁহারা ভরত নৃপতির সহোদর এবং ঋষভের তনয়। ইঁহারা অখিল বসুন্ধরা পর্য্যটন ও ঈশ্বরারাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

* ধার্ষ্ট্যক্ষমায় অর্থাৎ যিনি ধৃষ্টতা ক্ষমা করিয়া থাকেন।

দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥

টীকা।—সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধেঃ তস্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ শ্লথদ্বলয়তঃ হস্তাৎ ব্যজনং পপাত। বিক্লবধিয়ঃ তস্যাঃ দেহশ্চ সহসৈব মুহ্যন্ সন্ বাতবিহতা রম্ভেব কেশান্ প্রবিকীর্য্য পপাত।

অনুবাদ।—দুঃখ, ভীতি ও শোক বশতঃ হতজ্ঞান হওয়াতে রুক্মিণীর হস্ত হইতে বলয় স্খলিত ও ব্যজন নিপতিত হইল। তাঁহার বুদ্ধি বিবশ হওয়া নিবন্ধন মূর্চ্ছিত হওয়াতে তদীয় দেহ কেশপাশ বিস্তার করত বায়ুতাড়িত রম্ভাতরুবৎ ভূপতিত হইল।

কেবলার শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে ॥

৩০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪৫)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিস্তু সাঙ্খ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সা মন্যতাত্মজং ॥

টীকা।—ত্রয্যা বেদত্রয়ৈঃ ইন্দ্রাদিরূপেণ, উপনিষদ্ভিঃ ব্রহ্মেতি, সাঙ্খ্যযোগৈঃ পুরুষ ইতি, সাত্বতৈঃ ভক্তিশাস্ত্রৈঃ ভগবানিতি উপগীয়মান-মাহাত্ম্যং হরিং সা যশোমতী আত্মজং অমন্যত।

অনুবাদ।—ইন্দ্রাদি নামে বেদে, ব্রহ্ম নামে উপনিষদে, পুরুষনামে সাংখ্যে, পরমাত্মা নামে যোগশাস্ত্রে এবং ভগবান্ নামে ভক্তিশাস্ত্রে যাঁহার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, সেই হরিকে তিনি পুত্র জ্ঞান করিলেন।

৩১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।১৪)— "

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥

টীকা।—গোপিকা যশোমতী তং কৃষ্ণং মর্ত্ত্যলিঙ্গং অধোক্ষজং আত্মজং মত্বা যথা প্রাকৃতং উলূখলে দাম্না ববন্ধ।

অনুবাদ।—যশোদা নরদেহধারী ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানকে আত্মজজ্ঞানে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন।

৩২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৮।১৪)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতং।

টীকা।—ভগবান্ কৃষ্ণঃ পরাজিতঃ সন্ শ্রীদামানং উবাহ, চ পুনঃ ভদ্রসেনঃ বৃষভং, প্রলম্বঃ রোহিণীসুতং উবাহ।

অনুবাদ।—ভগবান্ হরি ক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া শ্রীদামকে, ভদ্রসেন কৃষ্ণকে এবং প্রলম্বাসুর রোহিণীসুতকে পৃষ্ঠে বহন করিতেছিল।

৩৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৩।৩৭)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—

হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ।
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ ॥
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ।
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দ্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥

টীকা।—কামযানাঃ গোপীঃ হিত্বা অসৌ প্রিয়ঃ মাং ভজতে, তদনন্তরং বনোদ্দেশং গত্বা দৃপ্তা সতী কেশবং অব্রবীৎ; অহং চলিতুং ন পারয়ে, তে তব যত্র মনঃ মাং তত্র নয়। কৃষ্ণঃ এবং উক্তঃ সন্ প্রিয়াং "স্কন্ধং আরুহ্যতাং" ইতি আহ। ততঃ কৃষ্ণঃ অন্তর্দ্দধে; সা বধূঃ অন্বতপ্যত।

অনুবাদ।—যে সমস্ত গোপিকা কামসাধনার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পরিহার করত প্রিয় আমাকে প্রীতি করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করত গোপী বনোদ্দেশে গিয়া গর্ব্বিতস্বরে কৃষ্ণকে বলিলেন, "আমি চলিতে সমর্থ হইতেছি না, আমাকে বহন করিয়া তোমার অভিমত স্থানে চল।" ভগবান্ ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তবে আমার স্কন্ধোপরি আরোহণ কর।" পরে কৃষ্ণ তিরোহিত হইলে সেই গোপী অনুতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

৩৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৬)—

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যম্—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ,
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥

টীকা।—হে অচ্যুত! পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ পতি-পুত্র-ভ্রাতৃ-বান্ধবাংশ্চ অতিবিলঙ্ঘ্য তে তব অন্তি সমীপং আগতাঃ বয়ং, গতিবিদঃ তব উদ্গীতমোহিতাঃ; হে কিতব শঠ! এবম্প্রকারাঃ যোষিতঃ নিশি কঃ ত্যজেৎ?

অনুবাদ।—হে অচ্যুত! আমরা পতি, পুত্র,ভাই, বন্ধু বিসর্জ্জন দিয়া ত্বৎসকাশে আগমন করিয়াছি; তুমি আমাদিগের আগমনাভিপ্রায় বিদিত আছ। তোমার উচ্চসঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ। হে শঠ! যে সকল নারী নিশিযোগে স্বয়ং আগতা, তাহাদিগকে কে বিসর্জ্জন করে?

শান্তিরসে স্বরূপ বুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীমুখ-গাথা॥*

৩৫ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে শান্তভক্তিরসলহর্য্যাং (২১)—

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা॥

টীকা।—বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা শমঃ ইতি শ্রীভগবদ্বচং; এতাং শান্তিরতিং বিনা বুদ্ধেঃ তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা দুরাপা।

অনুবাদ।—"আমাতে নিষ্ঠাবুদ্ধিই শম শব্দে অভিহিত" ভগবান্ ইহা কহিয়াছেন। এই শান্তিরতি ব্যতীত ভগবানে একাগ্রতা লাভ দুরাপ।

৩৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।৩৩)—

উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো
ধৃতিঃ॥

* শান্তিরস—ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহাতে মনের নিষ্ঠা।

টীকা।—বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা শমঃ ইতি উচ্যতে। ইন্দ্রিয়সংযমঃ দমঃ ; দুঃখসংমর্ষঃ তিতিক্ষা ; জিহ্বোপস্থজয়ঃ ধৃতিঃ উচ্যতে ॥

অনুবাদ।—ভগবান্ স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন যে, আমাতে নিষ্ঠাবুদ্ধিই শম বলিয়া অভিহিত এবং ইন্দ্রিয়সংযমকে দম, দুঃখসহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা এবং জিহ্বোপস্থের বশীকরণকে ধৃতি কহে।

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত, কৃষ্ণভক্ত, এক জানি ॥

৩৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৭।২৩)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥*

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে ॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে ॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের এই দুই গুণ ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্য বিশ্বাসময় ॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিহ্ন ॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান্ ॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন ॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার ॥
আপনাকে পালক জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান।
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃতসমান ॥
সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণভক্ত রসগুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানিগণে ॥

৩৮ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য ষোড়শবিলাসে
একোনশতাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণবচনম্—

ইতীদৃক্‌স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং।
তদীয়েশিতজ্ঞেঃ স্বভক্তৈর্জ্জিতত্বং,
পুনঃ প্রেমতস্ত্বাং শতাবৃত্তি বন্দে ॥

টীকা।—প্রেমতঃ প্রেম্না অহং ত্বাং শতাবৃত্তি যথা স্যাত্তথা বন্দে। ত্বাং কিম্ভূতাং ?—ইতীদৃক্-স্বলীলাভিঃ আনন্দ-কুণ্ডে হর্ষস্বরূপে নিমজ্জন্তং। পুনঃ কিম্ভূতং ?—স্বঘোষং আখ্যাপয়ন্তং। ত্বং কিম্ভূতঃ ?—তদীয়েশিতজ্ঞেঃ স্বভক্তৈঃ পুনঃ পুনর্ব্বারং জিতঃ পরাভূতোঽসি।

অনুবাদ।—হে প্রভো! এইপ্রকার লীলাপ্রচার দ্বারা তুমি ত্বদীয় সুখস্বরূপে মগ্ন গোপিকাগণকে রসপ্রদানে উন্মত্ত করিতেছ ; আবার ত্বদীয় ঐশ্বর্য্যাভিজ্ঞ ঐ সমস্ত ভক্তের প্রেমে নিজেই পরাভূত হইতেছ ; সুতরাং আমি শত শত বার তোমাকে নমস্কার করি।

মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুররসের হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এইমত মধুরে সব ভাবসমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥
এই ভক্তিরসের করিল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে।
এত বলি প্রভু তারে করিল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ করিল নিবেদন॥
আজ্ঞা হয় আইসো মুঞি শ্রীচরণ সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ তরঙ্গে॥
প্রভু কহে, তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকটে আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥
তারে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তিঁহ তাহাঞি পড়িলা॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা॥
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি॥
রাত্রে তেঁহ স্বপ্ন দেখে প্রভু আইলা ঘরে।
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হঞা নিজ গৃহে লঞা গেল॥
তপন মিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা॥
নিজ নিজ ঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল॥
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায় ধরি।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘর বিনা ভিক্ষা না করিবা কতি॥
প্রভু জানেন দিন পাঁচ সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব॥
এত জানি তার ভিক্ষা করিল অঙ্গীকার।
বাসা নিষ্ঠা করিল চন্দ্রশেখরের ঘর॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসি তাঁহারে মিলিলা।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দরশন॥
শ্রীরূপ উপরে প্রভুর যত কৃপা হৈল।
অত্যন্ত বিস্তারকথা সংক্ষেপে কহিল॥
শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেই জনে।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্যচরণে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ১৯॥

বিংশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ ভক্তিশাস্ত্র-
প্রবর্ত্তকঃ॥

টীকা।—যৎপ্রসাদাৎ নীচোঽপি ভক্তি-শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ স্যাৎ, তং অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং বন্দে।

অনুবাদ।—যাঁহার প্রসাদে নীচ ব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্র রচনায় সক্ষম হয়, আমি সেই অনন্ত ও অদ্ভুতৈশ্বর্য্যবান্ চৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।
শ্রীরূপ গোস্বামীর পত্র আইল হেনকালে॥
পত্র পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্।*
কেতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥
এক বন্দী ছাড়ি যদি নিজ ধন দিয়া।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা॥
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব, কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥
তবে সেই যবন কহে, শুন মহাশয়।
তোমারে ছাড়িয়ে কিন্তু করি রাজভয়॥

* জিন্দাপীর—জীবিত পীর অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষ।

সনাতন কহে, তুমি না কর রাজভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে যদি নেউটি আইসয়॥*
তাঁহাকে কহিও, সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট, গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল॥
অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল।
দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল॥†
কিছু ভয় নাহি, আমি এদেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব॥
তথাপি যবনমন প্রসন্ন না দেখিল।
সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল॥
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া॥
গড়িদ্বারপথ ছাড়িল নারে তাঁহা যাইতে।‡
রাত্রি দিনে চলি আইল পাতড়া পর্ব্বতে॥
তথা এক ভূমিক হয় তার ঠাঞি গেলা।
পর্ব্বত পার কর আমায় বিনতি করিলা॥
সেহ ভূঞা সঙ্গে হয় হাত গণিতা।
ভূঞা-কানে কহে সেই জানি এই কথা॥
ইহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্টমোহর হয়।
শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয়॥
রাত্রে পর্ব্বত পার করিব নিজ লোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া॥
এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদীস্নান॥
দুই উপবাসে কৈল রন্ধন ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে॥
এই ভূঞা কেনে মোরে সম্মান করিল।
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল॥
তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়।
ঈশান কহে, মোর ঠাঞি সাত মোহর হয়॥

* নেউটি—ফিরিয়া।
† দাঁড়ুকা—বেড়ি।
* গড়িদ্বারপথ—গৌড়ের গড়ের দ্বার হইতে দিল্লীপর্য্যন্ত বিস্তৃতরাজ পথ।

শুনি সনাতন তারে করিল ভৎর্সন।
সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম ॥
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভূঞা কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া ॥
এই সুবর্ণ সাত মোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি কর মোরে পার ॥
রাজবন্দী আমি গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে পর্ব্বত আমা দেহ পার করি ॥
ভূঞা হাসি কহে আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে ॥
তোমা মারি মোহর লইতাম আজি রাত্রে।
ভাল হৈল কহিলা তুমি ছুটিলাম পাপ হৈতে ॥
সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর না লইব।
পুণ্য লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব ॥
গোসাঞি কহে, কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি ॥
তবে গোসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল।
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল ॥
পার হঞা গোসাঞি তবে পুছিল ঈশানে।
জানি শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা স্থানে॥
ঈশান কহে, এক মোহর আছে অবশেষ।
গোসাঞি কহে, মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ ॥
তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একেলা।
হাতে করোয়া ছিঁড়া কন্থা নির্ভয় হইলা ॥
চলি চলি গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যানভিতরে ॥
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তাহার নাম।
গোসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম ॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার সনে।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎসার স্থানে ॥
টুঙ্গির উপর বসি সেই গোসাঞিকে দেখিল।
রাত্রে এক জন সঙ্গে গোসাঞি-পাশ আইল॥
দুই জন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল।
তিঁহ কহে দিন দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্রবেশ কর, এই মলিন বসনে ॥
গোসাঞি কহে, একক্ষণ ইহা না রহিব।
গঙ্গাপার করি দেহ এক্ষণি চলিব ॥
যত্নকরি তিঁহ এক ভোটকম্বল দিল।
গঙ্গাপার করি দিল গোসাঞি চলিল ॥
তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কতদিনে।
শুনি আনন্দিত হৈল প্রভুর আগমনে ॥
চন্দ্রশেখর-ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে ॥
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুকে কহিল।
কেহ হয় ? করি প্রভু তাহারে পুছিল ॥
তিঁহ কহে এক দরবেশ আছে দ্বারে।
তাঁরে আন প্রভু বাক্যে কহিল তাহারে ॥
প্রভু তোমায় বোলায়, আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিল প্রবেশ ॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
মোরে না ছুঁইহ কহে গদ্গদ বচন ॥
দুই জনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার ॥
তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপর আপন পাশে বসাইলা ॥
শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
তিঁহ কহে, মোরে প্রভু না কর স্পর্শন ॥

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।৮)—

বিদুরং প্রতি যুধিষ্ঠিরবাক্যম্—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতা স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥*

৩ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে একমবত্যাহ্বতং
ইতিহাসসমুচ্চয়োক্তভগবদ্বাক্যম্—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী
মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং
স চ পূজ্যো যথা হ্যহং ॥†

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।৯)—

শ্রীনৃসিংহদেবং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যম্—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥

টীকা।—দ্বিষড়্‌গুণযুতাৎ বিপ্রাৎ দ্বিজাদপি শ্বপচং চণ্ডালং বরিষ্ঠং মন্যে। বিপ্রাৎ কীদৃশাৎ?—অরবিন্দনাভপদারবিন্দবিমুখাৎ ভগবতঃ পাদপদ্মবিমুখাৎ। শ্বপচং কিম্ভূতং?—তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং। সঃ ঈদৃশঃ শ্বপচঃ কুলং পুনাতি পবিত্রীকরোতি, ভূরিমানস্তু বিপ্রঃ আত্মানমপি ন পুনাতি।

অনুবাদ।—যাহার মন, বাক্য, চেষ্টা, ধন সকলই ভগবানে অর্পিত, তাদৃশ চণ্ডালও ভগবচ্চরণারবিন্দবিমুখ দ্বাদশগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ* অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেননা, সেই চণ্ডাল নিজবংশ পবিত্র করে, কিন্তু উক্ত অহঙ্কারী বিপ্র আত্মাকেও পবিত্র করিতে সমর্থ নহে।

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৩।২)—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি,
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি,
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥

টীকা।—হি নিশ্চিতং লোকে ভাগবতাঃ সুদুর্ল্লভাঃ। হি যতঃ ত্বাদৃশদর্শনং অক্ষ্ণোঃ ফলং; ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ তন্বাঃ দেহধারণস্য ফলং; ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি যতঃ জিহ্বাফলম্।

অনুবাদ।—সংসারে ভাগবতগণের সাক্ষাৎলাভ দুর্ল্লভ; কেন না, ত্বাদৃশ ভক্তদর্শনে নেত্রের সফলতা হয়, গাত্রসঙ্গে দেহধারণের সাফল্য জন্মে এবং গুণবর্ণনে জিহ্বা সফল হয়।

এত কহি কহে প্রভু, শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন ॥
মহারৌরব হৈতে তোমায় করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥
সনাতন কহে, কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* দ্বাদশ গুণ যথা,—ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপঃ, অমৎসর, লজ্জা তিতিক্ষা, অহিংসা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও বেদাধ্যয়ন।

কেমনে ছুটিলা বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল।
আদ্যোপান্ত সব কথা তিঁহ শুনাইল॥
প্রভু কহে, তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ অনুপম দুঁহে বৃন্দাবন গেলা॥
তপনমিশ্র আর চন্দ্রশেখরেরে।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দুঁহারে॥
তপনমিশ্র তাঁরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভু কহে, ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন॥
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর, যাহ ইঁহা লঞা॥
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার॥
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতন লঞা গেল তপনমিশ্র-ঘরে॥
পাদপ্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ মিশ্রেরে কহিল॥
মিশ্র কহে, সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল॥
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিল তিঁহ করে নিবেদন॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল।
তিঁহ দুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিল॥
মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইলা সনাতনে।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণে॥
সনাতন তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা সে করিবে॥
সনাতন কহে, আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা লব॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোটকম্বল পানে প্রভু চাহে বারে বার॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া দিয়াছে কান্থা ধুঞা শুকাইতে॥
তারে কহে, আরে ভাই কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ মোরে॥
সেই কহে, হাস্য কর প্রামাণিক হঞা।
বহুমূল্য ভোট দিবে কেনে কাঁথা লঞা॥
তিঁহ কহে, হাস্য নহে, কহি সত্য বাণী।
ভোট লহ তুমি, দেহ মোরে কাঁথাখানি॥
এত বলি কাঁথা লইল ভোট তারে দিয়া।
গোসাঞির ঠাঞি আইল কাঁথা গলে দিয়া॥
প্রভু কহে, তোমার ভোট-কম্বল কোথা গেল।
প্রভুপদে সব কথা গোসাঞি কহিল॥
প্রভু কহে, ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয় লোকে করে উপহাস॥
গোঁসাই বলে যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তারে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল॥
পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল॥
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিল॥
ইহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব নিরূপণ॥

৬ শ্লোক।

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ॥

টীকা।—সঃ ঈশঃ কৃপয়া কৃষ্ণস্বরূপ-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং তত্ত্বং সনাতনায় উপদিদেশ।

অনুবাদ।—সেই ঈশ্বর করুণা করত সনাতনকে কৃষ্ণস্বরূপতত্ত্ব, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য-তত্ত্ব, ভক্তি ও রসতত্ত্ব এই সমস্ত তত্ত্ব উপদেশ দিলেন।

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
কে আমি? কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥
প্রভু কহে, কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব॥

৭ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চমাঙ্কধৃতনারদীয়পুরাণম্—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥

টীকা।—যেষাং অববোধায় নির্ব্বন্ধিনী মতির্ভবেৎ, এষাং অভীপ্সিতঃ সর্ব্বার্থঃ অচিরাদেব সিধ্যতি।

অনুবাদ।—যে সমস্ত সাধুর ভগবদারাধনারূপ সদ্ধর্ম্মের বিমল ভজনার্জ্জনবিষয়ে অধ্যবসায়সম্পন্ন মতি জন্মে, তাঁহাদিগের অভিলষিতার্থ আশু সিদ্ধ হয়।

যোগ্য পাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে॥
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস॥
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥

৮ শ্লোক।

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং সত্ত্বমম ইতি ত্রিবিবেকমিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়প্রথমাংশস্য (২২।৫৩)—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥

টীকা।—একদেশস্থিতস্য অগ্নেঃ জ্যোৎস্না যথা বিস্তারিণী বহুস্থানব্যাপিনী তথা পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ ইদং অখিল জগৎ ব্যাপ্নোতি।

অনুবাদ।—একস্থানস্থ বহ্নির জ্যোৎস্না যেমন অধিকদূরস্থানব্যাপিনী হয়, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তিও এই দৃশ্যমান নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছে।

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥

৯ শ্লোক।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।৩।২)—

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা

টীকা।—হে তপতাং শ্রেষ্ঠ! পাবকস্য উষ্ণতা যথা তথা সর্ব্বভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ তর্কাতীতং যদৃজ্ঞানং কার্য্যাণামুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যতঃ অতঃ ব্রহ্মণঃ তাঃ তু তথাবিধাঃ সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ভবন্তি সন্তি।

অনুবাদ।—হে তপোধন! অগ্নির উষ্ণতাশক্তির ন্যায় মণিমন্ত্রাদি সকল পদার্থেই অচিন্ত্য ও বুদ্ধির অগোচর শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও স্বাভাবিক অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন সর্গাদি বিবিধ শক্তি আছে।

১০ শ্লোক।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥*

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৬০)—

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা
বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলা-
নবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ
শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল
তারতম্যেন বর্ত্ততে॥†

১২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (৭।৫)—

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

অপরেয়মিতিস্ত্বন্যাং
প্রকৃতিং বিদ্ধি মামিকাং।
জীবভূতাং মহাবাহো
যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥*

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৫)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োহস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং,
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

টীকা।—ঈশাৎ অপেতস্য বিমুখস্য তন্মায়য়া অস্মৃতিঃ বিপর্য্যয়ঃ, ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ অন্যবিষয়ে দৃঢ়মনোযোগাৎ ভয়ং ভবতি, অতঃ বুধঃ একয়া ভক্ত্যা তং আভজেৎ। বুধঃ কীদৃশঃ?—গুরুদেবতাত্মা।

অনুবাদ।—ঐশী মায়া নিবন্ধন ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তির স্বস্বরূপের অস্মরণ ও দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মিয়া "ঈশ্বর হইতে আমি স্বতন্ত্র" এই জ্ঞান হেতু ভীতি উপস্থিত হয়; সুতরাং ধীমান্ ব্যক্তি গুরুরূপ দেবতাতে আত্মার্পণ করত একান্ত ভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

১৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (৭।১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি
তে ॥

টীকা।—দৈবী গুণময়ী মম শক্তিঃ এষা মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা। হি নিশ্চিতং যে জনাঃ মামেব প্রপদ্যন্তে, তে এতাং মায়াং তরন্তি।

অনুবাদ।—মদীয় মায়া অত্যদ্ভুতা, গুণময়ী ও দুরত্যয়া। যে সকল ব্যক্তি আমাকে শুদ্ধ ভক্তিযোগে উপাসনা করে, তাহারা মদীয় ঐ মায়া হইতে পরিত্রাণ পায়।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মা রূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান ॥
বেদ শাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম মহাধন ॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন ॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে ॥
তুমি কেন এত দুঃখী ? তোমার আছে
পিতৃধন।
তোমারে না কহি, অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদ পুরাণ জীবে কৃষ্ণ-উপদেশ ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ॥
বাপের ধন আছে জানে ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে ॥
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য় ॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥
ঐছে শাস্ত্র কহে, কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি

১৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০)—

উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥*

১৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ
শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ং সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা
শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥

টীকা।—শ্রদ্ধয়া একয়া ভক্ত্যা অহং গ্রাহ্যঃ। অহং কিম্ভূতঃ ?—সতাং প্রিয় আত্মা। মন্নিষ্ঠা ভক্তিঃ শ্বপাকানপি চণ্ডালানপি সম্ভবাৎ পুনাতি।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ।—কেবলমাত্র শ্রদ্ধাসমন্বিত ভক্তি দ্বারাই সাধুরা আমাকে প্রিয় আত্মা রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমার প্রতি নিষ্ঠাভক্তি করিলে চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে।

অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥
দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেম তিন মহাধন ॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥

১৭ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারি-লহর্য্যাং উনষষ্ট্যঙ্কধৃতং স্কন্দে বৈশাখমাহাত্ম্যম্—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে
তে পুরাণাগমাস্তাং তামেব হি
দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্
বিষ্ণুঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু
বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥

টীকা।—চরাচরস্য জগতঃ ব্যামোহায় তে তে প্রসিদ্ধাঃ পুরাণাগমাঃ রচিতাঃ; তাং তাং পরমিকাং তেষু দেবতাং এব হি কল্পাবধি জল্পন্তু; পুনঃ সিদ্ধান্তে সমস্তাগমব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু সৎসু এক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ নিশ্চীয়তে।

অনুবাদ।—চরাচর বিশ্বের মোহার্থ বিবিধ পুরাণ ও আগমসমূহ বিরচিত হইয়াছে এবং তন্নিরূপিত দেবগণও মানবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন; কিন্তু নিখিল শাস্ত্র বিচার করত মীমাংসা করিলে কেবলমাত্র বিষ্ণুকে ভগবান্ বলিয়া স্থির করা যায়।

গৌণ মুখ্য বৃত্তি কি অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥

১৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৪২)—

উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইতস্য হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥

টীকা।—বিধিবচনৈঃ কিং বিধত্তে, মন্ত্রবচনৈঃ কিং আচষ্টে, জ্ঞানকাণ্ডে কিং অনূদ্য বিকল্পয়েৎ, ইতি অস্যাঃ শ্রুতেঃ হৃদয়ং তাৎপর্য্যং লোকে মৎ মত্তঃ অন্যঃ কশ্চন ন বেদ।

অনুবাদ।—বেদের কর্ম্মকাণ্ডে কি বিধান আছে? জ্ঞানকাণ্ড কাহাকে অবলম্বন করত বিকল্প অর্থাৎ তর্ক করে? শ্রুতির হৃদয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য কি? লোকে আমা ব্যতীত এই সমস্ত আর কেহই বিদিত নহে।

১৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৪৩)—

উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে
মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহং।

এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ
শব্দ আস্থায় মাং ভিদাং।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে
প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥

টীকা।—শ্রুতিঃ মাং বিধত্তে; মাং ঈশ্বরং অভিধত্তে; মাং বিকল্প্য যৎ অপোহ্যতে, তৎ অহং হি নিশ্চিতং; এতাবানেব সর্ব্ববেদার্থঃ; শব্দঃ মাং আস্থায় ভিদাং মায়ামাত্রং অনূদ্য কথয়িত্বা অন্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি বিরমতি।

অনুবাদ।—শ্রুতিসমূহ যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধি প্রদান করে, দেবরূপে আমাকেই প্রকাশ করিয়া থাকে এবং আমাকে আশ্রয়পূর্ব্বক বিতর্ক করে, ইহাই নিখিল বেদের অর্থ। বেদসমূহ প্রথমতঃ আমাকে পরমাত্মরূপে আশ্রয় করত তৎপরে ভেদাত্মিকা মায়াকে দেখাইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক নিবৃত্তব্যাপার হয়।

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর ॥
বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তিকার্য্য হয়।
স্বরূপ শক্তি, শক্তি কার্য্যের, কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥

২০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১)—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥*

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব্বাদি সর্ব্ব-অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥

ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২১ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥*

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর পূর্ণ নিত্যধাম ॥

২২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং
মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥†

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥

২৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥

২৪ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৬)—

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥¶

পরমাত্মা যিঁহ তিঁহ কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
¶ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২৫ শ্লোক।

*তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৫২)—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥

টীকা।—এনং কৃষ্ণং ত্বং অখিলাত্মনাং আত্মানং অবেহি। যঃ জগদ্ধিতায় অপি অত্র জগতি মায়য়া দেহীব দেহধারীব আভাতি।

অনুবাদ।—হে নরপতে! এই কৃষ্ণকে নিখিল শরীরধারীর আত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবেন। তিনি জগতের হিতার্থ মায়াশক্তি দ্বারা শরীরিবৎ প্রকাশিত হইতেছেন।

২৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪২)—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥*

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণ রূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥
স্বয়ং রূপ তদেকাত্মরূপাবেশ নাম।
প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান্॥
স্বয়ং রূপে স্বয়ং প্রকাশ দুই রূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ং রূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে॥
মহিষীবিবাহে হৈলা বহুবিধ মূর্ত্তি।
প্রাভব বিলাস এই শাস্ত্রপর সিদ্ধি॥
সৌভর্য্যাদি প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয়॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৯।২)

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥*

সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশভেদে নাম বৈভব প্রকাশে॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার বর্ণ অস্ত্র ভেদ নাম বিভেদ॥

২৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪০।৭)—

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং॥

টীকা।—অভিহিতেন বিধিনা সংস্কৃতাত্মানঃ বিমলচিত্তাঃ সন্তঃ অন্যে তে জনাঃ ত্বন্ময়াঃ বৈ নিশ্চিতং বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং ত্বাং যজন্তি।

অনুবাদ।—যথাবিধিবোধিত নিয়মে দীক্ষিত ও বিমলমনা হইয়া যাহারা ত্বদীয় স্বরূপচিন্তনে নিমগ্ন হয়, নারায়ণরূপ এক-মূর্ত্তি হইলেও বাসুদেবাদি বিবিধ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত ত্বদীয় কোন এক মূর্ত্তি চিন্তন দ্বারা তাহারা তোমারই পূজা করে।

বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান॥
বৈভবপ্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ।
দ্বিভুজস্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ॥
যে কালে দ্বিভুজ নাম বৈভবপ্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রভাববিলাস॥
স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্যবিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয়ে লোভ ॥

২৯ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (৪।১০)—

উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্যাভীরলীলস্য মে, দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং, যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিচ্ছতি ॥

টীকা।—হে সখে! অসৌ চারণঃ গন্ধর্ব্বঃ মে মম দ্বৈতং হন্ত বিস্ময়ে, সমক্ষয়ন্ সন্দর্শয়ন্ সন্ মুহুঃ পুনঃ পুনঃ চিত্রীয়তে। মে কিম্ভূতস্য ?—উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্য প্রসারিতাশ্চর্য্যমাধুর্য্যগন্ধস্য। পুনঃ কিম্ভূতস্য ?—আভীরলীলস্য গোপশিশুভিঃ সহ ক্রীড়মানস্য। যস্য নর্ত্তকস্য স্বরূপতাং প্রেক্ষ্য অবলোক্য মামকং চেতঃ সত্যং ব্রজবধূসারূপ্যং গোপাঙ্গনাসঙ্গং অন্বিচ্ছতি অভিলষতি। চেতঃ কিম্ভূতং ?—কেলিকুতূহলোত্তরলিতং ক্রীড়াবিষয়ে যৎ ঔৎসুক্যং তেন চপলিতং।

অনুবাদ।—হে সখে! এই চারণ অর্থাৎ গন্ধর্ব্ব নর্ত্তক মদীয় দ্বিতীয়রূপ অর্থাৎ দ্বিভুজ মুরলীধারী রূপ অভিনয় করত কি চমৎকাররূপে আমাকে বিমোহিত করিতেছে! অহো! ঐ রূপের কেমন মাধুর্য্যগন্ধ সমুদ্গত হইতেছে। উহা গোপশিশুগণের সহিত কেমন ক্রীড়া করিতেছে! এই নটের অভিনয়মাধুরী দেখিয়া মদীয় চিত্ত কেলিকুতূহলে চপল হইয়া ব্রজনারীগণের সঙ্গ করণার্থ সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।

মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্বনৃত্য দরশনে।
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র বিলোকনে ॥

৩০ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (৮।৩২)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ,
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥*

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতিভেদে তদেকাত্ম নাম তার ॥
তদেকাত্মরূপের বিলাস স্বাংশ দুই ভেদ।
বিলাস স্বাংশের ভেদ বিবিধ বিভেদ।
প্রাভব বৈভব ভেদে বিলাস দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস ভেদ অনন্তপ্রকার ॥
প্রাভব বিলাস বাসুদেব সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ মুখ্য চারি জন ॥
ব্রজে গোপভাব রামের পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন
বর্ণ বেশ ভেদ তাতে বিলাস তার নাম ॥
বৈভব প্রকাশে আর প্রাভব বিলাসে।
এক মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব ভেদ ভাসে ॥
আদি চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্যকারণ ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব বিলাস।
দ্বারকা মথুরা পুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদ নামভেদ বৈভব বিলাস ॥
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্ব রূপে।
পরব্যোমমধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥
তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ পরকাশে।
আবরণরূপে চারি দিকে যার বাসে ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চারি জনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যথা হৈতে বিলাসের স্ফূর্ত্তি ॥
চক্রাদি ধারণ ভেদে নামভেদ সব।
বাসুদেব মূর্ত্তি কেশব নারায়ণ মাধব ॥
সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি গোবিন্দ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর।
অনিরুদ্ধমূর্ত্তি হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর ॥
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বার জন।
মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ ॥
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে।
চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে ॥
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ ॥
আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে দামোদর।
রাধাদামোদর অন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর ॥
দ্বাদশ তিলক মন্ত্র দ্বাদশ তার নাম।
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎ স্থান ॥
এই চারি জনের বিলাস অষ্ট জন।
তা সবার নাম কহি শুন সনাতন ॥
পুরুষোত্তম অচ্যুত নৃসিংহ জনার্দ্দন।
হরি কৃষ্ণ অধোক্ষজ উপেন্দ্র অষ্ট জন ॥
বাসুদেবের বিলাস অধোক্ষজ পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণের বিলাস উপেন্দ্র অচ্যুত দুই জন ॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস নৃসিংহ জনার্দ্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস হরি কৃষ্ণ দুই জন ॥
এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভব বিলাস প্রধান।
অস্ত্রধারণ ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥
ইহার মধ্যে যাহার হয় আকার বেশ ভেদ।
সেই সেই হয় বিলাস বৈভব বিভেদ ॥
পদ্মনাভ ত্রিবিক্রম নৃসিংহ বামন।
হরি কৃষ্ণ আদি হয় আকারে বিলক্ষণ ॥
কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস বাসুদেবাদি চারি জন।
সেই চারি জনার বিলাস বিংশতি গণন ॥
ইঁহা সবার পৃথক বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে।
পূর্ব্বাদি অষ্ট দিকে তিন তিন ক্রমে ॥
যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্য ধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহা সন্নিধান ॥
পরব্যোম ধামে নারায়ণের নিত্য স্থিতি।
পরব্যোম উপরি কৃষ্ণ-লোকের বিভূতি ॥
এক কৃষ্ণ-লোক হয় ত্রিবিধপ্রকার।
গোকুলাখ্য মথুরাখ্য দ্বারকাখ্য আর ॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম ॥
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ জনার্দ্দন ॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডভিতরে ॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সবার প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস ॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥
ইহার মধ্যে কারও অবতারে গণন।
যৈছে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম নৃসিংহ বামন ॥
অস্ত্রধৃতি-ভেদ নাম-ভেদের কারণ।
চক্রাদিধারণ ভেদ শুন সনাতন ॥*
দক্ষিণাধো-হস্ত হৈতে বামাধঃ পর্য্যন্ত।
চক্রাদি অস্ত্র ধারণের গণনার অন্ত ॥
সিদ্ধার্থসংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন।
তার মত আগে কহি চক্রাদি ধারণ ॥
বসুদেব গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-ধর।
সঙ্কর্ষণ গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-কর ॥
প্রদ্যুম্ন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
অনিরুদ্ধ চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্ম-কর ॥

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্বাদি সৃষ্টিকর্ম্মে ঐশীশক্তি নানাবিধ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াও বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকটন করত সর্ব্বদা নিযুক্ত আছে।

পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজ নিজ অস্ত্রধর
তার মত কহি যেই সব অস্ত্রকর ॥
শ্রীকেশব পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর।
নারায়ণ শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রকর ॥
শ্রীমাধব গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্মকর।
শ্রীগোবিন্দ চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খধর ॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি গদা-পদ্ম-চক্র-শঙ্খকর।
মধুসূদন শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাধর ॥
ত্রিবিক্রম পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খ-কর।
শ্রীবামন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ॥
শ্রীধর পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খ-কর।
হৃষীকেশ গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-ধর ॥
পদ্মনাভ শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদা-কর।
দামোদর পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্র-ধর ॥
পুরুষোত্তম চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদা-ধর।
অচ্যুত গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-ধর ॥
নৃসিংহ চক্র-পদ্ম-গদা-শঙ্খ-ধর।
গদাধর শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদা-কর ॥
শ্রীহরি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কর।
শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম-কর ॥
অধোক্ষজ গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-কর।
উপেন্দ্র শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র-কর ॥
হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে কহে ষোল জন।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি ধারণ ॥
কেশব ভেদ পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্র-ধর।*
মাবধ ভেদ চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ-কর ॥
নারায়ণ ভেদ নানা অস্ত্র-ভেদ-ধর।
ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্রকর ॥
স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
পুরীর আবরণ নাম পুরীর সব দেশে।
নবব্যূহরূপে নব মূর্ত্তি পরকাশে ॥

* আদি কেশবাদিভেদে—কেশবভেদে।

৩১ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পাদবিভূতিকথনে পঞ্চদশাঙ্কধৃতসাত্বততন্ত্রম্—

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা
নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ
ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥

টীকা।—বাসুদেবাদ্যাঃ চত্বারঃ, নারায়ণ-নৃসিংহৌ দ্বৌ, হয়গ্রীবঃ, বরাহঃ, ব্রহ্মা চ ত্রয়ঃ ইতি নবমূর্ত্তয়ঃ উদিতাঃ অভিহিতাঃ।

অনুবাদ।—বাসুদেবাদি চারি অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ও ব্রহ্মা এই নয় মূর্ত্তি পরমেশ্বরের নব-ব্যূহরূপ পাদবিভূতি বলিয়া অভিহিত।

প্রকাশ বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন ॥*
সঙ্কর্ষণ মৎস্যাদিক দুই ভেদ তার।
পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ মৎস্যাদি অবতার ॥
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার ॥
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার আর।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।
এত রূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥†

* ভগবৎস্বরূপের স্বাংশবিলাসে ভগবচ্ছক্তি অসীম অবতাররূপে সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হয়। এই সমস্ত অবতারের মধ্যে পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার শ্রেষ্ঠ।

† শাখা-চন্দ্র ন্যায়—চন্দ্রদর্শনার্থীকে যেরূপ বৃক্ষশাখার উপর দিয়া চন্দ্রপ্রদর্শনে চন্দ্রের উদ্দেশমাত্র করা হয়।

৩২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৬)—

সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যম্—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কূল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

টীকা।—হে দ্বিজাঃ! হি নিশ্চিতং সত্ত্বনিধেঃ হরেঃ অবতারাঃ অসংখ্যেয়াঃ ভবন্তি। যথা অবিদাসিনঃ সরসঃ সকাশাৎ সহস্রশঃ কূল্যাঃ ক্ষুদ্রপ্রবাহাঃ স্যুঃ।

অনুবাদ।—হে বিপ্রগণ! যেরূপ উপক্ষয়হীন জলনিধি হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র সলিলপ্রবাহ বহির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি ঈশ্বর হইতেও অগণনীয় অবতার হইতেছে।

প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধপ্রকার॥

৩৩ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে অবতারপ্রকরণে নবমাঙ্কধৃতং সাত্বততন্ত্রম্—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি
পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥*

অনন্ত শক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি নাম॥
ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্ব কর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব চিত্তাধিষ্ঠাতা॥
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ রচন॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥

৩৪ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।২)—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদং।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং॥

টীকা।—তদ্ধাম গোকুলাখ্যং ভবেৎ। ধাম কীদৃশং?—সহস্রপত্রং কমলমিব। পুনঃ কিম্ভূতং?—মহৎপদং সর্ব্বোত্তমস্থলং অথবা মহত্তত্ত্বানাং স্থিতিস্থানং। পুনঃ কিম্ভূতং?—তৎকর্ণিকারং। পুনঃ তদনন্তাংশসম্ভবম্॥

অনুবাদ।—গোকুলাখ্য ধামই সেই ভগবানের বসতিস্থল। ঐ স্থান সহস্রদল পদ্মের তুল্য এবং মহত্তত্ত্বাদির অধিষ্ঠানস্থল অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। ঐ পদ্মের কর্ণিকারে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের বীজ অন্তর্নিহিত আছে।

মায়াদ্বারে সৃজেন তিঁহ ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করেন শক্তি আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে ধরে দাহশক্তি॥

৩৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।২২)—

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী,
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানং।

অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য,
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥

টীকা।—রামঃ বলদেবঃ মুকুন্দশ্চ কৃষ্ণশ্চ এতৌ দ্বৌ হি নিঃসংশয়ং বিশ্বস্য বীজযোনী ভবতঃ। পুরুষঃ প্রধানং ভূতেষু অন্বীয় বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চ ঈশাতে ঈশ্বরৌ ভবতঃ। ইমৌ পুরাণৌ অনাদী।

অনুবাদ।—উদ্ধব নন্দকে কহিলেন,—হে নন্দ! বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই বিশ্বের নিমিত্তোপাদানকারণ। ইঁহারা উভয়ে ভূতসমূহে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া নানারূপ ভেদজ্ঞানের নিয়ন্তা হইয়াছেন; কেননা ইঁহারাই পুরাণ পুরুষ।

সৃষ্টি হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চাবতারে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি অবতার নাম ধরে ॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরি অবতার নাম।
মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ॥

৩৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবন্মহদাদিভিঃ।
সংভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥*

৩৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৪০)—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য,
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি,
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥†

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগত-কারণ ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কারণাব্ধিপারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥

৩৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।১০)—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ,
সত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥

টীকা।—যত্র রজঃ তমশ্চ ন প্রবর্ত্ততে, তয়োঃ মিশ্রং ন চ প্রবর্ত্ততে, যত্র কালবিক্রমঃ ন প্রবর্ত্ততে, যত্র মায়া ন স্যাৎ, অপরে রাগপ্রভৃতয়শ্চ ন সন্তি। কিমুত বক্তব্যং, যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ হরেঃ অনুব্রতাঃ বর্ত্তন্তে।

অনুবাদ।—তথায় রজোগুণের অথবা তমোগুণের প্রভাব লক্ষিত হয় না এবং ঐ গুণদ্বয়সংযুক্ত সত্বগুণ সেখানে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ নহে; তথায় কালকৃত বিনাশ বা মায়ার প্রবেশ নাই। লোভ ও মোহাদি উপদ্রব তথা হইতে দূরে প্রস্থান করে; তথায় দেব-দানবার্চ্চিত ভগবানের পারিষদেরা সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিতেছেন।

মায়ার যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান।
মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান ॥
সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যাধান ॥
স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতিস্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥

৩৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৬।১৮)—

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং
স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং ॥

টীকা।—দৈবাৎ পরঃ পুমান্ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং যোনৌ বীর্য্যং আধত্ত অর্পয়ামাস। সা প্রকৃতিঃ হিরণ্ময়ং মহত্তত্ত্বং অসূত প্রসূতবতী।

অনুবাদ।—কালবশে প্রকৃতির গুণ-ক্ষোভ হইলে পরপুরুষ সেই প্রকৃতির অভিব্যক্তিস্থলে নিজ জীবরূপ চৈতন্যবীজ আধান করিয়া থাকেন, তৎকালে সেই প্রকৃতি বৈচিত্র্যময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করিয়া থাকে।

৪০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৫।২৬)—

বিদুরং প্রতি মৈত্রেয়বাক্যম্—

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥

টীকা।—তু কিন্তু কালবৃত্ত্যা গুণময্যাং মায়ায়াং বীর্য্যবান্ অধোক্ষজঃ আত্মভূতেন পুরুষেণ বীর্য্যং আধত্ত।

অনুবাদ।—তিনি কালবৃত্তি অর্থাৎ কালশক্তিসংযোগে চিচ্ছক্তিযুক্ত স্বীয় অংশরূপ পুরুষ দ্বারা ক্ষুভিতগুণা প্রকৃতিতে চৈতন্যময় জীবশক্তি আধান করেন।

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার॥
সর্ব্ব তত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নাহিক গণন॥
এই মহৎস্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আয় যায়।
পুরুষ নিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়॥
পুনরপি নিশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়াপার॥

৪১ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৫)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥*

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী॥
এইত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব॥
সেই পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিঞা।
একৈক মূর্ত্তে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হইল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তিঁহ ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করেন জগত পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু, স্পর্শ নাহি মায়া সনে॥
রুদ্ররূপ ধরি করেন জগত সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণাবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে তিনের অধিকার॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যাঁরে গাই॥
এই দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপার॥
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু, গুণ-অবতার।
দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিরাট্ ব্যষ্টি জীবের তিঁহ অন্তর্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তিঁহ পালনকর্ত্তা স্বামী॥
পুরুষাবতারের এই কহিল নিরূপণ॥
লীলাবতার এবে শুন সনাতন॥
লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া করি দিগ্‌দরশন॥
মৎস্য কূর্ম্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার পুরাণগণন॥

৪২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩৪)—

মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংস-
রাজন্যবিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥

টীকা।—হে ঈশ! মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ নৃসিংহ-বরাহ-হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ সন্ ত্বং নঃ অস্মান্ তথা ত্রিভুবনঞ্চ পাসি রক্ষসি; তথা অধুনা হে যদূত্তম! ভুবঃ ধরণ্যাঃ ভারং হর; অতএব তে তুভ্যং বন্দনং স্যাৎ।

অনুবাদ।—হে প্রভো! আপনি কালে মীন, অশ্ব, কূর্ম্ম, বরাহ নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও সুরদেহে অবতার গ্রহণ-পূর্ব্বক আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যে প্রকার রক্ষা করিয়াছেন, অধুনাও ধরাভার অপনোদনপূর্ব্বক তদ্রূপে রক্ষা করুন্। হে যদূত্তম! আমরা আপনাকে নমস্কার করি। সুরগণ এই বলিয়া অবনতশিরে বন্দনা করিলেন।

লীলাবতারের কৈল দিগ্‌দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণ-অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি করেন সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার॥

ভক্তিমিশ্র কৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন॥
গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি।
সৃষ্টি করেন কৃষ্ণ ব্রহ্মা রূপ ধরি॥

৪৩ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৯)—

ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ,
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

টীকা।—যঃ এব গোবিন্দঃ জগদণ্ড-বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা, তমাদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি। কঃ ইব?—যথা ভাস্বান্ ভাস্করঃ নিজেষু অশ্মশকলেষু স্বীয়ং তেজঃ কিয়দপি প্রকটয়তি, তদ্বৎ।

অনুবাদ।—যদ্রূপ দিবাকরতেজের কিয়দংশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া তদধিকারস্থিত সূর্য্যকান্তমণিসমূহ দীপ্তিশীল হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডবিধাতা ব্রহ্মাদির সৃষ্টিবিষয়ে যিনি স্বীয় অল্পমাত্র শক্তি প্রয়োজিত করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে বংশে ব্রহ্মা হয়॥

৪৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৮।২৬)—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থং।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলা কলায়াঃ,
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব॥*

নিজাংশ কলা যে কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।
সংহারার্থে মায়া সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি॥

---

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মায়া সঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্নরূপ।
জীবতত্ত্ব হয় তিঁহ কৃষ্ণের স্বরূপ ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে ॥

৪৫ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৫)—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ,
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতুঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

টীকা।—যঃ কার্য্যাৎ সৃষ্টিক্রিয়াকরণাদ্ধেতোঃ শম্ভুতাং শম্ভুমূর্ত্তিং অপি তথা সমুপৈতি, যথা ক্ষীরং পয়ঃ বিকারবিশেষযোগাৎ দধি সংজায়তে; তু পুনঃ ততঃ দধ্নঃ পৃথক্ হেতুঃ ন অস্তি, তমাদিপুরুষং গোবিন্দং ভজামি।

অনুবাদ।—গোক্ষীর যেরূপ বিকারযোগে অর্থাৎ রাসায়নিক ক্রিয়াযোগে দধিরূপে পরিণত হয়, কিন্তু সেই দধি আর পুনর্ব্বার দুগ্ধরূপ ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ যিনি সৃষ্টিক্রিয়ার্থে শম্ভুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

শিব মহাশক্তিসঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ ॥

৪৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৮।২)—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥

টীকা।—শিবঃ শশ্বৎ সর্ব্বদা ত্রিলিঙ্গঃ, তথা গুণসংবৃতঃ সত্ত্বাদিগুণসংযুক্তঃ, অতএব শক্তিযুতো ভবেৎ; বৈকারিকঃ তৈজসঃ তামসঃ চ ইতি ত্রিধা অহং অহঙ্কারঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—শম্ভু নিরন্তর ত্রিলিঙ্গ, ত্রিগুণবিশিষ্ট ও শক্তিযুক্ত। অহঙ্কার ত্রিবিধ;—বৈকারিক, তৈজস ও তামস। এই হেতুই ত্রিলিঙ্গ বলিয়া অভিহিত।

৪৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৮।৫)—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ
পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা
তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥

টীকা।—হি খলু হরিঃ সাক্ষাৎ নির্গুণঃ গুণাতীতো পুরুষঃ, সঃ উপদ্রষ্টা সন্ সর্ব্বদৃক্, অতএব প্রকৃতেঃ পরঃ। তং ভজন্ সন্ নির্গুণো ভবেৎ।

অনুবাদ।—হরিই সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, তিনি সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ সাক্ষিরূপে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; সুতরাং তিনি প্রকৃতির অতীত। তাঁহার উপাসনা করিলেই গুণাতীত অর্থাৎ মায়াতীত হওয়া যায়।

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণু রূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণ মায়াপার ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ-অংশী তিঁহ অংশ বেদে হেন গায় ॥

৪৮ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৬)—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য,
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।

যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

টীকা।—হি নিশ্চিতং যথা দীপার্চ্চিঃ এব দশান্তরং বর্ত্তিকান্তরং অভ্যুপেত্য লব্ধা বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা সন্ দীপায়তে। যঃ গোবিন্দঃ তাদৃগেব হি বিষ্ণুতয়া বিভাতি, অহং তমাদিপুরুষং গোবিন্দং ভজামি।

অনুবাদ।—যেরূপ দীপাগ্নি বর্ত্তিকান্তর প্রাপ্ত হইলে জ্যোতিঃ বিস্তারপূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রদীপবৎ সমানধর্ম্মা হয়, তদ্রূপ যিনি বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি আরাধনা করি।

ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার ॥

৪৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৩০)—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥

টীকা।—অহং তন্নিযুক্তঃ সন্ বিশ্বং সৃজামি, হরঃ তদ্বশঃ সন্ হরতি, ত্রিশক্তিধৃক্ সঃ পুরুষরূপেণ পরিপাতি রক্ষতি।

অনুবাদ।—আমি (ব্রহ্মা) তদীয় আদেশেই বিশ্বসৃষ্টি করি, মহেশ্বরও তদ্বশ হইয়া বিশ্বসংহার করেন। সেই পরমাত্মা ত্রিগুণ মায়াশক্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক বিষ্ণুরূপে উহার রক্ষণ করিতেছেন।

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন।
অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ ॥
ব্রহ্মার এক দিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ অবতার তাঁহা করেন ঈশ্বর ॥
এ চৌদ্দ এক দিনে, মাসে চারি শত বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ ॥
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার।
পঞ্চ লক্ষ চল্লিশ সহস্র মন্বন্তরাবতার ॥*
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মার জীবন ॥
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখার অন্ত ॥
স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ, স্বারোচিষে বিভু নাম।
উত্তমে সত্যসেন, তামসে হরি অভিধান ॥
রৈবতে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষে অজিত, বৈবস্বতে বামন।
সাবর্ণে সার্ব্বভৌম, দক্ষসাবর্ণে ঋষভ গণন ॥
ব্রহ্মসাবর্ণে বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু ধর্ম্মসাবর্ণে।
রুদ্রসাবর্ণে সুধামা, যোগেশ্বর দেবসাবর্ণে ॥
ইন্দ্রসাবর্ণে বৃহদ্ভানু অভিধান।
এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম ॥
যুগাবতার কহি এবে শুন সনাতন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের বর্ণন ॥
শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥

৫০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥†

* ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে ১৪টী মন্বন্তরাবতার হয়; কেন না, ব্রহ্মার এক দিনে চৌদ্দ মন্বন্তর এবং এক এক মন্বন্তরে এক একটী অবতার হইয়া থাকে। তাঁহার ১ মাসে ৪২০টী এবং ১ বর্ষে ৫০৪০টী মন্বন্তর। তাঁহার বয়ঃক্রম তৎ-পরিমাণে ১০০ বর্ষ; সুতরাং ব্রহ্মার এক জীবনে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার হয়।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সত্যযুগে ধ্যান ধর্ম্ম করায় শুক্ল মূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমকে বর দিলা যিঁহ কৃপা করি ॥*
কৃষ্ণধ্যান করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
ত্রেতায় ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি ॥†
কৃষ্ণপাদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন কর্ম্ম ॥

৫১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৭)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥‡

৫২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৭)—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥

টীকা।—তে তুভ্যং বাসুদেবায় নমঃ, সঙ্কর্ষণায় নমঃ, তুভ্যং প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায় ভগবতে নমঃ।

অনুবাদ।—তুমি বাসুদেব, তোমাকে প্রণাম করি; তুমি সঙ্কর্ষণ, তোমাকে নমস্কার করি; হে প্রভো! তুমি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, তোমাকে নমস্কার।

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম ॥
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোকে করে সংকীর্ত্তন ॥

৫৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি
সুমেধসঃ ॥*

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥

৫৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৩।৪৭)—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি
হেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য
মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং
ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং
কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

টীকা।—হে রাজন্! হি নিশ্চিতং দোষনিধেঃ দোষসাগরস্য কলেঃ একঃ মহান্ গুণঃ অস্তি। তং কার্য্যং কিং?—কৃষ্ণস্য কীর্ত্তনাৎ এব মুক্তবন্ধঃ সন্ পরং ধাম ব্রজেৎ, লোক ইতি শেষঃ। কিঞ্চ কৃতে সত্যে বিষ্ণুং ধ্যায়তঃ তথা ত্রেতায়াং মখৈঃ যজতঃ যৎ ফলং ভবেৎ, তথা দ্বাপরে

* কর্দ্দম জনৈক ঋষি ও প্রজাপতি। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা সেই কর্দ্দমকে প্রজাসর্জ্জনে আদেশ দিলে, কর্দ্দম সরস্বতীতটে গিয়া দশসহস্রবর্ষ যাবৎ তপশ্চরণ করেন। ভগবান্ তদীয় তপশ্চরণে প্রীত হইয়া ভাস্করবৎ শুভ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করত তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তাঁহাকে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা ও উত্তানপাদ নৃপতির ভগিনী দেবহূতিকে পত্নীরূপে গ্রহণে উপদেশ দেন; অধিকন্তু নিজেও তৎপুত্ররূপে জন্ম লইবেন এই অঙ্গীকার করেন। ভবিষ্যতে কর্দ্দম দেবহূতিকে বিবাহ করিলে ভগবান্ কপিলরূপে তৎপুত্র হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করত জননী দেবহূতিকে ভগবত্তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ দেন।

† হয়গ্রীবাবতারে রক্তবর্ণ।

‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পরিচর্য্যায়াং যৎ ফলং স্যাৎ, তৎ কলৌ হরিকীর্ত্তনাদেব ভবতি।

অনুবাদ।—হে নৃপতে! দোষসাগর কলিযুগের এই একটী মহৎ গুণ যে, হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলেই মানব সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমধামে গমন করে। সত্যযুগে বিষ্ণু ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিকালে কেবলমাত্র হরিনামসংকীর্ত্তন দ্বারাই সেই ফল হইয়া থাকে।

৫৫ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে ঊনচত্বারিংশ-দধিকদ্বিশতাঙ্কধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়ঃ (৬।২।১৭) শ্লোকঃ—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্
যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি
কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং ॥

টীকা।—কৃতে সত্যে ধ্যায়ন্, ত্রেতায়াং যজ্ঞৈঃ, দ্বাপরে অর্চ্চয়ন্ যৎ পদং আপ্নোতি কলৌ কেশবং সংকীর্ত্ত্য তৎ পদং লভতে।

অনুবাদ।—সত্যে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা এবং দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল হয়, কলিতে কেবলমাত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারাই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৫৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৭)—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি
লভ্যতে ॥

টীকা।—গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ আর্য্যাঃ কলিং সভাজয়ন্তি। যত্র সংকীর্ত্তনেন এব সর্ব্বস্বার্থঃ অপি লভ্যতে।

অনুবাদ।—গুণবেত্তা সারগ্রাহী সাধুরা, কলিযুগে একমাত্র নামকীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয় জানিয়া, ঐ যুগের প্রশংসা করেন।

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ।
অসংখ্য সংখ্যা তার না হয় গণন ॥
চারি যুগাবতারের এইত গণন।
শুনি ভঙ্গী করি তাঁরে পুছে সনাতন ॥
রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছেন অসঙ্কোচ-মতি ॥
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার ॥
প্রভু কহে, অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি।
কলি অবতার তৈছে শাস্ত্র দ্বারা মানি ॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্যে শাস্ত্র প্রমাণ।
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান ॥
অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥

৫৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১০।৩০)—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥

টীকা।—শরীরিষু অশরীরিণঃ যস্য অবতারাঃ, তৈস্তৈঃ অতুল্যাতিশয়ৈঃ বীর্য্যৈঃ জ্ঞায়ন্তে। বীর্য্যৈঃ কিম্ভূতৈঃ?—দেহিষু অসঙ্গতৈঃ অসম্ভবৈঃ।

অনুবাদ।—দেহীদিগের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়াও যিনি দৈহিককর্ম্মশূন্য, সেই ভগ-

বানের অবতারসমূহ দেহিগণের পক্ষে অসম্ভব, অনির্ব্বাচ্য, অদ্ভুত ও অতুল্যবীর্য্য পরাক্রম দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥
আকৃতে প্রকৃতে জানি স্বরূপ লক্ষণ।
কার্য্য দ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ ॥
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে ॥

৫৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ
স্বরাট্, তেনে ব্রহ্মহৃদা য
আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা, ধাম্না স্বেন সদা
নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥*

এই শ্লোকে পর শব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ।
সত্য শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ ॥
বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক কৈল বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥
এই সব কার্য্যে তাঁর তটস্থ লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥
অবতার কালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর ॥
সনাতন কহে যাতে ঈশ্বর লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য্য প্রেমদান সংকীর্ত্তন ॥
কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রভু কহে চাতুরালী ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥
শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন ॥
শক্ত্যাবেশ দুই রূপ, গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার, আভাসে বিভূতি লিখি ॥

সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মা আবেশাবতার নাম ॥
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত ॥
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি নারদে শক্তি ভক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ভূধারণশক্তি ॥
শেষে স্ব-সেবনশক্তি পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশ বীর্য্যসঞ্চারণ ॥

৫৯ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশপ্রকরণে চতুর্থ-শ্লোকে—

শ্রীসনাতনগোস্বামিবাক্যম্—

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
তয়াবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহোত্তমাঃ ॥

টীকা।—জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্র জনার্দ্দনঃ আবিষ্টো ভবেৎ, তে মহোত্তমাঃ জীবা এব, তে আবেশাঃ নিগদ্যন্তে উচ্যন্তে।

অনুবাদ।—ভগবান্ যে সমস্ত জীবে জ্ঞানাদি শক্তি প্রকাশ করত তন্মধ্যে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ প্রকাশ নিবন্ধনই ঐ সমস্ত মহোত্তম জীবকে আবেশাবতার বলা যায়।

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগত ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্তিভাবাবেশে ॥

৬০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (১০।৪০)—

যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং ॥

টীকা।—হে পার্থ! যৎ যৎ সত্ত্বং বিভূতিমৎ ঐশ্বর্য্যসমন্বিতং, শ্রীমৎ সম্পত্তিমৎ, ঊর্জ্জিতং এব বা, তত্তৎ এব ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং অবগচ্ছ অবেহি।

অনুবাদ।—হে পার্থ! যে সমস্ত পদার্থ ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট, সম্পত্তিশীল ও বলপ্রভাবাদির আধিক্যসমন্বিত, তৎসমস্তই মদীয় তেজের অংশজাত বিভূতি জানিবে।

৬১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪২)—

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥*

এইত কহিল শক্ত্যাবেশ অবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মের শুনহ বিচার ॥
কিশোর শেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা পিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে ॥

৬২ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্তবিংশতি-শ্লোকে—

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলাসবান্ ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

টীকা।—বয়সঃ বিবিধত্বে অপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ অত্র বৃন্দাবনে কিশোরঃ ধর্ম্মী এব সন্ নিত্যলীলাবিলাসবান্ ভবেৎ।

অনুবাদ।—বয়োধর্ম্মের অর্থাৎ বাল্য-পৌগণ্ডাদির বৈচিত্র্য বিদ্যমানেও সর্ব্বভক্তিরসের আশ্রয় ভগবান্ হরি বৃন্দারণ্যে কৈশোরধর্ম্মী হইয়া নিত্যলীলায় নিযুক্ত আছেন।

পূতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে করে প্রকটন ॥
এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কিশোরতা প্রাপ্তি।
রাস আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি ॥*
নিত্য লীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারি লীলা কেমনে নিত্য হয় ॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোক সব জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য জ্যোতিশ্চক্রপ্রমাণে ॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রিদিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥
রাত্রি দিনে হয় ষষ্টিদণ্ড পরিমাণ।
তিন সহস্র ছয়শত পল যার নাম ॥
সূর্য্যোদয় হইতে ষষ্টিপল ক্রমোদয়।
সেই একদণ্ড, অষ্টদণ্ডে প্রহর হয় ॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥

* এই স্থানের তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ গঙ্গাপ্রবাহ অনাদি অনন্ত, তদ্রূপ ভগবল্লীলারও আদি অন্ত নাই; উহা নিত্য ও বিরামরহিত। নিরন্তর এই সমস্ত লীলা হইতেছে সত্য, তথাপি ভক্তপার্শ্বে তিনি চিরকিশোররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।

ঐছে কৃষ্ণের লীলামণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥
সওয়াশত বৎসরে কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস ॥
অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস ॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলা হয় অবস্থান।
তাতে নিত্যলীলা কহে নিগম পুরাণ ॥
গোলোক গোকুলধাম বিভু কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥
অতএব গোলোকস্থানে নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রকট তাহার
ব্রজে কৃষ্ণে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ ॥

৬৩ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং (১১০)—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ
পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্ব্বৈর্নাট্যে
যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

টীকা।—হরিঃ পূর্ণতমঃ, পূর্ণতরঃ, পূর্ণঃ, শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ ত্রিধা ইতি যঃ নাট্যে পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

অনুবাদ।—ভগবান্ কৃষ্ণ পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ, এই প্রকার শ্রেষ্ঠমধ্যাদি অখিল গুণ দ্বারা ত্রিধা প্রকাশিত বলিয়া নাট্যশাস্ত্রে কীর্ত্তিত।

৬৪ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১১০)—

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥

টীকা।—সঃ হরিঃ প্রকাশিতাখিলগুণঃ সুতরাং বুধৈঃ সুধিভিঃ পূর্ণতমঃ স্মৃতঃ কীর্ত্তিতঃ। পূর্ণতরঃ অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ, পূর্ণঃ অল্পদর্শকঃ স্যাৎ স ইতি শেষঃ।

অনুবাদ।—পূর্ণতর শব্দে সর্ব্বগুণপ্রকাশকে বুঝায় না; পূর্ণ শব্দেও অল্পগুণপ্রকাশকে বুঝায়; সুতরাং সর্ব্বগুণপ্রকাশক বলিয়া সুধীগণ তাঁহাকে পূর্ণতম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

৬৫ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং (১১২)—

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥

টীকা।—কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা গোকুলান্তরে ব্যক্তা অভূৎ; দ্বারকামথুরাদিষু পূর্ণতা, পূর্ণতরতা চ অভূৎ।

অনুবাদ।—মধুরতাপূর্ণ গোকুলাখ্য পদেই কৃষ্ণের পূর্ণতমতা প্রকাশিত; এবং তদীয় পূর্ণতা ও পূর্ণতরতা জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিপূর্ণ মথুরাদ্বারকাদি স্থানে প্রকটিত।

এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্।
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ নাম ॥
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥

ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধ-
তত্ত্বনিরূপণে শ্রীভগবৎস্বরূপভেদ-
বিচারো নাম বিংশতিতমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকং।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং ॥

টীকা।—অগত্যেকগতিং অগতীনাং গতিহীনানাং একগতিং একমাত্রাশ্রয়ং শ্রীচৈতন্যং নত্বা প্রণম্য অস্য চৈতন্যদেবস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং লিখামি। চৈতন্যং কিম্ভূতং ?—হীনার্থাধিকসাধকং নিঃসম্বলানাং উপায়স্বরূপং।

অনুবাদ।—গতিহীন ব্যক্তিগণের একমাত্র গতি, নিঃসম্বলগণের উপায়স্বরূপ চৈতন্যদেবকে প্রণাম করিয়া তদীয় মাধুর্য্যময় ঐশ্বর্য্যকণা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোম ধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, নাহিক গণনে ॥
শতসহস্রাযুত লক্ষকোটি যোজন।
একৈক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন ॥
সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়।
পারিষদ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সব হয় ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশ যার।
সে পরব্যোমের কেবা গণয়ে বিস্তার ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার দলশ্রেণী।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকায় গণি ॥
এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ অবতার।
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায় জীব কোন্ ছার ॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।২১)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিঃ—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্,
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাং।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি,
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং ॥

টীকা।—হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরাত্মন্! হে যোগেশ্বর! ভবতঃ উতীঃ লীলাঃ অহো আশ্চর্য্যে, ত্রিলোক্যাং ত্রিভুবনমধ্যে ক্ব কুত্র কথং বা কতি কদা বা স্যুঃ, ইতি কঃ বেত্তি জানাতি ? ত্বং যোগমায়াং বিস্তারয়ন্ সন্ ক্রীড়সি।

অনুবাদ।—হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরাত্মন্! হে যোগেশ্বর! আপনি ত্রিভুবনমধ্যে কোন্ স্থানে কিরূপে কত লীলা প্রকটন করেন, তাহা কে অবগত হইতে পারে ? আপনি যোগমায়া অর্থাৎ মহাস্বরূপশক্তি বিস্তারপূর্ব্বক সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন।

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১৭।১৪।৭)—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং,
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥

টীকা।—গুণাত্মনঃ সর্ব্বগুণবিশিষ্টস্য তে তব গুণান্ বিমাতুং গণয়িতুং কে ঈশিরে সক্ষমা বভূবুঃ ? তব কিম্ভূতস্য ?—অস্য জগতঃ হিতাবতীর্ণস্য জগদ্রক্ষণায় অবতীর্ণস্য। বা সুকল্পৈঃ অতিবিচক্ষণৈঃ কালেন বহুজন্মনা ভূপাংশবঃ পৃথ্বীপরমাণবঃ বিমিতাঃ সম্যক্ গণিতাঃ ভবেয়ুঃ। তথা খে শূন্যে মিহিকাঃ শিশিরকণাঃ অপি তথা দ্যুভাসঃ গণিতাঃ ভবেয়ুঃ।

অনুবাদ।—হে ভগবন্! আপনি নিখিলগুণের অধিষ্ঠানস্থল; বিবিধ গুণ-প্রকাশপূর্ব্বক বিশ্বের রক্ষণার্থ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; কোন্ ব্যক্তি আপনার গুণ পরিমাণ করিতে সক্ষম হইবে ?—অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বহুজন্মেও বরং ধরণীর পরমাণুকণা, শূন্যের হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির পরিমাণ করিতে পারেন; কিন্তু আপনার গুণ-পরিমাণে কখনই সক্ষম হন না।

ব্রহ্মাদি রহু সহস্রবদন অনন্ত।
নিরন্তর গায় মুখে না পায় গুণের অন্ত॥

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪০)—

নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে,
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ,
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারং॥

টীকা।—পুরুষস্য ভগবতঃ মায়াবলস্য অন্তং অহং ন বিদামি ন জানামি। তে তব অগ্রজাঃ অমী মুনয়ঃ ন জানন্তি। অবরাঃ কনিষ্ঠাঃ যে জনাঃ, তে কুতঃ ? দশশতাননঃ আদিদেবঃ অনন্তঃ অস্য গুণান্ গায়ন্ সন্ অধুনা অপি পারং ন সমবস্যতি ন লভতে।

অনুবাদ।—ব্রহ্মা নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নারদ! আমি ব্রহ্মা হইয়াও সেই ভগবানের মায়াবলের অন্ত পরিজ্ঞাত নাহি; ত্বদীয় অগ্রজ এই মুনিরাও জানেন না; তোমার পশ্চাজ্জাত কনিষ্ঠেরা কি প্রকারে জানিতে পারিবে ? আদিদেব অনন্ত সহস্রমুখে নিরন্তর তদীয় গুণকীর্ত্তন করিতেছেন; অধুনাও তাঁহার পার প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

সেহ রহু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি কৃষ্ণ।
নিজ গুণের অন্ত না পান, হয়েন সতৃষ্ণ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৩৭)—

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রুতিবাক্যম্—

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া,
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥

টীকা।—হে প্রভো! তে তব অন্তং দ্যুপতয়ঃ ব্রহ্মাদয় এব ন যযুঃ। অনন্ততয়া যৎ যস্য তব অন্তরা মধ্যে ননু সাবরণাঃ অণ্ডনিচয়াঃ বান্তি। বয়সা খে শূন্যে রজাংসি ইব সহ যুগপৎ এব। যৎ শ্রুতয়ঃ ত্বয়ি হি নিশ্চিতং ফলন্তি। কিম্ভূতাঃ ?—অতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ভবতি নিধনং সমাপ্তি-র্যাসাং তাঃ।

অনুবাদ।—হে প্রভো! আপনি অনন্ত, কাজেই অমরগণও ত্বদীয় অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। নভোমার্গে পরমাণুভ্রমণবৎ সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডসমূহ কালচক্র সহ ত্বদীয় অন্তরে যুগপৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। এইজন্যই শ্রুতিসমূহ ভবদীয় কথা তন্ন তন্নরূপে বর্ণন দ্বারা সমাপ্ত করিতে না পারিয়া শেষে আপনাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

সেহ রহু ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল একক্ষণে।
অশেষ বৈকুণ্ঠাজাণ্ড স্বস্বনাথ সনে॥*
এমত অন্যত্রে নাহি শুনয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত॥†
কৃষ্ণ-বৎস অসঙ্খ্যাত শুকদেববাণী।
কৃষ্ণ সঙ্গে কত গোপ সংখ্যা নাহি জানি॥
একৈক গোপ করে যে বৎস চারণ।
কোটি অর্ব্বুদ পদ্ম শঙ্খ তাহার গণন॥
বেত্র বেণু দল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত তার নাহি লেখা পার॥
সবে হৈল চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি॥
এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সবার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে॥
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত।
স্তুতি করি এই পাছে করিলা নিশ্চিত॥
যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ।
সে জানুক, কায়মনে মুঞি এই মানোঁ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনসের গম্য নহে এক বিন্দু॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩৮)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—

জানন্ত এব জানন্তু
কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো
বৈভবং তব গোচরং॥

টীকা।—হে প্রভো! বহূক্ত্যা কিং ফলং? জানন্তঃ তবৈশ্বর্য্যং জানীম ইতি বদন্তঃ জনাঃ জানন্তু এব। তব বৈভবং মে মম মনসঃ বপুষঃ দেহস্য বাচঃ বচনস্য ন গোচরঃ।

অনুবাদ।—হে ভগবন্! বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তারে কি ফল? "তোমার বৈভব অবগত আছি" এই কথা যে সকল ব্যক্তি কহেন, তাঁহারা জানুন; কিন্তু উহা আমার কায়-মনোবাক্যের অগোচর।

কৃষ্ণের মহিমা রহু কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবন স্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা॥
যোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে পরকাশে।
তার এক দেশে ব্রহ্মাণ্ডজাণ্ড ভাসে॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥

* একদা শ্রীকৃষ্ণ গোপশিশুগণের সহিত মিলিত হইয়া পুলিনভোজন করিতেছেন, ইত্যবসরে ধেনুগণ দূরবনে প্রবেশ করিল। তখন গোপবালকদিগের অন্তর চিন্তাকুল হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে ভোজন কর, আমি গাভীদিগকে আনয়ন করিতেছি।" এই বলিয়া গাভী আনয়নার্থ প্রস্থিত হইলেন। এদিকে ব্রহ্মা দূরবনগত সেই সকল ধেনুকে এবং পুলিনভোজনে রত গোপশিশুদিগকে হরণ করিয়া লইলেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তাহা জ্ঞাত হইয়া যোগপ্রভাবে তদ্রূপ ধেনু, বৎস ও গোপবালকের সৃষ্টি করত পূর্ব্বের ন্যায় ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রকারে একবর্ষ বিগত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপশিশু ও ধেনুবৎস লইয়া যমুনাপুলিনে ক্রীড়া করিতেছেন, তখন তাঁহার মোহ উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন, গোপশিশুগণ, ধেনুগণ, বৎসগণ এবং যষ্টি, বেণু, শৃঙ্গ প্রভৃতি সমস্তই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিধারী। চরাচর জগৎ ঐ সকল মূর্ত্তির আরাধনা করিতেছে। তদ্দর্শনে বিধি আনন্দোন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণের স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন।

† অবধূত—উদাসীন, যোগীবিশেষ।

ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্যসাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিল, প্রভু হইলা ফাঁফর ॥
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে ॥

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২১)—

বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যম্—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ,
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ,
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥

টীকা।—যঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ন্তু ঈদৃশঃ তস্য তৎকৈঙ্কর্য্যং অস্মান্ বিপ্লাপয়তি। সঃ কিন্তুতঃ ?—অসাম্যাতিশয়ঃ। তত্র হেতুমাহ,—ত্র্যধীশঃ ত্রিলোকানাং ত্রিগুণানাং বা ঈশঃ। পুনঃ কিন্তুতঃ ?—স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ স্বারাজ্যমেব লক্ষ্মীঃ তয়া হেতুনা আপ্তাঃ সমস্তাঃ কামাঃ যেন সঃ। বলিং করং পূজনং বা যঃ হরদ্ভিঃ চিরলোকপালৈঃ ব্রহ্মভিঃ বিষ্ণুভিঃ রুদ্রৈঃ শেষৈশ্চ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ, কিরীটকোট্যা ঈড়িতং পাদপীঠং যস্য সঃ।

অনুবাদ।—সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ত্রিভুবনের ঈশ্বর; তাঁহার তুল্যও কেহ নাই, অথবা তদপেক্ষা প্রধানও কেহ নাই। আনন্দলক্ষ্মীলাভার্থ তিনি অখিল ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; লোকপালবর্গ তাঁহাকে পূজোপচার প্রদান করত নমস্কার করিলে তাঁহাদিগের কিরীটাগ্র তদীয় পাদপীঠে সংলগ্ন হইয়া প্রতিধ্বনিত হওয়াতে সর্ব্বদা তাঁহার বন্দনা হয়।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥

৮ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দো সর্ব্বকারণকারণং ॥*

ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই সৃষ্টের ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৩০)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং
হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ
পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥†

এ সামান্য ত্র্যধীশ্বরের শুন অর্থ আর।
জগৎকারণ তিনি পুরুষাবতার ॥
মহাবিষ্ণু পদ্মনাভ ক্ষীরোদক-স্বামী।
এই তিন স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব-অন্তর্যামী ॥
এই তিন সর্ব্বাশ্রয় জগত-ঈশ্বর।
এহো কলা অংশ যার কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥

১০ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৫)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥‡

এই অর্থ বাহ্য, গূঢ় অর্থ শুন আর।
তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ ॥
মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদি ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলাসার ॥

১১ শ্লোক।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ—

করুণানিকুরম্বকোমলে,
মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি বৃজরাজনন্দনে,
ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥

টীকা।—ব্রজরাজনন্দনে নন্দসুতে জয়তি সতি নঃ অস্মাকং চিন্তাকণিকা হি নিশ্চিতং ন অভ্যুদেতি। নন্দনন্দনে কিম্ভূতে ?—করুণানিকুরম্বকোমলে করুণাসমূহেন কোমলচরিত্রে। পুনঃ কীদৃশে ?—মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি মধুরিমাশ্রিতৈশ্বর্য্যসমন্বিতে।

অনুবাদ।—করুণা হেতু কোমলচরিত্র ও মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যসমন্বিত নন্দনন্দনের জয়শ্রী যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তখন আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও ভাবনার হেতু নাই।

তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম।
নারায়ণ আদি অন্ত স্বরূপের ধাম ॥
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা ভাণ্ডার কোঠরি।
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্য আছে ভরি ॥

১২ শ্লোক।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৩)—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

টীকা।—গোলোকনাম্নি গোলোকাখ্যে নিজধাম্নি ভগবান্ রাজতে। তস্য চ গোলোকধাম্নঃ তলে তেষু তেষু তত্তন্নামপ্রথিতেষু দেবীমহেশহরিধামসু তে তে প্রভাবনিচয়াঃ যেন ভগবতা বিহিতাঃ স্থাপিতাঃ, অহং তমাদিপুরুষং গোবিন্দং ভজামি।

অনুবাদ।—গোলোকাখ্য স্থানই ভগবান্ হরির স্বীয়ধাম। সেই গোলোকের অধোভাগে দেবীধামে, মহেশধামে, হরিধামে যিনি তত্তৎসংজ্ঞক সুরগণকে স্থাপিত করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

১৩ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীবিষ্ণোর্দ্ধামকথনে সপ্তাশীতাঙ্ক-ধৃত-পাদ্মোত্তরখণ্ডম্—

প্রধানপরমব্যোম্নোঽন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা
শুভা ॥

টীকা।—বিরজানাম্নী নদী বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈঃ বেদাঙ্গাৎ ক্ষরিতঃ যঃ স্বেদঃ ঘর্ম্মঃ তেন উৎপাদিতৈঃ তোয়ৈঃ বারিভিঃ শুভা সতী প্রধানপরব্যোম্নঃ গোলোকভবনস্য অন্তরে মধ্যে প্রস্রাবিতা প্রবাহিতা।

অনুবাদ।—বিরজানাম্নী নদী বেদাঙ্গজনিত স্বেদবারিতে শোভনা হইয়া সর্ব্বোত্তম গোলোকধামের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে।

১৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে বিষ্ণোর্ধামকথনে অষ্টাশীত্যঙ্কধৃত-পাদ্মোত্তরখণ্ডম্—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং ॥

টীকা।—তস্যাঃ পারে তটোপান্তে সনাতনং ব্রহ্মময়ং, ত্রিপাদ্ভূতং ত্রিপাদৈশ্বর্য্যসমন্বিতং, অমৃতং অমরধাম, শাশ্বতং নিত্যং, অনন্তং অসীমং, পরমং পদং অত্যুত্তমস্থানং পরব্যোম নাম ধাম শোভতে।

অনুবাদ।—বিরজা নদীর তটোপান্তে ব্রহ্মময়, ত্রিপাদৈশ্বর্য্যসমন্বিত, অমৃত, নিত্য, অনন্ত, পরমোৎকৃষ্ট ধাম শোভা পাইতেছে।

তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার ॥
দেবীধাম নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখি, যাঁহা রহে মায়াদাসী ॥
এই তিন ধামে রহয়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক পরব্যোম প্রকৃতির পর ॥
চিচ্ছক্তি বিভূতি ধাম ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম।
মায়িক বিভূতি এক পর অভিধান ॥

১৫ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ত্রিপাদভূমিকথনে চতুর্থাঙ্কধৃত-পাদ্মোত্তরখণ্ডম্—

ত্রিপাদ্‌বিভূতের্ধামত্বাৎ
ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদং।
বিভূতির্ম্মায়িকী সর্ব্বা
প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥

টীকা।—হি নিশ্চিতং তৎপদং তস্য ঈশস্য স্থানং ত্রিপাদ্‌বিভূতেঃ ত্রিপাদৈশ্বর্য্যস্য ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং কথিতং। যতঃ সর্ব্বা মায়িকী বিভূতিঃ পাদাত্মিকা একপাদা প্রোক্তা অভিহিতা।

অনুবাদ।—ভগবানের সেই স্থান ত্রিপাদবিভূতির ধাম বলিয়া ত্রিপাদ্ভূত নামে অভিহিত হয়; যেহেতু উহা সকলপ্রকার মায়িকাবিভূতি পাদাত্মিকা বলিয়া কথিত।

ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য-অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা রুদ্রগণ।
চিরলোকপাল শব্দে তাহার গণন ॥
এক দিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা দ্বারপাল জানাইলা কৃষ্ণেরে ॥
কৃষ্ণ কহেন, কোন্ ব্রহ্মা, কি নাম তাহার।
দ্বারী আসি ব্রহ্মাকে পুছে আরবার ॥
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা।
কহ গিয়া সনকপিতা চতুর্ম্মুখ আইলা ॥
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ॥
কৃষ্ণ মান্য পূজাকরি তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
কি লাগি তোমার ইহা আগমন হৈল ॥
ব্রহ্মা কহে, তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয় করহ ছেদন ॥
কোন্ ব্রহ্মা, পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে।
আমা বহি জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে ॥
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল ততক্ষণে ॥
দশ বিশ শত সহস্রাযুত লক্ষ বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো না যায় গণন ॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি নয়ন ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইলা।
হস্তিগণমধ্যে যেন শশক রহিলা ॥

আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ-পাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎ করি পড়ে মুকুট পীঠে লাগে ॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লিখিতে কেহ নারে।
যত ব্রহ্মা তত মূর্ত্তি একই শরীরে ॥
পাদপীঠ-মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদপীঠ স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥
যোড়হাতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
বড় কৃপা করিলে প্রভু, দেখাইলে চরণ ॥
ভাগ্য মোরে বোলাইলা দাস অঙ্গীকরি।
কোন্ আজ্ঞা হয় তাহা করি শিরে ধরি ॥
কৃষ্ণ কহে, তোমা সবা দেখিতে চিত্ত হৈল।
তাহা লাগি এক ঠাঞি সবা বোলাইল ॥
সুখী হও সবে, কিছু নাহি দৈত্যভয়।
তারা কহে, তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয় ॥
সম্প্রতি পৃথিবীতে যেবা হৈত ভার।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার ॥
দ্বারকাদি বিভূতির এই ত প্রমাণ।
আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ, সবার হৈল জ্ঞান ॥
কৃষ্ণসহ দ্বারকার বৈভব অনুভব হৈল।
একত্রে মিলনে কেহ কাঁহো না দেখিল ॥
তবে কৃষ্ণ সর্ব্ব ব্রহ্মগণে বিদায় দিলা।
দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজ ঘরে গেলা ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি করিল নমস্কার ॥
ব্রহ্মা বলে, পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় করিল।
তার উদাহরণ আমি আজি ত দেখিল ॥

১৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩৬)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং
বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো
বৈভবং তব গোচরং ॥*

কৃষ্ণ কহেন এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন।
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন ॥
কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি।
কোন-নিযুত কোটি, কোন কোটি-কোটি ॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
একপাদ বিভূতির ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদ বিভূতির কেবা করে পরিমাণ ॥

১৭ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীবিকোর্দ্ধামকথনে অষ্টাবিংশত্যঙ্কধৃত-পাদ্মোত্তরখণ্ডম্—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম
ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যং
অনন্তং পরমং পদম্ ॥†

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতিস্বরূপ জানন না যায় ॥
অধীশ্বর শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয়।
"ত্রি"শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কয় ॥
গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্য-স্থিতি ॥
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥
পূর্ব্ব উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ চির লোকপাল ॥
তা সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎ-কালে তার মণি পীঠে লাগে ॥
মণিপীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝনঝনি।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন অনুমানি ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিজ চিচ্ছক্তে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।
চিচ্ছক্তি সম্পত্তির ষড়ৈশ্বর্য্য নাম ॥
সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম।*
অতএব বেদে কহে স্বয়ং ভগবান্‌ ॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারি তার ছুঁইল এক বিন্দু ॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।
মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল ॥

১৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।১২)—

বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যম্—
যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ,
পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গং ॥

টীকা।—যৎ কৃষ্ণরূপং মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং মর্ত্ত্যলীলাযোগ্যং ; স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং ; স্বস্য চ স্বকীয়স্যাপি বিস্মাপনং বিস্ময়কারকং ; সৌভগর্দ্ধেঃ সৌভাগ্যাধিক্যস্য অথবা সৌভাগ্যসম্পত্তেঃ পরং প্রধানং পদং স্থানং ; ভূষণভূষণাঙ্গং পরমসুন্দরমিত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ মর্ত্ত্যলীলার যোগ্য ; কৃষ্ণ নিজ যোগমায়াবল প্রদর্শনার্থই ঐ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ; ঐ রূপে ঈশ্বর নিজেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন ; উহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরমপদ অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা এবং পরম সুন্দর।

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপ বেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে ॥
রূপ দেখি আপনার,কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এই রূপ নিত্য তার ধাম ॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছ নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ-মন ॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥
চড়ি গোপীর মনোরথে, মন্মথের মনমথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে, গো-গণ চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প বহে অশ্রুধার ॥
মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর বিজলীসঞ্চার।

* ষড়ৈশ্বর্য্য—ভগবানের চিচ্ছক্তিরূপ সম্পত্তি। উহাকেই পরমানন্দরূপা লক্ষ্মী অথবা স্বারাজ্য কহে।

কৃষ্ণ নবজলধর, জগত শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥
মাধুর্য্য ভগবত্তাসার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
তাহা শুনি নাচে ভক্তগণ ॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমা-
বেশে,
প্রেমে সনাতন-হাতে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরানাগরী ॥

১৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৭)—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসরাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য ॥*

তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণপাত,
তাহা ডুবায়, না হয় উদ্গম ॥
সখি হে! কোন্ তপ কৈল গোপীগণে।
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মনে ॥ ধ্রু ॥
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোম স্বরূপের গণে।
যিঁহ সব অবতারী, পরব্যোমের অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।

তিঁহ যে মাধুর্য্য লোভে, ছাড়ি সব কাম-
ভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥
সেইত মাধুর্য্য সার, অন্য সিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহ মাধুর্য্যাদি গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্তগুণ ভাসে,
যাহা যত প্রকাশ কার্য্য জানি ॥
গোপীভাব-দর্পণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করি হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি
মোড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥
কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান, বিধি ভক্তি জপ
ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ ॥
সেই রূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়,
দিব্য গুণগণ রত্নালয়।
আনের বৈভব সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয় ॥
শ্রী, লজ্জা, দয়া কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী
মতি,
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল মৃদু বদান্য, কৃষ্ণসম নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥
কৃষ্ণ দেখি যত জন, কৈল নিমিষ নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখ মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥

২০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।২৪।৩৫)—

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসং।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫২ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো,
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥

টীকা।—যস্য ভগবতঃ আননং মুখং দৃশিভিঃ নয়নৈঃ পিবন্ত্যঃ নার্য্যঃ পিবন্তঃ নরাশ্চ মুদিতাঃ পুলকিতাঃ সন্তঃ ন ততৃপুঃ, চ পুনঃ নিমেঃ নিমেষং প্রতি কুপিতাঃ বভূবুঃ। আননং কিম্ভূতং ?—মকরকুণ্ডল-চারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং মকরকুণ্ডলাভ্যাং যৌ চারূ কর্ণৌ তাভ্যাং ভ্রাজন্তৌ কপোলৌ তাভ্যাং সুভগং মনোহরং। পুনঃ কিম্ভূতং ?—সবিলাসহাসং বিলাসেন সহ হাসো যস্মিন্ তৎ। পুনঃ কিম্ভূতং ?—নিত্যোৎসবং নিত্যং উৎসবো যস্মিন্ তৎ।

অনুবাদ।—নর-নারীগণ নেত্র দ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণের আননপদ্ম পান করিয়া প্রমুদিত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সম্যক্ পরিতৃপ্তি বোধ না হওয়ায় নেত্রে নিমেষোন্মেষ নিবন্ধন নিমেষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন। সেই ভগবানের কর্ণযুগলে মকরকুণ্ডল সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিয়া আননশ্রী সমুজ্জ্বল করিত; মুখপদ্মে বিলাসসহ হাস্য বিরাজ করিত; এই হেতু সেখানে যেন নিত্যোৎসব হইত।

২১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৫)—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥*

যথা রাগঃ।

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণ স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্রচয়, কৃষ্ণে করি উদয়,
ত্রিজগৎ কৈল কামময় ॥
সখি হে কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণিদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু,
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥
কর নখ চাঁদের হাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখচন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥
নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্র লীলাকমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূধনু নাসা বাণ, ধনুর্গুণ দুই কান,
নারী-মন লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥
এই চান্দের বড় নাট, পসারি চান্দের হাট,
বিনা মূলে বিলায় নিজামৃত।
কাহো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে,
সব লোকে করে আপ্যায়িত ॥
বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য-কেলি-সদন, জল-নেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥
যার পুণ্যপুঞ্জফলে, সে মুখদর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পানে।
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা লোভ, পীতে নারে মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

না দিল লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি দুটি,
তাতে দিল নিমেষ আচ্ছাদনে।
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে ॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যসিন্ধু, মুখ সুমধুর ইন্দু,
অতি মধুস্মিত সুকিরণ।
এ তিনে লাগিল মন,লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন ॥

২২ শ্লোক।

তথাহি কর্ণামৃতে দ্বিনবতি-শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যম্—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

টীকা—অস্য বিভোঃ ঈশ্বরস্য বপুঃ মধুরং বিশ্বমনোমোহনং, তথা মধুরং নয়ন-মনসোঃ আনন্দজননং। অস্য বদনং আননং মধুরং, পুনঃ মধুরং সুধাস্বাদনং। এতৎ মৃদুস্মিতং মৃদুহাস্যং মধুগন্ধি কমলমধুগন্ধ-বিশিষ্টং। অহো বিস্ময়ে, অস্য সর্ব্বং মধুরং মধুরং মধুরং।

অনুবাদ।—অহো! এই ভগবান্ কৃষ্ণের দেহ অতীব মধুর; আননপদ্ম অতীব মধুর; মৃদুহাস্যই বা কি মনোহর-গন্ধি! কি আশ্চর্য্য! ইঁহার সমস্তই মধুর! মধুর! মধুর!

যথা রাগঃ।

সনাতন কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু ॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর ॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিক ব্যাপে যার পূর ॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে,পৈশে অধর মধুপুরে,
সেই মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী-ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণামে ॥
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কানে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতিকোল হৈতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥
নীবি খসায় পতি আগে, গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥
কানের ভিতর বাসা করে, আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।

আন কথা না শুনে কান, আন বুলিতে
বোলায় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥
পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে
কহিলে আনে,
কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্তভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্যমাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥
আমিত বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্রোতে আমি যাই বহি ॥
তবে মহাপ্রভু এক ক্ষণ মৌন করি রহে।
মনে ধৈর্য্য করি পুনঃ সনাতনে কহে ॥
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধ-তত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥২১॥

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

১ শ্লোক।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবং।
কলাবপ্যাতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥

টীকা।—যেন কলৌ কলিকালে অতি-গূঢ়াপি অতিগোপনীয়াপি ইয়ং ভক্তিঃ প্রকাশিতা, তং করুণার্ণবং দয়াসমুদ্রং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং অহং বন্দে।

অনুবাদ।—যিনি কলিকালে অতিশয় গোপনীয়া এই ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, আমি সেই দয়াসাগর চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই ত কহিল সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ এক সার ॥
এবে কহি শুন অভিধেয় লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥
কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥

২ শ্লোক।

তথাহি মুনিবাক্যম্—

শ্রুতির্ম্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং,
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগাঃ,
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণং ॥

টীকা।—হে মুরহর! শ্রুতিঃ এব মাতা পৃষ্টা জিজ্ঞাসিতা সতী যথা ভবদারাধন-বিধিং দিশতি উপদিশতি, তথা তেন প্রকারেণ মাতুঃ বাণী ভগিনীরূপা স্মৃতিরপি বক্তি বদতি। বা কিংবা যে সহজনিবহাঃ পুরাণাদ্যাঃ স্যুঃ, তে চ তদনুগাঃ; অতঃ ভবানেব শরণং সত্যং জ্ঞাতং।

অনুবাদ।—হে মুরহর! মাতৃরূপিণী শ্রুতি জিজ্ঞাসিতা হইয়া যে প্রকারে তোমার উপাসনাবিধি উপদেশ দেন, মাতার বাণী ভগিনীরূপিণী স্মৃতিসমূহও তাহাই বলেন, এবং ভ্রাতৃরূপ মাতার অনুগামী হইয়া তাহাই কহিতেছেন; অতএব তুমিই আশ্রয়ণীয়, ইহা আমি নিশ্চিতরূপে অবগত হইলাম।

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপশক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥

স্বাংশ বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্য মুক্ত, একের নিত্য সংসার॥
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণপারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদিদুঃখ॥
সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণনিকটে যায়॥

৩ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শ্রীভিভক্তি-লহর্য্যাং অপরাধভঞ্জনে ষষ্ঠ-শ্লোকঃ—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশাস্তেষাং জাতা ময়ি
ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতামথ যদুপতে সাম্প্রতং
লব্ধবুদ্ধিস্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং
মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

টীকা।—কামাদীনাং দুর্নিদেশাঃ কতি ন কতিধা পুনঃপুনঃ পালিতাঃ আচরিতাঃ, তথাপি তেষাং ময়ি বিষয়ে করুণা দয়া ন জাতা। কিংবা তেষাং ত্রপা লজ্জা ন, উপশান্তিঃ বিরামশ্চ ন। হে যদুপতে! অথ অনন্তরং এতান্ কামাদীন্ উৎসৃজ্য বিহায় সাম্প্রতং ইদানীং লব্ধবুদ্ধিঃ সন্ অভয়ং নির্ভীকং ত্বাং শরণং আয়াতঃ প্রাপ্তঃ; মাং আত্মদাস্যে নিযুঙ্ক্ষ্ব।

অনুবাদ।—আমি পুনঃপুনঃ বহুদিনাবধি কাম প্রভৃতির পাপ আদেশ আচরণ করিয়াছি, তথাপি মৎপ্রতি তাহাদিগের করুণ হইল না, অথবা তাহারা লজ্জিত হইল না, শান্তও হইল না। হে যদুনাথ! তাহাদিগকে বিসর্জ্জন করিয়া অধুনা আমার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে; সেই জন্যই তদীয় অভয় চরণে শরণ গ্রহণ করিলাম। তুমি আমাকে তোমার আত্মদাস্যে অর্থাৎ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত কর।

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল॥

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫।১২)—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং,
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে,
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং॥

টীকা।—নৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বাৎ নিষ্কর্ম্মতারূপং নৈষ্কর্ম্ম্যং, নিরঞ্জনং নিরুপাধিকং জ্ঞানং অচ্যুতভাববর্জ্জিতং চেৎ অলং ন শোভতে। পুনঃ শশ্বৎ অকারণং হেতুশূন্যং অভদ্রং যৎ কর্ম্ম, তদপি ঈশ্বরে ন চ অর্পিতং চেৎ, কুতঃ শোভতে?

অনুবাদ।—যখন নিরুপাধিক বিমল ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তিরহিত হইলে বিন্দুমাত্র

শোভা পায় না, তখন কি অকাম কর্ম্ম, কি দুঃখদ কর্ম্ম, ভগবানে সমর্পিত না হইলে, কিছুতেই শোভা পায় না।

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৪।১৭)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো,
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং,
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥

টীকা।—তপস্বিনঃ, দানপরাঃ, যশস্বিনঃ, মনস্বিনঃ, মন্ত্রবিদঃ, সুমঙ্গলাঃ যৎ যস্মিন্ ভগবতি অর্পণং বিনা ক্ষেমং কল্যাণং ন বিন্দন্তি, তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে সুকল্যাণযশস্বিনে নমঃ নমঃ।

অনুবাদ।—তপঃশীল, দাতা, যশস্বী, যোগী, মন্ত্রবেত্তা ও সদাচারী এই সকল ব্যক্তি যাঁহাতে স্ব স্ব তপস্যাদি সমর্পণ না করিলে কল্যাণলাভ করিতে পারে না, সেই কল্যাণস্বরূপ যশস্বী ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখ সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥

টীকা।—হে বিভো! যে সাধকাঃ শ্রেয়ঃসৃতিং তে তব ভক্তিং উদস্য বিহায় কেবলবোধলব্ধয়ে কেবলশুষ্কজ্ঞানপ্রাপ্ত্যর্থং ক্লিশ্যন্তি পরিশ্রমং কুর্ব্বন্তি, তেষাং অসৌ ক্লেশলঃ শ্রম এব হি শিষ্যতে; যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং নান্যৎ ফলং স্যাৎ।

অনুবাদ।—হে বিভো! যে সাধকগণ সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর ভক্তি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কেবলমাত্র শুষ্কজ্ঞানপ্রাপ্তির আশায় ক্লেশ করে, তুষাবঘাতী জনের ন্যায় তাহাদিগের কিছুমাত্র ফললাভ হয় না; পরিশ্রমমাত্রই সার হয়।*

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (৭।১৪)—

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥†

কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥

টীকা।—পুরুষস্য ঈশ্বরস্য মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ চত্বারঃ বর্ণাঃ বিপ্রাদয়ঃ আশ্রমৈঃ

---

* তণ্ডুল প্রাপ্তির অভিলাষে যাহারা ধান্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তুষ আঘাত করে, তাহাদিগকেই তুষাবঘাতী কহে।

† ইঁহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৫০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

সহ জজ্ঞিরে। গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ কৃতাঃ।

অনুবাদ।—পরমপুরুষ ঈশ্বরের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে বিপ্রাদি বর্ণ-চতুষ্টয় ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়সহ জন্ম-গ্রহণ করিয়া গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন।

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩)—

জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যম্—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

টীকা।—এষাং মধ্যে যে জনাঃ আত্ম-প্রভবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরং পুরুষং ন ভজন্তে, অবজানন্তি, তে স্থানাৎ ভ্রষ্টাঃ সন্তঃ অধঃ পতন্তি।

অনুবাদ।—বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি আত্মজন্মা পুরুষরূপী সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে ভজনা না করে, কিংবা জানিয়াও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধোগামী হয়।

জ্ঞান জীবন্মুক্তি দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

১০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।২৩)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি দেবস্তুতিঃ—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

টীকা।—হে অরবিন্দাক্ষ! হে কমলা-নন! ত্বয়ি অস্তভাবাৎ অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ, সুতরাং বিমুক্তমানিনঃ যে অন্যে জনাঃ কৃচ্ছ্রেণ পরিশ্রমেণ পরং পদং আরুহ্য অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ সন্তঃ ততঃ স্থানাৎ অধঃ পতন্তি।

অনুবাদ।—হে কমললোচন! যদি তোমাতে ভক্তি না থাকে, তবে বুদ্ধির পরিশুদ্ধি জন্মে না। এইপ্রকার অবি-শুদ্ধমনা ব্যক্তি আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করে; তাহারা বহুশ্রমে মোক্ষ-সন্নিধিতে আরোহণ [illegible] ও তদীয় পাদ-পদ্ম অবজ্ঞা করায় অধোগামী হয়।

কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪৭)—

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুষকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্ বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥

টীকা।—মুনয়ঃ যৎ ব্রহ্ম ইতি বিদুঃ তৎ বৈ পরমস্য পুংসঃ ভগবতঃ পদম্। তৎ চ ব্রহ্ম অজস্রসুখং বিশোকং শশ্বৎ প্রশান্তং সমম্ অভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সদসতঃ পরম্ আত্মতত্ত্বং চ যত্র চ ব্রহ্মণি শব্দঃ পুরুষকারকবান্ ক্রিয়ার্থঃ চ ন অস্তি, মায়া চ অভিমুখে স্থাতুং বিলজ্জমানা ইব যস্মাৎ পরৈতি দূরতঃ অপসরতি।

অনুবাদ।—মুনিগণ সকল হইতে বৃহত্তমত্ব হেতু যে তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, সেই তত্ত্বই শ্রীভগবানের নির্ব্বিকল্পসত্তারূপ। ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের পর বিচিত্ররূপাদি বিকল্পবিশেষবিশিষ্ট শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া, শ্রীভগবৎস্বরূপেরই অন্তর্গত ব্রহ্ম, শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারের সোপানস্বরূপ। ঐ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ অজস্রসুখস্বরূপ, আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ সকল আত্মার মূল, কারণ, আত্মাই স্বপ্রকাশত্ব হেতু ও নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদত্ব হেতু সেই সেই রূপে প্রতীত করেন; নিত্যপ্রশান্ত ক্ষোভরহিত অভয়, বিশোক, উৎপত্তিবিকারপ্রাপ্তি ও সংস্কার এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মফলের প্রকাশক কর্ম্মকাণ্ডরূপ শব্দ তাঁহার বোধক হয় না; তিনি শুদ্ধ ইন্দ্রিয়জন্যত্বাদি দোষরহিত সম উচ্চনীচভাবশূন্য কার্য্যসকল ও কারণসকলের উপরিস্থিত; অধিক কি, স্বয়ং মায়াও তদভিমুখস্থিত জীবন্মুক্ত পুরুষসকলে অবস্থান করিতে লজ্জিত হইয়া দূরে পলায়ন করে।

১২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৫।১৩)—

নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

টীকা।—যস্য ঈশ্বরস্য ঈক্ষাপথে নয়নমার্গে স্থাতুং বিলজ্জমানয়া অমুয়া বিমোহিতাঃ দুর্ধিয়ঃ মমাহমিতি বিকত্থন্তে শ্লাঘন্তে।

অনুবাদ।—"ইনি মদীয় কপট পরিজ্ঞাত আছেন" এই বলিয়া মায়া ত (ঈশ্বরের) নেত্রপথে থাকিতে যেন লজ্জা পাইয়া কেবল আমাদিগকে মুগ্ধ করে এবং আমরাও অবিদ্যাবৃত হইয়া "আমি আমার" এইপ্রকার শ্লাঘা প্রকাশ করি।

কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য (১১)—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

টীকা।—সকৃদেব যো জনঃ তবাস্মীতি চ যাচতে, অহং সর্ব্বদা তস্মৈ অভয়ং দদামি; এতৎ মম ব্রতং।

অনুবাদ।—"আমি তোমারই" এই বলিয়া একবারমাত্র যে ব্যক্তি আমার নিকট যাচ্ঞা করে, আমি নিরন্তর তাহাকে আজ্ঞা প্রদান করি, ইহাই আমার ব্রত।

মুক্তি-ভক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয়॥

১৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১০)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥

টীকা।—উদারবুদ্ধিঃ উদারমতিঃ অকামঃ একান্তভক্তঃ সর্ব্বকামঃ মোক্ষকামঃ বা তীব্রেণ ভক্তিযোগেন পরং পূর্ণং পুরুষং যজেত।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি উদারমতি ও একান্তভক্ত, তদীয় পূর্ব্বকথিত ও অনুক্ত

কামনাসমূহ থাকুক আর না থাকুক, অথবা তিনি মুক্তিকামীই হউন, তিনি ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে নিরুপাধি ভগবানের ভজনা করেন।

অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে "আমায় ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

১৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৮)—

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং॥

টীকা।—অর্থিতঃ সন্ নৃণাং অর্থিতং দিশতি ইতি সত্যং, তথাপি অর্থদঃ পরমার্থপ্রদঃ ন এব স্যাৎ; যৎ যতঃ পুনরর্থিতা ভবতি কিন্তু অনিচ্ছতাং ভজতাং সম্বন্ধে ইচ্ছাপিধানং সর্ব্বাশাপরিপূরকং নিজপদপল্লবং স্বয়মেব বিধত্তে।

অনুবাদ।—ঈশ্বরের নিকট যাচ্ঞা করিলে তিনি প্রার্থীর প্রার্থিত পূর্ণ করেন সত্য, কিন্তু পরমার্থ প্রদান করেন না, এই হেতু তাহাকে আবার প্রার্থী হইতে হয়। কিন্তু কামনারহিত ভক্তেরা যাচ্ঞা না করিলেও তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বকামপ্রদ চরণপল্লব দিয়া থাকেন।

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥

১৬ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৭।২৮)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ধ্রুববাক্যম্—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

টীকা।—হে দেব! অহং স্থানাভিলাষী রাজসিংহাসনেচ্ছুঃ সন্ তপসি স্থিতঃ মুনীন্দ্রগুহ্যং ত্বাং প্রাপ্তবান্। কাচং বিচিন্বন্ জনঃ দিব্যরত্নং যথা লভতে তদ্বৎ। হে স্বামিন্! অহং কৃতার্থোঽস্মি, বরং ন যাচে।

অনুবাদ।—হে প্রভো! মানুষে কাচ অনুসন্ধান করিতে করিতে যেমন দিব্যরত্ন লাভ করে, তদ্রূপ আমিও রাজসিংহাসন লাভার্থে তপশ্চরণপূর্ব্বক মুনীন্দ্রদুর্ল্লভ ধন তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে ভগবন্! তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম, অন্য বর প্রার্থনা করি না।

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

১৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৮।৪)—

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য অক্রূরবাক্যম্—

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনং।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিত্তরতি কশ্চন॥

টীকা।—মা এবং স্যাৎ, কিন্তু অধমস্যাপি মম অচ্যুতদর্শনং ঈশ্বরদর্শনং স্যাদেব। কুতঃ? কালনদ্যা হ্রিয়মাণঃ কশ্চন কচিৎ তরতি। যথা নদ্যা হ্রিয়-

মাণানাং তৃণগুল্মাদীনাং মধ্যে কিঞ্চিৎ কদাচিৎ তরতি, তথা কর্ম্মণা কালেন ম্রিয়মাণানাং জীবানাং মধ্যে কশ্চন জনঃ তরেৎ ইতি তাৎপর্য্যং।

অনুবাদ।—মদীয় এ আশঙ্কা সত্য নহে। আমি অতি নীচ হইলেও ভগবৎ-সাক্ষাৎ লাভ করিব। নদীর স্রোতোবেগে তৃণাদি আহৃত হইলে তাহার কোনটী যেমন তটপ্রদেশে গিয়া উপস্থিত হয়, সেই-রূপ কালনদীতে নীয়মান জীবকুলের মধ্যে কোন ব্যক্তি কদাচিৎ উত্তীর্ণ হইতে পারে।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥

১৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫১।৩৬)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মুচকুন্দবাক্যম্—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥

টীকা।—হে অচ্যুত! ভ্রমতো জনস্য যদা ভবাপবর্গঃ বন্ধনাশনং ভবেৎ, তর্হি তদা সৎসমাগমঃ সাধুভিঃ সহ মিলনং স্যাৎ। যর্হি যদা সৎসঙ্গমো ভবেৎ, তদেব সর্ব্বনিবৃত্ত্যা সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি রতিঃ জায়তে।

অনুবাদ।—হে অচ্যুত! ত্বদীয় কৃপায় যখন সংসারী ব্যক্তির সংসারবন্ধন ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, তখনই সৎসঙ্গলাভ হইয়া থাকে। সৎসঙ্গ হইলেই পরমাগতিলাভ হয় এবং পরাবরেশ তোমাতে রতি জন্মে; রতি জন্মিলেই মুক্তিলাভ হয়।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে ॥

১৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৬)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি উদ্ধববাক্যম্—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ,
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥*

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়।

২০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৮)—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥

টীকা।—যঃ পুমান্ যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ সন্ নির্ব্বিণ্ণঃ ন, অতিসক্তঃ ন ভবতি, অস্য ভক্তিযোগঃ সিদ্ধিদঃ।

অনুবাদ।—যিনি সৌভাগ্যবশে মৎ-কথাদিতে শ্রদ্ধাশীল হইয়া কর্ম্মফলাদিতে অতিশয় বিরক্ত অথবা অতিশয় আসক্ত না হন, তাঁহার সেই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥

---

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১২।১২)—

রহূগণং প্রতি ভরতবাক্যম্—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকং ॥

টীকা।—হে রহূগণ ! এতৎ ঈশ্বরজ্ঞানং মহৎপাদরজোভিষেকং সাধুপরিচর্য্যাং বিনা তপসা ন যাতি, ইজ্যয়া বৈদিকক্রিয়য়া চ ন ভবতি ; নির্ব্বপণাৎ অন্নাদিবিভাগাৎ গৃহাদ্বা ছন্দসা বেদপর্য্যালোচনেন ন ; জলাগ্নি-সূর্য্যৈঃ নৈব যাতি।

অনুবাদ।—ভরত রহূগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—হে রহূগণ ! এই-প্রকার ভগবদ্জ্ঞান সাধুসেবা ব্যতীত কি তপশ্চরণ দ্বারা, কি বৈদিকক্রিয়া দ্বারা, কি অন্নদান দ্বারা, কি পরহিতসাধন দ্বারা, কি বেদালোচনা দ্বারা, কি জলসেবা দ্বারা, কি সূর্য্যসেবা দ্বারা, কি অগ্নির আরাধনা দ্বারা, কিছুতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

২২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।২৫)—

গুরুপুত্ত্রং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যম্—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং,
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং,
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

টীকা।—নিষ্কিঞ্চনানাং বিষয়াভিমান-রহিতানাং মহীয়সাং সজ্জনানাং পাদরজো-ঽভিষেকং যাবৎ ন বৃণীত, তাবৎ এষাং মতিঃ উরুক্রমাঙ্ঘ্রিং ভগবচ্চরণকমলং ন স্পৃশতি ন লভতে। যদর্থঃ অনর্থাপগমঃ সংসারনাশঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—যাবৎ বিষয়াভিমানরহিত সাধুগণের চরণধূলিতে অভিষিক্ত হওয়া না যায়, তাবৎ ভগবানের চরণকমলে মতি জন্মে না। ঐপ্রকার মতি হইলে তবে অনর্থ অর্থাৎ সংসারবন্ধনের নাশ হয়।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

২৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৮।১৩)—

সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যম্—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥

টীকা।—ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য হরিভক্তানাং সঙ্গস্য লবেনাপি লেশেনাপি স্বর্গং ন তুলয়াম ; ন অপুনর্ভবং মোক্ষং তুলয়াম ; মর্ত্ত্যানাং মানবানাং আশিষঃ ন তুলয়াম ; ইতি কিমুত বক্তব্যম্।

অনুবাদ।—বিষ্ণুভক্তগণের অত্যল্প-সঙ্গও যে ফলপ্রদান করে, তৎসহ, কি স্বর্গ, কি মোক্ষ, কিছুরই তুলনা হইতে পারে না। মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যগণের সামান্য রাজ্যাদিসুখের সহিত উহার তুলনা কিরূপে করিব ?

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া ॥

২৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৪)—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ
শৃণু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি
ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

টীকা।—সর্ব্বগুহ্যতমং গুহ্যাদপি গুহ্যতমং পরমং শ্রেষ্ঠং মে মম বচঃ ভূয়ঃ শৃণু। ত্বং মে মম দৃঢ়ং ইষ্টঃ প্রিয়ঃ অসি; ততঃ তস্মাদ্ধেতোঃ তে হিতং বক্ষ্যামি।

অনুবাদ।—যাহা সর্ব্বপ্রকার গুহ্য হইতেও গুহ্য, সেই পরমশ্রেষ্ঠ বাক্য তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই জন্যই তোমাকে হিত কথা বলিতেছি।

২৫ শ্লোক।

তথাচ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৫)—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে ॥

টীকা।—ত্বং মন্মনাঃ মদ্‌গতচিত্তঃ ভব; মদ্‌যাজী ময়ি যজনবান্ ভব; মাং নমস্কুরু; এবং কৃতে সতি মামেব এষ্যসি। ত্বং মে মম প্রিয়ঃ ইষ্টঃ অসি, তস্মাদ্ধেতোঃ সত্যং তে প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি।

অনুবাদ।—তুমি আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার উদ্দেশে যজ্ঞাচরণ কর, আমাকে প্রণাম কর। তুমি মদীয় প্রিয়, এই হেতু আমি সত্যই কহিতেছি, ঐরূপ করিলে তুমি আমাকে লাভ করিতে পারিবে।

পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদকর্ম্ম ধর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্ ॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥

২৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৯)—

উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত
ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা
শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥*

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয় ॥

২৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৩১।৯)—

প্রচেতসং প্রতি নারদবচনম্—

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন,
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ!
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং,
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

টীকা।—যথা তরোঃ পাদপস্য মূলনিষেচনেন তৎ-স্কন্ধভুজোপশাখাঃ তৃপ্যন্তি, চ পুনঃ যথা প্রাণোপহারাৎ প্রাণভোজনাৎ ইন্দ্রিয়াণাং প্রীতিং স্যাৎ, তথা অচ্যুতেজ্যা এব হরেরুপাসনমেব সর্ব্বার্হণং সর্ব্বদেবার্চ্চনং ভবেৎ।

অনুবাদ।—যেরূপ তরুর মূলদেশে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতির পরিপুষ্টি হয়, তদ্রূপ ভগবান্ কৃষ্ণের উপাসনা করিলেই অখিল দেবতার পূজা হইয়া থাকে; আর তাঁহাদিগকে পৃথক্ অর্চ্চনা করিতে হয় না।†

* ইহাঁর টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† স্কন্ধ—মূলোর্দ্ধভাগ, প্রাকৃত ভাষায় যাহাকে গুঁড়ি কহে। উপশাখা—শাখা হইতে যে শাখা বাহির হয়। প্রভৃতি শব্দে পত্র পুষ্প ফল বুঝিতে হইবে।

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী ॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই মহা ভাগ্যবান্ ॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠজন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহ ভক্ত হইবেন উত্তম ॥
রতি-প্রেমতারতম্যে ভক্ত তরতম।
একাদশ স্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ ॥

২৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৩)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥*

২৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১.২।৪৪)—

জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যম্—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

টীকা।—যঃ জনঃ ঈশ্বরে, তদধীনেষু তদ্ভক্তিপরায়ণেষু বালিশেষু উদাসীনেষু দ্বিষৎসু শত্রুষু চ প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষাঃ করোতি, সঃ মধ্যমঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত, ভগবদ্ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ উদাসীন ও শত্রু এই চারির প্রতি যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করেন, তাঁহাকেই মধ্যম ভগবদ্ভক্ত বলা যায়।

৩০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৫)—

জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যম্—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

টীকা।—যঃ জনঃ অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াং শ্রদ্ধয়া হরয়ে পূজাং ঈহতে করোতি, তদ্ভক্তেষু অন্যেষু চ, সুতরাং ন করোতি, সঃ প্রাকৃতঃ ভক্তঃ স্মৃতঃ অভিহিতঃ।

অনুবাদ।—যিনি শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিমা-মূর্ত্তিতে ভগবানের অর্চ্চনা করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের অথবা অপর কাহারও অর্চ্চনা করেন না, তাঁহাকে প্রাকৃত বলা যায়, অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তি শনৈঃ শনৈঃ ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন।

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চরে ॥

৩১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ,
মনোরথে নাসতি ধাবতো বহিঃ ॥*

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণবলক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্দরশন ॥
কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্যসার সম।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিতষড়্গুণ ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২২১ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥

৩২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২০)—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাং।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥

টীকা।—সাধুলক্ষণমাহ যথা,—তিতিক্ষবঃ ক্লেশসহিষ্ণবঃ, কারুণিকাঃ, সর্ব্বদেহিনাং অখিলশরীরিণাং সুহৃদঃ, অজাতশত্রবঃ শত্রুশূন্যাঃ, শান্তাঃ ঔদ্ধত্যরহিতাঃ, সাধবঃ সরলাঃ, সাধুভূষণাঃ সাধব এব ভূষণানি যেষাং তে, অথবা সাধু সুশীলমেব ভূষণং যেষাং তে।

অনুবাদ।—সাধুগণ দুঃখসহিষ্ণু, দয়ালু, সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃৎ, অজাতশত্রু, ঔদ্ধত্যরহিত ও সরল এবং সাধুগণই তাঁহাদিগের ভূষণ অথবা সুশীলতাই তাঁহাদিগের ভূষণ।

৩৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।৫।২)—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ,
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥

টীকা।—মহৎসেবাং বিমুক্তের্দ্বারং; যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং তমোদ্বারং আহুঃ কথয়ন্তি। যে সমচিত্তাঃ সর্ব্বত্রঃ সমদর্শিনঃ, প্রশান্তাঃ, বিমন্যবঃ অক্রোধাঃ, সুহৃদ্ভাবযুক্তাঃ, সাধবঃ সদাচারপরায়ণাঃ, তে মহান্তঃ উচ্যন্তে।

অনুবাদ।—বুধগণ মহৎ-সেবাকে ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ মুক্তির দ্বার এবং নারীসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদ্বার অর্থাৎ নরকদ্বার বলিয়া বর্ণন করেন। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী, সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, প্রশান্ত, ক্রোধশূন্য ও সদাচাররত, তাঁহাদিগকেই মহৎ বলা যায়।

কৃষ্ণভক্তিজন্ম-মূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহ পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

৩৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫১।৩৫)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥*

৩৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।২৮)—

অত অত্যন্তিকং ক্ষেমং
পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি
সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাং॥

টীকা।—হে অনঘাঃ নিষ্পাপাঃ! অতঃ ভবতঃ যুষ্মান্ আত্যন্তিকং ক্ষেমং কল্যাণং পৃচ্ছামঃ; যতঃ অস্মিন্ সংসারে ক্ষণার্দ্ধঃ অপি সৎসঙ্গঃ সাধুসঙ্গঃ নৃণাং সেবধিঃ।

অনুবাদ।—হে অনঘ তাপসগণ! অধুনা আপনাদিগকে আত্যন্তিক কল্যাণ কর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; ইহ সংসারে ক্ষণার্দ্ধকালও যদি সাধুসঙ্গলাভ হয়, তবে পরমনিধিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৮৫ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

৩৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২৫)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥*

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর ॥

৩৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩১।৩৫)—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি-
সঙ্গতঃ ॥

টীকা।—অস্য মোহঃ, চ বন্ধঃ অন্য-প্রসঙ্গতঃ তথা ন ভবেৎ, যথা যোষিৎসঙ্গাৎ নারীসঙ্গাৎ, যথা চ তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—নারীসঙ্গ ও রমণীসঙ্গীর সঙ্গ যেরূপ মোহ ও বন্ধনের হেতু, অপর সঙ্গ তাদৃশ নহে।

৩৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩১।৩৩)—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং
বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি
যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ং ॥

টীকা।—যৎসঙ্গাৎ, সত্যং, শৌচং, দয়া, মৌনং, বুদ্ধিঃ, হ্রীঃ, শ্রীঃ, যশঃ, ক্ষমা, শমঃ, দমঃ, ভগঃ ঐশ্বর্য্যং সংক্ষয়ং যাতি, অসৎসঙ্গো নিন্দ্য ইতি শেষঃ।

অনুবাদ।—সত্য, শৌচ, দয়া, সৎপ্রবৃত্তি, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য এ সমস্তই অসৎসঙ্গ বশতঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

৩৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩১।৩৪)—

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু
চ ॥

টীকা।—তেষু অসাধুষু সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ। অসাধুষু কিম্ভূতেষু?—অশান্তেষু; পুনঃ মূঢ়েষু, পুনঃ খণ্ডিতাত্মসু; দেহাত্মবুদ্ধিষু পুনঃ শোচ্যেষু; পুনশ্চ যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু নারীণাং ক্রীড়ামৃগস্বরূপেষু তদ্বশেষু ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—যাহারা অশান্ত, মূর্খ, দেহাত্মাভিমানী, শোকযোগ্য, এবং রমণীগণের ক্রীড়ামৃগতুল্য বশীভূত, তাদৃশ অসাধুগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

৪০ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে চতুর্ব্বিংশত্যধিক-
ত্রিশতাঙ্কধৃতকাত্যায়নসংহিতাবচনম্—

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসং ॥

টীকা।—হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ বহ্নিশিখায়াং স্থিতস্য লৌহময়যন্ত্রস্য মধ্যে অবস্থানং বরং স্যাৎ, তথাপি শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসং, কৃষ্ণচিন্তাপরাঙ্মুখজনেন সহ একত্রবাসবিশেষং ন কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ।—বরং প্রজ্বলিত বহ্নিমধ্যগত লৌহযন্ত্রে বাস করিবে, তথাপি কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ ব্যক্তির সহিত একত্র অবস্থান করিবে না।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪১ শ্লোক।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তপাদম্—

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি।
ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্ ॥

টীকা।—ভগবদ্ভক্তিহীনান্ হরিভক্তি-রহিতান্ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি মা দ্রাক্ষীঃ ন পশ্যেঃ।

অনুবাদ।—কৃষ্ণভক্তিরহিত ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিগণকে কদাচ দর্শন করিবে না।

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ ॥

৪২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥*

ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥

৪৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৮।২২)—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥

টীকা।—কঃ পণ্ডিতঃ ত্বদপরং ত্বত্তঃ অন্যং শরণং সমীয়াৎ ব্রজেৎ? ত্বত্তঃ কিম্ভূতাৎ?—ভক্তপ্রিয়াৎ; পুনঃ ঋতগিরঃ সত্যভাষিণঃ; পুনঃ সুহৃদঃ বন্ধুভাবাপন্নস্য; পুনঃ কৃতজ্ঞাৎ। ভবান্ ভজতঃ আরাধয়তঃ সুহৃদঃ সম্বন্ধে সর্ব্বান্ অখিলান্ অভিকামান্ তথা আত্মানমপি দদাতি। যস্য তব উপ-চয়াপচয়ৌ হ্রাসবৃদ্ধী ন ভবতঃ।

অনুবাদ।—হে ভগবন্! আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যভাষী, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ। কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি আপনা ব্যতীত অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? আপনি আরাধনশীল সুহৃদের প্রতি সমস্ত কাম্য বিষয় এবং আত্মাকে পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন; আপনার উপচয় বা অপচয় নাই।

বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণগুণজ্ঞান।
অন্য ত্যজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ ॥

৪৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২৩)—

অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং,
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং,
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

টীকা।—অহো! বকী পূতনা জিঘাং-সয়া হন্তুমিচ্ছয়া স্তনকালকূটং যং ভগবন্তং অপায়য়ৎ, সা অসাধ্বী অপি ধাত্র্যুচিতাং গতিং লেভে। ততঃ তস্মাৎ অন্যং কং বা দয়ালুং ব্রজেম।

অনুবাদ।—অহো! পূতনা অসাধ্বী হইয়াও যাঁহার বধকামনায় স্তনযুগলে বিষ-লেপনপূর্ব্বক স্তন্য পান করাইয়া ধাত্রী যশোদার তুল্য পরমা গতি প্রাপ্ত হইল, তাদৃশ কৃপালু অন্য কে আছে যে, তাঁহার শরণাপন্ন হইব?

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥

৪৫ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে সপ্তদশাধিক-
চতুঃশতাঙ্কধৃতবৈষ্ণবতন্ত্রম্—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ
প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো
গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
তৎক্রিয়াত্মবিনিক্ষেপঃ
ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

টীকা।—শরণাগতিঃ শরণাগতস্য লক্ষণং ষড়্‌বিধা স্যাৎ। তল্লক্ষণানি যথা,—আনুকূল্যস্য ঈশ্বরানুকূলসেবনস্য সংকল্পঃ গ্রহণং, প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং তৎপ্রতিকূলবিষয়-পরিহারঃ, স রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ, তথা গোপ্তৃত্বে বরণং, আত্মার্পণং তৎক্রিয়াত্ম-বিনিক্ষেপঃ, শরণাগতিঃ শরণবিষয়ে নিষ্ঠা-বুদ্ধিঃ।

অনুবাদ।—ঈশরারাধনার অনুকূল বিষয় গ্রহণ, তৎপ্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন, "তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন" এইরূপ বিশ্বাস, তদীয় রক্ষিতৃত্বে আত্মার্পণ, তৎকার্য্যে আত্মনিক্ষেপ, তদীয় শরণবিষয়ে নিষ্ঠামতি, এই ছয়টীই শরণাগতের লক্ষণ।

৪৬ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে অষ্টদশাধিক-
চতুঃশতাঙ্কধৃতবৈষ্ণবতন্ত্রম্—

তবাহস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎ-স্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥

টীকা।—শরণাগতঃ তব অস্মি ইতি বাচা বদন্, তথৈব তং ঈশ্বরং মনসা বিদন্ তন্বা দেহেন তৎস্থানং আশ্রিতঃ সন্ মোদতে পুলকিতঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—"আমি তোমারই" এই বলিয়া মনে মনে তদীয় বিদ্যমানতা বোধ করত দেহদ্বারা তদীয় লীলাস্থল স্পর্শ-পূর্ব্বক শরণাগত ব্যক্তি সুখবোধ করেন।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে তৎকালে করেন আত্মসম ॥

৪৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৩২)—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥

টীকা।—মর্ত্ত্যঃ মানবঃ যদা ত্যক্ত-সমস্তকর্ম্মা সন্ মে মদ্বিষয়ে নিবেদিতাত্মা স্যাৎ, তদা মে বিচিকীর্ষিতঃ মদারাধনাং কর্ত্তুমিচ্ছন্ সন্ অমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানঃ বৈ নিশ্চিতং ময়া সহ আত্মভূয়ায় কল্পতে।

অনুবাদ।—যৎকালে মানব সর্ব্বকর্ম্ম বিসর্জ্জন করত মদীয় সেবা করিতে অভি-লাষী হইয়া আমাতে আত্মার্পণ করিতে সক্ষম হন, তৎকালে তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া মৎসদৃশ ঐশ্বর্য্যলাভের যোগ্য হইয়া থাকেন।

এবে সাধনভক্তি কহি, শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন ॥

৪৮ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং
দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ
সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা

নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য
প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥

টীকা।—সা সাধনাভিধা সাধনাখ্যভক্তিঃ কৃতিসাধ্যা ভবেৎ। সা কিম্ভূতা ?—সাধ্যভাবা সাধ্যঃ সাধনীয়ঃ ভাবঃ যয়া সা। নিত্যসিদ্ধস্য স্বভাবতঃসিদ্ধস্য ভাবস্য হৃদি যৎ প্রাকট্যং প্রকটীকরণং তৎ সাধ্যতা স্যাৎ।

অনুবাদ।—ইন্দ্রিয় প্রভৃতির আনুকূল্যে যাহা দ্বারা ভাবসাধন করা যায়, তাহাকেই সাধনভক্তি কহে। স্বভাবজাত নিত্যসিদ্ধ কতকগুলি ভাব আছে, সেইগুলি হৃদয়ে উদ্দীপিত হইলেই তাহাকে সাধন বলা যায়।

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥
এইত সাধন ভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধীভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর ॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায় ॥

৪৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১।৫)—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ং ॥

টীকা।—হে ভারত ! তস্মাদ্ধেতোঃ অভয়ং মুক্তিং ইচ্ছতা সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরঃ ভগবান্ হরিঃ শ্রোতব্যঃ, কীর্ত্তিতব্যঃ, চ পুনঃ স্মর্ত্তব্যঃ।

অনুবাদ।—হে নৃপতে ! সর্ব্বাত্মা, পরমসুন্দর ও বন্ধননাশন ভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা মুক্তিকামী ব্যক্তির অবশ্যকর্ত্তব্য।

৫০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥*

৫১ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ষষ্ঠাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণম্—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

টীকা।—সততং সর্ব্বদা বিষ্ণুঃ স্মর্ত্তব্যঃ, জাতুচিৎ কদাচিদপি ন বিস্মর্ত্তব্যঃ ; সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ এতয়োঃ স্মৃতি-বিস্মরণয়োঃ কিঙ্করাঃ স্যুঃ।

অনুবাদ।—নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করা উচিত ; কদাচ তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না ; যাবতীয় বিধি ও নিষেধ এই স্মৃতি বিস্মৃতি লইয়াই হইয়াছে।

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার !
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধুসঙ্গ সার ॥
গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন ॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস ॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ বহু শিষ্য না করিবে।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে॥
হানি লাভ সম, শোকাদিবশ না হইবে।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থগৃহে গতি॥
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদরশন।
নিজ প্রিয় দান ধ্যান তদীয় সেবন॥
তদীয় তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বদা শরণাগতি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥
সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

৫২ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং
ভক্ত্যঙ্গে চত্বারিংশ-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে
সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো
রসিকৈঃ সহ॥

টীকা।—সাধৌ সঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ। সাধৌ কিম্ভূতে?—স্বজাতীয়াশয়ে একধর্ম্মাশ্রিতে। পুনঃ কীদৃশে?—স্নিগ্ধে কোমলচরিত্রে। পুনঃ কিম্ভূতে?—স্বতঃ আত্মনঃ বরে প্রধানে। ঈদৃশৈঃ রসিকৈঃ ভক্তিমদ্ভিঃ সহ শ্রীমদ্ভাগবতার্থানাং আস্বাদঃ কর্ত্তব্য।

অনুবাদ।—একধর্ম্মাশ্রিত, কোমল-চরিত্র এবং আপনা হইতেও শ্রেষ্ঠ সাধু-গণের সঙ্গ করিবে। এইপ্রকার রসবিৎ ভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিবে।

৫৩ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং
দ্বিচত্বারিংশ-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ
শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি সেবনে।
নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥

টীকা।—শ্রীমূর্ত্তেঃ অঙ্ঘ্রি সেবনে শ্রদ্ধা, বিশেষতঃ প্রীতিঃ কর্ত্তব্যা; নামসঙ্কীর্ত্তনং কর্ত্তব্যং; শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ কর্ত্তব্যা।

অনুবাদ।—শ্রীমূর্ত্তির চরণসেবায় শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা উচিত এবং তদীয় নাম সঙ্কীর্ত্তন ও বৃন্দাবনে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য।

৫৪ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং
দশাধিকশত-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্
শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ
সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥

টীকা।—দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যে অস্মিন্ পঞ্চকে সৎসঙ্গাদি-পূর্ব্বকথিতপঞ্চবিষয়ে শ্রদ্ধা দূরে

অস্তু; তত্র বিষয়ে স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং সদ্বুদ্ধীনাং ভাবজন্মনে সক্ষমো ভবতি।

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত অতিদুরূহ ও বিস্ময়কর সৎসঙ্গাদি পঞ্চ বিষয়ে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, কিঞ্চিন্মাত্র সম্বন্ধ হইলেই ধীমান্ ব্যক্তির ভাব জন্মে।

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥

৫৫ শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাং ভক্তমাহাত্ম্যে দ্বিতীয়াঙ্কধৃতদাক্ষিণাত্য-
শ্রীবৈষ্ণবকৃত শ্লোকঃ
তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাং
দ্বিশতাঙ্কধৃতগ্রন্থান্তরম্—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ
কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদঃ স্মরণে
তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দ্দাস্যেঽথ
সখ্যেঽর্জ্জুনঃ, সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে
বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং॥

টীকা।—শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে গুণাদি-শ্রবণে পরীক্ষিৎ নৃপতিঃ কৃষ্ণাপ্তিঃ অভবৎ, কীর্ত্তনে তচ্চরিতাদিকীর্ত্তনে বৈয়াসকিঃ; স্মরণে প্রহ্লাদঃ; তদঙ্ঘ্রিভজনে চরণসেবনে লক্ষ্মীঃ; পূজনে পৃথুঃ বেণনন্দনঃ; তু অভিবন্দনে প্রণমনে অক্রূরঃ; দাস্যে কপি-পতিঃ পবননন্দনঃ; সখ্যে অর্জ্জুনঃ; সর্ব্ব-স্বাত্মনিবেদনে বলিঃ অভূৎ; অতএব এষাং নববিধসাধকানাং কৃষ্ণাপ্তিঃ পরং অভূৎ।

অনুবাদ।—ভগবানের গুণাদি শ্রবণে নৃপতি পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে ব্যাসপুত্র শুক-দেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, চরণসেবনে লক্ষ্মী. অর্চ্চনায় পৃথু নরপতি, অভিবন্দনে অক্রূর. দাস্যে কপিপতি পবননন্দন, সখ্যে অর্জ্জুন এবং সর্ব্বাত্মনিবেদনে বলি নৃপতি কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের সাধনাই পরম শ্রেষ্ঠ।

৫৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।১৪।১৫)—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু,
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥

টীকা।—সঃ অম্বরীষঃ বৈ নিশ্চিতং কৃষ্ণপাদারবিন্দয়োঃ মনঃ, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বচাংসি, হরিমন্দিরমার্জ্জনাদিষু করৌ চ, তথা অচ্যুতসৎকথোদয়ে শ্রুতিং চকার।

অনুবাদ।—সেই নরপতি কৃষ্ণপাদপদ্মে মন, বৈকুণ্ঠগুণকীর্ত্তনে বচন, হরিমন্দির মার্জ্জনায় করদ্বয় এবং অচ্যুতের সৎকথা শ্রবণে কর্ণযুগল নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৫৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।১৬)—

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ,
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে,
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥

টীকা।—মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে মুকুন্দ-প্রতিমাগৃহাবলোকনে দৃশৌ নয়নে, তদ্-ভৃত্যগাত্রস্পর্শে সাধুজনানামঙ্গসংস্পর্শে অঙ্গসঙ্গমং, শ্রীমত্তুলস্যাঃ তৎপাদসরোজ-সৌরভে তচ্চরণাব্জসম্পর্কজাতসৌরভে ঘ্রাণং, তদর্পিতে অন্নাদৌ রসনাং চকার।

অনুবাদ।—সেই নৃপতি মুকুন্দনিকেতন-দর্শনে নেত্র, সাধুজনের দেহস্পর্শে অঙ্গ, ভগবচ্চরণকমল-সম্পৃক্ত তুলসীগন্ধগ্রহণে নাসা এবং ভগবন্নিবেদিত অন্নের আস্বাদন গ্রহণে জিহ্বাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৫৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।১৭)—

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে,
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া,
যথোত্তমা শ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

টীকা।—হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে তীর্থাদিস্থলগতৌ পাদৌ, হৃষীকেশপদাভিবন্দনে শিরঃ, দাস্যে কামং ন তু কামকাম্যয়া; কথঞ্চকার ?—উত্তমা শ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ যথা স্যাত্তথা চকার।

অনুবাদ।—যাহাতে ভক্তজনাশ্রিত নিষ্কাম রতি প্রাপ্ত হওয়া যয়, তজ্জন্য তিনি ভগবত্তীর্থস্থলাদিগমনে স্বীয় পদদ্বয়, এবং হরিচরণাভিবন্দনে মস্তক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র প্রভুর প্রসাদ অঙ্গীকার করত দাস্যসেবার্থ কামনা ভোগ করিতেন।

কামত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেবঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥

৫৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৭)—

জনকং প্রতি করভাজনবাক্যম্—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং,
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং,
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং॥

টীকা।—হে রাজন্! যঃ কর্ত্তং শাস্ত্রবিহিতকৃত্যং পরিহৃত্য বিহায় সর্ব্বাত্মনা শরণ্যং মুকুন্দং শরণং গতঃ, অয়ং সঃ দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং ঋণী ন, চ পুনঃ কিঙ্করো ন ভবেৎ।

অনুবাদ।—হে নরপতে! যিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কৃত্যাদি বিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা মুকুন্দদেবের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি দেব, মুনি, প্রাণী, কুটুম্ব ও পিত্রাদি যাবতীয় ঋণ হইতে মুক্ত এবং তিনি কাহারও ভৃত্য নহেন।

বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করায় প্রায়শ্চিত্ত।

৬০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৮)—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য,
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ,
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

টীকা।—স্বপাদমূলং স্বীয়চরণং ভজতঃ আরাধয়তঃ প্রিয়স্য ভক্তজনস্য যচ্চ বিকর্ম্ম পাতকং কথঞ্চিৎ ভ্রান্ত্যা উৎপতিতং স্যাৎ, পরেশঃ হরিঃ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ প্রাদুর্ভূতঃ সন্ তৎ সর্ব্বং ধুনোতি দূরীকরোতি। প্রিয়স্য কীদৃশস্য ?—ত্যক্তান্যভাবস্য ত্যক্তঃ অন্যস্মিন্ দেবতান্তরে দেহাদৌ বা ভাবো যেন সঃ তস্য।

অনুবাদ।—স্বপদারাধনশীল, অন্যভাব-শূন্য প্রিয়ভক্ত প্রমাদবশে কদাচ কোন পাপ করিলে ভক্তবৎসল পরমেশ্বর হরি তদীয় হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সেই পাপ বিনাশ করেন।

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ ॥

৬১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৩১)—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য
যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং
প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥

টীকা।—তস্মাদ্ধেতোঃ মদ্ভক্তিযুক্তস্য মদাত্মনঃ যোগিনঃ বৈ নিশ্চিতং জ্ঞানং ন বিনা চ বৈরাগ্যং ন বিনা ইহ সংসারে প্রায়ঃ শ্রেয়ঃ ভবেৎ।

অনুবাদ।—আমাতে অর্পিতমনা ভক্তি-নিষ্ঠ যোগীর জ্ঞান ও গৃহবর্জ্জনাদিরূপ বৈরাগ্য ভিন্ন ইহলোকে প্রায়ই মঙ্গললাভ হয়।

৬২ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ষ্যধিকশততাকধৃতস্কান্দবচনম্—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ
তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তিপ্রবৃত্তা যে
ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥

টীকা।—হে ব্যাধ! তব এতে অহিংসাদয়ো গুণাঃ ন অদ্ভুতাঃ বিস্ময়করাঃ হি যতঃ যে জনাঃ হরিভক্তিপ্রবৃত্তাঃ সন্তি, তে পরতাপিনঃ ন স্যুঃ।

অনুবাদ।—হে ব্যাধ! তোমার এই সমস্ত অহিংসাদি গুণ বিস্ময়জনক নহে; কেননা, যাহারা হরিভক্তিপ্রবৃত্ত, তাহারা কদাচ অন্যের সন্তাপ উৎপাদন করে না।

বিধি ভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥
রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥

৬৩ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং চতুরধিকশত-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ
পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ
সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥

টীকা।—ইষ্টে বাঞ্ছিতপদার্থে স্বারসিকী স্বাভাবিকী পরমা মনোরাগাদিচেষ্টা-সমন্বিতা যা আবিষ্টতা প্রগাঢ়পিপাসা, সা রাগঃ ভবেৎ। যা ভক্তিঃ তন্ময়ী ভবেৎ, অত্র সাধনভক্তিলক্ষণে সা রাগাত্মিকা উদিতা অভিহিতা।

অনুবাদ।—বাঞ্ছিতদ্রব্যে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অনপেক্ষিত স্বাভাবিক প্রেমময় প্রগাঢ় পিপাসা জন্মে, তাহাকেই রাগ বলে; এবং সেই রাগময়ী ভক্তিকেই রাগাত্মিকা বলা যায়।

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপলক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থলক্ষণ কথন ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন্ ভাগ্যবান্ ॥

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুমতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।

৬৪ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ত্র্যধিকশত-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং
ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা
সা রাগানুগোচ্যতে॥

টীকা।—যা ভক্তিঃ ব্রজবাসিজনাদিষু অভিব্যক্তং যথা স্যাত্তথা বিরাজন্তীং রাগাত্মিকাং ভক্তিং অনুসৃতা স্যাৎ, সা রাগানুগা উচ্যতে কথ্যতে॥

অনুবাদ।—ব্রজবাসী ব্যক্তিতে রাগাত্মিকা ভক্তি স্পষ্টই শোভমানা। রাগাত্মিকার অনুসরণ করিলেই সেই ভক্তিকে রাগানুগা কহে।

৬৫ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং অষ্টাদশাধিকশত-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে
শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ
তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং॥

টীকা।—তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীঃ বুদ্ধিঃ যৎ ভাবাদিমাধুর্য্যং অপেক্ষতে, অত্র বিষয়ে শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ ন অপেক্ষতে, তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং উচ্যতে।

অনুবাদ।—ব্রজবাসী সাধুজনের প্রমুখাৎ অথবা শাস্ত্রপ্রমুখাৎ সখ্যাদি ভাবমাধুর্য্য শুনিয়া কি শাস্ত্রের যুক্তির অপেক্ষা না করত তত্তৎ ভাবমাধুর্য্য লাভের যে বাসনা, তাহাই লোভোৎপত্তিলক্ষণ বলিয়া কথিত।

বাহ্য-অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥*
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

৬৬ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং অষ্টাদশাধিকশত-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

টীকা।—তদ্ভাবলিপ্সুনা ব্রজভাবেচ্ছুনা সাধকেন ব্রজলোকানুসারতঃ হি নিশ্চিতং অত্র সাধনবিষয়ে সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ সেবা কার্য্যা।

অনুবাদ।—ব্রজভাবেচ্ছু সাধক সাধনবিষয়ে নিজ আদর্শ ব্রজবাসী জনের দৃষ্টান্তানুসারে সাধকরূপ বহিঃশরীরে ও সিদ্ধরূপ মানসশরীরে ভগবানের আরাধনা করিবেন।

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া।
নিরন্তর মনে করে অন্তর্ম্মনাঃ হঞা॥

৬৭ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং বিংশত্যধিকশত-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য
প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।

* এই স্থানের তাৎপর্য্য এই যে, সাধক ব্রজভাবের কোন এক সখীকে, কিংবা শ্রীদামাদি কোন রাখালকে, কিংবা অন্য কোন জনকে স্বীয় আদর্শস্থলে স্থাপনপূর্ব্বক মনে মনে এইরূপ ভাবনা করিবেন যে, আদর্শ ব্যক্তির সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন, এবং সাধকরূপ বহির্দ্দেহে শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিবেন।

তত্তৎকথারতশ্চাসৌ
কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥

টীকা।—অসৌ সাধকঃ কৃষ্ণঞ্চ অস্য কৃষ্ণস্য প্রেষ্ঠং জনং ভক্তং নিজসন্নিহিতং স্বীয়নিকটস্থং স্মরন্ তত্তৎকথারতঃ চ সন্ সদা সততং ব্রজে ভগবন্নিকেতনে বাসং কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ।—সাধক চিন্তাযোগে কৃষ্ণকে ও কৃষ্ণভক্তগণকে আপনার নিকটবর্ত্তী বোধে ভগবল্লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত হওত নিরন্তর ব্রজপুরে অবস্থিতি করিবেন।

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন ॥

৬৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।৩৪)—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে,
নঙ্‌ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ,
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং ॥

টীকা।—হে শান্তরূপে জননি দেবহূতে! মৎপরাঃ মন্নিষ্ঠাঃ কর্হিচিৎ কদাচিদপি ন নঙ্‌ক্ষ্যন্তি। মে মম অনিমিষঃ নিমিষরহিতা হেতিঃ কালচক্রং নো লেঢ়ি ন গ্রসতি। তত্র হেতুঃ—যেষাং সম্বন্ধে অহং প্রিয়ঃ আত্মা, সুতঃ, সখা, গুরুঃ সুহৃদঃ, ইষ্টং দৈবং।

অনুবাদ।—কপিলদেব জননী দেবহূতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শান্তরূপিণি জননি! মন্নিষ্ঠ ভক্তগণ ভোগ্য বিষয় লাভ করিয়া কদাচ তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হন না এবং মদীয় অনিমিষ কালচক্রও সেই ভক্তদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। কেন না, আমি তাঁহাদের পক্ষে আত্মবৎ, পুত্রবৎ, গুরুবৎ, সুহৃদ্বৎ ও ইষ্টদেববৎ।* তাঁহারা এই প্রকারে সর্ব্বথা আমাকেই আরাধনা করেন, সুতরাং কালচক্র কিরূপে তাঁহাদিগকে গ্রাস করিবে?

৬৯ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ধৃতনারায়ণব্যূহস্তবঃ—

পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥

টীকা।—যে উদ্যুক্তাঃ সেবাপরায়ণাঃ হরিং পতিপুত্র-সুহৃদ্-ভ্রাতৃপিতৃবৎ, তথা মিত্রবৎ সদা ধ্যায়ন্তি, তেভ্যঃ ইহ অত্র নমো নমঃ।

অনুবাদ।—যে সমস্ত সেবাপরায়ণ ভক্তকুল ভগবান্‌কে পতি, সুত, সুহৃদ্, পিতা ও বন্ধু জ্ঞান করত নিরন্তর উপাসনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি।

এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি ॥
প্রেমাঙ্কুরে রতি ভাব, হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্ ॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সাধন।
এইত কহিল অভিধেয়-বিবরণ ॥
অভিধেয় ভক্তি এবে কহিল বিবরণ।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন ॥

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রসম স্নেহভাজন, সখার তুল্য বিশ্বাসপাত্র, গুরুসম উপদেশক, সুহৃদ্বৎ হিতকারী ও ইষ্টদেববৎ পূজ্য।

অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
অভিধেয়ভক্তিতত্ত্ববিচারোনাম
দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥২২॥

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

১ শ্লোক।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং,
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ,
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

টীকা।—যঃ অত্যুদারঃ বদান্যপ্রবরঃ গৌরঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ চিরাৎ অদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং স্বপ্রেমনামামৃতং আপামরং জনেভ্যঃ বিততার, অহং তং প্রপদ্যে।

অনুবাদ।—যে মহাবদান্য প্রভু স্বীয় প্রেমের সহিত ভগবন্নামসুধারূপ নিজগুপ্ত-ধন আপামর সকলকে দান করিয়াছেন, আমি সেই কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান ॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তিরসের সেই স্থায়ী ভাব নাম ॥

২ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং প্রথম-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥

টীকা।—অসৌ ভাবঃ কথ্যতে। কিম্ভূতঃ ?—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা বিমলসত্ত্ব-গুণেন বিশেষীকৃতাত্মা। পুনঃ কিম্ভূতঃ ?—প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ প্রেমরূপসূর্য্যকির-ণস্য সমানধর্ম্মা। পুনঃ কীদৃশঃ ?—রুচিভিঃ চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ চিত্তং সাধকস্য মানসং মাসৃণ্যং বিমলং করোতি যঃ সঃ।

অনুবাদ।—পবিত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা আত্মা বিশেষীকৃত হইলে, প্রেমরূপ আদিত্য-তেজের সাম্যভাব পরিগ্রহ করিলে, আর রুচিশক্তির প্রভাবে মানস নির্ম্মল হইলে, তাহাকেই ভাব কহে।

এই দুই ভাবের স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ প্রেমভক্তিলহর্য্যাং প্রথম-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥

টীকা।—সম্যঙ্মসৃণিতান্তঃ সম্যক্ প্রকারেণ মসৃণিতং বিমলীকৃতং স্বস্য অন্তঃ চিত্তং যেন সঃ, মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ স্নেহাতি-শয়েন সমন্বিতঃ, সান্দ্রাত্মা ঘনীভূতস্বরূপঃ এব ভাবঃ বুধৈঃ সুধীভিঃ প্রেমা নিগদ্যতে উচ্যতে।

অনুবাদ।—যাহাতে মানস সম্যক্ প্রকারে বিশুদ্ধ হয়, যাহা স্নেহাতিশয্যযুক্ত এবং যাহা ঘনীভূতস্বরূপ, পণ্ডিতেরা তাদৃশ ভাবকে প্রেমা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৪ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসৈকাদশবিলাসে স্বামীতাধিক-ত্রিশতাঙ্কধৃত-নারদপঞ্চরাত্রম্—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

টীকা।—ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ অনন্যমমতা পুনঃ বিষ্ণৌ প্রেমসঙ্গতা প্রেমসমন্বিতা মমতা ভক্তিঃ উচ্যতে কথ্যতে।

অনুবাদ।—শরীরাদি অপরাপর বিষয়ে মমতা না হইয়া একমাত্র ঈশ্বরে মমতাধিক্য হইলেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি ভক্তেরা তাহাকে ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়।
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥

৫ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাং একাদশ-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ
সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ
ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো
ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ
প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

টীকা।—ভগবৎপ্রেমলাভে আদৌ প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, ততঃ সাধুসঙ্গঃ, অথ অনন্তরং ভজনক্রিয়া, ততঃ অনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ; ততঃ নিষ্ঠা, ততঃ রুচিঃ গুণাদিশ্রুতৌ প্রবৃত্তিঃ, অথ আসক্তিঃ গুণাদিশ্রবণে আগ্রহঃ, ততঃ ভাবঃ স্যাৎ; ততঃ ভাবাৎ প্রেমা অভ্যুদঞ্চতি সর্ব্বথা সমুদিতঃ স্যাৎ। প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে সাধকানাং অয়ং ক্রমঃ ভবেৎ।

অনুবাদ।—অগ্রে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, তৎপরে সাধনপ্রবৃত্তি, পরে অসৎক্রিয়া-কাপট্যাদিনিবৃত্তি, তদনন্তর নিষ্ঠা, পরে গুণলীলাদি শ্রবণে অভিলাষ, অনন্তর আসক্তি, পরে শুদ্ধভাব, এই প্রকারে যথাক্রমে সাধকগণের প্রেমোৎপত্তি হয়। ভাবোৎপত্তি হইলে তৎপরে প্রেমের উদয় হয়।

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২২)—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥*

যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৭ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং একাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

টীকা।—জাতভাবাঙ্কুরে জনে ইত্যাদয়ঃ অনুভাবাঃ স্যুঃ। তে কিং?—ক্ষান্তিঃ ক্ষমা; অব্যর্থকালত্বং মিথ্যাসময়ক্ষেপণাভাবতা; বিরক্তিঃ বিষয়াদিসম্ভোগে বাসনারাহিত্যং; মানশূন্যতা অভিমানরাহিত্যং; আশাবন্ধঃ ভগবতো লাভে দৃঢ়াশা; সমুৎকণ্ঠা তৎপ্রাপ্ত্যর্থং সম্যক্ লোভঃ; সদা সততং নামগানে রুচিঃ ইচ্ছা; তদ্গুণাখ্যানে আসক্তিঃ; তদ্বসতিস্থলে প্রীতিঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তির ভাবাঙ্কুর সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার অন্তরে এই সকল অনুভবের উদয় হয়, যথা—তিনি ক্ষমাবান্ হন, মিথ্যা সময়ক্ষেপ করেন না, তাঁহার বিষয়ভোগে স্পৃহা ও অভিমান থাকেনা; ভগবল্লাভ-বিষয়ে তদীয় অন্তরে দৃঢ় আশা সম্বদ্ধ হয় এবং সম্যক্ উৎকণ্ঠা জন্মে। ভগবানের নিরন্তর নামকীর্ত্তনে রুচি ও গুণকথনে আসক্তি এবং ভগবানের বসতিস্থলে প্রীতি হয়।

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৯।১৩)—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা,
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা,
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥

টীকা।—হে বিপ্রাঃ! তং মা মাং উপযাতং আশ্রিতং প্রতিযন্তু জানন্তু। মা কিম্ভূতং?—ঈশ্বরধৃতচিত্তং। চ পুনঃ দেবী গঙ্গা প্রত্যেতু প্রীতা ভবতু। দ্বিজোপসৃষ্টঃ মুনিক্রোধেন সঞ্জাতঃ কুহকঃ মায়া তক্ষকো বা মাং অলং অত্যন্তং দশতু। যূয়ং বিষ্ণুগাথাঃ গায়ত।

অনুবাদ।—হে দ্বিজগণ! আপনারা এবং দেবী গঙ্গা আমাকে আশ্রিত বলিয়া অবগত হউন্; দ্বিজাতির রোষসঞ্জাত মায়াই হউক আর তক্ষকই হউক, আমাকে অত্যন্ত দংশন করুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করি না। আপনারা হরিগাথা গান করুন্।

কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তিসিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভয়॥

৯ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং দ্বাদশাঙ্কধৃতো হরিভক্তিসুধোদয়স্য দ্বাদশাধ্যায়ীয় অষ্টত্রিংশ-শ্লোকঃ—

বাগ্ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ শ্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥

টীকা।—ভক্তাঃ বাগ্ভিঃ বাক্যৈঃ অনিশং সর্ব্বদা স্তুবন্তঃ, মনসা স্মরন্তঃ, তন্বা দেহেন নমন্তঃ, অপি তৃপ্তাঃ সন্তুষ্টাঃ ন ভবন্তি। শ্রবন্নেত্রজলাঃ সন্তঃ সমগ্রং আয়ুঃ হরেরেব সমর্পয়ন্তি।

অনুবাদ।—ভক্তবর্গ অহর্নিশ বচন দ্বারা স্তুতিবাদ করিয়া, মন দ্বারা ভাবনা করিয়া এবং দেহ দ্বারা প্রণতি করিয়া তৃপ্ত হন না; তাঁহারা অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে সমস্ত পরমায়ু ভগবানের জন্যই অর্পণ করেন।

১০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৪।৪২)—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্
সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ॥

টীকা।—যঃ উত্তমশ্লোকলালসঃ ভগবল্লাভকামঃ সন্ যুবৈব যৌবনাবস্থোঽপি দুস্ত্যজান্ হৃদিস্পৃশঃ মনোরমান্ দারসুতান্ কলত্রপুত্রাদীন্ তথা সুহৃদ্রাজ্যং মলবৎ পুরীষবৎ জহৌ তত্যাজ।

অনুবাদ।—ভরত নৃপতি ভগবৎপ্রাপ্তি-বাসনায় যৌবনাবস্থাতেই অভিলষিত ও দুষ্পরিহার্য্য দারা, পুত্র, বন্ধু, রাজ্য প্রভৃতি সমস্তই পুরীষবৎ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে।

১১ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণম্—

হরৌ রতিং বহন্নেষো
নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥

টীকা।—এষঃ ভরতঃ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ অপি হরৌ ঈশ্বরে রতিং স্পৃহাং বহন্ অরিপুরে শত্রোরাগারে ভিক্ষাং অটন্ প্রার্থয়ন্ সন্ শ্বপাকমপি চণ্ডালমপি বন্দতে প্রণমতে।

অনুবাদ।—ভরত নৃপতি রাজকুল-চূড়ামণি হইয়াও ভগবান্ হরিতে আসক্ত হওত অরিগৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে এবং চণ্ডালদিগকে প্রণাম করিতে মানহানি জ্ঞান করেন নাই।

১২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তম্—

ন প্রেম শ্রবণাদিভক্তিরপি বা
যোগোঽথবা বৈষ্ণবো, জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা
কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা
সতী, হে গোপীজনবল্লভ
ব্যথয়তে হাহা মদাশৈব মাং॥

টীকা।—মম প্রেম নাস্তি, শ্রবণাদি-ভক্তিরপি নাস্তি, তথা বা যোগঃ, অথবা বৈষ্ণবঃ বৈষ্ণববিহিতধর্ম্মঃ নাস্তি; জ্ঞানং বা কিয়ৎ ঈষদপি শুভকর্ম্ম নাস্তি; বা সজ্জাতিরপি নাস্তি; অহো বিস্ময়ে, হে গোপীজনবল্লভ! তথাপি হীনার্থাধিকসাধকে দীনবল্লভে ত্বয়ি অচ্ছেদ্যমূলা সতী মদাশা, হা হা খেদে, মাং ব্যথয়তে।

অনুবাদ।—প্রেম, অথবা শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি, যোগ, বৈষ্ণববিহিত ধর্ম্ম, তত্ত্বজ্ঞান, কিংবা সৎকর্ম্মানুষ্ঠান, অথবা সজ্জাতি, এ সমস্তের কিছুই আমার নাই। তথাপি হে গোপীজনবল্লভ! তোমার জন্য মদীয় চিত্তে অচ্ছেদ্যমূল আশা সঞ্চারিত হইয়া বেদনা প্রদান করিতেছে।

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান
নামগানে সদা রুচি লয়ে কৃষ্ণনাম॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩২)—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি,
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি,
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং ॥*

১৪ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং ষোড়শ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলিং বালা ॥

টীকা।—হে গোবিন্দ! অদ্য মধুরস্বরকণ্ঠী কলকণ্ঠী বালা শ্রীমতী রাধা তব নামাবলিং গায়তি। সা কিম্ভূতা?—রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরা রোদনস্য ক্রন্দনস্য বিন্দবঃ নেত্রজলানি তান্যেব মকরন্দাঃ কুসুমরসাঃ তান্ স্যন্দতি যা দৃক্ নেত্রং সা এব ইন্দীবরং নীলোৎপলং যস্যাঃ সা।

অনুবাদ।—হে গোবিন্দ! বালিকা শ্রীমতী রাধিকার নীলপদ্মসদৃশ নেত্রদ্বয় দিয়া মকরন্দবৎ বারিবিন্দু বিগলিত হইতেছে এবং তিনি মিষ্টস্বরসংযোগে তোমার নামাবলী কীর্ত্তন করিতেছেন।

কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥

১৫ শ্লোক।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯২) বিল্বমঙ্গলবাক্যম্—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥*

১৬ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

কদাহং যমুনাতীরে নমামি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং ॥

টীকা।—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! যমুনাতীরে কালিন্দীকূলে কদা কস্মিন্ সময়ে অহং তব নামানি কীর্ত্তয়ন্ উদ্বাষ্পঃ সন্ তাণ্ডবং নৃত্যং রচয়িষ্যামি।

অনুবাদ।—হে পদ্মপলাশলোচন! কবে আমি কালিন্দীকূলে তোমার নামাবলী গান করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে নৃত্য করিব?

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ॥
তার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥

১৭ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাং দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥

টীকা।—যস্য ধন্যস্য কৃতার্থস্য কস্যচিৎ সাধকস্য চেতসি হৃদয়ে অয়ং নবপ্রেম উন্মীলতি, অস্য অন্তর্ব্বাণীভিঃ সহ মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা স্যাৎ।

অনুবাদ।—যে সাধকের হৃদয়ে নবপ্রেমের সঞ্চার হইয়া তাহাকে কৃতার্থ

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

করিয়াছে, তদীয় চিত্তকথা ও মুদ্রা (ভজন-ব্যাবহারাদি) অতীব সুদুর্গম অর্থাৎ সহজে বোধগম্য হইবার নহে।

১৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৯)—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥*

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করাসিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর ॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চপ্রকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর ॥
এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ ॥
প্রেমাদিক স্থায়ী ভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরসরূপে পায় পরিণামে ॥
বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়ি ভাব রস হয় এই চারি মিলি ॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে ॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন ॥
অনুভাব স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর ॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদিতে তেত্রিশ ব্যভিচারী।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার সবাতে প্রাবল্য ॥
শান্তরসে শান্তি রতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্য রতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগসীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥
শান্তাদি রসের যোগ বিয়োগ দুই ভেদ।
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ ॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ় অধিরূঢ় গোপিকানিকরে ॥
অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার।
সম্ভোগে মাদন, বিরহে মোহন নাম তার ॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্প মোহন দুই ভেদ ॥
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতা দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥
উদ্‌ঘূর্ণাবিরহ-চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান ॥
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগ মান।
প্রবাসাখ্য আর প্রেম-বৈচিত্র আখ্যান ॥
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে।
প্রেম-বৈচিত্র শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥

১৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯০।১৭)—

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে,
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা,
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥

টীকা।—হে সখি কুররি! ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ রাত্র্যাং নিশি গুপ্তবোধঃ সন্ স্বপিতি শেতে। জগতি ত্বমেব একা বীতনিদ্রা

জাগরিতা সতী ন শেষে, ত্বং বিলপসি ; হে সখি ! ত্বং বয়মিব নলিননয়নহাসোদার-লীলেক্ষিতেন নলিননয়নস্য কমললোচনস্য হরেঃ হাসেন সহিতং উদারং যৎ লীলে-ক্ষিতং তেন কশ্চিৎ গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা অসি।

অনুবাদ।—কৃষ্ণমহিষীরা কুররীনাম্নী বিহঙ্গিনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, হে সখি কুররি ! রাত্রিকালে আমাদিগের ঈশ্বর কৃষ্ণ অচেতনে গাঢ় নিদ্রিত রহিয়াছেন, কিন্তু তুমি জাগরিত থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করত তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতেছ। ইহা তোমার অনুচিত। কিংবা বুঝিতে পারিলাম, তোমার দোষ নাই, শ্রীকৃষ্ণের হাস্যপূর্ণ লীলাকটাক্ষে আমাদিগের সদৃশ তোমারও মন গাঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥

২০ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে নিভাবলহর্য্যাং সপ্তম-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

নায়কানাং শিরোরত্নং
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে
বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥

টীকা।—ভগবান্ কৃষ্ণস্তু স্বয়ং নায়-কানাং শিরোরত্নং ; যত্র কৃষ্ণে নিত্যতয়া নিত্যত্বেন সর্ব্বে মহাগুণাঃ বিরাজন্তে ॥

অনুবাদ।—ভগবান্ স্বয়ং নায়ককুলের শিরোমণি ; তাঁহাতে সর্ব্ববিধ মহাগুণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে।

২১ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ধৃত-বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রম্—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা
রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ
সম্মোহিনী পরা ॥*

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্ত কাণ ॥

২২ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং একাদশাঙ্কধৃতসপ্তম-শ্লোকেষু শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যানি—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভা-ন্বিতঃ ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী ॥

টীকা।—হরেঃ কৃষ্ণস্য গুণাঃ সমুদ্রাঃ ইব দুর্ব্বিগাহাঃ ইহ প্রস্তাবে অমী পূর্ব্ব-কথিতাঃ পঞ্চাশদ্গুণাঃ অনুকীর্ত্তিতাঃ

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কথিতাঃ। তে কে ?—অয়ং হরিঃ নেতা সুর্ব্বেষামধিনায়কঃ, বয়সা অন্বিতঃ কৈশোরবয়স্কঃ; বাবদূকঃ সুবাগ্মী; বিদগ্ধঃ নানাবিধবিলাসশীলঃ; বশী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ; দক্ষিণঃ সৌশীল্যচরিতঃ; হ্রীমান্ লজ্জাবান্; রক্তলোকঃ লোকানুরঞ্জকঃ; ঈশ্বরঃ ষড়ৈশ্বর্য্যবান্; ইতি।

অনুবাদ।—ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বজনের নায়ক, মনোহরাঙ্গ, যাবতীয় সুলক্ষণবিশিষ্ট, রুচির, তেজস্বী, বলিষ্ঠ, কিশোরবয়স্ক, নানাবিধভাষাবিৎ, সত্যভাষী, প্রিয়বাদী, বাগ্মী, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ প্রতিভাশালী, সুরসিক, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, দেশকালপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রদৃষ্টি, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, স্থির, দান্ত, ক্ষমাবান্, গম্ভীর, ধৃতিশীল, সাম্যপরায়ণ, বদান্য, ধর্ম্মশীল, শূর, দয়ালু, মানদ, সুশীল, বিনয়বান্, লজ্জাশীল, শরণাগতরক্ষক, সুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ, সর্ব্বজনমঙ্গলকারী মহাপ্রতাপবান্, কীর্ত্তিশালী, লোকানুরঞ্জক ও সাধুগণের আশ্রয়। তিনি রমণীমনোরঞ্জন, সর্ব্বজনারাধ্য, মহাসমৃদ্ধিমান্, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর। ভগবান্ কৃষ্ণের গুণরাশি অগাধ সাগরবৎ গভীর; তন্মধ্যে এই পঞ্চাশৎসংখ্যকমাত্র বর্ণিত হইল।

২৩ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং দ্বাদশ-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি
বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি
তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥

টীকা।—এতে পঞ্চাশদ্গুণাঃ জীবেষু ক্বচিৎ বিন্দুবিন্দুতয়া বসন্তোঽপি তত্রৈব পুরুষোত্তমে পরিপূর্ণতয়া ভান্তি শোভন্তে।

অনুবাদ।—পূর্ব্বকথিত পঞ্চাশৎপ্রকার গুণ কোন কোন জীবকুলের মধ্যে অত্যল্প অংশে থাকিলেও পূর্ণরূপে কেবলমাত্র পুরুষোত্তম ভগবানেই শোভিত দৃষ্ট হয়।

২৪ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং চতুর্দ্দশাদি-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ।
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ॥
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ॥
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ॥
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিলীলাকল্লোলবারিধিঃ॥
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ॥
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ॥

টীকা।—কৃষ্ণস্য যে পঞ্চগুণাঃ গিরিশাদিষু হরবিরিঞ্চীত্যাদিষু অংশেন স্যুঃ বিদ্যন্তে। তে কিং ?—সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ, নিত্যনূতনঃ, সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ, চিদানন্দঘনাকৃতিঃ, স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ, সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ স্যাৎ। অথ যে পঞ্চগুণাঃ লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ নারায়ণাদি-

বর্ত্তিনঃ উচ্যন্তে অভিধীয়ন্তে। তে কিং ?—অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ অচিন্তনীয়শক্তিমান্, কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড-দেহঃ। অবতারাবলীবীজং অবতারসমূহানাং উৎপত্তিস্থানং। হতারিগতিদায়কঃ বিনাশিত-শিশুপালাদিশত্রূণাং সম্বন্ধে সদ্‌গতি-প্রদঃ। আত্মারামগণাকর্ষী যোগিনামাকর্ষকঃ, ইতি পঞ্চগুণাঃ কথ্যন্তে। অমী বক্ষ্যমাণাঃ গুণাঃ কৃষ্ণে হরৌ অদ্ভুতাঃ কিল ভবন্তি। সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিলীলাকল্লোলবারিধিঃ সর্ব্বাদ্ভুতানাং চমৎকারিণীনাঞ্চ লীলানাং যে কল্লোলাঃ তরঙ্গাঃ তেষাং বারিধিঃ সাগর-তুল্যঃ। অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ অতুলনীয়মধুর-প্রেমভূষিতভক্তমণ্ডলঃ। ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ ত্রিজগতাং মানসাকর্ষিণী চিত্তাকর্ষিণী যা মুরলী বংশী তস্যাঃ কলং কূজিতং যেন সঃ। অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ নাস্তি সমানা ঊর্দ্ধা চ যস্যাঃ সা অসমানোর্দ্ধা সা চ সা রূপশ্রীশ্চেতি তয়া বিস্মাপিতং চরাচরং যেন সঃ। গোবিন্দস্য হরেঃ ইতি চতুষ্টয়ং অসাধারণং প্রোক্তং কথিতং। এবং চতুর্ভেদাঃ চতুরধিকা চতুঃষষ্টিঃ গুণাঃ উদাহৃতাঃ বর্ণিতাঃ।

অনুবাদ।—গোবিন্দের যে পঞ্চসংখ্য গুণ মহেশাদিতে অতি সামান্যাংশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যথা,—তিনি নিরন্তর মায়াজয় করত স্বরূপাবস্থাতে সংস্থিত, সর্ব্বান্তর্যামী, সুতরাং সর্ব্ববিৎ; চিরনূতন, ঘনীভূত সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, আর অণিমাদি যাবতীয় সিদ্ধি তাঁহার অনুগত। গোবিন্দের যে পঞ্চগুণ নারায়ণাদিতে বিদ্যমান, তাহা এই,—তিনি অচিন্ত্য মহাশক্তিমান্, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড তদীয় শরীরে নিহিত, তিনি অখিল অবতারসমূহের উৎপত্তিস্থান, শিশুপালাদি বিনষ্ট শত্রুকুলের সদ্‌গতিদাতা, এবং আত্মারাম যোগিকুলেরও মানসাকর্ষক। বক্ষ্যমাণ চারিটী গুণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে চমৎকাররূপে ও অলৌকিকরূপে বিদ্যমান আছে, যথা—তিনি অদ্ভুত ও চমৎকারময় লীলাতরঙ্গের মহাসাগররূপ; তিনি তদীয় ভক্তগণকে অনুপম মধুরপ্রেমে ভূষিত করেন; তিনি মনোরমবংশীনিনাদে ত্রিভুবনের চিত্ত আকর্ষণ করেন এবং তাঁহার অসমানোর্দ্ধ রূপচ্ছটায় বিশ্বচরাচর বিমুগ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই চতুরধিক চতুঃষষ্টি গুণ বর্ণিত আছে।

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান।
সেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্॥

২৫ শ্লোক।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধিকাগুণকথনে নবমাদি-শ্লোকেষু শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্ -

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা॥
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্‌নর্ম্মপণ্ডিতা॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধপাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুলপ্রেমবসতির্জ্জগৎশ্রেণীলসদ্যশাঃ॥
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখী প্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা॥

টীকা।—অথ অনন্তরং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ রাধিকায়াঃ প্রবরাঃ প্রধানাঃ গুণাঃ কীর্ত্ত্যন্তে কথ্যন্তে। যথা—ইয়ং শ্রীমতী মধুরা মাধুর্য্যান্বিতা; নববয়াঃ নবযুবতী; চলাপাঙ্গা চঞ্চলকটাক্ষা; উজ্জ্বলস্মিতা সমুজ্জ্বল-

হাস্যময়ী ; চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা মনোহর-কর-পদরেখাদিভিঃ আঢ্যা সমন্বিতা ; গন্ধোন্মাদিতমাধবা স্বদেহসৌরভেণ উন্মাদিতঃ মাধবঃ কৃষ্ণো যয়া ; সংগীতপ্রবরাভিজ্ঞা সংগীতনিপুণা ; রম্যবাক্ মনোহরবচনা ; নর্ম্মপণ্ডিতা কৌতুকাদিষু বিচক্ষণা ; বিদগ্ধা সুরসিকা; পাটবান্বিতা ভগবদ্বিষয়কসুরত-কৌশলপটীয়সী ; মহাভাবপরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী ; গোকুলপ্রেমবসতিঃ ; জগৎশ্রেণী-লসদ্‌যশাঃ ত্রিভুবনব্যাপিনীকীর্ত্তিমতী ; গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা গুরুজনানাং স্নেহ-ভাগিনী ; সখীপ্রণয়িতাবশা সখীপ্রেম্না বশী-ভূতা ; কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা কৃষ্ণকান্তাসু প্রবরা ; সন্ততাশ্রবকেশবা সততং অঙ্গী-কারো কেশবে যস্যাঃ সা।

অনুবাদ।—অধুনা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রধান গুণরাজি বর্ণিত হইতেছে। তিনি মাধুর্য্যময়ী, নবযুবতী, চপলনয়না ও সমুজ্জ্বলহাস্যময়ী। তদীয় কর-পদ মনোহর সৌভাগ্যরেখায় চিহ্নিত ; তদীয় অঙ্গগন্ধে কেশবও মোহিত হইয়া থাকেন। সেই রাধা সুললিতগীতবিশারদা, তদীয় বাক্য অতীব মনোরঞ্জন, তিনি নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুকে সুদক্ষা। তিনি বিনয়বতী, করুণাময়ী, রসাভিজ্ঞা ও ভগবদ্বিষয়ক রতি-ক্রিয়ায় পটীয়সী। তিনি লজ্জাবতী, মানদা, ধৈর্য্যবতী ও গাম্ভীর্য্যবতী। তিনি বিলাস-ময়ী ও মহাভাবোৎকর্ষাভিলাষিণী। গোকুলই তদীয় প্রেমবসতিস্থল, জগৎসংসারে তদীয় কীর্ত্তি ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তিনি গুরুজনের স্নেহপাত্রী, সখীপ্রেমের বশগা, কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও একমাত্র কৃষ্ণপরায়ণা।

নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
এই মত দাস্যে দাস সখ্যে সখাগণ।
বাৎসল্যে মাতা পিতা আশ্রাবলম্বন ॥
এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ।
যৈছে রস হয় শুন তাহার লক্ষণ ॥

২৬ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং চতুর্থাদি-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাং ॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াং।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাং ॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলাং।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানানুবশ্যতাং ॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনিঃ।
প্রৌঢ়ানন্দনচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাং ॥

টীকা।—সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা রতিঃ ভক্তানাং কৃষ্ণভক্তিমতাং হৃদি রাজন্তী বিরাজন্তী সতী অনুবশ্যতাং নীয়মানা তু সতী আনন্দরূপা এব ভবতি। ভক্তানাং কিম্ভূতানাং?—ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং ভক্তি-জলেন ক্ষালিতদোষাণাং। পুনঃ প্রসন্নো-জ্জ্বলচেতসাং। পুনঃ শ্রীভাগবতরক্তানাং গোবিন্দকথাসু আসক্তানাং। পুনঃ রসিকা-সঙ্গরঙ্গিণাং রসিকানাং আসঙ্গে ভক্ত-সমাগমে রঙ্গো অনুরাগো যেষাং। পুনঃ জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াং জী-বনীভূতস্য প্রাণৈঃ সহ একীভূতস্য গোবি-ন্দস্য হরেঃ পাদে ভক্তিসুখমেব শ্রীঃ কল্যাণরূপং যেষাং। পুনঃ কীদৃশানাং?—প্রেমান্তরভূতানি কৃত্যানি এব অনুতিষ্ঠতাং অনুকুর্ব্বতাং। কৃষ্ণাদিভিঃ বিভাবাদ্যৈঃ

করণৈঃ গতৈঃ অনুভবাধ্বনি অনুভবমার্গে সাধনকালে ইত্যর্থঃ পরাং প্রবরাং প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠাং আপদ্যতে লভ্যতে।

অনুবাদ।—ভক্তিবারিতে যাঁহাদিগের দোষসমূহ প্রক্ষালিত হইয়াছে, যাঁহাদিগের অন্তর পাতকরূপ-মলশূন্য হইয়া প্রসন্ন ও সমুজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহারা ভগবৎকথায় অনুরাগী ও ভক্তসঙ্গমে ইচ্ছু, যাঁহারা প্রাণের সহিত ভগবান্‌কে একীভূত করিয়া তচ্চরণে কল্যাণকর ভক্তিসুখ প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আর যাঁহারা প্রেমের অঙ্গস্বরূপ সেবাদি আচরণ করেন, সেই সমস্ত ভক্তকুলের হৃদয়মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগলভাবসংস্কৃতা রতি সমুদিত হইয়া তাঁহাদিগের মানস বশগ করত সানন্দে প্রকাশিত হয়। সাধনকালে কৃষ্ণবর্ণাদি বিভাবসমূহ দৃষ্ট হইলে তাঁহারা চমৎকারময়ী পরমানন্দপরাকাষ্ঠা লাভ করেন।

এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে॥

২৭ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে রসসামান্যনিরূপণে স্থায়িভাবলহর্য্যাং একসপ্ততি-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তিরেবানুরস্যতে॥

টীকা।—অয়ং ভগবদ্রসঃ অভক্তৈঃ সর্ব্বথা দুরূহঃ এব তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈঃ ভক্তৈঃ এব অনুরস্যতে।

অনুবাদ।—ভগবদ্ভক্তিরূপ রস অভক্তব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে দুর্গম্য হইলেও ভগবৎপাদসর্ব্বস্ব ভক্তেরা অবহেলে তাহার আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ।
পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেম ধন॥
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে॥
তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরার লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি স্মৃতি শাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥
যুক্ত বৈরাগ্যস্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥

২৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১২।১৩)—

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যানি—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে তু যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন
কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো
নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে
প্রিয়াঃ॥

টীকা।—সর্ব্বভূতানাং অদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ, করুণশ্চ এব চ, নির্ম্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ, সমসুখদুঃখঃ, ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ, সততং লাভে হলাভেপি সন্তুষ্টঃ প্রসন্নচিত্তঃ, যোগী অপ্রমত্তঃ, যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ, ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ যঃ মদ্ভক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ। যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি, যশ্চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে, যশ্চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ হর্ষঃ স্বস্য ইষ্টলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরস্য লাভে অসহনং, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগঃ ভয়াদিনিমিত্তচিত্তক্ষোভঃ এতৈঃ মুক্তঃ, সঃ মে মম প্রিয়ঃ। অনপেক্ষঃ যদৃচ্ছয়া উপস্থিতেঽপি অর্থে নিস্পৃহঃ, শুচিঃ বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ, দক্ষঃ অনলসঃ, উদাসীনঃ পক্ষপাতশূন্যঃ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যঃ মদ্ভক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ। যঃ প্রিয়ং প্রাপ্য ন হৃষ্যতি, অপ্রিয়ং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি, ইষ্টনাশে ন শোচতি, অপ্রাপ্তং ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভপরিত্যাগী পুণ্যপাপত্যাগী, যঃ ভক্তিমান্, স মে প্রিয়ঃ। শত্রৌ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ সমঃ একরূপঃ, শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ, সঙ্গিবিবর্জ্জিতঃ কচিদপি অনাসক্তঃ, তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ, মৌনী সংযতবাক্, যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ নিয়তবাসশূন্যঃ, স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিত্তঃ, ভক্তিমান্ নরঃ, স মে প্রিয়ঃ। যে তু যথোক্তং উক্তপ্রকারং ইদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি, শ্রদ্দধানাঃ শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ, মৎপরমাঃ মৎপরায়ণাঃ ভক্তাঃ মদ্ভক্তাঃ, তে অতীব মে প্রিয়াঃ।

অনুবাদ।—সর্ব্বভূতেই যাঁহার অদ্বেষদৃষ্টি, মৈত্রীভাব ও করুণা এবং যিনি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখে যাঁহার সমানভাব ও যিনি ক্ষমাশীল, যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা, ও দৃঢ়নিশ্চয় এবং যিনি নিজ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, মদ্ভক্তিপরায়ণ ঈদৃশ ব্যক্তিই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে কোন ব্যক্তি সন্তাপ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবর্জ্জিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়।* যিনি হৃষ্ট হন না, কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি শোক করেন না, কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি শুভাশুভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তিমান্ পুরুষই আমার প্রিয়। শত্রুতে ও মিত্রে যাঁহার একদৃষ্টি,† মান ও অপমান, এতদুভয়ই যাঁহার সমান, শীত উষ্ণ ও সুখ দুঃখে সমবুদ্ধি এবং যিনি সঙ্গরহিত, নিন্দা ও স্তুতি এতদুভয়ই যাঁহার সমান,‡ যিনি মৌনী, যিনি যে কোন প্রকারেই হউক অন্নবস্ত্রলাভে সন্তুষ্ট, যিনি গৃহ-

* ইহা দ্বারাই সাত্ত্বিক ভক্তের লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে।

† প্রালব্ধানুসারে এ জগতে কেহ তাঁহার শত্রু ও কেহ তাঁহার মিত্র সংজ্ঞামাত্র ধারণ করিয়াছে, ইহা বুঝিয়া শত্রু ও মিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন।

‡ কার্য্যেরই ভাল বা মন্দ বিচার করিয়া লোকে স্তুতি বা নিন্দা করে। তজ্জনিত হর্ষ বা দুঃখ যদি "কার্য্যেরই" হউক, তাহাতে "আমি" সুখী বা দুঃখী হইব কেন?

বর্জ্জিত ও স্থিরমতি, সেই ভক্তিমান্ পুরুষই আমার প্রিয়। যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মামৃত পান করেন, সেই ভক্তিমান্ পুরুষগণ আমার অতীব প্রিয়।

২৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।২।৫)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং,
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্,
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥

টীকা।—কবয়ঃ সাধবঃ ধনদুর্ম্মদান্ধান্ কস্মাৎ ভজন্তি? তদ্ধেতুমাহ,—পথি চীরাণি কিং ন সন্তি? পরভৃতঃ অঙ্ঘ্রিপাঃ বৃক্ষাঃ ভিক্ষাং ভোজনার্থফলকুসুমাদিকং ন এব দিশন্তি ন দদাতি? সরিতঃ নদ্যঃ অপি কিং অশুষ্যন্ শুষ্কাঃ অভবন্? পানার্থসলিলং ন দিশতি ইতি তাৎপর্য্যম্। গুহাঃ পর্ব্বতকন্দরাঃ কিং রুদ্ধাঃ সন্তি? অজিতঃ ভগবান্ উপসন্নান্ আশ্রিতান্ কিং ন অবতি রক্ষতি?

অনুবাদ।—সাধুরা ধনমদান্ধ লোকের আরাধনা করিবেন কেন? জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড কি পথে পতিত থাকে না? বৃক্ষেরা কি ফলকুসুমাদি দ্বারা অপরের পোষণ করে না? তাহাদিগের সকাশে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে কি প্রাপ্ত হওয়া যায় না? সমস্ত নদীই কি শুষ্ক হইয়াছে? পর্ব্বতকন্দর কি অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? ভগবান্ কৃষ্ণ কি আশ্রিত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন না?

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা।
ভাগবত সিদ্ধান্ত প্রভু সকল কহিলা॥
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকে নিত্য স্থিতি।
ইন্দ্র আসি করিল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি॥
মৌষললীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্ধান।
কেশবাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষীহরণ আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লঞা॥
নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিক্ষাইলে যেই ব্রহ্মার অগোচর॥
তুমি যে কহিলে এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার এক বিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ॥
"মুঞি যে শিক্ষাইনু তোরে" স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরে ধরি করে।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে॥
সংক্ষেপে কহিল প্রেম-প্রয়োজন-সংবাদ।
বিস্তারি কহনে না যায় প্রভুর প্রসাদ॥
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রেমপ্রয়োজনবিচারো নাম ত্রয়োবিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ॥২৩॥

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ
স চৈতন্যো দয়াচলঃ॥

টীকা।—যঃ চৈতন্যঃ আত্মারামেতি পদ্যার্কস্য পদ্যরূপসূর্য্যস্য অর্থাংশূন্ ব্যাখ্যাকিরণান্ প্রকাশয়ন্ জগত্তমঃ জগতাং অজ্ঞানতমঃ জহার, সঃ দয়াচলঃ কৃপালুঃ চৈতন্যঃ অস্মান্ অব্যাৎ অবতু।

অনুবাদ।—যিনি আত্মারামাদি পদ্যরূপ সূর্য্যের ব্যাখ্যারূপ কিরণ প্রকাশ করত জগৎসংসারের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছেন, সেই দয়াময় চৈতন্যদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন্।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি তুমি সার্ব্বভৌমস্থানে।
এই শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১৭)—

শৌনকাদীন্ প্রতি সূতোক্তিঃ—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো
নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-
মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥*

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ॥
প্রভু কহে আমি বাতুল, আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে॥
কিবা প্রলাপিলাম তারে নাহি কিছু মনে।
তোমার সঙ্গবলে যদি কিছু হয় মনে॥
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমা সবা সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে॥
একাদশ পদ এই শ্লোক সুনির্ম্মল।
পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল॥
আত্মা শব্দে ব্রহ্ম দেহ মন যত্ন ধৃতি।
বুদ্ধি স্বভাব এই সাত অর্থ প্রাপ্তি॥

৩ শ্লোক।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাব-
ধৃতিবুদ্ধিষু প্রযত্নে চ।

টীকা।—দেহে, মনসি, ব্রহ্মণি, স্বভাবে, ধৃতৌ ধৈর্য্যে, বুদ্ধৌ জ্ঞানে, প্রযত্নে চ আত্মা এতেষু বর্ত্ততে।

অনুবাদ।—দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও যত্ন এই সকল শব্দে আত্মা প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ এই সকল শব্দে আত্মা বুঝায়।

এই সাতে রমে যেই সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আচরণ করিয়ে গণন॥
মুন্যাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি পাছে করিব মিলন।
মুনি শব্দে মননশীল আর কহে মৌনী।
তপস্বী ব্রতী যতি আর ঋষি মুনি॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

'নিগ্রর্ন্থাঃ' শব্দে কহে অবিদ্যাগ্রন্থিহীন।
বিধিনিষেধ-বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদি-বিহীন ॥
মূর্খ নীচ ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্ররিক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী নিগ্রর্ন্থ আর যে নির্ধন ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি বিশ্বে—

নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্ম্মাণনিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনে চ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহণেঽপি চ ॥

টীকা।—নিঃ শব্দ নিশ্চয়ে নিশ্চয়ার্থে, তথা নিঃ ক্রমার্থে, তথা নিঃ নির্ম্মাণ-নিষেধয়োঃ বর্ত্ততে। গ্রন্থঃ শব্দঃ ধনে, সন্দর্ভে, বর্ণসংগ্রহণে চ বর্ত্ততে।

অনুবাদ।—নিঃ শব্দ নিশ্চয়ার্থে, ক্রমার্থে, নির্ম্মাণার্থে ও নিষেধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আর গ্রন্থ শব্দ ধন, সন্দর্ভ ও বর্ণসংগ্রহ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

উরুক্রম শব্দে কহে বড় যার ক্রম।
ক্রম শব্দে কহে এই পাদবিক্ষেপণ ॥
শক্তি-কম্প পরিপাটী যুক্তিশক্ত্যে আক্রমণ।*
চরণ চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪০)—

নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—
বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ,
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং,
যস্মাত্ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পমানং ॥

টীকা।—পার্থিবানি পৃথ্বীসম্বন্ধীয়ানি রজাংসি অপি যঃ কবিঃ বিমমে গণিতবান্, নু ভোঃ ইহ সংসারে তদ্রূপঃ কতমঃ জনঃ বিষ্ণোঃ বীর্য্যগণনাং কর্ত্তুমর্হতি ? যঃ বিষ্ণুঃ অস্খলতা প্রতিঘাতরহিতেন স্বরহসা ত্রিপৃষ্ঠং চস্কম্ভ ধৃতবান্। ত্রিপৃষ্ঠং কিম্ভূতং ?—যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাৎ উরুকম্পমানং ধৃতবান্।

অনুবাদ।—ধরণীর পরমাণু গণিতে সক্ষম হইলেও তাদৃশ কোন্ ব্যক্তি ভগবানের বীর্য্যগণনা করিতে সমর্থ হয়? তিনি ত্রিবিক্রমরূপ পরিগ্রহ করিলে তদীয় অস্খলিত পাদবেগে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির আমূল যাবৎ ঘন ঘন কম্পিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনিই স্বয়ং সত্যলোকাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া চরাচর ধারণ করিয়াছিলেন।

বিভুরূপে ব্যাপে শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্য শক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম ॥
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী সৃজন।
উরুক্রম শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥

৬

তথাহি বিশ্বে—

ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং
ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ।

টীকা।—ক্রমঃ শব্দঃ শক্তৌ শক্ত্যর্থে বর্ত্ততে, পরিপাট্যাং পরিপাট্যর্থে চ বর্ত্ততে; তথা ক্রমঃ চালনকম্পয়োশ্চ ভবতি।

অনুবাদ।—ক্রম শব্দে শক্তি, পরিপাটী, চালন ও কম্প বুঝায়।

কুর্ব্বন্তি পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
কৃষ্ণসুখনিমিত্ত-ভজনে তাৎপর্য্য কহয় ॥

* শক্তি শব্দে কম্প, পরিপাটী, যুক্তি ও আক্রমণ বুঝায়।

৭ শ্লোক।

তথাহি পাণিনি—

স্বরিতঞিতোঃ কর্ত্র-
ভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে।

টীকা।—স্বরিতঞিতোঃ স্বরিতঃ ঞিতশ্চ ধাতোরাত্মনেপদং ভবতি, কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে।

অনুবাদ।—উভয়পদী ধাতুর স্বরিত-স্বর ও ঞ ইৎ হইলে ক্রিয়াফল যদি কর্ত্তা প্রাপ্ত হয়, তবে সেই সমস্ত ধাতু আত্মনে-পদী হইবে।

হেতু শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি মুখ্য এ তিন প্রকারে॥
এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার।
সিদ্ধি অষ্টাদশ, মুক্তি পঞ্চবিধাকার॥
এই যাঁহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী॥
ভক্তি শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক সাধন, প্রেমভক্তি নব প্রকার॥
রতিলক্ষণা প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা মহাভাবলক্ষণারূপা আর॥
শান্ত-ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস্য-ভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাবসীমা।
ভক্তি শব্দের কহিল এই অর্থের মহিমা॥
"ইত্থংভূতগুণঃ" শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
"ইত্থং" শব্দের ভিন্ন অর্থ "গুণঃ" শব্দের আন॥
"ইত্থম্ভূত" শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয়॥

৮ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং অষ্টাবিংশাঙ্কধৃত-হরিভক্তিসুধোদয়স্য (১৪।৩৬)—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-
বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে
ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥

টীকা।—হে ভগবন্! ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদরূপবিশুদ্ধসাগরে স্থিতস্য মে মম ব্রাহ্মাণি ব্রহ্মসম্বন্ধীনি সুখানি গোষ্পদায়ন্তে। যথা মহাসাগরে বিহরতঃ জন্তোঃ গোষ্পদজলমকিঞ্চিৎকরং তথা ব্রাহ্মসুখানি মমেতি ভাবঃ।

অনুবাদ।—হে ভগবন্! যে প্রকার মহাসাগরে বিচরণকারী জন্তুসকলের গোষ্পদজল অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, সেইপ্রকার আপনার দর্শনরূপ আনন্দসমুদ্রে বিহরণশীল আমার ব্রহ্ম-সম্বন্ধিসুখ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে।

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বেশে করে সর্ব্ব বিস্মারণ॥
ভুক্তি সুখ মুক্তি সিদ্ধি ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিকশক্তিগুণে কৃষ্ণ কৃপায় বান্ধে॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইঁহা সিদ্ধান্ত বিচার।
এই স্বভাব, গুণে যাতে মাধুর্য্যের সার॥
গুণ শব্দের অর্থ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সৎ চিৎ রূপ গুণ সর্ব্ব পূর্ণানন্দ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপপূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মাপর্য্যন্ত বদান্যতা॥
অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ।
কারও মন কোন গুণে করে আকর্ষণ॥
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে।
শুকদেবের মন হরিল লীলা শ্রবণে॥

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বো॥*

১০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১।৯)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে
উত্তম-শ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে
আখ্যানং যদধীতবান্॥

টীকা।—হে রাজর্ষে! নৈর্গুণ্যে ব্রহ্মণি পরিনিষ্ঠিতোঽপি সংস্থিতোঽপি উত্তমশ্লোকলীলয়া গৃহীতচেতাঃ আকৃষ্টমনাঃ সন্ যৎ আখ্যানং অধীতবান্।

অনুবাদ।—হে নরপতে! সৃষ্ট্যতীত নির্গুণ ব্রহ্মে অধিষ্ঠান করিয়াও উত্তম-শ্লোক ঈশ্বরের গুণলীলাদি আকর্ণনে আকৃষ্টমনা হইয়া তদীয় লীলাবন্ধ পাঠ করিয়াছি।

শ্রীঅঙ্গ রূপে হরে গোপিকার মন।
রূপগুণ শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি আকর্ষণ॥

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৫২)—

স্বসুখ-নিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-
প্যজিতরুচির-লীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ং।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং,
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥

টীকা।—স্বগুরুং শুকং নমস্কুর্ব্বন্নেব বক্তৃহৃদয়নিষ্ঠা-পর্য্যালোচনয়া সমস্তগ্রন্থ-তাৎপর্য্যং নির্দ্ধারয়তি—স্বসুখেতি। স্বস্খেনৈব নিভৃতং পূর্ণং যতো যস্য সঃ। তেনৈব ব্যুদস্তোঽন্যস্মিন্ ভাবো যস্য তথাভূতোঽপি অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রুচিরাভিলীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখধৈর্য্যং যস্য সঃ। এবম্ভূতো যঃ তত্ত্বদীপং পরমার্থপ্রকাশং শ্রীমদ্ভাগবতং কৃপয়া ব্যতনুত। অখিলবৃজিনং তাদৃশভাবস্য প্রতিকূলমুদাসীনঞ্চ সর্ব্বং হন্তীতি তং ব্যাসসূনুং শ্রীশুকদেবং নতোঽস্মি।

অনুবাদ।—যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়াছিল এবং তজ্জন্য দ্বৈতস্ফূর্ত্তি বিরত হইয়াছিল, তাদৃশ হইয়াও যিনি শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলা কর্ত্তৃক ব্রহ্মানন্দ হইতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া, কৃপা বশতঃ সর্ব্বতত্ত্ব-প্রকাশক ভাগবতপুরাণ বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সমস্ত বৃজিনহন্তা ব্যাস-নন্দন শুকদেবকে আমি প্রণাম করি।

১২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৯)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যম্—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ-ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য,
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবামো দাস্যঃ॥

টীকা।—তব অলকাবৃতং মুখং বীক্ষ্য অবলোক্য দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগঞ্চ বীক্ষ্য, শ্রিয়ৈকরমণং বক্ষশ্চ বিলোক্য তব দাস্যঃ ভবামঃ। মুখং পুনঃ কিম্ভূতং?—

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুণ্ডলশ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধং; পুনশ্চ হসিতাবলোকং।

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ! ত্বদীয় বদনমণ্ডল অলকাবিভূষিত, গণ্ডদ্বয়ে কুণ্ডলশ্রী বিরাজ করিতেছে; অধর পীযূষমণ্ডিত; নেত্রপদ্মে সস্মিত দর্শন; ত্বদীয় বাহুযুগল অভয় প্রদান করিতেছে; বক্ষঃপ্রদেশ লক্ষ্মীর রতিস্থল; আমরা এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া তোমার দাসী হইতে বাসনা করিয়াছি।

১৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫২।২৮)—

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য রুক্মিণীবাক্যম্—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে,
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপং।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং,
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥

টীকা।—হে ভুবনসুন্দর! হে অঙ্গ! হে অচ্যুত! তে তব গুণান্ শ্রুত্বা আকর্ণ্য মে মম চিত্তং অপত্রপং নির্লজ্জং সৎ ত্বয়ি আবিশতি আসক্তং ভবতি। গুণান্ কিম্ভূতান্?—শৃণ্বতাং কর্ণবিবরৈঃ নির্বিশ্য তাপং হৃদয়তাপং হরতঃ। রূপং কিম্ভূতং?—দৃশিমতাং চক্ষুষ্মতাং দৃশাং অখিলার্থলাভং।

অনুবাদ।—কৃষ্ণসকাশে রুক্মিণী সতী পত্র প্রেরণ করিতেছেন,—হে ভুবনসুন্দর! হে প্রিয়! হে অচ্যুত! ত্বদীয় গুণ যে শ্রবণ করে, ঐ গুণ তাহার শ্রুতিপুট দ্বারা অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নিখিল মনস্তাপ দূর করিয়া দেয়, আর ত্বদীয় রূপ দর্শনে নেত্রের অখিলার্থ কৃতার্থ করে। মদীয় চিত্ত তোমার এই গুণ ও রূপ শ্রবণপূর্ব্বক নির্লজ্জভাবে তোমাতেই অনুরক্ত হইতেছে।

বংশীগীতে হরে লক্ষ্যাদিকের মন।
যোগ্যভাবে জগতের যত যুবতীর গণ॥

১৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৬।৩২)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যম্—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো,
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥*

১৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৭)—

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যম্—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

টীকা।—হে অঙ্গ! তে তব কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতা সতী কা স্ত্রী ত্রিলোক্যাং ত্রিভুবনে আর্য্যচরিতাৎ স্বকুলধর্ম্মাৎ ন চলেৎ? ত্রৈলোক্যসৌভগং ত্রিভুবনসুন্দরং ইদং তব রূপং নিরীক্ষ্য যদ্ যতঃ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকানি অবিভ্রন্ ধৃতবন্তঃ।

অনুবাদ।—হে প্রিয়! ত্বদীয় সুধাসিক্ত, মধুরপদসমন্বিত বংশীনাদ শুনিয়া বিমুগ্ধ হইলে ত্রিভুবনতলে কোন্ নারী

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বীয় কুলধর্ম্ম হইতে বিচলিতা না হয়? কেননা, ত্বদীয় ত্রিভুবনমোহন রূপ দেখিয়া ধেনু, হরিণ, তরুলতা ও পক্ষী প্রভৃতিও পুলকে পূরিত হইল।

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ।
দাস্ত সখ্যাদি ভাবে পুরুষাদিগণ॥
পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ॥

১৬ শ্লোক।

তথাহি পূর্ব্বশ্লোকস্য পরার্দ্ধম্—

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং।
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

হরি শব্দে নানার্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন॥
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ॥

১৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।১৮)—

উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—
যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ
করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তি-
রুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

টীকা।—হে উদ্ধব! সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ প্রজ্বলিতশিখঃ অগ্নিঃ যথা এধাংসি ভস্মসাৎ করোতি, তথা মদ্বিষয়া ভক্তিঃ এনাংসি কৃৎস্নশঃ ভস্মসাৎ করোতি।

অনুবাদ।—হে উদ্ধব! প্রদীপ্তশিখ অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়া ভক্তি অখিল পাতকপুঞ্জ ভস্মসাৎ করিয়া দেয়।

তবে করে ভক্তি বাধক কর্ম্ম বিদ্যা নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ॥
নিজ গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ ঐছে তাঁর গুণ॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন।
হরি শব্দের এই মুখ্য করিল লক্ষণ॥
অপি চ দুই শব্দ অব্যয় হয়।
যেই অর্থ লাগাইয়ে সেই অর্থ হয়॥
তথাপি চকারের কহে মুখ্য অর্থ সাত।
অপি শব্দে মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত॥

১৮ শ্লোক।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণে ব্যবধারণে॥

টীকা।—চ শব্দঃ অন্বাচয়ে, সমাহারে সমূহে, অন্যোন্যার্থে ইতরেতরসংযোগে, সমুচ্চয়ে, যত্নান্তরে তথা পাদপূরণে, ব্যবধারণে চ বর্ত্ততে।

অনুবাদ।—চ শব্দ দ্বারা অন্বাচয় অর্থাৎ একতরপ্রাধান্য, সমূহ, ইতরেতরযোগ, সংযোগ, যত্নবিশেষ, পাদপূরণ ও অবধারণ বুঝায়।

১৯ শ্লোক।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

অপিসম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্কাগর্হা-সমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ॥

টীকা।—অপি শব্দঃ সম্ভাবন-প্রশ্নশঙ্কা-গর্হাসমুচ্চয়ে, তথা যুক্তপদার্থেষু, কামচার-ক্রিয়াসু চ বর্ত্ততে।

অনুবাদ।—অপি শব্দ দ্বারা সম্ভাবনা, প্রশ্ন, ভয়, নিন্দা, সংযোগ, উহ্যার্থ ও যথেচ্ছ ক্রিয়াসম্পাদন বুঝায়।

এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ করি যথা যে লাগয়॥
ব্রহ্ম শব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব্ব বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যাঁর সম।

২০ শ্লোক।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে (১২।৩৫)—

বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।

টীকা।—বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তৎপদং পরমং ব্রহ্ম বিদুঃ, বুধা ইতি শেষঃ।

অনুবাদ।—যিনি বৃহত্তম ও ব্যাপক, বুধগণ তাঁহাকেই পরমব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

২১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৪)—

শ্রীধরস্বামিতন্ত্রম্—

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ।

টীকা।—আততত্বাৎ মাতৃত্বাচ্চ হরিঃ পরমঃ আত্মা হি উচ্যতে।

অনুবাদ।—যিনি বিস্তৃত ও মাতা অর্থাৎ সকলের সাক্ষিস্বরূপ, সেই হরিই পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত।

সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্।
অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহা বিনা নাই আন॥

২২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥*

সেই দুই তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তিনকালে সত্য সেই শাস্ত্র প্রমাণ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩২)—

ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং॥*

আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্ব-স্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ॥

২৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৪)—

শ্রীধরস্বামিধৃততন্ত্রম্—

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ॥

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞানযোগে ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ॥
তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবত্ত্বে প্রকাশে॥

২৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥†

ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্যামী কয়॥
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্যামী স্বরূপেতে ভাসে॥
রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুই রূপ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রকাশ দুইত স্বরূপ॥
রাগভক্তে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায়॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।১৬)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্
দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং
যথা ভক্তিমতামিহ ॥*

২৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।২৫)—

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা,
দূরে যমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥

টীকা।—নঃ অস্মাকং উপরি উপরি-স্থিতং যচ্চ স্থানং হি নিশ্চিতং ব্রজন্তি। তে কে ?—অনিমিষাং সুরাণাং ঋষভানুবৃত্ত্যা দূরে যমাঃ। পুনঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ বাঞ্ছনীয়শীলাঃ, কিঞ্চ, ভর্ত্তুঃ গোবিন্দস্য সুযশসঃ মিথঃ পরস্পরং কথনানুরাগ-বৈক্লব্যবাষ্পকলয়াঃ পুলকীকৃতাঙ্গাঃ।

অনুবাদ।—ব্রহ্মা কহিলেন, নিখিল সুরগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ গোবিন্দের আরাধনা করাতে যাঁহাদিগের সকাশ হইতে যম দূরে পলায়ন করিয়াছে; যাঁহাদিগের করুণস্বভাব সকলের স্পৃহণীয়, যাঁহারা একত্র উপবেশনপূর্ব্বক অনুরাগসহকারে হরির কীর্ত্তিকাহিনী পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে বিবশ হইয়া পড়েন, নেত্রবারি বিসর্জ্জন করেন ও রোমাঞ্চিত হন, হে সুরগণ! শ্রবণ কর, তাঁহারা আমাদিগের উপরিতন ধামে গমন করিতে সমর্থ।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধপ্রকার।
অকাম মোক্ষকাম সর্ব্বকাম আর ॥

২৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১০)—

পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা
মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন
যজেত পুরুষং পরং ॥*

বুদ্ধিমানে অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥
অজা-গলস্তন ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥

২৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (৭।১৬)—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং
জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী
জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

টীকা।—হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ পুণ্যবন্তঃ মাং ভজন্তে। তে কে ?—আর্ত্তঃ চৌরব্যাঘ্রাদিনা অভিভূতঃ; জিজ্ঞাসুঃ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সুঃ, অর্থার্থী ধর্ম্মার্থেচ্ছুঃ; জ্ঞানী আত্মজ্ঞশ্চ।

অনুবাদ।—হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! চৌর-ব্যাঘ্রাদি দ্বারা অভিভূত, তত্ত্ব-জ্ঞানাভিলাষী, অর্থেচ্ছু ও আত্মজ্ঞানী, এই

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্বিধ পুণ্যশীল ব্যক্তিরাই আমাকে ভজনা করে।

আর্ত্তার্থার্থী দুই সকাম-ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু জ্ঞানী দুই মোক্ষকাম মানি ॥
এই চারি সুকৃতি হয়ে মহা ভাগ্যবান্।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধ ভক্তিমান্ ॥
সাধুসঙ্গকৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥

৩০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১০।১১)—

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো
হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য
সকৃদাকর্ণ্য রোচনং ॥

টীকা।—যস্য গোবিন্দস্য রোচনং রুচিজনকং তথা কীর্ত্ত্যমানং যশঃ সকৃৎ আকর্ণ্য শ্রুত্বা বুধঃ পণ্ডিতঃ সৎসঙ্গং হাতুং ন উৎসহতে। বুধঃ কিম্ভূতঃ ?—সৎসঙ্গাৎ সাধুসঙ্গাদ্ধেতোঃ মুক্তদুঃসঙ্গঃ।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গগুণে বিষয়রূপ কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সাধুবদনে গীয়মান হরিরুচিকর কীর্ত্তিকথা একবারমাত্র শুনিলেই আর সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না; সুতরাং তাঁহাদিগের (পাণ্ডবগণের) হরি-বিরহ ঐপ্রকার অসহনীয় হওয়া বিচিত্র নহে।

দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণে ভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥

৩১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র
পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু
শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি-
কৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥*

প্র শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
এক শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছে ব্যাখ্যান ॥
সকামভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছায় পিধান ॥†

৩২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৮)—

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতোনৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং ॥‡

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে সব ছাড়য় করে কৃষ্ণে ভাব ॥
আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব ॥
শ্লোক ব্যাখ্যা লাগি এই করিল আভাষ।
এবে কহি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† ইচ্ছায় অর্থাৎ কামনায় বা মুক্তীচ্ছায়, পিধান অর্থাৎ আচ্ছাদন।

‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানমার্গে উপাসক দুই ত প্রকার।
কেবল ব্রহ্মোপাসক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর॥
কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক ব্রহ্মময় প্রাপ্তব্রহ্মলয়।
ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তিসাধন করে এই প্রাপ্তব্রহ্মলয়॥
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্মে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন॥

৩৩ শ্লোক।

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবিষ্টীববাখ্যায়াং
ধৃতশ্রুতিঃ—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তীত্যাদি।

টীকা।—মুক্তাঃ ঋষয় অপি লীলয়া সহ বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি ইত্যাদি।

অনুবাদ।—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত মুক্ত মুনিগণও লীলাসহ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি ভাবনা করিয়া গোবিন্দের উপাসনা করেন।

জন্ম হৈতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয়॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণ কৃপা-সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন॥

৩৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥*

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি স্মরণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন॥

৩৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১১)—

সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যম্—

হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥

টীকা।—ভগবান্ বাদরায়ণিঃ শুকদেবঃ হরেঃ গোবিন্দস্য গুণাক্ষিপ্তমতিঃ সন্ পশ্চাৎ মহদাখ্যানং অধ্যগাৎ। সঃ কিম্ভূতঃ?—বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ভক্তজনপ্রিয়ঃ।

অনুবাদ।—বৈষ্ণবপ্রিয় ভগবান্ শুকদেব হরিগুণে আকৃষ্টমনা হইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ হরিলীলাপূর্ণ বিস্তৃত আখ্যান পাঠ করিয়াছিলেন।

নব যোগেশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি শিব নারদ মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তিবিবরণ॥

৩৬ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তিলহর্য্যাং
সপ্তম-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং,
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং,
যোগেন্দ্রাঃ পুলকভৃতো ন বাপ্যবাপুঃ॥

টীকা।—শ্রুতিজ্ঞাঃ বেদদর্শিনিঃ নব যোগেন্দ্রাঃ ঋষভতনয়াঃ কমলভুবঃ ব্রহ্মণঃ গোষ্ঠীং প্রবিশ্য শ্রুতিশিরসাং কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ অপি যদুপুরসঙ্গমায় পুলকভৃতঃ সন্তশ্চ উত্তুঙ্গং রঙ্গং প্রেমানন্দং অবাপুঃ।

অনুবাদ।—বেদপারদর্শী নবযোগেন্দ্র ব্রাহ্মণগোষ্ঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ শুনিয়াও শ্রীহরির সঙ্গমলাভার্থ পুলকাঙ্গ হইয়া অত্যুন্নত আনন্দসুখ বোধ করিতে লাগিলেন।

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিনপ্রকার।
মুমুক্ষু জীবন্মুক্ত প্রাপ্তস্বরূপ আর॥
মুমুক্ষু জগতে অনেক সংসারী জন।
মুক্তি লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন॥

৩৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।২৬)—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

টীকা।—মুমুক্ষবঃ মোক্ষমিচ্ছবঃ ঘোররূপান্ তমোগুণযুক্তান্ ভূতপতীন্ হিত্বা অথ অনসূয়বঃ দেবতান্তরাপবাদকাঃ সন্তঃ শান্তাঃ শান্তিগুণবিশিষ্টাঃ নারায়ণকলাঃ ভবন্তি।

অনুবাদ।—মুমুক্ষু জন ভীষণাকার পিতৃপ্রজেশাদি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অথচ অন্য দেবতার অপবাদ না করিয়া প্রশান্তমূর্ত্তি নারায়ণকলার আরাধনা করেন।

সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজন করায় মুমুক্ষা ছাড়ায়॥

৩৮ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং বষ্ঠাঙ্কধৃতো হরিভক্তিসুধোদয়সা (১।৫০)—

অহো মতাত্মন্ বহুদোষদৃষ্টোঽ-
প্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন,
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা॥

টীকা।—হে মহাত্মন্! এষঃ ভবঃ রুদ্রঃ বহুদোষদৃষ্টোঽপি একেন গুণেন ভাতি শোভতে; যেন সুখাবহেন সৎসঙ্গমাখ্যেন গুণেন অদ্য নঃ অস্মাকং মুমুক্ষা কৃশা ভবতি; অহো বিচিত্রং।

অনুবাদ।—হে মহাত্মন্! রুদ্রদেবের নানাদোষ লক্ষিত হইলেও একটী গুণ বিদ্যমান আছে। কি বিস্ময়ের বিষয়, আনন্দাবহ সাধু-সঙ্গাখ্য ঐ গুণপ্রসাদে আজি আমাদিগের মোক্ষকামনা লঘু হইয়া যাইতেছে।

নারদের সঙ্গে সৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন॥
কৃষ্ণের দর্শনে কারো কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁহার পায়॥

৩৯ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ শান্তভক্তিলহর্য্যাং ত্রয়োদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি
বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা
গতো বত চিরং কালঃ॥

টীকা।—অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ ঘনীভূতানন্দবিগ্রহে পরমাত্মনি ঈশ্বরে বৃষ্ণিপত্তনে আত্মারামতয়া স্ফুরতি সতি খেদে মে মম চিরং কালঃ বৃথা গতঃ।

অনুবাদ।—হায়! প্রভুর এরূপ সুখঘন ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ আত্মারামাকারে প্রকাশিত থাকিতেও আমার চিরকাল বিফলে নষ্ট হইল।

জীবন্মুক্ত অনেক সেও দুই ভেদ জানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি॥

ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত সেই গুণে কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে মজে ॥

৪০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥*

৪১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু
মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥†

৪২ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তি-
লহর্য্যাং (২০) অঙ্কে—
তথাচ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।২৩)—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ,
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন,
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥‡

ভক্তি বলে প্রাপ্ত স্বরূপদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ পায় ॥

৪৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১০।৬)—

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ
মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ

টীকা।—অস্য আত্মনঃ অনু পশ্চাৎ শক্তিভিঃ সহ শয়নং লয়ঃ নিরোধঃ কথ্যতে। অন্যথারূপং হিত্বা পরিহারস্বরূপেণ স্বরূপ-স্থিতিঃ মুক্তিঃ উচ্যতে।

অনুবাদ।—যখন ভগবান্ মহাপ্রলয়-সময়ে যোগনিদ্রা আশ্রয় করেন, তখন জীবের আত্মোপাধির সহিত যে লয় হয়, তাহাকে নিরোধ কহে; আর অবিদ্যা-রোপিত অহঙ্কার প্রভৃতি বিসর্জ্জন করত বিশুদ্ধ জীবস্বরূপে যে অবস্থিতি, তাহাকে মুক্তি কহে।

কৃষ্ণ-বহির্মুখ-দোষে মায়া হৈতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখ-ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয় ॥

৪৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং,
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥*

৪৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি
তে ॥†

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
ভক্ত্যে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয় ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪৬ শ্লোক।

*তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥*

৪৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদংঘ্রয়ঃ ॥†

৪৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ
পৃথক্ ॥‡

৪৯ শ্লোক।

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদানির্ত্তাববাাখ্যায়াং
বৃহচ্ছ্রুতিঃ—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।¶

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্ পৃথক্ চকার ইহার অপির অর্থ হয় ॥
আত্মারামাশ্চ অপি করে কৃষ্ণে অহৈতুকী।
মুনয়ঃ সন্ত ইতি কৃষ্ণ মননে আসক্তি ॥

নির্গ্রন্থা অবিদ্যাহীন, কেহ বিধিহীন।
যাহা সেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন ॥
চ শব্দে করি যদি ইতরের অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ ॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ করি বার ছয়।
পঞ্চ আত্মারাম ছয় চকারে লুপ্ত হয় ॥
এক আত্মারাম শব্দ অবশেষে রহে।
এক আত্মারাম শব্দে ছয় জনে কহে ॥

৫০ শ্লোক।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

সরূপাণামেকশেষ এক-
বিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ
রামা ইতিবৎ ॥

টীকা।—একবিভক্তৌ সরূপাণাং একশেষঃ এব শিষ্যতে। উক্তার্থানাং অপ্রয়োগঃ ভবতি।

অনুবাদ।—মুহুর্মুহুঃ কোন বিভক্তিতে এক শব্দের প্রয়োগ হইলে তাহার একমাত্র অবশেস থাকে, আর সেই অর্থে প্রযুক্ত হয় না। যেমন,—রাম, রাম, রাম, এই তিন রাম শব্দ প্রযুক্ত হইলে একটীমাত্রই অবশেষ থাকিবে।

তবে যে চকার সে সমুচ্চয় কয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণকে ভজয় ॥
নির্গ্রন্থা অপি এই অপি সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথম করিলা ব্যাখ্যানে ॥
অন্তর্যামী উপাসক আত্মারাম কয়।
সেই আত্মারাম যোগী দুই ভেদ হয় ॥
সগর্ভ নিগর্ভ এই হয় দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
¶ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৫১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।২।৮)—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে,
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥

টীকা।—কেচিৎ জনাঃ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে স্বশরীরস্য অন্তর্মধ্যে যৎ হৃদয়ং তত্র যঃ অবকাশঃ তস্মিন্ বসন্তং প্রাদেশমাত্রং পুরুষং ধারণয়া স্মরন্তি। পুরুষং কিম্ভূতং?—কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং।

অনুবাদ।—কেহ কেহ নিজ শরীর-মধ্যগত হৃদয়াকাশস্থিত প্রাদেশপ্রমিত পুরুষকে চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপে মনে মনে ধারণা করত ভাবনা করেন।

৫২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৮।৩৪)—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো,
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্‌ক্তে ॥

টীকা।—এবং ভগবতি হরৌ প্রতিলব্ধভাবঃ ভক্ত্যা করণয়া দ্রবদ্ধৃদয়ঃ; প্রমোদাৎ উৎপুলকঃ রোমাঞ্চিতঃ; ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানঃ সন্ অপি তৎচিত্তবড়িশং শনকৈঃ বিযুঙ্‌ক্তে।

অনুবাদ।—এইপ্রকার ধ্যানমার্গে নিরত যোগীর ভগবানে প্রেমসঞ্চার হয়, ভক্তিতে হৃদয় দ্রব হইয়া যায় এবং প্রমোদ জন্য দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে; তৎকালে তিনি উৎকণ্ঠাজনিত অশ্রুকলা দ্বারা সুখসাগরে মগ্ন হয়েন। তাহাতে বড়শী যেরূপ মৎস্য বিদ্ধ করিতে গিয়া বিযুক্ত হয়, সেইরূপ দুর্বিগাহ ভগবানের গ্রহণ-বিষয়ে তদীয় মানস শনৈঃ শনৈঃ অক্ষম হইয়া শিথিলপ্রয়াস হয়।

যোগারুরুক্ষু যোগারূঢ় প্রাপ্তসিদ্ধ আর।
দুঁহে তিন ভেদ হয় ছয়প্রকার ॥

৫৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৬।৩)—

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং
কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব
শমঃ কারণমুচ্যতে ॥

টীকা।—যোগং জ্ঞানযোগং আরুরুক্ষোঃ আরোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ মুনেঃ কর্ম্মকারণং উচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ; যোগারূঢ়স্য তস্যৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্য শমঃ সমাধিঃ কারণমুচ্যতে।

অনুবাদ।—যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, যোগসাধনের পক্ষে কর্ম্মই তাঁহার কারণস্বরূপ এবং যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসই পরম সাধন।

৫৪ শ্লোক।

তথাচ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৬।৪)—

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥

টীকা।—যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়ভোগ্যেষু কর্ম্মসু ন অনুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি, তদা সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী

আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ সঙ্কল্পান্ সন্ন্যসিতুং শীলং যস্য সঃ যোগারূঢ় উচ্যতে।

অনুবাদ।—যখন সাধক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত, এবং সমস্তপ্রকার সঙ্কল্পবর্জ্জিত হয়েন, তখনই তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়।

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া॥
চ শব্দে অপির অর্থ ইহাও করয়।
মুনি নিগ্রর্ন্থ শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয়॥
উরুক্রমে অহৈতুকী কাঁহা কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ॥
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
শান্তভক্ত করি তবে কহি তার নাম॥
আত্মা শব্দে মন কহে, মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেহ ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে॥

৫৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৪)—

উদরমুপাসতে ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ,
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥

টীকা।—ঋষিবর্ত্মসু যে কূর্পদৃশঃ, তে উদরং মণিপুরাধিষ্ঠিতং ব্রহ্ম উপাসতে ভজন্তে। আরুণয়স্তু হৃদয়ং হৃদ্যধিষ্ঠিতং দহরং সূক্ষ্মমেব উপাসতে। হৃদয়ং কিম্ভূতং?—পরিসরপদ্ধতিং পরিতঃ সর্ব্বতঃ সরন্তি পরিসরাঃ নাড়ীসমূহাঃ তাসাং পদ্ধতিং। ততঃ ভো অনন্ত! তব ধাম শিরঃ মূর্দ্ধানং উদগাৎ। ধাম কিম্ভূতং?—যৎ সমেত্য লব্ধা পুনঃ ইহ কৃতান্তমুখে সংসারে ন পতন্তি।

অনুবাদ।—তাপসগণমধ্যে স্থূলদর্শী ঋষিরা জঠরদেশমধ্যে মণিপুরস্থিত ব্রহ্মের চিন্তা করিয়া থাকেন; আরুণিরা হৃৎ-প্রদেশস্থ নাড়ীপথে সূক্ষ্মব্রহ্মের আরাধনা করেন। হে অনন্ত! তৎপরে তাঁহারা ত্বদীয় উপলব্ধিস্থল শিরঃপ্রদেশে উপনীত হন; তথায় গমন করিলে আর ভববন্ধনে বন্দীভূত হইতে হয় না।

এই কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হঞা॥
আত্মা শব্দে যত্ন কহে যত্ন করিয়া।
মুনয়োঽপি ভজে কৃষ্ণ নির্গ্রন্থ হঞা॥

৫৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫।১৮)—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো,
ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং,
কালেন সর্ব্বত্র গম্ভীররংহসা॥

টীকা।—কোবিদঃ পণ্ডিতঃ তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত যত্নবান্ ভবেৎ; যৎ বস্তু উপর্য্যধঃ ভ্রমতাং বিচরতাং জীবানাং ন লভ্যতে ন প্রাপ্যতে। গভীররংহসা মহা-বেগবতা কালেন তৎ বিষয়সুখং অন্যতঃ এব সর্ব্বত্র দুঃখবৎ লভ্যতে।

অনুবাদ।—উর্দ্ধে ব্রহ্মধাম ও অধো-ভাগে স্থাবর লোক পর্য্যন্ত বিচরণ করি-য়াও যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার জন্যই যত্নবান্ হইবেন। যেরূপ চেষ্টা ভিন্ন দুঃখপ্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ

কালচক্রের গতিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে পূর্ব্ব-কর্ম্মফলে বিষয়সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৫৭ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চমাঙ্কধৃতনারদীয়ম্—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥*

চ শব্দ অপি অর্থে, অপি অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥

৫৮ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যনিরূপণে ত্রয়োবিংশতি-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥

টীকা।—ইতি এবম্প্রকারেণ সা ভক্তিঃ দ্বিধা সুদুর্ল্লভা দুষ্প্রাপ্যা স্যাৎ। আদৌ অনাসঙ্গৈঃ আসক্তিবিহীনৈঃ সাধনৌঘৈঃ সুচিরাৎ বহুদিনং বাপ্য অলভ্যা; ততঃ হরিণা চ আশু ত্বরিতং অদেয়া।

অনুবাদ।—এই প্রকারে বহুদিন আসক্তিরহিত হইয়া সাধন করিলেও ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বিশেষতঃ প্রভুও ইহা আশু দেন না, এই জন্য ঐ হরিভক্তি দুই প্রকারেই সুদুষ্প্রাপ্য হইতেছে।

৫৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং
ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং
যেন মামুপযান্তি তে॥*

আত্মা শব্দে ধৃতি কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।
ধৈর্য্যবন্ত এবে হঞা করয়ে ভজনে॥
মুনি শব্দে পক্ষী ভৃঙ্গ নিগ্রর্ন্থ মূর্খ জন।
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দুহাঁর ভজন॥

৬০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৪)—

বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং—

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্,
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্,
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥

টীকা।—ভো অম্ব! হে জননি! অস্মিন্ বনে যে বিহগাঃ সন্তি, তে প্রায়ঃ মুনয়ঃ ভবিতুমর্হন্তি। বত বিস্ময়ে। কুতঃ?—কৃষ্ণেক্ষিতং যথা স্যাত্তথা রুচির-প্রবালান্ মনোহরনবপল্লবান্ দ্রুমভুজান্ তরুশাখাঃ আরুহ্য তদুদিতং হরিণা প্রকটিতং কলবেণুগীতং মোহন-বংশীগীতং কেনাপি আনন্দেন মীলিতদৃশঃ তথা বিগতান্যবাচঃ সন্তঃ শৃণ্বন্তি।

অনুবাদ।—হে জননি! কি বিস্ময়ের বিষয়! যে সকল পক্ষীরা এই কাননে অবস্থিতি করিতেছে, বোধ হইতেছে, তাহারা মুনি হইবার যোগ্য; কেননা, তাহারা সুন্দর নবপল্লবাবৃত বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইয়া হরিদর্শন করিতে করিতে যেন কতই আনন্দে নিমগ্ন হওত মুদিত-নেত্রে ও নীরবে মোহন বংশীগীত শুনিতেছে।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৬১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৫।৬)—

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং,
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা,
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবং ॥

টীকা।—হে আদিপুরুষ! হে অনঘ! এতে অলিনঃ ভৃঙ্গাঃ তব অখিললোকতীর্থং সমস্তলোকানাং পাবনং যশঃ গায়ন্তে; তব অনুপথং ভজন্তে; প্রায়ঃ অমী ভবদীয়মুখ্যাঃ মুনিগণাঃ বনে গূঢ়মপি আত্মদৈবং স্বীয়াভীষ্টং ত্বাং ন জহতি।

অনুবাদ।—হে আদিপুরুষ! হে অনঘ! এই সমস্ত ভ্রমরেরা ত্বদীয় নিখিল-লোকপাবন যশোগান করিয়া তোমারই অনুসরণ করিতেছে; আমার বোধ হয়, ইহারা ত্বদীয় আরাধকপ্রবর সেই সকল ঋষি; তুমি উহাদিগের অভীষ্টদেব; এই হেতু তুমি নরবেশে গোপনে বনমধ্যে আসিয়াছ দেখিয়া উহারাও তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না।

৬২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৫।৬)—

সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা,
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥

টীকা।—সরসি সারসহংসবিহঙ্গাঃ চারুগীতহৃতচেতসঃ মনোহরসংগীতেন আকৃষ্টমানসাঃ সন্তঃ এত্য হন্ত খেদে যতচিত্তাঃ তথা মীলিতদৃশঃ, তথা তু ধৃতমৌনাশ্চ সন্তঃ হরিং উপাসত।

অনুবাদ।—তৎকালে সেই সরোবরে সারস, হংস প্রভৃতি পক্ষীরা মনোহর সংগীতে আকৃষ্ট হইয়া আগমন করত একাগ্রমনে নিমীলিতনেত্রে ও নীরবে কৃষ্ণসকাশে উপবিষ্ট হইত।

৬৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৪।১৭)—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা,
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ,
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

টীকা।—কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশাঃ আভীরশুহ্মাঃ যবনাঃ খসাদয়ঃ অন্যে চ যে পাপাঃ যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি, তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে ভগবতে নমঃ।

অনুবাদ।—কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস প্রভৃতি পাপজাতি ও যাহারা কর্ম্মদোষে পাতক-স্বরূপ হইয়াছে, তাহারাও যে প্রভুর শরণাগতের শরণ গ্রহণ করিলে পবিত্র হয়, সেই প্রভাববান্ ভগবান্‌কে প্রণাম করি।

কিংবা ধৃতি শব্দে নিজ পূর্ণাদি জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তম প্রাপ্তে মহাপূর্ণ হয় ॥

৬৪ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারিলহর্য্যাং ষষ্টিতম-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানং
দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থা-
নভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥

টীকা।—দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ করণৈঃ যৎ পূর্ণতাজ্ঞানং, তৎ ধৃতিঃ স্যাৎ। সা তু অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ।

অনুবাদ।—সকলপ্রকার দুঃখের অভাব হইয়া ভগবৎপ্রেমপ্রাপ্তি হইলে যে পূর্ণতা-জ্ঞান হয়, তাহাকেই ধৃতি কহে। ধৃতি প্রাপ্ত হইলে অভিলষিতার্থ, অতীত ও অপহৃত বিষয়ের অপ্রাপ্তিজনিত শোকাদি থাকে না।

কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবাপূর্ণানন্দপ্রবীণ॥

৬৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৬৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে
সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ
কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতং॥*

৬৬ শ্লোক।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোকঃ—

হৃষীকেশে হৃষীকাণি
যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি
সংসারে জীবচঞ্চলে॥

টীকা।—হি নিশ্চিতং হৃষীকেশে গোবিন্দে যস্য হৃষীকাণি ইন্দ্রিয়াণি স্থৈর্য্য-গতানি সন্তি, স এব জনঃ জীবচঞ্চলে ক্ষণস্থায়িনি সংসারে ধৈর্য্যং আপ্নোতি লভতে।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবানে স্থিরগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, এই অনিত্য সংসারে তিনিই ধৈর্য্যলাভ করিয়াছেন।

চ অবধারণে ইহা অপি সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষী মূর্খচয়ে॥
আত্মা শব্দে বুদ্ধি কহে বুদ্ধি বিশেষ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ॥
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুইত প্রকার।
পণ্ডিত মুনিগণ নির্গ্রন্থ মূর্খ আর॥
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে বিচারে রতি বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি কৃষ্ণভক্তি করে কৃষ্ণ-পায়॥

৬৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৮)—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

টীকা।—অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ উৎ-পত্তিস্থানং, মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, ইতি মত্বা বুধাঃ পণ্ডিতাঃ ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তাঃ সন্তঃ মাং ভজন্তে।

অনুবাদ।—বুধগণ আমাকে জগতের উৎপত্তির হেতু ও আমা হইতেই বুদ্ধি প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে জানিয়া প্রীতি-সহকারে আমার ভজনা করেন।

৬৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪৬)—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং,
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

টীকা।—যদি অদ্ভুতক্রমপরায়ণশীল-শিক্ষাঃ ভবন্তি, তদা তে স্ত্রীশূদ্রহূনশবরাঃ পাপজীবাঃ অপি তথা তির্য্যগ্জনাঃ গজ-

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শারিকাহংসাদয়ঃ অপি বৈ দেবমায়াং বিদন্তি অতিতরন্তি চ। যে শ্রুতধারণাঃ, তে কিমু বক্তব্যং।

অনুবাদ।—ভগবদ্ভক্তজনের চরিত পাঠ করিলে স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর ইত্যাদি পাপজাতি এবং গজশারিকাদি তির্য্যগ্-জাতিও যখন দেবমায়া জ্ঞাত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করে, তখন যাঁহারা ভগবানের রূপাদি ধারণা করিতে সমর্থ, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ?

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ-পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায় ॥

৬৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং
ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং
যেন মামুপযান্তি তে ॥*

সৎসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভাগবত নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধনপ্রধান ॥
এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ॥

৭০ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং সপ্তাশীতি শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্
শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ
সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥†

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥

৭১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা
মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন
যজেত পুরুষং পরং ॥*

ভক্তিপ্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করয়ে গুণে আকর্ষিয়া ॥

৭২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)—

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥†

৭৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৮)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং ॥‡

আত্মা শব্দে স্বভাব কহে, তাতে যেই রমে।
আত্মারাম জীব যত স্থাবর জঙ্গমে ॥
জীবের স্বভাব কৃষ্ণে দাস অভিমান।
দেহে আত্মা জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥
চ শব্দে এব অর্থ অপি শব্দ সমুচ্চয়ে।
আত্মারাম এব হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

এই জীব সনকাদি সব মুনিজন।
নিগ্রন্থ মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ ॥
ব্যাস শুক সনকাদ্যের প্রসিদ্ধ ভজন।
নিগ্রন্থ স্থাবরাদ্যের শুন বিবরণ ॥
কৃষ্ণকৃপাদি হেতু হৈতে স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাহারে ভজয় ॥

৭৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।৮)—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নাদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োঽপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥

টীকা।—অদ্য ইয়ং ধরণী বৃন্দাবনস্থলী ধন্যা সার্থকজন্মা স্যাৎ; তৃণবীরুধঃ ত্বৎ-পাদস্পৃশঃ তথা দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ নখস্পৃষ্টাঃ সত্যঃ ধন্যাঃ সন্তি; নদ্যঃ সরিতঃ, অদ্রয়ঃ পর্ব্বতাঃ, খগমৃগাঃ পক্ষিণঃ পশবশ্চ, সদয়াবলোকৈঃ ত্বদীয়সদয়দর্শনৈঃ ধন্যাঃ সন্তি। শ্রীঃ লক্ষ্মীরপি যৎস্পৃহা, তেন তব ভুজয়োঃ অন্তরেণ বক্ষসা গোপ্যঃ ধন্যাঃ ভবন্তি।

অনুবাদ।—অদ্য এই বৃন্দাবনস্থলী ধন্য হইল! অত্রস্থ তৃণগুল্মও ধন্য হইল! কারণ, উহারা ত্বদীয় চরণস্পৃষ্ট হইয়াছে। অত্রত্য বৃক্ষলতাসমূহও ধন্য; কেন না, তাহারা তোমার নখস্পর্শ লাভ করিয়াছে। অত্রত্য নদীসমূহ, গিরিসমূহ ও মৃগ-পক্ষীরাও ধন্য; কেননা, তাহারা ত্বদীয় সদয়দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানকার গোপিকারাও ধন্য, কারণ, তাঁহারা লক্ষ্মী-বাঞ্ছিত ত্বদীয় বক্ষঃস্থল অবহেলে লাভ করিয়াছেন।

৭৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২০।২৯)—

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং,
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রং ॥

টীকা।—হে সখ্যঃ। বিচিত্রং আ-শ্চর্য্যং! গোপকৈঃ গোপশিশুভিঃ সহ অনুবনং বনে বনে গাঃ নয়তোঃ চারয়তোঃ রামকৃষ্ণয়োঃ কলপদৈঃ উদারবেণুস্বনৈঃ মহাবংশীরবৈঃ তনুভৃৎসু দেহিষু গতিমতাং অস্পন্দনং স্যাৎ, তথা তরূণা বৃক্ষাণাং পুলকঃ স্যাৎ। তয়োঃ কিম্ভূতয়োঃ?—নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োঃ নির্যোগাঃ গো-চরণবন্ধনরজ্জবঃ পাশাশ্চ তৈঃ কৃতং লক্ষণং চিহ্নং যয়োঃ।

অনুবাদ।—হে সখি! কি আশ্চর্য্য দেখ, রামকৃষ্ণ শিরোদেশে গোপাদ-বন্ধন-রজ্জু পরিবেষ্টন করত স্কন্ধোপরি পাশ রাখিয়া মধুর বংশীধ্বনি করিয়া গোপশিশু-গণের সহিত বনে বনে গোচারণ করিতে-ছেন এবং তাঁহাদিগের বেণুধ্বনি শুনিয়া গতিশীল জীবগণের অস্পন্দন ও বৃক্ষসমূহের পুলক হইতেছে।

৭৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৫।৫)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং,
ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥*

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৭৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৪।১৭)—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা,
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ,
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥*

আগে তের অর্থ করিল আর ছয় এই।
ঊনবিংশতি অর্থ হইল মিলি এই দুই॥
এই ঊনিশ অর্থ করিল আগে শুন আর।
আত্মা শব্দে দেহ করে চারি অর্থ তার॥
দেহরাম দেহ ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গ সেহ করে কৃষ্ণের ভজন॥

৭৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৪)—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥†

দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন॥

৭৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৮।১২)—

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি চ গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥

টীকা।—অস্মিন্ কর্ম্মণি যজ্ঞে অনাশ্বাসে অবিশ্বসনীয়ে ধূমধূম্রাত্মনাং যজ্ঞীয়ধূমেন বিবর্ণদেহানাং ভবান্ তৎ গোবিন্দপাদপদ্মাসবং গোবিন্দচরণকমলস্য যশোরূপমকরন্দং আপায়য়তি পানং কারয়তি কিম্ভূতং? মধু মধুরং।

অনুবাদ।—সৌনকাদি ঋষিরা সূতকে কহিতেছেন, হে সূত! আমরা এই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি; কিন্তু ইহা সফল হইবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই; যজ্ঞীয় ধূমে আমাদিগের দেহ বিবর্ণ হইতেছে, এখন তুমি আমাদিগকে গোবিন্দপাদপদ্মের মধুর যশোমধু পান করাও।

তপস্বী প্রভৃতি যত দেহরামী হয়।
সাধু সঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥

৮০ শ্লোক

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২১।২৯)—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী,
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥

টীকা।—যৎপাদসেবাভিরুচিঃ যস্য ভগবতঃ পাদয়োঃ সেবায়াং অভিরুচিঃ অভিলাষঃ তপস্বিনাং ভবতাপসন্তপ্তানাং অশেষজন্মোপচিতং বহুজন্মসঞ্চিতং ধিয়ঃ বুদ্ধেঃ মলং মালিন্যং সদ্যঃ আশু ক্ষিণোতি দূরীকরোতি, তমেব ভজত। অভিরুচিঃ কীদৃশী?—অন্বহং প্রত্যহং এধতা বৃদ্ধিপ্রাপ্তা সতী। তত্র দৃষ্টান্তমাহ যথা,—তস্য পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ জাহ্নবী পাতকানি দূরীকরোতি তদ্বৎ।

অনুবাদ।—হে প্রজাবৃন্দ! যাঁহার পদারাধনেচ্ছায় ভবতাপতাপিত জীবগণের বহুজন্মসঞ্চিত বুদ্ধিমালিন্য ধ্বংস করিয়া চরণাঙ্গুষ্ঠবিগলিতা সুরনদীর ন্যায় অনুদিন বৃদ্ধি পায়, তোমরা তাঁহারই আরাধনা কর।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দেহারামী সর্ব্ব কাম সব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সব কাম ॥

৮১ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৭।২৮)—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥*

এই চারি অর্থ সহ হইল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥
চ শব্দে সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
নির্গ্রন্থ হইয়া ইঁহা অপি নির্দ্ধারণে।
রামাশ্চ কৃষ্ণশ্চ বিহরয়ে বনে ॥
চ শব্দে অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর।
"বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয়" যৈছে প্রকার ॥†
কৃষ্ণমনন মুনি কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়।
আত্মারাম অপি ভজে গৌণ অর্থ কয় ॥
চ এবার্থে "মুনয় এব" কৃষ্ণ ভজয়।
আত্মারামা অপি "অপি গর্হা অর্থ" কয় ॥
নির্গ্রন্থ হঞা এই দুঁহার বিশেষণ।
আর অর্থ শুন তৈছে সাধুসঙ্গম ॥
নির্গ্রন্থ শব্দে কহে তবে ব্যাধ নির্ধন।
সাধুসঙ্গে সেও করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥
কৃষ্ণরামশ্চ এব কৃষ্ণ-মনন।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥
এক ভক্ত ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ মহিমার জ্ঞানে ॥
এক দিন শ্রীনারদ দেখি নারায়ণ।
ত্রিবেণী স্নানে প্রয়াগ করিলা গমন ॥

বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি।
বাণবিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড়ি ॥
আর কত দূরে এক দেখেন শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড় ॥
ঐছে এক শশক দেখে আর কত দূরে।
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে ॥
কত দূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষ ওত হঞা।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া ॥
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে যেন যম দণ্ডধর ॥
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিলা।
নারদ দেখি মৃগ সব পলাইয়া গেলা ॥
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তারে গালি দিতে চায়।
নারদপ্রভাবে মুখে গালি নাহি আয় ॥
গোসাঞি, প্রমাণ পথ ছাড়ি কেনে আইলা।
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা ॥
নারদ কহে, পথ ভুলি আইলাম পুছিতে।
মনে এক সংশয় তাহা খণ্ডাইতে ॥
পথে যে শূকর মৃগ জানি তোমার হয়।
ব্যাধ কহে, যেই কহ সেইত নিশ্চয় ॥
নারদ কহে, যদি জীবে মার তুমি বাণ।
অর্দ্ধমারা কর কেন না লও পরাণ ॥
ব্যাধ কহে, শুন গোসাঞি মৃগারি মোর নাম।
পিতার শিক্ষাতে আমি করি ঐছে কাম ॥
অর্দ্ধমারা জীব যদি ধড়ফড় করে।
তবে ত আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে ॥
নারদ কহে, এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে।
ব্যাধ কহে, মৃগাদি লও যেই তোমার মনে ॥
মৃগছাগ চাহ যদি আইস মোর ঘর।
যে চাহ তাহা দিব মৃগ-ব্যাঘ্রাম্বর ॥
নারদ কহে, ইহা আমি কিছু নাহি চাই।
আর এক বস্তু আমি মাগি তোমার ঠাঞি ॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে।
প্রথমে মারিবে অর্দ্ধমারা না করিবে ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† "হে বটো! ভিক্ষাং অট গচ্ছ গাং চ আনয়।" অর্থাৎ হে বটু! ভিক্ষার্থ গমন কর, এবং গো আনয়ন কর।

ব্যাধ কহে, কিবা দান মাগিলে আমারে।
অৰ্দ্ধ মারিলে কিবা হয় তাহা কহ মোরে ॥
নারদ কহে, অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিছ তোমার হইবে অবস্থা ॥
ব্যাধ তুমি জীব মার অপরাধ তোমার।
কদর্থ না দিয়া মার এ পাপ অপার ॥
কদর্থিয়া তুমি যত মারিলে জীবেরে।
তারা তৈছে তোমা মারিবে জন্মজন্মান্তরে ॥
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মনঃ প্রসন্ন হইল।
তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল ॥
ব্যাধ কহে, বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম।
কেমনে তরিব আমি পরম অধম ॥
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায়।
নিস্তার করহ মোরে পড়ি তোমার পায় ॥
নারদ কহে, যদি ধর আমার বচন।
তবে যে করিতে পারি তোমার মোচন ॥
ব্যাধ কহে, যেই কহ সেই ত করিব।
নারদ কহে, ধনুক ভাঙ্গ তবে সে কহিব ॥
ব্যাধ কহে, ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে।
নারদ কহে, আমি অন্ন দিব প্রতি দিনে ॥
ধনুক ভাঙ্গি ব্যাধ তবে তাঁর চরণে পড়িল।
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল ॥
ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেও যত আছে ধন।
এক এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুই জন ॥
নদীতীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া।
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া ॥
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসী সেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করহ কীর্ত্তন ॥
আমি তোমার বহু অন্ন পাঠাইব প্রতি দিনে।
সেই অন্ন লয়ে যত খাও দুইজনে ॥
তবে সেই মৃগাদি তিনে নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হঞা মৃগাদি তিনে ধাঞা পলাইল ॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার।
ঘরে গেলা ব্যাধ গুরুকে কৈল নমস্কার ॥
যথাস্থানে নারদ গেলা ব্যাধ আইলা ঘর।
নারদের উপদেশ করিল সকল ॥
গ্রামে ধ্বনি হৈল ব্যাধ বৈষ্ণব হইল।
গ্রামের লোক সব অন্ন আনি দিতে লাগিল
একদিন অন্ন আনে দশ বিশ জনে।
দিলে তত লয় যত খায় দুইজনে ॥
এক দিন নারদ কহে, শুনহে পর্ব্বতে।
আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে ॥
তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধস্থানে।
দূরে হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে ॥
অস্তে ব্যস্তে ধাঞা আইসে পথ নাহি পায়।
পথে পিপীলিকা ইতি উতি ধরে পায় ॥
দণ্ডবৎ স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
নারদ কহে, ব্যাধ এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য ॥

৮২ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ধৃতস্কন্দপুরাণে ব্যাধং প্রতি নারদবাক্যম্—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ
তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে
ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥*

তবে সেই ব্যাধ দুঁহা অঙ্গনে আনিল।
কুশাসন আনি দুঁহা ভক্ত্যে বসাইল ॥
জল আনি ভক্ত্যে দুঁহার পাদ প্রক্ষালিল।
সেই জল স্ত্রী পুরুষে পিয়া শিরে লইল ॥
কম্প পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণনাম গাঞা।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি।
নারদেরে কহে তুমি হও স্পর্শমণি ॥

---

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৮৩ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দশাস্কধৃতস্কন্দপুরাণে নারদং প্রতি পর্ব্বতবাক্যম্—

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে
কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে
লুব্ধকো রতিমুচ্যতে॥

টীকা।—হে দেবর্ষে! ত্বং ধন্যোঽসি, যস্য তব কৃপয়া নাচঃ লুব্ধকঃ ব্যাধঃ অপি উৎপুলকঃ রোমাঞ্চিততনুঃ সন্ তৎক্ষণাৎ রতিং লেভে। অহো বিচিত্রং।

অনুবাদ।—হে নারদ! কি আশ্চর্য্য! তুমি ধন্য! ত্বদীয় কৃপায় নীচ ব্যাধও পুলকিত হইয়া আশু হরিভক্তি প্রাপ্ত হইল।

নারদ কহে, বৈষ্ণব তোমার অন্ন কিছু আয়।
ব্যাধ কহে, যারে পাঠাও সেই দিয়া যায়॥
এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য্য নাঞি।
সবে দুই জনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই॥
নারদ কহে, ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান্।
এত বলি দুই জন কৈলা অন্তর্ধান।
এইত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গপ্রভাবজ্ঞান॥
এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই দুই অর্থ মিলি ছাব্বিশ অর্থ হৈল॥
আর অর্থ শুন যাহা অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার॥
আত্মা শব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান্।
এক স্বয়ং ভগবান্ আর ভগবানাখ্যান॥
তাঁতে রমে যেই সেই আত্মারাম।
বিধিভক্ত রাগভক্ত দুইবিধ নাম॥
দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর॥
জাতাজাত রতিভেদে সাধক দুই ভেদ।
বিধি রাগমার্গে চারি চারি অষ্ট ভেদ॥
বিধি ভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ দাস।
সখা, গুরু, কান্তাগণ চারিত প্রকাশ॥
সাধনসিদ্ধ দাস সখা গুরু কান্তাগণ।
উৎপন্নরতি সাধক ভক্ত চারিবিধ জন॥
অজাতরতি সাধক ভক্ত এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শপ্রকার॥
রাগমার্গে ঐছে ভক্ত ষোড়শ বিভেদ।
দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ॥*
মুনি নির্গ্রন্থ চ অপি চারি শব্দের অর্থ।
যাহা সেই লাগে তাহা করিয়ে সমর্থ॥
বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্ট পঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ॥
ইতরেতর চ দিয়া সমাস করিয়ে।
আটান্নবার আত্মারাম নাম লইয়ে॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি রাখি একবার॥

তথাহি পাণিনিঃ—

সরূপাণামেকশেস এক বিভক্তৌ উক্তার্থানাম্ প্রয়োগ ইতি।†

আটান্নবারে আত্মারাম সব লোপ হয়।
এক আত্মারাম শব্দে আটান্ন অর্থ কয়॥

তথাহি—

অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ।

---

* রস চতুর্ব্বিধ,—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; সুতরাং রসভেদে ভক্তও চতুর্ব্বিধ। সেই চতুর্ব্বিধ ভক্ত যথাক্রমে দাস্য, সখ্য, গুরু ও কান্তা নামে অভিহিত। যাবতীয় রসের মূল শান্তিরস, সুতরাং শান্তিরসের সাধককে ভক্ত বলা যায় না। নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, জাতরতি ও অজাতরতি ইহাদের প্রত্যেকে উক্ত চতুর্ব্বিধ ভক্ত সহ মিলিত হইয়া ষোড়শবিধ আত্মারাম হইয়াছেন। বিধিমার্গে ষোড়শ, ও রাগমার্গে ষোড়শ, সাকুল্যে দ্বাত্রিংশদ্বিধ আত্মারাম হইতেছেন। যাঁহাদের রতি জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগকে জাতরতি ও যাঁহাদের রতি জন্মে নাই, তাঁহাদিগকে অজাতরতি কহে।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ।—অশ্বত্থ বৃক্ষ, বটবৃক্ষ, কপিত্থ-বৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষ ইতরেতর সমাস করিলে "বৃক্ষাঃ" অবশিষ্ট থাকে।

অস্মিন্ বনে বৃক্ষা ফলন্তি যৈছে হয়।
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণভক্তি করয়॥
আত্মারামাশ্চ সমুচ্চয়ে কহিয়ে চকার।
মুনয়শ্চ ভক্তি করে এই অর্থ তার॥
নিগ্রর্ন্থা এব হঞা অপি নির্দ্ধারণে।
এই ঊনষষ্টিপ্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে॥
সর্ব্ব সমুচ্চয়ে এক আর অর্থ হয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নিগ্রর্ন্থাশ্চ ভজয়॥
অপি শব্দ অবধারণে শেষ চারি বার।
চারি শব্দ সঙ্গে এবে করিবে উচ্চার॥

যথা—

উরুক্রম এব, ভক্তিমেব, অহৈতুকী-মেব, কুর্ব্বন্ত্যেব।

এইত করিল শ্লোকের ষষ্টিসংখ্য অর্থ।
এক অর্থ শুন আর প্রমাণ সমর্থ॥
আত্মা শব্দে কহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব লক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত তার শক্তিতে গণন॥

৮৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়-ষষ্ঠাংশস্য সপ্তমাধ্যায়ে একষষ্টিতম-শ্লোকঃ—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞা চ তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥*

তথাচ অমরঃ—

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ
প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াং।

অনুবাদ।—ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ আত্মা, পুরুষ, প্রধান ও প্রকৃতি।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
তবে সব ত্যজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥
ষাটি অর্থ করিল সব কৃষ্ণের ভজন।
সেই অর্থ হয় সব ইহার উদাহরণ॥
একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে॥
অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদ প্রবর্ত্তন॥
তুমি বক্তা ভাগবতে তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ॥
প্রভু কহে কেন কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচারণ॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়।
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥

৮৫ শ্লোক।

তথাহি প্রাচীনকৃতশ্লোকঃ—

অহং বেত্তি শুকো বেত্তি
ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং
ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥

টীকা।—অহং নারায়ণঃ ভাগবতং বেত্তি বেদ্মি ইতি আর্ষঃ। শুকঃ বেত্তি, ব্যাসঃ বেত্তি ন বেত্তি বা, ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং, বুদ্ধ্যা ন টীকয়া ন চ।

অনুবাদ।—আমি (নারায়ণ) শ্রীমদ্-ভাগবতের অর্থ অবগত আছি, ব্যাসতনয়

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শুকদেবও জ্ঞাত আছেন, ব্যাসদেব কিঞ্চিৎ জানিলেও জানিতে পারেন। ভক্তি দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হয়, কিন্তু টীকা বা বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য নহে।

৮৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।২৩)—

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে
ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে
ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ॥

টীকা।—ধর্ম্মবর্ম্মণি যোগেশ্বরে ব্রহ্মণ্যে কৃষ্ণে অধুনা স্বাং কাষ্ঠাং মর্য্যাদাং উপেতে সতি ধর্ম্মঃ কং জনং শরণং গতঃ, তৎ ব্রূহি বদ।

অনুবাদ।—ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, —হে সূত! ধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা যোগেশ্বর হরি অধুনা নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন; তবে ধর্ম্ম অধুনা কোন্ ব্যক্তির শরণ লইলেন বল।

৮৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।৪৩)—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে
ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ
পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

টীকা।—ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ কৃষ্ণে স্বধাম উপগতে সতি কলৌ নষ্টদৃশাং নয়নরহিতানাং জ্ঞানান্ধনামিত্যর্থঃ জনানাং সম্বন্ধে এষঃ পুরাণার্কঃ প্রাচীনভাস্করঃ ভাগবতং অধুনা উদিতঃ।

অনুবাদ।—ভগবান্ হরি নিত্যধামে প্রস্থান করিলে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-জ্ঞানাদি বিলুপ্ত হইলে কলিতে মানবের জ্ঞাননেত্র অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তৎ-কালেই এই পুরাণসূর্য্যরূপ ভাগবত অভ্যু-দিত হইয়াছে।

এই ত করিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
বাতুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ॥
আমা হেন যেবা কেহ বাতুল হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয়॥
পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব স্মৃতি করিবারে॥
মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানি বিচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি পরচার॥
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচের হৃদয়।
ঈশ্বর তুমি যে কহাও সেই সিদ্ধ হয়॥
প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ॥
তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন।
সর্ব্বাবরণ লিখি আদৌ গুরু আশ্রয়ণ॥
গুরুলক্ষণ শিষ্যলক্ষণ দুঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান্ সব মন্ত্র বিচারণ॥
মন্ত্র-অধিকারী মন্ত্রশুদ্ধ্যাদি শোধন॥
দীক্ষা প্রাতঃস্মৃতি কৃত্য শৌচ আচমন॥
দন্তধাবন স্নান সন্ধ্যাদি বন্দন।
গুরুসেবা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-চক্রাদি-ধারণ॥
গোপীচন্দন মালাধৃতি তুলসী আহরণ।
বস্ত্র পীঠ গৃহসংস্কার কৃষ্ণপ্রবোধন॥
পঞ্চ ষোড়শ পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজা রতি কৃষ্ণের ভোজন শয়ন॥
শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ আর শালগ্রামলক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্রযাত্রা কৃষ্ণমূর্ত্তিদরশন॥

নামমহিমা নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন।
বৈষ্ণবলক্ষণ সেবা অপরাধখণ্ডন ॥
শঙ্খজল গন্ধপুষ্প ধূপাদি লক্ষণ।
জপ স্তুতি পরিক্রমা দণ্ডবৎ বন্দন ॥
পুরশ্চরণবিধি কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন।
অনিবেদিত-ত্যাগ বৈষ্ণবনিন্দাদি-বর্জ্জন ॥
সাধুলক্ষণ সাধুসঙ্গ সাধুর সেবন।
অসৎসঙ্গত্যাগ শ্রীভাগবতশ্রবণ ॥
দিনকৃত্য পক্ষকৃত্য একাদশ্যাদি বিবরণ।
মাসকৃত্য জন্মাষ্টম্যাদি বিধি বিচারণ ॥
একাদশী জন্মাষ্টমী বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী ॥
এই সবের বিদ্ধাত্যাগ অবিদ্ধা-করণ।*
অকরণে দোষ কৈলে ভক্তিলম্ভন ॥†
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণবচন।
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণুমন্দির চরণলক্ষণ ॥
সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মার্ত্ত ব্যবহার ॥
এই সংক্ষেপে করিল দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখিবে কৃষ্ণ করাবে স্ফূরণ ॥
এইত করিল প্রভুর সনাতনের প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ ॥
নিজগ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া।

৮৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে নবমাঙ্কে শত-শ্লোকে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং—

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা
য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং, রূপস্যাগ্রজ এষ
এব তরণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণরসো
বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ, শৈবালৈঃ পিহিত-
মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাং ॥

টীকা।—যঃ এষঃ গৌড়েন্দ্রস্য বঙ্গাধিপতেঃ সভাবিভূষণমণিঃ রূপস্য অগ্রজঃ শ্রীসনাতনঃ ঋদ্ধাং সমৃদ্ধিশালিনীং শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা বিহায় তরণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে। সঃ কিম্ভূতঃ?—অন্তঃ স্বান্তে ভক্তিরসেন পূর্ণরসঃ, বাহ্যে অবধূতাকৃতিঃ, শৈবালৈঃ পিহিতং আবৃতং মহাসর ইব; তদ্বিদাং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানাং প্রীতিপ্রদঃ প্রেমজনকঃ।

অনুবাদ।—শ্রীরূপের অগ্রজ এই সনাতন বঙ্গাধিপতির সভার ভূষণস্বরূপ ছিলেন। ইনি মহাসমৃদ্ধ সম্পত্তি ত্যাগ করত ভবার্ণবতরণীরূপিণী বৈরাগ্যলক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। এই সনাতন শৈবালাবৃত মহাসরোবরের ন্যায়, তদীয় হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র, কিন্তু বহির্ভাগে তিনি অবধূতবেশী ছিলেন। ইনি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞগণের সন্তোষপ্রদ।

৮৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে একাদশ-শ্লোকে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং;

তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণো-
র্দৃষ্টিমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং,
সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ ॥

টীকা।—অথ চম্পকগৌরঃ উপাগতং তং সনাতনং অক্ষ্ণোঃ চক্ষুষোঃ দৃষ্টিমাত্রং অতিমাত্র দয়ার্দ্রঃ সন্ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং সানুকম্পং যথা স্যাত্তথা আলিলিঙ্গ।

* উক্ত তিথির সহিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তিথির যোগ থাকিলে তদ্দিনে উপবাসাদি নিষিদ্ধ।

† ভক্তিলম্ভন—ভক্তিলাভ।

অনুবাদ।—চম্পকবৎ গৌরবর্ণ গৌরাঙ্গদেব সনাতনকে উপস্থিত দেখিয়া অতীব দয়ার্দ্র হইলেন এবং বিশাল দীর্ঘ বাহুযুগলে সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

৯০ শ্লোক।

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে চতুরধিকশতশ্লোকে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা,
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥*

এই কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ।
যার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ ॥
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় জ্ঞান।
বিধি রাগ মার্গে সাধন ভক্তির বিধান।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস ভক্তির সিদ্ধান্ত।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ।
যার প্রাণধন সেই পায় সেই ধন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি শ্লোকব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্ব্বিংশতিঃ পরিচ্ছেদঃ ॥২৪॥

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।
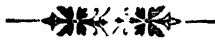
১ শ্লোক।

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগতঃ ॥

টীকা।—প্রভুঃ শ্রীচৈতন্যঃ কাশীনিবাসিনঃ সন্ন্যাসিমুখান্ বৈষ্ণবীকৃত্য সনাতনং সুসংস্কৃত্য নীলাদ্রিমাজগাম।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্যদেব কাশীপুরীনিবাসী সন্ন্যাসিগণকে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া এবং সনাতনকে দীক্ষিত করতঃ নীলাচলে উপস্থিত হইলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত।
শিক্ষাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয় শেখরের সঙ্গী।
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায় অতি বড় রঙ্গী ॥
সন্ন্যাসীর গণ প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥
সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া।
উদ্দেশে কহিয়ে ইহা সংক্ষেপ করিয়া ॥
যাঁহা তাঁহা প্রভুনিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন ॥
প্রভুর স্বভাবে যেবা দেখে সন্নিধানে।
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানে ॥
কোন প্রকারে পার যদি একত্র করিতে।
ইহা দেখি সন্ন্যাসিগণ হবে ইহাঁর ভক্তে।
বারাণসীবাস আমার হয় সর্ব্বকালে।
সর্ব্ব কাল দুঃখ পাব ইহা না করিলে ॥
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভুপদে কৈল নিবেদন ॥
ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল ॥
হেনকালে বিপ্র আসি করিল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিয়া চরণ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি তাঁর ঘরে গেলা ॥
তাঁহা যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসী নিস্তার।
পঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে তাহা কহিয়াছি বিস্তার ॥
গ্রন্থ বাড়ে পুনরুক্তি হয়েত কথন।
তাঁহা যে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন ॥
যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
সর্ব্ব লোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে অতি মনোরম ॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান।
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করে অতি মনোরম ॥
উপনিষদের করে মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া ॥
আচার্য্যকল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে না শুনি।
মুখে হয় হয় করে হৃদয়ে না মানি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জানি ॥

"হরের্নাম" শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥
ভক্তি বিনা মুক্তিহীন ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাষে সুখে মুক্তি হয় ॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥*

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।২৪)—

যেহন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥†

ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্।
তাঁরে নির্ব্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান ॥
শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বিলাস
তাহা নাহি মানে পণ্ডিত করে উপহাস ॥
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি মানি।
এই বড় পাপ সত্য চৈতন্যের বাণী ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৩)—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্,
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোহস্মি ॥

টীকা।—হে পরম! হে প্রবর! অবিদ্ধ-বর্চ্চঃ অনাচ্ছাদিততেজঃ অবিকল্পং সুতরাং আনন্দমাত্রং ভবতঃ যৎ স্বরূপং অস্তি, তৎ অতঃ পরং ন পশ্যামি। হে আত্মন্! তে তব অদঃ ইদং রূপং অহং উপাশ্রিতোহস্মি। তৎ কিম্ভূতং?—একং উপাস্যেষু মুখ্যং, যতঃ বিশ্বসৃজং, কিন্তু অবিশ্বং, পুনশ্চ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং।

অনুবাদ।—বিধাতা ধ্যানে হৃদয়পটে ভগবানের চিদানন্দমূর্ত্তি দেখিয়া স্তুতি করিতেছেন।—হে শ্রেষ্ঠ! ত্বদীয় অনাবৃততেজ নির্ব্বিশেষ আনন্দমূর্ত্তি হইতে আমি অধুনা যে স্বরূপ বোধ করিতেছি, তাহা ব্যতীত আর দেখা যায় না, বরং দেখিতেছি, ইহাই সেই। হে আত্মন্! আমি এই রূপের শরণ গ্রহণ করিলাম; এই মূর্ত্তি বিশ্ব হইতে পৃথক্, অথচ বিশ্বের সৃষ্টি ইহা হইতেই হইতেছে। এই মূর্ত্তি উপাস্য স্বরূপের মধ্যে প্রধান ও ভূতেন্দ্রিয়াদিসমূহের উৎপত্তির হেতু।

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৪)—

ত্বয়া ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায়,
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তৎ উপাসকানাং।
তস্মৈ নমো ভগবতেহনুবিধেম তুভ্যং,
যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥

টীকা।—হে ভুবনমঙ্গল! হে ত্রিভুবনানাং কল্যাণকর! স্ম বিস্ময়ে, নঃ অস্মাকং মঙ্গলায় কল্যাণার্থং ত্বয়া ইদং তদ্বা ধ্যানে দর্শিতং। তস্মৈ ভগবতে তুভ্যং নমঃ অনুবিধেম পরিচর্য্যয়া করবাম। যঃ ত্বং নরকভাগ্ভিঃ অসৎপ্রসঙ্গৈঃ ন আদৃতঃ স্যাৎ।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ।—হে ভুবনমঙ্গল! তুমি কি আমাদিগের কল্যাণার্থ ত্বদীয় উপাসক এই আমাদিগকে ধ্যানে এরূপ দেখাইলে? হে ভগবন্! পরিচর্য্যা দ্বারা তোমাকে নমস্কার করি। অসৎপ্রসঙ্গ অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদী কুতর্কপরায়ণ ব্যক্তিরাই কেবল তোমাকে অনাদর করে।

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৯।১১)—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো সর্ব্বভূতমহেশ্বরং॥

টীকা।—সর্ব্বভূতমহেশ্বরং পরং ভাবং অজানন্তঃ মূঢ়াঃ অজ্ঞাঃ মানুষীং মানবীং তনুং আশ্রিতং মাং অবজানন্তি অবমন্যন্তে।

অনুবাদ।—আমি সর্ব্বভূতমহেশ্বর, আমি মানবী তনু পরিগ্রহ করিয়াছি; কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিরা পরম তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া আমাকে অবহেলা করে।

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১৬।১৯)—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

টীকা।—তান্ দ্বিষতঃ ক্রূরান্ অশুভান্ নরাধমান্ সংসারেষু জন্মমরণবর্ত্মসু আসুরীষু যোনিষু অহং অজস্রং নিরন্তরং ক্ষিপামি।

অনুবাদ।—আমি সেই সমস্ত সাধুবিদ্বেষী, ক্রূর, অমঙ্গলকারী নরাধমগণকে সংসারে আসুর যোনিতে অজস্র নিক্ষেপ করিয়া থাকি।

সূত্রে পরিণামবাদ তাহা না মানিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া॥
এইত কল্পিত অর্থ, মনে নাহি তায়।
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায়॥
পরমার্থ বিচার গেল করিমাত্র বাদ।
কাঁহা মুক্তি পাব কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করি আচ্ছাদন।
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন॥
চৈতন্য গোসাঞি যেই কহে সেই মত সার।
আর যত মত সেই সব ছার খার॥
এত কহি সেই করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন॥
আচার্য্যের আগ্রহ অদ্বৈত বাদ স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে॥
ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে॥
মীমাংসক কহে ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ হন।
সাঙ্খ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।*
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম হেতু কয়॥
পাতঞ্জল কহে কৃষ্ণ স্বরূপ আখ্যান।
অতএব বেদমতে কহে স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত বর্ণন॥
বেদান্তমতে ব্রহ্ম সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহ হয় ত সগুণ॥
পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি॥

* বৈশেষিক দর্শনের মতে পরমাণু বিশ্বোৎপত্তির হেতু।

৮ শ্লোক।

তথাহি একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশীবিচারে ধৃতহিমাদ্রিনির্ব্বন্ধীয়ব্যাসবচনং—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ,
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥*

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী অমৃতের ধার।
তিঁহ যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার ॥
এসব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন ॥
হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব হরি ॥
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিল ॥
মাধব সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নাচিতে লাগিলা।
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারিজন মিলি করে নামসংকীর্ত্তন ॥

৯ শ্লোক।

তথাহি একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশীবিচারে ধৃতহিমাদ্রিনির্ব্বন্ধীয়ব্যাসবচনম্—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

চৌদিকেতে লোক লক্ষ বোলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥
নিকটেতে ধ্বনি শুনি সেই প্রকাশানন্দ।
দেখিতে কৌতুকে আইল লঞা শিষ্যবৃন্দ।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বোলে হরি হরি ॥
কম্প স্বরভঙ্গ স্বেদ বৈবর্ণ্য স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক, পুলক কদম্ব ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হর্ষ দৈন্য চাপল্যাদি সঞ্চারী বিকার।
দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার ॥
লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সম্বরিল ॥
প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিলা চরণ।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিলাচরণ ॥
প্রভু কহে তুমি জগদ্গুরু প্রিয়তম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম ॥
শ্রেষ্ঠ হঞা কেন কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্মসম ॥
যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্মসম ভাষে।
লোক শিক্ষা লাগি এমত করিতে না আইসে ॥
তিঁহ কহে তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।
তোমার চরণস্পর্শে সব ক্ষয় গেল ॥

১০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১৫) নৈষ্কর্ম্যমিত্যস্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-কৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতং বাসনাভাষ্যধৃতপরিশিষ্টবচনম্—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥

টীকা।—যদি জীবন্মুক্তা অপি অচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবতি অপরাধিনঃ, তদা পুনঃ কর্ম্মভিঃ তদপরাধবিশিষ্টকর্ম্মভিঃ বন্ধনং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি।

অনুবাদ।—অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবানের নিকট অপরাধী হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি-কেও সেই অপরাধবশতঃ পুনরায় বন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয়।

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৪।৮)—

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং ॥

টীকা।—ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ শ্রীমতঃ ঐশ্বর্য্যবতঃ পাদস্য চরণস্য স্পর্শেন হতানি অশুভানি অমঙ্গলানি যস্য সঃ বৈ নিশ্চিতং সর্পবপুঃ ভুজগদেহং হিত্বা পরিত্যজ্য বিদ্যাধরার্চ্চিতং রূপং ভেজে।

অনুবাদ।—ভগবানের শ্রীমচ্চরণস্পর্শমাত্র তদীয় নিখিল অমঙ্গল বিনষ্ট হইল; তখন সে ভুজগদেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বিদ্যাধরপূজিত রূপ পরিগ্রহ করিল।

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু আমি জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ-চিন (হ্ন) ॥
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্মসম।
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন ॥

১২ শ্লোক।

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৩।১২) তথা হরিভক্তিবিলাসস্য (১।৭৩) বৈষ্ণবতন্ত্রমিতি কৃত্বা ধৃতশ্চ—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং ॥*

প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তবু যদি কর তার দান অভিমান ॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় এই তোমার নিন্দাতে ॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৪)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি
মহামুনে ॥†

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪।৩০)—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং
লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি
পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥*

১৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।২৫)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং,
স্পর্শত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং,
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥†

এবে তোমার পাদাব্জে উপজিবে ভক্তি।
তথি লাগি করি তোমার চরণে প্রণতি ॥
এত বলি প্রভু লঞা তথাই বসিলা।
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা ॥
মায়াবাদে করিলে যত দোষের আখ্যান।
সবে এই জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান ॥
সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ।
তাহা শুনি সবার হৈল চমৎকার মন ॥
তুমিত ঈশ্বর তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি ॥
প্রভু কহে আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ ব্যাস ভগবান্ ॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥
প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয় ॥
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥‡

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ বক্ষ্যমাণ "জ্ঞানং পরমগুহ্যং" ইত্যাদি হইতে "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত" ইত্যাদি এই চারিটি শ্লোকের নাম চতুঃশ্লোকী।

ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল ॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল ॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যা রূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥
চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকনিবন্ধন ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক উপনিষদ কহে এক মত ॥

১৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৮।১।৮)—

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং
যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা
মাগৃধঃ কস্যচিদ্ধনং ॥

টীকা।—জগত্যাং ত্রিলোক্যাং যৎ কিঞ্চিৎ স্থানমস্তি, তৎ ইদং বিশ্বং আত্মাবাস্যং; অতঃ তেন ঈশ্বরেণ ভুঞ্জীথাঃ। কস্যচিৎ কস্যচিদপি ধনং মাগৃধঃ মাকাঙ্ক্ষীঃ।

অনুবাদ।—ত্রিভুবনে যে কিছু পদার্থ দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই ঈশ্বরের সত্ত্বা ও চৈতন্য দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সুতরাং ঈশ্বর যাহা অর্পণ করিয়াছেন, তাহাই উপভোগ কর; নিজের জন্য অন্যের ধন কামনা করিও না।

ভাগবতে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥
আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধন ভক্তি অভিধেয় নাম ॥
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥

১৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩০)—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥*

এই তিন অর্থ আমি কহিনু তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥
যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি ॥
আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিলা তাঁহারে ॥

১৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩১)—

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥†

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে ॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমিত বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখে সব সেও আমি হইয়ে ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥

এই শ্লোকচতুষ্টয়ই ভাগবতের মূল অর্থাৎ ভাগবতের মূল শ্লোক এই চারিটীমাত্র। সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মা নারায়ণের নিকট এই চারিটী শ্লোক উপদেশপ্রাপ্ত হন; তৎপরে ব্রহ্মার নিকট নারদ ও নারদের নিকট ব্যাসদেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই চারিটী শ্লোক লইয়া উহাই অবলম্বন করত ব্যাস ভাগবত রচনা করেন।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩২)—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহং ॥*

অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থিতি নির্দ্ধার ॥
যেই জন এই বিগ্রহ না মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিল নির্দ্ধারণে ॥
এই শব্দে হয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিবেক।
মায়া কার্য্য হৈতে আমি ব্যতিরেক ॥
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিল শুন আর সব ॥

২০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৩)—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত
ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং
যথা ভাসো যথা তমঃ ॥†

অভিধেয় সাধন ভক্তের শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন দেশ কাল দশায়ে ব্যাপ্তি যার ॥
ধর্ম্মাদি বিষয় যৈছে এ চারি বিচার।
সাধন-ভক্তি এই চারি বিচারের পার ॥
সর্ব্বদেশে কাল দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৫)—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র
সর্ব্বদা ॥*

আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেম প্রয়োজন।
কার্য্য-দ্বারে কহি তার স্বরূপ লক্ষণ ॥
পঞ্চ ভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে ॥

২২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৪)—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেম্বনু।
প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষু ন
তেষ্বহং ॥†

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে ॥

২৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৫৩)—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাংঘ্রিপদ্মঃ,
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥

টীকা।—হরিঃ সাক্ষাৎ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি ন মুঞ্চতি, স জনঃ ভাগবতপ্রধানঃ উক্তঃ কথিতঃ। হরিঃ কীদৃশঃ?—অবশাভিহিতোঽপি অঘৌঘনাশঃ পাপহারকঃ। কথং বিসৃজতি?—প্রণয়রসনয়া প্রেম-রজ্জুনা ধৃতাংঘ্রি-পদ্মঃ সন্।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ।—অবশভাবেও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে নিখিল পাতক বিদূরিত হয়, সেই ভগবান্ নিজে যাঁহার হৃদয় পরিহার না করিয়া প্রণয়রজ্জু দ্বারা বদ্ধচরণ হইয়া থাকেন, তিনিই ভাগবতোত্তম বলিয়া কথিত।

২৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥*

২৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৪)—

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতাঃ
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনং।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥

টীকা।—গোপ্যঃ সংহিতাঃ অন্যোন্যং মিলিতাঃ সত্য অমুমেব হরিমেব 'উচ্চৈঃ গায়ন্ত্যঃ উন্মত্তবৎ বনাৎ বনং বিচিক্যুঃ। আকাশবৎ ভূতেষু অন্তরং মধ্যে বহিশ্চ ব্যাপ্য সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুঃ।

অনুবাদ।—গোপীকুল সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই হরিগুণ গান করিতে করিতে উন্মত্তবৎ বনে বনে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং শূন্যবৎ যিনি ভূতগ্রামের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত, সেই পুরুষোত্তমের কথা ভক্তগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অতএব ভাগবতে এই নিত্য কয়।
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনময় ॥

২৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥*

এই তিন সম্বন্ধ শুন অভিধেয় ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥

২৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৫।২৩)—

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥

টীকা।—অথৈতৎপ্রার্থিতলীলাকথাং কথয়ন্নেব শ্রীভগবদাদিষ্ট-চতুঃশ্লোকী-জ্ঞানং বিবৃত্যাহ ভগবানিত্যাদি। অশেষসংক্লেশ-সমং বিধত্ত ইত্যাদ্যন্তেন গ্রন্থেন। অথ কথাক্রমানুরোধেন চতুর্ণামর্থা বিপর্য্যয়েণ বক্তব্যাঃ। তত্রাহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরমিত্যস্যার্দ্ধস্যার্থং সৃষ্টিলীলোপক্রমেণ দর্শয়তি ভগবানিতি দ্বাভ্যাং। ইদং বিশ্বং পুরুষাদিপার্থিবপর্য্যন্তং তদানীমেকাকিনা স্থিতেন ভগবতা সহৈকীভূয়াসীদিত্যর্থঃ। আত্মনাং শুদ্ধজীবানামপি রশ্মিস্থানীয়ানামাত্মা মণ্ডলস্থানীয়ং পরমস্বরূপং নচ তস্যাপ্যন্যত্তদস্তি যত আত্মা স্বয়ং সিদ্ধস্বরূপ ইত্যর্থঃ। ইতি তত্র স্বাংশানামপ্যংশিত্বং দর্শিতং ব্রহ্মাভিন্নত্বঞ্চ। কদা আত্মেচ্ছাসৃষ্ট্যাদীচ্ছা তস্যা অনুগতৌ লীনতায়াং সত্যামিত্যর্থঃ। নন্নু, বৈকুণ্ঠাদিবহুবৈভবেঽপি সতি কথমেক এবাসীত্তত্রাহ। বৈকুণ্ঠাদি নানামত্যপি স এবৈক উপলক্ষিত ইতি। সেনাসমেতত্বেঽপি রাজাঽসৌ প্রজাতীতিশৎ।

ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ।—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত ছিল, যেহেতু ভগবান্ আত্মার আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ জীবেরও পরস্বরূপ, সে সময় সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতেই লীন ছিল এবং বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবে তিনিই উপলক্ষিত ছিলেন।

২৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ
শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা
শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥*

এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ ॥

২৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৪)—

এতেচাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥†

৩০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪ ২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব!
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥‡

৩১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৫)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥*

৩২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।৩২)—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ
মিথোঽঘৌঘহরং হরিং।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা
বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুং ॥

টীকা।—মিথঃ পরস্পরং অঘৌঘহরং পাতকনাশনং হরিং স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ সাধকঃ ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা উৎপুলকাং তনুং বিভ্রতি।

অনুবাদ।—নিখিলপাপহারী ভগবান্ কেশবকে পরস্পর স্মরণ করিবে ও অপরকে স্মরণ করাইবে; এবং সাধনভক্তি প্রেমভক্তি সঞ্জাত হইলে রোমাঞ্চিত তনু পরিগ্রহ করিবে।

৩৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪০)—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥†

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থ রূপ।
নিজ কৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যরূপ ॥

৩৪ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে ত্রাশীত্যধিকদ্বিশতাঙ্কধৃত-গরুড়পুরাণম্—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

টীকা।—অয়ং ভাগবতার্থঃ ব্রহ্মসূত্রাণাং অর্থঃ, ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ; অসৌ গায়ত্রী-ভাষ্যরূপঃ, বেদার্থপরিবৃংহিতঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—এই ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ, আর ইহাতে বেদার্থ বর্দ্ধিতরূপে অভিহিত হইয়াছে।

৩৫ শ্লোক।

তথাহি প্রথমস্কন্ধস্য প্রথম-শ্লোকব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিকৃত গরুড়পুরাণীয়-শ্লোকদ্বয়ম্—

গ্রন্থোষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ॥

টীকা।—অয়ং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ গ্রন্থঃ অষ্টাদশসাহস্রঃ অষ্টাদশসহস্রসংখ্যৈঃ শ্লোকৈঃ সমন্বিতঃ। অত্র গ্রন্থে সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং। হি নিশ্চিতং সর্ব্ববেদান্তসারং শ্রীভাগবতং ইষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য অন্যত্র ক্বচিৎ রতিঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—শ্রীমদ্ভাগবতনামক গ্রন্থ অষ্টাদশসহস্রসংখ্যক শ্লোকে পরিপূর্ণ; যাবতীয় বেদেতিহাসের সারাংশ ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। নিখিল বেদান্তের সারাংশই ভাগবত নামে অভিহিত। ভাগবতরসামৃতে পরিতৃপ্ত ব্যক্তির কদাচ অন্য পুস্তকে রতি জন্মে না।

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভণ।
সত্যং পরং সম্বন্ধ ধীমহি সাধনে প্রয়োজন।

৩৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ
স্বরাট্,‌ তেনে ব্রহ্ম হৃদা য
আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা, ধাম্না যেন সদা
নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥*

৩৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং, বেদ্যং বাস্তবমত্র
বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা
পরৈরীশ্বরঃ, সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র-
কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥†

৩৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।৩)—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং,
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

টীকা।—হে রসিকাঃ! হে ভাবুকাঃ! অহো বিচিত্রং! ইদং ভাগবতং ফলং মুহুঃ পুনঃ পুনঃ পিবত। নমু ত্বগাদিকং পরিত্যজ্য রস এব পীয়তে, কথং ফলং পাতব্যং? তত্রাহ—রসং রসরূপং ফলং পিবত। ন চ ভাগবতসুধাপানং মোক্ষেঽপি পরিত্যাজ্যমিত্যাহ—আলয়ং লয়ো মোক্ষঃ লয়ং অভিব্যাপ্য ন হি ইদং সর্গাদিসুখ-বন্মুক্তৈরুপেক্ষ্যতে কিন্তু সেব্যত এব। ফলং কিম্ভূতং?—নিগমকল্পতরোঃ ফলং; পুনশ্চ শুকমুখাৎ ভুবি গলিতং। পুনঃ অমৃতদ্রবসংযুতং।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ।—এই ভাগবত বেদরূপ কল্পতরুর ফল, ইহা শুকদেবের বদন হইতে নিঃসৃত হইয়া ধরাতলে অখণ্ডরূপে নিপতিত হইয়াছে; অতএব হে রসিক ভাবুকবৃন্দ! পরমানন্দ-রসসমন্বিত রস-পূরিত এই ফল তোমরা আমোক্ষ পুনঃ পুনঃ পান কর।

৩৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১৯)—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তম-শ্লোক-বিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥

টীকা।—উত্তমঃ-শ্লোকবিক্রমে বয়ন্তু ন বিতৃপ্যামঃ। তত্র হেতুঃ।—যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং সম্বন্ধে পদে পদে স্বাদু স্বাদু ভবতি।

অনুবাদ।—সৌনকাদি ঋষিরা সূতকে কহিলেন, হে সূত! উত্তমশ্লোক হরির চরিত শুনিয়া আমাদিগের পরিতৃপ্তি জন্মে নাই; কেন না, কৃষ্ণকথাশ্রবণ রসিকগণ স্বাদু হইতেও স্বাদুতর বোধ করেন।

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র স্মৃতির অর্থ সার॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি হবে পাবে প্রেমধন॥

৪০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন
শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু
মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥*

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪১ শ্লোক।

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাবব্যাখ্যায়াং ধৃতশ্রুতিঃ—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।*

৪২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১।৯)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে
উত্তম-শ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে
আখ্যানং যদধীতবান্॥†

৪৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৫।৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততম্বোঃ॥‡

৪৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো
নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-
মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥¶

হেন কালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল এই শ্লোকবিবরণ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
¶ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টি প্রকার।
করিয়াছেন যাহা শুনি লোকে চমৎকার॥
তবে সব লোক শুনি আগ্রহ করিল।
একষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল॥
শুনিয়া লোকের বড় চমৎকার হৈল।
চৈতন্য গোসাঞি শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্ধারিল॥
এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি॥
সব কাশীবাসী করে নাম সংকীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে কান্দে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসী পুরী প্রভু করিল নিস্তার॥
নিজগণ লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈলা দ্বিতীয় নদীয়া নগর॥
নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি।
কাশীতে বেচিতে আমি আইলুঁ ভাবকালী॥
কাশীতে গাহক নাহি বস্তু না বিকায়।
পুনরপি বহিয়া দেশে লওয়া নাহি যায়॥
আমি বোঝা বহিনু তোমা সবার দুঃখ হৈল।
তোমা সবার ইচ্ছায় বিনা মূল্যে বিলাইল।
সবে কহে লোক তারিতে তোমার অবতার।
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার॥
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ॥
বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল॥
লক্ষকোটি লোক আইসে নাহিক গণন।
সংকীর্ত্তনস্থানে প্রভুর না পায় দর্শন॥
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর দর্শনে।
দুই দিকে লোক করে প্রভুবিলোকনে॥
বাহু তুলি প্রভু কহে, বোল কৃষ্ণ হরি।
দণ্ডবৎ করে লোক হরিধ্বনি করি॥
এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া॥

রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিল গমন।
পাছে লোক লইল তবে ভক্ত পঞ্চজন॥
তপনমিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর, কীর্ত্তনীয়া পরমানন্দ জন॥
সবে চাহে প্রভুসঙ্গে নীলাচল যাইতে।
সবারে বিদায় দিল প্রভু যত্ন সহিতে॥
যার ইচ্ছা পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড পথে॥
সনাতনে কহিল তুমি যাও বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন॥
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইসে যদি করিহ পালন॥
এত বলি চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া।
সবেই পড়িলা তথা মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘর আইলা।
সনাতন গোসাঞি বৃন্দাবনেতে চলিলা॥
এথা রূপ গোসাঞি হবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধি রায় মিলিলা॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড়
অধিকারী।
সৈয়দ হুঁসেনখাঁ করে তাহার চাকরি॥
দীঘী খোদাইতে তারে মনসব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে যাবে হুঁসেনখাঁ গৌড়ে রাজা হৈল।
সুবুদ্ধিরায়েরে তিঁহ বহু বাড়াইল॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের
চিনে (হে)।
সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজা স্থানে॥
রাজা কহে, আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে ইঁহা নাহি জীবে॥
স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা॥

তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাঞা।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তিঁহ পণ্ডিতের স্থানে।
তারা কহে তপ্তঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে॥
কেহ কহে এত নহে অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয়॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপনি বৃত্তান্ত কহিলা॥
প্রভু কহে, ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
রায় আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনেতে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা॥
কতক দিবস তিঁহ নৈমিষারণ্যে রহিলা।
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগ আইলা॥
মথুরা আসিয়া রায় প্রভু-বার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগি না পাইয়া বড় মনে দুঃখ হৈল॥
রায় শুষ্ক কাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় একেক বোঝাতে॥
আপনে রহে পয়সার চাবানা খাইয়া।
আর পয়সা বাণিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধিভাত তৈল মর্দ্দন॥
রূপ গোসাঞি আইল তাঁরে বহু প্রীতি কৈল।
আপন সঙ্গে লয়ে দ্বাদশ বন দেখাইল॥
মাস মাত্র রূপ গোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইল সনাতনানুসন্ধানে॥
গঙ্গাতীর-পথে প্রভু প্রয়াগেতে আইলা।
ইহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা॥*
এথা সনাতন গোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা রাজসরান পথ দিয়া॥

মথুরাতে সুবুদ্ধি রায় তাঁহারে মিলিলা।
রূপ-অনুপম-কথা সকলি কহিলা॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহা সনে না হৈল মিলন॥
সুবুদ্ধি রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে॥
ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে॥
মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতি বৃক্ষে প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রি দিনে।
মথুরামাহাত্ম্যশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ত তীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া॥
এইমত সনাতন বৃন্দাবনেতে রহিলা।
রূপগোসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা॥
মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন।
তিন জন সহ রূপ করিল মিলন॥
শেখরের ঘরে বাসা মিশ্রঘরে ভিক্ষা।
মিশ্রমুখে শুনে সনাতনে প্রভুর শিক্ষা॥
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে॥
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া॥
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল॥
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বনপথে মহাসুখ পাইলা॥
সুখে চলি আইসে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি সঙ্গে কৈল নানা রঙ্গে॥
আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইল নিজ ভক্তগণে॥
শুনিয়া ভক্তের গণ পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইল যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা॥
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা॥
পুরী ভারতীর প্রভু বন্দিল চরণ।
দুঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম আলিঙ্গন॥

* দুই ভাই বলিতে রূপ ও তৎকনিষ্ঠ অনুপম।

দামোদর, স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর॥
কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর, আর পণ্ডিত শঙ্কর॥
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
আনন্দসমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথদর্শনে॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্ত সঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য গীত কৈলা॥
জগন্নাথ-সেবক আনি মালা প্রসাদ দিলা।
তুলসী পড়িছা আনি চরণ বন্দিলা॥
মহাপ্রভু আইল গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, বাণীনাথ মিলিল॥
সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্র-বাসা আইলা।
সার্ব্বভৌম পণ্ডিত গোসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা।
প্রভু কহে মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে।
সবা সঙ্গে ইঁহা আজি করিব ভোজনে॥
তবে দুঁহে জগন্নাথপ্রসাদ আনিল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল॥
এইত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন।
পুনঃ করিলেন যৈছে নীলাদ্রি গমন॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
মধ্যলীলার করিল এই দিগ্ দরশন।
ছয় বৎসর করিল যৈছে গমনাগমন॥
শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্ত্তনবিলাস॥
মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষ লীলার সূত্রগণ।
তঁহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ বর্ণন।
মধ্যে নানা ভাবের দিগ্ দরশন॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর করিল সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিল বিলাস॥
চতুর্থে মাধবপুরীর চরিত্র আস্বাদন।
গোপালস্থাপন, ক্ষীর চুরীর বর্ণন॥
পঞ্চমে সাক্ষীগোপালচরিত্র বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে, প্রভু করে আস্বাদন॥
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমের করিল উদ্ধার।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা বাসুদেব-নিস্তার॥
অষ্টমে রামানন্দ-সংবাদ-বিস্তার;
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার॥
নবমে করিল দক্ষিণ তীর্থ ভ্রমণ।
দশমে করিল সব বৈষ্ণব মিলন॥
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেড়া সংকীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন ক্ষালন॥
ত্রয়োদশে রথ আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হোরাপঞ্চমীযাত্রা দরশন॥
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহিল প্রভু কৈল আস্বাদন॥
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল।
সার্ব্বভৌমঘরে ভিক্ষা অমোঘে তারিল॥
ষোড়শে বৃন্দাবনযাত্রা গৌড়দেশপথে।
পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে॥
সপ্তদশে বনপথে মথুরা গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবনবিহার বর্ণন॥
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তি সঞ্চারণ॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ বর্ণন॥
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য বর্ণন।
দ্বাবিংশে বিবিধ সাধন-ভক্তি-বিবরণ॥
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি রসের কথন।
চতুর্ব্বিংশে আত্মারাম শ্লোকার্থ বর্ণন॥
পঞ্চবিংশে কাশীবাসী বৈষ্ণবকরণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন॥

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে এই কৈল অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ আস্বাদ ॥
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলাসার।
কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার ॥
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনি আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাগবততত্ত্ব রস-লীলা-তত্ত্বসার ॥
শ্রীভাগবত-তত্ত্ব-রস করিল প্রচার।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত জানাইল সংসার ॥
ভক্তি লাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাঁহো ভক্তমুখে কাঁহো শুনিলা আপনে ॥
শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্যচরণ ॥
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণ-তত্ত্বসার।
সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তের ইহা পাইবে পার ॥

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার,
দশ দিকে হবে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মন-হংস চরাও তাহাতে ॥
ভক্তগণ শুন মোর দৈন্য বচন।
তোমা সবার পদধূলি, অঙ্গে বিভূষণ করি,
কিছু মুঞি করি নিবেদন ॥
কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস-কুমুদ-বনে, প্রফুল্লিত রাত্রি দিনে,
তাতে চরাও মন-ভৃঙ্গগণ।
নানা ভাবে ভক্তজন, হংস চক্রবাকগণ,
যাতে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি মৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্ত-হংস করয়ে আহার ॥
সেই সরোবরে গিয়া, হংস চক্রবাক হঞা,
সদা তাহা করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥
এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফল অমৃত ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার প্রেমে জীয়ে জগজ্জন
চৈতন্যলীলামৃত পূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুঁহ মিলি হয় সুমাধুর্য্য।*
সাধু-গুণপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ॥
সে লীলা অমৃত বিনে, খায় যদি অন্ন পানে,
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার এক বিন্দু পানে, উৎফুল্লিত তনু মনে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ভক্তবৃন্দ
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ, করি শিরে ভূষণ
যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ ॥
শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ জীব চরণ
শিরে ধরি যার করি আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,†
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥

* মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য—প্রচুর মধুর।
† মৃতান্বিত—অমৃতযুক্ত।

৪৫ শ্লোক।

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দ-দেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥

টীকা।—শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দ-দেবতুষ্টয়ে এতৎ চৈতন্যচরিতামৃতং চৈতন্যার্পিতং অস্তু।

অনুবাদ।—শ্রীমন্মদনগোপাল ও গোবিন্দ-দেবের প্রীত্যর্থ এই চৈতন্যচরিতামৃত শ্রী-চৈতন্যে প্রদত্ত হইল।

৪৬ শ্লোক।

তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ,
খলসমুদয়লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যং।
ক্ষিতিরিয়মিহ কামে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ,
সহৃদয়সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি ॥

টীকা।—খলসমুদয়লোকৈঃ যৎ অতি-রহস্যং অতিগুহ্যং গৌরলীলামৃতং ন আদৃতং, তচ্চ তৈঃ অলভ্যং, যৎ সহৃদয়সুমনোভিঃ সজ্জনৈঃ সমন্তাৎ সম্যক্ স্বাদিতং, ইহ অস্মিন্ কামে কামনায়াং ইয়ং ক্ষিতিঃ ধরণী এষাং সজ্জনানাং মোদং আনন্দং তনোতি বিস্তারয়তি।

অনুবাদ।—যাহারা খল, তাহারা অতি-গুহ্য এই গৌরলীলামৃতের সম্মাননা করে না; ইহা তাহাদিগের দুষ্প্রাপ্য; সহৃদয় সজ্জনেরাই সম্যক্প্রকারে ইহার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং নিখিলা ধরণী চিরদিন সেই সকল সাধুর হর্ষ বর্দ্ধন করুন।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসিবৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাচল-গমনম্ নাম পঞ্চবিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥২৫॥

মধ্যলীলা সম্পূর্ণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

১ শ্লোক।

অথ গ্রন্থকারকৃত শ্লোকপঞ্চকম্—

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং
মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে
কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরং॥

টীকা।—যৎকৃপা যস্য কৃপা পঙ্গুং পাদশূন্যং জনং শৈলং গিরিং লঙ্ঘয়তে উত্তীর্ণং কারয়তি; মূকং বাক্‌শক্তিবিহীনং জনং শ্রুতিং বেদাদিকং আবর্ত্তয়েৎ; অহং তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে নমামি।

অনুবাদ।—যাঁহার কৃপাবলে পঙ্গু ব্যক্তিও গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয় এবং বাক্‌শক্তিহীনেরও বেদাদি অধ্যয়নে শক্তি জন্মে, আমি সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।

২ শ্লোক।

দুর্গমে পথি মেহন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনং॥

টীকা।—দুর্গমে দুস্তরে পথি মার্গে সংসাররূপপদ্ধতি লক্ষণে তত্রাথং, মুহুঃ পুনঃপুনঃ স্খলৎপাদগতেঃ স্খলিতচরণস্য অন্ধস্য মে মম সম্বন্ধে সন্ত সাধবঃ স্বকৃপা যষ্টিদানেন স্বকরুণারূপ-যষ্টিপ্রদানেন অবলম্বনং সন্তু ভবন্তু।

অনুবাদ।—আমি দুর্গম সংসাররূপ কুটিলমার্গে নিপতিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ স্খলিত হইতেছি; আমি অন্ধ অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন; সাধুবর্গ কৃপারূপ যষ্টি প্রদানপূর্ব্বক আমার অবলম্বন হউন।

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছুই গুরুর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥

৩ শ্লোক।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ॥*

* ইহার টীকা ও অনুবাদ আদ্যের ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪ শ্লোক।

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥*

৫ শ্লোক।

শ্রীমন্রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥†

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলাবর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ ॥
মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্য-লীলা-সূত্রগণ।
পূর্ব্ব গ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন ॥
আমি জরাগ্রস্ত নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্যলীলার কোন লীলা করিয়াছি বর্ণন ॥
পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থসূত্র অনুসারে।
যেই নাহি লিখি তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচল আইলা।
স্বরূপ গোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥
শুনি শচী আনন্দিতা, সব ভক্তগণ।
সবে মিলে নীলাচলে করিলা গমন ॥
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী।
আচার্য্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সবে আসি ॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান।
সবাকে পালন করে দেয় বাসা স্থান।
এক কুক্কুর চলে শিবানন্দ সনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে ॥
এক দিন এক স্থানে নদী পার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে ॥

কুক্কুর রহিলা শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশপণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা ॥
এক দিন শিবানন্দ ঘাটিতে রহিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা ॥
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে।
কুক্কুর পাঞাছে ভাত সেবকে পুছিলে ॥
কুক্কুর নাহি পায় ভাত শুনি দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে দশ মনুষ্য পাঠাইলা ॥
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর লোক সব আইল।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈল ॥
প্রভাতে কুক্কুর চাহি কোথায় না পাইল।
সকল বৈষ্ণব মনে চমৎকার হৈল ॥
উৎকণ্ঠায় চলি সবে আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে ॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসস্থানে।
প্রভু-স্থানে আর এক দিন সবার গমনে ॥
আসিয়া দেখিল সবে সেইত কুক্কুরে।
প্রভু-কাছে বসি আছে কিছু অল্পদূরে ॥
প্রসাদ নারিকেলশস্য দেন ফেলাইয়া।
"কৃষ্ণ রাম হরি" কহ বলেন হাসিয়া ॥
শস্য খায় কুক্কুর, কৃষ্ণ কহে বারবার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা ॥
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধ দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠকে গেলা ॥
ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাই করিল মোচন ॥
এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল মন ॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ নান্দী-শ্লোক তথাই লিখিল ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পথে চলি আইসে নাটকের ঘটন ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে ॥
এইমতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা ॥
রূপ গোসাঞি প্রভু-পাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥
অনুপমের লাগি তাঁর বিলম্ব হইল।
ভক্তগণ-পাশ আইল, লাগি না পাইল ॥
উড়িয়াদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম ॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল কৃপা করি ॥
"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ ॥"
স্বপ্ন দেখি রূপ গোসাঞি করিল বিচার।
"সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার ॥
ব্রজপুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা ॥"
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি উত্তরিলা হরিদাসের বাসাস্থলে ॥
হরিদাস ঠাকুর তারে বহু কৃপা কৈলা।
"তুমি আসিবে মোরে প্রভু যে কহিলা ॥"
উপলভোগ দেখি হরিদাসেরে দেখিতে ॥
প্রতিদিন আইসেন প্রভু, আইলা আচম্বিতে ॥
"রূপ দণ্ডবৎ করে" হরিদাস কহিলা।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা ॥
হরিদাস রূপ লঞা প্রভু বসিলা এক স্থানে।
কুশলপ্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণে ॥
সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
রূপ কহে "তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল ॥
আমি গঙ্গাপথে আইলাম তিঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা না হৈল তাঁর সাথে ॥
প্রয়াগে শুনিল তেঁহো গেলা বৃন্দাবন।"
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন ॥

রূপে তাঁহা বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।
গোসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা ॥
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সবায় কৃপা ত করিয়া
সবার চরণ রূপ করিল বন্দন।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন ॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভু দুই জনে।
প্রভু কহে "রূপে কৃপা কর কায়মনে ॥
তোমা দুঁহার কৃপাতে ইহার হউক শক্তি।
যাতে বিরচিতে পারেন কৃষ্ণরসভক্তি" ॥
গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন ॥
প্রতিদিন আসি রূপ করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পান দেন দুই জনে ॥
ইষ্টগোষ্ঠী দুই জনে করি কতক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন ॥
এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥
ভক্তগণ লঞা কৈল গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
আইটোটা আসি কৈল বন্য ভোজন ॥
প্রসাদ খায় হরি বলে সব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস রূপের হরষিত মন ॥
গোবিন্দ দ্বারা প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা ॥
আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥
"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে" ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণপ্রকটলীলায়াং দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃতযামলবচনং—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো
যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য
স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥

টীকা।—যদুসম্ভূতঃ যদুকুলজাতঃ কৃষ্ণঃ একঃ স্যাৎ, গোপেন্দ্রনন্দনঃ নন্দসুতঃ কৃষ্ণঃ অন্যঃ স্যাৎ। যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ কৃষ্ণঃ, সঃ বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য বিহায় ক্বচিৎ কুত্রাপি নৈব গচ্ছতি। পরন্তু যদুবংশোদ্ভবঃ কৃষ্ণঃ বৃন্দাবনং বিহায় মথুরায়াং গচ্ছতি।

অনুবাদ।—যদুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ এক জন এবং নন্দসুত কৃষ্ণ অন্য জন। নন্দসুত কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিহারপূর্ব্বককদাচ কুত্রাপি গমন করেন না; কিন্তু যে কৃষ্ণ যদুকুলোদ্ভব, তিনিই বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিয়া থাকেন।

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ গোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥
"পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানি পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু-আজ্ঞা হৈল ॥
পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা ॥
দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা।
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥"
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল।
রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন দেখিল ॥
প্রভুর নৃত্য-শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থে শ্লোক করিল তথাই ॥
পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ কথন ॥
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে।
কেন শ্লোক পড়েন ইহা কেহ নাহি জানে ॥
সবে এক স্বরূপ গোঁসাই শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ করান আস্বাদনে ॥
রূপ গোসাঞি প্রভুর জানি অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায় ॥

৭ শ্লোক।

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃতং তথা
পদ্যাবল্যাং অশীত্যধিকশততমাঙ্কধৃতং
কস্যশ্চিন্নায়িকায়া বচনম্—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা
এব চৈত্রক্ষপাস্তে চোন্মীলিত-
মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
বা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-
ব্যাপারলীলাবিধৌ রেবারোধসি
বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥*

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোকঃ—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি
কুরুক্ষেত্রমিলিতস্তথাহং
সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরলীপঞ্চমজুষে মনো মে
কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥†

তাল পত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা।
সমুদ্র-স্নান করিবারে রূপ গোসাঞি গেলা ॥
হেনকালে প্রভু আইলা তাহারে মিলিতে।
চালে শ্লোক পাঞা প্রভু লাগিলা পড়িতে ॥
শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
হেনকালে রূপ গোসাঞি স্নান করি আইলা ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা ॥
"গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে।"
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥
সে শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
রূপের পরীক্ষা লাগি তাহারে পুছিল ॥
"মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে।"
স্বরূপ কহে "জানি কৃপা করিয়াছ আপনে ॥
অন্যথা এ অর্থ কারও নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলে করি অনুমান ॥"
প্রভু কহে "ইঁহ আমায় প্রয়াগে মিলিলা।
যোগ্যপাত্র জানি ইঁহায় মোর কৃপা হইলা ॥
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিও কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ ॥"
স্বরূপ কহে "যাতে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা তবহিঁ জানিল ॥

৯ শ্লোক।

তথাহি ন্যায়ঃ—

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে।
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥

টীকা।—ফলেন হেতুনা ফলকারণং অনুমীয়তে। হি যস্মাৎ কার্য্যং নিদানাৎ গুণান্ অধীতে লভতে ॥

অনুবাদ।—ফল দ্বারাই ফলের কারণ প্রতীতি করিতে হয়; কেননা, কার্য্য কারণানুরূপ গুণ লাভ করে।

১০ শ্লোক।

তথাহি নৈষধীয়ে পঞ্চচত্বারিংশ-শ্লোকে দময়ন্তীং প্রতি হংসবাক্যম্—

স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং
নালামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥

টীকা।—হে দময়ন্তি! বয়ং অন্নানুরূপাং রূপঋদ্ধিং কারণ সদৃশীং তন্বাঃ রূপস্য ঋদ্ধিং ভজামঃ প্রাপ্নুমঃ। বয়ং কিম্ভূতাঃ?—স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং নালামৃণালাগ্র-ভুজঃ; স্বর্গাপগায়াঃ দেবনদ্যা মন্দাকিন্যাঃ হেমমৃণালিনীনাং স্বর্ণমৃণালিনীনাং নালানাং মৃণালাগ্রং অতিশয়কোমলাংশং ভুঞ্জতে যে তে। হি যতঃ কার্য্যং নিদানাৎ কারণানুরূপাৎ গুণান্ অধীতে লভতে।

অনুবাদ।—আমরা সুরনদী মন্দাকিনীর স্বর্ণময়মৃণালিনীর কোমল মৃণালাগ্র সেবনপূর্ব্বক তদনুরূপ কোমল ও মনোহর দেহ লাভ করিয়াছি; কেননা, কার্য্য কারণানুরূপ গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥
এক দিন রূপ করেন নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥
সম্ভ্রমে দুঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা।
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥
"কাঁহা পুঁথি লিখ" বলি এক পত্র নিল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল ॥
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥

১১ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।১২)—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলিলব্ধয়ে, কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী
ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।

চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং, নো জানে জনিতা
কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

টীকা।—হে বৎসে! নো জানে ন অবৈমি, যৎ কৃষ্ণ ইতি বর্ণদ্বয়ী কিয়দ্ভিঃ কীদৃশৈরমৃতৈঃ পীযূষৈর্জনিতা রচিতা। বর্ণদ্বয়ী কীদৃশী?—তুণ্ডে রসনায়াং তাণ্ডবিনী নর্ত্তনবতী সতী তুণ্ডাবলিলব্ধয়ে জিহ্বাপংক্তিপ্রাপ্ত্যর্থং রতিং বাঞ্ছাং বিতনুতে বিস্তারয়তি। বহুতুণ্ডশ্চেত্তদা প্রমোদেন শ্রীকৃষ্ণগুণাদিকীর্ত্তনং ক্রিয়তে ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। পুনঃ কীদৃশী?—কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী শ্রবণ-বিবরে অঙ্কুরবতী সতী কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ অর্ব্বুদসংখ্যককর্ণপ্রাপ্তয়ে স্পৃহাং বাসনাং ঘটয়তে। পুনঃ কীদৃশী?—চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী চেতোরূপ প্রাঙ্গণস্য সঙ্গিনী সতী সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ইন্দ্রিয়গ্রামাণাং কৃতিং ব্যাপারং বিজয়তে।

অনুবাদ।—হে বৎসে! কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় যে কি পরিমিত অমৃত দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহা অবগত নহি। এই অমৃতময় শব্দ যৎকালে জিহ্বায় নৃত্য করে, তখন রসনাশ্রেণীপ্রাপ্তির অভিলাষ হয়; শ্রবণবিবরে অঙ্কুরিত হইলে অর্ব্বুদসংখ্য কর্ণলাভের স্পৃহা জন্মে এবং মনোরূপ প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ব্যাপারই এতৎসকশে পরাভূত হইয়া পড়ে।

শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি ॥
"কৃষ্ণ নামের মহিমা শাস্ত্র-সাধুমুখে জানি।
নামের মহিমা ঐছে কাঁহা নাহি শুনি" ॥
তবে মহাপ্রভু দুঁহে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥

আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ ॥
সবা মিলি চলি আইল শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিলা কহিতে ॥
দুই শ্লোক কহি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে ॥
ঈশ্বরস্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা বহুমানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ ॥

১২ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্ততিশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগ্বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ং ॥

টীকা।—শীলেন চরিত্রেণ সহ নির্ম্মলমতিঃ অয়ং পুরুষোত্তমঃ পুরুষপ্রবরঃ ভৃত্যস্য সেবকস্য অপরাধান্ গুরূনপি ন পশ্যতি, অল্পামপি কৃতাং সেবাং বহুধা অভ্যুপৈতি, পিশুনেষু আত্মবিদ্বেষিষু অভ্যসূয়াং ন আবিষ্করোতি।

অনুবাদ।—বিমলস্বভাব এই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান্ স্বীয় সেবকের গুরুতর অপরাধও গ্রহণ করেন না; অল্পপরিমাণে কৃত সেবাকেও বহু জ্ঞান করেন এবং আত্মবিদ্বেষী জনের গুণেও দোষারোপ করেন না।

ভক্ত সঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুই জন।
দণ্ডবৎ হঞা কৈল চরণ বন্দন ॥
ভক্ত সঙ্গে কৈল প্রভু দুঁহাকে মিলন।
পিণ্ডার উপরে বসিলা লঞা ভক্তগণ ॥

রূপ হরিদাস দুঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার অগ্রে না উঠিলা পিঁড়ার উপরে ॥
"পূর্ব্ব শ্লোক পড় রূপ" প্রভু আজ্ঞা কৈল।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিল ॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে সে শ্লোক পড়িল।
শুনি সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি কৃত শ্লোকঃ—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি
কুরুক্ষেত্রমিলিতস্তথাহং
সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে মনো
মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥*

রায় ভট্টাচার্য্য বলে "তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিল কেমনে ॥
আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিল সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥
তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পাইয়াছে
প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ ॥"
প্রভু কহে "কহ রূপ নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ
শোক ॥"
বার বার প্রভু তারে আজ্ঞা যদি দিল।
তবে সে শ্লোক রূপ কহিতে লাগিল ॥

১৪ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।১২)—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলিলব্ধয়ে কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী
ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং, নো জানে
জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী ॥*

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোক শুনি সবার হইল আনন্দ বিস্ময় ॥
সবে বলে "নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥"
রায় কহে "কোন গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ॥"
স্বরূপ কহে "কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে।
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥
আরম্ভিয়াছিলা এবে প্রভু-আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া ॥
বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব ॥"
রায় কহে "নান্দী শ্লোক পড় দেখি শুনি।"
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভু-আজ্ঞা মানি ॥

১৫ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।১)—

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাং।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারসরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী ॥

টীকা।—হরিলীলাবিষয়িণী হরিলীলা-রূপ-রসালপানীয়বিশেষঃ তে তব তৃষ্ণাং পিপাসাং হরতু দূরীকরোতু। তৃষ্ণাং কীদৃশাং?—সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ সন্তাপোদ্গম-বিষমসংসারসরণী-প্রণীতাং; সন্তাপানাং আধ্যাত্মিকাদি-তাপানাং উদ্গমো যস্যাং সা, এবম্প্রকারা যা বিষমা দুর্গমা সংসার-রূপা সরণী পন্থাঃ, তয়া প্রণীতাং পর্য্যটনোৎ-

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পন্নাং। হরিলীলাশিখরিণী কিম্ভূতা?—চান্দ্রীণামপি সুধানাং মধুরিমোন্মাদদমনী; মধুরিম্না হেতুনা উন্মাদঃ অহমেব সর্ব্বথা মাধুর্য্যময়ী ইতি যোঽহঙ্কারস্তং দময়িতুং শীলং যস্যাঃ সা। পুনঃ কিম্ভূতা?—রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাং রাধাদীনাং প্রণয় এব ঘনসারাঃ কর্পূরাস্তৈঃ করণৈঃ সুরভিতাং সৌগন্ধ্যং দধানা।

অনুবাদ।—যাহা চন্দ্রমার সুধামাধুর্য্যরূপ গর্ব্ব প্রশমিত করিয়াছে এবং যাহা রাধা প্রভৃতির প্রণয়রূপ কর্পূরযোগে সৌগন্ধ্য ধারণ করিয়াছে, সেই হরিলীলাশিখরিণী ত্বদীয় আধ্যাত্মিকাদিতাপহর, ভীষণসংসারপথপর্য্যটনজাত পিপাসা দূর করুক্।

রায় কহে "কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।"
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন॥
প্রভু কহে "কহ কেন কি সঙ্কোচ লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব সমাজে॥"
তবে রূপ গোসাঞি যদি শ্লোক পড়িল।
শুনি প্রভু কহে "এই অতি স্তুতি হৈল॥"

১৬ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥*

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।
"কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাইয়া॥"

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রায় কহে "কোন্ মুখে পাত্রসন্নিধান।"
রূপ কহে "কালসাম্যে প্রবর্ত্তক নাম॥*"

১৭ শ্লোক।

তথাহি নাটকচন্দ্রিকায়াং (১২)—

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন
প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ॥

টীকা।—কালসাম্যেন আক্ষিপ্তঃ প্রেষিতঃ সন্ যঃ প্রবেশঃ, স এব প্রবর্ত্তকঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—সময়ানুরূপ পাত্রসন্নিবেশকেই প্রবর্ত্তক কহে।

১৮ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।১০)—

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগং।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী॥

টীকা।—অয়ং সঃ দৃশ্যমানঃ বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় সমুপাগতঃ স্যাৎ। যস্মিন্ সময়ে অসৌ পৌর্ণমাসী তিথিঃ তৎ-সংজ্ঞকা ভগবতী চ রুচিরয়া রাধয়া সহ বিশাখানক্ষত্রেণ পক্ষান্তরে বৃষভানুনন্দিন্যা সহ নিশি রঙ্গায় কৌতুকায়, পক্ষান্তরে কৌতুকরহস্যং প্রকাশয়িতুং, পূর্ণং ষোড়শকলং, পক্ষান্তরে পরিপূর্ণতমং তং ঈশ্বরং শশাঙ্কং পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণং সঙ্গং অয়িতা। পৌর্ণমাসী কিম্ভূতা?—গূঢ়গ্রহা গূঢ়া নবগ্রহা যস্যাঃ সা, পক্ষান্তরে গূঢ়ো গ্রহ আগ্রহো যস্যাঃ

* রামানন্দ রায় যে এই প্রশ্ন করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নাটকের কোন্ স্থানে নাট্যোক্ত পাত্র অথবা ব্যক্তিদিগকে রঙ্গক্ষেত্রে অবতারণা করান হইয়াছে? রূপগোস্বামী তদুত্তরে কহিলেন যে, নাটকের উপক্রমণিকাভাগকে প্রস্তাবনা বলে; প্রস্তাবনার সময়ানুরূপ পাত্র সন্নিবেশিত করিতে হয়।

স্যা। ঈশ্বরঃ কিম্ভূতং ?—উপোঢ়নবানুরাগং উপোঢ়ঃ লব্ধঃ নবঃ অনুরাগো রক্তিমা যেন তং ; শ্রীকৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টম্।

অনুবাদ।—এই বসন্তঋতু আগত হইয়াছে। এই কালে পৌর্ণমাসী তিথি মনোহর বিশাখানক্ষত্র সহ গ্রহকুলে পরিবেষ্টিতা হইয়া নবরাগরঞ্জিত পূর্ণশশধরের সহিত সমবেতা হওত শোভা সম্পাদন করিতেছে। পক্ষান্তরে,—বসন্তকালীয় যামিনীতে দেবী পৌর্ণমাসী অতীব আগ্রহসহকারে নবীনানুরাগে অনুরাগী পরিপূর্ণতম শ্রীহরির কৌতুক-বর্দ্ধনার্থ সুরুচিরা রাধাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আগমনপূর্ব্বক মিলিতা হইলেন।

রায় কহে "প্ররোচনাদি কহ দেখি শুনি।"
রূপ কহে "মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি॥"

১৯ ।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (৮.৮)—

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো
নিসর্গোজ্জ্বলঃ শীলৈঃ পল্লবিতঃ
স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবী-
গর্ভভূর্ম্মন্যে মদ্বিধপুণ্য-
মণ্ডলপরিপাকোঽয়মুন্মীলতি॥

টীকা।—অয়ং মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরিপাকঃ মদ্বিধপুণ্যসমূহানাং পরিণতিঃ উন্মীলতি, ইতি অহং মন্যে। কথং ?—অনর্গলধিয়াং নির্ম্মলবুদ্ধীনাং ভক্তানাং নিসর্গোজ্জ্বলঃ বর্গঃ সমূহঃ উদগাৎ উদয়ং প্রাপ্তবান্। অসৌ প্রবন্ধঃ বিদগ্ধমাধবনাটকঃ অপি বল্লববধূবন্ধোঃ কৃষ্ণস্য শীলৈঃ চরিত্রৈঃ পল্লবিতঃ সুশোভিতঃ। বৃন্দাটবীগর্ভভূঃ বৃন্দাবনস্থরাসমণ্ডলং তাণ্ডববিধেঃ চত্বরতাং লেভে প্রাপ্তবতী।

অনুবাদ।—দেখ, এই সভাতে স্বভাব নির্ম্মল নির্ম্মলমতি ভক্তবৃন্দ সমুপস্থিত রহিয়াছেন; এই বিদগ্ধমাধবনামা প্রবন্ধও গোপীপ্রিয় কৃষ্ণের লীলাচরিতে শোভিত; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাস্থান এই বৃন্দাবন আমাদিগের অভিনয়ের রঙ্গভূমি; বোধ হয়, অদ্য আমাদিগের ন্যায় সকলের পুণ্যপরিণাম বিকাশিত হইল।

২০ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।৩)—

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধাঃ
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ং।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাং।

টীকা।—হে বুধাঃ বিচক্ষণাঃ! প্রকৃতিলঘুরূপাং মত্তঃ সকাশাৎ অভিব্যক্তা প্রকাশিতা অপি ইয়ং কৃতিঃ কবিতা বঃ যুষ্মাকং সিদ্ধার্থান্ অভিলষিতান্ বিধাত্রী বিধানং কুর্য্যাদিতি ভাব। কীদৃশী কৃতিঃ ?—হরিগুণময়ী কৃষ্ণলীলাত্মিকা। তত্র দৃষ্টান্তমাহ।—পুলিন্দেন শবরেণ সমিধং কাষ্ঠং উন্মথ্য ঘৃষ্ট্বা উৎপাদিতঃ অগ্নিরপি হিরণ্যশ্রেণীনাং কাঞ্চনসমূহানাং অন্তঃকলুষতাং অন্তর্ম্মালিন্যং ন অপহরতি কিমু ? তথা মম কৃতিঃ সজ্জনানাং দুর্ব্বাসনারূপমালিন্যং অপহরতি ইতি সূচিতং।

অনুবাদ।—হে বিচক্ষণগণ! আমি অতি লঘুস্বভাব বটি, তথাপি মদ্বিরচিতা কৃষ্ণগুণাত্মিকা এই কবিতা আপনাদিগের অভিলষিত পূরণ করিবে; কেননা, অতি-

ঘৃণিত জাতি শবর কর্ত্তৃক কাষ্ঠঘর্ষণে সমুৎপাদিত বহ্নি কি স্বর্ণের অন্তর্মালিন্য নষ্ট করে না ?

রায় কহে "কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি-কারণ।
পূর্ব্বানুরাগ, বিকার-চেষ্টা কামলিখন॥"
ক্রমে শ্রীরূপ গোসাঞি সকলি কহিল।
শুনি প্রভুর ভক্তগণে চমৎকার হৈল॥

২১ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।১৮)—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং
কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং সান্দ্রোন্মাদ-
পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্ম্মনসি মে লগ্নঃ
পটে বীক্ষণাৎ কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে
রতিরভূৎ মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

টীকা।—হে সখি ! একস্য পুরুষোত্তমস্য কৃষ্ণ ইতি নামাক্ষরং শ্রুতমেব মতিং লুম্পতি বিলুপ্তাং করোতি। অন্যস্য বংশীকলঃ বংশীধ্বনিঃ শ্রুতিমাত্রেণৈব সান্দ্রোন্মাদপরম্পরাং নিবিড়মত্ততাশ্রেণীং ঘনীভূতমত্ততামিত্যর্থঃ উপনয়তি প্রাপয়তি। এষঃ স স্নিগ্ধঘনদ্যুতিঃ কৃষ্ণমেঘবর্ণ্যদ্যুতিঃ যঃ পুরুঃ বীক্ষণাদ্ধেতোঃ মনসি পটে চিত্তক্ষেত্রে লগ্নঃ স্যাৎ, ধিক্ কষ্টং ! ভোঃ ! পুরুষত্রয়ে মম রতিঃ অভূৎ, অতএব মৃতিঃ শ্রেয়সী কল্যাণকরী ইতি মন্যে।

অনুবাদ।—হে সখি ! "কৃষ্ণ" এই নাম শ্রবণমাত্র একজন বিলুপ্তমতি হইল, অন্যের বংশীধ্বনি শ্রুতিমাত্র ঘনীভূত উন্মাদ আনয়ন করিল ; অপর এক জনের স্নিগ্ধ নবনীরদদ্যুতি দেখিবামাত্র চিত্তক্ষেত্রে লগ্ন হইয়া রহিল ; হা ধিক্ ! আমাকে একত্র পুরুষত্রয়ের রতি বহন করিতে হইল। ইহা অপেক্ষা মরণই আমার মঙ্গল।

২২ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।৬)—

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং
পর্য্যবস্যতি॥

।—হে সখি ! ইয়ং রাধা-হৃদয়-বেদনা সুদুঃসাধ্যা। যত্র চিকিৎসাপি কৃতা কুৎসায়াং নিন্দায়াং পর্য্যবস্যতি।

অনুবাদ।—হে সখি ! শ্রীরাধিকার এই মনোবেদনা দুঃসাধ্য। ইহার চিকিৎসা নিন্দায় পর্য্যবসিত হইবে, কেননা এ রোগ উপশমের সম্ভাবনা নাই।

২৩ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।৩৩)—

ধরিঅ পড়িচ্ছন্দ গুণং সুন্দর
মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং
জহ জহ চইদা পলাএম্মি॥

টীকা।—হে সুন্দর ! প্রতিচ্ছন্দগুণং ধৃত্বা ত্বং মম মন্দিরে হৃৎপটে বসসি তিষ্ঠসি। যথা যথা চকিতা সতী পলায়ে, তথা তথা বলিতং যথা স্যাত্তথা বলেন মাং রুণৎসি।*

* এই প্রাকৃত শ্লোকটীর সংস্কৃতানুবাদ যথা—
ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি।
তথা তথা রুণৎসি বলিতং যথা যথা চকিতা পলায়ে।

অনুবাদ।—হে সুন্দর! তুমি মদীয় হৃদয়মন্দিরে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছ; আমি ভীতা হইয়া যে যে দিকে পলায়ন করি, তুমি সবলে সেই সেই দিকেই আমার গতিরোধ করিয়া থাক।

২৪ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।১৪)—

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্প-
মালম্বতে গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনা-
ন্মুহুরসৌ সাশ্রু পরিক্রোশতি।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটন-
ক্রীড়াচমৎকারিতাং বালায়াঃ কিল
চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ॥

টীকা।—হে পৌর্ণমাসি! কঃ অয়ং নবীনগ্রহঃ নবযুবা বালায়াঃ রাধায়াঃ চিত্ত-ভূমিং চিত্তক্ষেত্রং অবিশৎ, তৎ অহং নো জানে কিল। কিং কুর্ব্বন্?—অপূর্ব্ব-নটনক্রীড়াচমৎকারিতাং জনয়ন্। সা কিং আচেষ্টতে?—অসৌ অগ্রে শিখণ্ডখণ্ডং বীক্ষ্য অবলোক্য অচিরাৎ আশু উৎকম্পং আলম্বতে, ভূমৌ সংলুণ্ঠতি ইতি ভাবঃ। চ পুনঃ গুঞ্জানাং বিলোকনাৎ সাশ্রু অশ্রুযুক্তং যথা স্যাত্তথা মুহুঃ পুনঃপুনঃ পরিক্রোশতি।

অনুবাদ।—হে পৌর্ণমাসি! এই বালা পুরোবর্ত্তী ময়ূরপুচ্ছ দেখিবামাত্র অকস্মাৎ কম্পিত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইতেছে; এবং গুঞ্জাদর্শনমাত্র সাশ্রুনয়নে পুনঃপুনঃ প্রলাপবাক্য প্রয়োগ করিতেছে; জানি না, কোন্ নবযুবা ইঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক এই সমস্ত অদ্ভুত নটরঙ্গ জন্মাইয়া দিতেছেন।

২৫ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।৩৬)—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি
তবাগঃ কথমিদং মুধা মা
রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিং
তমালস্য স্কন্ধে সখি ললিতদোর্ব্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥

টীকা।—হে সখি! যদি কৃষ্ণঃ ময়ি অকারুণ্যঃ নিষ্ঠুর অভূৎ, তদা তব ইদং আগঃ অপরাধঃ কথং ভবেৎ? মুধা মা রোদঃ। পরং মম মরণাবসানে ইমাং উত্তরকৃতিং ঔর্দ্ধদৈহিকীং ক্রিয়াং কুরু। তদ্বিধিমাহ—তমালস্য স্কন্ধে কলিতদো-র্ব্বল্লরিঃ ইয়ং তনুঃ যথা বৃন্দারণ্যে চিরং বহুদিনং বাপ্য অবিচলা সতী তিষ্ঠতি।

অনুবাদ।—হে সখি! যদি শ্রীহরি মৎপ্রতি নিষ্ঠুর হইলেন, তবে আর আমার অপরাধ কি? তুমি বৃথা ক্রন্দন করিও না। আমার মৃত্যুর পর তমালতরুর মূলশাখায় মদীয় বাহুলতিকা এরূপ ভাবে বেষ্টন করিয়া রাখিও, যেন এই শরীর চিরদিন বৃন্দারণ্যে অটলভাবে অধিষ্ঠিত থাকে। এই প্রকারেই আমার ঔর্দ্ধদৈহিকী ক্রিয়া সম্পাদন করিও।

রায় কহে "কহ দেখি ভাবের স্বভাব।"
রূপ কহে "ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয় ভাব॥"

২৬ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।১৮)—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য
নির্ব্বাসনো নিঃস্যন্দেন মুদা
সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।

প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো
জাগর্ত্তি যস্যান্তরে জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য
বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥*

রায় কহে "সহজ কহ প্রেমের লক্ষণ।"
রূপ গোসাঞি কহে "সাহজিক প্রেম ধর্ম্ম॥"

২৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।৩)—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য
ধত্তে ব্যথাং নিন্দাপি প্রমদং
প্রযচ্ছতি পরিহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং
কেনাপ্যনাতন্বতী প্রেম্নঃ স্বারসিকস্য
কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥

টীকা।—কস্যচিৎ স্বারসিকস্য সরল-প্রেমিকস্য পুরুষস্য প্রেম্নঃ ইয়ং প্রক্রিয়া বিক্রীড়তি তস্য হৃন্মন্দিরে বিলসতি। কিং করোতি?—যত্র স্তোত্রং প্রশংসাবচনং তটস্থতাং ঔদাসীন্যং প্রকটয়ৎ সৎ চিত্তস্য ব্যথাং ধত্তে। নিন্দাপি পরিহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী সতী প্রমদং বিপুলহর্ষং প্রযচ্ছতি। কিং কুর্ব্বতী সতী?—কেনাপি দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং ন আতন্বতী ন বিস্তারয়তী সতী।

অনুবাদ।—স্বস্ব প্রশংসাবাক্য শ্রবণে যিনি ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তে ব্যথা অনুভব করেন এবং জননিন্দা যৎ-সকাশে পরিহাসরূপে পরিণত হইয়া বিপুল আনন্দ প্রদান করে, আর প্রেমাধারের দোষ শুনিয়া যাঁহার প্রেমের হ্রাস বা গুণ শ্রবণে প্রেমের বৃদ্ধি হয় না, তাঁহার প্রেমই সহজ প্রেম বলিয়া কথিত হয়।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২৮ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।২৪)—

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা
প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী স্বান্তে শান্তিধুরাং
বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিংবা পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা
বিমোক্ষ্যত্যসূন্ হা মৌগ্ধ্যাৎ
ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা ॥

টীকা।—ইন্দুবদনা চন্দ্রাননা রাধিকা মম নিষ্ঠুরতাং শ্রুত্বা, প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী সতী বিধুরে বেদনাযুক্তে স্বান্তে স্বহৃদয়ে শান্তিধুরাং ধৈর্য্যং বিধায় প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি বহির্ব্বদনা ভবিষ্যতি। কিংবা সন্দেহে, পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা দুরন্তমদনশরা-সনাৎ ভীতা সতী অসূন্ প্রাণান্ বিমো-ক্ষ্যতি। হা বিলাপে, ময়া মৌগ্ধ্যাৎ মৃদ্বী কোমলা ফলিনী ফলোন্মুখা মনোরথলতা উন্মূলিতা।

অনুবাদ।—সেই চন্দ্রাননা রাধিকা সখীগণপ্রমুখাৎ আমার এই নিষ্ঠুরাচরণের কথা শুনিলে হয় ত প্রেমাঙ্কুর ছিন্ন করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়াও হৃৎপদ্মে কত যাতনা ভোগ করিবেন; নতুবা দুরন্ত মদনের বাণে চকিতা হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিবেন। হায়! মূর্খতা নিবন্ধন আমি ফলোন্মুখা কোমলা মনোরথলতিকাকে সমূলে উন্মূলিত করিলাম।

২৯ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।৩২)—

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা
গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা প্রাণেভ্যোঽপি
সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।

ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো ধিক্ ধৈর্য্যং
তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥

টীকা হে সখি ! যস্য শ্রীহরেঃ উৎসঙ্গ-সুখাশয়া আশ্লেষসুখবাসনয়া করণয়া গুরুভ্যঃ গুর্ব্বী গুরুতরা লজ্জা শিথিলিতা, তথা প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ, সাধ্বীভিঃ অধ্যাসিতঃ সেবিতঃ সঃ মহান্ ধর্ম্মোঽপি ময়া ন গণিতঃ, তং উপেক্ষিতাপি যৎ অহং পাপীয়সী জীবামি, তৎ মম ধৈর্য্যং ধিক্ !

অনুবাদ।—হে সখি ! যাঁহার আলিঙ্গনসুখপ্রাপ্তির বাসনায় আমি গুরুজনবর্গের লজ্জাকেও শিথিলিত করিয়াছি, প্রাণাধিক প্রিয়তম বন্ধু তোমাদিগকেও ক্লেশ দিয়াছি, আর সতীকুলসেবিত মহান্ ধর্ম্মকেও গণনা করি নাই, অধুনা সেই কৃষ্ণ যখন আমাকে উপেক্ষা করিলেন, তখন আমার এই পাপ প্রাণধারণের ধৈর্য্যকে ধিক্।

৩০ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।৩৪)—

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য
বলনাদভদ্রং ভদ্রম্বা কিমপি
ন হি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং
কামপি দশাং, কথং বা
ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবীং ॥

টীকা।—নিজসহজবাল্যস্য বলনাৎ গৃহান্তঃ খেলন্ত্যঃ বিহরন্ত্যঃ সত্যঃ বয়ং কিমপি অভদ্রং দুঃখং ভদ্রং বা সুখং বা মনাক ঈষদপি ন জানীমহি। অশরণাং আশ্রয়বিহীনাং কামপি দশাং নেতুং বয়ং কথং যুক্তাঃ ভবামঃ। পুনশ্চ উদাসীন-পদবীং প্রথয়িতুং তে বয়ং কথং ব ন্যায্যাঃ ?

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ ! আমরা নিজ নিজ বাল্যভাব নিবন্ধন গৃহাভ্যন্তরে বিহার করিতেছিলাম, সুখ দুঃখ বা ভাল মন্দ কিছুই অবগত ছিলাম না ; এ অবস্থাতে নিরাশ্রয় দশায় আমাদিগকে আনয়ন করা কি তোমার উচিত হইয়াছে ? যদিও আনিয়াছ, এখন কি আবার ঔদাসীন্য অবলম্বন করা তোমার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত ?

৩১ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।২৯)—

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং
যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং, নায়ং
বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীর-
পল্লীবিটে, হা মেধাবিনি রাধিকে
তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥

টীকা।—বয়ং অদ্য অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ অন্তর্যন্ত্রণয়া চিহ্নিতাঃ সত্যঃ, যাম্যাং পুরীং যমক্ষয়ং যামঃ কিল নিশ্চিতং গচ্ছামঃ। তথাপি অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ বঞ্চন-সঞ্চয়প্রণয়িনং কপট-প্রেমগর্ভং হাস্যং ন উজ্ঝতি ন পরিহরতি। হা মেধাবিনি রাধিকে ! অস্মিন্ আভীরপল্লীবিটে গোপ-সুতকামুকে তব গরীয়ান্ প্রেমা কথং অভূৎ ? আভীরপল্লীবিটে কিম্ভূতে ?—গভীরকপটৈঃ সম্পুটিতে আবৃতচরিতে।

অনুবাদ।—আমরা অন্তর্যাতনায় চিহ্নিত (ব্যাকুল) হইয়া অধুনা শমনভবনে গমনে প্রস্তুত আছি, তথাপি এই কৃষ্ণ কপটপূর্ণ হাস্য ত্যাগ করিলেন না। হা মেধাবিনি রাধিকে! কি প্রকারে এই গভীর-কপট-চরিত্র গোপনন্দনে তোমার মহাপ্রেমের উদয় হইল?

৩২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২১৭)—

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তি।
লেভে কৃষ্ণার্ণবনবরসা রাধিকাবাহিনী ত্বাং,
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাঃ করোষি॥

টীকা।—হে কৃষ্ণার্ণব! কৃষ্ণসাগর! নবঘনরসা স্নিগ্ধনবরসসমন্বিতা রাধিকা-বাহিনী রাধা নাম তরঙ্গিণী ত্বাং লেভে। কিং কৃত্বা?—ধবতরোঃ পতিরূপপাদপস্য অন্তিকং সমীপং দূরে হিত্বা পরিত্যজ্য পথি মার্গে ধর্ম্মসেতোঃ কুলধর্ম্মরূপসেতোঃ ভঙ্গোদগ্রা; পুনঃ গুরুশিখরিণং গুরুজন-রূপাচলং রংহসা বেগেন লঙ্ঘয়ন্তী সতী। ত্বঞ্চ বাগ্বীচিভিঃ বাক্যতরঙ্গৈঃ কিমিব অস্যাঃ বিমুখীভাবং করোষি।

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণসাগর! নবরস-সমন্বিতা রাধাতরঙ্গিণী পতিতরু পরিহার-পূর্ব্বক কুলধর্ম্ম-সেতুভঙ্গ করিয়া গুরুজন-রূপ পর্ব্বত বেগে লঙ্ঘন করত তোমাতে মিলিত হইতে আগমন করিতেছিল, তুমি বাক্‌তরঙ্গ বিস্তারপূর্ব্বক কেন তাহার বিমুখীভাব করিলে?

রায় কহে "বৃন্দাবনে মুরলী নিঃস্বন।
কৃষ্ণ রাধিকার যৈছে করিয়াছ বর্ণন॥
কহ তোমার কবিত্ব, শুনি হয় চমৎকার।"
ক্রমে রূপ গোসাঞি কহে করি নমস্কার॥

৩৩ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।১৫)—

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে,
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদং।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি॥

টীকা।—ইদং দৃশ্যমানং বৃন্দাবিপিনং বৃন্দারণ্যং মম আনন্দং হর্ষং তুন্দিলয়তি বর্দ্ধয়তি। কিম্ভূতং তৎ?—মাকন্দপ্রকর-মকরন্দস্য আম্রসমূহমকরন্দস্য মধুরে সুন্দরে সুগন্ধৌ বিনিস্যন্দে ক্ষরতি সতি মুহুঃ প্রতিদিনং বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং। পুনঃ কিম্ভূতম্?—চন্দনগিরেঃ মলয়াচলস্য অনিলৈঃ মন্দোন্নতিভিঃ কৃতান্দোলং।

অনুবাদ।—যে স্থানে আম্রমুকুলের মধুর সৌরভে মধুপকুল বন্দীভূত হইয়া রহিয়াছে, যে স্থানে নিরন্তর মলয়সমীর প্রবাহিত হইয়া অল্পবিস্তর আন্দোলিত করিতেছে, হে সখে! এই সেই বৃন্দারণ্য আমার অসীম হর্ষ বর্দ্ধন করিয়া দিতেছে।

৩৪ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।১৬)—

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং,
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ॥

টীকা।—বৃন্দাবনং কিম্ভূতং?—দিব্য-লতাপরীতং দিব্যলতিকাভিঃ পরিবেষ্টিতং। চ পুনঃ লতাঃ কিম্ভূতাঃ?—পুষ্পস্ফুরিতাগ্র-ভাজঃ পুষ্পৈঃ কুসুমৈঃ স্ফুরিতাগ্রং শোভি-তাগ্রং ভজন্তি যাস্তাঃ। অপি পুনঃ অস্যাঃ পুষ্পাণি কিম্ভূতানি?—স্ফীতাঃ মত্তাঃ মধু-ব্রতাঃ যেষু তানি। মধুব্রতাঃ কিম্ভূতা?—শ্রুতিহারিগীতাঃ শ্রুতিমধুরং গীতং যেষাং তে।

অনুবাদ।—আহা! বৃন্দাবনধাম কেমন দিব্য লতিকায় পরিবেষ্টিত! লতিকাবলীর অগ্রদেশ বিবিধ কুসুমে অনুরঞ্জিত; প্রতি কুসুমে মধুপগণ বিরাজিত রহিয়াছে; মধু-ব্রতগণ আবার কেমন শ্রুতিসুখকর সংগীতে নিরত রহিয়াছে!

৩৫ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।২৯)—

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা,
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালীরসভরো,
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদং॥

টীকা।—ইদং বৃন্দারণ্যং হৃষীকাণাং ইন্দ্রিয়াণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি আনন্দয়তি। কিম্ভূতং?—ক্বচিৎ ভৃঙ্গীগীতং; ক্বচিৎ অনিলভঙ্গীশিশিরতা; ক্বচিৎ বল্লীলাস্যং; ক্বচিৎ অমলমল্লীপরিমলঃ মল্লিকাপুষ্পাণাং সৌগন্ধঃ; ক্বচিৎ ধারাশালী করকফল-পালীরসভরঃ।

অনুবাদ।—কোন স্থলে ভৃঙ্গকুল সংগীত করিতেছে; কোন স্থানে শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে; কোন স্থানে বনলতিকা নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে মল্লিকা কুসুমের বিমল সৌরভ বিস্তারিত হইতেছে এবং কোন স্থানে বা পক্ক দাড়িম-সমূহ বিদীর্ণ হওয়াতে রসধারা বিগলিত হইতেছে; হে সখে! দেখ, বৃন্দাবন কেমন আমাদিগের ইন্দ্রিয়সুখ বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে।

৩৬ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।১)—

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বূনদময়ী,
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী॥

টীকা।—হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য করে ইয়ং কল্যাণী মঙ্গলময়ী কেলিমুরলী বিহরতি। উভয়তঃ মস্তকে পুচ্ছে চ অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং অঙ্গুষ্ঠ-ত্রয়প্রমাণং ব্যাপ্য অসিতরত্নৈঃ পরামৃষ্টা। তৎপরিসরৌ অরুণৈঃ সঙ্কীর্ণৌ সন্তৌ বহন্তী তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বূনদ-ময়ী।

অনুবাদ।—আহা! শ্রীকৃষ্ণের হস্তে এই মঙ্গলময়ী কেলিমুরলী কেমন বিরাজ করিতেছে। ইহার মুখে ও পুচ্ছে অঙ্গুষ্ঠ-ত্রয়পরিমিত স্থল ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা খচিত; ঐ স্থলের দুই পার্শ্বে ঐপ্রমাণ পরিসর অরুণবর্ণ মণি দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং ঐ উভয়ের মধ্যভাগ হীরক ও নির্ম্মল কাঞ্চনে গঠিত।

৩৭ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (৫।১৫)

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য,
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।

কস্মাত্ত্বয়া বত গুরোর্ব্বিষমা গৃহীতা,
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥

।—হে মুরলিকে! সদ্বংশতঃ তব জনিঃ আসীৎ অভূৎ। পুরুষোত্তমস্য কৃষ্ণস্য পাণৌ করে তব স্থিতিঃ; জাত্যা করণয়া ত্বং সরলা অসি; বত আশ্চর্য্যে কস্মাৎ গুরোঃ সমীপাৎ ত্বয়া বিষমা গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা গৃহীতা।

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধিকা বিশাখার সম্মুখে মুরলীকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বলিলেন, হে মুরলিকে! সদ্বংশে তোমার উৎপত্তি, পুরুষোত্তম হরির হস্তে তোমার বাস, জাত্যংশেও তুমি সরলা, কিন্তু হায়! তবে কেন তুমি গোপীবিমোহনকারী বিষম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ?

৩৮ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (৪।৮)—

সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা,
লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং,
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥

টীকা।—হে সখি মুরলি! ত্বং বিশালছিদ্রজালেন পূর্ণা অসি; লঘুঃ, অতিকঠিনা, নীরসা, গ্রন্থিলা চ অসি; তদপি তথাপি কেন পুণ্যোদয়েন হরিকরপরিরম্ভং তথা চুম্বনানন্দসান্দ্রং শশ্বৎ সর্ব্বদা ভজসি।

অনুবাদ।—হে সখি মুরলি! তুমি রন্ধ্রসমূহে পরিপূর্ণ, লঘু, অত্যন্ত কঠিন, শুষ্ক ও গ্রন্থিল; তবে কোন্ পুণ্যপ্রভাবে সর্ব্বদা হরিহস্তের আলিঙ্গন ও তদীয় শ্রীমুখের চুম্বন লাভ করিতেছ?

৩৯ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।২৩)—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং
কুর্ব্বন্মুহুস্তুম্বুরং, ধ্যানাদন্তরয়ন্
সনন্দনমুখান্ বিস্মারয়ন্ বেধসং।
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্
ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্ ভিন্দন্নণ্ডকটাহ-
ভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥

টীকা।—অয়ং বংশীধ্বনিঃ অণ্ডকটাহভিত্তিং ব্রহ্মাণ্ডকটাহমূলদেশং অভিতঃ ভিন্দন্ সন্ বভ্রাম; পুনঃ কিং কুর্ব্বন্?—অম্বুভৃতঃ জলদান্ রুন্ধন্; তম্বুরং গন্ধর্ব্বং মুহুঃ পুনঃ পুনঃ চমৎকৃতিপরং বিস্ময়ান্বিতং কুর্ব্বন্; পুনশ্চ সনন্দনমুখান্ বিধের্মানসসুতান্ ধ্যানাৎ ব্রহ্মচিন্তনাৎ অন্তরয়ন্; পুনশ্চ বেধসং স্রষ্টারং বিস্মারয়ন্; পুনঃ ঔৎসুক্যাবলিভিঃ হর্ষসমূহৈঃ বলিং বলিনামানং রাজানং চটুলয়ন্ চঞ্চলয়ন্, ভোগীন্দ্রং ভুজগপতিং অনন্তং আঘূর্ণয়ন্ সন্।

অনুবাদ।—জলদপটলকে স্তম্ভিত করত, পুনঃ পুনঃ গন্ধর্ব্বদিগকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া, সনন্দনাদি তাপসকুলকে ধ্যানচ্যুত করিয়া, প্রজাপতিকে বিস্মিত করিয়া, পাতালস্থ বলি নৃপতির হর্ষবর্দ্ধন করিয়া, ভুজগাধিপ অনন্তকে আঘূর্ণিত করিয়া এবং জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডকটাহের মূল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের এই বংশীরব সমন্তাৎ বিস্তারিত হইল।

৪০ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।১৪)—

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ,
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বি-পীতাম্বরঃ।

অরণ্যজপরিক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো,
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ ॥

টীকা।—অয়ং হরিঃ হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিঃ ইন্দ্রনীলমণিভ্যঃ দিব্যপ্রভাভিঃ উজ্জ্বলাঙ্গঃ প্রদীপ্তাঙ্গঃ সন্ প্রভাতি বিরাজতে। কিম্ভূতঃ ?—নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ ?—নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ নবকুসুমস্য কান্ত্যা বিড়ম্বনশীলং পীতাম্বরং যস্য সঃ। পুনঃ কীদৃশঃ ?—অরণ্যজপরিক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরঃ কাননজাতাভিঃ পরিক্রিয়াভিঃ পত্রকুসুমাদিরচিতবেশালঙ্করণাদিভিঃ দমিতঃ বিড়ম্বিতঃ দিব্যবেশাদরো যেন সঃ।

অনুবাদ।—আহা ! শ্রীকৃষ্ণ কি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছেন ! ইঁহার দেহকান্তি নীলমণি অপেক্ষাও সমুজ্জ্বলতর ; নেত্রশোভায় বিকসিত পদ্মও কান্তিহীন হইয়াছে ; ইঁহার পীতবসন নবকুসুমকান্তিকেও লজ্জিত করিতেছে এবং কাননজাত পত্রপুষ্পাদিবিরচিত বেশভূষা দিব্যবেশের শোভাকেও বিড়ম্বিত করিতেছে।

৪১ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (৪।২৫)—

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং
কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং, সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং
সখি তিরঃসঞ্চারি-নেত্রাঞ্চলং।
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে
লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং, বিভ্রদ্ভ্রূভ্রমরং
বরাঙ্গি পরমানন্দং বপুঃ স্বীকুরু ॥

টীকা।—হে সখি বরাঙ্গি ! পুরঃ সমীপে পরমানন্দং স্বীকুরু অঙ্গীকুরু। পরমানন্দং কিম্ভূতং ?—জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং বামজঙ্ঘাধস্তটে লগ্নং দক্ষিণচরণং যস্য তং ; পুনঃ কীদৃশং ?—কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং ঈষৎকুটিল-গ্রীব-কটি-চরণং ; পুনঃ কীদৃশং ?—সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং বক্রস্তম্ভিতস্কন্ধং। পুনঃ কীদৃশং ?—তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলং। পুনঃ কিম্ভূতং ?—কুট্মলিতে অধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং বংশীং দধানং ; পুনশ্চ বিভ্রদ্ভ্রূভ্রমরং।

অনুবাদ।—হে সখি বরাঙ্গে ! যাঁহার বামজঙ্ঘার নিম্নভাগে দক্ষিণপদ একত্রিত হইয়াছে, যাঁহার তিন অঙ্গ অর্থাৎ গ্রীবা, কটি ও চরণ কিঞ্চিৎ কুটিল, স্কন্ধপ্রদেশ কুটিলভাবে স্তম্ভিত, নয়নাঞ্চল বঙ্কিমভাবে সঞ্চালিত, যাঁহার ঈষৎ উন্মীলিত অধরে চপলাঙ্গুলীযুক্ত মুরলী বিরাজ করিতেছে এবং যাঁহার ভ্রূরূপ ভ্রমর সঞ্চরণ করিতেছে ; অগ্রবর্ত্তী সেই মূর্ত্তিমান্ পরমহর্ষকে স্বীকার কর।

৪২ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (১।৪৪)—

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্,
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা,
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥

টীকা।—হে সুমুখি সুবদনে ! নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ দীর্ঘাপাঙ্গমেব খনিত্রং তস্য দীপ্তিভিঃ কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি বরনারীণাং কুলধর্ম্মা এব পাষাণসমূহান্ ভিন্দন্, পুরঃ সমীপে অয়ং অপূর্ব্বঃ কঃ বিশ্বকর্ম্মা যুগপৎ মরকতমণিলক্ষৈঃ নিজরূপৈঃ গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি রচয়তি ;

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধা সম্মুখভাগে কৃষ্ণদর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া ললিতাকে কহিতেছেন,—হে সুবদনে! অগ্রবর্ত্তী এ কোন্ অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর। ইনি দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ নিশিত অস্ত্রদীপ্তিতে কুলবালাগণের কুলধর্ম্মরূপ প্রস্তর ভেদপূর্ব্বক যুগপৎ লক্ষ মরকতমণি দ্বারা গোষ্ঠকক্ষা রচনা করিতেছেন।

৪৩ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (১।৪২)—

নবাম্বুধরমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতির্ব্রজেন্দ্র-
কুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধার্গলচ্ছিদা-
করণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ॥

টীকা।—হে সখি! ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ কোঽপি নব্যঃ যুবা স্ফুরতি শোভতে। সঃ কিম্ভূতঃ?—নবাম্বুধরমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতিঃ নবজলদপটলানাং গর্ব্বস্য বিড়ম্বনশীলা দেহকান্তির্যস্য সঃ। যস্য বংশীধ্বনিঃ বংশীরবঃ জয়তি। ধ্বনিঃ কিম্ভূতঃ?—স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধার্গলচ্ছিদাকরণকৌতুকী, নারীণাং নীবিবন্ধ এব বন্ধনং তস্য ছিন্নকরণে কৌতুকং অস্যাস্তীতি তাৎপর্য্যং।

অনুবাদ।—হে সখি! ব্রজেন্দ্রকুলশশধর এক অপূর্ব্ব নবযুবা শোভা পাইতেছেন। ইঁহার দেহকান্তি নবনীরদমণ্ডলীর গর্ব্বকেও বিড়ম্বিত করিতেছে এবং ইঁহার বংশীরব যেন কৌতুকসহকারে কুলবালাগণের নীবিবন্ধরূপ বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক জয়যুক্ত হইতেছে।

৪৪ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।২০)—

বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং
বিলসতি॥

টীকা।—অস্যাঃ অক্ষ্ণোঃ চক্ষুষোঃ লক্ষ্মীঃ শ্রীঃ বলাৎ নব্যং নববিকসিতং কুবলয়ং পদ্মং কবলয়তি গ্রসতি। অস্যা মুখোল্লাসঃ বদনশোভা ফুল্লং প্রস্ফুটিতং কমলবনং পদ্মকাননং উল্লঙ্ঘয়তি দূরীকরোতি। চ পুনঃ অস্যা আঙ্গিকরুচিঃ দেহকান্তিঃ অষ্টাপদমপি কাঞ্চনমপি কষ্টাং ক্লেশসমন্বিতাং দশাং নয়তি; অতএব রাধায়াঃ রূপং কিল কিমপি বিচিত্রং বিলসতি।

অনুবাদ।—আহা! শ্রীরাধিকার রূপ কি মনোহররূপে শোভা পাইতেছে! ইঁহার নেত্রশোভা নববিকসিত পদ্ম-শোভাকে গ্রাস করিতেছে; ইঁহার উল্লাসময়ী বদনশোভা পদ্মকাননের শোভাকেও বিড়ম্বিত করিয়াছে এবং ইঁহার দেহ-শোভা কাঞ্চনশোভাকেও ক্লেশের অবস্থায় ফেলিয়াছে।

৪৫ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে(৫।১৯)—

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং
শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং
তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননং॥

টীকা।—বিধুঃ শশাঙ্কঃ দিবা বিরূপতাং শোভাহীনতাং এতি লভতে তথা

শতপত্রং শর্ব্বরীমুখে নিশাগমে বিরূপতাং এতি। বত আশ্চর্য্যে, ইতি হেতোঃ সদা শ্রিয়া উজ্জ্বলং মৎপ্রিয়াননং রাধিকাবদনং কেন সহ তুলনাং অর্হতি ?

অনুবাদ।—দিবসে চন্দ্রমার শোভা থাকে না, শর্ব্বরী-সমাগমে কমলও প্রভা-হীন হয়। হায়! তবে নিরন্তর শোভাময় মৎপ্রিয়াবদন কাহার সহিত তুলিত হইতে পারে ?

৪৬ শ্লোক।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।৪৩)—

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ,
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো,
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ॥

টীকা।—পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ রাধায়াঃ কটাক্ষঃ ইদং মম হৃদয়ং অদাঙ্ক্ষীৎ দদংশ। কিং কুর্ব্বন্ ?—মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং মত্ততাহেতুনা কলরবপূরিতা চপলা চ যা ভৃঙ্গী তস্যা ভ্রান্ত্যা ভ্রমস্য ভঙ্গীং দধানঃ। রাধায়াঃ কিম্ভূতায়াঃ ?—প্রমদরসতরঙ্গস্মের-গণ্ডস্থলায়াঃ হর্ষরসপ্রবাহেণ মৃদুহাস্যযুক্তং গণ্ডস্থলং যস্যাস্তস্যাঃ। পুনশ্চ স্মরধনুরনু-বন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ স্মরশরাসনস্য সম্বন্ধীয়া যা ভ্রূলতা তস্যাঃ নর্ত্তনং ভজতীতি।

অনুবাদ।—যাঁহার গণ্ডদ্বয় হর্ষরসতরঙ্গে ঈষৎ বিকসিত হইয়াছে, কামধনুসদৃশ ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, সেই পক্ষ্মযুক্ত-নেত্রবিশিষ্টা শ্রীমতী রাধিকার কটাক্ষ মদোন্মত্তা, মধুররাবা, চপলা ভ্রমরীর ভ্রম জন্মাইয়া মদীয় হৃদয় দংশন করিল।

রায় কহে "তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার॥"
রূপ কহে "কাঁহা তুমি সূর্য্যোপম ভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোতপ্রকাশ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখব্যাদান।"
এত বলি নান্দীশ্লোক করিলা ব্যাখ্যান॥

৪৭ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (১।১)—

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকা-
ন্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী,
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ॥

টীকা।—মুকুন্দযশঃশশী কৃষ্ণযশোরূপ-চন্দ্রমা বঃ যুষ্মভ্যং মুদং হর্ষং দিশতু। শশী কিম্ভূতঃ ?—অখণ্ডঃ পূর্ণঃ। কিং কুর্ব্বন্ ?—সুররিপুসুদৃশাং অসুরাঙ্গনানাং উরোজ-কোকান্ স্তনরূপচক্রবাকান্ চ মুখকমলানি খেদয়ন্ সন্। যশঃশশী পুনঃ কিম্ভূতঃ ?—চিরং ব্যাপ্য অখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী অখিল-ভক্তরূপচকোরান্ নন্দিতুং শীলং যস্য সঃ।

অনুবাদ।—শ্রীহরির যে পূর্ণ যশঃশশী অসুরাঙ্গনাগণের কুচচক্রবাকের ও বদন-পদ্মের খেদবর্দ্ধন করে এবং ভক্তবর্গরূপ চকোরসমূহের আনন্দ জন্মায়, তাহা তোমা-দিগের হর্ষ প্রদান করুক্।

"দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি" রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা॥

৪৮ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (১।২)—

নিজ প্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ,
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।

স লুণ্ঠিততমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী,
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥

টীকা।—যঃ ক্ষিতৌ ধরায়াং উদয়ং আপ্লুবন্ সন্ নিজ প্রণয়িতাসুধাং নিজ-প্রেমরসপীযূষং অলং নিরতিশয়ং কিরতি বিস্তারয়তি; যঃ উরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজ-স্থিতিঃ অঙ্গীকৃতা দ্বিজকুলেষু অধিরাজঃ ইতি পদবী যেন সঃ; পুনঃ লুণ্ঠিততমস্ততিঃ লুণ্ঠিতা অজ্ঞানকৈতবপ্রভৃতীনাং সমূহো যেন সঃ। সঃ শচীসুতাখ্যঃ শশী চন্দ্রঃ মম কিমপি অদ্ভুতং শর্ম্ম আনন্দং বিন্যস্যতু। সঃ কিম্ভূতঃ?—বশীকৃতজগন্মনাঃ।

অনুবাদ।—যিনি ধরাতলে সমুদিত হইয়া ভূরিপরিমাণে নিজ প্রেমসুধা বিস্তার করিয়াছেন, "দ্বিজকুলাধিরাজ" এই আখ্যা যিনি লাভ করিয়াছেন, যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের বিনাশক এবং যিনি জগতের সকলেরই মন হরণ করেন, সেই শচী-সুতরূপ চন্দ্রমা আমার আনন্দ বিধান করুন্।

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস ॥
"কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্যসুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি ক্ষারবিন্দু ॥"
রায় কহে "রূপের বাক্য অমৃতের পূর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥"
প্রভু কহে "রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা লোকে করে উপহাস ॥"
রায় কহে "লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্ট দেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে ॥"
রায় কহে "কোন অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ।"
তবে রূপগোসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥

৪৯ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (১।১১)—

নটতা কিরাতরাজং
নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং
গুণবতীতারাকরগ্রহণং ॥

টীকা।—নটতা তেন কলানিধিনা রঙ্গস্থলে কিরাতরাজং কংসং নিহত্য সময়ে উপযুক্তকালে গুণবতীতারকাগ্রহণং বিধেয়ম্।

অনুবাদ।—কলানিধি কৃষ্ণ নৃত্য করিতে করিতে কিরাতনৃপতির (কংসের) প্রাণ-বধপূর্ব্বক যথাকালে তথায় (শ্রীমতী রাধিকার) পাণিগ্রহণ করিবেন।

উদ্ঘাত্যক নাম এই মুখ-বিধি-অঙ্গ।
তোমার আগে ইহা কহি ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ ॥

৫০ শ্লোক।

তথাহি সাহিত্যদর্পণে দৃশ্যশ্রব্যনিরূপণে (৬।৩২)—

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্ঘাত্যক
উচ্যতে ॥

টীকা।—তু নরাঃ অগতার্থানি পদানি অন্যৈঃ পদৈরর্থৈঃ যোজয়ন্তি কথং? তদর্থ-গতয়ে সঃ ব্যাপারঃ উদ্ঘাত্যক উচ্যতে কথ্যতে।

অনুবাদ।—কোন পদের অর্থবোধ হেতু অপরার্থের সহিত সেই অবোধিত পদের সংযোগ হইলে তাহাকেই বিচক্ষণগণ উদ্ঘাত্যক কহেন।

রায় কহে "কহ আগে অঙ্গের বিশেষ।"*
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ।

* অঙ্গের বিশেষ অর্থাৎ নাটকের প্রস্তাবিত বিষয়।

৫১ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (১।১৮)—

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি
রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা
বরবংশজকাকলীদূতী ॥

টীকা।—যা নিপুণা স্বকার্য্যপটীয়সী বরবংশজকাকলী প্রধানবংশীধ্বনিরিব দূতী হ্রিয়ং ত্রপাং অবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ বনায় বনগমনার্থং রাধাং কর্ষতি, সা ধ্বনিঃ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। সা কিম্ভূতা ?—নিসৃষ্টার্থা সংযোজনকরী।

অনুবাদ।—যে স্বকার্য্যনিপুণা মুরলীকাকলী দূতিরূপিণী হইয়া লোকলজ্জা হরণপূর্ব্বক রাধিকাকে গৃহ হইতে কাননে আকর্ষণ করিয়া লয়, সেই সংযোজনকরী বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হইতেছে।

৫২ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (১।১৭)—

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ
পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন প্রকটা
পদ্ধতিঃ সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥

টীকা।—রজোভরঃ হরিং উদ্দিশতে কৃষ্ণানুগমনং সূচয়তি। তমঃ পুরতঃ অগ্রে অমুং কৃষ্ণং সঙ্গময়তি। অতএব ব্রজবামদৃশাং ব্রজবধূনাং পদ্ধতিঃ সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতের্ব্বেদাদেরপি প্রকটা ন স্যাৎ।

অনুবাদ।—গোক্ষুরধূলিপটল কৃষ্ণের আগমন সূচনা করিতেছে এবং পুরোবর্ত্তী অন্ধকার তদীয় সঙ্গম সংঘটন করিতেছে। অতএব গোপাঙ্গনাদিগের হরিদর্শনের গমনপথ সর্ব্বদর্শী বেদের সমীপেও প্রকাশিত হইল না।

৫৩ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (২।১১)—

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং
যুবা মুদিরদ্যুতির্ব্রজভুবি কুতঃ
প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চল-
তস্করৈর্ম্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাৎ
বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥

টীকা।—হে সহচরি ! যঃ যুবা ইহ বৃন্দারণ্যে চটুলৈঃ উৎসর্পদ্ভিঃ সমন্তাৎ ভ্রমদ্ভিঃ দৃগঞ্চলতস্করৈঃ নেত্রকটাক্ষরূপতস্করৈঃ মম চেতঃ কোষাৎ ধৃতিধনং অহহ খেদে বিলুণ্ঠয়তি ; অয়ং যুবা কঃ ? সঃ কিম্ভূতঃ ?—নিরাতঙ্কঃ, পুনঃ মুদিরদ্যুতিঃ নবীনজলদকান্তিঃ। ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তঃ আগতঃ ? পুনশ্চ মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।

অনুবাদ।—হে সহচরি ! মদোন্মত্ত হস্তিবৎ বিলাসশালী নিরাতঙ্ক, নবীননীরদকান্তি এই নবযুবা কে ? কোন্ স্থান হইতে এই বৃন্দাবনে আগমন করিলেন ? হায় ! ইনি চপল নেত্রাঞ্চলরূপ তস্কর দ্বারা মদীয় হৃদয়ভাণ্ডার হইতে ধৈর্য্যরূপ ধন হরণ করিতেছেন।

৫৪ শ্লোক।

তথাহি ললিতমাধবে (২।৮)—

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃ করীন্দ্রস্য যা,
বিলোচনচকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী,
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥

টীকা।—যা রাধিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য মনোরূপহস্তিনঃ বিহারসুরদীর্ঘিকা স্যাৎ; যা বিলোকনচকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা স্যাৎ, যা উরোঽম্বরতটস্য আভরণচারুতারাবলী স্যাৎ, উন্নতমনোরথৈঃ করণৈঃ ময়া ইদানীং ইয়ং সা রাধিকা অলম্ভি প্রাপ্তবতী।

অনুবাদ।—যিনি মদীয় চিত্তরূপ মাতঙ্গের বিহারার্থ সুরতরঙ্গিণীরূপিণী, যিনি মদীয় নেত্রচকোরের শারদীয় পূর্ণশশিপ্রভার সদৃশী এবং যিনি মদীয় বক্ষোরূপ গগনতটের অলঙ্করণ জন্য চারুতারাবলীসদৃশী, অধুনা আমি চিরবাঞ্ছিত ও অভিলষিত সিদ্ধির সহিত সেই রাধিকাকে লাভ করিলাম।

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
"রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে॥
করিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটকলক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দঘূর্ণন॥"

৫৫ শ্লোক।

তথাহি প্রাচীনকৃত-শ্লোকঃ—

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য
কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং
ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥

টীকা।—তস্য কবেঃ কাব্যেন করণেন কিং প্রয়োজনং? ধনুষ্মতঃ কাণ্ডেন অস্ত্রক্ষেপেণ কিং প্রয়োজনং? যৎ কাব্যং কাণ্ডঞ্চ পরস্য হৃদয়ে লগ্নং সৎ তস্য শিরঃ ন ঘূর্ণয়তি।

অনুবাদ।—যদি পরহৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তদীয় মস্তক ঘূর্ণিত না করে, তবে কবির কাব্যরচনায় ও ধানুকীর শস্ত্রক্ষেপে কি প্রয়োজন?

"তোমা শক্তি বিনা জীবে নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি॥"
প্রভু কহে "আমা সনে ইহার মিলন।
ইঁহার গুণে ইহায় আমার তুষ্ট হৈল মন॥
মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥
সবে কৃপা করি ইহারে দেহ এই বর।
ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর॥
ইহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ তৈছে তার রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্য তাহাতেই স্থিতি॥
এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥"
রায় কহে "ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে॥
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইহার লিখনে॥
ভক্ত কৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সে করিবে জগৎ তোমার বশ॥"
তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।
তাঁহারে করাইল সবার চরণ বন্দন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন॥
প্রভুকৃপা রূপে তার রূপের সদ্‌গুণ।
দেখি চমৎকার হৈল সবাকার মন॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা।
হরিদাস ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা॥

হরিদাস কহে "তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলে ইহার কে জানে মহিমা॥"
শ্রীরূপ কহেন "আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহান সেই কহি বাণী॥"

৫৬ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সামান্যভক্তিলহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া
প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং
বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥*

এইমত দুই জন কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস সঙ্গে॥
চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ।
গোসাঞি বিদায় দিল গৌড়ে করিল গমন॥
শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাদ্রি রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভু সঙ্গে আনন্দে দেখিলা॥
দোলযাত্রা বই প্রভু রূপে আজ্ঞা দিল।
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিল॥
"বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইঁহা পাঠাইহ সনাতনে॥
ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণ সেবা রস ভক্তি করিও প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাঁহা যাব একবার॥"
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
রূপ গোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ॥
প্রভুর ভক্তগণ-পাশে বিদায় লইলা।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবন আইলা॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৬৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এইত কহিল পুনঃ রূপের মিলন।
উহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরূপসঙ্গোৎসবো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ, শ্রীরূপং সাগ্রজাতং
সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং, শ্রীরাধাকৃষ্ণপদান্
সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

টীকা।—অহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীযুতচরণপদ্মম্, শ্রীগুরূন্ শ্রীগুরু-পরমগুরু-পরাপরগুর্ব্বাদীন্, চ পুনঃ বৈষ্ণবান্ বন্দে প্রণমামি। সাগ্রজাতং অগ্রজেন সনাতনেন সহ বিদ্যমানং, সহগণরঘুনাথান্বিতং স্বীয়-ভক্তৈঃ সহ রঘুনাথেন চ সহ সমন্বিতং, সজীবং জীবগোস্বামিনা সহ মিলিতং তং রূপং রূপগোস্বামিনং বন্দে। সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে। সহগণললিতান্ চ পুনঃ শ্রীবিশাখান্বিতান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ বন্দে।

অনুবাদ।—আমি শ্রীগুরুদেবের পাদ-পদ্ম, পরম গুরু পরাপর গুরু প্রভৃতি ও বৈষ্ণবগণকে বন্দনা করি; অগ্রজ সনাতন, জীবগোস্বামী ও রঘুনাথ সহ রূপ-গোস্বামীকে বন্দনা করি; নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও পরিজনসমন্বিত চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি এবং ললিতা-বিশাখাদি সহ রাধাকৃষ্ণপদে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সর্ব্বলোক উদ্ধারিতে গৌর অবতার।
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধপ্রকার ॥
সাক্ষাদ্দর্শন আর যোগ্য ভক্ত জীবে।
আবেশ করয়ে কাঁহা হয় আবির্ভাবে ॥
সাক্ষাদ্দর্শনে প্রায় সব নিস্তারিলা।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবির্ভাব হৈলা ॥
প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দ কৈল আবির্ভাব।
লোক নিস্তারিল এই ঈশ্বর স্বভাব ॥
সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগৎ তারিল।
একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হৈল ॥
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥
আর নানা দেশের লোক দেখি জগন্নাথ।
চৈতন্যচরণ দেখি হইল কৃতার্থ ॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী।
দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্যবেশে আসি ॥
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া।
কৃষ্ণ বলি নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
এইমত দর্শনে ত্রিজগৎ নিস্তারি।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥
তা সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্য ভক্ত জীবদেহে করেন আবেশে ॥
সেই জীবে নিজ শক্তি করেন প্রকাশে।
তাহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্ব দেশে ॥
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে যৈছে আবেশের দিগ্ দরশন ॥
অম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।*
পরম বৈষ্ণব তিঁহ বড় অধিকারী ॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল ॥
গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া ॥
অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ সাত্ত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন হুঙ্কার ॥
তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাঁহাকে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম ॥
চৈতন্য আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥
পরীক্ষা করিতে তাঁর যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল ॥
"আপনে বোলান মোরে ইহা আমি জানি।
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি ॥
তবে জানি ইহাতে হয় চৈতন্যাবেশে।"
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূর দেশে ॥
অসংখ্য লোকের ঘটা কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায় ॥
ব্রহ্মচারী কহে শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই চারি যাহ বোলাহ তাঁহারে ॥
চারিদিকে যায় লোক শিবানন্দ বলি।
"শিবানন্দ কোন্ তাঁয়ে বোলায় ব্রহ্মচারী ॥"
শুনি শিবানন্দ সেন শীঘ্র আইলা।
নমস্কার করি তার নিকটে বসিলা ॥
ব্রহ্মচারী বোলে "তুমি যে কৈলে সংশয়।
একমন হঞা তার শুনহ নিশ্চয় ॥

---

* অম্বুয়া মুলুক অর্থাৎ অম্বিকাকালনা।

গৌর-গোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করেছ অন্তর॥”
তবে শিবানন্দ মনে প্রতীত হইল।
অনেক সম্মান করি বহু ভক্তি কৈল॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব॥
শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দনর্ত্তনে।
শ্রীবাসকীর্ত্তনে আর রাঘবভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাকৃষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব॥
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিল তাঁহা শুন মন দিয়া॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তিঁহ বড় ভাগ্যবান্॥
এক বৎসর তিঁহ প্রথম একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা-অন্তর॥
মহাপ্রভু দেখি তারে বড় কৃপা কৈলা।
মাস দুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা॥
তবে প্রভু তারে আজ্ঞা কৈলা গৌড় যাইতে।
ভক্তগণে নিষেধিল ইঁহাকে আসিতে॥
“এবৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে।
তাহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে॥
শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষমাসে।
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তার পাশে॥
জগদানন্দ হয় তাঁহা তিঁহ ভিক্ষা দিবে।
সবাকে কহিও এবৎসর কেহ না আসিবে॥”
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেহ করিল।
শুনি ভক্তগণমনে আনন্দ হইল॥
চলিতেছিলা আচার্য্য রহিলা স্থির হঞা।
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া॥
পৌষমাস আইল দুঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া॥

এইমত মাস গেল গোসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখিত হইলা॥
আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইল।
দুঁহে তারে মিলি তবে স্থানে বসাইলা॥
দোঁহার দেখি দুঃখ কহে নৃসিংহানন্দ।
“তোমা দুঁহাকারে কেন দেখি শিবানন্দ॥”
তবে শিবানন্দ তারে সকল কহিলা।
“আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেনে না আইলা॥”
শুনি ব্রহ্মচারী কহে “করহ সন্তোষে।
আমি ত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে॥”
তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জনে।
“আনিবে প্রভুরে” এই নিশ্চয় কৈল মনে॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর নিজ নাম।
নৃসিংহানন্দ নাম তার কৈল গৌরধাম॥
দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল।
“পাণিহাটি গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল॥
কালি মধ্যাহ্নে তিঁহো আসিবেন তোমার ঘরে।
পাকসামগ্রী আন আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে॥
তবে তারে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিল কিছু সন্দেহ না কর॥
যে চাহিয়ে তাহা কর হইয়া তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর॥
পাকসামগ্রী আন আমি যেই চাই।”
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই॥
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার।
নানা সূপ ব্যঞ্জন পিঠা ক্ষীর উপহার॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ কথক বাড়িল।
চৈতন্য প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি পৃথক বাড়িল।
তিন জনে সমর্পিয়ে বাহিরে ধ্যান কৈল॥
দেখি শীঘ্র আসি বসিলা চৈতন্য গোসাঞি।
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাঞি॥

আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন পড়ে অশ্রুধার।
"হাহা কিবা কর বলি করয়ে ফুৎকার ॥
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপভোগ ॥
নৃসিংহের জানি হৈল আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে জীয়ে কৈছে দাস ॥"
ভোজন দেখিয়া তার হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখাভাষ ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি।
জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই ॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈল মন।
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন ॥
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পাণিহাটি।
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন পরিপাটী ॥
শিবানন্দ কহে "কেনে করহ ফুৎকার।"
ব্রহ্মচারী কহে "তোমার প্রভুর ব্যবহার ॥
তিন জনার ভোগ তিঁহো একলা খাইল।
জগন্নাথ নৃসিংহের উপবাস হৈল ॥"
শুনি শিবানন্দচিত্তে হইল সংশয়।
"কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয় ॥"
তবে শিবানন্দে কিছু কহে ব্রহ্মচারী।
"সামগ্রী আন নৃসিংহের পুনঃ পাক করি ॥"
তবে শিবানন্দ ভোগসামগ্রী আনিল।
পাক করি নৃসিংহের ভোগ লাগাইল ॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে দেখে যাঞা প্রভুর চরণ ॥
এক দিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা ॥
"গত বর্ষে পৌষে মোরে করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন ॥"
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল ॥
এইমত শচীগৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন ॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে ॥
প্রেমবশ গৌর প্রভু যাঁহা প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হই তাঁহা দেন দরশন ॥
শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে।
যার প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে ॥
এইত কহিল গৌরের আবির্ভাব।
ইহা যেই শুনে জানে চৈতন্যপ্রভাব ॥
পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তিঁহ সুপণ্ডিত আর্য্য ॥
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ অবতার।
স্বরূপ গোসাঞি সহ সখ্য ব্যবহার ॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তিঁহ করে নিমন্ত্রণ ॥
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন।
একলে প্রভুকে লঞা করান ভোজন ॥
তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান।
বিষয়বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্য প্রধান ॥
গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল তাঁর ঠাঞি ॥
আচার্য্য তাহারে প্রভু-পদে মিলাইলা।
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা ॥
আচার্য্যসম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীতিভাষ ॥
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস ॥
স্বরূপেরে আচার্য্য কহে আর দিনে।
"বেদান্ত পড়ি গোপাল আসিয়াছে এখানে ॥
সবে মিলি আইস শুনি ভাষ্য ইহার স্থানে।"
প্রেম ক্রোধ করি স্বরূপ বলয়ে বচনে ॥
"বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরিক ভাষ্য শুনে।*
সেব্য সেবক ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে ॥

* শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তভাষ্যকে শারীরিক ভাষ্য কহে ইহা দ্বারাই অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত।

মহাভাগবত কৃষ্ণ প্রাণধন যার।
মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার॥"
আচার্য্য কহে "আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে॥"
স্বরূপ কহে "তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
চিদ্‌ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা এই মাত্র শুনে॥
জীব জ্ঞান কল্পিত ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন প্রাণ॥"
লজ্জা ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন হৈলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা।
এক দিন আচার্য্য প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন ডাকি আপনে আনিয়া॥
"মোর নামে শিখিমাহিতির ভগিনীস্থান গিয়া।
উত্তম চালু এক মন আনহ মাগিয়া॥"
মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখিমাহিতি তিন তার ভগিনী অর্দ্ধজন॥
তার ঠাঞি তণ্ডুল মাগি আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের অধিক উল্লাস॥
স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল প্রসাদ আদা চাকি লেম্বু সলবণ॥
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা॥
"উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা।"
আচার্য্য কহে "মাধবীপাশ মাগিয়া আনিলা॥"
প্রভু কহে "কোন্ যাই মাগিয়া আনিল।"
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল॥
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
নিজ গৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা॥
"আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহ আসিতে না দিবা॥"
দ্বার মানা হরিদাস দুঃখী হৈলা মনে।
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি সবে পুছিল প্রভুর পাশ॥
"কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা করে উপবাস॥
প্রভু কহে "বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনিজনের মন॥"

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।১৯।১৭)—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা
নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো
বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

টীকা।—মাত্রা, স্বস্রা, দুহিত্রা সুতয়া বা সহ অবিবিক্তাসনঃ অপৃথগ্‌ভূতাসনঃ ন ভবেৎ। যতঃ ইন্দ্রিয়গ্রামঃ বলবান্ সন্ বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।

অনুবাদ।—জননী, ভগিনী অথবা কন্যার সহিত বিরলে একাসনে অবস্থিতি করিবে না, কেন না, বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে।

"ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞি আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা॥

আর দিনে সবে মিলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে ॥
"অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল না, করিব অপরাধ ॥"
প্রভু কহে "কভু নহে বশ মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥
নিজ কার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে হেথা ॥"
এত শুনি সবে নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে গেলা ত উঠিয়া ॥
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥
আর দিন সবে পরমানন্দপুরীস্থানে।
"প্রভুকে প্রসন্ন কর" কৈল নিবেদনে ॥
তবে পুরী একা প্রভুস্থানে আসিলা।
নমস্করি প্রভু তারে সম্ভ্রমে বসাইলা ॥
পুছিল "কি আজ্ঞা, কেনে হৈল আগমন।"
হরিদাসে প্রসাদ লাগি কৈল নিবেদন ॥
শুনিয়া কহেন প্রভু "শুনহ গোসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি ॥
মোরে আজ্ঞা দেও মুঞি যাও আলালনাথ।
একলে রহিব তাঁহা গোবিন্দ মাত্র সাথ ॥"
এত বলি প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা ॥
আস্তেব্যস্তে পুরী তবে প্রভুস্থানে গেলা।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা ॥
"তোমার যে ইচ্ছা কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ॥
লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥"
এত বলি পুরী গোসাঞি গেলা নিজস্থানে।
হরিদাসস্থানে গেলা সব ভক্তগণে ॥
স্বরূপ গোসাঞি কহে "শুন হরিদাস।
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি করহ বিশ্বাস ॥
প্রভু হঠ পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর ॥
তুমি হঠ কৈলে আর হঠ সে বাড়িবে।
স্নান ভোজন কৈলে আপনে ক্রোধ যাবে ॥
এত বলি তারে স্নান ভোজন করাইয়া।
আপন ভবনে আইলা তারে আশ্বাসিয়া ॥
প্রভু যদি যান জগন্নাথ দরশনে।
দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে ॥
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।
নিজ ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম বুঝাইতে ॥
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে ॥
এইমতে হরিদাসের এক বৎসর গেল।
তবু মহাপ্রভু মনে প্রসাদ নহিল ॥
রাত্রিশেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াগেতে গেল কারে কিছু না বলিয়া ॥
প্রভুপাদপ্রাপ্তি লাগি সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল ॥
সেইক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্য দেহে আইলা।
প্রভুকৃপা পাঞা অন্তর্ধানে রহিলা ॥
গন্ধর্ব্বদেহে গান করেন অন্তর্ধানে।
রাত্রে প্রভুরে শুনায় অন্য নাহি জানে ॥
এক দিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে।
"হরিদাস কাঁহা তারে আনহ এখানে ॥"
সবে কহে "হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে।
রাত্রে উঠি কাঁহা গেলা কেহ নাহি জানে ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
সব ভক্তগণে মনে বিস্ময় জন্মিলা ॥
এক দিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ।
কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ ॥
সমুদ্রস্নানে গেলা সবে শুনে কত দূরে।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে ॥
মনুষ্য না দেখে মধুর গীতমাত্র শুনে।
গোবিন্দাদি সবে মিলি কৈল অনুমানে ॥

"বিষাদি খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হইল ॥
আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান।"
স্বরূপ কহেন "এই মিথ্যা অনুমান ॥
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভুর সেবন।
প্রভুর কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ ॥
দুর্গতি না হয় তার সদ্‌গতি যে হয়।
প্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিব নিশ্চয় ॥"
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইলা
হরিদাসের বার্ত্তা তিঁহো সবারে কহিলা ॥
যৈছে সংকল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি শ্রীবাসাদি মনে বিস্ময় হইলা ॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা ॥
"হরিদাস কাঁহা" যদি শ্রীবাস পুছিল।
"স্বকর্ম্মফলভাক্ পুমান্" প্রভু উত্তর দিল ॥
তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল।
যৈছে সংকল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ॥
শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্নচিত্ত।
"প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥"
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা।
ত্রিবেণীপ্রভাবে হরি প্রভুপাশে আইলা ॥
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণ মন ॥
আপন কারুণ্যে লোকের বৈরাগ্য শিক্ষণ।
ভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ ॥
তীর্থের মহিমা নিজ ভক্তে আত্মসাৎ।
এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত ॥
মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্র গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর ॥
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
শ্রীহরিদাসশিক্ষা নাম দ্বিতীয়ঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ, শ্রীরূপং সাগ্রজাতং
সহগণরঘুণান্বিতং তং স-জীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং, শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্
সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥*

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রহ্মাণকুমার।
পিতৃশূন্য মহাসুন্দর মৃদু ব্যবহার ॥
প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভু সনে বাত কহে প্রভু প্রাণ তার ॥
প্রভুতে তাহার প্রীতি প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে ॥
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥
নিত্য আইসে প্রভু তারে করে মহাপ্রীতি।
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে বালকের রীতি ॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে বালক নিষেধ না মানে ॥
আর দিন সে বালক প্রভুস্থানে আইলা।
গোসাঞি তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিলা ॥

---

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫১৯ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

কতক্ষণে সে বালক উঠি ঘরে গেলা।
সহিতে না পারে দামু কহিতে লাগিলা।
"অন্যোপদেশে পণ্ডিত কাঁহা গোসাঞির ঠাঞি।
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি॥
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞির প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হৈবে॥"
শুনি প্রভু কহে "কাঁহা কহ দামোদর।"
দামোদর কহে "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
স্বচ্ছন্দে আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে॥
পণ্ডিত হইয়া মনে কেন বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর॥
লোক কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর॥"
এত বলি দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচারিলা॥
"ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ॥"
এতেক বিচারি প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা॥
প্রভু কহে "দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞা॥
তোমা বিনা তাহাকে রক্ষক নাহি আন।
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥
আমা হৈতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড আন কেবা হয়॥
মাতার গৃহে রহ যাহ মাতার চরণে।
তব আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে॥

মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে।
শীঘ্র করি পুন তাহা করিও গমনে॥
মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখে কথা কহি সুখ দিহ তারে॥
"নিরন্তর নিজ কথা তোমায় শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাল ইঁহাতে॥"
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইও।
আর গুহ্য কথা তাঁর স্মরণ করাইও॥
"বার বার আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে॥
ভোজন করিয়ে আমি তুমি তাহা জান।
বাহ্য বিরহে তাহা স্ফূর্ত্তি করি মান॥
এই মাঘ সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা॥
নানা ব্যঞ্জন ক্ষীর পিঠা পায়স রান্ধিলা॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান।
আমা স্ফূর্ত্তি হৈল অশ্রু ভরিল নয়ান॥
আস্তে ব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাই দেখি তোমার সুখ উপজিল॥
ক্ষণেকে অশ্রু মুছিয়া শূন্য দেখ পাত।
স্বপ্ন দেখিলে যেন নিমাই খাইল ভাত॥
বাহ্য বিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইল এই সব জ্ঞান হৈল॥
পাকপাত্র দেখেন সব অন্ন আছে ভরি।
পুনঃ ভোগ লাগাইল স্থান সংস্কার করি॥
এইমত বার বার করিয়ে ভোজন।
তব শুদ্ধ প্রেমে মোর করে আকর্ষণ॥
তোমার আজ্ঞাতে আনি আছি নীলাচলে।
নিকটে লেয়ায় আমা তোমার প্রেমে বলে
এই মত বার বার করাইহ স্মরণ।
এতেক নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ॥"
এতেক কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল
মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ কৈল
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা।
মাতারে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা॥

আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা তাহা আচরিল॥
দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তার ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার॥
প্রভুগণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা স্থাপন॥
এই যে কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড॥
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র হৈতে।
কি লাগি করে কেহ না পারে বুঝিতে॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি॥
এক দিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাহা লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা॥
"হরিদাস কলিকালে যবন অপার।
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহাদুরাচার॥
ইহা সবার কোন মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার॥"
হরিদাস কহে "প্রভু, চিন্তা না করিও।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিও॥
যবনসকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হা রাম হা রাম বলি কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥
যদ্যপি সঙ্কেতে তার হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥"

২ শ্লোক।

তথাহি নৃসিংহপুরাণম্—

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো
হা রামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

টীকা।—দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতঃ বরাহদশনাহতঃ ম্লেচ্ছঃ পুনঃ পুনঃ মুহুর্ম্মুহুঃ হা রাম ইতি উক্ত্বাপি মুক্তিং আপ্নোতি লভতে। শ্রদ্ধয়া নাম গৃণন্ জনঃ মোক্ষং লভতে, তত্র কিং বক্তব্যম্।

অনুবাদ।—মুহুর্ম্মুহুঃ "হা রাম" এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক বরাহদশনাহত ম্লেচ্ছও যখন মোক্ষ লাভ করে, তখন শ্রদ্ধাসহকারে রাম নাম গ্রহণ করিলে যে মুক্তি হইবে, তাহাতে আর কথা কি আছে?

"অজামিল পুত্র বোলায় বলি নারায়ণ।
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাঁহার বন্ধন॥
'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা' শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর সবের এই ত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥"

৩ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে ঊননবত্যধিকদ্বিশতাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণীয়নামাপরাধনিরসনস্তোত্রম্—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা, শুদ্ধং বা শুদ্ধবর্ণং
ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র
বিপ্র॥

টীকা।—একং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে, স্মরণপথগতং বা কিংবা শ্রোত্রমূলং গতং, শুদ্ধং বা কিংবা অশুদ্ধবর্ণং স্যাৎ, ব্যবহিতরহিতং বা ভবেৎ, তন্নাম সত্যং লোকান্ তারয়ত্যেব। হে বিপ্র! তৎ নাম চেৎ যদি দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যাৎ, তদা অত্র শীঘ্রং ফলজনকং ন এব।

অনুবাদ।—প্রভুর একটী নামও যদি বাক্যে সমুচ্চারিত হয়, অথবা স্মৃতিপটে সমুদিত কিংবা শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হয়; অথবা তাহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ বা অন্য সঙ্কেত-বিশিষ্ট হয়, তাহা নিঃসন্দেহ পরিত্রাণ করে; কিন্তু হে দ্বিজ! যে সকল পাষণ্ড ধন, জন, দেহ, পুত্র, কলত্র প্রভৃতিতে লুব্ধ, তাহাদিগের হৃদয়ে ঐ নাম নিক্ষিপ্ত হইলে কদাচ আশু ফল উৎপাদন করে না।

"নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥"

৪ ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং দ্বিপঞ্চাশৎ-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে
পাবনং পাবনানাং,
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমশ্লোকমৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত
যন্নামভানোরাভাসোঽপি
ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিং॥

টীকা।—হে গুণনিধে! দেবর্ষে! শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিঃ সন্ তং ঈশ্বরং নির্ব্যাজং নিষ্কপটং যথা স্যাত্তথা ভজ। তং ঈশ্বরং কিম্ভূতং?—পাবনানাং পবিত্রাণামপি পাবনং পবিত্রং। পুনঃ কিম্ভূতং?—উত্তমশ্লোকমৌলিং উত্তমশ্লোকানাং অমরা-দীনাং শিরোভূষণং। হন্ত বিস্ময়ে, যন্নাম-ভানোঃ যস্য নামভাস্করস্য আভাসোঽপি অন্তঃকরণকুহরে হৃদ্বিবরে প্রোদ্যন্ সন্ মহাপাতকধ্বান্তরাশিং পাতকান্ধকারপুঞ্জং অতিতরাং আশু ক্ষপয়তি।

অনুবাদ।—হে গুণনিধে দেবর্ষে! যাঁহার নাম-সূর্য্যের আভাসমাত্রও প্রকা-শিত হইলে আশু পুঞ্জীকৃত মহাপাতকা-ন্ধকার পলায়িত হয়, তুমি নিষ্কপটে শ্রদ্ধা সহকারে পবিত্রেরও পবিত্র ও স্বর্গবাসী প্রভৃতির শিরোভূষণ সেই ভগবান্‌কে আরাধনা কর।

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।২।৪২)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

টীকা।—অজামিলঃ ম্রিয়মাণোঽপি পুত্রোপচারিতং হরের্নাম গৃণন্ সন্ ধাম বৈকুণ্ঠপদং অগাৎ। উত ভোঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ সন কিং বক্তব্যং?

অনুবাদ।—অজামিলনামা ব্যক্তি পুত্রের নামে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া-ছিল, এই জন্য তাহার বৈকুণ্ঠপদ লাভ হয়; সুতরাং শ্রদ্ধাসহকারে ঐ নাম উচ্চারণ করিলে যে বৈকুণ্ঠলাভ হইবে, ইহাতে আর কি বক্তব্য আছে?

"নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাঁহা অজামিল সাক্ষী॥"
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গি করি পুছয়ে তাহারে॥
"পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।"
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন॥
হরিদাস কহে "প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার॥"
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ॥

শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংস্কারক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয় ॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন ॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন আমাতে ॥
বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈল জীবের মোচন ॥
জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তগণ আগে তাতে কৈলে অঙ্গীকার ॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিয়া প্রকার।
স্থিরতর জীবের খণ্ডাইলে সংসার ॥
প্রভু কহে সব জীব মুক্তি যবে পাবে।
এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে সব শূন্য হবে ॥
হরিদাস বলে "তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি
যাবৎ স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব জীবজাতি ॥
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠ পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীবে পুনঃ কর্ম্মে উদ্‌বুদ্ধ করিবে ॥
সেই জীব হবে ইঁহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম ॥
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠ গেলা অন্য জীব অযোধ্যা ভরিয়া
অবতরি তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ডজীবের খণ্ডাইল সংসার ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।১৬)—

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥

টীকা।—যোগেশ্বরেশ্বরে ভগবতি অজে জন্মশূন্যে কৃষ্ণে ভবতা এবং বিস্ময়ঃ ন কার্য্যঃ; যতঃ কৃষ্ণাৎ এতৎ চরাচরং বিমুচ্যতে।

অনুবাদ।—শুকদেব পরীক্ষিৎকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্। যোগেশ্বরেশ্বর জন্মরহিত ভগবান্ কৃষ্ণে এরূপ বিস্ময়ভাব প্রকাশ করিও না। তাঁহা হইতে যখন স্থাবরাদিও মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, তখন গোপিকারা তাঁহাকে কামভাবে ভজনা করিয়া যে মুক্তিলাভ করিবে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে?

৭ শ্লোক।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৪।১৫।১২)—

ভগবানিহ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধে-
নাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং
প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্।

টীকা।—ইহ জগতি ভগবান্ দ্বেষানুবন্ধেন কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ অখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি; উত ভোঃ সম্যগ্‌ভক্তিমতাং সম্বন্ধে কিং কর্ত্তব্যম্।

অনুবাদ।—বিদ্বেষভাবে ধ্যান ও কীর্ত্তন করিলেও যখন ভগবান্ দ্বেষিগণকে সমস্ত দেবদানবাদির দুর্ল্লভ ফল প্রদান করেন, তখন ভক্তগণকে যে সেই ফল প্রদান করিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি?

"তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের করিলে নিস্তার ॥
যে কহে চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক মোর পুনঃ এইত নিশ্চয় ॥
তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু ॥"

এত শুনি প্রভুমনে চমৎকার হৈল।
"মোর গূঢ় লীলা হরিদাস কেমনে জানিল॥"
মনের সন্তোষে তারে কৈল আলিঙ্গন।
বাহ্য প্রকাশিতে তাহা করিল বর্জ্জন॥
ঈশ্বরস্বভাব ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে॥
ভক্তঠাঞি লুকাইতে নারে হয়ত বিদিতে॥

৮ শ্লোক।

তথাহি আলকমন্দারসংজ্ঞে শ্রীসম্প্রদায়কৃৎ-যামুনাচার্য্য-স্তোত্রে (১৮)—

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সংভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবং।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং,
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥*

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্তপাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হঞা॥
ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ-শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস॥
হরিদাসের গুণগান অসংখ্য অপার।
কেহ কোন অংশে বর্ণে নাহি পায় পার॥
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ॥
সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহ কিছু কহে করিতে আপন পবিত্র॥
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ॥
হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেণাপোলের বনমধ্যে কত দিন রহিলা॥
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নামসংকীর্ত্তন॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥

সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণব-দ্বেষী সেই পাষণ্ডপ্রধান॥
হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে।
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র না পায়।
বেশ্যাগণে আনি করে ছিদ্রের উপায়॥
বেশ্যাগণে কহে "এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্মনাশ॥"
বেশ্যাগণমধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে "তিন দিনে হরিব তার মতি॥"
খান কহে "মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে॥"
বেশ্যা কহে "মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে পাইক লইব তোমার॥"
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।
হরিদাসের বাসা গেল উল্লাসিত হৈয়া॥
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে॥
"ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে নারে মন।
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥"
হরিদাস কহে "তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যানামসংকীর্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন মম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন॥"
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ গ্রন্থ ৪৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দণ্ডবৎ হঞা পড়ে তাঁহার চরণে। (৪২১ পৃষ্ঠা।)

MILAN PRINTING WORKS, CALCUTTA

"আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে॥
অবশ্য তাহার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥"
আর দিন রাত্রি হৈল বেশ্যা আইল।
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল॥
"কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে আমার।
অবশ্য করিব আমি তোমার অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইহা বলি শুন নামসংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥"
তুলসীকে তবে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি॥
রাত্রি শেষ হৈল বেশ্যা উষিপিষি করে।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে॥
"কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক মাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আসি শেষে॥
আজি সমাপ্ত হবে হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হৈল॥
কালি সমাপ্ত হবে তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিলা।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুরঠাঞি আইলা॥
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি॥
"নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ॥"
কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর-চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে॥
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিছোঁ অপার।
কৃপা করি মো অধমেরে করহ নিস্তার॥"
ঠাকুর কহে "খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি॥
সেই দিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া॥"
বেশ্যা কহে "কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভবক্লেশ॥"
ঠাকুর কহে "ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিল ঠাকুর বলি হরি হরি॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহবৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয়দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥
রামচন্দ্র খান অপরাধ বীজ রুইল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল॥
মহদপরাধের হৈল ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান॥
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুরসমান॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব-অপমান।
বহু দিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥
প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যের অবধূত করেন ভ্রমণ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপভিতরে॥

অনেক লোক জন সঙ্গে অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল ॥
সেবক বলে "গোসাঞি মোরে পাঠাইলা খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসস্থান ॥
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইঁহা সঙ্কীর্ণ স্থল, তোমার মনুষ্য অপার ॥"
ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনি বাহির হৈলা।
অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা ॥
"সত্য কহে এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয় ॥"
এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা ॥
ইঁহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিলা।
গোসাঞি যাঁহা বসিলা তার মাটি খোদাইলা ॥
গোময়জলে লেপিলা ঘর মন্দির প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন ॥
দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর ॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধাইল ॥
স্ত্রীপুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া ॥
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্য রন্ধন।
আর দিন সবা লঞা করিল গমন ॥
জাতি ধন জন খানের সকল লইল।
বহু দিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল ॥
মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥
হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে ॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তার ॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুরেরে রাখিল সেই গ্রামে ॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ॥
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।*
হরিদাস ঠাকুরে যাই করেন দর্শন ॥
হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥
তাহা যৈছে হৈল হরিদাসের কথন।
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ ॥
এক দিন বলরাম বিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া ॥
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান ॥
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন ॥
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে।
শুনিয়াত দুই ভাই পাইল বড় সুখে ॥
তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতগণ ॥
কেহ বলে "নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।"
কেহ বলে "নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥"
হরিদাস কহে "নামের এ দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥"

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪০)—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥†

---

* গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস, ইনি জন্মান্তরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী নামে প্রথিত হন।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮৩ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥

১০ শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃত-
শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-শ্লোকঃ—

অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমির-
জলধের্জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নামঃ ॥

টীকা।—তিমিরজলধেঃ পাতকরূপাজ্ঞানসমুদ্রস্য তরণিরিব জগন্মঙ্গলহরেঃ নাম জয়তি। কিং কুর্ব্বৎ?—সকৃৎ উদয়াদেব সকললোকস্য অখিলং সমস্তং অংহঃ পাতকং সংহরৎ ॥

অনুবাদ।—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারসমুদ্রের নৌকার ন্যায় যাহা একবার মাত্র প্রকাশিত হইলে অখিললোকের নিখিল পাতক বিনাশ করে, সেই জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনাম জয়যুক্ত হউক।

"এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।"
সবে কহে "তুমি কহ অর্থবিবরণ ॥"
হরিদাস কহে "যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির হয় ভয়নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম আদি পরকাশ ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যেই মুক্তি না লয় সে কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥"

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।২।৪২)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোপ্যগাদ্ধাম কিমুতঃ শ্রদ্ধয়া
গৃণন্ ॥*

১২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১)—

সালোক্যসাষ্টি´ সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥†

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক জন।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ ॥
গৌড়ে রহে পাতসাহা আগে আরিন্দাগিরি করে।
বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাতসাহারে ভরে ॥
পরম সুন্দর পণ্ডিত নূতন যৌবন।
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হৈল সহন ॥
ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন।
"ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ ॥
কোটি জন্মে ব্রহ্ম জ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয় ॥"
হরিদাস কহে "কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয় ॥
ভক্তিসুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয় ॥"

১৩ শ্লোক।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যভক্তি-
লহর্য্যাং অষ্টাত্রিংশাঙ্কধৃতঃ হরিভক্তিসুধোদয়স্য
চতুর্দ্দশাধ্যায়ীয় ষট্‌ত্রিংশ-শ্লোকঃ—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-
বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সুখানি গোষ্পদায়ন্তে
ব্রহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥*

বিপ্র কহে "নামাভাসে যদি মুক্তি হয়।
তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয় ॥"
হরিদাস কহে "যদি নামাভাসে নয়।
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয় ॥
শুনি সভাসদ উঠে করি হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভৎসন।
ঘটি পটিয়া মূর্খ তুমি ভক্তি কাঁহা জান ॥
হরিদাস ঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান।
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ ॥
শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা ॥
সভা সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে ॥
তোমা সবার দোষ নাহি এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সেই এই সব তত্ত্ব ॥
যাহ ঘরে কৃষ্ণ করুন্ কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কার ॥
তবে সে হিরণ্য দাস ঘর আইল।
সেই ব্রাহ্মণে নিজ দ্বার মানা কৈল ॥
তিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল ॥
চম্পককলিসম হস্তপদাঙ্গুলী।
কোঁকড় হইল কুষ্ঠে সব গেল গলি ॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসি সবে করে নমস্কার ॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৮৫ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

ভক্তের স্বভাব অজ্ঞদোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণস্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে ॥
বিপ্রদুঃখ শুনি হরিদাস মনে দুঃখী হৈলা।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা ॥
আচার্য্য মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান ॥
গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জনে তারে দিল
ভাগবত গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল ॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
দুই জনা মিলি কৃষ্ণকথা আস্বাদন ॥
হরিদাস কহে "গোসাঞি করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্ প্রয়োজন।
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীনসমাজ।
আমার আদর কর না বাসহ লাজ ॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়
সেহ কৃপা করিবে যাতে তোমার রক্ষা হয় ॥"
আচার্য্য কহেন "তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥
তুমি খাইলে হয় কোটিব্রাহ্মণ-ভোজন।"
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন ॥
জগত-নিস্তার লাগি করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব জগৎ কেমনে হইবে মোচন ॥
কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল।
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল ॥
হরিদাস করে গোফায় নাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তাঁর মন ॥
দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার ॥
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার ॥
তর্ক না করিও, তর্ক-অগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥

এক দিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নাম সংকীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দশ দিশা সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
দ্বারেতে তুলসী সেবা পিণ্ডির উপর।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর॥
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইলা।
তার অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা॥
তাঁর অঙ্গগন্ধে দশদিক আমোদিত।
ভূষণধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত॥
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার।
তুলসী পরিক্রমা করি গেলা গোফাদ্বার॥
যোড়হাতে হরিদাসের বন্দিল চরণ।
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন॥
"জগতের বন্দ্য তুমি রূপগুণবান্।
তব সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ॥
মোর অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে এই সাধুস্বভাব হয়॥"
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্যনাশ॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয়।
বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয়॥
"সংখ্যানামসংকীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মনে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব তোমার প্রীতি আচরণ॥"
এত বলি করেন তিঁহ নাম সংকীর্ত্তন।
সেই নারী বসি নাম করিল শ্রবণ॥
কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল॥
এইমত তিন দিন করে আগমন।
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন॥
কৃষ্ণনামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাবপ্রকাশ॥
তৃতীয় দিবসের রাত্রি শেষ যবে হৈল।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল॥
"তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রিদিনে নহে তোমার নাম সমাপন॥"
হরিদাস ঠাকুর কহে "আমি কি করিব।
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব॥"
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কারে।
"আমি মায়া আসিলাম পরীক্ষা করিতে তোমারে॥
ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তনে কৃষ্ণনামশ্রবণে॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল চাহে কৃষ্ণ নাম লৈতে।
কৃষ্ণ উপদেশি কৃপা করহ আমাতে॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটি কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥
পূর্ব্বে আমি নাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমাসঙ্গে লোভ হৈলা কৃষ্ণনাম লৈতে॥
মুক্তি হেতু তারকব্রহ্ম হয় রাম নাম।
কৃষ্ণনাম পাবক করে প্রেম দান॥
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমাকে ভাসাও যৈছে এই প্রেমবন্যা॥"
এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে "কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥"
উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত।
এ সব কথাতে যদি না জন্মে প্রতীত॥

প্রত্যয় করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার॥
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণ প্রেমলুব্ধ হঞা॥
ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে প্রেমবন্যা ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্য প্রকাশে॥
লক্ষ্মী আদি করি কৃষ্ণপ্রেমলুব্ধ হঞা।
নাম-প্রেম আস্বাদিল মনুষ্যে জন্মিয়া॥
অন্যের কা কথা আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে নাম প্রেম আস্বাদন॥
মায়া দাসী প্রেম মাগে ইহাতে কি বিস্ময়
সাধুকৃপানাম করিলে প্রেম না জন্মায়॥
চৈতন্য গোসাঞির লীলার এইত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব॥
কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥
শ্রীরূপ গোসাঞির কড়চায় লিখিল।
রঘুনাথদাসমুখে যে সব শুনিল॥
সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্যকৃপার ত লিখি ক্ষুদ্র জীব হঞা॥
হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমা কথন।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
হরিদাসমহিমকথনং নাম
তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ॥৩॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং
শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনং।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ
শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া॥

টীকা।—শ্রীগৌরঃ বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীসনাতনং দেহপাতাৎ স্নেহাং অবন্ রক্ষন্ সন্ পরীক্ষয়া শুদ্ধং চক্রে।

অনুবাদ।—শ্রীসনাতন মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন যে, ঝারিখণ্ডপথে নীলাদ্রিতে আসিয়া জগন্নাথের রথের সম্মুখে দেহপাত করিবেন; কিন্তু গৌরচন্দ্র স্নেহনিবন্ধন তাঁহাকে রক্ষা করিয়া পরীক্ষাগ্রহণান্তে বিশুদ্ধ করেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা॥
ঝারিখণ্ডপথে আইলা একলা চলিয়া।
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া॥
ঝারিখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হৈতে।
গাত্রকণ্ডু হৈলা রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে॥
নির্ব্বেদ হইল পথে করেন বিচার।
"নীচ জাতি, দেহ মোর অত্যন্ত অসার॥
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব॥
মন্দিরনিকটে শুনি তাঁর বাসা স্থিতি।
মন্দিরনিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি॥

জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য অনুরোধে।
তার স্পর্শ হইলে মোর হইবে অপরাধে ॥
তাতে যদি এই দেহ ভাল স্থানে দিয়ে।
দুঃখশান্তি হয় আর সদ্গতি পাইয়ে ॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথচাকায় এই ছাড়িব শরীর ॥
মহাপ্রভু আগে আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব এই পরম পুরুষার্থ ॥"
এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাসস্থানে উত্তরিলা ॥
হরিদাসের কৈল তিঁহ চরণ বন্দন।
হরিদাস জানি তারে কৈল আলিঙ্গন ॥
মহাপ্রভু দেখিতে তার উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে "প্রভু আসিবে এখন ॥"
হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা ॥
প্রভু দেখি দুঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসেরে উঠাইয়া ॥
হরিদাস কহে "সনাতন করে নমস্কার।"
সনাতন দেখি, প্রভু হৈল চমৎকার ॥
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা ॥
"মোরে না ছুঁইহ প্রভু, পড়ি তোমার পায়।
একে নীচ জাতি অধম আর কণ্ডুরসা গায় ॥"
বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডু ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সবার চরণবন্দনে ॥
ভক্তগণ লঞা প্রভু বসিল পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে ॥
কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তিঁহ কহেন "পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে ॥"
মথুরার বৈষ্ণব সবের কুশল পুছিল।
সবার কুশল সনাতন জানাইল ॥
প্রভু কহে "ইঁহা রূপ ছিল দশমাস।
ইঁহা হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন দশ ॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি ॥"
সনাতন কহে "নীচ বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম ॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার ॥
সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে ॥
রাত্রি দিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান ॥
আমি আর রূপ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা দুঁহা সঙ্গে তিঁহ রহে নিরন্তর ॥
আমা সবা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে ॥
শুনহ বল্লভ কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর ॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা দুঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র কহি কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
এইমত বার বার কহি দুই জন।
আমা দুঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥
তোমা দুঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিব।
দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণ ভজন করিব ॥"
এত কহি রাত্রিকালে করয়ে চিন্তন।
"কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ॥"
সব রাত্রি ক্রন্দন করি, করি জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা দুঁহায় কৈল নিবেদন ॥
"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা পাই বড় ব্যথা ॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবি রঘুনাথের চরণ ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায় ॥"

তবে আমি দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈল।
"সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার" কহি প্রশংসিল ॥
যে বংশের উপরে তোমার হয় কৃপা-লেশ।
সকল মঙ্গল তাহে, খণ্ডে সব ক্লেশ ॥"
গোসাঞি কহেন "এইমত মুরারি গুপ্ত।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল তার এই রীত ॥
সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন ॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে ॥
ভাল হৈল তোমার ইঁহা হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইহা হরিদাস সনে ॥
কৃষ্ণভক্তিরসে তিঁহ পরম প্রধান।
কৃষ্ণনাম আস্বাদন কর, লও কৃষ্ণনাম ॥"
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ দ্বারায় দুঁহে প্রসাদ পাঠাইলা ॥
এইমত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে ॥
কভু আসি প্রতিদিন মিলে দুই জনে।
ইষ্ট গোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে ॥
দিব্য প্রসাদ পাইয়া নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে।
তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দুঁহাকারে ॥
এক দিন আসি প্রভু দুঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা ॥
"সনাতন দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে ॥
দেহত্যাগাদি এই তমোধর্ম্ম।
তমো রজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥"

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।১৯)—

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥*

"দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম পাতককারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহ না পায় মরিতে ॥
গাঢ়ানুরাগে বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ ॥"

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫২।৩৪)—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো,
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং,
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥

টীকা।—হে অম্বুজাক্ষ! যস্য ভবতঃ অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং চরণকমলস্য রজোভিঃ স্নানং আত্মতমোপহত্যৈ আত্মনঃ পাতকধ্বংসনায় উমাপতিরিব মহান্তঃ সন্তঃ বাঞ্ছন্তি, যদি তস্য ভবতঃ প্রসাদং অহং ন লভেয়, তর্হি ব্রতকৃশান্ অসূন্ প্রাণান্ ত্যজেয়ম্। অতঃ আহ, শতজন্মভিঃ অপি তব প্রসাদঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—হে কমলনয়ন! উমাপতি-সদৃশ মহাত্মারা আত্মার তমোনাশার্থ ত্বদীয় যে পাদপদ্মরজে স্নান করিতে অভিলাষ করেন, তোমার সেই প্রসাদ যদি আমি

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে অনশনাদি দ্বারা এই প্রাণ ক্ষীণ করিয়া বিসর্জ্জন করিব; এরূপ করিলে শতজন্মেও ত ত্বদীয় প্রসাদ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইব!

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩২)—

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ,
হাস্যাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং।
নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ,
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥

টীকা।—হে অঙ্গ! ত্বদধরামৃতপূরকেণ তব অধরসুধাপ্রদানেন নঃ অস্মাকং হাস্যাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং হাসসমন্বিতেন অবলোকনেন কলগীতেন চ সঞ্জাতঃ যঃ কামাগ্নিঃ তং সিঞ্চ; নোচেৎ হে সখে! বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্ত দেহাঃ তব বিরহজাতেন অগ্নিনা দগ্ধদেহাঃ যোগিন ইব তে পদয়োঃ পদবীং সমীপং ধ্যানেন যাম।

অনুবাদ।—হে প্রিয়! ত্বদীয় সহাস্য দর্শন ও মধুর সংগীতে আমাদিগের যে কামাগ্নির সঞ্চার হইল, অধরসুধাদানে তাহা নির্ব্বাণ কর; নচেৎ ত্বদীয় বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইয়া যোগিবৎ আমরা ধ্যানে ত্বদীয় পাদপদ্মান্তিক লাভ করিব

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
নীচ জাতি নহে ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদিবিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।৯)—

বিপ্রাৎদ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥*

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তারমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার।
"প্রভুরে মাতায় মোর মরণ বিচার॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে।"
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাহারে॥
"সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি যেন কাষ্ঠযন্ত্র॥
নীচ পামর মুঞি পামরস্বভাব।
মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ॥"
প্রভু কহে "তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে॥
তোমার শরীরে মোর প্রধান সাধন
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥
ভক্তভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্ত্তন।
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ॥
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাঁহা এত কর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা ধর্ম্ম শিক্ষাইতে নাহি নিজ বলে॥

* ইহার টীকাও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমতে সহিব ॥"
তবে সনাতন কহে "তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায় ॥
যৈছে যারে নাচাইতেছে সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে কেবা নাচায় কেহ নাহি জানে ॥"
হরিদাসে কহে প্রভু "শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইহ করিতে চাহেন বিনাশ ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়।
নিষেধিও ইঁহারে যেন না করে অন্যায় ॥"
হরিদাস কহে "মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ না জানিতে পারে ॥
এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এ সৌভাগ্য ইঁহা না হয় কাহার ॥"
তবে মহাপ্রভু করি দুঁহারে আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন ॥
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন।
"তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥
তোমার দেহ, কহে প্রভু, মোর নিজ জন ॥
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন ॥
নিজ দেহে যে কার্য্য না পারেন করিতে।
সে কার্য্য করাইবেন তোমা সেই মথুরাতে ॥
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল নিশ্চয় ॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত শাস্ত্র-আচার নির্ণয়।
তোমা দ্বারে করাইবেন বুঝিল আশয় ॥
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল ॥
ভারত ভূমেতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হৈল ॥"
সনাতন কহে "তোমা সম কেবা আছে আন।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহা ভাগ্যবান্ ॥
অবতার কার্য্য প্রভুর নাম প্রচারে।
সে নিজ কার্য্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে ॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নামসংকীর্ত্তন।
সবার আগে কহ নামের মহিমা কথন ॥
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য ॥"
এইমত দুই জনে নানা কথা রঙ্গে।
কৃষ্ণকথা আস্বাদয়ে রহি এক সঙ্গে ॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈল সব রথযাত্রা দরশন ॥
রথ অগ্রে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥
চারি মাস রহিল সব নিজ ভক্তগণ।
সবা সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস বক্রেশ্বর।
বাসুদেব মুরারি রাঘব দামোদর ॥
পুরী ভারতী স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ জগদানন্দ শঙ্কর ॥
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
সবা সনে সনাতনের করাইল মিলন ॥
যথাযোগ্য সবার কৈল চরণ বন্দন।
তারে করাইল সবার কৃপার ভাজন ॥
সদ্গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা মৈত্রী গৌরব-ভাজন ॥
সকল বৈষ্ণব তবে গৌড়দেশে গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে বন্দিলা ॥
দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।
দিনে দিনে প্রভু সঙ্গে আনন্দ বাড়িল ॥
পূর্ব্ব বৈশাখ মাসে সনাতন যবে আইলা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু যমেশ্বর টোটা আইলা।
ভক্ত অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা ॥

মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইলা।
প্রভু বোলাইলা তার আনন্দ বাড়িলা॥
মধ্যাহ্নে সমুদ্রে বালু হঞাছে অগ্নিসম।
সেই পথে সনাতন করিলা গমন॥
প্রভু বোলাঞাছে এই আনন্দিত মনে।
তপ্ত বালুকাতে পোড়ে পা তাহা নাহি জানে॥
দুই পায়ে ফোস্কা হইল গেলা প্রভু-স্থানে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে
ভিক্ষা অবশেষে পাত্রে গোবিন্দ তারে দিল।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভু-পাশে আইল॥
প্রভু কহে "কোন্ পথে আইলে সনাতন।
তিঁহ কহে, সমুদ্রপথে করিলা গমন॥"
প্রভু কহে "তপ্তবালুকাতে কেমনে আইলা।
সিংহদ্বারের পথ শীতল কেন না আইলা॥
তপ্ত বালুকায় তোমার পায় হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার কেমনে হইল সহন॥"
সনাতন কহে "দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিল॥
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার॥
সেবক গতাগতি করে নাহি অবসর।
তার স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হইবে মোর॥"
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা॥
"যদ্যপি তুমি হও জগত-পাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ॥
তথাপি ভক্তস্বভাব মর্য্যাদার রক্ষণ।
মর্য্যাদাপালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদালঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন
তুমি না ঐছে করিলে করে কোন জন॥"
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
তার কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥

বার বার নিষেধে তবু করে আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে দুঃখ পায় সনাতন॥
এইমতে সেবক প্রভু দুঁহে ঘর গেলা।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা॥
দুই জন বসি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী কৈল।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিল॥
"ইঁহা আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে
যেবা মনে বাঞ্ছা প্রভু না দিল করিতে॥
নিষেধিলে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে॥
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার॥
হিত নিমিত্ত আইলাম আমি হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে॥"
পণ্ডিত কহে "তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাঁহা করহ গমন॥
প্রভু আজ্ঞা হইয়াছে তোমার দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈস তাঁহা সর্ব্ব সুখ পাইয়ে॥
যে কার্য্যে আইলা প্রভুর দেখিলে চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন।"
সনাতন কহে "ভাল কৈলে উপদেশ।
তাঁহা যাব সেই মম প্রভুদত্ত দেশ॥"
এত বলি দুঁহে নিজ কার্য্যে উঠি গেলা।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা॥
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
হরিদাসে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন॥
দূর হৈতে পরণাম করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন॥
অপরাধভয়ে তিঁহ মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি আইলা॥
সনাতন ভাগি পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥
দুই জন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ন সনাতন লাগিলা কহিতে॥

"হিত লাগি আইনু মুঞি হৈল বিপরীত।
যেবা যোগ্য নহে অপরাধ করো নিতি নিত॥
সহজে নীচ জাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়॥
তাহাতে আমার অঙ্গে রক্ত রস চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে তবু স্পর্শ তুমি বলে॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণা লেশ।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশ॥
তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণ।
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাই বৃন্দাবন॥
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তিঁহ উপদেশ দিল॥"
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে॥
"কালিকার বড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা সবাকারে উপদেশ করিতে লাগিল॥
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য॥
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রাণাধিক আর্য্য।
তোমারে উপদেশে বালক করে ঐছে কার্য্য॥"
শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল।
"জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥
আপনার সৌভাগ্য আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দসম ভাগ্যবান্॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মতা সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি নিম্বনিসিন্দারস॥
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান।
মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্॥"
শুনি মহাপ্রভুর কিছু লজ্জিত হৈল মন।
তায়ে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচন॥
"জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদালঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ।
কাঁহা জগা কালিকার বটুক নবীন॥
আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাঞছ ব্যবহার ভক্তি॥
তোমারে উপদেশ করে না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভৎর্সন॥
বহিরঙ্গ জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায় ঐছে তোমার গুণ॥
যগুপি করাও মমতা বহু জনে হয়।
প্রীতি স্বভাবে কাহাকে কোন ভাবোদয়॥
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান।
তোমার দেহ আমাকে লাগে অমৃতসমান॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়॥
প্রাকৃত হইলে বপু নাহি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র বস্তু জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে॥"

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৮।৪)—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা
দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং
মনসা ধ্যাতমেব চ॥

টীকা।—অবস্তুনঃ দ্বৈতস্য কিয়ৎ কিং ভদ্রং? কিং বা অভদ্রং? অবস্তুমেব কথয়তি,—বাচোদিতং বাক্যোনোক্তং নেত্রোদিভিঃ যৎ দৃশ্যং, মনসা চ ধ্যাতমেব, তৎ অনৃতম্।

অনুবাদ—দ্বৈত পদার্থমাত্রই অবস্তু; তন্মধ্যে কোনটী ভাল কোনটী আবার মন্দ কি? যাহা বাক্যোক্ত, বহিরিন্দ্রিয়গ্রাম অর্থাৎ চক্ষুরাদির বিষয় অথবা মন দ্বারা ধ্যাত, তাহারই নাম অবস্তু।

"দ্বৈত ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম ॥"

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৮) —

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

টীকা।—পণ্ডিতাঃ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি, শুনি, শ্বপাকে চ সমদর্শিনো ভবন্তি ॥

অনুবাদ।—পণ্ডিতেরা কি বিদ্যা-বিনয়বান্ বিপ্র, কি গো, কি হস্তী, কি কুক্কুর, কি চণ্ডাল সকলকেই সমভাবে দর্শন করেন।

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৮)—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা
কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী
সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥

টীকা।—জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ নির্ব্বিকারঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চনঃ যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে ॥

অনুবাদ।—যাঁহার চিত্ত জ্ঞানবিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি নির্ব্বিকার ও বিজিতেন্দ্রিয় এবং কি লোষ্ট্র, কি পাষাণ, কি স্বর্ণ, সকল বস্তুতেই যাঁহার সমজ্ঞান, সেই যোগীই যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত।

"আমিত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দন পঙ্কজে আমার জ্ঞান হয় সম ॥
এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণা বুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম্ম যায় ॥"

হরিদাস কহে "প্রভু যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি ॥
আমা সম অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীন দয়াল গুণ তোমার তাহাতে প্রচার ॥"
প্রভু হাসি কহে "শুন হরিদাস সনাতন।
তত্ত্ব কহি তোমা বিষয় আমার যৈছে মন ॥
তোমাকে লাল্য আপনাকে লালক অভিমান
লালকের লাল্য নহে দোষ পরিজ্ঞান ॥
আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান।
তোমা সবাকে করে মুঞি বালক অভিমান ॥
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে তায় মহা সুখ পায় ॥
লাল্যামেধ্য লালকের চন্দনসম ভায়।
সনাতনের ক্লেদ আমার ঘৃণা উপজায় ॥"
হরিদাস কহে "তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয় ॥
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী তাতে কীড়াময়।
তাঁরে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয় ॥
আলিঙ্গিয়া কৈলে তার কন্দর্পসম অঙ্গ।
বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ ॥"
প্রভু কহে "বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম সমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করেন তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥"

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৩২)—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥*

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইঁহা দিল পাঠাইয়া ॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥
পারিষদদেহ এহঁ না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিবসে পাইল চতুঃসমগন্ধ ॥"
বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম ॥
প্রভু কহে "সনাতন না ভাবিহ দুঃখ।
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥
এ বৎসর তুমি ইঁহা রহ আমা সনে।
এ বৎসর বৈ তোমাকে আমি পাঠাইব বৃন্দাবনে ॥"
এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥
দেখি হরিদাস মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহেন "এই ভঙ্গী যে তোমার ॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপজিলা ॥
কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে।
এই লীলাভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে ॥
দুঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেল নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হঞা প্রেমময় ॥
এইমত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্যগুণকথা হরিদাস সনে ॥
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন সব শিক্ষাইলা ॥
যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে।
দুই জনার বিচ্ছেদদশা না যায় বর্ণনে ॥
যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন ॥
যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল, যাঁহা যেই লীলা।
বলভদ্র ভট্টস্থানে সব লিখি নিলা ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সবারে মিলিয়া।
সেই পথে চলি যায় সে স্থান দেখিয়া।
যে যে লীলা প্রভু পথে কৈল যে যে স্থানে।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥
এইমতে সনাতন বৃন্দাবন আইলা।
পাছে আসি রূপ গোসাঞি তাহারে মিলিলা ॥
এক বৎসর রূপ গোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল ॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বাঁটি দিল ॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দুহেঁ সব নির্ব্বাহিল ॥
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা প্রকাশ করিলা ॥
সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে।
ভক্তভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশমটিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলা প্রেমরস যাহা হৈতে জানি ॥
হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব-আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার ॥
আর যত গ্রন্থ কৈল তাহা কে করে গণন।
মদনগোপাল গোবিন্দের কৈল সেবা প্রকাশন ॥
রূপ গোসাঞি কৈল রসামৃতসিন্ধুসার।
কৃষ্ণভক্তিরসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার ॥
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ কৈল আর।
কৃষ্ণ-রাধা-লীলারসের যাঁহা পাইযে পার ॥
বিদগ্ধললিতমাধব—নাটকযুগল।
কৃষ্ণলীলারস তাঁহা পাইয়ে সকল ॥
দানকেলিকৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
যেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস প্রচারিল ॥

তাঁর লঘুভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব নাম ॥
সর্ব্ব ত্যাগি তিঁহ পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তিঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ ॥
ভাগবতসন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার।
ভগবৎসিদ্ধান্তের যাঁহা পাইয়ে পার ॥
গোপালচম্পু নাম আর গ্রন্থ কৈল।
ব্রজপ্রেম লীলা রস সব দেখাইল ॥
ষট্ সন্দর্ভে কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল ॥
জীবগোসাঞি গৌড় হইতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দ প্রভুঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥
প্রভু প্রীতে তার মাথে ধরিল চরণ।
রূপ সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন ॥
আজ্ঞা দিলা "শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে যে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে ॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইল, আজ্ঞাফল পাইল।
শাস্ত্র করি কত কাল ভক্তি প্রচারিল ॥
এই তিনগুরু সার রঘুনাথ দাস।
ইঁহা সবার চরণ বন্দ যাঁর মুঞি দাস ॥
এইত কহিল পুনঃ সনাতনসঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥
চৈতন্যচরিত্রে এই ইক্ষুদণ্ডসম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস আস্বাদন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
পুনঃ সনাতনসঙ্গোৎসবো নাম
চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

বৈগুণ্যকীটকলিনঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্যবৈদ্যমাশ্রয়ে ॥

টীকা —অহম্ বৈগুণ্যকীটকলিনঃ জীবাপকাররূপকীটেন দংশিতঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ, দৈন্যার্ণবে নিমগ্নঃ সন্ চৈতন্যবৈদ্যং শ্রীচৈতন্যং আশ্রয়ে ॥

অনুবাদ।—আমি জীবাপকাররূপ কীট কর্ত্তৃক দষ্ট, হিংসারূপ ব্রণ দ্বারা প্রপীড়িত এবং দৈন্যরূপ সাগরে নিমগ্ন হইয়া সুবৈদ্য শ্রীচৈতন্যদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম।

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় প্রভু নিত্যানন্দ ॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন ॥
একদিন প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি কিছু করে নিবেদনে ॥
'শুন প্রভু মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোন ভাগ্যে পাঞাছো তোমার দুর্ল্লভচরণ ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয় ॥"
প্রভু কহে "কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে তার মুখে শুনি ॥
ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ-পাশ যাই করহ শ্রবণ ॥
কৃষ্ণকথা রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্ ॥"

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।৮)—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিম্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং ॥

টীকা।—পুংসাং যঃ ধর্ম্মঃ অনুষ্ঠিতঃ, যদি বিম্বক্‌সেনকথাসু রতিং ন উৎপাদয়েৎ, তদা স ধর্ম্মঃ কেবলং শ্রম এব ॥

অনুবাদ।—লোকের ধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে যদি তদ্দ্বারা হরিকথায় রতি না জন্মে, তবে সেই ধর্ম্মাচরণ শ্রমমাত্র।

তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র গেলা রামানন্দের স্থানে।
রায়ের সেবক তারে বসাইল আসনে ॥
রায়ের দর্শন না পাঞা সেবকে পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল ॥
"দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্য গীতে নিপুণা বয়সে কিশোরী ॥
তাঁহা দুঁহা লঞা রায় নিভৃতে উদ্যানে।
নিজ নাটক গীতের গান শিক্ষায় নর্ত্তনে ॥
তুমি ইঁহা বসি রহ ক্ষণেকে আসিবেন।
তাঁরে যেই আজ্ঞা দেহ সেই করিবেন ॥"
তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র তাঁহা রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ রায় সেই দুই জন লঞা ॥
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সংমার্জ্জন ॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গমণ্ডন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন ॥
কাষ্ঠ পাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী স্পর্শে রামানন্দের তৈছে স্বভাব ॥
সেব্য বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব-ভক্তি-প্রেম-সীমা ॥

তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিক্ষাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল ॥
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥
ভাব প্রকট লাস্য রায়ে যে শিক্ষায়।
জগন্নাথের আগে দুঁহে প্রকট দেখায় ॥
তবে সেই দুই জনেরে প্রসাদ খাওাইল।
নিভৃতে দুঁহারে নিজ ঘর পাঠাইল ॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাহাঁ তাঁর মন ॥
মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা ॥
মিশ্রকে নমস্কার করে সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া ॥
"বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল ॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর কাহা করোঁ তোমার কিঙ্কর ॥"
মিশ্র কহে "দেখিতে হৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈল তোমা দর্শনে ॥"
অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা।
বিদায় করিলা মিশ্র নিজ ঘর গেলা ॥
আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু বিদ্যমানে।
প্রভু কহে "কৃষ্ণকথা শুনিলে রায়স্থানে।"
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা ॥
"আমিত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥
তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন ॥
একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি ॥

স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তার দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দমন।
নানা ভাবোদ্গম তার করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠপাষাণসম।
আশ্চর্য্য তরুণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥
কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টে কহি এক অনুমান।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জনে কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকাল হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নহে মহা ধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেম ভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৩৭)—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ,
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং,
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

টীকা।—যঃ শ্রদ্ধান্বিতঃ সন্ ব্রজবধূভিঃ সহ বিষ্ণোঃ ইদঞ্চ বিক্রীড়িতং অনুশৃণুয়াৎ, অথ বর্ণয়েৎ, সঃ ভগবতি পরাং ভক্তিং প্রতিলভ্য অচিরেণ ধীরঃ সন্ হৃদ্রোগং কামং আশু অপহিনোতি।

অনুবাদ।—যিনি শ্রদ্ধাশীল হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর এই ব্রজবধূগণসহ বিহার শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, ভগবানে তাঁহার পরমা ভক্তি লাভ হয় এবং তিনি আশু ধীর হইয়া হৃদ্রোগরূপ কাম বিসর্জ্জন করেন।

"যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি॥
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।
নিত্য সিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়॥
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥
আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাহ তথা॥
মোর নাম লইহ তিঁহ পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে॥
শীঘ্র যাহ যাহ তিঁহ আছেন সভাতে।"
এত শুনি প্রদ্যুম্নমিশ্র চলিল ত্বরিতে॥
রায় পাশ গেলা রায় প্রণতি করিলা।
"আজ্ঞা কর যে লাগিয়া আগমন হৈলা॥"
মিশ্র কহে "মহাপ্রভু পাঠাইলা মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে।"
শুনি রামানন্দ মনে হইলা সন্তোষে।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের হরিষে॥
"প্রভু-আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা॥"
এত কহি তারে লঞা নিভৃতে বসিলা।
"কি কথা শুনিতে চাহ" মিশ্রেরে পুছিলা॥
তিঁহ কহে "যে কহিলা বিদ্যানগরে।
সেই কথা তুমি কহিবে আমারে॥
আনের কি কথা তুমি প্রভু উপদেষ্টা।
আমি ভিক্ষুক বিপ্র তুমি মোর পোষ্টা॥
ভালমন্দ কিছু আমি বুঝিতে না জানি।
দীন দেখি কৃপা করি কহিবে আপনি॥"
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথারসামৃত-সিন্ধু উথলিলা॥

আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথা-অন্ত॥
বক্তা শ্রোতা শুনি দুঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি জানে দিনশেষে॥
সেবক কহিল "দিন হৈল অবসান।"
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম॥
বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিল।
"কৃতার্থ হইলাম" বলি চলিতে লাগিল॥
ঘরে গিয়া মিশ্র করিল স্নান ভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ॥
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিতমন।
প্রভু কহে "কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণ॥"
মিশ্র কহে "প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দরায়-কথা কহনে না যায়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তির সময়॥
আর এক কথা রায় কহিল আমারে।
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি না জানিহ মোরে॥
মোর মুখে কথা কহে আপনে গৌড়চন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র॥
মোর মুখে কথা ইঁহা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাহার॥
যে সব শুনিনু কৃষ্ণরসের সাগর।
ব্রহ্মাদি দেবের এ সব না হয় গোচর॥
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মেজন্মে তোমার পায় বিকাইলাম আমি॥"
প্রভু কহে "রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি॥
মহানুভবের এইমত স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥"
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণলেশ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রের যৈছে কৈল উপদেশ॥
গৃহস্থ হঞা নহে ষড়্‌বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥
এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে কভু ভাল জানে।
নানা ভঙ্গীতে প্রকাশি নিজ লাভ মানে॥
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্রদ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নামমাহাত্ম্যপ্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রসপ্রেমলীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা
শ্রীচৈতন্যলীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান॥
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।
নীলাচলে বিহারয়ে ভক্তি প্রচারিয়া॥
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লঞা আইল শুনাইতে॥
ভগবান্ আচার্য্য সনে তাঁর পরিচয়।
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয়॥
প্রথমে নাটক তিঁহ তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল॥
সবেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম।
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সবার হৈল মন॥
গীত শ্লোক গ্রন্থ কবিত্ব যেই করি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥
স্বরূপ-ঠাঞি উত্তরে যদি লয় তার মন।
তবে মহাপ্রভু-ঠাঞি করায় শ্রবণ॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥

অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই মর্য্যাদা প্রশ্ন করিয়াছে নিয়মে ॥
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন।
"এক কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম ॥
আদৌ তুমি শুন যদি তোমার মনে মানে।
পাছে মহাপ্রভুকে তবে করাব শ্রবণে ॥"
স্বরূপ কহে "তুমি গোপ পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥
যদ্বা তদ্বা করিব বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥
রস রসভাস যার নাহি এ বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার ॥
ব্যাকরণ নাহি জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কারজ্ঞান নাহিক যাহার ॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্যবিহার ॥"
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন ॥
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয়বাক্য শুনিতে হয় সুখ ॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ ॥"
ভগবান্ আচার্য্য কহে "শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভাল মন্দ জানিবে বিচার ॥"
দুই তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিলা।
তার আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈলা ॥
সবা লঞা স্বরূপ গোসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দী শ্লোক পড়িলা ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি বঙ্গদেশীয়বিপ্রস্য।—

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে,
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ,
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥

টীকা।—যঃ কনকরুচিঃ গৌরহরিঃ ইহ বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে আত্মনি আত্মতাং প্রপন্নঃ সন্ অশেষং প্রকৃতিজড়ং চেতয়ন্ আবিরাসীৎ, সঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ তব ভব্যং দিশতু।

অনুবাদ।— যিনি স্বর্ণবর্ণ ধারণপূর্ব্বক এই নীলাদ্রিতে পদ্মপলাশলোচন জগন্নাথ-দেবের সহিত অভেদাত্মা হইয়া অসংখ্য জড়প্রকৃতি লোকের চেতনা দিয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব ত্বদীয় কল্যাণ করুন।

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোক তাহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে "এই শ্লোক করহ ব্যাখানে ॥
কবি কহে "জগন্নাথ সুন্দরশরীর।
চৈতন্য গোসাঞি তাহে শরীরী মহাধীর ॥
সহজ জড় জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥"
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন ॥
"আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুইত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস ॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃতকায় ॥
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গসমান ॥
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তার এই রীতি।
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ-দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥"

৫ শ্লোক

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে লোকপালাগমনোত্তরে নবমাব্দধৃতকৌর্ম্মং।—

দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥

টীকা।—ঈশ্বরে অয়ং দেহদেহিবিভাগঃ ক্বচিৎ ন বিদ্যতে॥

অনুবাদ —দেহদেহিভেদ কদাচ ঈশ্বরে বিদ্যমান থাকে না।

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—(৩।৯।৩)

নাতঃ পরং পরমং যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্,
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥*

৭ শ্লোক।

তথাহি তত্রৈব (৩।৯।৪)—

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায়,
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তৎ উপাসকানাং।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং,
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥ †

"কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ-মায়েশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥"

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ধৃতসর্ব্বজ্ঞসূক্তম্।—

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-
নিকরাকরঃ॥‡

শুনি সভাসদের চিত্তে হৈল চমৎকার।
সত্য কহে গোসাঞি করেছেন তিরস্কার॥

শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংসমধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥
তার দুঃখ দেখি স্বরূপ পরম সদয়।
উপদেশ কৈল তারে যৈছে হিত হয়॥
"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্রতরঙ্গ॥
তবে ত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা বাণিবে নির্ম্মল॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থে দুঁহায় লাগে দোষ॥
তুমি যৈছে তৈছে কহ না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি॥
যৈছে দৈত্যারি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন।
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন॥"

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৫।৫)—

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ং॥

টীকা।—গোপাঃ নন্দপ্রভৃতয়ঃ মর্ত্ত্যং কৃষ্ণং উপাশ্রিত্য মে মম অপ্রিয়ং চক্রুঃ কৃতবন্তঃ। কৃষ্ণং কিম্ভূতং ?—বাচালং বহুবক্তারং, বালিশং শিশুং, পণ্ডিতমানিনং, অজ্ঞং মূঢ়ং, ইতি নিন্দায়াং যোজিতাপি ইন্দ্রস্য ভারতী স্তৌতি। তথাহি, বাচালং, বালিশং বালকবৎ নিরভিমানং, শুদ্ধং অপরবন্দ্যস্য অভাবাৎ অনম্রং, অজ্ঞং সর্ব্বজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং ব্রহ্মবিদাং পূজনীয়ং, কৃষ্ণং সচ্চিদানন্দরূপং পরং ব্রহ্ম, মর্ত্ত্যং তথাপি ভক্তবৎসলতয়া মানবতয়া প্রতীয়মানং॥

* ইহার টীকা, অনুবাদ ৪৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা, অনুবাদ ৪৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ।—কৃষ্ণের নিন্দা উদ্দেশে ইন্দ্র কহিলেন,—কৃষ্ণ বাচাল, বালক, অবিনীত, অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী ও মনুষ্য; গোপকুল তাহাকে আশ্রয় করিয়া আমার অপ্রিয়াচরণ করিল। সুররাজের এই নিন্দাবচনে কৃষ্ণের স্তুতিই প্রকাশিত হইল; কেননা, বাচাল শব্দে শাস্ত্রযোনি বুঝায়; কৃষ্ণ তাহা হইয়াও বালিশ অর্থাৎ বালকবৎ নিরভিমানী; স্তব্ধ অর্থাৎ অপর কেহ বন্দ্য না থাকা হেতু অনম্র; অজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহা অপেক্ষা জ্ঞানী আর নাই; পণ্ডিতাভিমানী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ সুধীগণেরও মাননীয়; কৃষ্ণ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্ম হইয়াও ভক্তবৎসলতানিবন্ধন মানববৎ প্রতীয়মান।

"ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল কেবল নাহিক সম্ভাল॥
ইন্দ্র বলে 'মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।'
তাঁরি মুখে সরস্বতী করেন স্তবন॥
'বাচাল' কহিয়ে বেদপ্রবর্ত্তক ধন্য।
'বালিশ' তথাপি শিশুপ্রায় গর্ব্বশূন্য॥
বন্দ্যাভাবে অনম্র 'স্তব্ধ' শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সে 'অজ্ঞ' হয়॥
পণ্ডিতের মান্যপাত্র হয় 'পণ্ডিতমানী'।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে মনুষ্য অভিমানী॥
জরাসন্ধ কহে "কৃষ্ণ পুরুষ অধম।
তোমার সঙ্গে না যুঝিমু যাঁহা বন্ধু হন॥"
যাঁহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম।
সেই হয় পুরুষোত্তম সরস্বতীর মন॥
বান্ধে সবারে তাতে অবিদ্যাবন্ধু হয়।
অবিদ্যানাশক 'বন্ধু হন' শব্দে কয়॥
এইমত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন॥
তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন যাতে স্তুতি ভাষে॥
জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইঁহ দারুব্রহ্ম স্থাবরস্বরূপ॥
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ এক তত্ত্বরূপ দুই রূপ হঞা॥
সংসারতারণ হেতু যেই ইচ্ছাশক্তি।
তাহার মিলন কহি একতাপ্রাপ্তি॥
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গমরূপে কৈল অবতার॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায়ে সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গম ব্রহ্ম হঞা॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার যৈছে করিলে বর্ণন॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥"
তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িঞা।
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা॥
তবে সব ভক্ত তাঁরে অঙ্গীকার কৈল।
তাঁর গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইল॥
সেই কবি সর্ব্বত্যাগী রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণকৃপা কে কহিতে পারে?॥
এই ত কহিল প্রদ্যুম্নমিশ্র-বিবরণ।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণকথার শ্রবণ॥
তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা।
আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যাঁর সীমা॥
প্রস্তাবে কহিল কবির নাটকবিবরণ।
অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অমৃতের সার।
এক লীলাপ্রবাহে বহে শত শত ধার॥

শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই পড়ে শুনে
গৌরলীলা ভক্তি ভক্তরসতত্ত্ব জানে ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রদ্যুম্ন-
মিশ্রোপাখ্যানং নাম
পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপা-
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসং।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেহন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥

টীকা।—যঃ গৌরঃ কৃপাগুণৈঃ কুগৃহান্ধকূপাৎ রঘুনাথদাসং ভঙ্গ্যা উদ্ধৃত্য স্বরূপে ন্যস্য অন্তরঙ্গং বিদধে, অহং অমুং কৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদ্যে ॥

অনুবাদ।—যিনি করুণা করিয়া রঘুনাথদাসকে সংসাররূপ কুগৃহান্ধকূপ হইতে ভঙ্গীতে পরিত্রাণপূর্ব্বক আনিয়া স্বরূপকরে দিয়া অন্তরঙ্গোপাসনা দিয়াছেন, সেই চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে ॥
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাড়য়।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্ত দুঃখ ভয় ॥
উৎকট বিরহ দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ-বেদনা ॥
তাঁর সুখ হেতু সঙ্গে রহে দুইজনা।
কৃষ্ণরস শ্লোক গীতে করেন সান্ত্বনা ॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদান হেতু তৈছে রাম রায় ॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোসাঞি রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ।
এই দুই জনার সৌভাগ্য কহনে না যায়।
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি যাঁরে লোকে গায় ॥
এইমত বিরহে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রঘুনাথমিলন এবে শুন ভক্তগণ ॥
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তারে শিক্ষাইলা ॥
প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘরে যায়।
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ীর প্রায় ॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখিয়াত মাতা পিতার আনন্দিত মন ॥
মথুরা হৈতে প্রভু আইলা বার্ত্তা যবে পাইলা।
প্রভু-পাশ চলিবারে উদেযাগ করিলা ॥
হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী ॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল নকড়া করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া ॥
বার লক্ষ দেয় রাজায়, সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥
রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজীর আনিল।
হিরণ্যদাস পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভৎর্সনা।
“বাপ জ্যেঠা আনহ নহে পাইবে যাতনা ॥”

মারিতে আনয়ে যদি, দেখি রঘুনাথে।
মন ফিরি যায় তবে না পারে মারিতে ॥
বিশেষ কায়স্থবুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে মারিতে সভয় অন্তর ॥
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।
মিনতি করিয়া বলে সেই ম্লেচ্ছ-পায় ॥
"আমার পিতা জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই।
ভাই ভাই তোমরা কলহ কর সর্ব্বদাই ॥
কভু কলহ কভু প্রীতি ইহার নিশ্চয় নাঞি।
কালি পুনঃ তিন ভাই হবে এক ঠাঞি।
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক ॥
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না জুয়ায়।
তুমি সর্ব্ব শাস্ত্র জান জিন্দাপীরপ্রায় ॥"
এত শুনি ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বাহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল ॥
ম্লেচ্ছ বলে "আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।
আজি তোমা ছাড়াইমু করি এক সূত্র ॥"
উজীরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল।
প্রীত করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল ॥
"তোমার নির্ব্বুদ্ধি জ্যেঠা অষ্ট লক্ষ খায়।
আমিহ ভাগী, আমারে কিছু দিবারে জুয়ায় ॥
যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে।
যেমতে ভাল হয় করুন্ ভার দিল তাঁরে ॥"
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল সব শান্ত হৈল ॥
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥
রাত্রে উঠি একলা চলিল পলাইয়া।
দূর হৈতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া ॥
এইমত বারে বারে পলায়, ধরি আনে।
তবে তার মাতা কহে তার পিতা সনে ॥
"পুত্র বাতুল হৈল রাখহ বান্ধিয়া।"
তার পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া ॥
"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন ॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে ?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে ॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে ॥"
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে।
নিত্যানন্দ গোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে ॥
পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন ॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে ॥
তলে উপরে বহুভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখি প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কতদূরে।
সেবক কহে "রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥"
শুনি প্রভু কহে "চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন ॥"
প্রভু বোলায়, তিঁহ নিকট না করে গমন।
আকর্ষিয়া প্রভু তারে, তার মাথে ধরিল চরণ ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয় ॥
"নিকট না আইস চোরা, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে ॥
দধিচিঁড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।"
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথ-মনে ॥
সেইক্ষণে নিজলোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ্য দ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে ॥
চিঁড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা ॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্যগণন ॥

আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী মাগাইল।
শত দুই চারি হোলনা তাঁহা আনাইল ॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিঁড়া ভিজায় তাতে ॥
এক ঠাঞি তপ্তদুগ্ধে চিঁড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া ॥
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল ॥
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাত কুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা ॥
চবুতরা উপর যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিল, মণ্ডলরচন ॥
রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর।
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর ॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস।
মহেশ, গৌরীদাস, আর হোড় কৃষ্ণদাস ॥
উদ্ধারণদত্ত আদি যত আর নিজ জন।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন ॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা ॥
দুই দুই মৃৎ-কুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ-চিঁড়া, আরে দধি-চিঁড়া কৈল ॥
আর যত লোক সব চৌতরা-তলানে।
মণ্ডলীবন্ধনে বৈসে, নাহিক গণনে ॥
একেক জনেরে দুই দুই হোলনা দিল।
দধি-চিঁড়া দুগ্ধ চিঁড়া দুইতে ভিজাইল ॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিঁড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া ॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর যত জন।
জলে নামি দধি চিঁড়া করয়ে ভক্ষণ ॥
কেহ উপরে, কেহ তলে, কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশ জন তিন ঠাঁই পরিবেশন করে ॥

হেনকালে আইল তথা রাঘবপণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত ॥
নিসকৃড়ি নানামত প্রসাদ আনিল।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিল ॥
প্রভুরে কহে "তোমা লাগি ভোগ লাগাইল।
ইঁহা উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল ॥"
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ ॥
গোপজাতি আমি, বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলিন-ভোজনরঙ্গে ॥"
রাঘবে বসাঞা দুই কুণ্ডী দেয়াইল।
রাঘব দ্বিবিধ চিঁড়া তাহাতে ভিজাইল ॥
সকল লোকের চিঁড়া পূর্ণ যবে হৈল
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিঁড়া দেখিতে লাগিলা ॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিঁড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস ॥
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া ॥
এইমত নিতাই বেড়ায় সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণবসকলে ॥
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন্ ভাগ্যবানে ॥
তবে হাসি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিঁড়া রাখিলা ডাহিনে ॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাঁহা বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিঁড়া খাইতে লাগিলা ॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥
আজ্ঞা দিল, হরি বলি করহ ভোজন।
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন ॥
হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন-ভোজন সবার হইল স্মরণ ॥

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার॥
নিতানন্দ-প্রভাব-কৃপা জানিবে কোন্ জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন-ভোজন॥
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে যমুনা-পুলিন জ্ঞান কৈলা॥
মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হৈতে।
চিঁড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায়॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেই চিঁড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিল॥
আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল॥
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু-আগে দিল।
শ্রীহস্তে প্রভু তাহা সবা বাঁটি দিল॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া॥
এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
চিঁড়া-দধি-মহোৎসব খ্যাত নাম যার॥
প্রভু বিশ্রাম কৈল, দিন অবশেষ হৈল।
রাঘবমন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল॥
ভক্তগণ সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগত ভাসায়॥
মহাপ্রভু তার নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্য জন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে।
মহাপ্রভু আইসে যাঁর নৃত্য দেখিবারে॥
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা
ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈলা॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া॥
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা॥
দুইভাই-আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিল।
সকল বৈষ্ণব শেষ পরিবেশন কৈল॥
নানাপ্রকার পায়স পিঠা দিব্য শালান্ন।
অমৃত নিন্দযে যৈছে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক্ বাড়ায়॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন॥
দুই ভাইকে আনিয়া রাঘব পরিবেশে।
যত্ন করি খাওয়ায়, না রহে অবশেষে॥
কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি।
রাঘবগৃহে পাক করে রাধা ঠাকুরাণী॥
দুর্ব্বাসার ঠাঞি তিঁহ পাইয়াছেন বরে।
অমৃত হৈতে তাঁর পাক অধিক মধুরে॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার॥
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে "ইঁহ পাছে করিবে ভোজন॥"
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরিয়া করিল ভোজন।
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন॥
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।
রাঘব আনি পরাইল মাল্যচন্দন॥
বিড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন।
ভক্তগণে দিলা বিড়া মাল্যচন্দন॥
রাঘবের কৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই ভায়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তারে॥
কহিল "চৈতন্য প্রভু করিয়াছেন ভোজন।
তার শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিল বন্ধন॥"

ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু, সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ ॥
প্রাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া নিজগণ লঞা ॥
রঘুনাথ আসি কৈল চরণবন্দন।
রাঘবপণ্ডিত দ্বারা কৈল নিবেদন ॥
"অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতন্যচরণ ॥
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয় ॥
যত বার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া ॥
তোমার কৃপা বিনে কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায়।
অযোগ্য মুঞি, নিবেদন করিতে করোঁ ভয়
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়া সদয় ॥
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ ॥"
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইঁহার বিষয়সুখ ইন্দ্রসুখসমে ॥
চৈতন্যকৃপাতে সেও নাহি ভায় মনে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর পাঙ চৈতন্যচরণে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদিসুখ তারে নাহি ভায় ॥"

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৪।৪২)—

যো দুস্ত্যজান্ দারাসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ ॥*

* ইহার টীকা, অনুবাদ ৪০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা ॥
"তুমি করাইলে এই পুলিনভোজন।
তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈলা আগমন
কৃপা করি কৈল দুগ্ধ চিপীট ভক্ষণ।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য করি রাখিবেন চরণে ॥"
সব ভক্তগণে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইল।
তাঁ সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল ॥
প্রভু-আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল।
রাঘবসহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল ॥
যুক্তি করি শত মুদ্রা সোণা তোলা সাতে।
নিভৃতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে ॥
তারে নিষেধিল "প্রভুকে এবে না কহিবা।
নিজ ঘরে যাবে যবে তবে নিবেদিবা ॥"
তবে রাঘবপণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুরদর্শন করাইয়া মালা-চন্দন দিলা ॥
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে।
তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে ॥
"প্রভুর সঙ্গে প্রভুর ভৃত্যাশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ ॥
বিশ পঞ্চাশ দশ বার পঞ্চদশ ছয়।
মুদ্রা দেহ বিচারিয়া যার যোগ্য যত হয় ॥"
সব লেখা করিয়া রাঘব-পাশ দিলা।
যার নামে যত, রাঘব চিঠী লেখাইলা ॥
একশত মুদ্রা আর সোণা তোলাদ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিল করিয়া বিনয় ॥
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দকৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা ॥
সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন ॥

তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকগণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন ॥
হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥
তাঁ সবার সঙ্গে রঘু যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ তবহি ধরা পড়ে ॥
এই মত চিন্তিতে দৈবে এক দিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছে শয়নে ॥
দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ ॥
বাসুদেবদত্তের তিঁহ হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তিঁহ হয় পুরোহিত ॥
অদ্বৈত আচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন ॥
অঙ্গনে আসিয়া তিঁহ যবে দাণ্ডাইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে ॥
রঘুনাথে কহে "তারে করহ সাধন।
সেবা যেন করে, আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥"
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা।
রক্ষক সব শেষ রাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে।
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে।
অর্দ্ধ পথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে।
"আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাব তব স্থানে
তুমি ঘর যাহ সুখে, মোরে আজ্ঞা হয়।"
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয় ॥
"সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এই ত প্রসঙ্গে ॥"
এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিলা গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে, নাহি কোন জন ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইঞা ॥

পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেলেন একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা ॥
হেথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরু পাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া ॥
তিঁহ কহে "আজ্ঞা মাগি গেলা নিজ ঘর।"
পলাইল রঘুনাথ উঠিল কোলাহল ॥
তাঁর পিতা কহে "গৌড়ের সব ভক্তগণ।
প্রভুস্থানে নীলাচলে করিলা গমন ॥
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেলা পলাইয়া।
দশ জন যাহ তারে আনহ ধরিয়া ॥"
শিবানন্দ পত্রী দিল বিনয় করিয়া।
"আমার পুত্রেরে তুমি দিবে বাহুড়িয়া ॥"
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ ॥
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল।
শিবানন্দ কহে "তিঁহ এথা না আইল ॥"
বাহুড়িয়া সেই দশ জন আইল ঘর।
তাঁর মাতা পিতা হৈল চিন্তিত-অন্তর ॥
এথা রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা ॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরান।
কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ ॥
ভক্ষণাপেক্ষা নাহি সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণপ্রাপ্ত্যে মন ॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে, তাতে রাখে নিজ প্রাণ ॥
বারো দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিল ভোজন ॥
স্বরূপাদি সহ গোসাঞি আছেন আসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা বসিয়া ॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি করেন প্রণিপাত।
মুকুন্দদত্ত কহে "এই আইলা রঘুনাথ ॥"

প্রভু কহে "আইস," তিহঁ ধরিল চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তারে করিল আলিঙ্গন ॥
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভু-কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল ॥
প্রভু কহে "কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।"
তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে ॥"
রঘুনাথ কহে "আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমা এই আমি মানি ॥"
প্রভু কহেন "তোমার পিতা জ্যেঠা দুইজনে।
চক্রবর্ত্তিসম্বন্ধে আমি আজা করি মানে ॥
চক্রবর্ত্তীর দুঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব তাঁরে আমি করি পরিহাস ॥
ইহার বাপ জ্যেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য, করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহ, বৈষ্ণবের প্রায় ॥
তথাপি বিষয়স্বভাব, করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা।
কহনে না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা ॥"
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হঞা ॥
"এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্রভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে ॥"
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল।
স্বরূপের হস্তে তারে সমর্পণ কৈল ॥
স্বরূপ বলে "মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।"
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি ॥
"পথে ইঁহ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কত দিন কর ইঁহার ভাল সন্তর্পণ ॥"
রঘুনাথে কহে "যাঞা কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করিহ ভোজন ॥"
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথদাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।
বিস্মিত হৈয়া করে তাঁর ভাগ্য প্রশংসন ॥
রঘুনাথ সমুদ্রে যাঞা স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি পুনঃ গোবিন্দপাশ আইলা ॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল।
আনন্দিত হঞা রঘু মহাপ্রসাদ পাইল ॥
এইমত রহে তিঁহ স্বরূপচরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তারে দেন পঞ্চ দিনে ॥
আর দিন হৈতে পুষ্প-অঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া ॥
জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেতে গমন ॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেয়ান কৃপা ত করিয়া
এইমত সর্ব্ব কাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বারে ॥
সর্ব্ব দিন করে বৈষ্ণব নামসঙ্কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন ॥
কেহ ছত্রে যাঞা খায় যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে রয় ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান্ ॥
প্রভুকে গোবিন্দ কহে "রঘু প্রসাদ না লয়
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড় হঞা মাগি খায় ॥"
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
"ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা ॥
বৈরাগী করিবে সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবনরক্ষণ ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস
পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
শাক-অম্ল-ফল-মূলে উদর ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে সেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
আর দিন রঘুনাথ স্বরূপচরণে।
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে ॥
"কি লাগি ছাড়াইলে ঘর, না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু কর উপদেশ ॥"
প্রভুআগে কথামাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দ দ্বারা কহে নিজ বাত ॥
প্রভু-আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে।
"রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে ॥
"কি মোর কর্ত্তব্য, মুঞি না জানি উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ ॥"
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
"তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥
সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইঁহ তত জানে ॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় শ্রদ্ধা যদি হয়।
আমার এই বাক্য তবে করিহ নিশ্চয় ॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ ॥"

৩ শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীমুখশিক্ষাশ্লোকঃ।—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥*

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা আলিঙ্গন ॥
পুনঃ সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে ॥
হেন কালে আইল গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিল মিলন ॥
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জন।
সব লঞা কৈল প্রভু বন্য-ভোজন ॥
রথযাত্রায় সবা লঞা করিল নর্ত্তন।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥
রঘুনাথদাস যবে সবারে মিলিলা।
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ॥
শিবানন্দসেন তাঁরে কহে বিবরণ।
"তোমা লইতে তোমার পিতা পাঠাইল দশজন ॥
তোমারে পাঠাতে পত্রী পাঠাইলা আমারে।
ঝাঁকরা হৈতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে ॥"
চারিমাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥
সে মনুষ্য শিবানন্দসেনেরে পুছিলা।
"মহাপ্রভুর স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা ? ॥
গোবর্দ্ধনের পুত্র তিঁহ নাম রঘুনাথ।
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাথ ?" ॥
শিবানন্দ কহে "তিঁহ হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তিঁহ কেবা নাহি জানে ॥
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তিঁহ হয় প্রাণসম ॥
রাত্রিদিন করে তিঁহ নামসঙ্কীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥
পরম বৈরাগ্য,—নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া ॥

কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস, কভু করেন চর্ব্বণ॥"
এত শুনি সেই বনুষ্য গোবর্দ্ধনস্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথবিবরণে।
শুনি তাঁর মাতা পিতা দুঃখিত হইলা।
পুত্রঠাঞি দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা॥
চারি শত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ॥
শিবানন্দ কহে "তুমি সব যাইতে নারিবা।
আমি যাই যবে, আমার সঙ্গে যাইবা॥
এবে ঘর যাহ যবে আমি সব চলিব।
তবে তোমা সবাকারে সঙ্গে লঞা যাব॥"
এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবি কর্ণপূর।
রঘুনাথমহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর॥

৪ শ্লোক।

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (১০।৩)।

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেব-
প্রিয়স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণা-
ধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকঃ সততস্নিগ্ধঃ স্বরূপ-
প্রিয়ো বৈরাগৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো
নীলাচলে তিষ্ঠতাং॥

টীকা।—শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ সুমধুরঃ যদু-নন্দনঃ আচার্য্যঃ আসীৎ; তচ্ছিষ্যঃ রঘুনাথ-দাস ইতি। সঃ কিম্ভূতঃ?—অধিগুণঃ; মাদৃশাং প্রাণাধিকঃ; শ্রীচৈতন্যকৃপা-তিরেকঃ; সততস্নিগ্ধঃ, স্বরূপপ্রিয়ঃ; বৈরাগ্যৈকনিধিঃ। নীলাচলে তিষ্ঠতাং মধ্যে কস্য ন বিদিতঃ?

অনুবাদ।—মধুরচরিত, বাসুদেবদত্ত-প্রিয়শিষ্য যদুনন্দন আচার্য্য; যদুনন্দনের শিষ্য বহুগুণাধার, আমাদিগের প্রিয়তম, চৈতন্যের করুণাপাত্র, স্বরূপ গোস্বামীর প্রিয় ও অতিস্নিগ্ধচরিত রঘুনাথ দাস; বৈরাগ্য-নিধিই ঐ রঘুনাথের অবলম্বন; নীলাদ্রিনিবাসিগণের মধ্যে কে তাঁহাকে জ্ঞাত না আছে?

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (১০।৪)।

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা,
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং,
তৎ-প্রেমসৌখ্যং ফলমুজ্জিজৃম্ভে॥

টীকা।—সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা যঃ কাচিৎ অকৃষ্টপচ্যা সৌভাগ্যভূঃ স্যাৎ, যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং তৎ-প্রেমসৌখ্যং ফলং উজ্জিজৃম্ভে॥

অনুবাদ।—অখিল লোক একান্তচিত্তে রঘুনাথকে প্রীতি করায় যেন তিনি অকৃষ্ট-পচ্যা সৌভাগ্যভূমিবৎ হইলেন। ঐ ক্ষেত্রে অভিরুচি-বীজ বপন করিলেই ফলবতী হয় এবং প্রেমসুখরূপ ফল উৎপাদন করে।

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলে নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে॥
সেই বিপ্র ভৃত্য চারিশত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিল আসিয়া॥
রঘুনাথদাস অঙ্গীকার না করিল।
দ্রব্য লঞা দুইজন তাহাঞি রহিল॥
তবে রঘুনাথে করি অনেক যতন।
মাসে দুইদিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ ভৃত্য-ঠাঞি করে এতেক গ্রহণ॥

এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল ॥
মাস দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন ॥
"রঘুনাথ কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।"
স্বরূপ কহে "মনে কিছু বিচার করিল ॥
বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন ॥
মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণ দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল ॥
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হৈবে এই মূঢ়জন ॥
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।"
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল ॥
"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল, জানিয়া সে আপনি ছাড়িল ॥"
কত দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল ॥
গোবিন্দ-পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে।
"রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাড়া না হয় সিংহদ্বারে?"
স্বরূপ কহে "সিংহদ্বারে দুঃখ পান চাহিয়া।
ছত্রে মাগি যায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া ॥"
প্রভু কহে "ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার ॥"

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য বাক্যম্।—

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি,
অনেন দত্তং অয়মপরঃ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি
ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥

টীকা।—অয়মাগচ্ছতি, অয়ং দাস্যতি, অয়ং অপরঃ ন দাস্যতি, অয়ং সমেতি, সঃ দাস্যতি, অনেনাপি ন দত্তং, অন্যঃ সমেষ্যতি, সঃ দাস্যতি ॥

অনুবাদ।—ইনি আসিতেছেন, ইনি গত দিবসে আমাকে অন্ন দিয়াছেন, অদ্যও দিবেন। এই অন্য ব্যক্তি, ইনি দিবেন না। এই যিনি আগমন করিতেছেন, ইনিই দিবেন। না, ইনি দেন নাই, দিবেনও না। অপর কেহ আসিবেন, তিনি দিবেন। ভিক্ষাস্থানে এরূপ সংকল্প বিকল্প করা প্রার্থীর অনুচিত।

"ছত্রে গিয়া যথালাভ উদরভরণ।
মনঃকথা নাহি, সুখে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ॥"
এত বলি পুনঃ তাঁরে প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল ॥
শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তিঁহ সেই শিলা গুঞ্জামালা লঞা গেলা ॥
পাশে গাঁথা গুঞ্জামালা গোবর্দ্ধনের শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে ধরে গুঞ্জামালা ॥
গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু লয় শিরে ॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু 'কৃষ্ণ-কলেবর' ॥
এইমত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিল।
তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিল ॥
প্রভু কহে "এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥

এক কুঁজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করি॥
দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী
এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥”
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥
একবিতস্তি দুই বস্ত্র, পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানী॥
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা।
এই চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥
জল-তুলসীর সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয়॥
এইমত কত দিন করেন পূজন।
তবে স্বরূপ গোসাঞি তারে কহিল বচন॥
“অষ্ট কৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম॥
তবে অষ্ট কৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধান॥
রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল।
গোসাঞি-অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল।
শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিল গোবর্দ্ধন।
গুঞ্জামালা দিয়া দিল রাধিকাচরণ॥”
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গচরণ॥
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাঁহার স্মরণে।
আহারনিদ্রা চারিদণ্ড সেহ নহে কোনদিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনু না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে কহে নির্ব্বেদবচন॥

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১৫।৩১)।

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি
পামরঃ॥

টীকা।—চেৎ যদি জ্ঞানধুতাশয়ঃ সন্ পরমাত্মানং বিজানীয়াৎ, তদা কিং ইচ্ছন্ কস্য বা হেতোঃ লম্পটঃ সন্ দেহং পুষ্ণাতি?

অনুবাদ।—যিনি জ্ঞানবলে বাসনা বিধুত করিয়া পরব্রহ্মকে বিদিত হইয়াছেন, তিনি কি ইচ্ছায় ও কি কারণে লোভপরতন্ত্র হইয়া দেহ পোষণ করিবেন?

প্রসাদান্ন পসারীর মত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাবী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়াগন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুয়া ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানী॥
ভিতরেতে দড় ভাত মাজি যেই পায়।
নুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥
এক দিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল॥
স্বরূপ কহে “ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমা সবায় নাহি দেও কি তোমার প্রকৃতি।”
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা।
আর দিন আসি প্রভু কহিতে লাগিলা॥
“কাঁহা বস্তু খাও সবে আমারে না দেও
কেন
এত বলি এক গ্রাস করিলা ভক্ষণ॥

আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
"তব যোগ্য নহে" বলি বলে কাড়ি নিলা ॥
প্রভু বলে "নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদ না পাই ॥"
এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে ॥
আপন উদ্ধার এই রঘুনাথদাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ।

৮ শ্লোক।

তথাহি স্তবমালায়াং (১।। ১০)

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া,
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং,
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

টীকা —যঃ মহাসম্পদ্দারাৎ পতিতং কৃপয়া উদ্ধৃত্য কুজনমপি মাং স্বীয়ে স্বরূপে ন্যস্য মুদিতঃ সন্ প্রিয়মপি উরোগুঞ্জাহারং গোবর্দ্ধনশিলাঞ্চ দদৌ, সঃ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ সন্ মদয়তি ॥

অনুবাদ।—আমি মন্দ ব্যক্তি হইলেও যিনি করুণা করিয়া রমণীকাঞ্চন হইতে পরিত্রাণ করতঃ নিজ আত্মীয় স্বরূপের সকাশে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি পুলকিত হইয়া নিজ বক্ষের প্রিয় গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ মদীয়চিত্তে সমুদিত হইয়া অধুনাও আমাকে পুলকে মত্ত করিতেছেন।

এই ত কহিল রঘুনাথের মিলন।
যে ইহা শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ সতঃ।
ভজে যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥

টীকা।—অহং চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ সতঃ ভজে। যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপি অমরো ভবেৎ ॥

অনুবাদ।—যাঁহাদের অনুগ্রহে অধমজনও দেবসদৃশ হয়, আমি সেই চৈতন্যপদ্মের রসাস্বাদী সাধুগণকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা ॥
এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভভট্ট মিলিলা আসিয়া ॥
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ।
প্রভু ভাগবতবুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গন ॥
মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা ॥
"বহু দিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল দেখিনু তোমারে ॥
তোমাকে দেখিবে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন তুমি, ইথে নাহি আন ॥
তোমাকে যে স্মরণ করে, সে হয় পবিত্র
দর্শনে পবিত্র হয়, ইথে কি বিচিত্র ॥"

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৯।৩৩)—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥

টীকা।—যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং গৃহাঃ বৈ সদ্যঃ শুধ্যন্তি, তেষাং দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ কিং পুনঃ বক্তব্যং ॥

অনুবাদ।—যাঁহাদিগের স্মরণে মানবের গৃহ সদ্য শুদ্ধ হয়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শ, পাদপ্রক্ষালন ও উপবেশন প্রভৃতি দ্বারা যে পবিত্র হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ?

"কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এইত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন ॥
জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেমপরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে ॥"

৩ শ্লোক।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে ৯৩।—

সন্তবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা নতেষ্বপি প্রেমদো ভবতি ॥*

মহাপ্রভু কহে "শুন ভট্ট মহামতি
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি, না জানি কৃষ্ণভক্তি ॥
অদ্বৈত আচার্য্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম।
অতএব অদ্বৈত আচার্য্য তাঁর নাম ॥
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতাশক্তি ॥
নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর ॥
ষড়্‌দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ষড়্‌দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম ॥
তিঁহ দেখাইল মোরে ভক্তিযোগ-পার।
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণভক্তিমাত্র সার ॥
রামানন্দ রায় কৃষ্ণ রসের নিধান।
তিঁহ জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থশিরোমণি।
রাগমার্গে কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বাধিক জানি ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
দাস যথা গুরু কান্তা আশ্রয় যাঁহার ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত কেবলাভাব আর।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—(১০।৯।২১)

নায়ং সুখোপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥*

আত্মভূত শব্দে কহে পারিষদগণ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৬০)।—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতে প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং ॥ †

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন॥
মোর সখা মোর পুত্র এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪৬)—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং॥
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥*

ঐশ্বর্য্য দেখিলে ঐশ্বর্য্য না হয় জ্ঞান।
ঐশ্বর্য্য ইহতে কেবলাভাব প্রধান॥

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪৫)—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজং॥†

এ সব শিক্ষাইল মোরে রায় রামানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে জানি ব্রজের শুদ্ধভাব-অন্ত॥
দামোদর স্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমন্।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুররসজ্ঞান॥
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন॥
গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে এই তার চিহ্ন॥

৮ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৬)—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতি বিলঙ্ঘ্য তেহন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ,
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥*

সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্বভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে, আমি তার ঋণী॥

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২২)—

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ †

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে কেবলাভাব পরমপ্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধবসমান॥
তিঁহ যার পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এ সব শিক্ষণ॥
হরিদাসঠাকুর মহাভাগবত প্রধান।
দিন প্রতি লয় তিঁহ তিন লক্ষ নাম॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিল।
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিল॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ দামোদর শঙ্কর বক্রেশ্বর॥
কাশীশ্বর মুকুন্দ বাসুদেব মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি॥
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইঁহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আমার॥”
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী॥
“আমি সে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি॥”
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি সে হইল খর্ব্ব॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ২০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল সবারে দেখিবার ॥
ভট্ট কহে "এ সব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে?
কোন্ প্রকারে পাইব ইহা সবার দর্শনে ॥"
প্রভু কহে "কেহ গৌড়ে, কেহ দেশান্তরে।
সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে ॥
ইঁহাঞি রহেন সবে বাসা নানা স্থানে।
ইহাই পাইবে তুমি সবার দর্শনে ॥"
তবে ভট্ট কহে বহু বিনয়বচন।
বহু যত্ন করি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভুস্থানে আইলা।
সবা সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥
বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তাঁ সবার আগে ভট্ট খদ্যোত-আকার ॥
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইলা।
গণ সহ-মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলা ॥
পরমানন্দপুরীসঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
একদিকে বৈসে সব করিতে ভোজন ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দরায় পার্শ্বে দুই জন।
মধ্যে মহাপ্রভু বসিলা আগে পাছে ভক্তগণ।
গৌড়ের ভক্ত যত কহিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি ॥
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টে চমৎকার।
প্রত্যেকে সবার পদে কৈল নমস্কার ॥
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
পরিবেশন করে আর রাঘব দামোদর ॥
মহাপ্রসাদ বল্লবভট্ট বহু আনাইলা।
প্রভু সহ সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিলা ॥
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ, বলে হরি হরি।
হরিধ্বনি উঠিল সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি ॥
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।
সবা পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হইল ॥
রথযাত্রাদিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিল ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস রাঘব পণ্ডিতগদাধর ॥
সাত জন সাত ঠাঁই করেন কীর্ত্তন।
হরিবোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ ॥
চৌদ্দ মাদল বাজে, উচ্চ সংকীর্ত্তন।
একেক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন ॥
দেখি বল্লভভট্টের হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপন সম্ভার ॥
তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিল।
পূর্ব্ববৎ আপনে নৃত্য করিতে লাগিল ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয়।
'এই ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' ভট্টের হৈল নিশ্চয় ॥
এইমত রথযাত্রা সকল দেখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল ॥
যাত্রানন্তরে ভট্ট যায় মহাপ্রভুস্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে ॥
"ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ ॥
প্রভু কহে "ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবত-অর্থ শুনিতে নহি অধিকারী ॥
কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে ॥"
ভট্ট কহে "কৃষ্ণনামের অর্থ-ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি তাহা করহ শ্রবণে ॥
প্রভু কহে "কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এইমাত্র জানি ॥"

১০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে অর্থোপশম ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো নামকৌমুদ্যাং শ্লোকঃ।—

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥

টীকা।—তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে কৃষ্ণনাম্নঃ রূঢ়ি ইতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ স্যাৎ ॥

অনুবাদ।—ইহা যাবতীয় শাস্ত্রেরই মীমাংসা যে, কৃষ্ণ শব্দের রূঢ়ি অর্থে তমাল-শ্যামল যশোদাসুত।

এই অর্থমাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥”
ফল্গুর বল্গনপ্রায় ভট্টের সব ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি করেন উপেক্ষা॥
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ ঘর।
প্রভুবিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর॥
তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিতগোঁসাঞির ঠাঞি।
নানামত প্রীতি করে তাঁর ঠাঞি যাই॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ॥
লজ্জিত হইল ভট্ট, হৈল অপমানে
দুঃখিত হইয়া গেল পণ্ডিতের স্থানে॥
দৈন্য করি কহে “নিল তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন॥
কৃষ্ণনামব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥”
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত, করয়ে সংশয়।
“কি করিব ইহা করিতে না পারি নিশ্চয়॥”
যদ্যপি পণ্ডিত না কৈল অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই তবু পড়ে করি বলাৎকার॥
আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন।
“এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ লইলাম শরণ॥
অন্তর্য্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ॥”
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ করে প্রণয় রোষ॥
প্রত্যহ বল্লভট্ট আইসে প্রভুস্থানে।
উদ্গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি সনে॥
যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্তস্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন॥
আচার্য্যাদি-আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংসমধ্যে যেন রহে বকপ্রায়॥
একদিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে।
“জীবপ্রকৃতি পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥
পতিব্রতা হঞা পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণনাম লও, কোন্ ধর্ম্ম হয়?”
আচার্য্য কহে “আগে তোমার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্।
ইঁহারে পুছহ, ইঁহ করিবে প্রমাণ॥”
প্রভু কহে “তুমি না জান ধর্ম্মাধর্ম্ম।
স্বামি-আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতাধর্ম্ম॥
পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতি-আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে॥
অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥”
শুনিয়া বল্লভভট্ট হৈল নির্ব্বচন।
ঘরে যাই দুঃখমনে করেন চিন্তন॥
“নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত।
একদিন উপরে যদি পড়ে মোর বাত॥
তবে সুখ হয়, আর সব সব লজ্জা যায়।
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়॥”
আর দিন বসিলা আসি প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি॥
“ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন॥
সেই ব্যাখ্যা করে, যাঁহা যেই পড়ে জানি।
একবাক্যতা নাহি তাতে, স্বামী নাহি মানি॥”
প্রভু হাসি কহে “স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥”
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা॥
জগতের হিত লাগি গৌর অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাঁহার॥
নানা অপমানে ভট্টে শোধে ভগবান্।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান॥

অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মনে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা।
"পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা ॥
স্বগণ সহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ।
এবে কেন প্রভুর মোরে ফিরি গেল মন ॥
আমি জিতি এই গর্ব্বশূন্য হউক চিত।
ঈশ্বরস্বভাব, করে সবাকার হিত ॥
আপনা জানাতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোরে করে অপমান ॥
আমার হিত করেন ইঁহো আমি মানি দুঃখ
কৃষ্ণের উপরে কৈল যেন ইন্দ্র মূর্খ ॥
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করে সরস বচনে ॥
"আমি অজ্ঞ জীব, অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল
তোমার আগে মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিল ॥
তুমি ঈশ্বর, নিজোচিত কৃপা যে কৈলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা ॥
আমি অজ্ঞ, হিতস্থানে মানি অপমান।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞান ॥
তোমার কৃপা-অঞ্জনে এবে গর্ব্ব-অন্ধ গেল
তুমি এত কৃপা কৈলে, এবে জ্ঞান হৈল ॥
অপরাধ কৈনু, ক্ষম, লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ ॥"
প্রভু কহে "তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্বপর্ব্বত ॥
শ্রীধরস্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধরস্বামী নাহি মান এত গর্ব্ব ধর ॥
শ্রীধরস্বামিপ্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী, গুরু করি মানি ॥
শ্রীধর উপরে গর্ব্ব যে কিছু করিবে।
অস্তব্যস্ত লিখন সেই, লোকে না মানিবে ॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥"
ভট্ট কহে "যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
এক দিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ ॥"
প্রভু অবতীর্ণা হৈলা জগত তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ তাঁরে সুখ দিতে ॥
জগতের হিত হউক এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি করে তাঁর হৃদয় শোধন।
স্বগণসহিত প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তাঁরে তবে প্রসন্ন হইলা ॥
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
সত্যভামাপ্রায় প্রেমের বাম্যস্বভাব ॥
বার বার প্রণয়কলহ করে প্রভুসনে।
অন্যোন্যে খটমটি চলে দুই জনে ॥
গদাধরপণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণী দেবী যৈছে দক্ষিণস্বভাব ॥
তাঁর প্রণয়রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁর রোষ না উপজয়।
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥
বল্লভভট্টের হয় বাৎসল্য-উপাসন।
বালগোপালমন্ত্রে তিঁহো করেন সেবন ॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোরগোপাল-উপাসনায় মন হৈল ॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে "এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে
আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র ॥
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥"

এইমত ভট্টের কতক দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তাঁরে সুপ্রসন্ন হইল ॥
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপ জগদানন্দ গোবিন্দে পাঠাইলা ॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন।
"পরীক্ষিতে প্রভু তোমাকে কৈল উপেক্ষণ ॥
তুমি কেন আসি তাঁরে না দিলা ওলাহন।
ভীতপ্রায় হঞা কেন করিলে সহন ॥"
পণ্ডিত কহেন "প্রভু সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ করিব, ভাল নাহি মানি ॥
যেই কহেন সেই সহি নিজ শিরে ধরি।
আপনে করিবে কৃপা, গুণ দোষ বিচারি ॥"
এত বলি পণ্ডিত প্রভুর দ্বারে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
সবা শুনাইয়া কহে মধুর বচন ॥
"আমি চালাইল তোমা তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা ॥
আমার ভঙ্গিতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা ॥"
পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহনে না যায়।
গদাধরপ্রাণনাথ নাম হৈল যায় ॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়।
গদাইর গৌরাঙ্গ বলি লোকে যাঁরে গায় ॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে।
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে ॥
পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ।
দৃঢ়প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন ॥
অভিমান-পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিল।
সেই দ্বারায় আর সব লোকে শিক্ষাইল ॥
অন্তরে অনুগ্রহ, বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
ব্যাহ্যার্থ যেই লয় সেই নাশ যায় ॥
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি ॥

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লয়ে ভক্তগণ ॥
তাঁহাই বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্বসব প্রার্থিত সিদ্ধ কৈলা ॥
এই ত কহিল বল্লভভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌর-প্রেমধন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
বল্লভভট্টমিলনং নাম সপ্তমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং
সমকোচয়ৎ ॥

টীকা।—যঃ রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ লৌকিকাহারতঃ স্বং নিজং ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ, অহং তং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে ॥

অনুবাদ।—যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে নিজ ভক্ষ্যান্নের পরিমাণ সঙ্কোচ করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে প্রণাম করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার।
ব্রহ্মা শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার ॥
জয় জয় অবধূত নিত্যানন্দ।
জগত বান্ধিল যিঁহ দিয়া প্রেমফান্দ ॥
জয় জয় অদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগত নিস্তার ॥

জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু যার প্রাণধন ॥
এইমত গৌরচন্দ্র নিজ ভক্ত সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গে ॥
হেনকালে রামচন্দ্রপুরী গোসাঞি আইলা।
পরমানন্দপুরী আর প্রভুরে মিলিলা ॥
পরমানন্দপুরী কৈল চরণবন্দন।
পুরী গোসাঞি কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দণ্ডবৎ নতি।
আলিঙ্গন করি তিঁহ কৈল কৃষ্ণস্মৃতি ॥
তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল ততক্ষণ।
জগদানন্দপণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া
যথেষ্ট ভিক্ষা করিল তিঁহ নিন্দার লাগিয়া ॥
ভিক্ষা করি কহে পুরী "জগদানন্দ শুন।
অবশেষে প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ ॥"
আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি খাওয়াইলা।
আপনে আগ্রহ করি পরিবেশন কৈলা ॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইলা।
আচমন করি নিন্দা করিতে লাগিলা ॥
"শুনি চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য, সাক্ষাৎ দেখিল এখন ॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম্মনাশ।
বৈরাগী হৈয়া এত খায়, বৈরাগ্যে নাহি ভাস॥
এই ত স্বভাব তাঁর,—আগ্রহ করিয়া।
পিছে নিন্দা করে, আগে বহুত খাওয়াইয়া ॥
পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করে অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইল তাঁর স্থান ॥
পুরীগোসাঞি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
"মথুরা না পাইনু" বলি করেন ক্রন্দন ॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে ॥
"তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেন করহ রোদন ॥"
শুনি মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
দূর দূর পাপী" বলি ভর্ৎসন করিল ॥
"কৃষ্ণকৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা ॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি তিথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি ॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে ॥"
এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইহার বাসনা জন্মিল ॥
শুষ্ক ব্রহ্মেতে নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব্বলোকে নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥
ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদিমার্জ্জন ॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণ-নাম-লীলা শুনান অনুক্ষণ ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিল "কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন ॥"
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর ॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজন।
এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল জগজন ॥
জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তিঁহ করিল অন্তর্ধান ॥

২ শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাং (৩৪।৩০)—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥*

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

এই ত শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেমের কর উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাববিশেষ ॥
পৃথিবীতে রোপণ করি গেল প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর ॥
প্রস্তাবে কহিল পুরীগোসাঞির নির্যাণ।
যেই ইহা শুনে, সেই বড় ভাগ্যবান্ ॥
রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে।
বিরক্তস্বভাব, কভু রহে কোন স্থলে ॥
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে, নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয় ॥
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিন জন ॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয়।
কেহ যদি মূল্য আনে, চারিপণ নির্ণয় ॥
প্রভুর স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে, কাঁহা ছিদ্র না পাইল ॥
"সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্নভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয়বারণ ॥"
এই নিন্দা করি কহে সর্ব্বলোকস্থানে।
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে।
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান।
তিঁহ ছিদ্র চাহে বুলে, এই তাঁর কাম ॥
যত নিন্দা করে, তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে ॥
এক দিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি রামচন্দ্রপুরীবাক্যং।—

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন হেতুনা
পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিন্দ্রিয়লালসেতি
ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ ॥

টীকা।—অত্র রাত্রৌ ঐক্ষবং মিষ্টান্নং আসীৎ, তেন হেতুনা পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনাং ইয়ং ইন্দ্রিয়লালসা! ইতি ব্রুবন্ সন্ সঃ উত্থায় গতঃ ॥

অনুবাদ।—"গত রাত্রে এই গৃহে মিষ্টান্ন ছিল বলিয়া পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতেছে। অহো! বিরক্তসন্ন্যাসিগণের ইন্দ্রিয়লালসা এত?" রামচন্দ্রপুরী এই বলিয়া উঠিয়া চলিলেন।

প্রভু পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন ॥
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহাতে তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায় ॥
শুনিতেই প্রভুর সঙ্কোচ হয় মন।
গোবিন্দে বোলাঞা কিছু কহেন বচন ॥
"আজি হইতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠী, পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥
ইহা বই অধিক আর কিছু না আনিবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা ॥"
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত।
শুনি সবার মাথে যৈছে হৈল বজ্রপাত ॥
রামচন্দ্রপুরীকে সবাই দেয় তিরস্কার।
"এই পাপিষ্ঠ আসি প্রাণ লইল সবার ॥"
সেই দিনে এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
এক চৌঠী ভাত, পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥
এইমাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র, করে হাহাকার ॥
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল ॥
অর্দ্ধাশন করে প্রভু, গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥

গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন।
"দুঁহে অন্যত্র মাগি কর উদরভরণ ॥"
এইরূপ মহাদুঃখে দিন কত গেল।
শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভুপাশ আইল ॥
প্রণাম করি কৈল প্রভুর চরণবন্দন।
প্রভুকে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন ॥
"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদরভরণ ॥
তোমাকে ক্ষীণ দেখি, শুনি কর অর্দ্ধাশন।
এহ শুষ্ক বৈরাগ্য, নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয়ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধি হয় জ্ঞানযোগ ॥"

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদভগবদ্গীতায়াম্ (৬।১৬)—

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্ত-
মনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥

টীকা।—হে অর্জ্জুন! অত্যশ্নতঃ যোগঃ ন ভবতি; একান্তং অনশ্নতঃ অপি ন; অতিস্বপ্নশীলস্য ন; জাগ্রতশ্চ ন ॥

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন! অতিভোজী, একান্ত অনাহারী, অনতিনিদ্রাতুর এবং অধিক জাগরণশীলের যোগসাধন হয় না।

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদভগবদ্গীতায়াম্ (৬।১৭)—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

টীকা।—যুক্তাহারবিহারস্য, কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য, যুক্তস্বপ্নাববোধস্য দুঃখহা যোগো ভবতি ॥

অনুবাদ।—আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ, নিয়মিত হইলেই সেই ব্যক্তির দুঃখনাশন যোগসাধন হয়।

প্রভু কহে "অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেও, এই ভাগ্য আমার ॥"
এত শুনি রামচন্দ্রপুরী উঠি গেলা।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে, গোসাঞি শুনিলা ॥
আর দিন ভক্তগণ সহ পরমানন্দপুরী।
প্রভুপাশে নিবেদিল দৈন্যবিনয় করি ॥
"রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুকস্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড়ি কিবা হবে লাভ ॥"
পুরীর স্বভাব, যথেষ্ট আহার করিয়া।
যে খায়, তাহারে খাওয়ায় যতন করিয়া ॥
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন।
"এত অন্ন খাও, তোমার কত আছে ধন ॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও, কর ধর্ম্মনাশ।
অতএব জানিনু, তোমার কিছু নাহি ভাস ॥"
কে কৈছে ব্যবহারে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তিঁহ করেন সদায় ॥
শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম্ম করিয়াছেন বর্ণন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৮।১)—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥

টীকা।—পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ, ন গর্হয়েৎ, প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ বিশ্বং পশ্যন্ জন্ তিষ্ঠেৎ ॥

অনুবাদ।—অন্যের স্বভাব বা কর্ম্মকে প্রশংসা বা নিন্দা করা অকর্ত্তব্য। এই বিশ্বকে প্রকৃতিপুরুষের একাত্মক দেখাই বিচক্ষণের উচিত।

তার মধ্যে পূর্ব্ব বিধি প্রশংসা ছাড়িয়া।
পরবিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিয়া ॥

৭ শ্লোক।

তথাহি পাণিনিসূত্রং।—

পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্।

"যার গুণ শত আছে, না করে গ্রহণ।
গুণমধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ ॥
ইঁহার স্বভাব ইঁহা কহিতে না জুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্মদুঃখ পায় ॥
ইঁহার বচনে কেন অন্ন ত্যাগ কর।
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান, সবার বোল ধর ॥"
প্রভু কহেন "সবে কেন পুরীকে কর রোষ।
সহজ ধর্ম্ম করে তিঁহ, তার কিবা দোষ ॥
যতি হঞা জিহ্বালম্পট অত্যন্ত অন্যায়।
যতিধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে আহারমাত্র খায় ॥"
তবে সবে মিলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল ॥
দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।
কভু দুই জন ভোক্তা কভু তিন জনে ॥
অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করে নিমন্ত্রণ।
প্রসাদমূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুই পণ ॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে ॥
পণ্ডিতগোসাঞি ভগবানাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ॥
তাঁ সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাঁহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই, যৈছে তাঁর মন ॥
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাঁহা যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার ॥
কভু ত লৌকিক রীতি যেন ইতর জন।
কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্যপ্রকটন ॥
কভু রামচন্দ্রপুরীর হন ভৃত্যপ্রায়।
কভু তাঁরে নাহি মানে, দেখে তৃণপ্রায় ॥

ঈশ্বরচরিত্র প্রভুর বুদ্ধি অগোচর।
যবে প্রভু যেই করেন, সেই মনোহর ॥
এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি গেলা তীর্থ ক'রবারে ॥
তিঁহ গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিবের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত ॥
স্বচ্ছন্দ নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন তবে প্রসাদ ভোজন ॥
গুরু উপেক্ষা কৈল ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তাঁর দোষ না লইল
তাঁর ফল দ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল ॥
শ্রীচৈতন্যচরিত্র যেন অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥
চৈতন্যচরিত্র লিখি শুন একমনে।
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ডে
ভিক্ষাসঙ্কোচনানাষ্টমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

অগণ্যধনচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুং শশ্বদনূপতাং ॥

টীকা।—অগণ্যধন্য চৈতন্যগণানাং অসংখ্য পরম-ভাগবতানাং চৈতন্যানুচরাণাং প্রেম-বন্যয়া অধন্যজনস্বান্তমরুং শশ্বৎ সর্ব্বদা অনুপতাং নিন্যে ॥

অনুবাদ —শ্রীচৈতন্যপ্রভুর মহাভাগবত বহুসংখ্য অনুচরগণের প্রেমবন্যায় মূঢ়গণের চিত্তমরু সর্ব্বদা প্রেমসলিলে আপ্লাবিত হইল।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ-হৃদয় ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌর-ভক্তগণ সর্ব্বরসময় ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণ-প্রেমরঙ্গে ॥
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণবিরহ তরঙ্গ।
নানাভাবে ব্যাকুল মন আর অঙ্গ ॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথদরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ সনে রস-আস্বাদন ॥
ত্রিজগতের লোক আসি করয়ে দর্শন।
যেই দেখে, সেই পায় কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥
মনুষ্যের বেশে দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।
সপ্ত পাতালের যত দৈত্য-বিষধর ॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন।
নানাবেশে আসি করে প্রভুর দর্শন ॥
প্রহ্লাদ-বলি-ব্যাস-শুক-আদি মুনিগণ।
প্রভু আসি দেখে, প্রেমে হয় অচেতন ॥
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা।
"কৃষ্ণ কহ" বলে প্রভু বাহিরে আসিয়া ॥
প্রভুর দর্শনে সব লোকে প্রেমে ভাসে।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে ॥
এক দিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।
"গোপীনাথকে বড়জানা চাঙ্গে চড়াইল ॥
তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারি দিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে, তবে নিস্তারিবে ॥
সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দরায়।
তার পুত্র তোমার সেবক, রাখিতে জুয়ায় ॥
প্রভু কহে "রাজা কেনে করয়ে তাড়ন।
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ ॥
"গোপীনাথপট্টনায়ক রামরায়ের ভাই।
সর্ব্বকাল হয় সেই রাজবিষয়ী তাই ॥
মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে তাঁর অধিকার।
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥
দুই লক্ষ কাহন তাঁর ঠাঁই বাকী হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল ॥
তেহঁ কহে "স্থূল দ্রব্য নাহি যে গণিয়া দিব।
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব ॥
ঘোড়া দশ বারো হয় লহ মূল্য করি।"
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি ॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তাঁরে পাঠাইল রাজা পাত্রমিত্র সনে ॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া ॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায়।
ঊর্দ্ধমুখে বার বার ইতি উতি চায় ॥
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ববচনে।
"রাজা কৃপা করে, তাতে ভয় নাহি মানে ॥
আমার ঘোড়ার গ্রীবা উচ্চ, ঊর্দ্ধে নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না জুয়ায়।"
শুনি রাজপুত্রমনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঞি যাই বহু লাগানি করিল ॥
"কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি।
আজ্ঞা কর, চাঙ্গে চড়াইয়া লই কৌড়ি।"
রাজা বলে "যেই ভাল কর সেই যায় ॥
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায় ॥
রাজপুত্র আসি তবে চাঙ্গে চড়াইল।
খড়্গ উপরে ফেলাইতে খড়্গ পাতিল ॥"
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়, রোষ।
রাজকৌড়ি দিবার নহে, রাজার কিবা দোষ ॥
বিলাত সাধিয়া খায়, নাহি রাজভয়।
দাঁড়ী নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয় ॥
যেই চতুর সেই করুক রাজবিষয়।
রাজদ্রব্য শোধি পায়, তাহা করে ব্যয় ॥"

হেনকালে আর লোক আইলা ধাইয়া।
বাণীনাথাদি সবংশে লৈয়া গেল বান্ধিয়া॥
প্রভু কহে "রাজা আপন লেখার দ্রব্য লইব।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহে কি করিব॥"
তবে স্বরূপাদি গোসাঞি যত ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন॥
"রামানন্দরায়ের গোষ্ঠী সব তোমার দাস।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস॥"
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধবচনে।
"মোরে আজ্ঞা দেহ সবে, যাই রাজস্থানে॥
তোমা সবার এই মত, রাজ-ঠাঞি যাঞা।
কৌড়ি মাগি লই আমি আঁচল পাতিয়া॥
পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুই লক্ষ কাহন॥"
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
"খড়্গের উপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া॥"
শুনি প্রভুগণ করে প্রভুকে অনুনয়।
প্রভু কহে "আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে কিছু নয়॥
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মিলি যাহ জগন্নাথের চরণে॥
ঈশ্বর জগন্নাথ, তাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥"
ইঁহ যদি মহাপ্রভু এতেক কহিলা।
হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিলা॥
"গোপীনাথপট্টনায়ক সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার॥
বিশেষ তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকী হয়।
প্রাণ নিলে কিবা লাভ, নিজ ধনক্ষয়॥
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লেহ, যেবা বাকী হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয়॥"
রাজা কহে "এই বাত আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেন লব তার, দ্রব্য চাহি আমি॥
তুমি যাই কর যেই সর্ব্বসমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রহে তার প্রাণ॥"
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল॥
"দ্রব্য দেহ রাজা মাগে"; উপায় পুছিল।
"যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ" তেঁহ ত কহিল॥
"ক্রমে ক্রমে দিব আর যত কিছু পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি॥"
যথার্থ মূল্য করি তবে সব ঘোড়া লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল॥
এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল।
"বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল॥"
"বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলীতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা॥"
শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপাছন্দবন্ধ॥
হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু তারে কহে কিছু সোদ্বেগ বচনে॥
"ইঁহা রহিতে নারি, যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রব ইঁহা, না পাই সোয়াথ॥
ভবানন্দরায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানাপ্রকারে করে তারা রাজদ্রব্য ব্যয়॥
রাজার কি দোষ, রাজা নিজ দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য তারা, আমারে জানায়॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি মোরে জানাইল॥
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী।
আমায় দুঃখ দেন নিজ দুঃখ কহি আসি॥
আজি তাঁরে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে, যদি না দিবে রাজধন॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাহে ইঁহা রহি মোর নাহি প্রয়োজন॥

কাশীমিশ্র কয়ে প্রভুর ধরিয়া চরণে।
"তুমি কেন এই বাতে ক্ষোভ কর মনে॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সম্বন্ধ।
ব্যবহার লাগি তোমা ভজে, সে জ্ঞান-অন্ধ।
তোমার ভজনফল তোমাতে প্রেমধন।
তোমায় ভজে বিষয় লাগি, সেই মূর্খ জন॥
তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল॥
তোমা লাগি রঘুনাথ সকল ছাড়ি আইল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ-কৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয়॥
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ।
তোমাকে জানাইল, যাতে অনন্যশরণ॥
সেই শুদ্ধ ভক্ত তোমা, ভজে তোমা লাগি
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগভাগী॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৮)।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে,
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।*

তুমি বসি রহ, কেনে যাবে আলালনাথ।
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত॥
যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজ যে রাখিল, সেই করিবে রক্ষণ॥"
এত বলি কাশীমিশ্র গেল স্বমন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইল তাঁর ঘরে॥

প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যতদিন রহে তিঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে॥
নিত্য আসি করে মিশ্রের পাদসম্বাহন।
জগন্নাথ-সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ॥
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ইঙ্গিতে কহিলা॥
"দেব! শুন আর এক অপরূপ বাত।
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলালনাথ॥"
শুনি রাজা দুঃখী হৈলা পুছিলেন কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ॥
"গোপীনাথপট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা।
তাঁর সেবক সব আসি প্রভুকে কহিলা॥
শুনিয়া ক্ষোভিত হইল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভৎর্সন॥
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয়॥
ব্রহ্মস্ব অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপী জন॥
রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা, নাহি করে দণ্ড।
রাজা মহাধার্ম্মিক, এই পাপী ভণ্ড॥
রাজকড়ি না দেই আমাকে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে॥
আলালনাথ যাই তাঁহা নিশ্চিন্তে র'হব।
বিষয়ীর ভালমন্দবার্ত্তা না শুনিব॥"
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
"সব দ্রব্য ছাড়ি, যদি প্রভু রহে এথা॥
এক ক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন।
কোটিচিন্তামণিলাভ নহে তার সম॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন।
প্রাণ রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন॥"
মিশ্র কহে "কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায়, এই না যায় সয়ন॥"

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ১২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল। (অন্ত্যলীলা) ৫৪৫ পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

কাশী মিশ্রের পুষ্পোদ্যানস্থিত সিদ্ধ বকুলের চিত্র।

—৫৪৪ পৃষ্ঠা।

Milan Printing Works, Calcutta.

তার মধ্যে রাঘবের ঝালিবিবরণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডানৃত্য-কথন ॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥
শুনিতে অমৃতসম, জুড়ায় কর্ণ মন।
সেই ভাগ্যবান, যেই করে আস্বাদন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎ-প্রভুং।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥

টীকা।—তং হরিদাসং নমামি। তৎ-প্রভুং তং চৈতন্যঞ্চ নমামি। যশ্চৈতন্যঃ যন্মূর্ত্তিং সংস্থিতামপি স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত ॥

অনুবাদ।—সেই হরিদাসকে প্রণাম করি এবং তৎপ্রভু চৈতন্যকেও প্রণাম করি, যাঁহার (হরিদাসের) মৃত শরীর ভূপতিত হইলে যিনি নিজ অঙ্কে ধারণ করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয় ॥
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাস নাথ
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপপ্রাণনাথ ॥
জয় জয় কাশীশ্বর-জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর।
জয় রূপসনাতন রঘুনাথেশ্বর।
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
কৃপা করি দেহ প্রভু নিজ পদদান ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে মতি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥
নিত্যানন্দচন্দ্র জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥
জয় গৌরভক্তগণ গৌর যার প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান ॥
জয় রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ.
রঘুনাথ, গোপাল—ছয় মোর প্রাণনাথ ॥
এ-সব-প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।
যৈছে তৈছে লিখি করি আপন পাবন ॥
এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গে ভক্তগণ লঞা কীর্ত্তন বিলাস ॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বরদরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপসনে রস-আস্বাদন ॥
এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহবিকার অঙ্গে নানা হয় ॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয় ॥
স্বরূপগোসাঞি আর রামানন্দরায়।
রাত্রিদিন করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥
এক দিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হঞা ॥
দেখে হরিদাসঠাকুর করিয়াছে শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যাসংকীর্ত্তন ॥
গোবিন্দ কহে "উঠে আসি করহ ভোজন।"
হরিদাস কহে "আজি করিব লঙ্ঘন ॥
সংখ্যাকীর্ত্তন নাহি পূরে কেমতে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমনে উপেক্ষিব ॥"
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ ॥

তথাপি নূতনপ্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ নহে, সেই প্রভুর প্রসাদ॥
শত জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
"আর কিছু আছে" বলি গোবিন্দে পুছিল॥
গোবিন্দ বলে "রাঘবের ঝালিমাত্র আছে।"
প্রভু কহে "আজি রহু, তাহা দেখিব পাছে॥
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজনকালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করায় উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন উপভোগ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে।
চাতুর্মাস্য গোঁয়াইল কৃষ্ণকথারঙ্গে॥
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥
মরিচের ঝাল মধুরাম্ল আর।
আদা লবণ লেম্বু দুগ্ধ দধি খণ্ড সার॥
শাক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল।
নিম্ববার্ত্তাকি আর ভৃষ্ট পটোল॥
ভৃষ্ট ফুলবড়ি আর মুদ্গাদির সূপ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি-অনুরূপ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করিতে মিশ্রিত।
কাঁহা একা যায়েন কাঁহা গণের সহিত॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি নন্দন রাঘব।
শ্রীবাস-আদি যত ভক্ত বিপ্র সব॥
এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব, গদাধর, গুপ্ত মুরারি॥
কুলীনগ্রাম খণ্ডবাসী আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ॥

শিবানন্দসেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড় পুত্র, চৈতন্যদাস নাম॥
প্রভু মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল।
মিলাইলে প্রভু তারে নাম পুছিল॥
চৈতন্যদাস নাম শুনি কহে গৌররায়।
"কি নাম ধরিয়াছ, বুঝন না যায়॥"
সেন কহে "যে জানিল সেই নাম ধরিল।"
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল॥
জগন্নাথের প্রসাদ বহুমূল্য আনাইলা।
ভক্তগণে লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা॥
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতি গুরু ভোজনে প্রসন্ন নহে মন॥
আর দিনে চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন॥
দধি লেম্বু আদা আর ফুলবড়ী লবণ।
সামগ্রী দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন॥
প্রভু কহে "এ বালক আমার মত জানে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে॥"
এত বলি দধিভাত করিল ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্টভোজন॥
চারি মাস এইমত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায়॥
গদাধরপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ইঁহা সবার আছে ভিক্ষাদিবস নিয়ম॥
গোপীনাথাচার্য্য জগদানন্দ কাশীশ্বর।
ভগবান্ রামভদ্রাচার্য্য শঙ্কর বক্রেশ্বর॥
মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে কৈল নিমন্ত্রণ।
অন্যের প্রসাদ নিমন্ত্রণে কৌড়ি দুই পণ॥
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারি পণ।
রামচন্দ্রপুরীভয়ে ঘাটাইল নিমন্ত্রণ॥
চারি মাস রহি গৌড়ের ভক্ত বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা॥
এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষানিমন্ত্রণ।
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে কৈল আস্বাদন॥

প্রভু কহে, ভিতরে তবে আইলে কেমনে।
তৈছে কেন প্রসাদ লইতে না কৈলে গমনে॥"
গোবিন্দ কহে "মনে আমার সেবার নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধ আভাসে ভয় মানি॥"
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা, তার উত্তর না দিলা॥
প্রত্যহ প্রভু নিদ্রা গেলে যায় প্রসাদ লইতে।
সে দিবসের শ্রম দেখি লাগিল চাপিতে॥
যাইতেও পথ নাহি, যাইবে কেমনে।
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে॥
এই সব হয় ভক্তি-শাস্ত্র-সূক্ষ্ম-ধর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানে সেই ধর্ম্ম মর্ম্ম॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী॥
সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডা নৃত্য।
অদ্যাপিহ গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ।
গুণ্ডিচাগৃহের কৈল ক্ষালন মার্জ্জন॥
পূর্ব্ববৎ কৈলা প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পূর্ব্ববৎ টোটাতে কৈল বন্যভোজন॥
পূর্ব্ববৎ রথ-আগে করিল নর্ত্তন।
হোরাপঞ্চমী-যাত্রা কৈল দরশন॥
চারি মাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী-আদি যাত্রা কৈল দরশন॥
পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈলা॥
কেহ কোন প্রসাদ আনি দিল গোবিন্দ-ঠাঞি।
"ইহা যেন অবশ্যভক্ষণ করেন গোসাঞি॥"
কেহ পেড়া, কেহ লাড়ু, কেহ পিঠা পানা।
বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ, প্রকার যার নানা॥
"অমুক এই দিয়াছেন" গোবিন্দ করে নিবেদন।
"ধরি রাখ" বলি প্রভু না করে ভক্ষণ॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন।
"আমাদত্ত প্রসাদ প্রভুকে করালে ভক্ষণ॥"
কাহাকে কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিন প্রভুকে কহে নির্ব্বেদবচন॥
"আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥
তুমি সে না খাও, তারা পুছে বার বার।
কত বঞ্চনা করিব, কেমনে আমার নিস্তার॥"
প্রভু কহে "আদিবশ্যা দুঃখ কাহে মানে।
কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে॥"
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।
নাম ধরি ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে॥
"আচার্য্যের এই পেড়া পানা সরপূপী।
এই অমৃতমণ্ডা, এই কর্পূরকূপী॥
শ্রীবাসপণ্ডিতের এই অনেকপ্রকার।
পিঠা পানা অমৃতমণ্ডা পদ্মচিনি আর॥
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্যনিধির এই অনেকপ্রকার॥
বাসুদেবদত্তের এই, মুরারিগুপ্তের আর॥
বুদ্ধিমন্তখানের এই বিবিধপ্রকার।
শ্রীমান্‌সেন, শ্রীমান্ পণ্ডিত, আচার্য্যনন্দন।
তাঁহা সবার দত্ত এই করহ ভোজন॥
কুলীনগ্রামীর এই, আগে দেখ যত।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত॥"
ঐছে সবার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুখ-করা নারিকেল।
অমৃতগুটিকাদি পানাদি সকল॥

রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লঞা।
রাজপত্নীসব দেখে অট্টালী চড়িয়া॥
কীর্ত্তন-আবেশে পৃথিবী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক, হৈল কোলাহল॥
এইমত কতক্ষণ করাইল কীর্ত্তন।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন॥
সাতদিকে সম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে মহা প্রেমাবেশে নাচে গৌররায়॥
উড়িয়াপদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল॥

৩ শ্লোক।

তথাহি পদং।—

জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ।

এই পদে নৃত্য করে পরম আবেশে।
সব লোক চৌদিকে প্রভুপ্রেমে ভাসে॥
'বোল বোল' বলেন প্রভু বাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া॥
প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার॥
সঘনে পুলক যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ, কভু হয় সরু॥
প্রতিরোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
'জজ গগ মম পরি' গদ্গদ বচন॥
এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
ঐছে নড়ে দন্ত, যেন ভূমে খসি পড়ে॥
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ-আবেশ।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নৃত্য নহে শেষ॥
সব লোকের উথলিল আনন্দসাগর।
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্মঘর॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায়।
ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায়॥
প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে সেহ মন্দস্বরে গায়॥

কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল॥
ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তনসমাপন।
সবা লঞা প্রভু কৈল সমুদ্রে স্নপন॥
সবা লঞা প্রভু কৈল প্রসাদ ভোজন।
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন॥
গম্ভীরার দ্বারে করে আপনে শয়ন।
গোবিন্দ আসিয়ে করে পাদসম্বাহন॥
সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসম্বাহন।
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন॥
সব দ্বার যুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভিতরে যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন॥
"এক পাশ হও, মোরে দেহ ভিতর যাইতে।"
প্রভু কহে "শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে॥"
গোবিন্দ "কহে করিতে চাহি পাদসম্বাহন।"
প্রভু কহে "কর বা না কর যেই তোমার মন॥"
তবে গোবিন্দ বহির্ব্বাস তাঁর উপরে দিয়া।
ভিতরঘর গেলা গোবিন্দ প্রভুকে লঙ্ঘিয়া॥
পাদসম্বাহন কৈল, কটি পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল॥
সুখে নিদ্রা হৈলা প্রভুর, গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ড দুই বহি প্রভুর নিদ্রা হৈলা ভঙ্গ॥
গোবিন্দ দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা।
"কেন আজি এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া॥
নিদ্রা হৈলে কেনে নাঞি গেলে প্রসাদ খাইতে।"
গোবিন্দ কহে "দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে॥"

শালিতণ্ডুলভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি-পাক দিয়া ॥
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরমসুবাস ॥
শালিধান্যের খৈ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি-পাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনি-পাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল ॥
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্রপ্রকার ॥
রাঘবের আজ্ঞা, আর করে দময়ন্তী।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরমশকতি ॥
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া লৈল গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥
পাতল-মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী ॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি কৈল।
পরিপাটী করি সব ঝালি ভরাইল ॥
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশঃ করিয়া ॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
রাঘবের ঝালি বলি খ্যাতি যাহার ॥
ঝালির উপর মুনসিব মকরধ্বজকর
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥
এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সে দিন জললীলা ॥
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা ॥
সেই কালে মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে
নরেন্দ্র আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে ॥
সেই কালে আইল গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রেতে প্রভুসঙ্গে হইল মিলন ॥
ভক্তগণ পড়ে আসি প্রভুর চরণে।
উঠাইয়া প্রভু সবারে কৈল আলিঙ্গনে ॥
গৌড়িয়াসম্প্রদায় সব করয়ে কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥
জলক্রীড়া, বাদ্য-গীত নর্ত্তন কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ॥
গৌড়িয়াসংকীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে।
সবা লয়ে জলক্রীড়া করেন কুতূহলে ॥
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন ॥
পুনঃ ইঁহা বর্ণিলে পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয়, আর গ্রন্থ বাড়য় ॥
জললীলা করি গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয় ॥
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজ ঘরে আইলা।
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥
ইষ্টগোষ্ঠী সব লঞা কতক্ষণ কৈল।
নিজ নিজ পূর্ব্ববাসায় সবায় পাঠাইল ॥
গোবিন্দের ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা।
ভোজনগৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিলা ॥
পূর্ব্ব বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য গৃহে লঞা ॥
আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা ॥
বেড়াকীর্ত্তনের তাঁহা আরম্ভ করিল।
সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল ॥
সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাত জন।
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
সত্যরাজখান, আর নরহরি দাস ॥
সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
"মোর সম্প্রদায়ে প্রভু" ঐছে সবার মন ॥
সংকীর্ত্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥

অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সর্ব্ব-অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন-আচার্য্যনিধি-শ্রীবাস-আদি ধন্য॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে॥
অনুরাগের লক্ষণ এই, বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে॥
রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিলা।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে রহিলা॥
আজ্ঞার পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটি সুখপোষ॥
বাসুদেবদত্ত মুরারিগুপ্ত গঙ্গাদাস।
শ্রীমান্‌সেন শ্রীমান্‌পণ্ডিত অকিঞ্চন-
কৃষ্ণদাস॥
মুরারিপণ্ডিত গরুড়পণ্ডিত বুদ্ধিমন্তখান।
সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত-ভগবান্॥
শুক্লাম্বর নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সবাই চলিলা, নাম না যায় লিখন॥
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দসেন আইলা সবারে লইয়া॥
রাঘবপণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুযোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করিবেন উপযোগ॥
আম্রকাসন্দি আদাকাসন্দি ঝালকাসন্দিনাম।
নেম্বু আদা আম্র-কলি বিবিধ সন্ধান॥
আমসী আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণসুকুতা॥
সুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুক্তায় যে সুখ হয়, নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুক্তাপাতা কাসন্দিতে মহাসুখ হয়॥
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরু ভোজনে উদরে প্রভুর আম হঞা
যায়॥
সুক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥

২ শ্লোক।

তথাহি ভারবৌ অষ্টমসর্গে বিংশতিশ্লোকঃ।—

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনী।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুনি॥

টীকা।—কাচিৎ পীবরস্তনী প্রিয়েণ বল্লভেন জলাবিলাং সমন্তাৎ সংজড়িতাং স্রজং সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধৌ বক্ষসি উপাহিতাং সতীং ন বিজহৌ ন ত্যক্তবতী; হি যস্মাৎ গুণাঃ প্রেম্নি বসন্তি, ন বস্তুনি।

অনুবাদ।—বিপক্ষসকাশে কোন স্থূলস্তনী নায়িকার বক্ষোপরি তৎ-বল্লভ কর্ত্তৃক একগাছি কুসুমমালা প্রক্ষিপ্ত হইলে সেই রমণী তাহা ত্যাগ করিল না; যেহেতু প্রেমেই দ্রব্যগুণ থাকে, বস্তুতে থাকে না।

ধনিয়া মৌরী তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥
শুণ্ঠীখণ্ডনাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রে কুথলীভিতর॥
কোলিশুণ্ঠী কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লব, যতপ্রকার আচার॥
নারিকেলখণ্ড নাড়ু আর নাড়ুগঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদিবিকার।
অমৃতকর্পূর-আদি অনেকপ্রকার॥
শালিকাঁচুটি ধান্যের আতপচিঁড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি॥
কথোকচিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া;
চিনি-পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥

নেতধটী মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার বৃত্তান্ত কৃপা সকলি কহিলা ॥
"বাকী কৌড়ি বাদ দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইল ॥
কাঁহা চাঙ্গের উপরে সেই মরণপ্রমাদ।
কাঁহা নেতধটী পুনঃ এ সব প্রসাদ ॥
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণস্মরণপ্রভাবে এই ফল পাইল ॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাইয়া ॥
কিন্তু তোমা স্মরণের নহে এই মুখ্য ফল।
ফলাভাস এই, যাতে বিষয় চঞ্চল ॥
রামরায় বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়।
সে কৃপা আমাতে নাহি যাতে ঐছে হয় ॥
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইলে মোতে বিষয় না রয় ॥"
প্রভু কহে, সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ববাহুল্য তোমার কে করে ভরণ ॥
মহা বিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজ দাস ॥
কিন্তু মোর করিহ এক আজ্ঞার পালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন ॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যয় ॥
অসদ্ব্যয় না করিহ যাতে দুই লোক যায়।
এত বলি সবাকারে দিলেন বিদায় ॥
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপাবিবর্ত্ত কহিল।
ভক্ত-বাৎসল্যগুণ যাতে ব্যক্ত হৈল ॥
সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা ॥
প্রভুর কৃপা দেখি সবার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার ॥
তারা সবে যদি কৃপা করিতে সাধিল।
"আমা হৈতে কিছু নহে" প্রভু তবে কৈল ॥
গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্ব্বেদ।
এই মাত্র কহি ইহার না বুঝিলা ভেদ ॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল রাজারে সাধিল।
উদ্‌যোগ বিনা এত দূর ফল ফলিল ॥
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, তাঁর পদে যার মন স্থির ॥
যেই ইহা শুনে প্রভুর বাৎসল্যপ্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায়, তার বিপদ হয় নাশ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
গোপীনাথপট্টনায়কোদ্ধারো নাম
নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৯ ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকং।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥

টীকা।—অহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কিম্ভূতং ?—ভক্তানুগ্রহকারকং। পুনঃ কিম্ভূতং ?—শ্রদ্ধয়া ভক্তদত্তেন যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ॥

অনুবাদ।—যিনি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহবান্, শ্রদ্ধাসহকারে ভক্তবর্গের দত্ত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্যেও যাঁহার সন্তোষ জন্মে, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।
পরম আনন্দ সবে নীলাচলে যাইতে ॥

রাজা কহে "তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া খড়্গে ডারা আমি না জানিয়ে॥
পুরুষোত্তমজানারে তিহঁ কৈল পরিহাস।
সেই জানা তাহারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস॥
তুমি যাই প্রভুরে রাখহ যত্ন করি।
এই মুঞি তাঁহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি॥"
মিশ্র কহে "কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ সুখ মানে॥"
রাজা কহে "কৌড়ি ছাড়ি ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তারা, ইহা জানাইবা॥
ভবানন্দরায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত।
তাঁর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত॥"
এত বলি মিশ্রে নমস্করি ঘরে গেলা।
গোপীনাথ-বড়জানারে ডাকিয়া আনিলা॥
রাজা কহে "সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
সে মালজাঠ্যাদণ্ড পাট পুনঃ তোমায় দিল॥
আর বার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন॥
এত বলি নেতধটী তাঁরে পরাইল।
"প্রভু-আজ্ঞা লঞা যাহ, বিদায় তোমা দিল॥
পরমার্থে প্রভুর কৃপা, সেহ রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল, কে বলিতে পারে॥
রাজ্যবিষয় ফল এই, কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা কারো মনে নাহি আইসে॥
কাঁহা চাঙ্গে চড়াইয়া লয় ধন প্রাণ।
কাঁহা সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান॥
কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি লয়, দেয়া না যায় কৌড়ি।
কাঁহা দ্বিগুণ বর্ত্তন, পরায় নেতধড়ি॥
প্রভুর ইচ্ছা, নাহি তাঁরে কৌড়ি ছাড়াইব।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পুনঃ বিষয় তাঁরে দিব॥
তথাপি তাঁর সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল মহাপ্রভুর মন॥
বিষয় সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদনের প্রভাবে তবু ফলে এত ফল॥
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব।
ব্রহ্মা-শিব-আদি যাঁর না পান অন্তর্ভাব॥
এথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে॥
প্রভু কহে "কাশীমিশ্র কি তুমি করিলা।
রাজপ্রতিগ্রহ তুমি আমা করাইলা॥"
মিশ্র কহে "শুন প্রভু রাজার বচনে।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদনে॥
'প্রভু যেন নাহি জানে আমার লাগিয়া।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া॥
ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম।
ইঁহা সবাকারে আমি দেখোঁ আত্মসম॥
অতএব যাঁহা যাঁহা দেও অধিকার।
খায় পিয়ে লুটে বিলায়, না করোঁ বিচার॥
রাজমহীন্দ্রারে রাজা কৈনু রামরায়।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখাদায়॥
গোপীনাথ এইমত বিষয় করিয়া।
দুই চারি লক্ষ কাহন রহেত খাইয়া॥
কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করে বিচার।
জানা সহিত অপ্রীতে দুঃখ পাইল এই বার।
জানা এত কৈল, ইহা মুঞি নাহি জানো।
ভবানন্দের পুত্রসব আত্ম করি মানো॥
তাঁর লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মতিমানে।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাঁহা সনে॥"
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইল তথা রায় ভবানন্দ॥
পঞ্চ পুত্র সহ আসি পড়িলা চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥
রামানন্দরায়-আদি সবাই মিলিলা।
ভবানন্দরায় তবে বলিতে লাগিলা॥
"তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এ বিপদে রাখি প্রভু পুনঃ নিলে মূল॥
ভকতবাৎসল্য এবে প্রকট করিলে।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চ পাণ্ডবে বিপদে তারিলে॥"

আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঁই আইল ।
"সুস্থ হও হরিদাস" ? তাঁহারে পুছিলা ॥
নমস্কার করি তিঁহো কৈল নিবেদন ।
"শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন ॥"
প্রভু কহে "কোন্ ব্যাধি কহ ত নির্ণয় ।"
তিঁহ কহে "সংখ্যাকীর্ত্তন না পূরয় ॥"
প্রভু কহে "বৃদ্ধ হৈলা, সংখ্যা অল্প কর ।
সিদ্ধদেহ তুমি, সাধনে আগ্রহ কেনে ধর ॥
লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার ।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন ।"
হরিদাস কহে "শুন মোর নিবেদন ॥
হীনজাতি জন্ম মোর, নিন্দ্য কলেবর ।
হীন কর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে ।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলে ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুহি হও ইচ্ছাময় ।
জগৎ নাচাও, যারে যৈছে ইচ্ছা হয় ॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া ।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া ॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে ।
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিতে ॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা ।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমলচরণ ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদবদন ॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥
মোর ইচ্ছা এই, যদি তোমার প্রসাদ হয় ।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে ।
এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥"
প্রভু কহে "হরিদাস যে তুমি মাগিবে ।
কৃপা কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা ।
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥"
চরণে ধরি কহে হরিদাস "না করিহ মায়া ।
অবশ্য মো অধমে প্রভু কর এই দয়া ॥
মোর শিরোমণি কত কত মহাশয় ।
তোমার লীলার সহায় কোটি ভক্ত হয় ॥
আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল ।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল ॥
ভক্তবৎসল প্রভু তুমি, মুঞি ভক্তাভাস ।
অবশ্য পূরিবে প্রভু মোর এই আশ ॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা আপনে ।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবে দরশনে ॥"
তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিঙ্গন ।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা ।
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া ॥
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন ।
হরিদাস বন্দিল প্রভুর আর বৈষ্ণব চরণ ॥
প্রভু কহে "হরিদাস কহ সমাচার ।"
হরিদাস কহে "প্রভু যে আজ্ঞা তোমার ॥"
অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহাসংকীর্ত্তন ।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥
স্বরূপগোসাঞি-আদি যত প্রভুর গণ ।
হরিদাসে বেড়ি করে নামসংকীর্ত্তন ॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে ।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হৈল পঞ্চমুখ ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ ॥
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন ।
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল ।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল ॥

স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তকে ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ বলে বারবার।
প্রভুমুখমাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিতে প্রাণ করিল উৎক্রামণ॥
মহাযোগেশ্বরপ্রায় দেখি স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্যাণ সবার হইল স্মরণ॥
হরি কৃষ্ণ শব্দে সবে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥
হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
প্রভুর আবেশে অবশ সর্ব্বভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তন॥
এইমত নৃত্য প্রভু কৈল কতক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন॥
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেল কীর্ত্তন করিয়া॥
আগে মহাপ্রভু চলে নৃত্য করিতে করিতে
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে "সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা॥"
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদচন্দন॥
ডোরকড়ার প্রসাদবস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।
আপন শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল॥
তাঁরে বেড়ি প্রভু কৈল কীর্ত্তন নর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে।
সমুদ্রে করিল স্নান জলকেলি রঙ্গে॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন কোলাহল সকল নগরে॥
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥
"হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে, ভিক্ষা দেহত আমারে॥"
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিতে আনে তারা আনন্দিত হইয়া॥
স্বরূপগোসাঞি পসারিরে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল॥
স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া সঙ্গে রাখিল॥
স্বরূপগোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে।
"একেক দ্রব্যের একেক পুঞ্জা দেহ মোরে॥
এইমতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
লইয়া আইলা চারিজনের মস্তকে চড়াইয়া॥
বাণীনাথপট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
আর কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা॥
সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনে পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে॥
স্বরূপ কহে "প্রভু! বসি করহ দর্শন।
আমি ইঁহা সবা লঞা করি পরিবেশন॥"
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
চারি জন পরিবেশন করে নিরন্তর॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুকে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ॥
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয়া॥
পুরীভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল॥

আকণ্ঠ পূরিয়া সবাকে করাইল ভোজন।
"দেহ দেহ" বলি প্রভু বলেন বচন॥
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বর দান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন কাণ॥
"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে তাঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেই করিল ভোজন॥
অচিরে তা-সবাকার হইবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে ঐছে হয়ে শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, কৈল সঙ্গভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥
জয় জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি।"
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল।
হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল॥
এই ত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি শিরোমণি॥
শেষকালে দিলে তাঁরে দর্শন স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন॥
আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় তাঁরে বালু দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান্।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল প্রয়াণ॥
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার এক বিন্দু॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসনির্যাণবর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ১১॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতং॥

টীকা:—হে ভক্তাঃ! চৈতন্যচরিতামৃতং মুদা আনন্দেন নিত্যং শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং, গীয়তাং গীয়তাং, চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং॥

অনুবাদ:—হে ভক্তবৃন্দ! তোমরা আনন্দসহকারে চৈতন্যচরিতামৃত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কর, পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন কর, পুনঃ পুনঃ চিন্তা কর।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয়॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণা-সাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপাপূর্ণান্তর॥

অতঃপর মহাপ্রভুর বিষণ্ণ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগদশা স্ফুরে নিরন্তর ॥
"হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ মুরলীবদন ॥"
রাত্রি দিন এই দশা, স্বাস্থ্য নাহি মানে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ-রামানন্দ সনে ॥
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিবারে সবে করিলা গমন ॥
শিবানন্দসেন আর আচার্য্যগোসাঞি।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈলা এক ঠাঁই ॥
কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি ॥
নিত্যানন্দ প্রভুরে যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্যগোসাঞি ॥
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্য-রত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ॥
শিবানন্দপত্নী চলে তিন পুত্র লঞা।
রাঘবপণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া ॥
দত্ত, গুপ্ত, বিদ্যানিধি, আর যত জন।
দুই তিন শত ভক্ত করিল গমন ॥
শচী মাতা দেখি সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিল কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া ॥
শিবানন্দসেন করে ঘাটিসমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান ॥
সবার সব কার্য্য করেন, দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়াপথের সন্ধান ॥
একদিন সব লোক ঘাটিতে রাখিলা।
সব ছাড়াইয়া শিবানন্দ একলা রহিলা ॥
সবে গিয়া রহিলা গ্রামভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনা বাসাস্থান নাহি মিলে ॥
নিত্যানন্দপ্রভু ভোখে ব্যাকুল হইয়া।*
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া ॥

"তিন পুত্র মরুক শিবার, এখন না আইল।
ভোখে মরি গেনু, মোরে বাসা না দেখাইল ॥
শুনি শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলা।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হইতে আইল ॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া।
পুত্রে শাপ দিছে গোসাঞি বাসা না পাইয়া ॥
তিঁহো কহে "বাউলী কেন মরিস্ কান্দিয়া।*
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লইয়া ॥
এত বলি প্রভুপাশ গেলা শিবানন্দ।
উঠি তাঁরে নাথি মাইল প্রভু নিত্যানন্দ ॥
আনন্দিত হইল শিবাই পাদপ্রহার পাঞা।
শীঘ্র বাসাঘর কৈল গৌড়ঘরে গিয়া ॥
চরণে ধরিয়া প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা ॥
"আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্য ফল দিলা ॥
শাস্তি-ছলে কৃপা কর, এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণরেণু।
হেন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম কুল কর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি অর্থ কাম ধর্ম্ম ॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবের দিল বাসস্থান ॥
নিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্র সব বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা নাথি মারি করে তার হিত ॥
শিবানন্দের ভাগিনা, শ্রীকান্তসেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান ॥
"চৈতন্যের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালী করেন গোসাঞি, তারে মারে নাথি ॥"

* ভোখে—ক্ষুধায়।

* বাউলি—পাগলী।

শ্রীশ্রীহরিদাসের সমাধি-মন্দির।

MILAN PRINTING WORKS, CALCUTTA.

—৫৪৮ পৃষ্ঠা।

এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান।
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥
পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে "শ্রীকান্ত! আগে পেটাঙ্গি উতার ॥"
প্রভু কহে "শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ, করুক যাতে উঁহার সুখ ॥"
বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি পুছিল।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইল ॥
দুঃখ পাঞা আসিয়াছে এই প্রভুর বাক্য শুনি।
জানিল সর্ব্বজ্ঞ প্রভু এত অনুমানি ॥
শিবানন্দে নাথি মারিলা ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥
পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈল সবার মিলন।
স্ত্রীসব দূর হৈতে কৈল প্রভুর দর্শন ॥
বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেয়াইল।
মহাপ্রসাদ ভোজনে সবারে বোলাইল ॥
শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞিকে মিলাইল।
শিবানন্দসম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈল ॥
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
পরমানন্দদাস নাম সেন জানাইল ॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥
"এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহার ॥"
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥
প্রভু-আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস।
পুরীদাস করি প্রভু করে উপহাস ॥
শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥

শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার।
যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার ॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা করি আচমন ॥
"শিবানন্দের প্রকৃতিপুত্র যাবৎ এথায়।
আমার অবশেষপাত্র তারা যেন পায় ॥"
নদীয়াবাসী মোদক, তার নাম পরমেশ্বর।
মোদক বেচে, প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর ॥
বালককালে প্রভু তার ঘরে বার বার যান।
দুগ্ধখণ্ডমোদক দেয়, প্রভু তাহা খান ॥
প্রভুবিষয় স্নেহ তার বালককাল হৈতে।
সে বৎসর সেহ আইল প্রভুকে দেখিতে ॥
'পরমেশ্বরা মুঞি' বলি দণ্ডবৎ কৈল।
তারে দেখি প্রভু কিছু তাহারে পুছিল ॥
"পরমেশ্বর! কুশলে হও? ভাল হৈল আইলা।"
"মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে" সেহ প্রভুকে কহিলা ॥
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভু সঙ্কোচ হৈলা।
তথাপি তাহারে প্রীতে কিছু না বলিলা ॥
প্রশ্রয়পাগল শুদ্ধবৈদগ্ধ্য না জানে।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে ॥
পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচামার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন ॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈল দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
প্রভুপ্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।
সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘরভাতে ॥
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।
রাত্রে কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভু করেন রোদন ॥
এইমত নানালীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
গৌড়দেশ যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিলা ॥

সব ভক্ত করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
সর্ব্ব ভক্তে কহে প্রভু মধুর বচন ॥
"প্রতিবর্ষ আইস সবে আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে ॥
তোমা সবার দুঃখ জানি, নারি নিষেধিতে।
তোমা সবার সঙ্গ-সুখ-লোভ বাড়ে চিত্তে ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা গৌড়েতে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন, কি পারি বলিতে ॥
আইসেন আচার্য্যগোসাঞি মোরে কৃপা করি।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি, শুধিতে না পারি ॥
মোর লাগি স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাইয়া ॥
আমি এই নীলাচলে রহিয়ে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর তোমা সবার লাগিয়া ॥
সন্ন্যাসিমানুষ মোর নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তো সবার ঋণ করিব শোধন ॥
দেহমাত্র ধন আমার, কৈল সমর্পণ।
তাঁহা বিকাই যাঁহা বেচিতে তোমার মন ॥
প্রভুর বচনে সবার প্রীত হৈল মন।
অঝোর-নয়নে সবে করেন ক্রন্দন ॥
প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে সবায় কৈল আলিঙ্গন ॥
সবাই রহিল, কেহ চলিতে নারিল।
আর দিন পাঁচ সাত এইমতে গেল ॥
অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভুপায়।
"সহজে তোমার গুণে জগত বিকায় ॥
আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে।
তোমা ছাড়ি কেবা কোথা যাইবারে পারে ॥"
তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া।
সবায় বিদায় দিল সুস্থির হইয়া ॥
নিত্যানন্দে কহিল "তুমি না আইস বারবার।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার ॥"
চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া ॥
নিজ কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সবারে।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শুধিতে পারে ॥
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাঁহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায় ॥
পূর্ব্ব বর্ষে জগদানন্দ আইসে দেখিবারে।
প্রভু-আজ্ঞা লয়ে আইল নদীয়া নগরে ॥
আইর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের বস্ত্রপ্রসাদ কৈল নিবেদন ॥
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর মিনতি স্তুতি মাতাকে কহিলা ॥
জগদানন্দে পাইয়া মাতা আনন্দিত মনে।
তিঁহ প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রি দিনে ॥
জগদানন্দ কহে "মাতা! কোন কোন দিনে
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে ॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা।
মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ পূরিয়া ॥
আমি যাই ভোজন করি, মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাতে খাই আমি, তিঁহো স্বপ্ন হেন মানে ॥"
মাতা কহে "কভু রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন।
নিমাঞি ইহা খায় ইচ্ছা হয় মোর মন ॥
পাছে জ্ঞান হয়, মুঞি দেখিনু স্বপন।
পুন না দেখিয়ে মোর ঝুরয়ে নয়ন ॥
এইমত জগদানন্দ শচী মাতা সনে।
চৈতন্যের সুখকথা কহে রাত্রিদিনে ॥
নদীয়ার ভক্তগণ সবারে মিলিলা।
জগদানন্দে পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা ॥
আচার্য্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ।
জগদানন্দে পাঞা হৈল আচার্য্য আনন্দ ॥

বাসুদেব মুরারিগুপ্ত জগদানন্দ পাঞা।
আনন্দে রাখিলা ঘরে, না দেন ছাড়িয়া॥
চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্যকথাসুখে॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্তঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে, সেই মানে পাইল চৈতন্য॥
শিবানন্দসেন-গৃহে যাইয়া রহিল।
চন্দনাদি-তৈল তাঁহা একমাত্রা কৈল॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইল যতন করিয়া॥
গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিল।
"প্রভু-অঙ্গে দিও তৈল" গোবিন্দে কহিল॥
তবে প্রভু-ঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন।
"জগদানন্দ চন্দনাদি-তৈল আনিয়াছেন॥
তাঁর ইচ্ছা, প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত-বায়ুপ্রকোপ শান্ত হঞা যায়॥
এককলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিয়া।
ইঁহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া॥"
প্রভু কহে "সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরমধিক্কার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল, দীপে যেন জ্বলে।
তাঁর পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥"
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি রহিল পণ্ডিত, কিছু না কহিল॥
দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার।
"পণ্ডিতের ইচ্ছা, তৈল প্রভু করে অঙ্গীকার॥"
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধবচন।
"মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন॥
এই সুখ লাগি আমি করিল সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশে তোমা সবার পরিহাস॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাইবে।
'দারী সন্ন্যাসী' করি আমারে কহিবে॥"
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভুস্থানে আইলা॥
প্রভু কহে "পণ্ডিত! তৈল আনিলা গৌড় হৈতে।
আমি সন্ন্যাসী, তৈল না পারি লইতে॥
জগন্নাথে দেহ লঞা, দীপে যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে॥"
পণ্ডিত কহে "কে তোমাকে কহে মিথ্যা বাণী।
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি॥
এত বলি ঘর হৈতে তৈলকলস আনিয়া।
প্রভু-আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ ঘর গিয়া।
শুইয়া রহিল ঘরে কপাট মারিয়া॥
তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা।
"উঠহ পণ্ডিত" করি কহেন ডাকিয়া॥
"আজি ভিক্ষা দিবে আমায় করিয়া রন্ধনে।
মধ্যাহ্নে আসিব, এবে যাই দরশনে॥"
এত বলি প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিলা আসনে॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল।
কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল॥
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি তুলসীমঞ্জরী।
জগন্নাথের পিঠাপানা আনি আগে ধরি॥
প্রভু কহে "দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্নব্যঞ্জন।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিব ভোজন॥"
হস্ত তুলি রহে প্রভু, না করে ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন॥

"আপনে প্রসাদ লয়েন, পাছে মুঞি লইব।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব ॥"
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা ॥
"ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে হয় এত স্বাদ ?।
এই ত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ ॥
আপনে খাইবেন কৃষ্ণ, তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করান উত্তম করিয়া ॥
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণেরে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করু বর্ণন ॥"
পণ্ডিত কহে "যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা।
আমিসব কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা ॥"
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু, খায়েন হরিষে ॥
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন।
আর দিন হৈতে ভোজন হইল দশগুণ ॥
বারবার প্রভু উঠিতে করেন মন।
সেই কালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥
কিছু বলিতে নারেন প্রভু, খায়েন তরাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥
তবে প্রভু কহে করি বিনয়-সম্মান।
"দশগুণ খাওয়াইলে, এবে কর সমাধান ॥"
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন।
পণ্ডিত আনিল মুখবাস মাল্য চন্দন ॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
"আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে ॥"
পণ্ডিত কহে "প্রভু ! যাই করেন বিশ্রাম।
মুঞি এবে প্রসাদ লইব করি সমাধান ॥
রসুয়ের কার্য্য করিয়াছে রামাই-রঘুনাথ।
ইহা সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জনভাত ॥"
প্রভু কহে "গোবিন্দ ! তুমি ইঁহাই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে ॥"
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন ॥
"তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদসম্বাহনে।
কহিও, পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে ॥
তোমারে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইও আসিয়া ॥"
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ।"
সবারে বাঁটিয়া দিল প্রভুর ব্যঞ্জনভাত ॥
আপনে প্রভুর শেষ করিল ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ ॥
"দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।
শীঘ্র সমাচার তুমি কহিবে আমায় ॥"
গোবিন্দ আসি দেখি কহিল পণ্ডিতের ভোজন
তবে মহাপ্রভু কৈল স্বচ্ছন্দে শয়ন ॥
জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এইমতে।
সত্যভামা কৃষ্ণের যেন শুনি ভাগবতে ॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিবে সীমা
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিঁহই উপমা ॥
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে, পায় প্রেমধন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দতৈলভঞ্জনং
নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে।

টীকা।—যস্য মনস্তনূ কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে ভবত্যৌ অপি চ ভাবৈঃ ফুল্লতাং দধাতে, তং গৌরং আশ্রয়ে॥

অনুবাদ।—যাঁহার মন ও দেহ কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত পীড়ায় ক্ষীণ হইয়াও ভাবসমূহে চিরপ্রফুল্লতা ধারণ করে, আমি সেই গৌরচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে।
নানামতে আস্বাদয়ে প্রেমের তরঙ্গে॥
কৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখ, ক্ষীণ মন কায়।
ভাবাবেশে প্রভু কভু প্রফুল্লিত হয়॥
কলার শরলাতে শয়ন, ক্ষীণ অতি কায়।
শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা লাগে গায়॥
দেখি সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায়।
সহিতে নারে জগদানন্দ সৃজিল উপায়॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গেরি দিয়া রঙ্গাইল।
শিমূলের তুলা দিয়া তাহা পূরাইল॥
এই তুলীবালিশ গোবিন্দের হাতে দিল।
"প্রভুকে শোয়াইহ ইহায়" তাহারে কহিল॥
স্বরূপগোসাঞিকে কহে জগদানন্দ।
"আজি আপনে যাঞা প্রভুকে করাইহ শয়ন॥"
শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা।
তুলি-বালিশ দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা॥
গোবিন্দেরে পুছে "ইহা করাইল কোন্ জন।"
জগদানন্দ নাম শুনি সঙ্কোচ কৈল মন॥
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলী দূর কৈল।
কলার শরলা-উপর শয়ন করিল॥
স্বরূপ কহে "তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি।
শয্যা উপেক্ষিলে, পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি।"
প্রভু কহেন "খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমার খাট তুলীবালিশ মস্তকমুণ্ডন॥"
স্বরূপ গোসাঞি আসি পণ্ডিতে কহিল।
শুনি জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইল॥
স্বরূপগোসাঞি তবে সৃজিল প্রকার।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিল অপার॥
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর বহির্বাসেতে সে সব ভরিল॥
এই মত দুই কৈল ওড়ন পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে॥
তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে সুখী।
জগদানন্দ ভিতর বাহিরে মহাদুঃখী॥
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তারে, না পারে চলিতে॥
ভিতরে দুঃখ, বাহ্যে প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাইতে প্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিল॥
প্রভু কহে "মথুরা যাইবে আমায় ক্রোধ করি।
আমায় দোষ লাগাইয়া হইবে ভিখারী॥"
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ।
"পূর্ব্বে হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন॥
প্রভু আজ্ঞা নাহি তাতে, না পারি যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেহ, অবশ্য যাইব নিশ্চিতে॥"

প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করে অঙ্গীকার।
তিঁহো প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বার বার ॥
স্বরূপগোসাঞিকে পণ্ডিত কৈল নিবেদন।
পূর্ব্ব হইতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন ॥
প্রভু-আজ্ঞা বিনা তাহা যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে 'ক্রোধে যাহ' বলি ॥
সহজেই মোর তাঁহা যাইতে মন হয়।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা দেহ করিয়া বিনয় ॥"
তবে স্বরূপগোসাঞি কহে প্রভুর চরণে।
"জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ॥
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা তিঁহো মাগে বারবার।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসেন একবার।
আই দেখিতে যৈছে গৌড়দেশ যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয় ॥"
স্বরূপগোসাঞির বোলে তবে আজ্ঞা দিল।
জগদানন্দে বোলাইয়া তাঁরে শিক্ষাইল ॥
"বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে।
আগে সাবধান যাবে ক্ষত্রিয়াদি সাথে ॥
কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে।
সব লুটি বান্ধি রাখে, যাইতে বিরোধে ॥
মথুরা গেলে সনাতনসঙ্গে রহিবা।
মথুরার স্বামী সবের চরণ বন্দিবা ॥
দূরে রহি ভক্তি করিহ, সঙ্গে না রহিবা।
তাঁ সবার আচার চেষ্টা লৈতে না পারিবা ॥
সনাতনসঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ ॥
শীঘ্র আসিহ, তাঁহা না রহিও চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল ॥
আমিও আসিতেছি কহিও সনাতনে।
আমার তরে এক স্থান করে বৃন্দাবনে ॥"
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিল প্রভুর বন্দিয়া চরণ ॥
সব ভক্তগণ-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা ॥
তপনমিশ্র চন্দ্রশেখর দুঁহারে মিলিলা।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকলি শুনিলা ॥
মথুরায় আসি মিলিলা সনাতনে।
দুই জনের সঙ্গে দুঁহে আনন্দিত মনে ॥
সনাতন করাইল তারে দ্বাদশাদি বন।
গোকুলে রহিলা দুঁহে দেখি মহাবন ॥
সনাতনের গোফাতে দুঁহে রহেন এক ঠাঞি
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাঞি ॥
সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণসদনে ॥
সনাতন পণ্ডিতের করেন সমাধান।
মহাবনে দেন আনি মাগি অন্ন-পান ॥
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।
নিত্যকৃত্য করি তিঁহ পাক চড়াইল ॥
মুকুন্দসরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্বাস তিঁহ দিলা সনাতনে ॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দের বাসদ্বারে বসিলা আসিয়া ॥
রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাঁহারে পুছিলা ॥
"কাঁহা পাইলে এই রাতুল বসন।"
"মুকুন্দসরস্বতী দিল" কহে সনাতন ॥
শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিলা।
ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইলা
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইয়া।
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হাণ্ডি চুলাতে ধরিয়া
"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদপ্রধান।
তোমা সহ মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে ॥"

সনাতন কহে "সাধু পণ্ডিত মহাশয়।
চৈতন্যের তোমাসম প্রিয় কেহ নয়॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল॥
রক্ত বস্ত্র বৈষ্ণবেরে পরিতে না জুয়ায়।
কোন প্রবাসীকে দিব, কি কাজ উহায়॥"
পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল।
দুই জন বসি তবে প্রসাদ পাইল॥
প্রসাদ পাই দুইজনে কৈল আলিঙ্গন।
চৈতন্যবিরহে দুঁহে করিল ক্রন্দন॥
এইমত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্যবিরহদুঃখ না যায় সহনে॥
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে।
"আমিহ আসিতেছি, রহিতে করিহ এক স্থানে॥"
জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিল।
সনাতনপ্রভুকে কিছু ভেটবস্তু দিল॥
রাসস্থলীর বালু আর গোবর্দ্ধনের শিলা।
শুষ্ক পক্ব পীলুফল আর গুঞ্জামালা॥
জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লঞা।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া॥
প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান মনে বিচারিল।
দ্বাদশাদিত্যটিলায় এক মঠ পাইল॥
সেই স্থান রাখিল গোসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠের আগে রহিল এক চালি বান্ধিয়া॥
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেল জগদানন্দ।
সব ভক্ত সহ গোসাঞি পরম আনন্দ॥
প্রভুর চরণ বন্দি সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল।
রাসস্থলীর ধূলি-আদি সব ভেট দিল॥
সব দ্রব্য রাখিলেন, পীলু দিলেন বাঁটিয়া।
বৃন্দাবনের ফল বলি খাইল হৃষ্ট হঞা॥
যে কেহ জানে সে আটি চুষিতে লাগিল।
যে না জানে গৌড়িয়া, পীলু চিবাঞা খাইল॥
মুখে তার ছাল গেল, জিহ্বা করে জ্বালা।
বৃন্দাবনের পীলু খাইতে এই এক লীলা॥
জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস।
এইমতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস॥
এক দিন প্রভু যমেশ্বরটোটা যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে॥*
গুর্জ্জরী রাগ লঞা সুমধুর স্বরে।
গীতগোবিন্দ-পদ গায়, জগ-মন হরে॥
দূরে গান শুনি প্রভুর হইলা আবেশ।
স্ত্রী পুরুষ কেবা গায় না জানি বিশেষ॥
তাঁরে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথে সিজের বারি হয়, ফুটিয়া চলিলা॥
অঙ্গে কাঁটা লাগিল, কিছু না জানিলা।
অস্তেব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পিছেতে ধাইলা॥
ধাইয়া যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
'স্ত্রী গায়' বলি গোবিন্দ কৈল কোলে॥
স্ত্রীনাম শুনি মহাপ্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেইপথে বাহুড়ি চলিলা॥
প্রভু কহে "গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রীপরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥
ঐ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।"
গোবিন্দ কহে "জগন্নাথ রাখে, মুঞি কোন্ ছার॥"
প্রভু কহে "গোবিন্দ, মোর সঙ্গে রহিবা।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা॥"
এত বলি নেউটি প্রভু গেলা নিজ স্থানে।
শুনি মহা ভয় পাইল স্বরূপাদি মনে॥
এথা তপনমিশ্রপুত্র রঘুনাথভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥

* দেবদাসী—জগন্নাথমন্দিরের গায়িকা নারীগণ।

কাশী হইতে চলিলা তিঁহো গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি সাজাইয়া॥
পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তিঁহো রাজবিশ্বাস॥
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক॥
অষ্ট প্রহর রামনাম জপে রাত্রি দিনে।
সর্ব্বত্যাগী চলিলা জগন্নাথদরশনে॥
রঘুনাথভট্টের সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথে করি বহিয়া চলিলা॥
নানা সেবা করি করে পাদসম্বাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কোচিত মন॥
"তুমি বড়লোক পণ্ডিত মহাভাগবত।
সেবা না করিহ, সুখে চল মোর সাথ॥"
রামদাস কহে "আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা, এই মোর নিজ ধর্ম্ম॥
সঙ্কোচ না কর তুমি, আমি তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস॥"
এত বলি ঝালি বহে, করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপে রাত্রি দিনে॥
এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
প্রভুর চরণে যাঞা মিলিলা কুতূহলে॥
দণ্ডপ্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু 'রঘুনাথ' বলি কৈল আলিঙ্গনে॥
মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা।
মহাপ্রভু তা সবার বার্ত্তা পুছিলা॥
"ভাল হৈল আইলা, দেখ কমললোচন।
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদভোজন॥
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইলা।
স্বরূপাদি ভক্তগণসনে মিলাইলা॥
এইমত প্রভুসঙ্গে রহিলা অষ্টমাস।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস॥
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ।
ঘরভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥

রঘুনাথভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্টপাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥
রামদাসবিশ্বাস যদি প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তারে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ॥
অষ্ট মাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল।
"বিবাহ না করিও" বলি নিষেধ করিল॥
"বৃদ্ধ মাতাপিতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥
পুনরপি একবার আসিও নীলাচলে।"
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে॥
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা॥
স্বরূপ-আদি ভক্তঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু আজ্ঞা পাঞা॥
চারি বৎসর ঘরে পিতা-মাতা-সেবা কৈলা।
বৈষ্ণবপণ্ডিত-ঠাঞি ভাগবত পড়িলা॥
পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভুপাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা॥
"আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে॥
ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥"
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইল॥
চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটাপানবিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা॥

টোটা শ্রীগোপীনাথের মন্দির।

—৫৫৭ পৃষ্ঠা।

MILAN PRINTING WORKS, CALCUTTA.
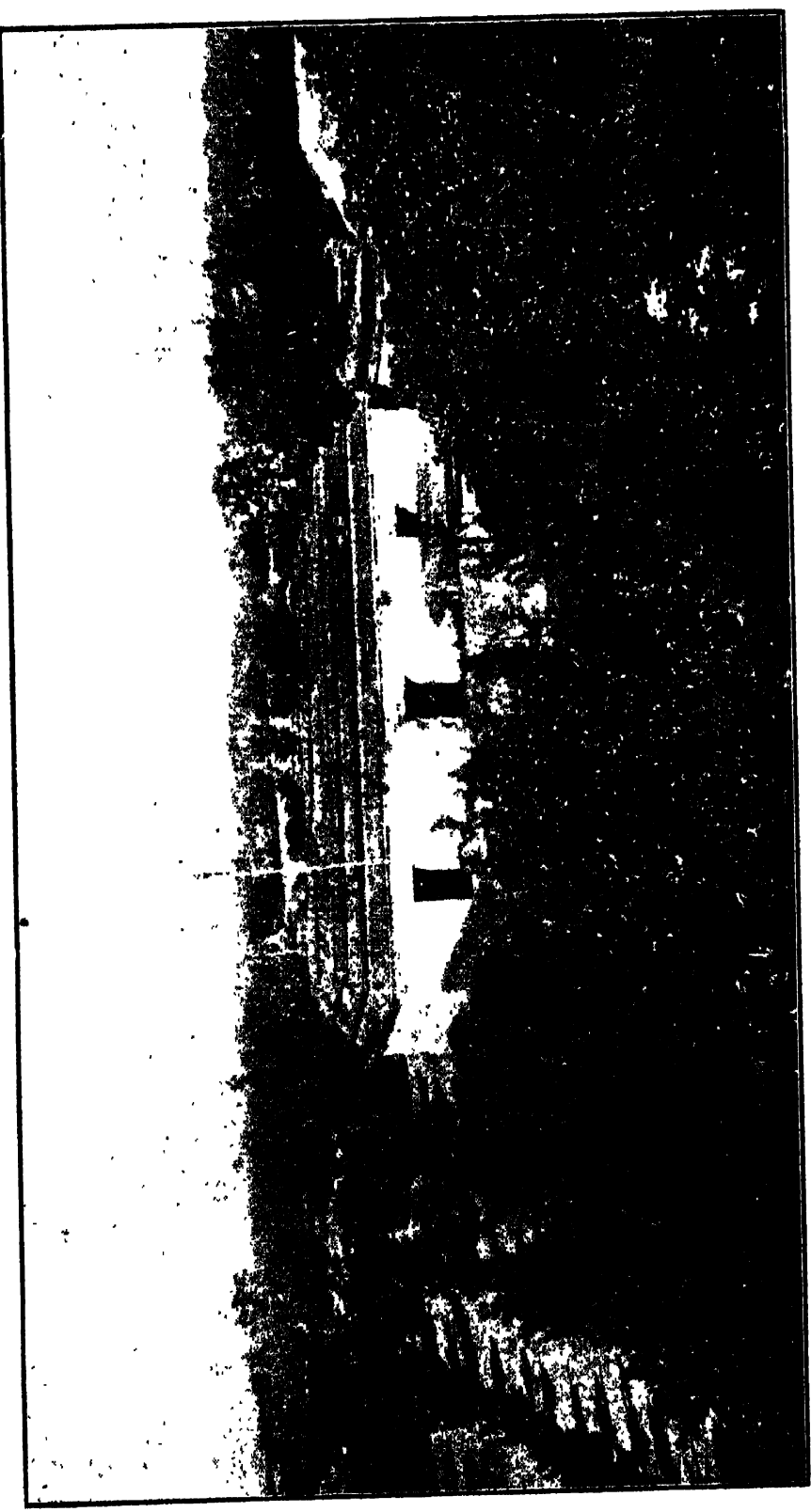
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা ॥
প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিল আসি রূপ-সনাতনে ॥
রূপগোসাঞির সভায় করে ভাগবতপঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তার মন ॥
অশ্রু কম্প গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠ রোধে বাষ্প, না পারে পড়িতে ॥
পিকস্বর কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে ॥
গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবিন্দ যাঁর প্রাণধন ॥
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল।
বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল ॥
গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে, না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায় ॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে ॥
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মরণের কালে।
প্রসাদ-কড়ার সহ বান্ধিলেক গলে ॥
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেম অনর্গল।
এইত কহিল তাতে চৈতন্যের কৃপাফল ॥
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন-আগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গানশ্রবণ ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-মহাফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল ॥
যে এই সকল কথা শুনে শ্রদ্ধা করি।
তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন দেন গৌরহরি ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-বৃন্দাবনগমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

১ শ্লোক।

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥

টীকা।—গৌরাঙ্গঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া যদ্‌যৎ ব্যধত্ত, অধুনা তল্লেশঃ কথ্যতে ॥

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজন্য ভ্রান্তি-নিবন্ধন গৌরাঙ্গ মনে, দেহে ও বুদ্ধিতে যে সমস্ত ভাবচেষ্টাদি প্রকটন করিয়াছিলেন, অধুনা গ্রন্থশেষাংশে তাহারই কিছু কিছু বর্ণনা হইতেছে।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণপ্রাণ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌর প্রিয়তম ॥
জয় স্বরূপ-শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ, করি যেন চৈতন্য বর্ণন ॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর ॥
বুঝিতে না পারি যাহা, বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥
স্বরূপগোসাঞি আর রঘুনাথদাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলাপ্রকাশ ॥
সে কালে এ দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহে দূর দেশে ॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্য করে কড়চাগ্রন্থন ॥
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার ॥

তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন।
হইবে ভাবের জ্ঞান পাইবে প্রেমধন॥
কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
উদ্ধবদর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥

২ শ্লোক

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবে ১৩৭ শ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যম্।—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।
উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥

টীকা।—কামপি অনির্ব্বচনীয়াং গতিং উপেয়ুষঃ এতস্য মোহনাখ্যস্য ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী বিব্যোন্মাদ ইতি ঈর্য্যতে উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাঃ বহবঃ তদ্ভেদাঃ মতাঃ কথিতাঃ॥

অনুবাদ।—যদি অধিরূঢ় মহাভাবের মোহনাখ্য ভাব কোনরূপ অতুলনীয় দশা প্রাপ্ত হয়, তবে ভ্রান্তিময়ী বৈচিত্রী জন্মায়; তাহারই নাম দিব্যোন্মাদ। উদ্ঘূর্ণা চিত্র-জল্পাদি ইহার আবার বহুবিধ ভেদ আছে।

এক দিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে দেখিল স্বপন॥
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর দেহ মুরলীবদন।
পীতাম্বর বনমালা মদন-মোহন॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান হৈলা॥
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে স্বপ্ন-জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা॥
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন।
কালে যাই কৈল জগন্নাথ-দরশন॥
যাবৎ কাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে॥
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া॥
দেখিয়া গোবিন্দ অস্তেব্যস্তে সেই স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥
"আদিবশ্যা! এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন॥
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ-দরশন॥
অস্তেব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিলা।
মহাপ্রভুকে দেখি তাঁর চরণ বন্দিলা॥
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয়॥
পূর্ব্বে আমি যবে কৈল জগন্নাথ-দরশন।
জগন্নাথ দেখি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
স্বপ্নের দরশনাবেশে তদ্রূপ হইল মন।
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলীবদন॥
এবে যদি স্ত্রীকে দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল॥
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ ঐছে হৈল মন।
"কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাম, কাঁহা বৃন্দাবন॥"

প্রাপ্তরত্ন হারাইল ঐছে ব্যগ্র হৈলা।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা॥
ভূমির উপর বসি নিজ নখে ভূমি লিখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছুই না দেখে॥
পাইনু বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কাঁহা মুঞি আইনু॥"
স্বপ্নাবেশে প্রেমে কভু গর গর মন।*
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইনু ধন॥
উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান-নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজনকৃত্য॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দ লইয়া।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া॥ †

৩ শ্লোক।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকঃ।—

প্রাপ্তপ্রনষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা,
যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে,
বৃন্দাবনং স্বেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ॥

টীকা।—মে মম আত্মা গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকঃ গৃহীতযোগিধর্ম্মকঃ সন্ বৃন্দাবনং যযৌ। আত্মা কিম্ভূতঃ?—প্রাপ্তপ্রনষ্টাচ্যুতবিত্তঃ প্রাপ্তঃ সন্ প্রনষ্টঃ অচ্যুত এব বিত্তং ধনং যেন সঃ। পুনঃ কীদৃশঃ?—বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ বিষাদেন কৃষ্ণবিচ্ছেদেন হেতুনা উজ্ঝিতঃ পরিত্যক্তঃ দেহ এব গেহঃ যেন সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—স্বেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ স্বস্য স্বকীয়স্য ইন্দ্রিয়াণ্যেব শিষ্যবৃন্দং যস্য সঃ॥

অনুবাদ—শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপ-রামানন্দকে কহিলেন, মদীয় আত্মা কৃষ্ণরূপ নিধি হারাইয়া দেহরূপ গেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যোগিধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বৃন্দারণ্যে প্রয়াণ করিয়াছে।

যথারাগঃ।

প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া, তার গুণ স্মরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হা হা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল, হইল চপল॥
শুন বান্ধব! কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণলীলামণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি, তৃষ্ণা-লাউথালি ধরি,
আশাঝুলি কান্ধের উপর॥
চিন্তা-কান্থা উড়ি গায়,
ধূলি বিভূতি-মলিন কায়,
'হা হা কৃষ্ণ' প্রলাপ-উত্তর।
উদ্বেগ-দ্বাদশ হাতে,
লোভের ঝুলনি নিল মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর॥
ব্যাস-শুকাদি যোগিগণ, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, 'মহা বাউল' নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিনু গমন।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয়ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষলতা গৃহস্থ-আশ্রমে।

* গর গর—বিহ্বল, আনন্দপূর্ণ।
† উঘাড়িয়া—প্রকাশ করিয়া।

তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে ॥
কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস, গন্ধ-শব্দ-পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সবার গ্রাসশেষে,
আনি পঞ্চেন্দ্রিয়-শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥
শূন্য-কুঞ্জমণ্ডপ-কোণে,
যোগাভ্যাস কৃষ্ণ-ধ্যানে,
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥
মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেলা পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর-আলয় ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥

৪ শ্লোক।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদ কথনে পঞ্চষষ্টি-শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং —

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ ॥

টীকা।—অত্র দশদশাঃ উক্তাঃ। তদ্বিবৃতিমাহ যথা—চিন্তা, ইষ্টলাভার্থচিন্তনং; জাগরোদ্বেগৌ জাগরঃ জাগরণং উদ্বেগঃ ব্যাকুলত্বং; তানবং তনুতা; মলিনাঙ্গতা; প্রলাপঃ; ব্যাধিঃ; উন্মাদঃ; মোহঃ; মৃত্যুঃ স্পন্দনশূন্যতা ॥

অনুবাদ—ইষ্টলাভার্থ চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুতা, অঙ্গমালিন্য, অসম্বদ্ধভাষণ, রোগ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও স্পন্দনরাহিত্য এই দশটীকেই দশ দশা বলা যায়।

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে।
কভু কোন দশা উঠে, স্থির নহে মনে ॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দরায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥
স্বরূপগোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান।
দুই জনে কিছু কৈল প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ॥
এইমত অর্দ্ধ রাত্রি কৈল নির্যাপন।
ভিতরপ্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন ॥
রামানন্দরায় তবে গেলা নিজ ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ দুই শুইলেন বহির্দ্বারে ॥
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ॥
প্রভুর শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কপাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেয়া আছে, প্রভু নাহি ঘরে ॥
চিন্তিত হইল সবে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু চাহি বুলে সবে ব্যাকুল হইয়া ॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিশায় আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্যগোসাঞি ॥
দেখি স্বরূপগোসাঞি-আদি আনন্দিত হইলা।
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা ॥
প্রভু পড়ি আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥
একেক হস্ত-পাদ দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম আছে মাত্র তাত ॥
হস্ত পদ গ্রীব কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥
চর্ম্মমাত্র উপরে, সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইল সবে প্রভুকে দেখিয়া ॥

মুখে লালাফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ ॥
স্বরূপগোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা ॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
"হরিবোল" বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা ॥
চেতন পাইতে অস্থিসন্ধি লাগিল।
পূর্ব্বপ্রায় যথাবৎ শরীর হইল ॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে-চতুর্থ শ্লোকঃ—

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ,
শ্লথৎ-শ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাকাবাণ্যা বিকলং গদ্গদবাচা,
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

টীকা।—শ্রীগৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ সন্ মাং মদয়তি আনন্দয়তি। কিং কুর্ব্বন্?—ক্বচিৎ কস্মিংশ্চিৎ কালে মিশ্রাবাসে কাশীমিশ্রস্য গৃহে ব্রজপতিসুতস্য নন্দনন্দনস্য উরুবিরহাৎ দারুণবিচ্ছেদযন্ত্রণায়াঃ হেতোঃ শ্লথৎ-শ্রীসন্ধিত্বাৎ শিথিলিতসংযোগত্বাৎ ভুজপদোঃ করচরণয়োঃ অধিকদৈর্ঘ্যং দধৎ সন্; পুনশ্চ ভূমৌ ক্ষিতৌ কাকাবাণ্যা লুঠন্ সন্; পুনরপি গদ্গদবাচা বিকলং যথা স্যাত্তথা রুদন্ সন্ ॥

অনুবাদ।—একদা কাশীমিশ্রের গৃহে প্রবলকৃষ্ণবিচ্ছেদযাতনাবশতঃ গৌরাঙ্গের দেহসন্ধিসমূহ শিথিল হওয়াতে কর-চরণ অতীব দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে তিনি "কা কা" শব্দে ধরালুণ্ঠিত হইয়া গদগদবাক্যে ও বিকলান্তঃকরণে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। আহা! অদ্যাপি সেই ছবি মদীয় হৃদয়-কন্দরে আবির্ভূত হইয়া আমাকে নিরতিশয় আনন্দিত করিতেছে।

সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
"কাঁহা কর কি" এই স্বরূপে পুছিল ॥
স্বরূপ কহে "উঠ প্রভু, চল নিজ ঘরে।
তথাই তোমারে সব করিব গোচরে ॥"
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেল।
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিল ॥
শুনি মহাপ্রভুর বড় হৈল চমৎকার।
প্রভু কহে "কিছু স্মৃতি নাহিক আমার ॥
সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্ধান ॥"
হেনকালে জগন্নাথের পানিশঙ্খ বাজিল।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেল ॥
এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥
লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিচূড়ামণি ॥
শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥
রঘুনাথদাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ॥
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
চটকপর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে ॥
গোবর্দ্ধনে শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বতদিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো,
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।

মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ,
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥*

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে ॥
ফুকার পড়িল, মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাঁহা ছিল, সেই উঠিয়া ধাইল ॥
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিতগদাধর।
রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিতশঙ্কর ॥
পুরীভারতী গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে
ভগবানাচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে ॥
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হৈল, চলিতে নাহি শক্তি।
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্বপ্রকার ॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার ॥
দুই নেত্র বহি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গাযমুনা-ধার ॥
বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রতরঙ্গ ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িল।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইল ॥
করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্বাস লঞা করে অঙ্গসংবীজন ॥
স্বরূপাদিগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা ॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিকবিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার ॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গসম্মার্জ্জনে ॥
এই মত বহু বার কীর্ত্তন করিতে।
"হরিবোল" বলি প্রভু উঠে আচম্বিতে ॥

আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি ॥
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চায়, তাহা দেখিতে না পায় ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধ বাহ্য হৈল।
স্বরূপ গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল ॥
"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইঁহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥
ইঁহা হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধনচারণে ॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর রূপভাব সখি! বর্ণিতে না জানি ॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে ॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হইতে ধরি মোরে ইঁহা লঞা আইলা ॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে ॥"
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ॥
হেনকালে আইল পুরীভারতী দুইজন।
দোঁহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ॥
নিপটবাহ্য হইলে প্রভু দুহাঁকে বন্দিলা।
মহাপ্রভুকে দুইজন আলিঙ্গন কৈলা ॥
প্রভু কহে "দুঁহে কেন আইলা এত দূরে।"
পুরীগোসাঞি কহে "তোমার নৃত্য দেখিবারে।"
লজ্জিত হইল প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রঘাট আইলা সব বৈষ্ণব সনে ॥
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৩২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব।
ব্রহ্মাণ্ড কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥
চটকগিরি-গমন-লীলা রঘুনাথদাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥

৭ শ্লোক।

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরস্তবকল্পবৃক্ষে অষ্টম শ্লোকে শ্রীরঘুনাথদাসবাক্যং।—

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং
লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

টীকা।—নীলাদ্রেঃ সমীপে চটকগিরিরাজস্য কলনা অবলোকনাদ্ধেতোঃ গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং দ্রষ্টুং ইতঃ ব্রজন্ অস্মি, ইত্যুক্ত্বা যো গৌরাঙ্গঃ প্রমদ ইব ধাবন্ সন্ স্বৈঃ গণৈঃ ভক্তবর্গৈঃ পশ্চাৎ অবধৃতঃ, অয়ে বিস্ময়ে, সঃ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ সন্ মাং মদয়তি ॥

অনুবাদ।—নীলাচলের নিকটস্থ চটকপর্ব্বত দেখিয়া "আমি এস্থান হইতে বৃন্দাবনগোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরি দর্শনে গমন করি" বলিয়া যে গৌরাঙ্গ উন্মাদবৎ প্রধাবিত হইলে তদীয় ভক্তগণ ধৃত করিয়াছিলেন, আহা! সেই গৌরাঙ্গদেব মদীয় হৃদয়ে সমুদিত হইয়া আমাকে নিরতিশয় আনন্দে উন্মত্ত করিতেছেন।

এবে প্রভু যত কৈল অলৌকিক লীলা।
কে বুঝিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা ॥
সংক্ষেপ করিয়া করি দিক্‌দরশন।
ইহা যেই শুনে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরিগমনরূপদিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥

টীকা।—দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ কৃষ্ণভাবরূপ-জলধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥

অনুবাদ।—শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ কৃষ্ণভাবরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন ও ভাসমান হইয়া ভূরি পরিমাণে প্রেমমর্য্যাদা প্রদর্শন করিলেন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দকলেবর ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্যপ্রিয়তম।
জয় জয় শ্রীনিবাস-আদি ভক্তগণ ॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রিদিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি রহে কৃষ্ণভাবাবেশে ॥
কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি, তিন রীতে প্রভুর স্থিতি ॥
স্নান দর্শন ভোজন দেহস্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥
একদিন করে প্রভু জগন্নাথদরশন।
জগন্নাথ দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥
এক মন পঞ্চ দিকে পঞ্চগুণে টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হইল আগেয়ানে ॥
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আসিল ॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠার কারণ ॥
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দুঁহাকে করিয়া বিলাপ ॥

২ শ্লোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে তৃতীয়শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং।—

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎপীযূষরম্যাধরঃ,
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥

টীকা।—হে আলি! হে সখি! সঃ শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বলাৎ মে মম পঞ্চেন্দ্রিয়াণি কর্ষতি। সঃ কিম্ভূতঃ?—সৌন্দর্য্যামৃত-সিন্ধু-ভঙ্গ-ললনাচিত্তাদ্রিসং—প্লাবকঃ সৌন্দর্য্যমেব অমৃত-সিন্ধুঃ তস্য ভঙ্গঃ তরঙ্গঃ তেন ললনানাং চিত্তমেব অদ্রিং সংপ্লাবয়িতুং শীলং যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কর্ণং আনন্দয়িতুং শীলং যস্য তৎ তেন নর্ম্মেণ, স্মিতেন সহ রম্যং বচনং যস্য সঃ। পুনঃ কীদৃশঃ?—কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ কোটীন্দু-তুল্যং কোটিচন্দ্রসদৃশং শীতল অঙ্গং যস্য সঃ। পুনঃ কীদৃশং?—সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ সৌরভ্যমেব অমৃতসংপ্লবঃ সুধাসাগরস্তেন আবৃতং জগৎ যেন সঃ। পুনঃ কীদৃশঃ?—পীযূষরম্যাধরঃ পীযূষবৎ অমৃতবৎ রম্যঃ মনোহরঃ অধরো যস্য সঃ ॥

অনুবাদ।—সৌন্দর্য্যরূপ সুধাসিন্ধুর তরঙ্গ-প্রহারে অবলাগণের চিত্তরূপ পর্ব্বতকে প্লাবিত করিয়া, পস্মিত মধুর বাক্যে শ্রবণদ্বয়ের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া, কোটিশশীর তুল্য শীতল অঙ্গ বিন্যাস করিয়া, সৌগন্ধের সুধাপ্রবাহে বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া এবং অমৃতবৎ অধরশোভা বিস্তার করিয়া গোপরাজনন্দন মদীয় ইন্দ্রিয়-পঞ্চককে সবলে আকর্ষণ করিতেছেন।

যথারাগঃ।

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ্য অধররস
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভে পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পঞ্চ পাঁচদিকে ধায় ॥
সখি হে! শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা লম্পট দস্যুগণ
সবে করে হরে পরধন ॥ ধ্রু ॥
এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে যায়।
এক কালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এ দুঃখ সহন না যায় ॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ,
ইহা সবার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে,
গেল পাঁচের পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥

কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু,
একবিন্দু জগত ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি,
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥
কৃষ্ণের বচনমাধুরী, নানারস-নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কহনে না যায়।
জগতের নারীর কাণে,
মাধুরীগুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণমন॥
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ-মদহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন।
জগতনারীর নাসা, তার ভিতর পাতে বাসা,
নারীগণের করে আকর্ষণ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন।
অন্যত্রে ছাড়ায় লোভ,
না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন॥"
এত কহি গৌরহরি, দুই জনার কণ্ঠে ধরি,
কহে "শুন স্বরূপ রামরায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায়॥"
এইমত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে॥
সেই দুই জন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোকপঠন॥
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥
এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাঁহা দেখিল আচম্বিতে॥
বৃন্দাবনভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্ধান কৈল।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বলে যথাতথা॥

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৯)—

চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জম্ব্বর্ক-
বিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভাবকা যমুনোপকূলাঃ,
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥

টীকা।—হে চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্ব্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাস্ত! যে অন্যে পার্থভাবকাঃ যমুনোপকূলাঃ যমুনাতীরবর্ত্তিনঃ, তে ভবন্তঃ রহিতাত্মনাং শূন্যচিত্তানাং নঃ অস্মাকং কৃষ্ণপদবীং শংসন্তু নির্দ্দিশন্তু॥

অনুবাদ।—হে চূত! হে প্রিয়াল! হে পনস! হে অসন! হে কোবিদার! হে জম্বু! হে অর্ক! হে বিল্ব! হে বকুল! হে আম্র! হে কদম্ব! হে নীপ! হে অন্যান্য তরুগণ! তোমরা যমুনাতীরে অবস্থিতি করিতেছ; পরিহিতসাধনার্থই তোমাদিগের উদ্ভব, আমরা কৃষ্ণবিচ্ছেদবশতঃ আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। কৃষ্ণ কোন্ পথে গমন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দেও।

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৭)

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥

টীকা।—হে কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে তুলসি! অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রৎ তব অতিপ্রিয়ঃ অচ্যুতঃ ক্বচিৎ কিং দৃষ্টঃ?

অনুবাদ। হে কল্যাণি গোবিন্দপদ-প্রিয়ে তুলসী! ভগবান্ কৃষ্ণ ভ্রমরগণের সহিত তোমাকে ধারণ করেন, তুমি তদীয় সেই প্রিয়তমকে কি নেত্রগোচর করিয়াছ?

৫ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৮) মালত্যাদীন্ প্রতি গোপীবাক্যং।—

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥

টীকা।—হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! কচ্চিৎ বঃ যুষ্মাকং মাধবঃ অদর্শি দৃষ্টঃ? করস্পর্শেন বঃ প্রীতিং তুষ্টিং জনয়ন্ সন্ সঃ যাতঃ কিং?

অনুবাদ।—হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! তোমাদিগের মাধবকে কি তোমরা নয়নগোচর করিয়াছ? তিনি কি হস্তস্পর্শ দ্বারা তোমাদিগের সন্তোষ সাধনপূর্ব্বক এই পথে গমন করিয়াছেন?

আম্র পনস পিয়াল জম্বু কোবিদার।
তীর্থবাসী সবে কর পর-উপকার॥
কৃষ্ণ তোমার ইঁহা আইলা, পাইলা দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান।
"এই সব পুরুষ জাতি কৃষ্ণের সখার সমান॥
এ কেন কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়।
এ স্ত্রীজাতি লতা আমার সখীপ্রায়॥
অবশ্য কহিবে পাঞাছে কৃষ্ণের দর্শনে।"
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদি গণে॥
"তুলসি মালতি যূথি মাধবি মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে॥
তুমি সব হও আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ॥"
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে।
"এই কৃষ্ণদাসী ভয়ে না কহে আমারে॥
আগে মৃগগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা।
তার মুখ দেখি পুছেন নির্ণয় করিয়া॥

৬ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।১১)

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্
দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ,
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥

টীকা।—হে সখি এণপত্নি! হরিণদয়িতে! অচ্যুতঃ মাধবঃ প্রিয়য়া প্রধানগোপিকয়া সহ গাত্রৈঃ বঃ যুষ্মাকং দৃশাং চক্ষুষাং সুনির্বৃতিং সন্তুষ্টিং তন্বন্ বিস্তারয়ন্ সন্ ইহ স্থানে উপগতঃ অপি কিং? যতঃ কুলপতেঃ হরেঃ কুন্দস্রজঃ কুন্দকুসুমৈঃ গ্রথিতমালায়াঃ গন্ধঃ ইহ অস্মিন্ স্থানে বাতি। কুন্দস্রজঃ কিম্ভূতায়াঃ?—কান্তাঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ॥

অনুবাদ।—হে সখি হরিণদয়িতে! মাধব নিজ প্রিয়তমার সহিত এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক তদীয় শোভনাঙ্গ দেখাইয়া তোমাদিগের কি নেত্ররঞ্জন করিয়াছিলেন? কেন না, অচ্যুতের কুন্দকুসুমমালা তাঁহার প্রিয়ার বক্ষঃস্থলসঙ্গ বশতঃ কুচকুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত হইয়া যে গন্ধ বিস্তার করিয়াছিল, সেই গন্ধ এই স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

"কহ মৃগি ! রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা ? নাহিক অন্যথা ॥
রাধার প্রিয় সখী আমরা, নহি বহিরঙ্গ।
দূরে হৈতে জানি তাঁর যৈছে অঙ্গগন্ধ ॥
রাধা-অঙ্গ-সঙ্গে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত।
কৃষ্ণ কুন্দমালাগন্ধে বায়ু সুবাসিত ॥
কৃষ্ণ ইঁহা ছাড়ি গেলা, ইঁহ বিরহিণী।"
কিবা উত্তর দিবে এই? না শুনে কাহিনী ॥
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফলভরে।
শাখা বড় পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে ॥
"কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার।"
কৃষ্ণ-গমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥

৭ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।১২)

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো,
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং,
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥

টীকা।—হে তরবঃ! হে পাদপাঃ! রামানুজঃ মাধবঃ গৃহীতপদ্মঃ, তথা প্রিয়াংসে প্রিয়তমাস্কন্ধে বাহুং উপধায় সংস্থাপ্য মদান্ধৈঃ তুলসিকালিকুলৈঃ অন্বীয়মানঃ ইহ চরন্ সন্ বঃ যুষ্মাকং প্রণামং প্রণয়াবলোকৈঃ কিং ন অভিনন্দতি ?

অনুবাদ।—হে তরুগণ! বলদেবানুজ হরি প্রিয়তমার স্কন্ধদেশে বামবাহু রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে লীলাপদ্ম ধরিয়া, তুলসী-সৌরভে মত্ত অলিপুঞ্জ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া এই স্থানে বিহার করিতে করিতে প্রেমগর্ভলোচনে তোমাদিগের প্রণতি কি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ?

"প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্যচিত্তে ॥
তোমার প্রণাম কি করিয়াছ অবধান ?।
কিবা নাহি করে ? কহ বচন প্রমাণ।
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে এই ? নাহিক সম্বিত ॥"
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে, তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥
কোটি-মন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগৎ-নেত্র-মন ॥
সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা পাঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ-আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥
পূর্ব্ববৎ সবে মিলি করাইল চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন ॥
"কাঁহা গেলা কৃষ্ণ, এখনি পাইনু দরশন।
যাঁহার সৌন্দর্য্যে হরিল নেত্র-মন ॥
পুনঃ কেন না দেখিয়ে মুরলীবদন।
তাঁহার দর্শনলোভে ভ্রময়ে নয়ন ॥"
বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ॥

৮ শ্লোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৪) বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকা-বাক্যম্।—

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ,
সুচিত্রমুরলীস্ফুরৎশারদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাং ॥

টীকা।—হে সখি বিশাখে! সঃ মদন-মোহনঃ মে মম নেত্রস্পৃহাং লোচনানন্দং তনোতি। সঃ কিম্ভূতঃ ? – নবাম্বুদল-সদ্দ্যুতিঃ নবনীরদানাং লসন্তী অঙ্গকান্তি-

র্যস্য সঃ। পুনঃ কীদৃশঃ?—নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ নববিদ্যুদ্বৎ শোভনাম্বরঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—সুচিত্রমুরলীমুখঃ রত্নালঙ্কৃত-বংশীবদনঃ! পুনঃ কীদৃশঃ?—শারদমন্দচন্দ্রাননঃ শারদীয়পূর্ণশশধরবৎ শোভনমুখঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ?—ময়ূরদলভূষিতঃ ময়ূরবর্হৈঃ শোভিতঃ। পুনঃ কীদৃশঃ?—সুভগতারহারপ্রভঃ সুন্দরমুক্তাদিগঠিতহারপ্রভঃ॥

অনুবাদ।—হে সখি বিশাখে! মদনমোহন কৃষ্ণ অদ্য মদীয় নেত্রের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছেন। নবনীরদপ্রভায় তদীয় অঙ্গকান্তি দীপ্যমান; তদীয় পীতবসন নবতড়িদ্বৎ মনোহর; রত্ননির্ম্মিত বংশী তদীয় বদনদেশে বিরাজ করিতেছে; তদীয় আননপদ্ম শরদীয় পূর্ণচন্দ্রমাবৎ স্নিগ্ধ; মস্তকদেশ ময়ূরবর্হে সমলঙ্কৃত এবং মনোহর মুক্তাহারের দীপ্তিতে তাঁহার বক্ষঃপ্রদেশ সমুদ্ভাসিত হইতেছে।

"নবঘনস্নিগ্ধ বর্ণ দবিতাঞ্জন-চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমানগণ, হরে সবার নেত্র-মন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥
কহ সখি! কি উপায় করি।
কৃতাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥ ধ্রু॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখি-পাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য- জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয়॥
লীলামৃত-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিলা।
দুর্দৈব ঝঞ্ঝাপবনে, মেঘ নিল অন্য স্থানে,
মরে চাতক, পিতে না পাইল॥
পুনঃ কহে, "হায় হায়, পড় পড় রামরায়,
কহে প্রভু গদ্গদ আখ্যানে।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ-শোক,
আপনে প্রভু করেন ব্যাখানে॥

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৯)।

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য,
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ।*

যথারাগঃ।

কৃষ্ণ জিতি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ,
তাতে অধর-মধুরস্মিত-চার।
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি লাজ পতি ঘর দ্বার॥
বান্ধব! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার॥ ধ্রু॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকরকুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত-কটাক্ষ-বাণে, তা সবার হৃদয়ে হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার,
লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মন বক্ষ,
হরিদাসী করিবারে দক্ষ॥

* ইহার টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি ৪১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সুললিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণের ভুজযুগল,
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্পকায়।
দুই শৈল-ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষজ্বালায় ॥
কৃষ্ণ-করপদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
জিনি কর্পূর-বেণামূল-চন্দন।
একেবারে যারে স্পর্শে, স্মর-জ্বালা-বিষ নাশে
যার স্পর্শে লুব্ধ নারীমন ॥"
এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
দুই অর্থে পড়ে এক শ্লোক।
এই শ্লোক পাইয়া রাধা,
বিশাখাকে কহে বাধা,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥

১০ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৮।৭) —

হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততিহারিবক্ষঃস্থলঃ,
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাং ॥

টীকা —হে সখি! সঃ মদনমোহনঃ নন্দসুতঃ মে মম বক্ষঃস্পৃহাং তনোতি বিস্তারয়তি। সঃ কীদৃশঃ?—হরিন্মণি-কবাটিকাপ্রততিহারিবক্ষঃস্থলঃ হরিন্মণিভিঃ ইন্দ্রনীলমণিভিঃ নির্ম্মিতায়াঃ কবাটিকায়াঃ যা প্রততিঃ বিস্তৃতিঃ তাং হর্ত্তুং শীলং যস্য তৎসদৃশং বক্ষঃস্থলং যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহারি-দোরর্গলঃ স্মরার্ত্তানাং মদনাতুরাণাং তরুণীনাং নবযৌবনসম্পন্নানাং মনসাং কলুষং হর্ত্তুং শীলং যস্য তদ্বৎ দোরেব বাহু-দ্বয়মেব অর্গলং যস্য সঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ? —সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ সুধাংশুঃ শশাঙ্ককিরণং হরিচন্দনং স্নিগ্ধ-চন্দনভেদঃ উৎপলং নীলকমলং সিতাভ্রঃ কর্পূরঃ এভ্যঃ শীতঃ অঙ্গো যস্য সঃ ॥

অনুবাদ।—হে সখি! মদনমোহন কৃষ্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করাইবার জন্য মদীয় বক্ষঃস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন। অহো! তদীয় বক্ষঃপ্রদেশ মরকত মণি-নির্ম্মিত কবাটিকার বিস্তৃতিকেও নিন্দিত করিয়াছে; বাহুরূপ অর্গল কামাতুর সুন্দরীগণকে আবদ্ধ করতঃ তাহাদিগের যাতনাদি বিনাশে সুনিপুণ; শশাঙ্করশ্মি, হরিচন্দন, নীলপদ্ম ও কর্পূর অপেক্ষাও তদীয় অঙ্গ সুস্নিগ্ধ।

প্রভু কহে "কৃষ্ণ মুঞি এখনি দেখিনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রয় এক স্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে ॥"

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৪৮)—

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥

টীকা —তাসাং গোপীনাং সৌভগমদং তৎ মানঞ্চ বীক্ষ্য কেশবঃ গর্ব্বং প্রতি প্রশমায় মানং প্রতি প্রসাদায় তত্রৈব অন্তরধীয়ত ॥

অনুবাদ।—সেই গোপিকাগণের সৌভাগ্যজন্য গর্ব্ব ও ঐ মান দর্শনে গর্ব্ব প্রশমনার্থ ও সেই গোপীগণের প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শনার্থ সর্ব্বশক্তিময় কেশব সেই স্থলেই তিরোহিত হইলেন।

স্বরূপগোসাঞিকে কহে "গাহ এক গীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয় ত সম্বিত ॥"
স্বরূপগোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা ॥

১২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে (২।৩)—

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসং॥

টীকা।—হে সখি! ইহ রাসে মম মনঃ হরিং স্মরতি। হরিং কিম্ভূতং?—বিহিত-বিলাসং বিরচিতরসকৌতুকং। পুনঃ কিম্ভূতং?—কৃতপরিহাসঃ॥

অনুবাদ।—হে সখি! যিনি বৃন্দাবন-পুলিনে মহারাসোৎসবকালে নানারূপ রস কৌতুক ও পরিহাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অদ্য মদীয় চিত্ত সেই হরিকে স্মরণ করিতেছে।

স্বরূপগোসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল॥
ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য।
ভাবে ভাবে মহা যুদ্ধ, সবার প্রাবল্য॥
সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে, বাঢ়য়ে নর্ত্তন॥
এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি পদ কৈল সমাপন॥
'বোল বোল' বলি প্রভু কহে বারবার।
না গায় স্বরূপগোসাঞি শ্রম দেখি তাঁর॥
'বোল বোল' প্রভু বোলে, ভক্তগণ শুনি।
চৌদিকেতে সবে মিলি করে হরিধ্বনি॥
রামানন্দরায় তবে প্রভুকে বসাইল।
ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল॥
প্রভু লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুনঃ লঞা আইলা ঘরে॥
ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ-আদি সবে গেলা নিজ স্থান॥

এই ত কহিল প্রভুর উদ্যানবিহার।
বৃন্দাবনভ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার॥
প্রলাপসহিত এই উন্মাদবর্ণন।
শ্রীরূপগোসাঞি ইহা করিয়াছে লিখন॥

১৩ শ্লোক।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্তবে ষষ্ঠ-শ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যং।

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া,
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥

টীকা।—যঃ পয়োরাশেঃ সাগরস্য তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া মুহুঃ পুনঃ পুনঃ বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ অভূৎ, ক্বচিৎ কদা বা কৃষ্ণবৃত্তিপ্রচলরসনঃ কৃষ্ণ-নামোচ্চারেণ চঞ্চলরসনঃ অভূৎ, ভক্তি-রসিকশ্চ অভূৎ, সঃ চৈতন্যঃ মে মম দৃশোঃ চক্ষুষোঃ পদং পুনরপি যাস্যতি কিং?

অনুবাদ।—সাগরোপকূলে উপবনরাজি দেখিয়া বৃন্দাবনস্মৃতি হওয়ায় যিনি পুনঃ পুনঃ প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সময়ে সময়ে কৃষ্ণনামোচ্চারণে যাঁহার জিহ্বা চপল হইত, যিনি ভক্তিতত্ত্বের গূঢ়রস আস্বাদন করিয়াছিলেন, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় মদীয় নেত্রপথের পথিক হইবেন?

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ১৫॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃতভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষাম-
শিক্ষয়ৎ ॥

টীকা।—হি নিশ্চিতং যঃ কৃতভাবামৃতং আস্বাদ্য ভক্তান্ আস্বাদয়ন্ সন্ তান্ প্রেম-দীক্ষাং অশিক্ষয়ৎ উপদিদেশ, অহং তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে ॥

অনুবাদ।—যিনি নিজে কৃতভাবসুধা আস্বাদনপূর্ব্বক ভক্তকুলকে আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে প্রেমদীক্ষা উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত মহাপ্রভু রহে নীলাচলে।
ভক্তগণসঙ্গে সদা প্রেমবিহ্বলে ॥
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুরে মিলন ॥
তাঁ সবার সঙ্গে প্রভুর চিত্তবাহ্য হৈল।
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল ॥
তাঁ সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তিঁহ নাহি জানে আন ॥
মহাভাগবত তিঁহ সরল উদার।
কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥
কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায়।
'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' কহি পাশক চালায় ॥
রঘুনাথদাসের তিঁহ হয় জ্ঞাতি খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহ হৈলা বুড়া ॥
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহ করিলা ভোজন ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায় ॥
তাঁর ঠাঞি শেষপাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহাও না পান যবে, রহেন লুকাইয়া ॥
ভোজন করিয়া পাত্র ফেলাইয়া যায়।
লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায় ॥
শূদ্র-বৈষ্ণবের ঘর যায় ভেট লঞা।
এইমত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া ॥
ভূমিমালিজাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তাঁর নাম।
আম্রফল লঞা তেঁহো গেল তাঁর স্থান ॥
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
তাঁর পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল ॥
পত্নীসহিতে তেঁহো আছেন বসিয়া।
বহুত সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া ॥
ইষ্টগোষ্ঠী কথোক্ষণ করি তাঁর সনে।
ঝড়ু ঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে ॥
"আমি নীচ জাতি, তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিব তোমার সেবন ॥
আজ্ঞা দেহ, ব্রাহ্মণঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও, তবে আমি জীয়ে ॥"
কালিদাস কহে "ঠাকুর! কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইনু মুঞি পতিত
পামরে।
পবিত্র হইনু মুঞি, পাইনু দর্শন।
কৃতার্থ হইনু, মোর সফল জীবন ॥
এক বাঞ্ছা হয়, যদি কৃপা করি কর।
পদরজ দেহ, পাদ মোর মাথে ধর ॥"
ঠাকুর কহে "ঐছে বাত কহিতে না
জুয়ায়।
আমি নীচজাতি, তুমি সুসজ্জনরায়।"
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল।
শুনি ঝড়ু ঠাকুরের বড় সুখ হৈল ॥

২ শ্লোক।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে একনবত্যঙ্ক-ধৃতেতিহাসসমুচ্চয়োক্তং ভগবদ্বাক্যম্।—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং ॥*

৩ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং
পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ †

৪ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩৩৩।৭)—

অহোবত শ্বপচোহতো গরীয়ান্,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ,
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ‡

শুনি ঠাকুর কহে "শাস্ত্রে এই সত্য হয়।
সেই নীচ নহে, যাতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥
আমি নীচ জাতি, আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্য ঐছে হয়, আমার নাহি ঐছে শক্তি ॥
তারে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ু ঠাকুর তবে তারে অনুব্রজি আইলা ॥
তারে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইলা
তাঁহার চরণচিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িলা ॥
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিল।
তাঁর নিকট এক স্থানে লুকাঞা রহিল ॥
ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাই দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিল সকল ॥
কলার পাটুয়া খোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন, খায়েন চুষিয়া ॥
চুষি চুষি চোকা আঁটি ফেলিল পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াইয়া তাঁর পত্নী খায়েন পশ্চাতে ॥
আঁটি চোকা সেই পাটুয়া খোলাতে ভরিয়া।
বাহিরে উচ্ছিষ্টগর্ত্তে ফেলাইল লঞা ॥
সেই খোলা আঁটি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস ॥
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে ॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহা কৃপা কৈলা ॥
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভুসনে ॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
বাইশপশার তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে ॥
সেই গাড়ে করে প্রভু পাদপ্রক্ষালন।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর-দর্শন ॥
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম।
"মোর পদজল যেন না লয় কোন জন ॥"
প্রাণী মাত্র লইতে না পায় সেই জল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল ॥
এক দিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তাঁহা পাতিলেন হাতে ॥
এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিল ॥
"অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার!
এতাবৎ বাঞ্ছা পূর্ণ করিল তোমার ॥"
সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস, জানেন অন্তর ॥

* টীকা, অনুবাদ ৩২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† টীকা, অনুবাদ ৩৪৬ পৃষ্ঠায় দেখ।
‡ টীকা, অনুবাদ ২৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈল।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিল॥
বাইশপশার পাছে উত্তর দক্ষিণ দিকে।
এক নৃসিংহমূর্ত্তি আছে, উঠিতে বামভাগে॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করে নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বার বার॥

৫ শ্লোক।

তথাহি নৃসিংহপুরাণং—

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে॥

টীকা।—হে ভগবন্! তে তুভ্যং নমঃ। কিম্ভূতায় তুভ্যং?—প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে প্রহ্লাদস্য হর্ষদাত্রে। পুনঃ কীদৃশায়? —হিরণ্যকশিপোঃ বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে বক্ষোরূপপাষাণবিদারণে নখশ্রেণীবিশিষ্টায়॥

অনুবাদ।—হে প্রভো! তুমি নরসিংহরূপী। তুমি হিরণ্যকশিপুর বক্ষোরূপ পাষাণবিদারণার্থ নখপংক্তি ধারণপূর্ব্বক প্রহ্লাদের আহ্লাদবর্দ্ধন করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার করি।

৬ শ্লোক।

তথাহি নৃসিংহপুরাণং—

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো,
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো,
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥

টীকা।—ইতঃ স্থানে নৃসিংহঃ শোভতে; পরতঃ নৃসিংহঃ শোভতে। অন্তর্বহিশ্চ নৃসিংহঃ বিরাজতে। অতঃ তং আদিং নৃসিংহং শরণং প্রপদ্যে॥

অনুবাদ।—এ স্থানে, সে স্থানে, অন্তরে, বাহিরে সর্ব্বত্রই নৃসিংহদেব বিরাজিত রহিয়াছেন; অতএব আদিদেব নৃসিংহের শরণ গ্রহণ করি।

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথদরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিল ভোজন॥
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসেরে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে॥
বৈষ্ণবের শেষভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপাসীমা।
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্ত-শেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদ আখ্যান॥
ভক্তপদধূলি, আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ এই তিন মহাবল॥
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণ-প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি, শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন-সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনামপ্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে, সাক্ষী কালিদাস॥
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে।
কালিদাসে মহা কৃপা কৈল অলক্ষিতে॥
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইল।
পুরীদাস ছোটপুত্রে সঙ্গেতে আনিল॥
পুত্রে সঙ্গে লঞা তেঁহ আইলা প্রভুর স্থানে
পুত্রেরে করাইল প্রভুর চরণবন্দনে॥
"কৃষ্ণ কহ" বলি প্রভু বলে বার বার।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার॥

শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল ॥
প্রভু কহে "আমি নাম জগতে লওয়াইল।
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম করাইল ॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম করাইতে।
শুনিয়া স্বরূপগোসাঞি লাগিলা কহিতে ॥
"তুমি কৃষ্ণনামমন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশে ॥
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥"
আর দিন কহে প্রভু "পড় পুরীদাস।"
এই শ্লোক করি তিঁহ করিল প্রকাশ ॥

৬ শ্লোক।

তথাহি কর্ণপুরকৃতাচার্য্যশতকে প্রথমশ্লোক :—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো
মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥

টীকা।—হরিঃ জয়তি। কিম্ভূতঃ?—শ্রবসোঃ চক্ষুষোঃ কুবলয়ং নীলপদ্মসদৃশপ্রীতিদায়কঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—অক্ষোঃ নেত্রয়োঃ অঞ্জনং কজ্জলসমানশোভাকরঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—উরসঃ বক্ষসঃ মহেন্দ্রমণিদাম ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিতমাল্যসদৃশমোহনং। পুনশ্চ বৃন্দাবনরমণীনাং গোপিকানাং অখিলং মণ্ডনং বিভূষণং ॥

অনুবাদ।—যিনি নীলপদ্মসদৃশ চক্ষুঃপ্রীতিকর ও কজ্জলবৎ সন্তোষজনক, ইন্দ্রনীলমণিগ্রথিতমালার সদৃশ বক্ষঃশোভনকারী এবং গোপিকাকুলের সমস্ত ভূষণস্বরূপ, সেই হরি জয়যুক্ত হউন্।

সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে, লোকে চমৎকার-মন ॥
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মাদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা ॥
ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহে চারি মাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিল, সবে গেল গৌড়দেশে ॥
তাঁ সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তাঁরা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদ প্রধান ॥
রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ গন্ধ রস।
সাক্ষাদনুভবে যেন কৃষ্ণ-উপস্পর্শ।
একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথদরশনে।
সিংহদ্বারের দলই আসি করিল বন্দনে ॥
তারে বলে "কোথা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ?।
মোরে কৃষ্ণ দেখাও" বলি ধরে তার হাত ॥
সেই কহে "ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে করাও দর্শন ॥"
"তুমি মোর সখা, দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ।"
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাত ॥
সেই বলে "এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন ॥"
গরুড়ের পাছে রহি করেন দরশন।
দেখেন, জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥
এই লীলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথদাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥

৮ শ্লোক।

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যকল্পবৃক্ষে সপ্তম শ্লোকে রঘুনাথদাসবাক্যম্।

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয়
সখে!
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন
ধৃততদ্ভুজান্তর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং
মদয়তি ॥

টীকা।—হে সখে! মে মম কান্তঃ কৃষ্ণঃ ক্ব কুত্র? ইহ সময়ে ত্বং তমেব

ত্বরিতং আশু লোকয় দর্শয়। ইতি এবম্প্রকারেণ উন্মদ ইব দ্বারাধিপং দ্বাররক্ষকং অভিবদন্ সন্ প্রিয়ং দ্রষ্টুং দ্রুতং ত্বরিতং গচ্ছ আগচ্ছ ইতি তদুক্তেন ধৃততদ্ভুজান্তঃ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ সন্ মাং মদয়তি ॥

অনুবাদ।—"হে সখে! মদীয় প্রাণনাথ শ্রীহরি কোথায়? অধুনা তুমি আশু আমাকে সেই কৃষ্ণের দর্শন করাও।" এইরূপে উন্মাদবৎ দ্বারপালকে কহিলে দ্বারপাল "আশু ত্বদীয় প্রিয়তমের দর্শনে আগমন কর" বলিলে যিনি দ্বারাধিপের হস্তপ্রান্ত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গদেব মদীয় হৃদয়-মন্দিরে সমুদিত হইয়া এখনও আমাকে উন্মাদের ন্যায় করিয়া তুলিতেছেন।

হেনকালে গোপালবল্লভ-ভোগ লাগাইল।
শঙ্খ-ঘণ্টা-আদি সহ আরতি বাজিল ॥
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লঞা প্রভুর ঠাঁই কৈল আগমন ॥
মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।
আস্বাদ রহুক, যার গন্ধে মন মাতে ॥
বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম।
তার অল্প খাওয়াইতে করিল যতন ॥
তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিল।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল ॥
কোটি-অমৃত-স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
"এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাঁহা হৈতে আইল।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল ॥"
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথের সেবক দেখি সংবরণ কৈল ॥
"সুকৃতিলভ্য ফেলামৃত" বলে বার বার।
ঈশ্বর-সেবক পুছে "প্রভু! কি অর্থ ইহার ॥"
প্রভু কহে "এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ এই, নিন্দয়ে অমৃত ॥
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ, তার ফেলা নাম।
তার এক লব পায়, সেই ভাগ্যবান্ ॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্ত নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা, সেই তাহা পায় ॥
'সুকৃতি' শব্দে কহে কৃষ্ণ-কৃপা-হেতু পুণ্য।
সেই যার হয়, ফেলা পায়, সেই ধন্য ॥"
এত বলি প্রভু তা সবারে বিদায় দিলা।
উপলভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষানির্ব্বাহণ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ ॥
বাহ্যে কৃত্য করে, প্রেমে গরগর মন।
কষ্টে সংবরণ করে আবেশ সঘন ॥
সন্ধ্যাকৃত্য করি পুনঃ নিজগণসঙ্গে।
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা।
পুরীভারতীকে প্রভু কিছু পাঠাইলা ॥
রামানন্দ-সার্ব্বভৌম-স্বরূপাদি গণ।
সবাকে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন ॥
প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্মিত হৈল মন ॥
প্রভু কহে "এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাইচ লঙ্গ গব্য।
রসবাস গুড়ত্বক্-আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব ॥
এত দ্রব্যে এত আস্বাদ গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত ॥
আস্বাদ দূরে রহুক, গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ ॥

তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধরস্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদ, অন্যবিস্মরণ।
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥
অনেক সুকৃতে ইহার হঞাছে সম্প্রাপ্তি।
সবে এই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি ॥”
হরিধ্বনি করি সবে কৈল আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দরায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

৯ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৪)—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং,
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং,
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতং ॥

টীকা।—হে বীর! তে তব অধরামৃতং নঃ অস্মভ্যম্ বিতর। কিম্ভূতম্?—সুরতবর্দ্ধনং রমণীলীলাদিবর্দ্ধনং। পুনঃ কীদৃশং?—শোকনাশনং। পুনঃ কথম্ভূতং?—স্বরিতবেণুনা নাদিতবেণুনা সুষ্ঠু মনোহরং যথা স্যাত্তথা চুম্বিতঃ লগ্নং। পুনশ্চ নৃণাং ইতররাগবিস্মারণং ॥

অনুবাদ।—হে বীর! ত্বদীয় অধরামৃত রমণলীলাকৌতুকাদি-বর্দ্ধক, শোকাপহারক এবং শব্দিত বেণুতে সম্যক্‌রূপে লগ্ন। উ। নরগণের ইতরসুখবাসনা বিস্মৃত করাইয়া দেয়। উহা আমাদিগকে দান কর

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

১০ শ্লোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৮)—

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ,
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি
জিহ্বাস্পৃহাং ॥

টীকা।—হে সখি! সঃ মদনমোহনঃ মে মম জিহ্বাস্পৃহাং রসনাবাসং তনোতি বিস্তারয়তি। সঃ কিম্ভূতঃ?—ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ ব্রজস্য অতুলানাং কুলাঙ্গনানাং ইতরেষু রসালিষু তৃষ্ণাং হর্ত্তুং শীলং যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ? প্রদীব্যদধরামৃতঃ প্রকৃষ্টরূপেণ দীব্যৎ বিরাজমানং অধরামৃতং যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ?—সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ সুকৃতিভিঃ পুণ্যশীলৈঃ লভ্যঃ প্রাপণীয়ঃ ফেলায়াঃ অধরসুধায়াঃ লবঃ কিঞ্চিদংশো যস্য সঃ। পুনঃ কীদৃশঃ?—সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ সুধাজিৎ পীযূষনিন্দিতং তথা অহিবল্লিকায়াঃ নাগলতিকায়াঃ সুদলমিব বীটিকায়াঃ তাম্বুলস্য চর্ব্বিতং যস্য সঃ ॥

অনুবাদ—হে সখি! যাঁহাকে লাভ করিলে ব্রজবালাগণের ইতররসে কামনা থাকে না, যাঁহার অধরসুধা প্রকৃষ্টরূপে বিরাজমান রহিয়াছে, বহুপুণ্য না থাকিলে যে অধরসুধার কণিকামাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং যাঁহার নাগবল্লীবৎ সুবৃত্ত তাম্বুলচর্ব্বিত সুধার আস্বাদনকে পরাভূত করিয়াছে, সেই মদনমোহন অদ্য আমার জিহ্বার বাসন বর্দ্ধিত করিতেছেন।

এত কহি গৌরপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥

যথারাগঃ।

"তনু-মন করায় ক্ষোভ,
বাড়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়॥
নাগর! শুন তোমার অধরচরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত॥ ধ্রু॥

আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্ট রায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ,
আপনা পিয়াইতে মন,
অন্য রস সব পাসরায়॥
সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজিকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন,
তায় জন্মায় ইন্দ্রিয়মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর॥
বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধার পিয়াইয়া,
গোপীগণে জানায় নিজ পান।
'অহো শুন গোপীগণ,
বলে পিঙো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান॥
তবে মোরে ক্রোধ করি,
লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি,
ছাড়ি দিমু করসিঞা পান।
নহে পিমু নিরন্তর,
তোমায় মোর নাহিক ডর,
অন্যে দেখো তৃণের সমান॥'
অধরামৃত নিজ স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে, *
আকর্ষয়ে ত্রিজগত-জন।

আমরা ধর্ম্মভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমায় করে বিড়ম্বন॥
নীবি খসায় গুরু-আগে,
লজ্জা-ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করায় তোমার দাসী,
শুনি লোক করে হাসি,
এইমত নারীরে নাচায়॥
শুষ্ক বাঁশের কাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিল গোসাঞি।
না সহি কি করিতে পারি,
তাহে রহি মৌন ধরি,
চোরার মাকে ডাকি যৈছে কান্দিতে নাঞি॥
অধরের এই রীতি, আর শুন বিপরীতি,
সে অধর সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ পান, হয় অমৃতসমান,
তার নাম হয় কৃষ্ণ-ফেলা॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এ দম্ভে কে বা পাতিয়ায়।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সে সুকৃতি তার লব পায়॥
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভপরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃতসার,
গোপীর মুখ করে আলবাটী॥ *
এ সব তোমার কুটিনাটি,
ছাড় এই পরিপাটী,
বেণুদ্বারে কাহে হর প্রাণ?।

* নিজ স্বরে অর্থাৎ বংশীনাদে।

* অঙ্গরাগের সুগন্ধিদ্রব্যাধারকে আলবাটী কহে। ভগবানের প্রসাদ ভক্তের বদনেই অঙ্কিত থাকে, নচেৎ অন্ত কোন্ স্থানে থাকিতে পারে? আলবাটী হইতে গন্ধদ্রব্য লইলেও যেরূপ কিয়দংশ তাহাতে লগ্ন থাকে, সেইরূপ ভক্তের বদনে ঈশ্বরসম্ভোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী,
দেহ নিজাধরামৃত দান ॥"
কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল।
ক্রোধ-মন শান্ত হইল, উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥
পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত ॥
যোগ্য হঞা তাহা কেহ করিতে না পায় পান।
তথাপি সে নির্ল্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ ॥
অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে
যোগ্য জন নাহি পায়, লোভে মাত্র মরে ॥
তাহে জানি, কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃতফল ॥
কহ রামরায়, কিছু শুনিতে হয় মন"
ভাব জানি পড়ে রায় গোপীর বচন ॥

১১ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৯)—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো,
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥

টীকা।—হে গোপ্যঃ! অয়ং বেণুঃ কিং কুশলং আচরৎ, স্ম বিস্ময়ে। কথং?—যৎ যতঃ গোপিকানামস্মাকং ভোগ্যাং দামোদরাধরসুধাং স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে। কথং?—অবশিষ্টরসং যথা স্যাত্তথা হ্রদিন্যঃ নদ্যঃ হৃষ্যত্ত্বচঃ লক্ষিতাঃ। যেষাং বংশে তরবঃ অশ্রু মুমুচুঃ। যথা আর্য্যাঃ স্বকুলে ভগবদ্ভক্তং দৃষ্ট্বা হৃষ্যত্ত্বচঃ অশ্রু মুঞ্চন্তি তদ্বৎ ॥

অনুবাদ।—কোন কোন ব্রজবালা বলিলেন, হে গোপিকাবৃন্দ! শ্রীহরির যে অধরামৃত কেবলমাত্র গোপিকাদিগেরই ভোগ্য ও রসপূর্ণ, কি পুণ্যফলে একাকী এই বেণু তাহা ভূরিপরিমাণে পান করিতেছে, বুঝিতে পারিতেছি না। আরও দেখ, কুলবৃদ্ধ আর্য্যগণ নিজ নিজ কুলে ভগবদ্ভক্ত দেখিলে যেরূপ পুলকিত হইয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ যাহাদের সলিলে ঐ বেণু পরিপুষ্ট হইয়াছিল, জননীসদৃশী সেই নদীসমূহ কমলবিকাশ করতঃ যেন রোমাঞ্চিত দৃষ্ট হইতেছে এবং যাহাদিগের বংশে সে জন্মিয়াছিল, সেই পাদপগণও মধুধারা বর্ষণপূর্ব্বক যেন হর্ষবারি বিসর্জ্জন করিতেছে।

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥

যথারাগঃ।

"অহো ব্রজেন্দ্রনন্দন,
ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিবে পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যাকে জানে নিজ ধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয় ॥
গোপীগণ! কহ সব করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ,
কোন্ সিদ্ধ মন্ত্র জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে? ॥ ধ্রু ॥
হেন কৃষ্ণাধরসুধা, যে কৈল অমৃত মুদা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এই বেণু অযোগ্য অতি,
একে স্থাবর পুরুষ জাতি,
সে সুধা সদাই করে পান ॥
যার ধন না কহে তারে,
পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়ে জানায়।

তার তপস্থার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায়।
মানসগঙ্গা কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করেন স্নান।
বেণু ঝুটাধররস, হঞা লোভে পরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান ॥ *
এত নদী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী।
নদীর শেষ রস পাঞা, মূল দ্বারা আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে বুঝিতে না পারি ॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত,
মধু-মিষে বহে অশ্রুধার।
বেণুকে মানি নিজ জাতি,
আর্য্যের যেন পুত্রনাতি,
বৈষ্ণব হইলে আনন্দবিকার ॥
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এ ত অযোগ্য, আমরা যোগ্যনারী।
যা না পাঞা দুঃখে মরি,
অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি ॥”
এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেগে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায়।
কভু নাচে, কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি দিন বায় ॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি, করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হইতে পরামৃত,
গায় দীন হীন কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদ-
বিরহোন্মাদপ্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৬॥

* “যখন ভগবান্ লীলাশ্রিত হন, তখন যোগমায়া বা বেণু তদীয় রসপ্রকৃতিকে উপভোগ করে। তৎকালে লীলারূপ নদীসমূহ এবং লীলাপ্রকাশিত স্থূলব্রহ্মাণ্ডের রসরূপী বৃক্ষসমূহও বেণুর উচ্ছিষ্ট প্রেমরস পান করিয়া বিরাজিত থাকে।”

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দোরত্যদ্ভুতমলৌকিকং।
যৈর্দ্দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ-
বিচেষ্টিতং ॥

টীকা।—যৈঃ শ্রীলগৌরেন্দোঃ অত্যদ্ভুতং তথা অলৌকিকং দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতং ভাবমুদ্রাদিকং দৃষ্টং, তন্মুখাৎ তৎ শ্রুত্বা লিখ্যতে; ময়া ইতি শেষঃ ॥

অনুবাদ।—যঁাহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অত্যদ্ভুত ও অলৌকিক দিব্যভাবচেষ্টা দর্শন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদিগের মুখে শ্রবণপূর্ব্বক ইহা লিখিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥
এক দিন প্রভু, স্বরূপ রামানন্দের সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপমহাশয় ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ।
মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করে প্রভু প্রলাপ করিয়া ॥
এইমতে নানা ভাবে অর্দ্ধ রাত্রি হৈল।
গোসাঞিরে শয়ন করাই দুঁহে ঘর গেল ॥
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন।
সব রাত্রি প্রভু করে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ॥
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণ-বেণু-গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা পয়াণ ॥

তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছে ত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া ॥
সিংহদ্বার-দক্ষিণে আছে তেলেঙ্গা গাবীগণ।
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন ॥
এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া ॥
তবে স্বরূপগোসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ।
দিউটী জ্বালিয়া করে প্রভু-অন্বেষণ ॥
ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণমধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা ॥
পেটের ভিতরে হস্ত-পাদ, কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার ॥
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ডফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দবিহ্বল ॥
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর অঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গসঙ্গ ॥
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ ॥
উচ্চ করি শ্রবণে করে নামসঙ্কীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥
চেতন হইলে হস্ত-পাদ বাহির আইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥
উঠিয়া বসিল প্রভু, চাহে ইতি উতি।
স্বরূপে কহে "তুমি আমা আনিলে কতি ॥
বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি, গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥
তার পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষাধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥
গোপীগণ সহ বিহার হাস পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস ॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইঁহা লঞা আইলা বলাৎকার করি ॥
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি ॥"
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদ্গদ বাণী।
"কর্ণ তৃষ্ণায় মরে, পড় রসামৃত শুনি ॥"
স্বরূপগোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া ॥

২ শ্লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৪০)—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্। *

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা।
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা ॥

যথারাগঃ।

হৈল গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন।
কৃষ্ণের মুখে হাস্যবাণী,
ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥
"নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্য নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয় ॥ ধ্রু ॥
কৈলে জগতে বেণুধ্বনি,
সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী,
দূতী হঞা মোহে নারীমন।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥
ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে,
হানে কটাক্ষ-কামশরে,
লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও।

* ইহার টীকা, অনুবাদ ৫১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এবে আমায় কর রোষ,
কহি পতি-ত্যাগ দোষ,
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও ॥
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠপরিপাটি।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটিনাটি ॥
বেণুনাদ অমৃতবোলে,
অমৃতসমান মঠা বোলে,
অমৃতসমান ভূষণশিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন, হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত ॥"
এত কহি ক্রোধাবেশে,
ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠাসাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠাবাণী, পড়ি আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥

৩ শ্লোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৫)—

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি
কর্ণস্পৃহাং ॥

টীকা।—অথ শব্দং স্পষ্টয়তি নদজ্জল-দিত্যেকেন। হে সখি! স কৃষ্ণো মম কর্ণস্পৃহাং তনোতি। সঃ কীদৃশ? নদ-জ্জলদিতি। নদতো জলদস্য নিস্বনঃ কণ্ঠ-ধ্বনি র্যস্য সঃ, গম্ভীর ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ? শ্রবণকর্ষি কর্ণাকর্ষি সদুত্তমং শিঞ্জিতং ভূষাণানাং ধ্বনির্যস্য সঃ। ভূষ-ণানান্তু শিঞ্জিতমিত্যমরঃ। পুনঃ নর্ম্মণা পরিহাসেন সহ বর্ত্তমানৈরত এব রস-সূচকৈঃ। কিংবা সনর্ম্মরসস্য সূচকৈরক্ষরৈঃ। অনেন জ্ঞাতং অন্যেষাং বচনানি রসসূচকানি স্যুঃ, কৃষ্ণস্য বচনানামক্ষ-রাণ্যপি রসসূচকান্যেবেতি। তৈর্জাতানাং পদানাং বিভক্ত্যন্তশব্দানাং যা অর্থ-কৌশলং। যদ্বা রসসূচাক্ষর-পদার্থভঙ্গ্যা সহ বর্ত্তমানোক্তির্যস্য সঃ। যদ্বা সনর্ম্ম-রস-সূচকাক্ষর-পদার্থানাং ভঙ্গী ভঙ্গবান্ লহরী-বান্ সমুদ্রঃ অর্থান্নর্ম্মরসসমুদ্রঃ তদ্রূপোক্তি র্যস্য সঃ। পুনঃ রমাদিকানামুত্তমস্ত্রাণাং হৃদয়হারা বংশ্যাঃ কলো মধুরাস্ফুটধ্বনি র্যস্য সঃ। বয়ন্তু মানুষ্য স্তত্রাপি যুবত্যঃ। অর্ব্বাচীনাঃ তত্রাপি সজাতায়াঃ তত্রাপি তস্য সম্ভোগ্যাঃ। তস্য বাঞ্ছনীয়াঃ প্রিয়াশ্চ। অতস্তৎকর্ত্তৃকমস্মচ্চিত্তাকর্ষণং কিং বিচিত্রমিতি।

অনুবাদ।—শ্রীরাধা কহিলেন, হে সখি! যাঁহার কণ্ঠধ্বনি জলদগম্ভীর, যাঁহার ভূষণ-শিঞ্জিত শ্রুতিহারী, যাঁহার সপরিহাস মধুরাক্ষরযুক্ত পদার্থভঙ্গিময় বাক্য এবং যাঁহার মুরলীরব রমাদি বরাঙ্গণাগণের হৃদয়হারী, সেই মদনমোহন আমার কর্ণ-স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

পুনর্যথারাগঃ।

"কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘনধ্বনি জিনি,
যার গানে কোকিল লাজ পায়।
তার এক শ্রুতিকণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি না যায় ॥
কহ সখি কি করি উপায়?
কৃষ্ণের মাধুরীগানে, হরিল আমার কাণে,
এবে না পায়, তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ ধ্রু ॥

নূপুর কিঙ্কিণী-ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কণধ্বনি চটক লাজায়।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে,
অন্য শব্দ সে কাণে না যায়॥
সে শ্রীমুখভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,*
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত॥
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণচকোর-জীবন,
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাবে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥
যেবা বেণুকলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারীচিত্ত আউলায়।
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনা মূলে হয় দাসী,
বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়॥
যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী,
তিহোঁ যে কাকলী শুনি,
কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায়।
না পেয়ে কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ,
তপ করে, তবু নাহি পায়॥
এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি †
সেই কর্ণে ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়িসম সেই কাণ॥"
করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগভাব,
মনে কাঁহো নাহি আলম্বন।
উদ্বেগ বিষাদ মতি,
ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি,
নানা ভাবের হইল মিলন॥

* শব্দ অর্থ, দুই শক্তি—বেণুনাদ শব্দ; উহার অর্থ মৃদুমধুর হাস্য।
† শ্রীমুখভাষিত, স্মিত, নর্ম্ম, বেণুনাদ এই চারিটী কৃষ্ণের কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি বলিয়া অভিহিত।

ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি,
লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
যেই অর্থ নাহি জানে লোক॥

৪ শ্লোক।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪২)—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রুমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে,
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥

টীকা।—হে সখি! ইহ বিরহে কিং কৃণুমঃ। কস্য সম্বন্ধে ব্রুমঃ। আশয়া কৃতং, তৎ কৃতং ন কুর্ম্মঃ; অধুনা তদ্বার্ত্তাং পরিত্যজ্য অন্যাং ধন্যাং কথাং কথয়ত। অহো! স ধূর্ত্তঃ মম হৃদয়েশয়ঃ। কৃষ্ণে বত খেদে মম তৃষ্ণা বাঞ্ছা চিরং প্রতিক্ষণং লম্বতে। তৃষ্ণা কিম্ভূতা?—কৃপণকৃপণা। কৃষ্ণে কিম্ভূতে?—মধুরমধুরস্মেরাকারে মধুরান্মধুরঃ স্মেরাকারঃ মৃদুস্মিতরূপাকৃতির্যস্মিন্। পুনঃ কিম্ভূতে?—মনোনয়নোৎসবে মনোনয়নয়োঃ উৎসবো যস্মিন্॥

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধিকা শ্রীহরিবিচ্ছেদের চরমদশায় সখীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে সখি! অধুনা আমি কি করিলে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই? তোমরাও ত আমার ন্যায় কাতরা, সুতরাং আর কাহাকেই বা এ যাতনার কথা বলি? কৃষ্ণের আশায় যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাই ভাল, আর কিছু করিব না। অধুনা তাঁহার কথা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কোন সৎকথা বল। হায়! তিনি যে মদীয়

হৃদয়গুহাশায়ী, তবে কিরূপে তাঁহার কথা পরিত্যাগ করি? অহো! তাঁহার কথা পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, সেই মধুর-হাস্যপূর্ণ, নয়নমনের হর্ষবর্দ্ধন শ্রীনন্দসুতে মদীয় তৃষ্ণা চিরদিনই আলম্বিত রহিয়াছে।*

যথারাগঃ।

"এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখিগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ কে কহে উপায়॥
হা হা সখি! কি করি উপায়?
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ,
কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়॥" ধ্রু॥
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হইল মতি ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাবমতি,
তাতে করে অর্থনির্দ্ধারণ॥
"দেখি এই উপায়ে,
কৃষ্ণ-আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড়ি কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণ হই বিস্মরণ॥"
কহিতেই হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
"যারে চাহি ছাড়িতে,
সে শুইয়া আছে চিতে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥"
রাধাভাবের স্বভাব আন,
কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান,
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে "যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে॥"
ঔৎসুক্যের প্রাধান্য, জিনি অন্য ভাব-সৈন্য,
উদয় কৈল নিজরাজ্য মনে।
মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে॥
"মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে, মনোনেত্র-রসায়নে,
কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায়॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্যসদ্‌গুণসাগর!।
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাসবিলাস নাগর!॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই,
তুমি কহ তাঁহা যাই,"
এত কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি,
প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজ স্থানে বসাইল নিয়া॥
ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল,
স্বরূপের আজ্ঞা দিল,
"স্বরূপ! কিছু কর মধুর গান।"
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ-গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ॥

এইমত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রিদিনে।
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপবচনে॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন?।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন কাণ।
অলৌকিক গূঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা-জ্ঞান॥

* এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে মতি, ত্রাস, চিন্তা, রাগোদয়, বিষাদ, ইত্যাদি ভাবোদয়ের বিচিত্রতা প্রকাশ পাইতেছে।

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্যমহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা ॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনি নাহি অন্য ॥
সর্ব্বভাবে ভজ লোক! চৈতন্যচরণ।
যাহা হইতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃতধন ॥
এই ত কহিল প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-ভাব।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥
এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথদাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥

৫ শ্লোক।

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে শ্রীরঘুনাথদাসবাক্যম্।—

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো,
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে
নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ,
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

টীকা।—গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ সন্ মাং মদয়তি। কিং কুর্ব্বন্?—কৃষ্ণোরুবিরহাৎ কৃষ্ণস্য দারুণবিচ্ছেদাৎ বিরাজন্ সন্। ক ইব? তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ দেহস্য অন্তঃসঙ্কোচাৎ কমঠঃ কচ্ছপঃ ইব। কিং কুর্ব্বন্? -মিশ্রগৃহে দ্বারত্রয়ং অনুদ্ঘাট্য অহো আশ্চর্য্যে উরু চ ভিত্তিত্রয়ং অত্যুন্নতং প্রাচীরত্রয়ং উচ্চৈঃ যথা স্যাত্তথা বিলঙ্ঘ্য কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে কলিঙ্গসংজ্ঞকদেশীয়-ধেনুগণাভ্যন্তরে নিপতিতঃ ॥

অনুবাদ।—যিনি কাশীমিশ্রের গৃহে অর্গলবদ্ধ দ্বারত্রয় উদ্ঘাটন না করিয়া তিনটি অত্যুন্নত প্রাচীর লঙ্ঘন করতঃ কৃষ্ণের দারুণ বিচ্ছেদে সঙ্কুচিতদেহ কূর্ম্মবৎ কলিঙ্গদেশীয় ধেনুমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গদেব মদীয় হৃদয়ে সমুদিত হইয়া আমাকে অতুল আনন্দ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদ প্রলাপ-বর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

১ শ্লোক।

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্রাত্রিমখিলাং,
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ॥

টীকা।—যঃ শচীসুতঃ শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোঃ শরজ্জ্যোৎস্নয়া সহ সাগরস্য অবকলনয়া দর্শনেন জাতযমুনাভ্রমাৎ ধাবন্ মূর্চ্ছালঃ সন্ হরিবিরহতাপার্ণবে ইব পয়সি সাগরসলিলে নিমগ্নঃ সন্ অখিলাং রাত্রিং নিবসন্ প্রভাতে স্বৈঃ গণৈঃ প্রাপ্তঃ অভূৎ, সঃ শচীসূনুঃ ইহ নঃ অস্মান্ অবতু রক্ষতু ॥

অনুবাদ।—শরদীয় জ্যোৎস্নায় সাগর দর্শনপূর্ব্বক যমুনাভ্রমে কৃষ্ণবিচ্ছেদ-তাপ-সাগরে মগ্ন হওয়ার ন্যায় যিনি প্রধাবিত হওত মূর্চ্ছিতদশায় পয়োধিসলিলে মগ্ন হইয়া সমগ্র নিশা অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং প্রাতঃকালে স্বগণ যাঁহাকে সেই দশায় প্রাপ্ত হন, সেই শচীনন্দন অধুনা আমাদিগকে রক্ষা করুন্।